YĀSKA'S NIRUKTA

PART II

With Bengali Translation and Notes

EDITED BY
AMARESWARA THAKUR, M.A., PH.D.,
Retired Head of the Department of Sanskrit,
University of Calcutta

UNIVERSITY OF CALCUTTA
2005

।। আশুতোষ-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা ।।

UNDER THE GENERAL EDITORSHIP

OF

THE ASUTOSH PROFESSOR AND HEAD OF THE DEPARTMENT OF SANSKRIT,

UNIVERSITY OF CALCUTTA

No.V

UNIVERSITY OF CALCUTTA

2005

YĀSKA'S NIRUKTA

PART II

With Bengali Translation and Notes

EDITED BY

AMARESWARA THAKUR, M.A., PH.D.,

Retired Head of the Department of Sanskrit,
University of Calcutta
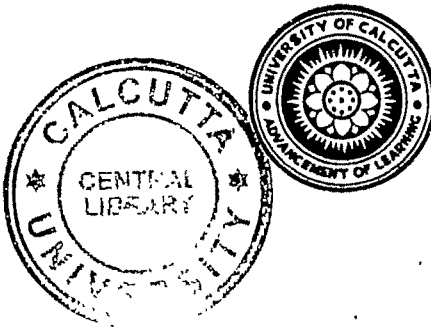
UNIVERSITY OF CALCUTTA

2005

Rs. 150.00

বিষয়সূচী

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

THE
ASUTOSH SANSKRIT SERIES

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

কর্ম্মনামান্যুত্তরাণি ষড়্‌বিংশতিঃ ॥ ১ ॥

উত্তরাণি (পরবর্ত্তী) ষড়্‌বিংশতি (ছাব্বিশটী) নামানি (নাম) কর্ম্মনামানি (কর্ম্মের নাম)।

জগৎ বস্তুর নামসমূহের পরে অপঃ, অপ্নঃ, দংসঃ প্রভৃতি ছাব্বিশটী কর্ম্মনাম (নিঃ ২।২) অভিহিত হইয়াছে।

অনুবাদ—পরবর্ত্তী ছাব্বিশটী নাম কর্ম্মনাম।

কর্ম্ম কস্মাৎ ক্রিয়ত ইতি সতঃ ॥ ২ ॥

কর্ম্ম ('কর্ম্ম' এই নাম) কস্মাৎ (কোথা হইতে হইল)? ক্রিয়তে ইতি (যেহেতু কৃত হয়) সতঃ (করোতেঃ—'কৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ক্রিয়তে—এই ক্রিয়াপদটী কর্ম্মকারকের সহিত যুক্ত বলিয়া 'কৃ' ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যের প্রত্যয়ে 'কর্ম্ম' শব্দ নিষ্পন্ন)।

করণার্থক 'কৃ' ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে 'মনিন্' প্রত্যয়ে (উ ৫৮৪) 'কর্ম্ম' শব্দ নিষ্পন্ন; কর্ম্ম যাহা তাহা কৃত হয় (ক্রিয়তে ইতি কর্ম্ম)। 'সতঃ' পদের প্রয়োগের ফল সম্বন্ধে ১।২।২।৩ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ—'কর্ম্ম' এই নাম কোথা হইতে হইল? কর্ম্ম কৃত হয়; 'কৃ' ধাতু হইতে কর্ম্মবাচ্যের প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন।

অপত্যনামান্যুত্তরাণি পঞ্চদশ ॥ ৩ ॥

উত্তরাণি (পরবর্ত্তী) পঞ্চদশ (পঞ্চদশ নাম) অপত্যনামানি (অপত্যের নাম)।

কর্ম্মনামসমূহের পরে তুক্, তোক, তনয় প্রভৃতি পঞ্চদশ অপত্যনাম (নিঃ ২।২) অভিহিত হইয়াছে।

অনুবাদ—পরবর্ত্তী পঞ্চদশ নাম অপত্যনাম।

অপত্যং কস্মাদপততং ভবতি, নানেন পততীতি বা, তদ্ যথা
জনয়িতুঃ প্রজৈবমর্থীয়ে ঋচা উদাহরিষ্যামঃ। ৪ ॥

অপত্যং ('অপত্য' নাম) কস্মাৎ (কোথা হইতে হইল)? অপততং (পিতৃশরীর হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া বিস্তৃত) ভবতি (হয়), বা (অথবা) অনেন (অপত্যের দ্বারা) ন পততি

(পতিত হয় না) ইতি (ইহাও 'অপত্য' নামের ব্যুৎপত্তি) ; তৎ (তাহা হইলে)[1] যথা জনয়িতুঃ প্রজা (অপত্য যে জনয়িতার অর্থাৎ জন্মদাতার) এবমর্থীয়ে (এতদর্থক) ঋচৌ (ঋগ্‌দ্বয়) উদাহরিষ্যামঃ (উদ্ধৃত করিব)।

'অপত্য' নামের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়েছেন। (১) 'অপ+তন্‌' ধাতুর উত্তর 'যক্‌' প্রত্যয়ে (উ ৫৫১) 'অপত্য' শব্দের নিষ্পত্তি ; অপত্য পিতৃ শরীরেরই একদেশ, পিতৃশরীর হইতেই পৃথগ্‌ভূত হইয়া বিস্তৃত হয় অর্থাৎ আত্মলাভ করে। (২) 'নঞ্‌+পত্‌' ধাতুর উত্তর 'যক্‌' প্রত্যয় করিয়াও 'অপত্য' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে ; অপত্য জন্মিলে পিতামাতা নরকে পতিত হয় না।[2] এখন প্রশ্ন হইতে পারে ঔরস, ক্রীতক, কৃত্রিম, দত্তক প্রভৃতি সকল প্রকার অপত্যই[3] কি পিতামাতার ত্রাণে সমর্থ হয়, না মাত্র ঔরস অপত্য ? জন্মদান করিলেই অপত্য হয়, ঔরস অর্থাৎ নিজের উৎপন্ন অপত্য ব্যতিরেকে ক্রীতক, কৃত্রিম, দত্তক প্রভৃতি অন্য প্রকার অপত্য যে প্রকৃত অপত্য নহে, তাহারা যে পিতামাতার ত্রাণে সমর্থ নহে[4] ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত দুইটী ঋক্‌ উদাহৃত হইতেছে।

অনুবাদ—'অপত্য' নাম কোথা হইতে হইল ? পিতৃশরীর হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া বিস্তৃত হয় অর্থাৎ আত্মলাভ করে ; অথবা ইহার দ্বারা অর্থাৎ অপত্যের জন্ম হইলে পতন হয় না—ইহাও 'অপত্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে। অপত্য যে জনয়িতার—অর্থাৎ যাহার জন্ম দেওয়া যায় সেই অপত্য, অন্য কেহও অপত্য হইতে পারে না, এতদর্থে দুইটী ঋক্‌ উদাহৃত করিব।

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। তদিতি বাক্যোপন্যাসে (স্কঃ স্বাঃ) ; তৎ এতস্মাৎ (দুঃ)।

২। মনু ৯।১৩৮, বিষ্ণু ১৫।৪৪।

৩। মনু ৯।১৫৩—১৮০।

৪। মনু ৯।৩২, ৪৩, ৪৯-৫১. গৌ ১৮।৯-১৪, আপ ২।১৩.৬-৭, বশিষ্ঠ ১৭।৬-৯, ৬৩।৬৪ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরিষদ্যং হ্যরণস্য রেক্ণো নিত্যস্য রায়ঃ পতয়ঃ স্যাম।
ন শেষো অগ্নে অন্যজাতমস্ত্যচেতানস্য মা পথো বি দুক্ষঃ ॥ ১ ॥

(ঋগ্বেদ ৭।৪।৭)

হি (যেহেতু) অরণস্য (অপরের) রেক্ণঃ (অপত্যাখ্য ধন) পরিষদ্যং (পরিহর্ত্তব্য) [ততঃ] (সেইজন্য) নিত্যস্য রায়ঃ (নিত্য ধনের অর্থাৎ ঔরস পুত্ররূপ ধনের) পতয়ঃ (স্বামী বা পালয়িতা) স্যাম (যেন হইতে পারি); অগ্নে (হে অগ্নে) শেষঃ (শেষস্— অপত্য) অন্যজাতং (অন্যের দ্বারা উৎপন্ন) ন অস্তি (হইতে পারে না), অচেতানস্য (অচেতয়মানস্য—অজ্ঞান ব্যক্তির হইতে পারে), [নঃ] (আমাদিগের) পথঃ (পিতৃ-পিতামহাচরিত পথ) মা বিদুক্ষঃ (বিদূষিত করিও না)।

বশিষ্ঠের পুত্রগণ হত হইলে বশিষ্ঠ অগ্নির নিকট পুত্র প্রার্থনা করিলেন। অগ্নি বলিলেন, 'তুমি ক্রীতক পুত্র, কৃত্রিম পুত্র, দত্তক পুত্র অথবা আর অন্য কোনও প্রকারের পুত্রের দ্বারা পুত্রবান্ হও।' বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'পরের অপত্যাখ্য ধন পরিত্যক্তব্য, কারণ, পরের অপত্যকে অপত্যরূপে গ্রহণ করিলে সেই অপত্য হইবে গৌণ অপত্য; আমি যেন স্বয়ং উৎপাদিত নিত্য ধনের অর্থাৎ ঔরস পুত্ররূপ মুখ্য অপত্যের অধিকারী হইতে পারি;[১] হে অগ্নে, অপত্য নিজের দ্বারাই উৎপন্ন হইবে, পরের দ্বারা উৎপন্ন কেহও অপত্য হইতে পারে না; অজ্ঞান ব্যক্তি পরোৎপন্ন কাহাকেও অপত্যরূপে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থতা লাভ করে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে অপত্য নহে, অপত্যকার্য্য তাহার দ্বারা সম্পাদনীয় নহে;[২] ঈদৃশ অপত্যের দ্বারা অপত্যকার্য্য করিতে উপদেশ দিয়া তুমি আমার পূর্ব্বাচরিত পথ বিদূষিত করিও না; আমি ঔরস পুত্রের প্রার্থী, আমাকে ঔরস পুত্র প্রদান কর।'

অনুবাদ—যেহেতু অপরের অপত্যাখ্য ধন পরিহরণীয়, সেইজন্য আমি যেন নিত্য ধনের অর্থাৎ ঔরস পুত্ররূপ ধনের অধিকারী হইতে পারি; হে অগ্নে, অপত্য অন্যের দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে না, অজ্ঞান ব্যক্তির পক্ষেই ইহা সম্ভব হইতে পারে; তুমি আমাদিগের পূর্ব্বাচরিত পথ বিদূষিত করিও না।

১। যদেব নিত্যমাত্মীয়মগৌণং স্বয়মুৎপাদিতং পুত্রাখ্যং রায়ো ধনং তস্যৈব বয়ং পতয়ঃ পালয়িতারঃ স্যাম (সাঃ)।

২। অবিদুষঃ পরিচর্য্যাদিনারাধিতস্য ইহলোকে প্রীত্যাদিমাত্রং ফলং ভবতি ন পুত্র ইত্যর্থঃ (স্বঃ বাঃ); নাপত্যকার্য্যেঽবতিষ্ঠতে (সাঃ)।

পরিহর্ত্তব্যং হি নোপসর্ত্তব্যম্ ॥ ২ ॥

পরিষঙ্গঃ হি—পরিহর্ত্তব্যম্ হি; হি (যেহেতু) পরিহর্ত্তব্যম্ (পরিহরণীয়) অর্থাৎ—ন উপসর্ত্তব্যম্ (আত্মীয় বুদ্ধিতে যাহার নিকট যাওয়া অকর্ত্তব্য অর্থাৎ যাহা পাইবার জন্য চেষ্টা করা কোন প্রকারে কর্ত্তব্য নহে)।

অরণস্য রেক্ণোঽরণোঽপার্ণো ভবতি, রেক্ণ ইতি ধন নাম
রিচ্যতে প্রয়তঃ ॥ ৩ ॥

অরণস্য রেক্ণ—অরণঃ ('অরণ' শব্দ) অপার্ণঃ ('অপার্ণ' শব্দ) ভবতি (হয়), রেক্ণঃ ('রেক্ণস্' শব্দ) ধননাম (ধনের নাম), প্রয়তঃ (ধনস্বামীর পরলোকগমনের পর) রিচ্যতে (অতিরিচ্যতে—অতিরিক্ত থাকে)।

'অরণ' শব্দ 'অপার্ণ' শব্দ হইতে সমুৎপন্ন; অপার্ণ শব্দের অর্থ অপগতার্ণ—অপগত হইয়াছে অর্ণ বা উদক অর্থাৎ উদক সম্বন্ধ যাহা হইতে অর্থাৎ অন্যকুলোৎপন্ন; ইহা হইতেই 'অরণ' শব্দের অর্থ হইয়াছে অনাত্মীয়, অপর বা স্বেতর ব্যক্তি।[১] 'রেক্ণস্' শব্দ বিরেচনার্থক 'রিচ' ধাতুর উত্তর 'অসুন্' প্রত্যয়ে (উ ৬৩৮) নিষ্পন্ন; 'রেক্ণস্' শব্দ ধনবোধক; ধনস্বামীর মৃত্যুর পর ধন অতিরিক্ত অর্থাৎ অবশিষ্ট থাকে, ধনস্বামীর সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া যায় না।[২]

অনুবাদ—অরণস্য রেক্ণঃ—'অরণ' শব্দ 'অপার্ণ' শব্দ হয়; 'রেক্ণস্' শব্দ ধননাম, ধনস্বামী পরলোকগত হইলে ধন অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট থাকে।

নিত্যস্য রায়ঃ পতয়ঃ স্যাম পিত্র্যস্যেব ধনস্য ॥ ৪ ॥

নিত্যস্য রায়ঃ পতয়ঃ স্যাম (নিত্যধনের স্বামী যেন হইতে পারি) পিত্র্যস্য ধনস্য ইব (যেমন পৈতৃক ধনের)।

নিত্যস্য রায়ঃ—নিত্য বা মুখ্য ধনের অর্থাৎ ঔরসপুত্ররূপ মুখ্য অপত্যের। পুত্র যেরূপ পৈতৃক ধন প্রাপ্ত হইয়া নিত্য বা মুখ্য ধনের অধিকারী হয়, আমিও যেন সেইরূপ ঔরসপুত্ররূপ মুখ্য অপত্যের অধিকারী হইতে পারি; ক্রীতক কৃত্রিম দত্তকাদি পুত্র লাভ করিয়া আমাকে যেন গৌণ বা অমুখ্য অপত্যের অধিকারী হইতে না হয়—ইহাই বশিষ্ঠের অভিপ্রায়।

অনুবাদ—পৈতৃক ধনের ন্যায় নিত্য ধনের অধিপতি যেন আমি হইতে পারি।

১। অরণোঽপার্ণঃ অপগতোদকসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ; অরণস্যাপগতার্ণস্যাপগতোদকসম্বন্ধস্য পরকুলজস্য (দুঃ)। অর্ণ (অকারান্ত)=উদক।

২। রিচ্যতে অতিরিচ্যতে হমুং লোকং প্রযতো ম্রিয়মাণস্যেত্যর্থঃ (দুঃ), রিচ্যতেঽবতিষ্ঠতে প্রযতঃ ম্রিয়মাণস্য পুত্রধনম্. ন তেনৈব সহ ম্রিয়তে ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)। 'রেক্ণো ধনং রিচেঃ প্রেরণার্থাৎ' ইতি মাধবঃ, প্রেষ্যতেঽনেন দত্তেন ভৃত্যাদি কর্ম্মহ (দেবরাজ)।

न शेषो अग्ने अन्यजातमस्ति, शेष इत्यपत्यनाम शिष्यते प्रयतः ॥ ৫ ॥

ন শেষঃ অগ্নে অন্যজাতম্ অস্তি (হে অগ্নে, অপত্য অন্যজাত হইতে পারে না)—এই স্থলে শেষঃ ইতি ('শেষস্' এই শব্দ) অপত্যনাম (অপত্যের নাম), প্রযতঃ (পিতার মৃত্যুর পর) শিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকে)।

অসর্বোপযোগ (অবশিষ্ট থাকা) অর্থে বর্তমান 'শিষ্' ধাতুর উত্তর 'অসুন' প্রত্যয়ে (উ ৬২৮) 'শেষস্' শব্দ নিষ্পন্ন; 'শেষস্' শব্দের অর্থ অপত্য, পিতা পরলোকগত হইলে অপত্য অবশিষ্ট থাকে।

অনুবাদ—'ন শেষো অগ্নে অন্যজাতমস্তি'—এই স্থলে 'শেষস্' শব্দ অপত্যার্থক, পিত মৃত্যু হইলেও অবশিষ্ট থাকে।

अचेतयमानस्य तत् प्रमत्तस्य भवति ॥ ৬ ॥

অচেতানস্য—অচেতয়মানস্য—প্রমত্তস্য (প্রমত্ত বা জ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষে) তৎ (অন্যজাতের অপত্যত্ব) ভবতি (হইতে পারে)।

অচেতানস্য—ইহা বৈদিকরূপ, লৌকিকরূপ হইবে 'অচেতয়মানস্য' (সঙ্কেতনার্থক চুরাদি চিত্ ধাতুর শানচ্ প্রত্যয়ে সিদ্ধ); ইহার অর্থ 'প্রমত্তস্য' অর্থাৎ প্রমত্ত বা জ্ঞানহীন ব্যক্তির; প্রমত্ত বা জ্ঞানহীন ব্যক্তি অন্যজাতকে অর্থাৎ পরের অপত্যকে অপত্যরূপে গ্রহণ করিয়া এবং তাহার দ্বারা অপত্যকৃত্যাদি করাইয়া পরিতোষ লাভ করে, কিন্তু অপ্রমত্ত বা জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না

অনুবাদ—মন্ত্রে 'অচেতান' শব্দের অর্থ অচেতয়মান অর্থাৎ প্রমত্ত; তাহার পক্ষে অন্যজাতের অপত্যত্ব হইতে পারে।

मा नः पथो विदूदुष इति । ৭ ॥

মা নঃ পথঃ বিদূদুষঃ (আমাদের পথ বিদূষিত করিও না) ইতি (ইহা) ['মা পথো বিদুক্ষঃ' —ইহার অর্থ]।[1]

বিদুক্ষঃ—বিদূদুষঃ—বি+অদূদুষঃ (ণিজন্ত দুষ্ ধাতুর লুঙ্ মধ্যমপুরুষের একবচনের রূপ; 'মা' যোগে অকারের লোপ)। বশিষ্ঠ বলিতেছেন—আমাদের পথ বিদূষিত করিও না অর্থাৎ ঔরসপুত্রের দ্বারা পুত্রকৃত্য সম্পাদন করান আমাদের পিতৃপিতামহাচরিত রীতি, অন্য পুত্রের দ্বারা পুত্রকৃত্য করাইয়া আমাদের সেই রীতির অমর্যাদা করিও না, আমাকে ঔরসপুত্র প্রদান কর।[2]

১। ইতি সমস্তার্থঃ (দুঃ)।

২। নোঽস্মাকমেতান্ পিতৃপিতামহাদিলক্ষণান্ পথঃ সন্তানবিচ্ছেদেন মা বিদুক্ষঃ মা বিদূদুষঃ (স্কঃ স্বাঃ)। মাস্মানেতস্মাৎ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহানুসন্ততাৎ পথো মার্গাদ্ যেন কেনচিৎ প্রত্যাখ্যানদ্বারেণ বিদূদুষত্বম্ দেহি নঃ পুত্রমৌরসমিত্যভিপ্রায়ঃ (দুঃ)।

অনুবাদ—'মা পথো বিদুষঃ' ইহার অর্থ 'মা নঃ পথঃ বিদূদুষঃ' (আমাদের পথ বিদূষিত করিও না)।

অন্যোত্তরা ভূয়সে নির্ব্বচনায় ॥ ৮ ॥

উত্তরা (পরবর্ত্তী ঋক্) অন্য (পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়ের) ভূয়সে (অধিকতর) নির্ব্বচনায় (কথন বা বর্ণনের জন্য)।

ঔরসপুত্রই পুত্র, অন্যপ্রকার পুত্র পুত্রই নহে—এই বিষয় অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে পরবর্ত্তী মন্ত্রে (যাহা পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়েছে)।

অনুবাদ—তৎপরবর্ত্তী মন্ত্র পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রতিপাদনের জন্য।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ন হি গ্রভায়ারণঃ সুশেবোঽন্যোদর্য্যো মনসা মন্তবা উ।
অধা চিদোকঃ পুনরিৎস এত্যা নো বাজ্যভীষাড়েতু নব্যঃ ॥ ১ ॥
(ঋগ্বেদ ৭।৪।৮)।

অরণঃ (অপর অর্থাৎ অন্যজাত) সুশেবঃ (অতিসুখকারী হইলেও) ন হি গ্রভায় (পুত্ররূপে গ্রহীতব্য নহে),[১] অন্যোদর্য্যঃ (পরপত্নীর উদর-সম্ভূতকে)[২] ন হি মনসা মন্তবৈ উ (পুত্র বলিয়া মনে করাও কর্ত্তব্য নহে),[৩] অধা চিৎ (যেহেতু)[৪] সঃ (অন্যজাত পুত্র) পুনঃ (আবার) ওকঃ ইৎ (স্বস্থানেই) এতি (গমন করে), [অতঃ] (সেইজন্য) বাজী (পরের ভয়দাতা) অভীষাট্ (শত্রুর অভিভবকারী) নব্যঃ (নবজাত) [পুত্রঃ] (পুত্র) নঃ (আমার নিকট) আ+এতু—(আগমন করুক)।[৫]

বশিষ্ঠ বলিলেন—অপরের পুত্র পরিচর্য্যাদি দ্বারা উত্তম সুখ প্রদান করিলেও তাহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না; যে পরপত্নীর উদরে সম্ভূত, তাহাকে মনে মনেও পুত্র বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না, যেহেতু সে আবার স্বস্থানে অর্থাৎ স্বকুলেই ফিরিয়া যাইবে;[৬] অতএব হে অগ্নে, আমার তেজস্বী নবজাত একটী ঔরস পুত্র হউক, যাহা হইতে পরের ভীতি হইবে, যে শত্রুর অভিভবে সমর্থ হইবে।

অনুবাদ—অন্যজাত পুত্র সুখসম্পাদক হইলেও পুত্ররূপে গ্রহণীয় নহে, পরপত্নীর উদরসম্ভূত পুত্রকে মনে মনেও পুত্র বলিয়া চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু সে আবার স্বস্থানেই গমন

১। 'গ্রহ' ধাতুর উত্তর তব্য প্রত্যয়ের অর্থে 'আয়' প্রত্যয়ে সিদ্ধ; গ্রহেরায়ঃ কৃত্যার্থে ব্যত্যয়েন কৃৎ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। অন্যোদর্য্যঃ অন্যেনোদীরিতাদ্ রেতসো জাতঃ (অন্যের রেতঃ দ্বারা জাত) অন্যজায়োদরসম্ভূতো বা (অথবা পরের পত্নীর উদরে সম্ভূত)—দুঃ; রেতোঽন্যোদরমুচ্যতে অন্যরেতসো জাতঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। কৃত্যার্থে 'তবৈ'—(পা ৩।৪।১৪)।

৪। অধা চিৎ যতঃ (স্কঃ স্বাঃ) অধা চিৎ অপিচ (সায়ণ)।

৫। এত্যা নো (এতি+আ নো)—এই আকারের সহিত অন্বয় 'এতু' এই পদের (আকার এতিনা পরেণ সম্বধ্যতে—স্কঃ স্বাঃ)।

৬। অন্যজাত পুত্র আবার স্বকুলে ফিরিয়া যাইতে পারিত বলিয়া মনে হয়—ওকঃ স্বং নিবাসস্থানং স্বং বংশং বহুনাপি কালেন স এতি তদ্বংশ্য এব ভবতি তস্মাদপুত্র এবাসৌ (দুঃ); ওকঃ স্থানং স্বগোত্রাখ্যম্, তদেব পুনঃ পিতৃদানসন্তানোৎপাদনাদিনা—স্কন্দস্বামীর এই কথার তাৎপর্য্য বুঝা গেল না।

করে। সেইজন্য শত্রুর ভয়দাতা এবং অভিভবে সমর্থ নবজাত (ঔরস পুত্র) আমার নিকট আগমন করুক।

ন হি গ্রহীতব্যোঽরণঃ সুসুখতমোঽপি ॥ ২ ॥

ন হি গ্রভায়ারণঃ— ন হি গ্রহীতব্যঃ অরণঃ (অরণ অর্থাৎ অপর বা অন্যজাতকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না); সুশেবঃ—সুসুখতমোঽপি (উৎকৃষ্ট সুখপ্রদাতা হইলেও)। [১]

অনুবাদ—অন্যজাত পুত্র পুত্র বলিয়া গ্রহীতব্য নহে, সুশেব অর্থাৎ নিরতিশয় সুখপ্রদাতা হইলেও।

অন্যোদর্যো মনসাঽপি ন মন্তব্যো মমায়ং পুত্র ইতি ॥ ৩ ॥

(ন) অন্যোদর্যো মনসা মন্তবা (উ) উ—অন্যোদর্যঃ মনসাঽপি ন মন্তব্যঃ মমায়ং পুত্রঃ ইতি (পরপত্নীর উদরসম্ভূতকে আমার পুত্র বলিয়া মনে মনেও চিন্তা করা কর্তব্য নহে)।

অনুবাদ—পরপত্নীর উদরসম্ভূত পুত্রকে মনে মনেও 'আমার পুত্র' বলিয়া চিন্তা করা কর্তব্য নহে।

অথ স ওকঃ পুনরেব তদেতি যত আগতো ভবতি ॥ ৪ ॥

অধা চিদোকঃ পুনরিৎ স এতি—অথ স পুনঃ তদেব ওকঃ এতি যতঃ আগতঃ ভবতি (যেহেতু সে পুনরায় সেই নিবাসস্থানেই গমন করে, যেখান হইতে আগত হয়)। অধা= অধ—অথ (যেহেতু); [২] ইৎ=এব।

অনুবাদ—যেহেতু সে যেখান হইতে আগমন করে পুনরায় সেই নিবাসস্থানেই গমন করে।

ওক ইতি নিবাসনামোচ্যতে ॥ ৫ ॥

ওকঃ ইতি ('ওকস্' এই শব্দ) নিবাস (নিবাসস্থান) উচ্যতে (কথিত হয়)।

'ওকস্' শব্দের অর্থ নিবাসস্থান। সমস্ত পুস্তকেই 'নিবাসনামোচ্যতে' এইরূপ পাঠই পরিদৃষ্ট হয়; এই পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। যাস্ক কোনও শব্দের অর্থ নির্বচন করিতে গিয়া 'এই শব্দ ইহার নাম' ইহা বলিয়া তৎপরে আবার 'উচ্যতে' এই পদের প্রয়োগ করেন নাই; কোনও স্থলে শব্দটী যে ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে সেই ধাতুর নির্দেশ করিয়াছেন, কোনও স্থলে বা শব্দটীর ধাতুগত অর্থের নির্দেশ করিয়াছেন, যেমন—বৃবৃকমিত্যুদকনাম ব্রবীতে র্বা ভ্রংশতে র্বা (নিরু ২।২২) রেক্ণ ইতি ধননাম রিচ্যতে প্রযতঃ (নিরু ৩.২),

১। শেবশব্দ সুখপর্য্যায (নিঃ ৩।৬); শেবমিতি সুখনাম (নিরু ১০।১৭)।

২। অধা—অধ (পাঃ ৬৩।১৩৬), অধ শব্দোঽথশব্দস্যার্থে বর্ত্ততে, স চ হেত্বর্থঃ (দুঃ)।

ইত্যাদি। মনে হয় এখানেও 'উচ্যতে' এই পদের দ্বারা যাস্ক 'ওকস্' শব্দের প্রকৃতিভূত 'উচ্' ধাতুরই নির্দেশ করিয়াছেন; উচ্ ধাতু দিবাদিগণীয় পরস্মৈপদী ধাতু, প্রথম পুরুষের একবচনে 'উচ্যতি' পদ হয়; কাজেই পাঠ হওয়া উচিত—ওক ইতি নিবাসনামোচ্যতেঃ ('ওকস্' শব্দ নিবাসার্থক, উচ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। উচ্ ধাতুর অর্থ সমবায়, ইহার উত্তর 'অসুন্' প্রত্যয়ে (উ ৬২৮) 'ওকস্' শব্দের নিষ্পত্তি—লোক নিবাসস্থানে সমবেত হয়। অকারান্ত 'ওক' শব্দও আছে, ইহার অর্থও নিবাসস্থান—'উচ্' ধাতুর উত্তর 'ক' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন (ওক উচঃ কে—পা ৭।৩।৬৪)। স্কন্দস্বামী 'উচ্যতেঃ'—বিসর্গান্ত পাঠ লক্ষ্য করিয়াছেন।[১]

অনুবাদ—'ওকস্' এই শব্দ নিবাসস্থানের নাম বলিয়া কথিত হয়।

এতু নো বাজী বেজনবানভিষহমাণঃ সপত্নান্
নবজাতঃ স এব পুত্র ইতি ॥ ৬ ॥

নঃ (আমার নিকট) বাজী—বেজনবান্ (পরের ভীতিসম্পাদক) সপত্নান্ (শত্রুদিগের) অভিষহমাণঃ (অভিভবকারী) নবজাতঃ (শিশু)—সঃ এব পুত্রঃ (ঈদৃশ গুণসংবলিত পুত্রই) এতু (আগমন করুক) ইতি (ইহা) (নো বাজ্যভিষাড়েতু নব্যঃ—ইহার অর্থ)।

বাজী—বেজনবান্ (পরের ভয়দাতা); অভিষাট্—সপত্নান্ অভিষহমাণঃ (শত্রুগণের অভিভবকারী)। বশিষ্ঠ বলিতেছেন—ঈদৃশ গুণসংবলিত পুত্রই আমার নিকট আগমন করুক অর্থাৎ হে অগ্নে, আমি তোমার কৃপায় যেন ঈদৃশ গুণসংবলিত ঔরস পুত্রের অধিকারী হই;[২] আমি অন্যজাত পুত্রকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিব কেন?

অনুবাদ—পরের ভয়দাতা শত্রুর অভিভবকারী নবজাত—ঈদৃশ পুত্রই আমার নিকট আগমন করুক—ইহা 'নোবাজ্যভিষাড়েতু নব্যঃ' ইহার অর্থ।

অথৈনাং দুহিতৃদায়াদ্যে উদাহরন্তি, পুত্রদায়াদ্য ইত্যেকে ॥ ৭ ॥

অথ (এক্ষণে) এনাং (বক্ষ্যমাণ ঋক্) দুহিতৃদায়াদ্যে (দুহিতার দায়াদভাবে অর্থাৎ দুহিতা যে পিতৃধনের অধিকারিণী হইতে পারে তৎপ্রদর্শনার্থ) উদাহরন্তি (ধর্মবিদ্গণ উদ্ধৃত করেন), পুত্রদায়াদ্যে (পুত্রের দায়াদভাবে অর্থাৎ পুত্রই পিতৃধনের অধিকারী—এই পক্ষে বক্ষ্যমাণ ঋক্ প্রমাণ) ইতি (ইহা) একে (কোন কোন ধর্মবিৎ বলেন)।

অপত্য শব্দ পুত্র ও কন্যা উভয়েরই বোধক—পুত্র ও কন্যা উভয়েই পিতৃশরীর হইতে পৃথগ্ভূত হইয়া তত অর্থাৎ বিস্তৃত হয় বা আত্মলাভ করে। প্রশ্ন হইতে পারে পুত্র ও কন্যা উভয়েই অবিশেষে পিতৃধনের অধিকারী কি না? পরবর্তী তিন পরিচ্ছেদে এই বিষয়েরই

১। উচ্যতেরিতি পাঠান্তরম্, আহ চ 'ওক উচঃ কে' ইতি।

২। স এব পুত্র আগচ্ছতু কিং নঃ পরকীয়ৈঃ পুত্রৈ' সংকল্পিতৈরিত্যর্থ (দুঃ)।

বিচার হইবে। 'অথ' শব্দ এই বিচারেরই আরম্ভ সূচনা করিতেছে।[১] যে মন্ত্রটী উদ্ধৃত হইতেছে তাহা দ্বারা দুহিতা যে পিতৃধনের অধিকারিণী হইতে পারে, ইহাই প্রমাণিত হয়—কোন কোন ধর্ম্মবেত্তা এইরূপ বলেন;[২] কোন কোন ধর্ম্মবেত্তা আবার বলেন; পুত্রেরই যে মুখ্যতঃ পিতৃধনে অধিকার, কন্যার অধিকার পুত্রাভাবে—এই মন্ত্রটীর দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইতেছে।

অনুবাদ—আর ধর্ম্মবিদ্‌গণ বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দুহিতার দায়াদ্য (পিতৃধনে অধিকার) প্রদর্শন করিবার জন্য উদ্ধৃত করেন; কোন কোন ধর্ম্মবিৎ বলেন, এই মন্ত্রটীর দ্বারা পুত্রেরই দায়াদ্য প্রমাণিত হইতেছে।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অধিকারার্থোঽয়মথ শব্দঃ (দু:)।

২। দায়ঃ পৈতৃকং বিক্থম্, দায়মাদত্ত ইতি দায়াদঃ তদ্ভাবো দায়াদ্যম্ এতাং বক্ষ্যমাণামৃচং দুহিতুর্দায়াদ্যে উদাহরন্তি কেচিদাচার্য্যাঃ (স্ক: ভা')।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শাসদ্বহ্নির্দুহিতুর্নপ্ত্যং গাদ্বিদ্বাঁ ঋতস্য দীধিতিং সপর্যন্।
পিতা যত্র দুহিতুঃ সেকমৃঞ্জন্ সংশগ্ম্যেন মনসা দধন্বে ॥ ১ ॥

(ঋগ্বেদ ৩।৩১।১)

বহ্নিঃ (বোঢ়া অর্থাৎ পিতা) [1] দুহিতুঃ (কন্যার) [পুত্রভাবং] (পুত্রত্ব) শাসৎ=প্রশাস্তি (প্রখ্যাপিত করেন), [দুহিতুঃ পুত্রং] (দুহিতার পুত্রসমীপে) নপ্ত্যং (পৌত্রবোধে) [2] গাৎ (মনে মনে গমন করেন), [3] [বহ্নি কীদৃশ ?] ঋতস্য (প্রজননযজ্ঞের—মৈথুনের অথবা রেতঃপদার্থের) বিদ্বান্ (অভিজ্ঞতাসম্পন্ন), দীধিতিং (প্রজননযজ্ঞের যে সমস্ত বিধান তাহার) সপর্যন্ (পূজাকারী অর্থাৎ যথাযথ অনুষ্ঠাতা); পিতা (পুত্রহীন পিতা) যত্র (যে সময়ে দুহিতুঃ (কন্যার) সেকং (রেতঃ-সেক্তারং—পতিকে) ঋঞ্জন্ (প্রার্জয়তি—মনে মনে কল্পনা করেন, অথবা লাভ করেন) [4] [তত্র] (তখন) শগ্ম্যেন মনসা (সুখিত মনে) [5] সংদধন্বে [6] (আত্মানং সন্দধাতি—নিজেকে কন্যায় স্থাপিত করেন)। [7]

পুত্র ও কন্যার প্রজননযজ্ঞ এবং তাহার বিধান একই প্রকারের অর্থাৎ পুত্রের জন্মেও যে মন্ত্রে এবং যে বিধানে গর্ভাধান করিতে হয়, কন্যার জন্মেও সেই মন্ত্রে এবং সেই বিধানেই গর্ভাধান করিতে হয়—যে বিধানে পুত্রজন্মে রেতঃসেক করে, সেই বিধানেই কন্যাজন্মেও রেতঃসেক করে; কন্যার গর্ভে পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে পুত্রের পুত্র বলিয়াই লোক মনে করে—দৌহিত্র ও পৌত্রের মধ্যে যে কোনও পার্থক্য আছে, তাহা মনে করে না। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে ইহাই কি স্পষ্টভাবে প্রতীত হয় না যে, কন্যা ও পুত্র একই বস্তু,[7]

১। বহ্নিঃ পিতা জাতমাত্রায়া উৎসঙ্গেন দানকালে চ জামাতরং প্রতি বোঢ়ৃত্বাদ্ বহ্নিরুচ্যতে (স্বঃ খাঃ)।

২। দুহিতুঃ পুত্রমিতি শেষঃ, নপ্ত্যং নপ্তারং পৌত্রম্ (স্বঃ খাঃ); নপ্ত্যং নপ্তরি ভবং, ভবে ছন্দসীতি যৎ (পা ৪।৪।১১০), রীঙৃত ইতি রীঙাদেশঃ যস্যেতি লোপঃ রেফলোপশ্ছান্দসঃ (সায়ণ)।

৩। ইণশঠাবিত্যস্য ছান্দসো লুঙি রূপম্ (সায়ণ)।

৪। সায়ণের মতে, ঋঞ্জন্—ঋঞ্জতিঃ প্রসাধনকর্ম্মা।

৫। শগ্ম্যেন সুখতমেন (স্বঃ খাঃ); শং সুখং গচ্ছতীতি গমেরৌণাদিকঃ কপ্রত্যয়ঃ, কিম্বাদ্ গমহনেত্যাদিনোপধালোপঃ শগ্মে সাধুরিতি যৎপ্রত্যয়ঃ (সায়ণ)।

৬। সংদধন্বে=সংদধাতি বা সংধত্তে; সায়ণের মতে—ধবি গৌত্রো ধাতু, লিটি রূপম্। সন্দধাতি আত্মানং তস্যাং পুত্রিকায়াম্ (দুঃ)।

৭। কথং পুনর্গম্যতে প্রশাস্তি বোঢ়া সন্তানকর্ম্মণে দুহিতুঃ পুত্রভাবমিতি, উচ্যতে—ইতো যস্মাৎ নপ্ত্যং গাৎ নপ্তারমুপাগমছুপাগচ্ছতি চেতসা (দুঃ); মনু ৯।১৩৩, ১৩৯ দ্রষ্টব্য।

কন্যা ও পুত্রের মধ্যে পরস্পর যে ভেদ তাহা কাল্পনিক মাত্র, তাহার কোন যথার্থ সত্তা নাই ? কাজেই পুত্র যদি পিতৃধনের অধিকারী হয়, কন্যা হইবে না কেন ?[১]

অনুবাদ—প্রজননযজ্ঞের (অথবা, রেতঃপদার্থের) অভিজ্ঞ, প্রজননযজ্ঞের যে সমস্ত বিধান তাহার যথাযথ অনুষ্ঠাতা পিতা দুহিতার পুত্রকে পৌত্র মনে করিয়া মনে মনে তৎসমীপে গমন করেন এবং দুহিতার পুত্রত্ব প্রখ্যাপিত করেন ; পুত্রহীন পিতা যখন দুহিতার পতিকে মনে মনে কল্পনা করেন (অথবা, লাভ করেন), তখন তিনি সুখিত মনে নিজেকে কন্যায় স্থাপিত করেন 'অর্থাৎ কন্যাই আমার পুত্র, কন্যার গর্ভে যে পুত্র হইবে সেই আমার পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিবে'—ইহা ভাবিয়া সুখ লাভ করেন।

প্রশাস্তি বোঢ়া সন্তানকর্ম্মণে দুহিতুঃ পুত্রভাবম্ ॥ ২ ॥

শাসদ্বহ্নির্দুহিতুঃ—প্রশাস্তি বোঢা সন্তানকর্ম্মণে দুহিতুঃ পুত্রভাবম্ (পিতা সন্তানকৃত্যার্থে অর্থাৎ বংশবৃদ্ধ্যর্থে[২] দুহিতার পুত্রত্ব খ্যাপন করেন)।

শাসৎ—প্রশাস্তি (খ্যাপন করেন); বহ্নিঃ—বোঢ়া (পিতা); দুহিতুঃ—দুহিতুঃ পুত্রভাবম্ (দুহিতার পুত্রত্ব) ; পিতা দুহিতার পুত্রত্ব প্রখ্যাপিত করেন সন্তানকর্ম্মার্থে। অর্থাৎ বংশবৃদ্ধি বিষয়ে পিতা প্রজননকার্য্যের তুল্যতায় এবং দৌহিত্রের প্রতি পৌত্রবৎ মনোভাবের দ্বারা ইহাই স্থাপিত করেন যে, সন্তানরূপ যে কর্ম্ম অর্থাৎ বংশের বৃদ্ধিসম্পাদনকার্য্য তাহাতে অবিশেষে পুত্র ও কন্যা উভয়েরই অধিকার আছে।

অনুবাদ—পিতা বংশবৃদ্ধিরূপ কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া দুহিতার পুত্রত্ব জ্ঞাপন করেন।

দুহিতা দুর্হিতা দূরে হিতা দোগ্ধের্বা ॥ ৩ ॥

দুহিতা=দুর্হিতা (দুর্ন্যস্তা), [বা] (অথবা) দুহিতা=দূরে হিতা (দূরে থাকিয়া পিতার প্রিয়কারিণী), বা (অথবা) দোগ্ধেঃ ('দুহ' ধাতু হইতে 'দুহিতৃ' শব্দ নিষ্পন্ন)।

'দুহিতা' পদের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। (১) 'দুর্হিতা' এই শব্দটিই 'দুহিতা' এই আকার ধারণ করিয়াছে ; 'দুর্হিতা' শব্দের অর্থ দুর্ন্যস্তা বা দুর্দত্তা; দুহিতার বিবাহ যেখানেই হয়, মনে হয় ঠিক যোগ্য স্থানে হয় নাই, আরও ভাল স্থানে হওয়া উচিত ছিল।[৩] (২) 'দূরে হিতা' শব্দও 'দুহিতা' এই আকার ধারণ করিতে পারে; দুহিতা দূরে থাকিয়া পিতার

১। দুহিতা পিতৃধনের অধিকারিণী—ইহা যাঁহারা বলেন তাঁহারা মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধ প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করেন। পুত্রই পিতৃধনের অধিকারী, পুত্রের অভাবে দুহিতার অধিকার—ইহা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের পক্ষে প্রমাণ মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধ। যাস্ক মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধ পরবর্তী পরিচ্ছেদে (নিরু ৩।৫ দ্রষ্টব্য) ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২। পুত্র সন্তানেন অর্থাৎ বংশবৃদ্ধির কর্ত্তা (নিরু ৩।৬।৫ দ্রষ্টব্য)।

৩। সা হি যত্রৈব দীয়তে তত্রৈব দুর্হিতা ভবতি (দুঃ) ; দুহিতা দুর্হিতা বা দুর্ন্যস্তা—কারণ, দুহিতা পিতৃকুলেই হউক আর শ্বশুরকুলেই হউক সহজেই অপবাদভাগিনী হইয়া থাকে, তাহাকে বহু উপদ্রব পরিহার করিয়া চলিতে হয় (তত্রৈব শ্বশুরকুলে পিতৃকুলে বা স্বল্পাপবাদক্লেন বহূপদ্রবত্বাৎ—স্কঃ স্বাঃ)।

হিত বা প্রীতি সম্পাদন করে—যাবৎ কোন দুঃসংবাদ পিতার কর্ণগোচর না হয়, তাবৎ কন্যা সুখে আছে ভাবিয়া তিনি প্রীতি অনুভব করেন।[১] (৩) দোহনার্থক দুহ্ ধাতুর উত্তর তৃন্ প্রত্যয়েও 'দুহিতৃ' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে; 'দুহিতৃ' শব্দের প্রথমার একবচনে দুহিতা। দুহিতা পিতার দোহন করে অর্থাৎ সুখে থাকিলেও পিতৃকুল হইতে সর্বদাই বস্ত্র-অলঙ্কার প্রভৃতি যাচ্ঞা করিয়া থাকে।[২]

অনুবাদ—দুহিতা=দুর্হিতা (দুর্ন্যস্তা বা দুর্দত্তা), অথবা দুহিতা=দূরে হিতা (দূরে থাকিয়া পিতার হিতকারিণী), অথবা দুহিতা 'দুহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

নপ্তারমুপাগমদ্ দৌহিত্রং পৌত্রমিতি ॥ ৪ ॥

নপ্তাং গাং=নপ্তারম্ উপাগমৎ (পৌত্র মনে করিয়া গমন করেন) অর্থাৎ—দৌহিত্রং পৌত্রম্ ইতি মন্যতে (দৌহিত্রকে মনে মনে পৌত্র বলিয়া স্থির করেন, দৌহিত্র ও পৌত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলিয়া মনে করেন না); নপ্তাং=নপ্তারম্, গাং=উপাগমৎ—উপাগচ্ছতি।

অনুবাদ—দৌহিত্রকে পৌত্র মনে করিয়া দৌহিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েন।

বিদ্বান্ প্রজননযজ্ঞস্য রেতসো বা ॥ ৫ ॥

বিদ্বান্ ঋতস্য—বিদ্বান্ প্রজননযজ্ঞস্য (প্রজননযজ্ঞের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন) বা (অথবা)—বিদ্বান্ রেতসঃ (রেতঃসেকের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন); ঋত—প্রজননযজ্ঞ অথবা রেতঃ।

পিতা প্রজননযজ্ঞেও যেরূপ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, রেতঃসেক বিষয়েও সেইরূপ; তিনি জানেন পুত্রজন্মেও যে ভাবে প্রজননযজ্ঞ করিতে হয়, রেতঃসেক করিতে হয়, দুহিতৃজন্মেও ঠিক সেই ভাবেই করিতে হয়। কাজেই তাঁহার নিকট দুহিতা ও পুত্রে পার্থক্য কোথায়?

অনুবাদ—পিতা প্রজননযজ্ঞের অথবা রেতঃসেকের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবস্য হৃদয়াদধিজাতস্য মাতরি প্রত্যাতস্য বিধানং পূজয়ন্ ॥ ৬ ॥

দীধিতিং সপর্যান্=বিধানং পূজয়ন্ (বিধানের অনুষ্ঠাতা); দীধিতি—বিধান; কাহার বিধান? অঙ্গাৎ অঙ্গাৎ (প্রতি অঙ্গ হইতে) সম্ভবস্য (সম্ভূত) হৃদয়াৎ (হৃদয় হইতে) অধিজাতস্য (একটীভূত) মাতরি (সন্তানের মাতায়) প্রত্যাতস্য (প্রবৃত্ত) [রেতসঃ] (রেতঃপদার্থের)।

১। দূরে বা সতী সা পিতুর্হিতা পথ্যা ভবতীতি দুহিতেত্যুচ্যতে (দু); যাবদেব স্তাদ্ বিপ্রবৃত্তৈাদ্ বিনষ্টং কিঞ্চিন্ন শ্রূয়তে তাবদেব হিতা (স্ক: স্বা:)।

২। সা হি নিত্যমেব পিতুঃ সকাশাদ্ দ্রব্যং দোগ্ধি প্রার্থনাপরত্বাৎ (দু:); দুহিতাপি সতী সর্বদা দোগ্ধি বস্ত্রালঙ্কারাদি পিতৃকুলম্ (স্ক: স্বা:)।

জনক সন্তানের মাতাতে (স্বপত্নীতে) প্রবৃত্ত যে রেতঃপদার্থ তাহার বিধান অর্থাৎ রেতঃসেকের বিধান জানেন এবং যথাযথ সেই বিধানের অনুষ্ঠান করেন ; তিনি জানেন পুত্রজন্মে ও দুহিতৃজন্মে রেতঃসেক একই প্রকারের—একই প্রকারের রেতঃসেকের দ্বারা জনক যেন ইহাই প্রখ্যাপিত করেন যে, দুহিতা ও পুত্র একই বস্তু, ইহাদের মধ্যে বাস্তবিক কোনও ভেদ নাই। রেতঃ কীদৃশ ? প্রতি অঙ্গ হইতে সম্ভূত এবং হৃদয় হইতে অধিজাত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—ভুক্ত দ্রব্যের পরিণাম হয় দুই প্রকারে, সাররূপে এবং মলরূপে ; সাররূপে পরিণত রস হইতে ক্রমে উৎপন্ন হয় শোণিত, মাংস, মেদঃ, স্নায়ু, অস্থি এবং মজ্জা ; মজ্জা হইতে উৎপন্ন হয় রেতঃ ; কাজেই রেতঃ সর্ব্বাঙ্গসম্ভূত ;[১] রেতঃ প্রকটীভূত হয় প্রজননযজ্ঞে (মৈথুনে) সংপ্রবৃত্ত ব্যক্তির হৃদয় হইতে নাড়ীর মধ্য দিয়া ;[২] কাজেই রেতঃ হৃদয়াধিজাত।

অনুবাদ—দীধিতিং সপর্য্যন্—বিধানং পূজয়ন্ (প্রতি অঙ্গ হইতে সম্ভূত, হৃদয় হইতে প্রকটীভূত এবং সন্তানের মাতায় প্রবৃত্ত রেতঃপদার্থের যে বিধান তদনুষ্ঠানকারী)।

অবিশেষেণ মিথুনাঃ পুত্রা দায়াদা ইতি ॥ ৭ ॥

অবিশেষেণ (অবিশেষে) মিথুনাঃ (স্ত্রীপুংরূপ)[৩] পুত্রাঃ (পুত্রগণ) দায়াদাঃ (দায়াদ—পিতৃধনে অধিকারী) ইতি (ইহা কোন কোন ধর্ম্মবেত্তার মত)।

যেহেতু পুত্রজন্মে এবং কন্যাজন্মে প্রজননযজ্ঞ ও রেতঃসেক একই প্রকারের, যেহেতু দৌহিত্রে ও পৌত্রে মানুষের মনোবৃত্তি একই প্রকারের—সেই জন্য কোন কোন ধর্ম্মবেত্তা মনে করেন যে, পুত্র ও কন্যার মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই, উভয়েই নির্ব্বিশেষে পিতৃধনের অধিকারী। মিথুনাঃ পুত্রাঃ—স্ত্রীরূপ ও পুরুষরূপ পুত্র ; কন্যাও পুত্র, পুত্রও পুত্র—একজন স্ত্রীরূপ, আর একজন পুরুষরূপ।[৪]

অনুবাদ—স্ত্রী-পুংরূপ পুত্র (অর্থাৎ কন্যা ও পুত্র) নির্ব্বিশেষে দায়াদ—ইহা কোন কোন ধর্ম্মবেত্তার মত।

১। অন্নপানমভ্যবহৃতং দ্বেধা পচ্যতে সাররূপেণ কিট্টরূপেণ চ। তত্র যোঽসৌ বহুঃ সারভূতস্তদন্যাত্তনো রসঃ তস্মাচ্ছোণিতং মাংসং মাংসান্মেদঃ মেদসঃ স্নাবা স্নাবভ্যোঽস্থীনি অস্থিভ্যো মজ্জা মজ্জাতো রেতঃ.........ইত্থং সর্ব্বাঙ্গেভ্যঃ সম্ভবঃ (স্ক. স্বা.)।

২। হে রেতস্ত্বং মদীয়াৎ সর্ব্বাদঙ্গাৎ সমুৎপন্নসে বিশেষতশ্চ হৃদয়ান্নাড়ীদ্বারেণ প্রকটীভবসি (শত. ব্রা. ১৪.৯।৪।৮)—বৃহদারণ্যকে এই মন্ত্র মৈথুনকালে জপ করিতে হয় বলিয়া বিধান আছে ; হৃদয়াদন্নরসদ্বারেণ বিশেষতো জায়সে (শঙ্কর ভাষ্য—বৃ. উ. ৬।৪।৯)। হৃদয়াৎ হৃদয়াদনুসরণমাত্রেণ' (দু:) ; হৃদয়াদনুস্মরণমাত্রেণ এই পাঠও আছে, কিন্তু বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না।

৩। মিথুনাঃ স্ত্রী-পুংরূপাঃ (স্ক. স্বা.)।

৪। মিথুনাঃ পুরুষাঃ স্ত্রিয়শ্চোভয়েঽপি দায়াদা ইত্যেবমেকে ধর্ম্মবিদো মন্যন্তে (দু:) ; মনু ৯।১৩০ দ্রষ্টব্য।

তদেতদৃক্‌শ্লোকাভ্যামভ্যুক্তম্ ॥ ৮ ॥

তৎ এতৎ (সেই এই বিষয়টী) ঋক্ শ্লোকাভ্যাং (ঋক্ অর্থাৎ বৈদিকমন্ত্রের দ্বারা এবং শ্লোকের দ্বারা) অভ্যুক্তম্ (সমর্থিত হইয়াছে)।[১]

পুত্র ও কন্যা যে একই বস্তু, পুত্র ও কন্যা উভয়েই যে অবিশেষে পিতৃধনের অধিকারী তাহা একটী বৈদিকমন্ত্রের দ্বারা এবং একটী ধর্মশাস্ত্রের শ্লোকের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

'অঙ্গাদঙ্গাৎ সংভবসি'—ইত্যাদি যে মন্ত্রটী উদ্ধৃত হইতেছে তাহা ঋগ্বেদের মন্ত্র নহে; এই মন্ত্রটী পাওয়া যায় মানবগৃহ্যসূত্রে এবং আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রে। কাজেই 'ঋক্' শব্দে এখানে ঋগ্বেদের মন্ত্র বুঝাইতেছে না, বুঝাইতেছে সাধারণ বৈদিক মন্ত্র। আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রের হরদত্তকৃতটীকায়ও এই মন্ত্রটীকে 'ঋক্' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে (অঙ্গাদঙ্গাৎ সংভবসি—ইত্যেতামৃচম্)।

অনুবাদ—সেই অর্থাৎ প্রক্রান্ত এই বিষয়টী একটী ঋকের দ্বারা এবং একটী শ্লোকের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

অঙ্গাদঙ্গাৎ সংভবসি হৃদয়াদধিজায়সে।
আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্ ॥[২] ইতি ॥ ৯ ॥

অঙ্গাৎ অঙ্গাৎ (প্রতি অঙ্গ হইতে) সংভবসি (সম্ভূত হইয়াছ), হৃদয়াৎ (হৃদয় হইতে) অধিজায়সে (প্রকটীভূত হইয়াছ), আত্মা বৈ পুত্রনামা অসি (তুমি আত্মার স্বরূপ, তুমি পুত্রনামে অভিহিত), সঃ [ত্বম্] (সেই তুমি) শরদঃ শতং (শত বৎসর) জীব (জীবিত থাক); ইতি (ইহাই ঋক্—বা বৈদিক মন্ত্র)।

জনকের রেতঃই সন্তানরূপে আবির্ভূত হয়; রেতঃ জনকের সর্ব্বাঙ্গসম্ভূত এবং হৃদয়াধিজাত (৬ষ্ঠ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য); কাজেই সন্তানও জনকের সর্ব্বাঙ্গসম্ভূত এবং হৃদয়াধিজাত। সন্তান জনকেরই অবয়ব, দুইয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই; ভেদ মাত্র নামে—একজন পিতা, একজন পুত্র (অপত্য)। পুত্রই হউক আর কন্যাই হউক—উভয়েই জনকের সর্ব্বাঙ্গসম্ভূত এবং হৃদয়াধিজাত, উভয়েই আবার একই বস্তু, ইহাদের মধ্যে পার্থক্যের লেশ মাত্রও নাই; একজন (পুত্র) পিতৃধনের অধিকারী হইলে, অপরজন (কন্যা) পিতৃধনের অধিকারিণী হইবে না কেন? কাজেই যে বলা হইয়াছে, অবিশেষেণ মিথুনাঃ পুত্রা দায়াদাঃ—তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত।[৩]

১। অভ্যুক্তম্ অতি আভিমুখ্যেন উক্তম্ (দুঃ)।

২। মানবগৃহ্য ১।১৮।৬ (আত্মৈব পুত্রনামাসি); আশ্বলায়নগৃহ্য ১।১৫।১০; প্রবাস হইতে আগমন করিয়া পিতা এই মন্ত্র জ্যেষ্ঠপুত্রের মস্তকে জপ করিবেন। আশ্বলায়নগৃহ্যে (১।১৩।৩) বেদো বৈ পুত্রনামাসি—এইরূপও আছে। গোভিলগৃহ্যে আছে (২.৮।২১)—বিপ্রোষ্য জ্যেষ্ঠস্য পুত্রস্যোভাভ্যাং পাণিভ্যাং মূর্ধানং পরিগৃহ্য জপেৎ—যথা বা পিতা ম ইতি বিজ্ঞায়েতেতস্য বাঙ্গাদঙ্গাৎ সংস্রবনীতি।

৩। তত্রৈব সতি যথৈব পুমানঙ্গাদঙ্গাৎ সংভবতি হৃদয়াচ্চাধিজায়তে তথৈব দুহিতাপীত্যবিশেষ উপপদ্যতে; তস্মাৎ সাধূক্তম্ অবিশেষেণ মিথুনাঃ পুত্রা দায়াদা ইতি (দুঃ)।

অনুবাদ—তুমি প্রতি অঙ্গ হইতে সম্ভূত, হৃদয় হইতে অধিজাত; তুমি আমার আত্মস্বরূপ, তুমি পুত্র নামে অভিহিত; তুমি শত বৎসর জীবিত থাক; ইহাই সমর্থনকারী ঋক্ বা বৈদিকমন্ত্র।

অবিশেষেণ পুত্রাণাং দায়ো ভবতি ধর্ম্মতঃ।
মিথুনানাং বিসর্গাদৌ মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥ ১০ ॥[১]

মিথুনানাং পুত্রাণাং (স্ত্রী-পুংরূপ পুত্রদিগের—অর্থাৎ পুত্রগণের ও দুহিতৃগণের) ধর্ম্মতঃ (ন্যায়তঃ) অবিশেষেণ (অবিশেষে) দায়ঃ (পিতৃধন) ভবতি (হয়), [ইতি] (ইহা) স্বায়ম্ভুবঃ মনুঃ (স্বায়ম্ভুব মনু) বিসর্গাদৌ (সৃষ্টির প্রারম্ভে) অব্রবীৎ (বলিয়াছেন)।

পুত্র ও কন্যা অবিশেষে পিতৃধনের অধিকারী—এতৎসমর্থনে ঋক্ (বৈদিক মন্ত্র) উদ্ধৃত করিয়া এক্ষণে ধর্মশাস্ত্রের শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছেন। স্বায়ম্ভুব (স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ ব্রহ্মার অপত্য) মনু সৃষ্টির প্রারম্ভে বলিয়াছেন—পিতৃধনে পুত্র ও কন্যার সমান অধিকার, এই বিষয়ে পুত্র ও কন্যার মধ্যে কোন ভেদ নাই।

অনুবাদ—স্ত্রীরূপ ও পুংরূপ পুত্রদিগের অর্থাৎ দুহিতৃগণের ও পুত্রগণের ন্যায়তঃ অবিশেষে পিতৃধন হইয়া থাকে, ইহা স্বায়ম্ভুব মনু সৃষ্টির প্রারম্ভে বলিয়াছেন।

ন দুহিতর ইত্যেকে ॥ ১১ ॥

দুহিতরঃ (দুহিতৃগণ) ন (পিতৃধনের অধিকারী নহে) ইতি (ইহা) একে (কোন কোন ধর্মবেত্তা বলেন)।

অনুবাদ—কোন কোন ধর্মবেত্তার মতে কন্যার পিতৃধনে অধিকার নাই।

তস্মাৎ পুমান্ দায়াদোঽদায়াদা স্ত্রীতি বিজ্ঞায়তে, তস্মাৎ স্ত্রিয়ং
জাতাং পরাস্যন্তি ন পুমাংসমিতি চ ॥ ১২ ॥

তস্মাৎ (সেইজন্য) পুমান্ (পুত্র) দায়াদঃ (পিতৃধনের অধিকারী) স্ত্রী (কন্যা) অদায়াদা (পিতৃধনের অধিকারিণী নহে) ইতি (ইহা) বিজ্ঞায়তে (জানা যায়), তস্মাৎ (সেই হেতু) জাতাং (বয়ঃপ্রাপ্তা)[২] স্ত্রিয়ং (কন্যাকে) পরাস্যন্তি (পরিত্যাগ করে) ন পুমাংসম্ (পুত্রকে পরিত্যাগ করে না) ইতি চ (ইহাও জানা যায়)।

যৎস্থালীং রিক্তন্তি ন দারুময়ং তস্মাৎ পুমান্ দায়াদঃ স্ত্র্যদায়াদাথ যৎস্থালীং পরাস্যন্তি ন দারুময়ং তস্মাৎ স্ত্রিয়ং জাতাং পরাস্যন্তি ন পুমাংসম্—এইটী ব্রাহ্মণবাক্য।[৩] এই বাক্যেরই

১। প্রচলিত মনুসংহিতায় এই শ্লোকটী পরিদৃষ্ট হয় না; তবে পুত্র ও কন্যার সমানতা প্রতিপাদিত হইয়াছে ৯।১৩০ শ্লোকে; বৌধায়ন ২।৩।১৪ দ্রষ্টব্য।

২। জাতাং পরিপক্কাম্ (ভট্টভাস্কর—তৈঃ সং ৬।৫।১০)।

৩। মৈত্রায়ণী সংহিতা (৪।৬।৪, ৪।৭।৯) দ্রষ্টব্য।

তাৎপর্য্য যাস্ক বর্ণনা করিয়াছেন। আগ্রয়ণ দ্রব্য (হোমীয় নবশস্য) মৃন্ময় স্থালীতে আনয়ন করিয়া দারুময় পাত্রের দ্বারা হোম করিতে হয়; অবভৃথস্নানের সময় মৃন্ময় স্থালী বেদিতে পরিত্যাগ করিয়া দারুময় পাত্র অবভৃথদেশে নিয়া যাইতে হয়, দারুময় পাত্র পরিত্যাগ করিতে হয় না। মৃন্ময় স্থালী পরিত্যাগ করিতে হয়, দারুময় পাত্র গ্রহণ করিতে হয়—এই দৃষ্টান্তে লোক কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করে—অর্থাৎ অন্যের হস্তে সমর্পণ করে, পুত্রকে গ্রহণ করে অর্থাৎ তাহাকে গৃহে রাখিয়া তাহার ভরণপোষণ করে (যস্মাৎ স্থালীং বিকষ্টি পরাস্যন্তি পরিত্যজন্তীত্যর্থঃ, ন দারুময়ং পাত্রং তস্মাৎ স্ত্রিয়ং জাতাং পরিপক্বাং পরাস্যন্তি পরিত্যজন্তি পরস্মিন্ কুলে প্রক্ষিপন্তি পরস্মৈ প্রযচ্ছন্তীত্যর্থঃ ন পুমাংসং পুত্রং পরাস্যন্তি)। এই কারণেই অর্থাৎ যেহেতু লোক কন্যাকে পরিত্যাগ করে, পুত্রকে গৃহে রাখে, এইজন্যই পুত্র পিতৃধনভাগী হয়, কন্যা হয় না (যস্মাৎ স্ত্রিয়ং জাতাং পরাস্যন্তি তস্মাৎ কারণাৎ পুমান্ পুত্রো দায়াদঃ স্ত্রী অদায়াদা দায়ানর্হা)।[1]

অনুবাদ—'সেইজন্য পুত্র দায়াধিকারী, কন্যা দায়াধিকারিণী নহে' ইহা ব্রাহ্মণ হইতে জানা যায়; 'সেইজন্য বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যাকে পরিত্যাগ করে, পুত্রকে পরিত্যাগ করে না'—ইহাও ব্রাহ্মণ হইতে জানা যায়।[2]

স্ত্রীণাং দানবিক্রয়াতিসর্গা বিদ্যন্তে ন পুংসঃ ॥ ১৩ ॥

স্ত্রীণাং (দুহিতৃগণের) দানবিক্রয়াতিসর্গাঃ (দান, বিক্রয় এবং অতিসর্গ অর্থাৎ পরিত্যাগ) বিদ্যন্তে (আছে) ন পুংসঃ (পুত্রের নাই)।

কন্যার যে পিতৃধনে অধিকার নাই, তদ্বিষয়ে যুক্তিও প্রদর্শন করিতেছেন। ব্রাহ্ম বিবাহে কন্যার দান হয় (মনু ৩।২৭); আসুর বিবাহে অর্থাৎ শুল্ক নিয়া কন্যাদানস্থলে কন্যার বিক্রয় হয় (মনু ৩।৩১,৩।৫১); স্বয়ংবরে কন্যার পরিত্যাগ হয় অর্থাৎ যেখানে বলা হয় 'যে বলিষ্ঠ

১। অবভৃথমবয়ন্তি পরাস্থালীরস্যন্ত্যুদ্ বায়ব্যানি হরন্তি।
তস্মাৎ স্ত্রিয়ং জাতাং পরাস্যন্ত্যুৎ পুমাংসং হরন্তি ॥ (তৈ' সং ৬।৫।১০)।

যদাবভৃথং গচ্ছন্তি তদানীমাগ্রয়ণোক্তধ্রুবাদিত্যস্থালীশ্চতস্রো বেদ্যামেব পরাস্যন্তি পরিত্যজন্তি। বায়ব্যানি দারুপাত্রাণ্যুদ্ধৃত্যাবভৃথদেশে নয়ন্তি। তস্মাৎ স্থালীবল্লোকেঽপি স্ত্রিয়ং দুহিতরং বিবাহেন বরকুলে পরিত্যজন্তি পুমাংসং বায়ব্যমুদ্ধরন্তি সম্যক্ পোষয়ন্তি (সায়ণ ভাষ্য—তৈঃ সং ১।৮।২৮ দ্রষ্টব্য); পুমাংসম্ উদ্ধরন্তি সম্যগত্যর্থং ধারয়ন্তি (ভট্ট-ভাস্কর)।

'অথ যৎ স্থালীং পরাস্যন্তি হবনকর্ম্মণো ন তয়া জুহ্বতি ন দারুময়ং পরাস্যন্তি হবনকর্ম্মণো দারুময়েণৈব জুহ্বতি তস্মাৎ কারণাৎ স্ত্রিয়ং জাতাং পরাস্যন্তি, পরস্মৈ প্রযচ্ছন্তি তস্মাৎ পুমানেব পৈতৃকস্য বিত্তস্যেষ্টে ন দুহিতা' (দুঃ); স্কন্দস্বামীর ভাষ্যে দুর্গাচার্য্যের উদ্ধৃত এই বাক্যটী শ্রুতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

২। যাস্ক যেখানেই ব্রাহ্মণবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন অথবা ব্রাহ্মণবাক্যের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন, সেইখানেই 'ইতি বিজ্ঞায়তে' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সেই আমার কন্যাকে গ্রহণ করুক' অথবা 'হে কন্যে, যাহাকে অভিরুচি হয় বরণ কর'।[১] দান, বিক্রয় এবং পরিত্যাগের দ্বারা কন্যা অন্যকুলে চলিয়া যায়; পুত্রের দান, বিক্রয় এবং পরিত্যাগ নাই, পুত্র স্বকুলেই থাকে। কাজেই পুত্রই পিতৃধনে অধিকারী, কন্যা অধিকারিণী নহে।

অনুবাদ—দুহিতৃগণের দান, বিক্রয় এবং পরিত্যাগ আছে, পুত্রের নাই।

পুংসোঽপীত্যেকে শৌনঃশেপে দর্শনাৎ ॥ ১৪ ॥

পুংসঃ অপি (পুত্রেরও দান, বিক্রয় এবং অতিসর্গ বা পরিত্যাগ আছে) ইতি (ইহা) একে (কেহ কেহ বলেন) শৌনঃশেপে (শুনঃশেপের আখ্যানে) দর্শনাৎ (দেখা যায় বলিয়া)।

শুনঃশেপের আখ্যান ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩৩।১-৬) বর্ণিত হইয়াছে। এই আখ্যানে মূল্য গ্রহণ করিয়া পুত্রবিক্রয়ের কথা আছে। শুনঃশেপ অজীগর্তের মধ্যমপুত্র, হরিশ্চন্দ্র একশত গাভী মূল্যস্বরূপে দিয়া অজীগর্তের নিকট হইতে শুনঃশেপকে ক্রয় করিয়া লইলেন; তিনি শুনঃশেপকে বরুণের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিজেকে বরুণের নিকট হইতে মুক্ত করিয়া লইবেন, ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। শুনঃশেপের আখ্যানে পুত্রপরিত্যাগের কথাও আছে। বিশ্বামিত্র যখন শুনঃশেপকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন, তখন শুনঃশেপ বলিলেন, 'আমি আপনার পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হইব', বিশ্বামিত্রের একশত এক পুত্র ছিলেন; মধ্যম ছিলেন মধুচ্ছন্দঃ—পঞ্চাশ জন ছিলেন মধুচ্ছন্দের জ্যেষ্ঠ, পঞ্চাশ জন মধুচ্ছন্দের কনিষ্ঠ। মধুচ্ছন্দের জ্যেষ্ঠ পঞ্চাশ জন শুনঃশেপের জ্যেষ্ঠত্ব মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইলেন না, মধুচ্ছন্দঃ এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পঞ্চাশ জন শুনঃশেপের জ্যেষ্ঠত্বে স্বীকৃত হইলেন। বিশ্বামিত্র জ্যেষ্ঠ পঞ্চাশ পুত্রকে 'অন্ত্যজাতিত্ব লাভ কর' বলিয়া অভিশাপ দিলেন; তাহাদের বংশধরগণই অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ প্রভৃতি অন্ত্যজাতি (ঐঃ ব্রা ৩৩.৬)। পঞ্চাশ পুত্রকে যে বিশ্বামিত্র অন্ত্যজাতিতে পরিণত করিলেন, ইহাই তাঁহাদের পরিত্যাগ।[২] পুত্রদানের কথা শুনঃশেপের আখ্যানে ঠিক পাওয়া যায় না। হরিশ্চন্দ্র শুনঃশেপকে নিয়া বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন 'অনেন ত্বা যজৈ'—ঐঃ ব্রা ৩৩।৫—(আমি ইহাকে দিয়া তোমার যজ্ঞ করিব—অর্থাৎ আমি ইহাকে তোমায় দান করিব);

১। পরিত্যজ্যতে হি কন্যা স্বয়ম্বরে যো বলিষ্ঠঃ স গৃহ্ণাত্বিতি যো বা তুভ্যং রোচতে তং বৃণীষ্বেতি (দুঃ); অতিসর্গঃ স্বয়ংবরাদৌ গান্ধর্বে চ বিবাহে (স্কঃ স্বাঃ)। স্বয়ংবরে যে কন্যার পরিত্যাগ তাহা ক্ষত্রিয়জাতির মধ্যেই নিবদ্ধ; তথাপি অন্যজাতির কন্যারও যে পিতৃধনে অধিকার নাই তৎসম্বন্ধে ইহা প্রমাণরূপে গণ্য (স এব ক্ষত্রিয়াণামেব স্বয়ংবরধর্মো নেতরেষাং বর্ণানামিতি; স পুনরয়মিতরেষামপি বর্ণানামদায়াদ্যার্হত্বে কন্যায়া লিঙ্গং ভবতি, তস্মান্ন দায়াদ্যমর্হতি কন্যা—দুঃ)।

২। সগর-কর্তৃক তৎপুত্র অসমঞ্জার পরিত্যাগের কথা মহাভারতে বর্ণিত আছে (বন. ৯০)।

এইস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, দানপক্ষে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াও[১] ইহা যে পুত্রদান নহে সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কাজেই দুর্গাচার্য্য মনে করেন, 'শৌনঃশেপে দর্শনাৎ'—ইহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে, 'শুনঃশেপের আখ্যানে পুত্রের বিক্রয় এবং পরিত্যাগ দেখা যায় বলিয়া'।[২] পুত্রদান হয় বাস্তবিক দত্তকপুত্রস্থলে।[৩]

কন্যার দান, বিক্রয় এবং অতিসর্গ (পরিত্যাগ) আছে বলিয়া কন্যা পিতৃধনে অধিকারিণী হইতে পারে না, এই কথার সারবত্তা নাই; কারণ, তাহা হইলে পুত্রকেও পিতৃধনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়—পুত্রেরও দান, বিক্রয় এবং অতিসর্গ (পরিত্যাগ) আছে।

অনুবাদ—পুত্রেরও দান, বিক্রয় এবং অতিসর্গ (পরিত্যাগ) আছে, ইহা কেহ কেহ মনে করেন; শুনঃশেপের আখ্যানে দেখা যায় বলিয়া।

অভ্রাতৃমতীবাদ ইত্যপরম্ ॥ ১৫ ॥

অভ্রাতৃমতীবাদঃ ('শাসদ্বহ্নিঃ'—ইত্যাদি বাক্য অভ্রাতৃকা কন্যার বিষয়ে)[৪] ইতি (ইহা) অপরঃ (অপর আচার্য্যমত)।[৫]

যেখানে পুত্র ও কন্যা উভয়েই বর্ত্তমান তথায় কন্যার পিতৃধনে অধিকার নাই, অভ্রাতৃকা কন্যারই পিতৃধনে অধিকার—'শাসদ্বহ্নিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র এই মতেরই সমর্থন করে বলিয়া কোন কোন আচার্য্য মনে করেন।

অনুবাদ—'শাসদ্বহ্নিঃ'—ইত্যাদি মন্ত্র অভ্রাতৃকা কন্যার বিষয়ে, ইহা অপর আচার্য্যমত।

অমূর্যা যন্তি জাময়ঃ সর্ব্বা লোহিতবাসসঃ।
অভ্রাতর ইব যোষাস্তিষ্ঠন্তি হতবর্ত্মনঃ ॥ ১৬ ॥

(অথর্ব্ব সং ১।১৭।১)[৬]

অমূঃ (এই) যাঃ সর্ব্বাঃ (যে সমস্ত) লোহিতবাসসঃ (লোহিতবর্ণবস্ত্রবিশিষ্ট অর্থাৎ লোহিতবর্ণ, অথবা রক্তের আধার)[৭] জাময়ঃ (একই প্রদেশ হইতে জাত পরস্পর ভগিনীসদৃশ

১। দানং তাবৎ 'অনেন ত্বা বয়া' ইতি (স্কঃ স্বাঃ)।

২। শৌনঃশেপে আখ্যানে বহ্বৃচানাং ভারতে চ শুনঃশেপস্য বিক্রয়ো দৃষ্টঃ, তথা চ পরিত্যাগোঽপি দৃষ্টঃ যথা বিশ্বামিত্রেণ মধুচ্ছন্দ আদীনাম্ (মধুচ্ছন্দসঃ আদীনাম্)—(দুঃ)।

৩। পুত্রস্যোঽপি পরস্মৈ দীয়তে; এবং হ্যুক্তং 'দত্তক্রীতককৃত্রিমক্ষেত্রজৌরসাঃ পুত্রাঃ' ইতি (দুঃ)।

৪। 'শাসদ্বহ্নিঃ ইত্যাদেরভ্রাতৃকাবিষয়ত্বং ব্যবস্থাপয়তি (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। ইত্যপরমাচার্য্যমতমিতি শেষঃ (দুঃ)।

৬। অমূর্যা যন্তি যোষিতো হিরালোহিতবাসসঃ। অভ্রাতর ইব জাময়স্তিষ্ঠন্ত হতবর্চ্চসঃ। অথর্ব্ব সংহিতায় (১।১৭।১) এইরূপ পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। অনেক হস্তলিখিত নিরুক্তে মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধই উদ্ধৃত হইয়াছে, প্রথমার্দ্ধ উদ্ধৃত হয় নাই।

৭। লোহিতবাসসঃ লোহিতবর্ণবস্ত্রা লোহিতবর্ণা ইত্যর্থঃ। যদ্বা লোহিতস্য রুধিরস্য নিবাসভূতাঃ (সায়ণ)।

নাড়ীসমূহ)[১] যন্তি (গমন করিতেছে অর্থাৎ ব্যাধিনিবন্ধন সর্ব্বদা রক্ত প্রবাহিত করিতেছে)[২] অভ্রাতরঃ যোষাঃ ইব (অভ্রাতৃকা কন্যাসমূহের ন্যায়) হতবর্ত্মানঃ (হতবর্ত্মানঃ—নিরুদ্ধমার্গ হইয়া) তিষ্ঠন্তি (তিষ্ঠন্তু—অবস্থান করুক)।

অভ্রাতৃকা কন্যারই যে পিতৃধনে অধিকার, তৎপ্রদর্শনার্থ অথর্ব্ববেদের এই মন্ত্রটী উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রসবদ্বার হইতে অবিরত রক্তস্রাব হইতে থাকিলে তৎপ্রতিবিধানার্থ এই মন্ত্র প্রযুক্ত হয়। যে সমস্ত নাড়ীর মধ্য দিয়া রক্ত প্রবাহিত হয়, তাহারা যোনিপ্রদেশে জাত বলিয়া পরস্পর ভগিনীস্বরূপা, তাহারা রক্তবর্ণা (অথবা, রুধিরের আধার), তাহারা হতবর্ত্মা (নিরুদ্ধমার্গা) হইয়া অবস্থান করুক অর্থাৎ তাহাদের রক্তপ্রবাহ বন্ধ হউক—ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্য। হতবর্ত্মা (নিরুদ্ধমার্গা) কাহার ন্যায়? অভ্রাতৃকা কন্যার ন্যায়; অভ্রাতৃকা কন্যা যেরূপ ভর্ত্তৃবংশে হতবর্ত্মা (নিরুদ্ধমার্গা) হইয়া থাকে,[৩] নাড়ীসমূহ সেইরূপ হউক। 'হতবর্ত্মা' এই বিশেষণের দ্বারা ইহাই প্রতীত হইতেছে যে, অভ্রাতৃকা কন্যার পতিকুলের পথ বন্ধ, তাহার বাস পিতৃকুলে। বস্তুগত্যা পুত্রের কর্ত্তব্য তাহারই উপর ন্যস্ত—তাহাকেই পিতার সেবাশুশ্রূষাদি করিতে হইবে, পিতার মৃত্যুর পর তাহাকেই অথবা তাহার পুত্রকেই পিণ্ডদান করিতে হইবে। কাজেই অভ্রাতৃকা কন্যা যে পিতৃধনে অধিকারিণী হইবে, তাহা যুক্তিসিদ্ধ। সভ্রাতৃকা কন্যার বিবাহ হইলে সে পতিকুলে চলিয়া যায়, পতির বংশ বৃদ্ধি করে, পিতৃকুলের সহিত তাহার সম্পর্ক বিশেষ থাকে না; তাহার পিতৃকুলে থাকে তাহার ভ্রাতা—সেবাশুশ্রূষাদি এবং পিণ্ডদান ভ্রাতারই করিতে হয়; পিতার বংশরক্ষাও হয় তাহারই দ্বারা। কাজেই সভ্রাতৃকা কন্যার পিতৃধনে অধিকারী হয় তাহার ভ্রাতা।[৪]

অনুবাদ—এই যে সমস্ত লোহিতবর্ণ (অথবা, রক্তাধার) ভগিনীসদৃশ নাড়ীসমূহ রক্ত প্রবাহিত করিতেছে, তাহারা অভ্রাতৃকা কন্যাসমূহের ন্যায় হতবর্ত্মা (নিরুদ্ধমার্গ) হইয়া অবস্থান করুক।

অভ্রাতৃকা ইব যোষাস্তিষ্ঠন্তি সন্তানকর্ম্মণে পিণ্ডদানায় হতবর্ত্মানঃ ॥ ১৭ ॥

অভ্রাতরঃ ইব যোষাস্তিষ্ঠন্তি হতবর্ত্মানঃ—সন্তানকর্ম্মণে (সন্তানকর্ম্মার্থে অর্থাৎ বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত) [চ] (এবং) পিণ্ডদানায় (পিণ্ডদান করিবার নিমিত্ত) হতবর্ত্মানঃ (নিরুদ্ধমার্গা) অভ্রাতৃকাঃ যোষাঃ ইব (ভ্রাতৃহীনা কন্যার ন্যায়) তিষ্ঠন্তি (তিষ্ঠন্তু—অবস্থান করুক)।

ভ্রাতৃহীনা কন্যার পতিকুলের পথ বন্ধ হয় পিতৃবংশের বৃদ্ধিসম্পাদনের জন্য এবং পিতার

১। জাময়: ভগিন্যঃ স্ত্রীযোনিপ্রদেশাজ্জাতত্বাৎ (স্কন্দঃ)।

২। যন্তি গচ্ছন্তি ব্যাধিবশাৎ সর্ব্বদা প্রবহন্তীত্যর্থঃ (সায়ণ)।

৩। যথা কাশ্চিদভ্রাতৃকা যোষা হতভর্ত্তৃবংশমার্গাস্তিষ্ঠন্তি (দুঃ)।

৪। পুত্রবেন্ হি পিতুঃ পিণ্ডদাতৃত্বং তিষ্ঠৎস্ন স্ত্রী ধনমর্হতি সা হি পরকীয়ং বংশং বর্দ্ধয়তি ন স্বম্ (দুঃ)॥

মৃত্যুর পর তাহাকে পিণ্ডদান করিবার নিমিত্ত ; ভ্রাতৃহীনা কন্যার পিতৃবংশের বৃদ্ধি হয় তাহার (অভ্রাতৃকা কন্যার) পুত্রের দ্বারা এবং পিতা স্বর্গত হইলে তাঁহার পিণ্ডদান করিতে হয় তাহাকে অথবা তাহার পুত্রকে। হতবর্ত্মনঃ—প্রথমার বহুবচনের বৈদিক রূপ ; লৌকিক হতবর্ত্মানঃ (হতং বর্ত্ম মার্গো যাসাং তাঃ)।

অনুবাদ—'অভ্রাতর ইব যোষাস্তিষ্ঠন্তি হতবর্ত্মনঃ' ইহার অর্থ—সন্তানকর্মার্থে অর্থাৎ বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত এবং পিণ্ডদান করিবার নিমিত্ত নিরুদ্ধমার্গা অভ্রাতৃকা কন্যার ন্যায় নাড়ীসমূহ অবস্থান করুক অর্থাৎ এই মন্ত্রের গুণে রক্তপ্রবাহ উপশমিত হউক।[১]

ইত্যভ্রাতৃকায়া অনির্ব্বাহ ঔপমিকঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি (এই ভাবে অথবা, এই মন্ত্রে)[২] অভ্রাতৃকায়াঃ (ভ্রাতৃহীনা কন্যার) অনির্ব্বাহঃ (অবহির্গমন বা অবিবাহত্ব)[৩] ঔপমিকঃ (উপমাদ্বারা প্রতিপাদিত)[৪]।

অভ্রাতৃকা ইব যোষাস্তিষ্ঠন্তি হতবর্ত্মনঃ—এই স্থলে 'অভ্রাতৃকা যোষার' সহিত নাড়ীসমূহের উপমা করা হইয়াছে। 'হতবর্ত্মা' (নিরুদ্ধমার্গা) হওয়ায় অর্থাৎ পতিকুলের পথ বন্ধ হওয়ায় অভ্রাতৃকা যোষা যেরূপ পিতৃকুলেই অবস্থান করে'—এই উপমাদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অভ্রাতৃকা যোষার (যাহার ভাই নাই এইরূপ কন্যার) পিতৃকুল হইতে বহির্গমন নাই—স্বামিকুলে তাহার গতি নাই অর্থাৎ তাহাকে বিবাহ করাই নিষিদ্ধ।[৫]

অনুবাদ—'অমূর্যা যন্তি জাময়ঃ'—এই মন্ত্রে অভ্রাতৃকা কন্যার অবহির্গমন (বা, অবিবাহত্ব) উপমাদ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

তস্যোত্তরা ভূয়সে নির্ব্বচনায় ॥ ১৯ ॥

উত্তরা (পরবর্ত্তী ঋক্) তস্য (এই বিষয়ের) ভূয়সে (অধিকতর) নির্ব্বচনায় (কথন বা বর্ণনের জন্য)।

অভ্রাতৃকা কন্যার অনির্ব্বাহ (অবহির্গমন অর্থাৎ অবিবাহত্ব) অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে ইহারই পরে যে মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই মন্ত্রে।

অনুবাদ—এতৎপরবর্ত্তী মন্ত্র এই বিষয়ের অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রতিপাদনের নিমিত্ত।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। তিষ্ঠন্ত উপরমন্তু হতলোহিতবহনমার্গা অস্য মন্ত্রস্য বীর্য্যেণ (দুঃ)।

২। ইত্যস্যামৃচি (দুঃ)।

৩। অনির্বাহে অবহির্গমনে···(স্কঃ স্বাঃ)। 'নির্বাহ' শব্দ 'বিবাহ' শব্দের সমানার্থকও হইতে পারে ; নির্+বহ্+ঘঞ্=নির্বাহ, বি+বহ্+ঘঞ্=বিবাহ।

৪। উপময়া লিঙ্গতো দর্শিতঃ (দুঃ) ; উপমা প্রযুক্তঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। অভ্রাতৃকা কন্যাকে বিবাহ করিতে স্মৃতিশাস্ত্রেও নিষেধ আছে (মনু ৩।১১, যাজ্ঞ ১।৫৩) ; যে কন্যার ভ্রাতা নাই তাহার প্রথম গর্ভজাত পুত্রের দ্বারা তাহার পিতারই সপিণ্ডনাদি হইবে। শ্বশুরের সপিণ্ডনাদি হইবে না। এই আশঙ্কা করিয়া তাহাকে বিবাহ করিবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অভ্রাতেব পুংস এতি প্রতীচী গর্ত্তারুগিব সনয়ে ধনানাম্।
জায়েব পত্য উশতী সুবাসা উষা হস্রেব নিরিণীতে অপ্সঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—১।১২৪।৭)

অভ্রাতা (অভ্রাতৃকা কন্যা) প্রতীচী (অভিমুখী হইয়া) পুংসঃ ইব (যেমন পুরুষের অর্থাৎ পিতার নিকট আগমন করে), [তথা] (সেইরূপ) উষাঃ (উষা) এতি (আগমন করেন) ধনানাং (ধনের) সনয়ে (লাভের নিমিত্ত)[1] গর্ত্তারুক্ ইব (গর্ত্তারোহিণীর ন্যায়) [উষাঃ নভঃ আরোহতি][2] (উষা নভঃ প্রদেশে আরোহণ করেন), সুবাসাঃ (সুনির্ম্মলপরিচ্ছদ-ধারিণী) উশতী (অভিলাষবতী অর্থাৎ প্রেমপরিপূর্ণা) জায়া (স্ত্রী) পত্যে ইব (যেরূপ পতির নিকট নিজেকে বিবৃত করে) [উষাঃ তথা আত্মানং প্রকাশয়তি][3] (উষা সেইরূপ নিজেকে বিবৃত অর্থাৎ প্রকাশিত করেন), হস্রা ইব (হসনশীলা রমণী যেরূপ দন্তপংক্তি প্রকাশিত করে) [উষাঃ তথা] (উষা সেইরূপ) অপ্সঃ (সর্ব্ব বস্তুর রূপ) নিরিণীতে (প্রকাশিত করেন)।[4]

অভ্রাতৃকা কন্যা বিবাহিতা হইলেও যেরূপ পিতার অভিমুখী হইয়া পিতৃকুলেই আগমন করে, উষাও সেইরূপ সূর্য্যের অভিমুখী হইয়া প্রতিদিন আগমন করেন; পতিপুত্রহীনা নারী যেরূপ গর্ত্তে আরোহণ করে,[5] উষাও সেইরূপ নভঃপ্রদেশে আরোহণ করেন; নির্ম্মলপরিচ্ছদ-পরিহিতা কাময়মানা পত্নী যেরূপ পতির নিকট নিজেকে বিবৃত করে, উষাও সেইরূপ নিজেকে বিবৃত অর্থাৎ প্রকাশিত করেন; হসনশীলা রমণী যেরূপ স্বীয় দন্তপংক্তি প্রকটিত করে, উষাও সেইরূপ নিজের প্রকাশদ্বারা রাত্রির অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন সর্ব্ব বস্তুর রূপ প্রকটিত করেন। প্রথম উপমার দ্বারা (অভ্রাতেব পুংসঃ……ইত্যাদির দ্বারা) ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, অভ্রাতৃকা কন্যার বিবাহ হইলেও তাহাকে স্বীয় পুত্রপৌত্রের দ্বারা পিতারই বংশবিস্তার মানসে এবং পিণ্ডদান করিবার নিমিত্ত পিতৃকুলে প্রত্যাগমন করিতে হইবে—পতিকুলে তাহার বাস করা চলিবে না;[6] কাজেই প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করিবে কেন?

১। সনয়ে লব্ধয়ে (দ্রঃ); সংভজনার্থক 'ষণ' ধাতু হইতে।

২। এবমুষা অপরকালে রাত্র্যাং নভ আরোহতি (দ্রঃ)।

৩। যথা জায়া পত্যে আত্মানং দর্শয়ত্যেবমুষা আত্মানং দর্শয়তি জনানাম্ (দ্রঃ)।

৪। যথা হসনস্বভাবা স্ত্রী হসমস্বভাবাদ্দন্তানাত্মনো দর্শয়ত্যেবমুষা অপি আত্মনোঽন্তর্ তানি সর্ব্বদ্রব্যাণাং রূপাণি বিবৃণুতে (দ্রঃ)।

৫। পরে ব্যাখ্যাত হইতেছে। ৬। সা হি পিতৃবংশং পুত্রৈঃ পৌত্রৈশ্চ বর্দ্ধয়তি ন ভর্ত্তুর্বংশম্ (দ্রঃ)।

অনুবাদ—অভ্রাতৃকা কন্যা যেমন অভিমুখী হইয়া পুরুষের (পিতার) নিকট আগমন করে, সেইরূপ উষা (সূর্য্যের অভিমুখী হইয়া) আগমন করেন; গর্ত্তারোহিণীর ন্যায় ধনলাভের নিমিত্ত উষা নভঃপ্রদেশে আরোহণ করেন; সুপরিচ্ছদা অভিলাষবতী স্ত্রী যেরূপ পতির নিকট নিজেকে বিবৃত করে, উষা সেইরূপ নিজেকে বিবৃত করেন; হসনশীলা রমণী যেরূপ দন্তপংক্তি প্রকাশিত করে, উষা সেইরূপ সর্ব্ব বস্তুর রূপ প্রকাশিত করেন।

অভ্রাতৃকেব পুংসঃ পিতৃনেত্যভিমুখী সন্তানকর্ম্মণে
পিণ্ডদানায় ন পতিম্ ॥ ২ ॥

অভ্রাতেব = অভ্রাতৃকা ইব (অভ্রাতৃকা কন্যার ন্যায়); পুংসঃ—পিতৃন্ (পিতার সমীপে অর্থাৎ পিতৃবংশে); প্রতীচী—অভিমুখী (অভিমুখী হইয়া);[১] সন্তানকর্ম্মণে পিণ্ডদানায় এতি (সন্তানকর্ম্মার্থে অর্থাৎ বংশবিস্তারের নিমিত্ত এবং পিণ্ডদানার্থ আগমন করে) ন পতিম্ (পতির সমীপে অর্থাৎ পতিবংশে অবস্থান করে না)।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের ১৬শ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ—অভ্রাতেব পুংস এতি প্রতীচী—অভ্রাতৃকা কন্যা যেরূপ অভিমুখী হইয়া সন্তানকর্ম্মার্থে এবং পিণ্ডদানার্থে পিতৃবংশে আগমন করে, পতিবংশে অবস্থান করে না।

গর্ত্তারোহিণীব ধনলাভায় দাক্ষিণাজী ॥ ৩ ॥

গর্ত্তারুগিব সনয়ে ধনানাম্ = ধনলাভায় গর্ত্তারোহিণী দাক্ষিণাজী ইব (ধনলাভের নিমিত্ত গর্ত্তারোহণকারিণী দাক্ষিণাত্যদেশের নারীর ন্যায়)।

গর্ত্তারুক্—গর্ত্তারোহিণী দাক্ষিণাজী, সনয়ে ধনানাম্—ধনলাভায়। 'দাক্ষিণাজী' শব্দের অর্থ 'দাক্ষিণাত্য দেশের স্ত্রীলোক';[২] দাক্ষিণাত্যে এইরূপ রীতি আছে যে, পতিপুত্রবিহীনা নারী ধনলাভের নিমিত্ত গর্ত্তে আরোহণ করে। 'গর্ত্ত' শব্দের অর্থ পরে করিতেছেন।

অনুবাদ—'গর্ত্তারুক্ ইব সনয়ে ধনানাম্' ইহার অর্থ—ধনলাভের নিমিত্ত গর্ত্তারোহণকারিণী দাক্ষিণাত্য দেশের নারীর ন্যায়।

গর্ত্তঃ সভাস্থাণুর্গৃণাতেঃ, সত্যসঙ্গরো ভবতি, তত্র[৩] যাপুত্রা
যাপতিকা সারোহতি তাং তত্রাক্ষৈরাঘ্নন্তি সা রিক্থং লভতে ॥ ৪ ॥

গর্ত্তঃ—সভাস্থাণুঃ (অক্ষনিবপনপীঠ অর্থাৎ পাশা নিক্ষেপের কাষ্ঠফলক);[৪] গৃণাতেঃ ('গৄ' ধাতু হইতে গর্ত্ত শব্দের নিষ্পত্তি), সত্যসঙ্গরঃ (সত্যগ্রাসক) ভবতি (হয়); যা অপুত্রা

১। অভিমুখী হইয়া অর্থাৎ পিতৃবংশের প্রতি অনুকূল লক্ষ্য রাখিয়া।

২। দক্ষিণাং দিশং দিশং বা অজিতা গতা জাতা বা তত্র দক্ষিণাজী তস্যা অপত্যং স্ত্রী দাক্ষিণাজী (স্কঃ স্বাঃ); গর্ত্তারোহিণীব কাচিদ্দাক্ষিণাত্যা স্ত্রী (দুঃ)।

৩। তং তত্র যাপুত্রা……এইরূপ পাঠও আছে।

৪। গর্ত্তঃ সভাস্থাণুস্তমারোহতি অক্ষনিবপনপীঠমুপবিশতীত্যর্থঃ (দুঃ); 'সভাস্থাণুঃ' স্থলে 'সভাস্থানম্' এইরূপ পাঠান্তরও আছে (স্কঃ স্বাঃ)।

অপতিকা (যে নারী পতিপুত্রহীনা) সা (সেই নারী) তত্র (সেই গর্ত্তে) আরোহতি (আরোহণ করে অর্থাৎ উপবেশন করে); তত্র (সেইস্থানে) তাং (সেই নারীকে) অক্ষৈঃ (পাশার দ্বারা) আঘ্নন্তি (অক্ষধূর্ত্ত বা দ্যূতকারগণ আঘাত করে); সা (সেই নারী) রিক্থং (ধন) লভতে (লাভ করে)।

'গর্ত্ত' শব্দের অর্থ সভাস্থাণু অর্থাৎ কিতব বা দ্যূতকারগণের পাশাখেলার সভায় যে কাষ্ঠফলকের উপর পাশা নিক্ষেপ করা হয়; (সং+) 'গৄ' (নিগরণার্থক) ধাতুর উত্তর তন্ প্রত্যয়ে (উ ৩৬৬) শব্দটী নিষ্পন্ন;[১] গর্ত্তে (সভাস্থাণুতে) সত্য সংগীর্ণ (নিগীর্ণ বা গ্রস্ত) হয়, এখানে সত্যের মর্য্যাদা কেহ রক্ষা করে না—দ্যূতকারগণ প্রায়ই অসত্যবাদী হয়, কেহ বলে 'এই দান পড়িয়াছে', অপর কেহ বলে 'এই দান পড়ে নাই,' ইত্যাদি।[২] দাক্ষিণাত্যের রীতি এই ছিল যে, পতিপুত্রবিহীনা নারী আসিয়া পাশানিক্ষেপের ফলকে উপবেশন করিত, দ্যূতকারগণ সেই নারীকে পাশার দ্বারা আঘাত করিত; নারীর পতিবন্ধু যাহারা, তাহারা নারীকে তাহার স্বামীর পরিত্যক্ত ন্যায্য অংশ দিতে প্রণোদিত হইত, এই ভাবে নারী অর্থ লাভ করিত।[৩] অথবা, রীতি এই ছিল যে, যে ব্যক্তি সেই নারীকে প্রথম আঘাত করিত সেই ব্যক্তিই তাহাকে গ্রহণ করিত এবং তাহাতে তাহার (সেই স্ত্রীর) অর্থলাভ হইত।[৪] যাস্কের সময়ে প্রচলিত দাক্ষিণাত্যের ঈদৃশ রীতির মর্ম্ম বুঝা কঠিন। দুর্গাচার্য্য বলেন, যাস্ক যে দাক্ষিণাত্যের রীতি অবলম্বন করিয়া মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাদ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে, দেশ-বিশেষের রীতির সাহায্যে বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে বাধা নাই।[৫] 'গর্ত্ত' শব্দের অর্থ রাজসভা; পতিবিহীনা পতির বন্ধুগণ-কর্ত্তৃক প্রপীড়িতা অসহায়া নারী যেরূপ ধনলাভের

১-২। সংগীর্য্যতে হি তত্র সত্যমিদমত্র পতিতমিদমত্র ন পতিতমিত্যেবম্, প্রায়েণ কিতবাস্তত্রানৃতং ব্রুবতে (দুঃ)। সত্যং হি তত্র সংগীর্যতে, কিমম্ ? ন দেবিষ্যামীতি বৃতমাতৃহস্তগ্রহণাদিনা কৃতশপথোঽপি যাস্মদেবৈষা-কৃষ্যমাণো......শপথং খাদয়িত্বা দীব্যত্যেব কিতবঃ (স্কঃ স্বাঃ); দুর্গাচার্য্য এবং স্কন্দস্বামী উভয়েই নিগরণার্থক (ভক্ষণার্থক) 'গৃ' ধাতু হইতে 'গর্ত্ত' শব্দের নিষ্পত্তি করিয়াছেন; ক্র্যাদি 'গৄ' ধাতু কিন্তু ভক্ষণার্থক নহে, তুদাদি 'গৄ' ধাতুই ভক্ষণার্থক; কাজেই 'গিরত্যেঃ' এইরূপ পাঠ হইলে ভাল হইত। ক্র্যাদি 'গৃ' ধাতু শব্দার্থক; ক্র্যাদি 'গৄ' ধাতু হইতে 'গর্ত্ত' শব্দের নিষ্পত্তি করিলে ইহার অর্থ হইবে—যেখানে সত্য সংগীর্ণ অর্থাৎ শব্দিত হয়; অক্ষধূর্ত্তগণ অক্ষক্রীড়ার স্থানে সত্যের মর্য্যাদা যে কতদূর রক্ষা করে তাহা কল্পনার অযোগ্য নহে; কাজেই এই অর্থ মনঃপূত হয় না। 'সত্যসঙ্কর' এইরূপ পাঠও আছে (স্কন্দস্বামীর ভাষ্য দ্রষ্টব্য); এই পাঠ ভাল; অক্ষক্রীড়ার স্থানে সত্যের সহিত মিথ্যার সঙ্কর বা মিশ্রণ হয়, ইহা স্বভাবসিদ্ধ।

৩। তং সভাস্থাণুং তত্র কিতবমধ্যেঽবস্থিতং যাপুত্রা স্ত্রী যাপতিকা সারোহতি তন্নিমিত্তং পরিশতীত্যর্থঃ; ততঃ সা ভর্ত্তৃবন্ধুভ্যঃ সকাশাৎ রিক্থং লভতে যত্তস্যা ভর্ত্তৃসক্তো ধনাংশস্তম্ এবমসৌ সনয়ে লক্ষয়ে ধনানাং গর্তমারোহতি (দুঃ)।

৪। যো বা তাং প্রথমমাহন্তি সা চৈনাং গৃহ্লাতি সা চ ধনং লভতে ইতি (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। তদেতদ্গর্ত্তস্য সভাস্থাণোরারোহণং রিক্থলাভহেতুর্দাক্ষিণাত্যেষপুত্রায়া অপতিকায়াঃ স্ত্রিয়াঃ প্রসিদ্ধম্, তয়ৈব প্রসিদ্ধ্যা নিরুচ্যতে; দেশসমাচারব্যবহৃতাণি ক্বচিন্মন্ত্রার্থে নির্বক্তব্য ইত্যেতদনেন প্রদর্শিতং ভবতি।

নিমিত্ত গর্ত্তে আরোহণ করে অর্থাৎ রাজার সাহায্যে তাহার প্রাপ্য অর্থ পাইবার নিমিত্ত রাজদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়—সায়ণ এইরূপ অর্থ করেন।

অনুবাদ—গর্ত্তঃ=সভাস্থাণুঃ (অক্ষনিবপনপীঠ); 'গৄ' ধাতু হইতে 'গর্ত্ত' শব্দের নিষ্পত্তি, গর্ত্ত সত্যসঙ্গর (সত্যগ্রাসক) হয়, যে নারী অপুত্রা পতিবিহীনা সে তথায় আরোহণ করে, তাহাকে সেই স্থানে অক্ষধূর্ত্তগণ পাশাদ্বারা আঘাত করে, সেই নারী ধন লাভ করে।

শ্মশানসঞ্চয়োঽপি গর্ত্ত উচ্যতে গুরতেরপগূর্ণো ভবতি ॥ ৫ ॥

শ্মশানসঞ্চয়ঃ অপি (শ্মশানসঞ্চয়ও) গর্ত্তঃ (গর্ত্ত) উচ্যতে (কথিত হয়) গুরতেঃ ('গুর্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), অপগূর্ণঃ (লোকবিনাশোদ্যত, অথবা গমনবর্জ্জিত) ভবতি (হয়)।

'গর্ত্ত' শব্দের অর্থ 'শ্মশানসঞ্চয়'ও হইতে পারে; 'শ্মশানসঞ্চয়' শব্দের অর্থ—শ্মশানে যে স্থানে মৃতদেহ সঞ্চিত বা স্থাপিত হয়; মনে হয়, শব পূর্ব্বে মৃত্তিকায় সমাহিত করিবারও ব্যবস্থা ছিল। উদ্যমার্থক 'গুর্' ধাতু হইতে 'গর্ত্ত' শব্দ নিষ্পন্ন; শ্মশানসঞ্চয় বা গর্ত্ত আশ্রয় করিয়া ভূত, প্রেত, পিশাচ অবস্থান করে, তাহারা লোকের মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকে, লোকের মৃত্যু হইলেই আনন্দিত হয়; কাজেই বলা যাইতে পারে, গর্ত্ত অপগূর্ণ অর্থাৎ সর্ব্বদা যেন লোক-বিনাশে সমুদ্যত।[১] অথবা, অপগূর্ণ অর্থাৎ প্রত্যুদ্গমন বা গমনবিরহিত—অমঙ্গলস্থান বলিয়া কেহই তথায় যাইতে চাহে না।[২]

অনুবাদ—শ্মশানসঞ্চয়ও গর্ত্ত বলিয়া কথিত হয়, 'গুর্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; গর্ত্ত অপগূর্ণ (লোকবিনাশোদ্যত, অথবা অমঙ্গলের স্থান বলিয়া গমনবর্জ্জিত)।

শ্মশানং শ্মশয়নং শ্ম শরীরম্ ॥ ৬ ॥

শ্মশানং=শ্মশয়নম্ (যেখানে 'শ্ম' শয়ন করে); শ্ম=শরীরম্ (শরীর)।

'শ্মশয়ন' শব্দই 'শ্মশান' এই আকার ধারণ করিয়াছে; 'শ্মন্' শব্দের অর্থ 'শরীর'; 'শ্মশান' শব্দের অর্থ হইবে যথায় শ্ম শয়ন করে অর্থাৎ মৃত্যু হইলে মানুষের দেহ যেখানে নিক্ষিপ্ত হয়।

অনুবাদ—শ্মশানশব্দের অর্থ—শ্ম যেখানে শয়ন করে; 'শ্মন্' শব্দের অর্থ শরীর।

শরীরং শৃণাতেঃ শম্নাতের্বা ॥ ৭ ॥

শরীরং ('শরীর' শব্দ) শৃণাতেঃ ('শৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), বা (অথবা) শম্নাতেঃ ('শম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

১। স হি লোকবিনাশায়াভ্যুদ্যত ইব ভবতি; যানি হি তত্র পিশাচাদীনি সত্ত্বাশ্রিতানি ভবন্তি তানি জনমরণমাশাসতে, ম্রিয়মাণেষু জনেষু তানি প্রমুদিতানি সন্তি (দুঃ)।

২। যদ্বা অমঙ্গলত্বাত্তত্র প্রত্যুদ্গমনং গমনং ন ভবত্যতোঽপগূর্ণো গমনবর্জ্জিত ইত্যর্থঃ (স্কঃ বা.)।

হিংসার্থক 'শৄ' ধাতু হইতে (উ ৪৭০) অথবা উপশমার্থক 'শম্' ধাতু হইতে 'শরীর' শব্দ নিষ্পন্ন ; উভয় স্থলেই প্রত্যয় 'ঈরন্'। শরীর হিংসিত (শীর্ণ) হয়, অথবা কালে উপশান্ত হয় (নির্ ২।১৬ দ্রষ্টব্য)। 'শম্' ধাতু ক্রমাদিগণে পরিদৃষ্ট হয় না।

অনুবাদ—শরীর শব্দ 'শৄ' ধাতু অথবা 'শম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

শ্মশ্রু লোম শ্মনি শ্রিতং ভবতি ॥ ৮ ॥

শ্মশ্রু—লোম, শ্মনি (শরীরে) শ্রিতং ভবতি (আশ্রিত হয়)।

'শ্মন্' শব্দের প্রসঙ্গে 'শ্মশ্রু' শব্দেরও নির্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। 'শ্মশ্রু' শব্দ শ্মন্+শ্রি+ডু করিয়া নিষ্পন্ন ; 'শ্মশ্রু' শব্দের অর্থ লোম—শ্মে অর্থাৎ শরীরে আশ্রিত।

অনুবাদ—শ্মশ্রু শব্দের অর্থ লোম, শরীরে আশ্রিত হয়।

লোম লুনাতের্বা লীয়তের্বা ॥ ৯ ॥

লোম ('লোমন্' শব্দ) লুনাতেঃ বা (হয় 'লূ' ধাতু হইতে) লীয়তেঃ বা (আর না হয় 'লী' ধাতু হইতে) [নিষ্পন্নঃ] (নিষ্পন্ন হইয়াছে)।

'লোম' শব্দ ছেদনার্থক 'লূ' ধাতু হইতে অথবা শ্লেষণার্থক 'লী' ধাতু হইতে 'মনিন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন (উ ৫৯০) ; লোম ছিন্ন করা হয়, লোম শরীরে শ্লিষ্ট (সংলগ্ন)।[১]

অনুবাদ—লোম শব্দ 'লূ' ধাতু অথবা 'লী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

"নোপরস্যাবিষ্কুর্য্যাদ্ যদুপরস্যাবিষ্কুর্য্যাদ্ গর্ত্তেষ্ঠাঃ স্যাৎ
প্রমায়ুকো যজমান" ইত্যপি নিগমো ভবতি[২] ॥ ১০ ॥

উপরস্য (যূপের অতষ্ট প্রদেশ অর্থাৎ নিম্নভাগ যাহা চাঁচা বা বল্কলশূন্য করা হয় না) ন আবিষ্কুর্য্যাৎ (অনাবৃত রাখিবে না) যৎ (যদি) উপরস্য আবিষ্কুর্য্যাৎ (যূপের অতষ্ট প্রদেশ অনাবৃত রাখে) যজমানঃ (যজমান) প্রমায়ুকঃ (আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া) গর্ত্তেষ্ঠাঃ (গর্ত্তস্থ) স্যাৎ (হয়), ইতি নিগমঃ অপি ভবতি (এই বৈদিক বাক্যও আছে)।

'গর্ত্ত' শব্দের অর্থ যে 'শ্মশানসঞ্চয়' (শ্মশানে যেখানে শব সমাহিত করা হয়) তদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন। যূপের নিম্নপ্রদেশ অসংস্কৃতই থাকে, ইহাকে চাঁচিয়া বল্কলশূন্য করা হয় না ; এই নিম্ন- প্রদেশেরই নাম 'উপর'। নিয়ম এই যে, 'উপর' পাংশু (ধূলি) এবং কুশের দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতে হয়, কখনও অনাবৃত রাখিতে নাই। অনাবৃত রাখিলে যজমানের অনিষ্ট হয়—যজমান ক্ষীণায়ুঃ হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, গর্ত্তে স্থিতি লাভ করে।

১। লীয়তের্বা শ্লিষ্টং হি তৎ। স্ক. বাঃ ।

২। নোপরস্যাবি কর্ত্তবৈ যদুপরস্যাবিঃ কুর্য্যাদ্গর্ত্তেষ্ঠাঃ স্যাৎ প্রমায়ুকো যজমানঃ (তৈঃ সং ৬।৩।৪)।

অনুবাদ—'যূপের অতষ্ট প্রদেশ (নিম্নভাগ—যাহা সংস্কৃত বা বল্কলশূন্য করা হয় না) অনাবৃত রাখিতে নাই, যদি অনাবৃত রাখে তাহা হইলে যজমান আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া গর্ত্তস্থ হয়'—এই বৈদিক বাক্যও আছে।

রথোঽপি গর্ত্ত উচ্যতে গৃণাতেঃ স্তুতিকর্ম্মণঃ স্তুততমং
যানম্, "আরোহথো বরুণ মিত্র গর্ত্ত"মিত্যপি নিগমো ভবতি॥ ১১ ॥

রথঃ অপি (রথও) গর্ত্তঃ (গর্ত্ত) উচ্যতে (কথিত হয়) স্তুতিকর্ম্মণঃ (স্তুত্যর্থক) গৃণাতেঃ ('গৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), [রথঃ] (রথ) স্তুততমং (প্রশস্ততম) যানং (যান); বরুণ মিত্র (হে বরুণ, হে মিত্র) [যুবাং] (তোমরা) গর্ত্তং (রথে) আরোহথঃ (আরোহণ করিয়া থাক) ইতি নিগমঃ অপি ভবতি (এই বৈদিক বাক্যও আছে)।

'গর্ত্ত' শব্দ রথবাচকও বটে; স্তুত্যর্থক 'গৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিতে হইবে—রথে লোক অতি সুখে গমনাগমন করে, রথ স্তুততম বা প্রশস্ততম যান। 'আরোহথ বরুণ মিত্র গর্ত্তম্' (ঋ ৫।৬২।৮)—এই বৈদিক বাক্যও 'গর্ত্ত' শব্দের রথবাচিত্বে প্রমাণ।

অনুবাদ—রথও গর্ত্ত বলিয়া অভিহিত হয়; গর্ত্ত স্তুত্যর্থক 'গৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, রথ প্রশস্ততম যান। 'আরোহথ বরুণ ...' এই বৈদিক বাক্যও আছে।

জায়েব পত্যে কাময়মানা সুবাসা ঋতুকালেষু॥ ১২ ॥

জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ—জায়েব পত্যে কাময়মানা সুবাসাঃ ঋতুকালেষু (ঋতুকালে সুনির্ম্মল পরিচ্ছদধারিণী কাময়মানা অর্থাৎ অভিলাষবতী পত্নী যেরূপ পতির নিকট......)।

'উশতী' পদটী কামনার্থক 'বশ্' ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন; ইহার অর্থ 'কাময়মানা'।

উষা হসনেব দন্তান্ বিবৃণুতে রূপাণি॥ ১৩ ॥

উষা হস্রেব নিরিণীতে অপ্সঃ—হসনা দন্তান্ ইব উষাঃ রূপাণি বিবৃণুতে (হসনশীলা রমণী যেরূপ দন্তসমূহ প্রকটিত করে, উষা সেইরূপ রূপসমূহ অর্থাৎ সর্ব্ব বস্তুর রূপ প্রকটিত করেন)।

হস্রা—হসনা (হসনশীলা); 'হস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অপ্সস্' শব্দ রূপবাচক (নিঃ ৩।৭), 'প্সা' ধাতুর উত্তর 'অসুন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'নিরীণীতে' এই ক্রিয়া পদ নি+গত্যর্থক 'রিণ' ধাতু হইতে; ধাতুটী এখানে অন্তর্গত ণ্যর্থ, 'নি' উপসর্গ প্রকর্ষার্থে; নিরিণীতে—নিগময়তি অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাপিত বা প্রকাশিত করে।[১]

১। নিরিণীতে রিণাতির্গতিকর্ম্মা, নিঃ প্রকর্ষে অন্তর্নীতণ্যর্থশ্চায়ম্, প্রকর্ষেণ গময়তি প্রকাশয়তি জ্ঞাপয়তীত্যর্থঃ (স্কঃ বাঃ)।

ইতি চতস্র উপমাঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি (এই) চতস্রঃ (চারিটী) উপমাঃ (উপমা)।

মন্ত্রে চারিটী উপমা আছে—(১) অভ্রাতেব পুংসঃ (২) গর্তারুগিব (৩) জায়েব পত্যে (৪) হস্রেব: উপমাবোধক 'ইব' শব্দও চারিবার প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রথম উপমার অর্থ—অভ্রাতৃকা কন্যা যেরূপ পিতৃবংশেই আগমন করে; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অভ্রাতৃকা কন্যা পিতৃগৃহেই অবস্থান করে, স্বামিগৃহের সহিত তাহার সম্বন্ধ নামমাত্র। কাজেই ঈদৃশ কন্যার পাণিগ্রহণ নিষিদ্ধ।

অনুবাদ—মন্ত্রে এই চারিটী উপমা রহিয়াছে।

"নাভ্রাত্রীমুপযচ্ছেত তোকং হ্যস্য তদ্ভবতী"ত্যভ্রাতৃকায়া উপযমনপ্রতিষেধঃ প্রত্যক্ষঃ ॥ ১৫ ॥

অভ্রাত্রীম্ (ভ্রাতৃহীনা কন্যাকে) ন উপযচ্ছেত (বিবাহ করিবে না), হি (যেহেতু) [যৎ] তোকং (ভ্রাতৃহীনা কন্যার যে অপত্য) তৎ (সেই অপত্য) অস্য (কন্যার পিতার) ভবতি (হয়).[১] ইতি (এই বাক্যে) অভ্রাতৃকায়াঃ (ভ্রাতৃহীনা কন্যার) উপযমনপ্রতিষেধঃ (বিবাহনিষেধ) প্রত্যক্ষঃ (সাক্ষাৎ ভাবে উক্ত হইয়াছে)।

'নাভ্রাত্রীমুপযচ্ছেত তোকং হ্যস্য তদ্ভবতি'[২] এই বাক্যের অর্থ এই যে, 'অভ্রাতৃকা কন্যার যে সন্তান হয়, সেই সন্তান অভ্রাতৃকা কন্যার পিতার, তাহার শ্বশুরের নহে অর্থাৎ অভ্রাতৃকা কন্যার সন্তান মাতামহেরই সপিণ্ডনাদি করে পিতামহের সপিণ্ডনাদি করে না—তাহার দ্বারা মাতামহের বংশই রক্ষিত হয়, পিতামহের বংশের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ থাকে না; কাজেই অভ্রাতৃকা কন্যাকে বিবাহ করিবে না'। এই বাক্যে সাক্ষাৎ ভাবেই অভ্রাতৃকা কন্যার পাণিগ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে: পূর্ব্বোদাহৃত মন্ত্রদ্বয়ে যে নিষেধ তাহা সাক্ষাৎ ভাবে প্রতিপাদিত হয় নাই, তাহা হইয়াছে উপমাগম্য।[৩]

অনুবাদ—নাভ্রাত্রীমুপযচ্ছেত......(ভ্রাতৃহীনা কন্যাকে বিবাহ করিবে না, কারণ তাহার যে অপত্য, তাহা তাহার পিতার হয়) এই বাক্যে অভ্রাতৃকা কন্যার পাণিগ্রহণনিষেধ সাক্ষাৎ ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

১। তোকমিত্যপত্যনাম (নিঃ ২।২), যদপত্যমভ্রাতৃকায়াস্তৎ পিতুর্ভবতি নেতরস্য বোঢ়ুরিতি (দুঃ)।

২। এই বাক্যের আকরস্থান নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই।

৩। পূর্ব্বয়োর্হি মন্ত্রয়োরুপময়া লিঙ্গতো বিবাহপ্রতিষেধো দর্শিতঃ এতস্মিংস্তু বাক্যে সাক্ষাদেব প্রতিষেধঃ (দুঃ)।

পিতুশ্চ পুত্রভাবঃ ॥ ১৬ ॥

পিতুঃ (পিতার) পুত্রভাবঃ চ (পুত্রসম্ভাবও) [প্রত্যক্ষঃ শ্রূয়তে] প্রত্যক্ষভাবে (শ্রুত হয়)।[১]

'নাভ্রাত্রীমুপযচ্ছেত······'এই বাক্যে মাত্র যে অভ্রাতৃকা কন্যার পাণিগ্রহণই সাক্ষাৎ ভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা নহে, অভ্রাতৃকা কন্যার পিতার পুত্রসম্ভাব অর্থাৎ অভ্রাতৃকা কন্যার পুত্রের দ্বারা তাহার (অভ্রাতৃকা কন্যার) পিতা যে পুত্রবান্ হয়েন, ইহাও সাক্ষাৎ ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'তোকং হ্যস্য তদ্ভবতি'—এই অংশ ইহাই স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিতেছে যে, অভ্রাতৃকা কন্যার যে পুত্র হইবে তাহা তাহার (অভ্রাতৃকা কন্যার) পিতারই।[২]

অনুবাদ—অভ্রাতৃকা কন্যার পিতার পুত্রসম্ভাবও সাক্ষাৎ ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পিতা যত্র দুহিতুরপ্রত্তায়াঃ রেতঃসেকং প্রার্জয়তি সন্দধাত্যাত্মানং সঙ্গমেন মনসেতি ॥ ১৭ ॥

পিতা (পিতা) যত্র (যখন) অপ্রত্তায়াঃ (অদত্তা) দুহিতুঃ (কন্যার) রেতঃসেকং (রেতঃসেক্তারং—পতিকে) প্রার্জয়তি (মনে মনে কল্পনা করেন, অথবা লাভ করেন), [তত্র] (তখন) সঙ্গমেন (সুখিত) মনসা (মনে) আত্মানং (নিজেকে) সন্দধাতি (কন্যায় স্থাপন করেন)[৩] ইতি (ইহা) [পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উদাহৃত মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধের ব্যাখ্যা]।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে উদাহৃত 'শাসদ্বহ্নির্দুহিতুঃ' এই মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধের অর্থাৎ 'পিতা যত্র দুহিতুঃ' এই অংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন। দুহিতুঃ—অপ্রত্তায়াঃ দুহিতুঃ (অদত্তা কন্যার); সেকং=রেতঃসেকং=রেতঃসেক্তারং (রেতসেককারীকে অর্থাৎ পতিকে), ঋঞ্জন্—প্রার্জয়তি—প্রকল্পয়তি (মনে মনে কল্পনা করেন); শগ্ম্যেন মনসা=সঙ্গমেন মনসা (সুখিতমনে অর্থাৎ অপুত্রতানিবন্ধন যে সন্তাপ তদ্রহিত মনে);[৪] সন্দধন্বে—আত্মানং সন্দধাতি (নিজেকে স্থাপিত করেন)। 'পুত্রহীন পিতা যখন কন্যাপ্রদানের নিমিত্ত পাত্র স্থির করেন, তখন তিনি অপুত্রতানিবন্ধন সন্তাপ বিস্মৃত হইয়া কন্যায় নিজেকে স্থাপিত করেন অর্থাৎ কন্যার যে পুত্র হইবে সেই পুত্রই তাঁহার পুত্রকার্য্য করিবে, ইহা ভাবিয়া আশান্বিত হয়েন'—ইহাই 'পিতা যত্র দুহিতুঃ' এই অংশের ব্যাখ্যা। যাঁহারা মনে করেন মুখ্যতঃ পুত্রই অধিকারী (নিরু ৩।৩।৬ দ্রষ্টব্য), পিতৃধনে কন্যার অধিকার পুত্রাভাবে, তাঁহাদের পক্ষে মন্ত্রের এই অংশ প্রমাণ (নিরু ৩।৪।১৫ দ্রষ্টব্য)।

১। পিতুশ্চ পুত্রভাবঃ প্রত্যক্ষঃ শ্রূয়তে (দুঃ)।

২। ······ইতরস্তু চ পুত্রিকাপিতুরপত্যপ্রাপ্তেঃ (দুঃ)।

৩। সুখেন মনসা সন্দধাত্যাত্মানং তস্যাং পুত্রিকায়াম্ (দুঃ)।

৪। সংগমনে মনসা বিগতাপুত্রত্বসন্তাপেন চেতসা (দুঃ)।
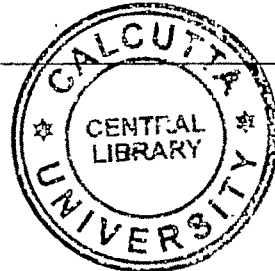
অনুবাদ—পিতা যখন অদত্তা কন্যার পতিকে মনে মনে কল্পনা করেন, তখন তিনি সুখিত মনে নিজেকে কন্যায় স্থাপিত করেন [ইহা উদাহৃত মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধের ব্যাখ্যা]।

অথৈতাং জাম্যা রিক্‌থপ্রতিষেধ উদাহরন্তি, জ্যেষ্ঠং পুত্রিকায়া ইত্যেকে ॥ ১৮ ॥

অথ (এক্ষণে)[১] এতাং (বক্ষ্যমাণ 'ন জাময়ে তান্বো……' এই মন্ত্র) জাম্যাঃ (ভগিনীর) রিক্‌থপ্রতিষেধে (পিতৃধন-ভাগিত্বের নিষেধে) উদাহরন্তি (আচার্য্যগণ উদাহৃত করেন), জ্যেষ্ঠং (জ্যেষ্ঠ ধনভাগ) পুত্রিকায়ৈ [দদ্যাৎ] (পুত্রিকাকে প্রদান করিবে, ইহাই মন্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়) ইতি (ইহা) একে (কোন কোন আচার্য্য বলেন)।

ভগিনীর রিক্‌থপ্রতিষেধে অর্থাৎ ভগিনী যে পিতৃধনের অধিকারিণী নহে—এতদ্বিষয়ে প্রমাণ বক্ষ্যমাণ মন্ত্র, ইহা কোন কোন আচার্য্য বলেন। যদি কোন ব্যক্তি কন্যাকে পুত্রিকা করেন অর্থাৎ এই ব্যবস্থা করেন যে 'এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র হইবে, সেই আমার শ্রাদ্ধাদি করিবে'[২] এবং তাহার পর যদি তাহার পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে পুত্রিকা পিতার জ্যেষ্ঠধনভাগার্হা হইবে অর্থাৎ পিতৃধনের অধিকাংশই পুত্রিকা গ্রহণ করিবে[৩]—এতদ্বিষয়ে প্রমাণ বক্ষ্যমাণ মন্ত্র, কোন কোন আচার্য্য ইহা বলেন।

অনুবাদ—এক্ষণে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র ভগিনীর পিতৃধন-ভাগিত্বনিষেধে আচার্য্যগণ উদাহৃত করেন; জ্যেষ্ঠ ধনভাগ পুত্রিকাকে প্রদান করিবে, ইহাই মন্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়, কোন কোন আচার্য্য ইহা বলেন।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অথশব্দো বিশেষাধিকারার্থঃ (দুঃ)।

২। মনু ৯।১২৭ দ্রষ্টব্য।

৩। স্মৃতি শাস্ত্রের মতে পুত্রিকা ও পশ্চাজ্জাত পুত্র তুল্যভাগার্হ, পুত্রিকার জ্যেষ্ঠাংশভাগিত্ব নাই (মনু ৯।১৩৪ দ্রষ্টব্য)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ন জাময়ে তান্বো রিক্থমারৈক্ চকার গর্ভং সনিতুর্নিধানম্।
যদী মাতরো জনয়ন্ত বহ্নিমন্যঃ কর্তা সুকৃতোরন্য ঋন্ধন্॥ ১॥

(ঋ ৩।৩১।২)

ভগিনীর রিক্থ প্রতিষেধপক্ষে—

তান্বঃ (তনুজ বা ঔরস পুত্র) জাময়ে (স্বভগিনীকে) রিক্থং (ধন) ন আরৈক্ (প্রদান করে না),[১] সনিতুঃ (পতির) গর্ভং (গর্ভস্য—গর্ভের অর্থাৎ রেতঃসেকের)[২] নিধানং (আধার) চকার (করোতি—করে); যদী (যদি—যদ্যপি)[৩] মাতরঃ (মাতা-পিতা)[৪] বহ্নিং (পুত্রসন্তান ও কন্যাসন্তানকে)[৫] জনয়ন্ত (অজনয়ন্ত—উৎপাদন করেন) অন্যঃ (অন্যতর অর্থাৎ পুত্রসন্তান) সুকৃতোঃ[৬] (শোভন কর্মের অর্থাৎ পিতামাতার পিণ্ডদানাদির) কর্তা (কর্তা হয়), অন্যঃ (অন্যতর অর্থাৎ কন্যাসন্তান) ঋন্ধন্ (ঋধ্যমান অর্থাৎ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সম্মানিত হয়)।

পুত্রিকার জ্যেষ্ঠাংশভাগিত্বপক্ষে—প্রথমার্ধে কোনও বিশেষ নাই। দ্বিতীয়ার্ধে—

যদী (যদি) মাতরা (মাতাপিতা) [পুত্রিকাকরণানন্তরং] (পুত্রিকা করা হইয়া গেলে) বহ্নিং (পুত্রসন্তান) জনয়ন্ত (অজনয়ন্ত—উৎপাদন করেন) [তদা] (তাহা হইলে) অন্যঃ (পুত্রসন্তান) সুকৃতোঃ (পিণ্ডদানাদির) কর্তা (কর্তা হয়) অন্যঃ (কন্যাসন্তান অর্থাৎ পুত্রিকা) ঋন্ধন্ (ধনের দ্বারা সম্মানিত হয় অর্থাৎ পিতৃধনের জ্যেষ্ঠাংশ প্রাপ্ত হয়))।

এই মন্ত্রটীকে যাঁহারা ভগিনীর রিক্থপ্রতিষেধপক্ষে প্রমাণ বলিয়া উদ্ধৃত করেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যা এইরূপ—ভ্রাতা ভগিনীকে পৈতৃক ধন প্রদান করে না, তাহাকে পতির রেতঃসেকের আধার করে অর্থাৎ বিবাহ দেয়; যদ্যপি মাতাপিতা পুত্র ও কন্যা উভয়কেই উৎপন্ন করেন, তথাপি পুত্র শোভন কর্ম করে অর্থাৎ পিতামাতার শ্রাদ্ধাদি করে, কন্যা

১। আরৈক ন প্ররেচয়তি ন প্রদদাতি (সায়ণ)।

২। গর্ভং ষষ্ঠ্যর্থে দ্বিতীয়া, গর্ভস্য নিধানং রেতঃসেকনিধানীমেনাং চকার (সায়ণ), চকার করোতি (স্বঃ ধাঃ)।

৩। যদী = যদি; বেদে নিপাতের দীর্ঘ হয় (পাঃ ৬।৩।১৩৬)।

৪। পিতা মাতরেতি পিতুঃ শেষে প্রাপ্তে মাতুঃ শেষশ্ছান্দসঃ, দ্বিবচনস্য বহুবচনং পূজার্থম্ (সায়ণ)।

৫। বহ্নিশ্চ বহ্নী বোঢারং পুত্রম্ অবহ্নিকাবোঢ্রীং স্ত্রিয়ম্ (দুঃ); বহ্নিং বোঢারং স্বভার্যায়াঃ পুমাংসং স্ত্রিয়ঞ্চেতি শেষঃ (স্বঃ ধাঃ)।

৬। 'সুকৃতু' শব্দের ষষ্ঠীর একবচন (করোতেরৌণাদিকঃ তু প্রত্যয়ঃ—সায়ণ); সুকৃতোঃ শোভনস্য কর্মণঃ (স্বঃ ধাঃ)।

বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিতা হইয়া পতিহস্তে সমর্পিতা হয় এবং পতিগৃহে গমন করে। কন্যা পিতৃকুলের কেহ নহে, পিতৃকুল বর্দ্ধিত করে পুত্র—কাজেই কন্যা পিতৃধন-ভাগিনী হয় না, ভ্রাতা ভগিনীকে পিতৃধন প্রদান করে না।

যাঁহারা পুত্রিকার জ্যেষ্ঠাংশভাগিত্বে এই মন্ত্রটীকে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যা এইরূপ—ভ্রাতা ভগিনীকে পৈতৃক ধন প্রদান করে না, তাহাকে পতির রেতঃসেকের আধার করে অর্থাৎ বিবাহ দেয়; পুত্রিকাকরণানন্তর [১] যদি মাতাপিতার পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে পুত্রই শোভন কর্ম্মের কর্ত্তা হয় অর্থাৎ পিতামাতার শ্রাদ্ধাদি করিবার অধিকারী হয়, পুত্রিকা ধনের দ্বারা সম্মানিতা হয় অর্থাৎ পিতৃধনের অধিকাংশ লাভ করে।

অনুবাদ—ঔরসপুত্র তাহার ভগিনীকে পৈতৃক ধন দেয় না, পতির রেতঃসেকের আধার করে; যদিও মাতাপিতা পুত্র ও কন্যা উভয়কেই উৎপাদন করেন, তথাপি তাহাদের মধ্যে একজন শোভন কর্ম্মের কর্ত্তা হয় এবং অপর সম্মানিত হয়।

ন জাময়ে ভগিন্যৈ ॥ ২ ॥

জাময়ে—ভগিন্যৈ (ভগিনীকে); 'জামি' শব্দ ভগিনীবোধক।

জামিরন্যেঽস্যাং জনয়ন্তি জামপত্যং জমতে র্বা স্যাদ্
গতিকর্ম্মণো নির্গমনপ্রায়া ভবতি ॥ ৩ ॥

জামিঃ [কস্মাৎ] ('জামি' শব্দের ব্যুৎপত্তি কি ?) অন্যে (অপর অর্থাৎ অসগোত্র ব্যক্তি) [২] অস্যাং (ইহাতে) জাম্=অপত্যম (জা অর্থাৎ অপত্যকে) [৩] জনয়ন্তি (উৎপাদন করে); বা (অথবা) গতিকর্ম্মণঃ (গত্যর্থক) জমতেঃ ('জম্' ধাতু হইতে) [৪] স্যাৎ (নিষ্পন্ন হইতে পারে), নির্গমনপ্রায়া (প্রায়ই পিতৃকুল হইতে নিষ্ক্রান্ত) ভবতি (হয়)।

'জামি' শব্দের ব্যুৎপত্তি, প্রদর্শন করিতেছেন। উৎপাদনার্থক পিজন্ত 'জন্' ধাতু হইতে 'জামি' শব্দ নিষ্পন্ন; জামিতে অপর ব্যক্তি অর্থাৎ অসগোত্র ব্যক্তি জা অর্থাৎ অপত্য উৎপাদন করে। [৫] (২) গত্যর্থক 'জম্' ধাতু হইতেও 'জামি' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে; জামি প্রায়ই পতিগৃহে গমন করে। [৬]

১। স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে অপুত্রক ব্যক্তি কন্যাকে এই সংকল্প করিয়া পতির হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন যে, 'এই কন্যার যে পুত্রসন্তান হইবে, সেই আমার পুত্র হইবে অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি পুত্রকৃত্য করিবে'। ঈদৃশ সংকল্পের সহিত প্রদত্তা কন্যাই পুত্রিকা (মনু ৯।১২৭)।

২। অন্যে অসগোত্রাঃ (স্কঃ ধাঃ)।

৩। 'জা' শব্দ অপত্যবাচী (নিঃ ২।২)।

৪। ধাতুপাঠে 'জমু' অদনার্থক (ভ্বাদি); নিঘণ্টুতে 'জমু' গত্যর্থক (নিঃ ২।১৪)।

৫। অনিয়ত 'জন্' ধাতু হইতে 'জামি' শব্দের নিষ্পত্তি করিলেও চলে, ভগিনী একই মাতাপিতা হইতে জাতা।

৬। পুত্রিকা পতিগৃহে গমন করে না; এখানেই 'প্রায়' শব্দের সার্থকতা (প্রায়বচনঃ পুত্রিকাভিপ্রায়ঃ সা হি ন নির্গচ্ছতি—স্কঃ ধাঃ)।

অনুবাদ—'জামি' শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? অপর ব্যক্তি ইহাতে জা অর্থাৎ অপত্য উৎপাদন করে; অথবা গত্যর্থক 'জম্' ধাতু হইতে 'জামি' শব্দ নিষ্পন্ন—জামি প্রায়ই পিতৃকুল হইতে নিক্রান্ত হয়।

তান্ব আত্মজঃ পুত্রো রিক্থং প্রারিচৎ প্রাদাৎ ॥ ৩ ॥

তান্বঃ—আত্মজঃ পুত্রঃ (ঔরস পুত্র); আরৈক্—প্রারিচৎ—প্রাদাৎ (প্রদদাতি—দান করে)।

'তান্ব' শব্দের অর্থ 'তনুজ' অর্থাৎ আত্মজ বা ঔরস পুত্র; 'তনু' শব্দের উত্তর 'অঞ্' প্রত্যয়ে (পা ৪।৩।১৫৪) নিষ্পন্ন।[১] 'আরৈক্' এই পদ বিরেচনার্থক 'রিচ্' ধাতুর লুঙের বৈদিক রূপ; লৌকিকে হইবে 'আরিচৎ'; আরৈক্=প্রারিচৎ (প্র+আরিচৎ)=প্রাদাৎ=প্রদদাতি (লুঙ্ বর্ত্তমানার্থে)।[২]

চকারৈনাং গর্ভনিধানীং সনিতুর্হস্তগ্রাহস্য ॥ ৪ ॥

চকার গর্ভং সনিতুর্নিধানম্—এনাং (জামি অর্থাৎ ভগিনীকে) সনিতুঃ—হস্তগ্রাহস্য (সনিতার অর্থাৎ পাণিগ্রহীতার) গর্ভনিধানীং (রেতঃসেকের আধার) চকার (করোতি—করে)।

সনিতুঃ=হস্তগ্রাহস্য (পাণিগ্রহীতার অর্থাৎ পতির); গর্ভং নিধানম্—গর্ভস্য নিধানম্—গর্ভনিধানীম্ (গর্ভের অর্থাৎ রেতঃসেকের আধার)। 'ভগিনীকে পতির রেতসেকের আধার করে' ইহার অর্থ—তাহাব বিবাহসংস্কার সম্পন্ন করে।

যদি হ মাতরোঽজনয়ন্ত বহ্নিং পুত্রমবহ্নিং চ স্ত্রিয়ম্, অন্যতরঃ
সন্তানকর্ত্তা ভবতি পুমান্ দায়াদোঽন্যতরোঽর্ধয়িত্বা জামিঃ প্রদীয়তে
পরস্মৈ ॥ ৫ ॥

যদি হ (যদ্যপি) মাতরঃ (মাতাপিতা) বহ্নিং=পুত্রম্ (পুত্রকে) চ (এবং) অবহ্নিং—স্ত্রিয়ম্ (কন্যাকে) অজনয়ন্ত (উৎপাদন করেন) অন্যতরঃ—পুমান্ (অন্যতর অর্থাৎ পুত্র) সন্তানকর্ত্তা (বংশবৃদ্ধিকারক) [অতএব] দায়াদঃ (দায়াদ অর্থাৎ পিতৃধনের অধিকারী) ভবতি (হয়), অন্যতরঃ—জামিঃ (অপর অর্থাৎ জামিকে) অর্ধয়িত্বা (ঋধ্যমানা অর্থাৎ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সম্মানিতা করিয়া) পরস্মৈ (পরের হস্তে) প্রদীয়তে (প্রদান করা হয়)।

১। তনোঃ প্রাণাধিষ্ঠিতত্বাৎ তনুঃ প্রাণবতী, তদ্বিকার ইত্যর্থে প্রাণিরজতাদিভ্যোঽঞিত্যত্র সংজ্ঞাপূর্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাদ্ গুণাভাবঃ (সায়ণ)।

২। রিচির্ বিরেচনে ইত্যস্য লুঙি সিচি বদব্রজেত্যাদিনা বৃদ্ধিঃ, বহুলং ছন্দসীতীড়ভাবঃ হল্ঙ্যাদিসংযোগান্ত-লোপৌ (সায়ণ)।

যদী=যদি হ (যদ্যপি); বহ্নিং=বহ্নিম্ অবহ্নিঞ্চ (পুত্র ও কন্যাকে)—একশেষবৃত্তির দ্বারা; যেমন, পিতরৌ—মাতা চ পিতা চ।[১] অর্ধয়িত্বা—'ঋন্ধন্' এই পদের অর্থ; বৃদ্ধ্যর্থক 'ঋধ্' ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয়ে 'ঋন্ধন্' পদের নিষ্পত্তি;[২] এই ধাতুর উত্তরই ণিচ্ করিয়া ক্ত্বাচ্ প্রত্যয়ে 'অর্ধয়িত্বা' পদের নিষ্পত্তি। অর্ধয়িত্বা—বর্দ্ধিত করিয়া অর্থাৎ বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া। যদিও মাতাপিতা পুত্র ও কন্যা উভয়েরই উৎপাদক, তথাপি পুত্র পিতৃবংশে অবস্থিতি করে, পিতৃবংশের বিস্তার সম্পাদন করে বলিয়া পিতৃধনের অধিকারী হয়; কন্যা পিতৃবংশের কেহ নহে, তাহাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদানে সম্মানিত করিয়া পতিগৃহে প্রেরণ করা হয়—তাহাকে পিতৃধন প্রদান করা হয় না।

অনুবাদ—যদিও মাতাপিতা বহ্নি অর্থাৎ পুত্রকে এবং অবহ্নি অর্থাৎ কন্যাকে উৎপাদন করেন [তথাপি] অন্যতর (পুত্র) সন্তানকর্তা অর্থাৎ বংশবৃদ্ধিসম্পাদক হয়, পিতৃধনের অধিকারী হয়; অন্যতর অর্থাৎ জামিকে (পুত্রের ভগিনীকে) সম্মানিত করিয়া অপরের হস্তে প্রদান করা হয়।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বহ্নিং পুমান্ স্ত্রিয়া ইতি বহ্নেঃ শেষঃ (সায়ণ)।

২। ঋন্ধন্—বৈদিক রূপ লৌকিকে 'ঋধ্যন্'।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মনুষ্যনামান্যুত্তরাণি পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ১ ॥

উত্তরাণি (পরবর্তী) পঞ্চবিংশতিঃ (পঁচিশটী নাম) মনুষ্যনামানি (মনুষ্যের নাম)। অপত্যনামের পরে মনুষ্য, নর প্রভৃতি পঁচিশটী মনুষ্যনাম (নিঃ ২।৩) অভিহিত হইয়াছে।

অনুবাদ—পরবর্তী পঁচিশটী নাম মনুষ্যনাম।

মনুষ্যাঃ কস্মাৎ ? মত্বা কর্ম্মাণি সীব্যন্তি, মনস্যমানেন সৃষ্টাঃ,
মনস্যতিঃ পুনর্মনস্বীভাবে, মনোরপত্যং মনুষো বা ॥ ২ ॥

মনুষ্যাঃ ('মনুষ্য' এই নাম) কস্মাৎ (কোথা হইতে হইল) ? মত্বা (জ্ঞানপূর্ব্বক বা বিচার করিয়া) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) সীব্যন্তি (বিস্তারিত করে),[১] মনস্যমানেন (মনস্যমান প্রজাপতি-কর্ত্তৃক) সৃষ্টাঃ (সৃষ্ট), মনস্যতিঃ পুনঃ ('মনস্য' এই ধাতু আবার) মনস্বীভাবে ('মনস্বীভাব' এই অর্থে প্রযুক্ত),[২] মনোঃ (মনুর) অপত্যং (অপত্য), বা (অথবা) মনুষঃ ('মনুস্' নামক ঋষির অপত্য)।

মনুষ্যনামের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। (১) জ্ঞানার্থক 'মন্' ধাতু এবং তন্তুসন্তানার্থক 'ষিব্' ধাতুর সংযোগে 'মনুষ্য' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে; অর্থ হইবে—জানিয়া বা বিচার করিয়া কর্ম্মের বিস্তারসাধন করে অর্থাৎ এক কর্ম্মের পর অপর কর্ম্ম সংসাধিত করে; (২) মনস্যমানেন সৃষ্টাঃ মনুষ্যাঃ (প্রজাপতি মনস্যমান হইয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন এইজন্য মনুষ্য মনুষ্যনামে অভিহিত) এইরূপেও মনুষ্যশব্দের ব্যুৎপত্তি সাধন করা যাইতে পারে। 'মনস্যমানেন' ইহার অর্থ 'মনস্বীভূতেন';[৩] 'মনস্য' এই নাম ধাতুর অর্থ হইবে, অমনস্বীর মনস্বী

১। মত্বেঃ সিবেশ্চ দ্বিধাতুজত্বং প্রদর্শয়তি সীব্যন্তি তন্বন্তি (স্কঃ স্বাঃ)।

২। মনস্বীভাবে—অভূততদ্ভাবে চ্বিপ্রত্যয়; পূর্ব্বে মনস্বী না থাকিয়া মনস্বী হওয়া—ইহাই 'মনস্বীভাব' শব্দের অর্থ।

৩। 'মনস্যমানেন' এই পদ 'মনস্য' নাম ধাতুর উত্তর শানচ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন; ইহার অর্থ—মনোবিশিষ্ট হইয়া অর্থাৎ পূর্ব্বে মনস্বী না থাকিয়াও এক্ষণে মনস্বী হইয়া। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২।৩।৮।০) দেখিতে পাই—স পিতৄন্ সৃষ্ট্বাঽমনস্যৎ; তদনু মনুষ্যানসৃজত, তন্মনুষ্যাণাং মনুষ্যত্বম্, য এবং মনুষ্যাণাং মনুষ্যত্বং বেদ মনস্ব্যেব ভবতি। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—অমনস্যৎ সৃষ্টিবিষয়ং মনোঽকরোৎ, তদনন্তরমনুষ্যানসৃজত যস্মান্মনোঽনু-সারেণোৎপন্না তস্মান্মনুষ্যনাম সম্পন্নম্, য এবং বেত্তি স মনস্বী সর্ব্বকার্য্যেষু স্থিরচিত্তো ভবতি। 'অমনস্যৎ' পদের অর্থ 'মনঃ অকরোৎ' হইলে 'মনস্যমানেন' না হইয়া হওয়া উচিত ছিল 'মনস্কৃতা;' মৈত্রায়ণী সংহিতায় (৪।২।১) 'মনস্কৃতা' পদই পরিদৃষ্ট হয়—স দেবান্ সৃষ্ট্বা মনস্কৃতেব তেন মনুষ্যানসৃজত।

হওয়া। প্রজাপতি মনুষ্য সৃষ্টির প্রাক্‌কালে মনস্বিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন প্রশান্ত-মানসে বা প্রহৃষ্টচিত্ত হইয়া;[১] (৩-৪) মনুর অপত্যজাতি মনুষ্য (পা ৪।১।১৬১) অথবা—মনুস্‌ নামক ঋষির অপত্য মনুষ্য—এই ভাবেও মনুষ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইতে পারে।

অনুবাদ—'মনুষ্য' এই নাম কোথা হইতে হইল? জ্ঞানপূর্ব্বক বা বিচার করিয়া কর্ম্মসমূহ বিস্তারিত করে; মনস্যমান হইয়া অর্থাৎ প্রশান্ত-মানসে প্রজাপতি-কর্ত্তৃক সৃষ্ট; 'মনস্য' ধাতুর অর্থ আবার অমনস্বীর মনস্বী হওয়া; মনুর অপত্য মনুষ্য অথবা 'মনুস্‌' নামক ঋষির অপত্য মনুষ্য।

তত্র পঞ্চজনা ইত্যেতস্য নিগমা ভবন্তি ॥ ৩ ॥

তত্র (মনুষ্যনামসমূহের মধ্যে) পঞ্চজনাঃ ইতি এতস্য ('পঞ্চজন' এই নামের অর্থাৎ 'পঞ্চজন' এই নামসংবলিত) নিগমাঃ (বৈদিক মন্ত্র) ভবন্তি (আছে)।

'পঞ্চজন' শব্দ যেরূপ মনুষ্যবাচক, সেইরূপ গন্ধর্ব্বাদিরও বাচক; তৎপ্রদর্শনার্থ পঞ্চজনশব্দ-সংবলিত ঋক্‌মন্ত্র উদাহৃত হইতেছে।

অনুবাদ—মনুষ্যনামসমূহের মধ্যে 'পঞ্চজন' এই নামের নিগম আছে।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। মনস্বী = প্রহৃষ্ট; মনস্বীভাবো নাম প্রহৃষ্টতা, তয়া প্রজাপতিনৈতে সৃষ্টাঃ (দুঃ)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তদদ্য বাচঃ প্রথমং মংসীয় যেনাসুরাঁ অভি দেবা অসাম।
উর্জাদ উত যজ্ঞিয়াসঃ পঞ্চজনা মম হোত্রং জুষধ্বম্ ॥

(ঋ—১০।৫৩।৪)

অদ্য (অদ্য) বাচঃ (বাক্যের) প্রথমং (উৎকৃষ্ট) তৎ [বীর্য্যং][১] (সেই বীর্য্য) মংসীয় (যেন জানিতে পারি) যেন (যে বীর্য্যের দ্বারা) দেবাঃ [বয়ং] (আমরা দেবগণ)[২] অসুরান্ (অসুরদিগকে) অভি অসাম (অভিভবেম—পরাস্ত করিব), হে উর্জাদঃ উত যজ্ঞিয়াসঃ (হে অন্নভক্ষক এবং যজ্ঞসম্পাদক দেবগণ) হে পঞ্চজনাঃ (হে পঞ্চজনগণ)[৩] মম (আমার) হোত্রং জুষধ্বম্ (হোম কর্ম্মে আসিয়া অধিষ্ঠান কর অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় কার্য্যের দ্বারা আমার হোমকর্ম্ম সম্পাদনে সহায়তা কর)।[৪]

এই মন্ত্রের দেবতা অগ্নি, ঋষি দেবতাগণ; এই মন্ত্র হোতার জপ করিতে হয়। হোতা প্রার্থনা করিতেছেন—আমি যেন বাক্যসমূহ তাদৃশ বীর্য্য আয়ত্ত করিতে পারি, যাহার দ্বারা দেবস্বরূপ আমরা যজ্ঞবিঘ্নকারী অসুরদিগকে পরাভব করিতে পারিব; যজ্ঞিয়ান্নভোক্তা ও যজ্ঞসম্পাদক দেবগণ এবং পঞ্চজনগণ স্বীয় স্বীয় কার্য্যের দ্বারা আমার কর্ম্মসম্পাদনে সহায়তা করুন।

অনুবাদ—অদ্য আমি যেন বাক্যের সেই পরম বীর্য্য অবগত হইতে পারি, যাহার দ্বারা দেবগণ আমরা অসুরদিগকে পরাভব করিতে পারিব; হে অন্নভক্ষক এবং যজ্ঞসম্পাদক দেবগণ, হে পঞ্চজনগণ, আমার হোমকর্ম্ম সেবা কর অর্থাৎ হোম কর্ম্মে সহায় হও।

তদদ্য বাচঃ পরমং মংসীয় যেনাসুরানভিভবেম দেবাঃ ॥ ২ ॥

তদদ্য বাচঃ প্রথমং মংসীয়—তৎ অদ্য বাচঃ পরমং মংসীয় (অদ্য যেন বাক্যের সেই পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বীর্য্য অবগত হইতে পারি); যেনাসুরান্ অভি দেবা অসাম—যেন অসুরান্ অভিভবেম দেবাঃ বয়ম্ (যে বীর্য্যের দ্বারা দেবগণ আমরা অসুরদিগকে পরাভব করিতে পারিব); অভি অসাম—অভিভবেম।

অনুবাদ—অদ্য আমরা যেন বাক্যের সেই অনুত্তম বীর্য্য বোধগম্য করিতে পারি, যাহা দ্বারা দেবত্বসম্পন্ন আমরা অসুরগণকে পরাভব করিতে পারিব।

১। তদ্ বীর্য্যম্ (দুঃ); বাচোমধ্যে প্রথম মুৎকৃষ্টং স্বরসৌষ্ঠবার্থসতত্ত্বদেবতাদিবিশিষ্টম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। হে দেবাঃ (স্কঃ এবং দুঃ)। স্কন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য্যের মতে 'দেবাঃ' সম্বোধনান্ত পদ।

৩। 'পঞ্চজন' শব্দের ব্যাখ্যা পরেই করিতেছেন।

৪। জুষধ্বং সেবধ্বম্, সম্পাদয়তেত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

অসুরা অসুরতা স্থানেষস্তা স্থানেভ্য ইতি বাপি বাসুরিতি
প্রাণনামাস্তঃ শরীরে ভবতি তেন তদ্বন্তঃ ॥ ৩ ॥

অসুরাঃ (অসুরগণ) স্থানেষু (স্থানসমূহে) অসুরতাঃ (সুষ্ঠুভাবে রত অর্থাৎ অবস্থিত নহে), স্থানেভ্যঃ (তাহাদের স্থানসমূহ হইতে) অস্তাঃ (নিক্ষিপ্ত অর্থাৎ বিতাড়িত) ইতি বা (ইহাও বা 'অসুর' শব্দের ব্যুৎপত্তি); অপি বা (অথবা) অসুঃ ইতি ('অসু', এই শব্দ) প্রাণনাম (প্রাণের নাম)—শরীরে (দেহে) অস্তঃ (নিক্ষিপ্ত অর্থাৎ অবস্থিত) ভবতি (হয়), তেন (সেই কারণেই অর্থাৎ অসু শরীরে নিক্ষিপ্ত বা অবস্থিত বলিয়াই) তদ্বন্তঃ (অসুমন্তঃ—অসুমান্ বা প্রাণশালী)।

'অসুর' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। (১) অসুরগণ স্বীয় স্বীয় স্থানে সুষ্ঠুভাবে রত অর্থাৎ নিরত নহে; তাহারা চঞ্চলস্বভাব—যতই উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হউক, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকে না, তদপেক্ষা অধিক মনোজ্ঞ স্থান পাইবার অভিলাষী হয়;[১] নঞ্+সু+রম্ ধাতু হইতে। (২) অসুরগণ স্বীয় স্বীয় স্থান হইতে দেবগণ-কর্তৃক ক্ষিপ্ত অর্থাৎ বিতাড়িত;[২] 'অস্' ধাতুর উত্তর 'উরন্' প্রত্যয়ে (উ ৪২)। (৩) অসু—প্রাণ। প্রাণ যেন শরীরে ক্ষিপ্ত অর্থাৎ শরীরেই নিত্য অবস্থিত;[৩] ক্ষেপণার্থক 'অস্' ধাতু হইতে। অসুরগণ অসুমান্ (প্রাণবিশিষ্ট), কারণ, অসুর-শরীরে অর্থাৎ অসুরগণের মধ্যে প্রাণ অবস্থিত; 'অসু' শব্দের উত্তর 'র' প্রত্যয় মত্বর্থে (অসু যাহাতে আছে—তদস্মিন্নস্তি, এই অর্থে)।[৪]

অনুবাদ—অসুরগণ স্থানসমূহে অ-সু-রত (সুষ্ঠুভাবে রত বা অবস্থিত নহে), স্থানসমূহ হইতে নিক্ষিপ্ত (বিতাড়িত)—ইহাও বা অসুর শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে; অথবা 'অসু' শব্দ প্রাণ-নাম, শরীরে ক্ষিপ্ত অর্থাৎ নিত্য অবস্থিত; সেই হেতু অর্থাৎ শরীরে অসুর (প্রাণের) অবস্থিতিহেতু অসুরগণ অসুমান্ (প্রাণবিশিষ্ট)।

সোর্দেবানসৃজত তৎ সুরাণাং সুরত্বমসোরসুরানসৃজত
তদসুরাণামসুরত্বমিতি বিজ্ঞায়তে ॥ ৪ ॥

১। উৎকৃষ্টোৎকৃষ্টতরস্থানান্তরলিপ্সায়ামসংগচ্ছমানানাম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। অসুরা বা এষু লোকেষ্বাসংস্তান্ দেবা উর্ক্সমরৈনেভ্যো লোকেভ্যঃ প্রাণুদন্ত (তাণ্ড্য ব্রাঃ ৯।২।১১)।

৩। তস্য হি তত্র নিত্যমবস্থানমিত্যর্থঃ (দুঃ)।

৪। মতুপ্ এবং তদর্থীয় প্রত্যয় প্রকৃতির বহুত্ব, নিন্দিতত্ব প্রভৃতি সূচনা করে (পাঃ ৫।২।৯৪ ভাষ্য দ্রষ্টব্য); স্কন্দস্বামীর মতে 'অসু' শব্দের উত্তর মত্বর্থীয় 'র' প্রত্যয় অসুর (প্রাণের) বহুত্ব সূচনা করিতেছে (রো মত্বর্থীয়ঃ ভূমি চাবম্); অসুরগণ হত হইলেও পুনঃ পুনঃ, বাঁচিয়া উঠে—ইহাতেই কি তাহাদের অসুর (প্রাণের) বহুত্ব? অসু শব্দের উত্তর র প্রত্যয় হইয়াছে নিন্দায় অর্থাৎ অসুরগণ নিন্দিত অসু (প্রাণ) ধারণ করে, এইরূপ অর্থ করিলে দোষ কি?

[প্রজাপতিঃ] (প্রজাপতি) সোঃ (সু অর্থাৎ শরীরের প্রশস্ত প্রদেশ হইতে) দেবান্ (দেবগণকে) অসৃজত (সৃষ্ট করিয়াছিলেন) তৎ (তাহাতেই) সুরাণাং (সুরগণের) সুরত্বম্ (সুরত্ব), অসোঃ (অ-সু অর্থাৎ শরীরের অপ্রশস্ত দেশ হইতে) অসুরান্ (অসুরগণকে) অসৃজত (সৃষ্ট করিয়াছিলেন), তৎ (তাহাতে) অসুরাণাম্ (অসুরগণের) অসুরত্বম্ (অসুরত্ব) ইতি (ইহা) বিজ্ঞায়তে (জানা যায়)।

'সুর' ও 'অসুর' শব্দের ব্রাহ্মণোক্ত নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। প্রজাপতি সুরগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন মুখ হইতে এবং অসুরগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন জঘন হইতে;[১] নাভির ঊর্দ্ধে অবস্থিত শরীরভাগ মেধ্য এবং নাভির নিম্নে অবস্থিত শরীরভাগ অমেধ্য[২] কাজেই মুখ সুপ্রদেশ এবং জঘন অ-সু প্রদেশ। সুপ্রদেশ হইতে সৃষ্ট বলিয়া সুরগণের সুরত্ব, অ-সুপ্রদেশ হইতে সৃষ্ট বলিয়া অসুরগণের অসুরত্ব।

অনুবাদ—প্রজাপতি শরীরের প্রশস্ত প্রদেশ হইতে সুরগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতেই সুরগণের সুরত্ব; অপ্রশস্ত প্রদেশ হইতে অসুরগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতেই অসুরগণের অসুরত্ব; ইহা জানা যায়।

ঊর্জাদ উত যজ্ঞিয়াসঃ অন্নাদাশ্চ যজ্ঞিয়াশ্চ ॥ ৫ ॥

ঊর্জাদ উত যজ্ঞিয়াসঃ = অন্নাদাশ্চ যজ্ঞিয়াশ্চ (অন্নভক্ষকগণ এবং যজ্ঞসম্পাদকগণ)।

ঊর্জাদঃ (ঊর্জ্ + আ অদ্, বহুবচনে) = অন্নাদাঃ (অন্ন + অদ্, বহুবচনে—অন্নভক্ষকগণ) যজ্ঞিয়াসঃ — যজ্ঞিয়াঃ[৩] (যজ্ঞসম্পাদকগণ)। উত শব্দ চকারার্থে।

অনুবাদ—'ঊর্জাদ উত যজ্ঞিয়াসঃ'—ইহার অর্থ অন্নভক্ষকগণ এবং যজ্ঞসম্পাদকগণ।

উর্গিত্যন্ননামোর্জয়তীতি সতঃ ॥ ৬ ॥

উর্ক্ ('ঊর্জ্' এই শব্দ) অন্ননাম (অন্নের নাম) ঊর্জয়তি ইতি (যেহেতু বলিষ্ঠ করে)[৪] সতঃ (ঊর্জয়তেঃ—'ঊর্জ্' ধাতু হইতে কর্তৃবাচ্যের প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন)।[৫]

'ঊর্জ্' শব্দের অর্থ অন্ন; 'বলিষ্ঠ করা' অর্থে বিদ্যমান 'ঊর্জ্' ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'ক্বিপ্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন—অন্ন লোককে বলিষ্ঠ করে।[৬]

১। তৈ. ব্রা ২।২।৯।৫, ২.২।৯।৮; তেনাসুনাসুরানসৃজত তদসুরাণামসুরত্বম্ (তৈ ব্রাঃ ২।৩।৮।২); মৈ সং ১।৯।৩ দ্রষ্টব্য।

২। ঊর্দ্ধং নাভেঃ পুরুষস্য মেধ্যত্বস্মরণাৎ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। পাঃ ৭।১।৫০।

৪। ঊর্জয়তি বলিষ্ঠং করোতীত্যর্থঃ (দুঃ) বলং করোতি (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। 'সতঃ' পদের প্রয়োগ সম্বন্ধে নির্ ১।৬।৩ দ্রষ্টব্য।

৬। 'ঊর্জ্' ধাতু চুরাদি অকর্ম্মক; ইহার অর্থ বাস্তবিক বলিষ্ঠ হওয়া, 'বলিষ্ঠ করা' নহে; কাজেই ভট্টভাস্করমিশ্র করণবাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া 'ঊর্জ্' শব্দের নিষ্পত্তি করিয়াছেন (ঊর্জ্যতে প্রাণ্যতে জীব্যতে অনয়া ইতি ভট্টভাস্করমিশ্রঃ; অত্র ঊর্জ বল প্রাণনয়োঃ ইত্যস্মাদেব করণে ক্বিপ্—দেবরাজ)।

অনুবাদ—'উর্জ্' এই শব্দ অন্নের নাম, যেহেতু বলিষ্ঠ করে; 'উর্জ্' ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যের প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন।

পক্কং সুপ্রবৃক্ণমিতি বা ॥ ৭ ॥

[উর্ক্] (অন্ন) পক্কং [ভবতি] (পক্ক হয়), সুপ্রবৃক্ণং [ভবতি][১] (সুচ্ছেদ্য হয়), ইতি বা (ইহাও বা 'উর্জ্' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে)।

কেবল 'পচ্' ধাতু হইতে, কেবল ছেদনার্থক 'ব্রশ্চ্' ধাতু হইতে, অথবা এই উভয় ধাতুর মেলন হইতে 'উর্ক্' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে; উর্ক্ (অন্ন) পক্ক হয়, উর্ক্ মৃদুত্ব হেতু সুপ্রবৃক্ণ (সুবিভাজ্য) হয়, অথবা উর্ক্ পক্ক হইয়া সুবিভাজ্য হয়।[২]

অনুবাদ—উর্ক্ (অন্ন) পক্ক হয়, সুপ্রবৃক্ণ (সুবিভাজ্য) হয়, ইহাও বা 'উর্জ্' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে।

পঞ্চজনা মম হোত্রং জুষধ্বম্; গন্ধর্বাঃ পিতরো দেবা
অসুরা রক্ষাংসীত্যেকে চত্বারো বর্ণা নিষাদঃ পঞ্চম ইত্যৌপমন্যবঃ ॥ ৮ ॥

'পঞ্চজনা মম হোত্রং জুষধ্বম্' এইস্থলে 'পঞ্চজনাঃ' এই পদের অর্থ—গন্ধর্বাঃ (গন্ধর্বগণ), পিতরঃ (পিতৃগণ), দেবাঃ (দেবগণ), অসুরাঃ (অসুরগণ), রক্ষাংসি (রাক্ষসগণ) ইতি (ইহা) একে (কেহ কেহ বলেন), চত্বারঃ (চারি) বর্ণাঃ (বর্ণ) [চ] (এবং) পঞ্চমঃ (পঞ্চম) নিষাদঃ (নিষাদ), ইতি (ইহা) ঔপমন্যবঃ (ঔপমন্যব মনে করেন)।

'পঞ্চজন' শব্দের অর্থ গন্ধর্বগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অসুরগণ, এবং রাক্ষসগণ;[৩] দেব গন্ধর্ব প্রভৃতি পঞ্চযজ্ঞের (মনু ৩।৭০, যাজ্ঞ ১।১০২-১০৩, গৌত ৫।৩, ৯, বৌধা ২।৫।১১, বিষ্ণু ৫৯।২১-২৫ দ্রষ্টব্য) অঙ্গভূত, সাধনভাবে ইহাদেরও যজ্ঞসম্পাদকত্ব আছে[৪]—ইহা কেহ কেহ মনে করেন। আচার্য্য ঔপমন্যব মনে করেন, 'পঞ্চজন' শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ—এবং নিষাদ; নিষাদের যজ্ঞসম্পাদকত্ব আছে—কারণ, যজ্ঞের স্থপতি নিষাদজাতীয় (কাঃ শ্রৌ ১।১।১২)। শূদ্রকেও যজ্ঞান্ন দিতে হয়, শূদ্র যজ্ঞান্ন গ্রহণ করে—

১। উর্ক্ শব্দ উভয়লিঙ্গক—স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ।

২। ককাররেফসামান্যাৎ পচতের্ব্রশ্চতের্বা স্যাৎ; দ্বয়োরপি বা, তদ্ধি পক্কং সৎ মৃদুত্বাৎ সুচ্ছেদং ভবতি (দুঃ)। পক্কশব্দস্য পকারলোপং কৃত্বা শব্দং যাতাস্য বকারস্যোর্টি কৃতে রুগাগমে চ উর্গিতি ভবতি; ব্রশ্চেরশব্দলোপে কৃতে সংযোগাদিলোপে চ বকারস্যোর্টি রুকি কৃতে চ উর্গিতি ভবতি, সুচ্ছেদং হি তদ্ ভবতি মৃদুত্বাৎ সুসংস্কৃতত্বাৎ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ, ৩।৩১ দ্রষ্টব্য।

৪। একীয়মতেন পঞ্চযজ্ঞাঙ্গভূতা দেবগন্ধর্বাদয়ঃ সাধনভাবেন যজ্ঞসম্পাদিনঃ, অত উচ্যতে মম হোত্রং জুষধ্বম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

এই ভাবে শূদ্রেরও যজ্ঞসম্পাদকত্ব আছে।[১] 'নিষাদ' শব্দ সমস্ত সঙ্কর জাতির উপলক্ষণ—নিষাদঃ সর্ব্বাপসদোপলক্ষণার্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

অনুবাদ—'পঞ্চজনা মম হোত্রং জুষধ্বম্' এই স্থলে 'পঞ্চজন' শব্দের অর্থ—গন্ধর্বগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অসুরগণ এবং রাক্ষসগণ, ইহা কেহ কেহ মনে করেন; ঔপমন্যব মনে করেন, 'পঞ্চজন' শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় এবং পঞ্চম নিষাদ।

নিষাদঃ কস্মান্নিষদনো ভবতি নিষণ্ণমস্মিন্ পাপকমিতি নৈরুক্তাঃ ॥ ৯ ॥

নিষাদঃ ('নিষাদ' শব্দ) কস্মাৎ (কোথা হইতে হইল)? নিষদনঃ ভবতি (উপবিষ্ট হয় অর্থাৎ উপবিষ্ট হইয়া প্রাণিবধ করে); অস্মিন্ (ইহাতে) পাপকম্ (পাপ) নিষণ্ণ (দৃঢ়ভাবে অবস্থিত) ইতি (ইহা) নৈরুক্তাঃ (নিরুক্তকারগণ বলেন)।

'নি+সদ্' হইতে 'নিষাদ' শব্দের নিষ্পত্তি, নিষাদ নিষদন হয় অর্থাৎ উপবিষ্ট হইয়া (বসিয়া বসিয়া) প্রাণিবধ করে, প্রাণিবধ করিয়াই সে জীবিকা নির্ব্বাহ করে;[২] নিরুক্তকারগণের মতে—নিষাদ = নিষণ্ণপাপ অর্থাৎ যাহাতে পাপ দৃঢ়মূল হইয়া অবস্থিত।[৩]

অনুবাদ—'নিষাদ' শব্দ কি করিয়া হইল? উপবিষ্ট হয় (বসিয়া বসিয়া প্রাণিবধ করে); ইহাতে পাপ নিষণ্ণ (দৃঢ়মূল), নিরুক্তকারগণ ইহা বলেন।

যৎপাঞ্চজন্যয়া বিশা পঞ্চজনীনয়া বিশা ॥ ১০ ॥

যৎ (যখন) পাঞ্চজন্যয়া বিশা (পাঞ্চজনীনয়া বিশা—পঞ্চজনোদ্ভব ব্যক্তিসমূহের দ্বারা)।

পঞ্চজন শব্দে মাত্র মানব জাতিই বুঝায় এইরূপ স্থল প্রদর্শন করিতেছেন। যৎ পাঞ্চজন্যয়া বিশা.....ইত্যাদি একটী ঋকৃমন্ত্রের অংশ (ঋ—৮৬৩৭); এই স্থলে 'পঞ্চজন' শব্দ নিষাদ-পঞ্চম ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়েরই বোধক অর্থাৎ 'পঞ্চজন' শব্দে সমগ্র মানবজাতিই বুঝাইতেছে; দেবগন্ধর্ব্বাদি বুঝাইতেছে না। পাঞ্চজন্যয়া = পঞ্চজনীনয়া = পঞ্চজনেষু ভবয়া (পঞ্চজনে সমুদ্ভূত); 'বিশ্' শব্দ মনুষ্যবাচক (নিঃ ২।৩), তৃতীয়ার একবচনে বিশা।

অনুবাদ—'পাঞ্চজন্যয়া বিশা', এই মন্ত্রাংশে 'পাঞ্চজন্যয়া' পদের অর্থ 'পঞ্চজনীনয়া' (নিষাদ-পঞ্চম ব্রাহ্মণাদি জাতিসমূহে সমুদ্ভূত)।

পঞ্চ পৃক্তা সংখ্যা স্ত্রীপুংনপুংসকেষ্ববিশিষ্টা ॥ ১১ ॥

'পঞ্চ' ('পঞ্চন্' শব্দ) পৃক্তা (সম্বদ্ধা) সংখ্যা (সংখ্যা), [সা] (এই সংখ্যা) স্ত্রী-পুংনপুংসকেষু (স্ত্রীলিঙ্গে, পুংলিঙ্গে এবং নপুংসক লিঙ্গে) অবিশিষ্টা (সমরূপ)।

১। ঔপমন্যবস্তু নিষাদস্থপতিঃ ইষ্টৌ নিষাদানাং যজ্ঞসম্পাদিত্বমস্তি; শূদ্রস্তাপ্যোদন সবে 'আয়ুরসি' ইতি শূদ্রায় প্রযচ্ছতি তত্তে 'প্রযচ্ছামি' ইতি শূদ্রঃ প্রতিগৃহ্নাতীত্যেবমাদি (স্কঃ স্বাঃ); অথর্ব ২।১৭।৪, তৈঃ ব্রাঃ ২।৭।৭।৭ দ্রষ্টব্য।

২। নিষণ্ণ নিষণ্ণ হন্তীতি প্রাণিবধজীবনঃ (দুঃ); নিতরাং সাদয়তি বিনাশয়তি প্রাণিজাতম্ ইতি নিষদনঃ—এইরূপেও 'নিষদন' শব্দের অর্থ প্রদর্শন করা যাইতে পারে।

৩। নিশব্দঃ প্রকর্ষে প্রকর্ষেণ সন্নং গতং ব্যবস্থিতং পাপকমিতি নৈরুক্তাঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

'পঞ্চন্' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। সম্পর্কার্থক 'পৃচ' ধাতু হইতে 'পঞ্চন্' শব্দের নিষ্পত্তি; 'পঞ্চন্' শব্দ পৃক্তা বা সম্পর্কবিশিষ্টা সংখ্যা। স্কন্দস্বামীর মতে ইহার অর্থ "সমস্ত লিঙ্গের সহিত 'পঞ্চন্' শব্দের সম্বন্ধ আছে"[১] অর্থাৎ সর্ব্বলিঙ্গেই 'পঞ্চন্' শব্দের প্রয়োগ হয়। 'পঞ্চন্' শব্দের আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে লিঙ্গবিশেষে ইহার রূপভেদ পরিদৃষ্ট হয় না—সর্ব্বলিঙ্গেই একরূপ। 'পৃক্তা সংখ্যা' ইহার অর্থ 'সর্ব্বলিঙ্গৈঃ পৃক্তা' না করিয়া 'বহুবচনেন পৃক্তা' (বহুবচনের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট) এইরূপ করিলে দোষ কি? একব্যঞ্জনবর্ণাত্মক প্রত্যয়কে অপৃক্ত বলে (পাঃ ১।২।৪১)—অপৃক্ত এই নামের সহিত একত্বের সংস্রব আছে, কাজেই 'পৃক্ত' শব্দের সহিত অনেকত্বের (বহুত্বের) সম্বন্ধ কল্পনা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

অনুবাদ—'পঞ্চন্' শব্দ সর্ব্বলিঙ্গের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, স্ত্রীলিঙ্গে, পুংলিঙ্গে এবং নপুংসক লিঙ্গে একরূপ।

বাহুনামান্যুত্তরাণি দ্বাদশ ॥ ১২ ॥

উত্তরাণি (পরবর্ত্তী) দ্বাদশ (দ্বাদশ নাম) বাহুনামানি (বাহুর নাম)।

মনুষ্য নামের পরে আয়তি চাবান প্রভৃতি দ্বাদশ বাহুনাম (নিঃ ২।৪) অভিহিত হইয়াছে।

অনুবাদ—পরবর্ত্তী দ্বাদশ নাম বাহুর নাম।

বাহূ কস্মাৎ প্রবাধত আভ্যাং কর্ম্মাণি ॥ ১৩ ॥

বাহূ ('বাহু' এই নাম)[২] কস্মাৎ (কোথা হইতে হইল)? আভ্যাং (ইহাদের দ্বারা) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) প্রবাধতে (পরিসমাপ্ত করে)।

পীড়নার্থক 'বাধ্' ধাতুর উত্তর 'উ' প্রত্যয়ে (উ ২৭) 'বাহু' শব্দ নিষ্পন্ন; বাহুর দ্বারা লোক কর্ম্মসমূহ প্রপীড়িত করে অর্থাৎ কর্ম্মসমূহের পরিসমাপ্তি ঘটায়।[৩]

অঙ্গুলিনামান্যুত্তরাণি দ্বাবিংশতিঃ ॥ ১৪ ॥

উত্তরাণি পরবর্ত্তী দ্বাবিংশতিঃ (বাইশটী নাম) অঙ্গুলিনামানি (অঙ্গুলির নাম)।

বাহুনামের পরে অগ্রুব, অর্বী প্রভৃতি দ্বাবিংশতি অঙ্গুলিনাম (নিঃ ২।৫)[৪] অভিহিত হইয়াছে।

অঙ্গুলয়ঃ কস্মাৎ ॥ ১৫ ॥

অঙ্গুলয়ঃ ('অঙ্গুলি' এই নাম) কস্মাৎ (কোথা হইতে হইল)?

অঙ্গুলি-নামের ব্যুৎপত্তি সাত প্রকার হইতে পারে; ক্রমে প্রদর্শন করিতেছেন।

১। সম্বদ্ধাৎ সর্ব্বলিঙ্গৈঃ।

২) বাহু দুইটী বলিয়া বাহুপর্য্যায় শব্দসমূহের (নিঃ ২।৪) নির্দ্দেশ হইয়াছে দ্বিবচনে।

৩। প্রবাধতে প্রকর্ষেণ বাধতে প্রক্ষপয়তি (দুঃ); দিঠাং শমরত্যাভ্যাং কর্ম্মাণীতি বাহুঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। অঙ্গুলি বহু বলিয়া তৎপর্য্যায় শব্দসমূহের নির্দ্দেশ হইয়াছে বহুবচনে—যথা অগ্রুবঃ, অর্ব্যঃ প্রভৃতি।

অগ্রগামিন্যো ভবন্তীতি বা ॥ ১৬ ॥

অগ্রগামিন্যঃ (অগ্রগামিনী) ভবন্তি (হয়), ইতি বা (ইহা 'অঙ্গুলি' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে)।

অগ্র+'গম্' ধাতুর উত্তর 'ই' প্রত্যয়ে 'অঙ্গুলি' শব্দ নিষ্পন্ন ; সমস্ত কর্ম্মেই অঙ্গুলি অগ্রে গমন করে—কোনও কর্ম্ম করিতে হইলে অঙ্গুলিরই প্রথমে আবশ্যক হয়।

অগ্রগালিন্যো ভবন্তীতি বা ॥ ১৭ ॥

অগ্রগালিন্যঃ ভবন্তি (অগ্রভাগের দ্বারা জলস্রাবিণী হয়), ইতি বা (ইহাও বা 'অঙ্গুলি' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে)।

অগ্র+স্রবণার্থক 'গল্' ধাতুর উত্তর 'ই' প্রত্যয়েও 'অঙ্গুলি' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে ; অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারা জল ক্ষত হয় (জল গলে)[১]।

অগ্রকারিণ্যো ভবন্তীতি বা ॥ ১৮ ॥

অগ্রকারিণ্যঃ ভবন্তি (প্রথমে কর্ম্মকারিণী হয়) ইতি বা (ইহাও বা 'অঙ্গুলি' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে)।

অগ্র+'কৃ' ধাতু হইতেও 'অঙ্গুলি' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে ; কর্ম্ম করিতে অঙ্গুলিরই ব্যাপার প্রথমে।

অগ্রসারিণ্যো ভবন্তীতি বা ॥ ১৯ ॥

অগ্রসারিণ্যঃ ভবন্তি (অগ্রসারিণী হয়) ইতি বা (ইহাও বা 'অঙ্গুলি' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে)।

অগ্র+গমনার্থক 'সৃ' ধাতু হইতেও 'অঙ্গুলি' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, সমস্ত কর্ম্মেই অঙ্গুলি অগ্রে সৃত হয় বা গমন করে—কোনও কর্ম্ম করিতে হইলে অঙ্গুলিরই প্রথমে আবশ্যক হয়।

অঞ্চনা ভবন্তীতি বা ॥ ২০ ॥

অঞ্চনাঃ ভবন্তি (চিহ্নকারক হয়) ইতি বা (ইহাও বা 'অঙ্গুলি' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে)।

চিহ্নকরণার্থক 'অঙ্ক' ধাতু হইতেও 'অঙ্গুলি' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে ; অঙ্গুলির দ্বারা যাহাকে অভিহত করা হয়, সে যেন অঙ্কিত বা চিহ্নিতই হইয়া থাকে।[২]

১। অগ্রেণ গালয়ন্ত্যদকানি।

২। যো হেত্বাভিরভিহন্যতেঽশাবঙ্কিত ইব ভবতি (দুঃ) ; স্কন্দস্বামীর মতে, 'অঙ্কন' শব্দের অর্থ 'যাহা দ্বারা অঙ্ক বা লেখ্যাদি করা হয়' (অঙ্কো লেখ্যাদি তাভিঃ ক্রিয়তে) ; অঙ্গুলি অঙ্কন, কারণ অঙ্গুলির সাহায্যে লেখ্যাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অঞ্জনা ভবন্তীতি বা ॥ ২১ ॥

অঞ্জনাঃ ভবন্তি (বঞ্জনকারক হয) ইতি বা (ইহাও বা 'অঙ্গুলি' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে)।

ম্রক্ষণ অর্থাৎ রঞ্জনার্থক 'অঞ্জ্' ধাতু হইতেও 'অঙ্গুলি' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে ; অঙ্গুলির সাহায্যে লোকে দ্রব্য রঞ্জিত করে।

অপি বাভ্যঞ্চনাদেব স্যুঃ ॥ ২২ ॥

অপি বা (অথবা) অভ্যঞ্চনাৎ এব (অভিগমনবশতঃই) স্যুঃ ('অঙ্গুলি' শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে)।

গত্যর্থক 'অঞ্চ্' ধাতু হইতেও 'অঙ্গুলি' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে ; যে দ্রব্য আমরা গ্রহণ করি, তাহার অভিমুখে অঙ্গুলি গমন করে।[১]

তাসামেষা ভবতি ॥ ২৩ ॥

তাসাম্ (অঙ্গুলি সম্বন্ধে) এষা (এই অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ ঋক্) ভবতি (হয়)।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে যে ঋঙ্মন্ত্রটী উদাহৃত হইয়াছে তাহাতে অঙ্গুলিবাচক শব্দ অনেক আছে।

অনুবাদ—উদাহ্রিয়মাণ ঋক্ অঙ্গুলিবিষয়ক অর্থাৎ অঙ্গুলিবাচকশব্দসমন্বিত।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। 'অঞ্চনা ভবন্তীতি বা'—২১ সূত্রের এইরূপ পাঠান্তর পরিদৃষ্ট হয় ; এই পাঠ দুর্গাচার্য্যসম্মত—এতা হি তং তমর্থমাভিমুখ্যেনাঞ্চন্তি গচ্ছন্তি (দুঃ)। অভ্যঞ্জনাঃ স্যুঃ অভ্যঞ্জনাদেব স্যুঃ—২২সূত্রের এইরূপ পাঠও আছে। সে তু 'অভ্যঞ্জনাঃ' ইত্যধীয়তে তেষামভ্যঞ্জত আত্তিরিত্যঙ্গুলয়ঃ (দুঃ) ; অভ্যঞ্জনাদেব—সমন্ধকারেঽপি অভ্যক্তাভিঃ স্পৃশ্যত ইতি শেষঃ (গাঢ় অন্ধকারেও অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা ঘটপটাদি দ্রব্য স্পৃষ্ট হইতে পারে)—স্কন্দস্বামী।

নবম পরিচ্ছেদ

দশাবনিভ্যো দশকক্ষ্যেভ্যো দশযোক্ত্রেভ্যো দশযোজনেভ্যঃ।
দশাভীশুভ্যো অর্চ্চতাজরেভ্যো দশ ধুরো দশ যুক্তা বহদ্ভ্যঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।৯৪।৭)।

দশাবনিভ্যঃ (দশাবনীন্—গতিসম্পন্ন দশ-অঙ্গুলি-সমন্বিত)[1] দশকক্ষ্যেভ্যঃ (দশকক্ষ্যান্—কর্ম্ম প্রকাশক দশ-অঙ্গুলি-সমন্বিত)[2] দশযোক্ত্রেভ্যঃ (দশযোক্ত্রান্—পদার্থের পরস্পর সংযোগ-সাধক দশ-অঙ্গুলি-সমন্বিত)[3] দশযোজনেভ্যঃ (দশযোজনান্—পদার্থের সহিত যোগকারক দশ-অঙ্গুলি-সমন্বিত)[3] দশাভীশুভ্যঃ (দশাভীশূন্—কর্ম্মব্যাপক অর্থাৎ কর্ম্মে ব্যাপারশীল দশ-অঙ্গুলি-সমন্বিত)[4] অজরেভ্যঃ (অজরান্—জরারহিত অর্থাৎ অবিনাশী) দশ দশ ধুরঃ যুক্তাঃ (দশভিঃ দশভিঃ ধূর্ভিঃ যুক্তান্—কর্ম্মঘাতক অর্থাৎ কর্ম্মের সমাপ্তিকারক অথবা শত্রুঘাতক দশ দশ অঙ্গুলি-সমন্বিত)[5] বহদ্ভ্যঃ (বহতঃ—অভিবহাধ্য কর্ম্মে ব্যাপ্রিয়মাণ)[6] [গ্রাবাণঃ] (গ্রাবা অর্থাৎ প্রস্তরসমূহকে) অর্চ্চত (অর্চ্চনা কর)।

গ্রাবা অর্থাৎ সোমরস নিষ্পীড়িত করিবার যে প্রস্তর, তাহার স্তুতিতে এই মন্ত্রের প্রয়োগ হয়। 'দশাবনিভ্যঃ' 'দশকক্ষ্যেভ্যঃ' 'বহদ্ভ্যঃ' ইত্যাদি স্থলে দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী;[7] ধুরঃ এইস্থলে তৃতীয়ার্থে প্রথমা;[8] 'যুক্তাঃ' এই স্থলে দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা।[9] অবনি, কক্ষ্যা, যোক্ত্র, যোজন, অভীশু, ধূঃ, এই সমস্তই অঙ্গুলিনাম (নিঃ ২।৫); বিভিন্ন ক্রিয়ার সহিত ইহাদের সম্বন্ধ—'অবনি' শব্দ অবন বা গমন ক্রিয়ার সহিত, 'কক্ষ্যা' শব্দ কাশন বা প্রকাশ ক্রিয়ার সহিত, 'যোক্ত্র' এবং 'যোজন' শব্দ সংযোগ ক্রিয়ার সহিত, 'অভীশু' শব্দ ব্যাপন ক্রিয়ার সহিত এবং 'ধুর্' শব্দ হিংসা ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ ব্যক্ত করে।[10] রক্ষক, প্রকাশক সংযোজক ব্যাপক

১। 'অব্' ধাতুর অর্থ গতি; অঙ্গুলি কর্ম্মের প্রতি গমন করে।

২। প্রকাশার্থক 'কাশ্' ধাতু হইতে 'কক্ষ্যা' শব্দ নিষ্পন্ন, অনুষ্ঠানের দ্বারা অঙ্গুলি কর্ম্মের প্রকাশ করে।

৩। যোক্ত্র ও যোজন—'যুজ্' ধাতু হইতে।

৪। অভীশু—অভি+ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু হইতে।

৫। ধুর্—হিংসার্থক 'ধুর্ব্' ধাতু হইতে।

৬। স্বকর্ম্মণ্যভিবহাধ্যে ব্যাপ্রিয়মাণানিত্যর্থঃ (স্কঃ সাঃ)।

৭। সর্ব্বত্র চতুর্থী দ্বিতীয়ার্থে (স্কঃ সাঃ)।

৮। ধুরো দশ প্রথমা তৃতীয়ার্থে (স্কঃ সাঃ)।

৯। যুক্তাঃ প্রথমা দ্বিতীয়ার্থে (স্কঃ সাঃ)।

১০। অনেকৈর্নামভিরঙ্গুলয় এবোক্তা অনেকক্রিয়া শক্ত্যুপপ্রদর্শনায় (দুঃ)।

এবং হিংসক দশঅঙ্গুলি দ্বারা সমন্বিত অর্থাৎ ঈদৃশগুণসংবলিত দশ অঙ্গুলির দ্বারা গৃহীত [১] যে অবিনাশী (অক্ষয়) প্রস্তরসমূহ অভিষব কর্মে ব্যাপৃত, তাহাদের অর্চনা কর—ইহাই মন্ত্রের সারার্থ।

অনুবাদ—গতিবিশিষ্ট দশ-অঙ্গুলি-সমন্বিত, কর্মপ্রকাশক দশ-অঙ্গুলি-সমন্বিত, পদার্থসমূহের পরস্পর সংযোগসাধক দশ-অঙ্গুলি-সমন্বিত, পদার্থের সহিত যোগকারক দশ-অঙ্গুলি-সমন্বিত, কর্মব্যাপক দশ-অঙ্গুলি-সমন্বিত, কর্মসমাপক দশ দশ অঙ্গুলি-সমন্বিত, অক্ষয়, অভিষবাখ্য কর্মে ব্যাপারশীল প্রস্তরসমূহের অর্চনা কর। [২]

অবনয়োঽঙ্গুলয়ো ভবন্ত্যবন্তি কর্ম্মাণি ॥ ২ ॥

অবনয়ঃ ('অবনি' শব্দ) অঙ্গুলয়ঃ (অঙ্গুলিবাচক) ভবন্তি (হয়), কর্ম্মাণি (কর্মের প্রতি) অবন্তি (গমন করে)।

গত্যর্থক 'অব্' ধাতুর উত্তর 'অনি' প্রত্যয়ে (উ ২৫৯) 'অবনি' শব্দ নিষ্পন্ন ; অবনি— অঙ্গুলি, কর্মের প্রতি গমন করে। [৩]

কক্ষ্যাঃ প্রকাশয়ন্তি কর্ম্মাণি ॥ ৩ ॥

কক্ষ্যাঃ ('কক্ষ্যা' শব্দ 'কাশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), কর্ম্মাণি (কর্মসমূহ) প্রকাশয়ন্তি (প্রকাশ করে)।

দীপ্ত্যর্থক (প্রকাশার্থক) 'কাশ্' ধাতু হইতে 'কক্ষ্যা' শব্দের নিষ্পত্তি ; কক্ষ্যা (অঙ্গুলি) কর্মসমূহ অনুষ্ঠিত করিয়া তাহাদিগকে প্রকাশ বা প্রকট করে। [৪]

যোক্ত্রাণি যোজনানীতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪ ॥

যোক্ত্রানি ('যোক্ত্র' শব্দ) যোজনানি ইতি ('যোজন' এই শব্দের দ্বারা) ব্যাখ্যাতম্ [ভবিতুমর্হতি] (ব্যাখ্যাত হইতে পারে)।

যোগার্থক 'যুজ্' ধাতুর উত্তর 'ষ্ট্রন্' প্রত্যয়ে (পাঃ ৩।২।১৮২) 'যোক্ত্র' শব্দের নিষ্পত্তি ; 'যোজন' শব্দের নিষ্পত্তি ও 'যুজ' ধাতু হইতেই হইয়াছে, ইহার ব্যুৎপত্তি অপেক্ষাকৃত সহজ

১। এবমনেকক্রিয়াযোগিনীভিরঙ্গুলিভির্গৃহীতাঃ (দুঃ) ; দশাবনয়োঽঙ্গুলয়ো গ্রাহকত্বেন সম্বন্ধিন্তঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। 'এই অবিনাশী প্রস্তরদিগের গুণ কীর্তন কর। দশ অঙ্গুলি যখন সোমরস নিষ্পীড়নকালে ইহাদিগকে স্পর্শ করে, সেই দশ অঙ্গুলিকে যেন প্রস্তররূপ ঘোটকদিগের দশটী বরত্রা বোধ হয়, অথবা দশটী যোক্ত্র (ঘোড়ার সাজ), অথবা দশটী যোজন (অর্থাৎ রথের যুতিবার রজ্জু), অথবা দশটী প্রগ্রহ (রাশ্) জ্ঞান হয়। অথবা যেন দশটী রথধুরা একত্র হইয়া ইহারা বহন করিতেছে' (রমেশ দত্ত)।

৩। অবন্তি গচ্ছন্তি কর্ম্মাণি প্রতি (স্কঃ স্বাঃ) ; অবন্তি কর্ম্মাণি রক্ষন্তি তর্পয়ন্তি বা স্বপরস্তীত্যর্থঃ (দুঃ)।

৪। প্রকাশয়ন্তি কর্ম্মাণি প্রকটীকুর্বন্তীত্যর্থঃ (দুঃ) ; স্কন্দস্বামী মনে করেন 'খ্যা' ধাতু হইতে 'কক্ষ্যা' শব্দ হইয়াছে (প্রকাশয়ন্তি অনুষ্ঠানেন ফলেন বা কর্ম্মাণি, খ্যাতেঃ কক্ষ্যা ইত্যুক্তনির্বচনম্)। 'খ্যা' ধাতুর অর্থ প্রকথন —প্রকথনেন প্রকাশনং লক্ষ্যতে (দেবরাজ)।

বোধ্য [১]—যাহা দ্বারা যোগ সাধিত হয়। 'যোজন' শব্দের দ্বারাই 'যোক্তৃ' শব্দ ব্যাখ্যাত হইতে পারে; ইহারা উভয়েই অঙ্গুলিবোধক—অঙ্গুলির দ্বারা যোগ সাধিত হয় পদার্থসমূহের পরস্পরের মধ্যে [২] অথবা পদার্থসমূহের সহিত মানুষের।

অনুবাদ—'যোক্তৃ' শব্দ 'যোজন' শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

অভীশবোঽভ্যশ্নুবতে কর্ম্মাণি ॥ ৫ ॥

অভীশবঃ ('অভীশু' শব্দ অভি+'অশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) অভ্যশ্নুবতে (ব্যাপ্ত করে)।

অভিপূর্ব্বক ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু হইতে 'অভীশু' শব্দের নিষ্পত্তি; অভীশু (অঙ্গুলি) কর্ম্মসমূহ ব্যাপ্ত করে—কর্ম্মসমূহের সম্পাদনে অঙ্গুলির অপেক্ষা আছে।

দশ ধুরো দশ যুক্তা বহন্ত্যঃ, ধূর্ধূর্বতের্বধকর্ম্মণঃ ॥ ৬ ॥

দশধুরো দশ যুক্তা বহন্ত্যঃ—এই স্থলে, ধূঃ ('ধুর্' শব্দ) বধকর্ম্মণঃ (হিংসার্থক) ধূর্বতেঃ ('ধুর্ব' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'ধুর্' শব্দ হিংসার্থক 'ধুর্ব' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ধূঃ (অঙ্গুলি) কর্ম্মসমূহের হিংসা করে অর্থাৎ সমাপ্তি ঘটায়, অথবা অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা শত্রুর হিংসা করা হয়।[৩]

ইয়মপীতরা ধূরেতস্মাদেব বিহন্তি বহং ধারয়তের্বা ॥ ৭ ॥

ইয়ম্ অপি ইতরা ধূঃ (আর এই যে অপর ধূঃ অর্থাৎ বৃষাদির স্কন্ধস্থ কাষ্ঠবিশেষ বা যোয়াল) এতস্মাৎ এব (এই 'ধুর্ব' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন), বহং (স্কন্ধদেশকে) বিহন্তি (পীড়িত করে); ধারয়তেঃ বা (অথবা 'ধৃ' ধাতু হইতে শব্দটী নিষ্পন্ন)।

'ধুর্' শব্দে বৃষাদির স্কন্ধস্থ কাষ্ঠবিশেষ বা যোয়ালকেও বুঝায়; তখনও ইহার নিষ্পত্তি হিংসার্থক 'ধুর্ব' ধাতু হইতেই করিতে পারা যায়; যোয়াল বৃষাদির স্কন্ধদেশকে হিংসিত বা পীড়িত করে। ধারণার্থক 'ধৃ' ধাতু হইতেও 'ধুর্' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে; বৃষাদি যোয়াল ধারণ করে, অথবা বৃষাদি-কর্ত্তৃক যোয়াল ধৃত হয়।[৪] অঙ্গুলিবাচক 'ধুর্' শব্দেরও নিষ্পত্তি 'ধৃ' ধাতু হইতে করিলে অসঙ্গত হইবে না; অঙ্গুলির দ্বারাও স্বর্ণাদি ধারণ করা হয়।[৫]

১। যোজনামীত্যেতন্নির্বচনসিদ্ধমেব (দুঃ); নির্বচনসিদ্ধম্—স্পষ্টম্।

২। যুঞ্জন্তি পদার্থানাভিরিতি (দেবরাজ)।

৩। ধূর্বন্তি প্রভাপক্ষপয়ন্তি কর্ম্মাণীত্যর্থঃ, হিংসন্তি পরানাভিরিতি বা (দেবরাজ)।

৪। সাহি ধারয়ত্যনমনডুহং বা (দুঃ); ধার্য্যতে হি সা বলীবর্দ্দৈঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। অঙ্গুল্যা হি ধার্য্যং স্বর্ণাদি ধারয়তি (দেবরাজ)।

অনুবাদ—এই অপর ধূঃ অর্থাৎ বৃষাদির স্কন্ধস্থ কাষ্ঠবিশেষ বা যোয়ালবাচক 'ধুর্' শব্দ এই 'ধুর্ব' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন—যোয়াল বৃষাদির স্কন্ধদেশকে হিংসিত বা পীড়িত করে; 'ধৃ' ধাতু হইতেও বা এই শব্দের নিষ্পত্তি করা যায়।

কান্তিকর্ম্মাণ উত্তরে ধাতবোঽষ্টাদশ ॥ ৮ ॥

উত্তরে (পরবর্ত্তী) অষ্টাদশ ধাতবঃ (অষ্টাদশ ধাতু) কান্তিকর্ম্মাণঃ (ইচ্ছার্থক)।

অঙ্গুলি নামের পরে বশ্মি, উশ্মসি প্রভৃতি যে অষ্টাদশ ধাত্বর্থপ্রকাশক শব্দ অভিহিত হইয়াছে (নিঃ ২.৬) তাহারা কান্তি বা ইচ্ছা ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে।

অন্ননামান্যুত্তরাণ্যষ্টাবিংশতিঃ ॥ ৯ ॥

উত্তরাণি (পরবর্ত্তী) অষ্টাবিংশতিঃ (অষ্টাবিংশতি নাম) অন্ননামানি (অন্নের নাম)।

ইচ্ছার্থক ধাতুসমূহের অর্থাৎ ধাত্বর্থপ্রকাশক শব্দসমূহের পরে অন্ধস্, বাজ প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি অন্ননাম (নিঃ ২.৭) অভিহিত হইয়াছে।

অন্নং কস্মাদানতং ভূতেভ্যোঽত্তের্বা ॥ ১০ ॥

অন্নং ('অন্ন' শব্দ) কস্মাৎ (কোথা হইতে হইল)? ভূতেভ্যঃ (প্রাণিসমূহের নিকট) আনতং (উপনত হয়), অত্তেঃ বা (অথবা 'অদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'আ+নম্' ধাতু হইতে অথবা ভক্ষণার্থক 'অদ্' ধাতু হইতে 'অন্ন' শব্দের নিষ্পত্তি; (১) প্রাণী জন্মিবামাত্রই কর্ম্মবশে অন্ন আসিয়া তাহার নিকট আনত অর্থাৎ উপনত বা উপস্থিত হয়,[১] অথবা (২) সমস্ত প্রাণীই অন্ন ভক্ষণ করে (অদ্যতেঽত্তি চ ভূতানি তস্মাদন্নং তদুচ্যতে—তৈঃ উঃ ২।২)।

অত্তিকর্ম্মাণ উত্তরে ধাতবো দশ ॥ ১১ ॥

উত্তরে (পরবর্ত্তী) দশ ধাতবঃ (দশটী ধাতু) অত্তিকর্ম্মাণঃ (ভক্ষণার্থক)।

অন্ননামের পরে আবয়তি, ভর্বতি প্রভৃতি যে দশটী ধাত্বর্থ-প্রকাশক শব্দ অভিহিত হইয়াছে (নিঃ ২।৮) তাহারা ভোজনক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে।

বলনামান্যুত্তরাণ্যষ্টাবিংশতিঃ ॥ ১২ ॥

উত্তরাণি (পরবর্ত্তী) অষ্টাবিংশতিঃ (অষ্টাবিংশতি নাম) বলনামানি (বলনাম)।

ভক্ষণার্থক ধাতুসমূহের অর্থাৎ ধাত্বর্থপ্রকাশক শব্দসমূহের পরে ওজস্, পাজস্ ইত্যাদি অষ্টাবিংশতি বলনাম (নিঃ ২।৯) অভিহিত হইয়াছে।

১। জাতমাত্রেভ্যো ভূতেভ্য উপনতঃ কর্ম্মবশাৎ (স্কঃ স্বাঃ); আভিমুখ্যেন হেতন্নতং প্রহ্বীভূতং ভবতি ভোজনায় ভূতানাম্ (দুঃ)।

বলং কস্মাদ্বলং ভরং ভবতি বিভর্ত্তেঃ ॥ ১৩ ॥

বলং ('বল' এই নাম) কস্মাৎ (কোথা হইতে হইল) ? বল (বল) ভরং (ধারণ বা পোষণকারী) ভবতি (হয়), বিভর্ত্তেঃ ('ভৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

ধারণপোষণার্থক 'ভৃ' ধাতু হইতে 'বল' শব্দের নিষ্পত্তি ; বল, ভর অর্থাৎ ধারণকারী বা পোষণকারী হয়—যাহার বল আছে, সে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে, নিজেকে পুষ্ট বা বর্দ্ধিত করিতে পারে।

ধননামান্যুত্তরাণ্যষ্টাবিংশতিরেব ॥ ১৪ ॥

উত্তরাণি (পরবর্ত্তী) ধননামানি (ধননামসমূহ) অষ্টাবিংশতিঃ এব (অষ্টাবিংশতি সংখ্যকই)।

বলনাম যেরূপ অষ্টাবিংশতিসংখ্যক, বল নামের পরে যে মঘ, রেক্‌ণস্ প্রভৃতি ধননামসমূহ অভিহিত হইয়াছে, (নিঃ ২।১০) তাহারাও অষ্টাবিংশতিসংখ্যক। বলনামের সহিত ধননামের সংখ্যার তুল্যতানিবন্ধন 'এব' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।[১]

ধনং কস্মাদ্ধিনোতীতি সতঃ ॥ ১৫ ॥

ধনং ('ধন' এই নাম) কস্মাৎ (কোথা হইতে হইল) ? ধিনোতি ইতি (যেহেতু প্রীত করে) সতঃ (ধিনোতেঃ—'ধিবি' ধাতু হইতে কর্ত্তৃবাচ্যের প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন)।[২]

'ধন' শব্দ প্রীণনার্থক 'ধিবি' ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যের প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন ; ধন মানুষকে প্রীত করে।

অনুবাদ—ধন নাম কোথা হইতে হইল ? যেহেতু প্রীত করে, 'ধিবি' ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যের প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন।

গোনামান্যুত্তরাণি নব ॥ ১৬ ॥

উত্তরাণি (পরবর্ত্তী) নব (নয় নাম) গোনামানি (গাভীর নাম)।

ধননামের পরে অঘ্ন্যা উস্রা প্রভৃতি নয়টী গাভীর নাম (নিঃ ২।১১) অভিহিত হইয়াছে।

ক্রুধ্যতিকর্ম্মাণ উত্তরে ধাতবো দশ ॥ ১৭ ॥

উত্তরে (পরবর্ত্তী) দশ ধাতবঃ (দশটী ধাতু) ক্রুধ্যতিকর্ম্মাণঃ (ক্রোধার্থক)।

গোনামের পরে বেড়তে, হেড়তে প্রভৃতি যে দশটী ধাতু অর্থাৎ ধাত্বর্থপ্রকাশক শব্দ অভিহিত হইয়াছে (নিঃ ২।১২), তাহারা ক্রোধক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে।

১। পূর্ব্বেস্থল্যসংখ্যত্বাদেবকারঃ (স্কঃ ধাঃ)।

২। সতঃ পদের প্রয়োগসম্বন্ধে নিঃ ১।৬।৩ দ্রষ্টব্য।

ক্রোধনামান্যুত্তরাণ্যেকাদশ ॥ ১৮ ॥

উত্তরাণি (পরবর্ত্তী) একাদশ (একাদশ নাম) ক্রোধনামানি (ক্রোধ-নাম)।

ক্রোধার্থক ধাতুসমূহের অর্থাৎ ধাত্বর্থ প্রকাশকশব্দসমূহের পরে হেলস্, হরস্ প্রভৃতি একাদশ ক্রোধনাম (নিঃ ২।১৩) অভিহিত হইয়াছে।

গতিকর্ম্মাণ উত্তরে ধাতবো দ্বাবিংশশতম্ ॥ ১৯ ॥

উত্তরে (পরবর্ত্তী) দ্বাবিংশশতং (একশত বাইশটী) ধাতবঃ (ধাতু) গতিকর্ম্মাণঃ (গত্যর্থক)।

ক্রোধনামের পরে বর্ত্ততে, অয়তে প্রভৃতি যে একশত বাইশটী ধাতু অর্থাৎ ধাত্বর্থপ্রকাশক শব্দ অভিহিত হইয়াছে (নিঃ ২।১৪) তাহারা গতিক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে।

ক্ষিপ্রনামান্যুত্তরাণি ষড়্বিংশতিঃ ॥ ২০ ॥

উত্তরাণি (পরবর্ত্তী) ষড়্বিংশতিঃ (ছাব্বিশটী নাম) ক্ষিপ্রনামানি (ক্ষিপ্রনাম)।

গত্যর্থক ধাতুসমূহের অর্থাৎ ধাত্বর্থপ্রকাশক শব্দসমূহের পরে মু, মক্ষু প্রভৃতি যে ছাব্বিশটী নাম অভিহিত হইয়াছে (নিঃ ২।১৫) তাহারা ক্ষিপ্র শব্দের সমানার্থক।

ক্ষিপ্রং কস্মাৎ সংক্ষিপ্তো বিকর্ষঃ ॥ ২১ ॥

ক্ষিপ্রং ('ক্ষিপ্র' এই শব্দ) কস্মাৎ (কোথা হইতে হইল)? বিকর্ষঃ (বিপ্রকৃষ্ট অর্থ অর্থাৎ বহুকালসাধ্য কার্য্য) সংক্ষিপ্তঃ (সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ অল্পকালে কৃত হইলে) [ক্ষিপ্র করা হইল বলা হয়]।

ক্ষিপ্র শব্দ 'ক্ষিপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ক্ষিপ্ত (সংক্ষিপ্ত)—ক্ষিপ্র; বিকর্ষ (দূরগত অর্থাৎ বহুকালসাধ্য কার্য্য) সংক্ষিপ্ত (অল্পকালে সাধিত) হইলেই ক্ষিপ্র হইল বলা হয়।[১]

অন্তিকনামান্যুত্তরাণ্যেকাদশ ॥ ২২ ॥

উত্তরাণি (পরবর্ত্তী) একাদশ (একাদশ নাম) অন্তিকনামানি (অন্তিকনাম অর্থাৎ সমীপ-প্রদেশবাচী)।

ক্ষিপ্র নামের পরে তড়িৎ, আসাৎ প্রভৃতি একাদশ অন্তিকনাম (নিঃ ২।১৬) অভিহিত হইয়াছে।

অন্তিকং কস্মাদানীতং ভবতি ॥ ২৩

অন্তিকং ('অন্তিক' এই নাম) কস্মাৎ (কোথা হইতে হইল)? আনীতং (আনীত) ভবতি (হয়)।

১। বিকৃষ্টো বিক্ষিপ্তোঽর্থঃ সংক্ষিপ্তঃ সৎ ক্ষিপ্রমুচ্যতে (দুঃ); ক্ষিপ্রং সংক্ষিপ্তোঽল্পীকৃতঃ, বিকর্ষো দূরচিরত্ব-লক্ষণঃ, চিরকালসাধ্যমল্পেন ক্রিয়তে যৎ তৎ ক্ষিপ্রম্ (স্কঃ স্বাঃ,)

'আ+নী' ধাতু হইতে 'অন্তিক' শব্দের নিষ্পত্তি ; যাহা অন্তিক অর্থাৎ সমীপ প্রদেশ তাহা যেন আনীত[১] (সম্মুখে উপস্থাপিত)।

সংগ্রামনামান্যুত্তরাণি ষট্‌চত্বারিংশৎ ॥ ২৪ ॥

উত্তরাণি (পরবর্ত্তী) ষট্‌চত্বারিংশৎ (ষট্‌চত্বারিংশৎ নাম) সংগ্রামনামানি (সংগ্রামনাম)।

অন্তিক নামের পরে রণ, বিবাক প্রভৃতি ষট্‌চত্বারিংশৎ (৪৬) সংগ্রামনাম (নিঃ ২।১৭) অভিহিত হইয়াছে।

সংগ্রামঃ কস্মাৎ সংগমনাদ্বা সংগরণাদ্বা সংগতৌ গ্রামাবিতি বা ॥ ২৫ ॥

সংগ্রামঃ ('সংগ্রাম' এই শব্দ) কস্মাৎ (কোথা হইতে হইল) ? সংগমনাৎ বা (হয় 'সম্+গম্' ধাতু হইতে), সংগরণাৎ বা (আর না হয় 'সম্+গৄ' ধাতু হইতে) [নিষ্পন্নঃ] (নিষ্পন্ন), বা (অথবা) গ্রামৌ (সৈনিকদলদ্বয়) সংগতৌ (ইহাতে সমাগত হয়)।

'সংগ্রাম' শব্দের নিষ্পত্তি 'সম্+গম্' ধাতু হইতে করা যাইতে পারে—যোদ্ধগণ সংগ্রামে আসিয়া পরস্পর মিলিত হয় (সঙ্গম—সংগ্রাম) ;[২] 'সম্'+শব্দার্থক 'গৄ' ধাতু হইতেও 'সংগ্রাম' শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে—যোদ্ধগণ সংগ্রামে পরস্পর নাম গোত্র উচ্চারণ করিয়া নানাবিধ শব্দ করিয়া থাকে (সংগর=সংগ্রাম) ;[৩] অথবা, সঙ্গতগ্রাম=সংগ্রাম—গ্রামদ্বয় অর্থাৎ দুই দল সৈনিক পরস্পরকে জয় করিবার নিমিত্ত সংগ্রামে আসিয়া সমাগত হয়।[৪] গ্রামশব্দ সমূহবাচী।

তত্র খল ইত্যেতস্য নিগমা ভবন্তি ॥ ২৬ ॥

তত্র (সংগ্রাম নামসমূহের মধ্যে) খল ইতি এতস্য ('খল' এই নামের অর্থাৎ 'খল' এই নামসংবলিত) নিগমাঃ (বৈদিক মন্ত্র) ভবন্তি (আছে)।

'খল' শব্দ যেরূপ সংগ্রামবাচক, সেইরূপ শস্যমর্দ্দন স্থানেরও বাচক। যে বৈদিক মন্ত্রটী এক্ষণে উদাহৃত হইবে, তাহাতে 'খল' শব্দের প্রয়োগ আছে ; 'খল' শব্দ এখানে সংগ্রাম-বাচক।

অনুবাদ—সংগ্রাম নামসমূহের মধ্যে 'খল' এই শব্দসম্বন্ধে অর্থাৎ 'খল'শব্দসংবলিত বৈদিক মন্ত্র আছে।

॥ নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অন্তিকমানীতমিব তৎ সন্নিকৃষ্টত্বাৎ (স্কঃ স্বাঃ) ; তদ্ধি আনীতং ভবতি সন্নিকৃষ্টত্বাৎ (দুঃ)।

২। সংগচ্ছন্তে হি পরস্পরেণ তত্র যোধাঃ (দুঃ)।

৩। নামগোত্রাদেঃ সংশব্দনাৎ (স্কঃ স্বাঃ) ; সংশব্দায়ন্তে শূরাস্তত্র পরস্পরেণ (দুঃ)।

৪। সংগতৌ গ্রামৌ সমূহৌ সৈনিকানামিতি ; গ্রামশব্দঃ সমূহবচনঃ বণিগ্‌গ্রামাদি প্রয়োগদর্শনাৎ (স্কঃ স্বাঃ) ; গ্রাম ইতি সংঘাত উচ্যতে, তৌ হি পরস্পরবিজিগীষয়া সমাগতৌ তত্র ভবতঃ (দুঃ)।

দশম পরিচ্ছেদ

অভীদমেকমেকো অস্মি নিষ্ষাড়ভী দ্বা কিমু ত্রয়ঃ করন্তি।
খলে ন পর্ষান্ প্রতিহন্মি ভূরি কিং মা নিন্দন্তি শত্রবোঽনিন্দ্রাঃ ॥ ১ ॥

ঋ—১০।৪৮।৭

অহম্ (আমি) ইদং (এই জগৎ)[১] অভ্যস্মি (অভিভবামি—পরাভূত করি), একঃ (একক) নিষ্ষাট্ (শত্রুপরাভবকারী আমি) একম্ (একজন শত্রুকে) অভ্যস্মি (পরাভব করি) অভী দ্বা (দ্বৌ অভ্যস্মি—দুইজন শত্রুকেও পরাভব করি)[২], ত্রয়ঃ কিমু করন্তি (তিনজন শত্রুই বা আমার কি করিতে পারে)?[৩] পর্ষান্ ন (পর্ষান্ ইব—শস্যগুচ্ছের ন্যায়) ভূরি (ভূরীন্—বহু শত্রুকে) খলে (সংগ্রামে) প্রতিহন্মি (প্রতিহত করি), অনিন্দ্রাঃ (ইন্দ্রবিষয়ে অজ্ঞ) শত্রবঃ (শত্রুগণ) কিং মা নিন্দন্তি (কেন আমার নিন্দা করে)?

ইন্দ্র স্বসামর্থ্যকীর্ত্তনচ্ছলে বলিতেছেন—আমি সমস্ত জগতের অধিপতি, সমস্ত জগৎ পরাভূত করিয়া আমি বর্ত্তমান; আমি শত্রুপরাভবকারী, একজন, দুইজন কিংবা ততোধিক শত্রু আমার সম্মুখীন হইলে আমি একাকী তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারি; শস্যমর্দ্দন স্থলে কৃষকগণ যেরূপ শস্যগুচ্ছসমূহ অনায়াসে মর্দ্দিত করে, আমিও সংগ্রামে সেইরূপ বহু শত্রুকে মর্দ্দিত করিতে পারি; আমি নিন্দার্হ নহি, আমার প্রভাব না জানিয়া শত্রুগণ বৃথাই আমার নিন্দা করিয়া থাকে।

অনুবাদ—আমি এই জগৎ পরাভূত করিয়া বর্ত্তমান; শত্রুপরাভবকারী একক আমি একজন শত্রুকে পরাভব করি, দুইজন শত্রুকেও পরাভব করি, তিনজন শত্রুই বা আমার কি করিতে পারে? শস্যগুচ্ছের ন্যায় বহু শত্রুকে আমি সংগ্রামে প্রতিহত করিতে পারি; ইন্দ্রবিষয়ে অজ্ঞ শত্রুগণ কেন আমার নিন্দা করে?

অভিভবামীদম্ ॥ ২ ॥

অভীদম্ অস্মি—অভিভবামি ইদম্ (এই জগৎকে পরাভূত করি)।

১। ইদং তাবজ্জগৎ (দুঃ)।

২। অভী দ্বা—অভিভবামি দ্বাবপ্যেবম্ (স্কঃ স্বাঃ); দ্বাবপ্যাগতৌ সন্তাবেক এবাভিভবামি (দুঃ); অভী=অভি (পাঃ ৬।৩।১৩৬); দ্বা=দ্বৌ (পা ৭।১।৩৯)।

৩। কিং মে ত্রয়োঽপি কুর্ব্বন্তি (স্কঃ স্বাঃ)।

একমেকোঽস্মি নিঃষহমাণঃ সপত্নান্ ॥ ৩ ॥

একমেকো অস্মি নিষ্ষাট্—একমেকোঽস্মি নিঃষহমাণঃ সপত্নান্ (শত্রুগণের পরাভবকারী একক আমি শত্রু একজন সমাগত হইলে তাহাকে পরাভূত করিতে পারি)।[১]

এখানে 'অস্মি' এই পদের পূর্ব্বে 'অভি' উপসর্গের যোগ করিতে হইবে ; একমেকোঽস্মি= একমেকোঽভিভবামি। 'নিষ্ষাট্' পদ 'নিষ্ষাহ্' শব্দের প্রথমার এক বচনের রূপ ; নিঃ+সহ্+ ণি—নিষ্ষাহ্ ; 'সহ্' ধাতু এখানে অভিভবার্থক ;[২] নিষ্ষাট্—শত্রুগণের অভিভবকারী।

অভিভবামি দ্বৌ ॥ ৪ ॥

অভী দ্বা—অভিভবামি দ্বৌ (দুইজন শত্রু সমাগত হইলেও আমি তাহাদিগকে পরাভ করিতে পারি)।[৩]

কিং মা ত্রয়ঃ কুর্ব্বন্তি ॥ ৫ ॥

কিমু ত্রয়ঃ কুর্ব্বন্তি—কিং মা ত্রয়ঃ কুর্ব্বন্তি (তিনজন শত্রু সমাগত হইলেই বা আমার কি করিতে পারে) ?

মা—মাম্[৪]—মে (আমার)।

এক ইতা সংখ্যা, দ্বৌ দ্রুততরা সংখ্যা, ত্রয়স্তীর্ণতমা সংখ্যা
চত্বারশ্চলিততমা সংখ্যা ॥ ৬ ॥

একঃ (এক) ইতা (প্রাপ্তা অথবা অনুগতা) সংখ্যা (সংখ্যা) দ্বৌ (দ্বি) দ্রুততরা সংখ্যা (অধিক বেগশালিনী সংখ্যা) ত্রয়ঃ (ত্রি) তীর্ণতমা সংখ্যা (উত্তীর্ণতমা সংখ্যা), চত্বারঃ (চতুঃ) চলিততমা সংখ্যা (অতিশয় চলনসম্পন্না সংখ্যা)।

প্রসঙ্গক্রমে এক, দ্বি ও ত্রি শব্দের এবং তৎপ্রসঙ্গে অন্যান্য সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। 'এক' শব্দ গত্যর্থক 'ই' ধাতুর উত্তর 'কন্' প্রত্যয়ে (উণাদি ৩২৩) নিষ্পন্ন ; 'এক' সংখ্যাত্বগত (সংখ্যাত্বপ্রাপ্ত)[৫] অথবা, সমস্ত সংখ্যায় অনুগত—একের বৃদ্ধিতেই দ্বি প্রভৃতি সমস্ত সংখ্যার উদ্ভব।[৬] 'দ্বি' শব্দ গত্যর্থক 'দ্রু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; 'দুই' একের অপেক্ষায় অধিকতর বেগে গমন করে—সর্ব্বদাই যেন একের অগ্রগামী।[৭] তরণার্থক 'তৄ'

১। যত একং তাবদাগতং সন্তমেক এবাভিভবামি সপত্নম্ (দুঃ)।

২। সহতিরভিভবার্থশ্ছন্দসি (দুঃ)।

৩। দ্বাবপ্যাগতৌ সন্তাবেক এবাভিভবামি (দুঃ)।

৪। বহবোঽপি বৃহদ্রচনাবস্থিতাঃ কিং মাং কুর্ব্বন্তি—মম রোমাণ্যুৎপাটয়িতুং ন শক্নুবন্তীত্যভিপ্রায়ঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। সংখ্যাত্বং প্রাপ্তেত্যর্থঃ (দুঃ)।

৬। ইতা অনুগতা উত্তরাং সংখ্যাম্, একত্বপ্রচয়মাত্রং হি দ্বিত্বাদি সংখ্যা (স্কঃ স্বাঃ)।

৭। দ্বৌ দ্রুততরা সংখ্যা একস্যাঃ সকাশাৎ (দুঃ)।

ধাতুর উত্তর 'ত্রি' প্রত্যয়ে (উ ৭৪৪) 'ত্রি' শব্দের নিষ্পত্তি ; 'তিন' উত্তীর্ণতম অর্থাৎ একককে ও দুইকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান।[১] 'চতুর্' শব্দ 'চল্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; 'চারি' নিবতিশয় চলনসম্পন্ন—এক, দুই, তিন, সকলকেই অতিক্রম করিয়া চলে।[২]

অষ্টাবশ্নোতেঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টৌ ('অষ্টন্' শব্দ) অশ্নোতেঃ ('অশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

এক, দ্বি, ত্রি, চতুঃ—এই চারি শব্দের ব্যুৎপত্তি পূর্ববর্তী সন্দর্ভে প্রদর্শন করিয়াছেন ; 'পঞ্চন' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে পূর্বে (নির্ ৩।৮। ১) ; 'ষষ্' ও 'সপ্তন্' শব্দের ব্যুৎপত্তি পরে প্রদর্শিত হইবে (নির্ ৪।২৭, ৪।২৬) ; বর্তমান সন্দর্ভে 'অষ্টন্' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইতেছে। ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতুর উত্তর 'কনিন্' প্রত্যয়ে 'অষ্টন্' শব্দ নিষ্পন্ন (উ ১৫৫) ; অষ্টসংখ্যা ব্যাপক—পূর্ববর্তী সাতসংখ্যাকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে।[৩]

নব ন বননীয়া নাবাপ্তা বা ॥ ৮ ॥

নব ('নব' সংখ্যা) ন বননীয়া (সেবনীয়া নহে), বা (অথবা) ন অবাপ্তা (দশসংখ্যাকে প্রাপ্ত নহে)।

'নবন' শব্দ ন+সংভজনার্থক 'বন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; 'নব' সংখ্যা বননীয় বা সংভজনীয় নহে—নবসংখ্যাযুক্ততিথিতে (নবমী তিথিতে) কেহ কোনও কার্যের আরম্ভ করে না, ইহা অমঙ্গলকারক।[৪] ন+প্রাপ্ত্যর্থক 'অব্' ধাতু হইতে অথবা ন+অব+প্রাপ্ত্যর্থক 'আপ্' ধাতু হইতেও বা 'নবন্' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, নবসংখ্যা দশসংখ্যাকে প্রাপ্ত নহে অর্থাৎ দশসংখ্যার নিম্নে।[৫]

দশ দস্তা দৃষ্টার্থা বা ॥ ৯ ॥

দশ ('দশ' সংখ্যা) দস্তা (উপক্ষীণা), বা (অথবা) দৃষ্টার্থা (দৃষ্টার্থসমন্বিত)।

উপক্ষয়ার্থক 'দস্' ধাতু হইতে 'দশন্' শব্দের নিষ্পত্তি ; দশসংখ্যা উপক্ষীণা—বাস্তবিক দশসংখ্যাতেই সংখ্যার শেষ, দশসংখ্যার সহিত সংখ্যান্তরের যোগে একাদশাদি সংখ্যার উৎপত্তি।[৬] অথবা দর্শনার্থক 'দৃশ্' ধাতু হইতেও 'দশন্' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে

১। ত্রবত্তীর্ণতমা ঘাবেকং চাপেক্ষ্য (স্কঃ স্বাঃ)। ২। চত্বারশ্চলিততমাঃ পূর্বাপেক্ষয়া (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। তে হি সপ্তসংখ্যাং ব্যাপ্য বর্তন্তে (দুঃ) ; ব্যাপ্নোতি হি সা পূর্বাঃ সংখ্যাঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। সা ন বননীয়া ন স ভজনীয়া ভবতি, নবসংখ্যাযুক্তায়াং হি তিথৌ ন কশ্চিদপ্যারম্ভঃ ক্রিয়তে (দুঃ) ; অসংভজনীয়া অমঙ্গল্যা হি সা যতো লোকস্তাং পরিহরতি (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। নাবাপ্তা বা দশসংখ্যাং ন প্রাপ্তেত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৬। দশান্তৈব হি সংখ্যা ভবতি (দুঃ) ; একাদ্যুপচয়েন দশসংখ্যায়া এবাবৃত্তেরেকাদশাদি সংখ্যোপজননঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

পাবে ; একাদশাদি সংখ্যায় 'দশন্' শব্দের অর্থ দৃষ্ট হয়।[১] দৃষ্টার্থা—দৃষ্টঃ অর্থো যস্যাঃ (যাহার অর্থ দৃষ্ট হয়)।

অনুবাদ—দশসংখ্যা উপক্ষীণা; অথবা, একাদশাদি সংখ্যার 'দশন্' শব্দের অর্থ পরিদৃষ্ট হয়।

বিংশতির্দ্বির্দশতঃ[২] শতং দশদশতঃ ॥ ১০ ॥

বিংশতিঃ ('বিংশতি' সংখ্যা) দ্বিঃ দশতঃ (দশসংখ্যার দ্বিগুণ), শতং ('শত' সংখ্যা) দশদশতঃ (দশসংখ্যার দশগুণ)।

'দশন্' শব্দের অর্থ যে অন্যান্য সংখ্যায় বর্তমান আছে তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। দশন্+শতিচ্=বিংশতি (দ্বৌ দশতৌ পরিমাণমস্য সংঘস্য বিংশতিঃ), দশন্+ত=শত (দশ দশতঃ পরিমাণমস্য সংঘস্য শতম্); পাণিনি ৫।১।৫৯ দ্রষ্টব্য। দশসংখ্যার দুইবার আবৃত্তিতে বিংশতিসংখ্যা এবং দশবার আবৃত্তিতে শতসংখ্যা হয়।

সহস্রং সহস্বৎ ॥ ১১ ॥

সহস্রং ('সহস্র' সংখ্যা) সহস্বৎ (বলবৎ)।

বলবাচক 'সহস্' শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে 'র' প্রত্যয় করিয়া 'সহস্র' শব্দের নিষ্পত্তি; সহস্র-সংখ্যা অতি বলসম্পন্ন সংখ্যা—সহস্র দুর্বল বস্তুরও সংঘাতে অতিবলবৎ বস্তুর সৃষ্টি হয়, সহস্র দুর্বল ব্যক্তিরও সংহতি অতি প্রবল হইয়া দাঁড়ায়। শতসংখ্যার দশবার আবৃত্তিতে সহস্র-সংখ্যা হয়।

অযুতং নিযুতং প্রযুতং তত্তদভ্যস্তম্ ॥ ১২ ॥

অযুতং ('অযুত' সংখ্যা) নিযুতং ('নিযুত' সংখ্যা) প্রযুতং ('প্রযুত' সংখ্যা) তত্তৎ (সহস্রাদি) অভ্যস্তম্ (দশবার করিয়া আবৃত্ত)।[৩]

সহস্রের দশগুণ অযুত, অযুতের দশগুণ নিযুত এবং নিযুতের দশগুণ প্রযুত।

অম্বুদো[৪] মেঘো ভবত্যরণমম্বু তদ্দোঽম্বুদঃ ॥ ১৩ ॥

অম্বুদঃ (অম্বুদ) মেঘো ভবতি (মেঘবাচক শব্দ হয়), অম্বু (অম্বু) অরণম্ (অরণ অর্থাৎ গমনশীল), তদ্দঃ (অম্বুদানকারী) অম্বুদঃ (অম্বুদ)।

প্রযুত সংখ্যার দশগুণ 'অর্বুদ'; অর্বুদ শব্দের ব্যুৎপত্তিপ্রদর্শনপ্রসঙ্গে তত্তুল্যরূপ 'অম্বুদ' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। গত্যর্থক 'ঋ' ধাতু হইতে 'অম্বু' শব্দের' নিষ্পত্তি;[৫]

১। দৃষ্টার্থৈব হি দশানামুপরি পুনঃ পুনর্দৃশ্যতে সংখ্যা, তদ্ যথা একাদশেত্যেবমাদি (দুঃ)।

২। দ্বির্দশতিঃ, দ্বির্দশৎ—স্কন্দস্বামিধৃত পাঠ।

৩। তত্তৎ সহস্রাদি দশকৃত্বোঽভ্যস্তম্ (স্কঃ স্বাঃ); 'প্রযুতং নিযুতং—এইরূপ ক্রমও বহু পুস্তকে পরিদৃষ্ট হয়; এই ক্রম কিন্তু তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণসম্মত।

৪। অর্বুদো মেঘো ভবতি……এইরূপ পাঠও আছে।

৫। অর্ব্বুদনামকরণঃ তস্মিন্ গুণে রূপয়ত্বে চ রেফস্থ মকারঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

অম্বু অরণ অর্থাৎ গমনশীল। অম্বু যে প্রদান করে সে অম্বুদ; 'অম্বুদ' শব্দ মেঘবাচক। অনেক পুস্তকে 'অম্বুদো মেঘো ভবত্যাবপময়ু তন্দ্রঃ'—এইরূপ পাঠ আছে; এই পাঠই ভাল বলিয়া বোধ হয়।

অম্বুমদ্ ভাতীতি বাম্বুমদ্ ভবতীতি বা॥ ৪॥

বা (অথবা) অম্বুমৎ (অম্বুযুক্ত হইয়া) ভাতি (শোভা পায়) ইতি (ইহা 'অম্বুদ' শব্দের ব্যুৎপত্তি), অম্বুমৎ ভবতি (অম্বুযুক্ত হয়) ইতি বা (অথবা ইহাই 'অম্বুদ' শব্দের ব্যুৎপত্তি)।

প্রকারান্তরে 'অম্বুদ' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। 'অম্বুমৎ' শব্দই 'অম্বুদ' এই আকার ধারণ করিয়াছে; অম্বুদ অম্বুমৎ (জলসমন্বিত) হইয়া শোভা পায় অথবা অম্বুমৎ হয়। দুর্গাচার্য্য এই অংশের ব্যাখ্যা করেন নাই। স্কন্দস্বামীর মতে এই অংশের দ্বারা 'অম্বুদ' শব্দের সহিত সাদৃশ্যসমন্বিত অন্তরিক্ষবাচক অম্বর শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।[১] 'অম্বুমৎ ভাতি' এই স্থলে তিনি পাঠ করেন 'অম্বুবৎ ভাতি'; অম্বর (অন্তরিক্ষ) স্বচ্ছ স্তিমিত সরোবরস্থ অম্বুর ন্যায় প্রকাশ পায় (অম্বু+রাজ্ ধাতু হইতে);[২] অথবা অম্বর অম্বুসমন্বিত হয় (অম্বু+র—মত্বর্থীয়)।[৩] নিরুক্তকারের শৈলী বিচার করিলে মনে হয় স্কন্দস্বামীর মত সঙ্গত নহে।

অনুবাদ—অম্বুদ অম্বুসমন্বিত হইয়া বিরাজ করে, অথবা অম্বুসমন্বিত হয়—ইহাও বা 'অম্বুদ' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে।

স যথা মহান্ বহুর্ভবতি বর্ষংস্তদিবার্বুদম্॥ ১৫॥

বর্ষন্ (জলভাব প্রাপ্ত) সঃ (অম্বুদ) যথা (যেরূপ) মহান্ (বিস্তীর্ণাকার) বহুঃ (বহু) ভবতি (হয়), তদিব (তদ্রূপ) অর্বুদম্ (অর্বুদ)।

বর্ষণকালে অম্বুদ বিস্তীর্ণাকার হয় অর্থাৎ চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত করে এবং বহু হয় অর্থাৎ অগণিত ধারায় পরিণত হয়, অর্বুদ অতি বৃহৎ সংখ্যা—অম্বুদের ন্যায়ই ব্যাপী এবং বহু। 'অম্বুদ' শব্দেরই রূপান্তর 'অর্বুদ' শব্দ, ইহাই বলা হইল।

অনুবাদ—বর্ষণভাবপ্রাপ্ত অম্বুদ যেরূপ মহান্ ও বহু হয়, সেইরূপ অর্বুদ।

খলে ন পর্ষান্ প্রতিহন্মি ভূরি, খল ইব পর্ষান্ প্রতিহন্মি ভূরি॥ ১৬॥

খলে ন পর্ষান্ প্রতিহন্মি ভূরি=খলে ইব পর্ষান্ প্রতিহন্মি ভূরি—পর্ষান্ ইব খলে ভূরি (ভূরীন্ শত্রূন্) প্রতিহন্মি—শস্যগুচ্ছের ন্যায় বহু শত্রুকে আমি সংগ্রামে প্রতিহত করিতে পারি। ন=ইব।

১। সাদৃশ্যাদেবাম্বরশব্দমন্তরিক্ষবচনং নিরাহ।

২। স্বচ্ছস্তিমিত সরোহম্বুবদ্ভাসতে, রাজতেবর্থং ভাতিনাচষ্টে।

৩। অম্বুমদ্ ভবতীতি বা রো মত্বর্থে।

খল ইতি সংগ্রামনাম খলতের্বা স্খলতের্বা ॥ ১৭ ॥

খলঃ ইতি ('খল' এই শব্দ) সংগ্রাম নাম (সংগ্রামের নাম)[1] খলতেঃ বা (হয় 'খল্' ধাতু হইতে) স্খলতেঃ বা (আর না হয় 'স্খল' ধাতু হইতে) [নিষ্পন্নঃ] (নিষ্পন্ন)।

'খল' শব্দ হিংসার্থক 'খল্' ধাতু হইতে[2] অথবা সঙ্কলনার্থক 'স্খল্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; খলে (সংগ্রামে) যোদ্ধগণ পরস্পরকে হিংসা করে,[3] অথবা তথায় কাতর বা দুর্ব্বল যোদ্ধা যাহারা তাহারা স্খলিত (সঙ্কলিত বা ভ্রষ্ট) হয়।[4]

অয়মপীতরঃ খল এতস্মাদেব সমাস্কন্নো ভবতি ॥ ১৮ ॥

অয়ম্ অপি ইতরঃ খলঃ (আর এই যে অন্য 'খল' শব্দ) এতস্মাৎ এব (এই 'খল্' অথবা 'স্খল্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন), [অথবা] সমাস্কন্নঃ ভবতি (পরিব্যাপ্ত হয়)।

'খল' শব্দে ধান্যখল (শস্য মর্দ্দন স্থান বা খলিয়ান)ও বুঝায়। এই 'খল' শব্দও 'খল্' ধাতু বা 'স্খল্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন হইতে পারে; ধান্যখলে ধান্য মথিত বা মর্দ্দিত হয়, অথবা ত্বরমাণ (ব্যস্তসমস্ত) কৃষকগণ তথায় স্খলিত হয়।[5] ঈদৃশ 'খল' শব্দের নির্ব্বচনান্তরও আছে—গত্যর্থক 'স্কন্দ্' ধাতু হইতেও ঈদৃশ 'খল' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে;[6] মৃত্যমান ধান্যকণাসমূহ এখানে আগমন করে (আনীত হয়)—খল ধান্যকণাসমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়।[7] দুর্জ্জন-বোধক যে 'খল' শব্দ তাহার ব্যুৎপত্তিও 'খল্' ধাতু বা 'স্খল্' ধাতু হইতেই প্রদর্শিত হইতে পারে; খল (দুর্জ্জন) সাধুদিগকে প্রপীড়িত করে, অথবা শ্রেয়ঃ হইতে স্খলিত হয়।[8]

অনুবাদ—আর এই যে অপর 'খল' শব্দ তাহাও এই 'খল্' অথবা 'স্খল্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন; অথবা খল (শস্যমর্দ্দন স্থান) সমাস্কন্ন (ধান্যপরিব্যাপ্ত) হয়।

কিং মা নিন্দন্তি শত্রবোঽনিন্দ্রাঃ, য ইন্দ্রং ন বিবিদুরিন্দ্রো হ্যহমস্ম্যনিন্দ্রা ইতর ইতি বা ॥ ১৯ ॥

কিং মা (মাং) নিন্দন্তি শত্রবঃ অনিন্দ্রাঃ—এই স্থলে 'অনিন্দ্রাঃ—যে ইন্দ্রং ন বিবিদুঃ

১। নিঃ ২।১৭।

২। খলতের্বা হিংসার্থস্য (দুঃ); ধাতুপাঠে খল্' ধাতু সঞ্চয়ার্থক, হিংসার্থক নহে।

৩। হিংসন্তে হি তত্র পরস্পরেণ (দুঃ)। দেবরাজ মথনার্থক 'খজ্' ধাতু হইতে খল' শব্দের নিষ্পত্তি করেন—সংগ্রামে যোদ্ধগণ প্রমথিত হয়।

৪। স্খলন্তি তত্র কাতরাঃ (দেবরাজ)।

৫। স্খলন্তি ত্বরমাণাস্তত্র কর্ষকাঃ (স্কঃ ভাঃ); তত্রাপি হি প্রগুণ্ডি চূর্ণ্যমানানি ধান্যানি (ধান্য মর্দ্দিত হইয়া তথায় ভ্রষ্ট হয়)—দুঃ।

৬। সমাস্কন্ন ইতি নির্ব্বচনান্তরম্ (স্কঃ ভাঃ)।

৭। সংপ্রাপ্তো হ্যসৌ মৃদ্যমানৈর্ধান্যকণৈঃ (স্কঃ ভাঃ); বিপ্রকীর্ণো ধান্যৈঃ (দুঃ)।

৮। স হি সাধূন্ খলতি, শ্রেয়সো বা প্রস্খলতি ভ্রশ্যতে (স্কঃ ভাঃ)।

(যাহারা ইন্দ্রকে জানে না), বা (অথবা), ইন্দ্রঃ হি অহম্ অস্মি ইতরে অনিন্দ্রাঃ (আমিই ইন্দ্র অন্যে অনিন্দ্র) ইতি [ন বিবিদুঃ] (ইহা যাহারা জানে না)।

অনুবাদ—'কিং মা নিন্দন্তি শত্রবোঽনিন্দ্রাঃ' এই স্থলে 'অনিন্দ্রাঃ' এই পদের অর্থ—যাহারা ইন্দ্রকে জানে না অথবা 'আমিই ইন্দ্র, অপরে অনিন্দ্র', ইহা যাহারা জানে না।

ব্যাপ্তিকর্ম্মাণ উত্তরে ধাতবো দশ ॥ ২০ ॥

উত্তরে (পরবর্ত্তী) দশ ধাতবঃ (দশটি ধাতু) ব্যাপ্তিকর্ম্মাণঃ (ব্যাপ্ত্যর্থক)।

সংগ্রামনামসমূহের পরে ইন্বতি, নক্ষতি প্রভৃতি যে দশটী ধাতু অর্থাৎ ধাত্বর্থপ্রকাশক শব্দ অভিহিত হইয়াছে (নিঃ ২।১৮), তাহারা ব্যাপ্তিক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে।

তত্র দ্বে নামনী আক্ষাণ আশ্নুবান আপান আপ্নুবানঃ ॥ ২১ ॥

তত্র (ব্যাপ্তিক্রিয়ার্থপ্রকাশক শব্দসমূহের মধ্যে) আক্ষাণঃ আপানঃ [ইতি] দ্বে নামনী (আক্ষাণ এবং আপান—এই দুইটী নাম) [ইহাদের অর্থ] আশ্নুবানঃ আপ্নুবানঃ (আশ্নুবান—ব্যাপক, এবং আপ্নুবান—ব্যাপক)।

ব্যাপ্তিক্রিয়ার্থপ্রকাশক শব্দসমূহের মধ্যে 'আক্ষাণ' এবং 'আপান' এই দুইটী নাম আছে। 'আক্ষাণ' শব্দটী ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতুর এবং 'আপান' শব্দটী ব্যাপ্ত্যর্থক 'আপ্' ধাতুর শানচ্ প্রত্যয়ের রূপ ;[১] কাজেই আক্ষাণ = আশ্নুবান (ব্যাপক), আপান = আপ্নুবান (ব্যাপক)।

বধকর্ম্মাণ উত্তরে ধাতবস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ ॥ ২২ ॥

উত্তরে (পরবর্ত্তী) ত্রয়স্ত্রিংশৎ ধাতবঃ (তেত্রিশটী ধাতু) বধকর্ম্মাণঃ (বধার্থক)।

ব্যাপ্ত্যর্থক ধাতুসমূহের অর্থাৎ ধাত্বর্থপ্রকাশক শব্দসমূহের পরে দভ্নোতি, শ্নথতি প্রভৃতি যে তেত্রিশটী ধাতু অর্থাৎ ধাত্বর্থপ্রকাশক শব্দ অভিহিত হইয়াছে (নিঃ ২।১৯), তাহারা বধক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে।

তত্র বিযাত ইত্যেতদ্ বিযাতয়ত ইতি বা বিযাতযেতি বা ॥ ২৩ ॥

তত্র (বধার্থক ধাতুর পরিচায়ক শব্দসমূহের মধ্যে) বিযাতঃ ইতি এতৎ [নাম] ('বিযাত' এইটী নাম); [ইহার অর্থ] বিযাতযতে ইতি বা (হয় যিনি শত্রুগণকে নির্য্যাতিত করেন) বিযাতয় ইতি বা (অথবা 'শত্রুগণকে নির্য্যাতিত কর' স্তোতৃগণ-কর্ত্তৃক যিনি ইহা অভিহিত হয়েন)।

বধক্রিয়ার্থপ্রকাশক শব্দসমূহের মধ্যে 'বিযাত' একটী নাম। ইহার অর্থ 'যিনি শত্রুগণকে নির্য্যাতিত করেন,'[২] অথবা স্তোতৃগণ যাঁহাকে বলেন 'শত্রুগণকে নির্য্যাতিত কর'।[৩]

১। অশ্নোতের্লেটি শানচ্, সিব্বহুলং লেটি ইতি বাহুলকাৎ সিপ্, উপধাদীর্ঘশ্চ .... ; আশ্ ব্যাপ্তৌ শানচ্ (দেবরাজ)।

২। বিযাতয়তে নানাপ্রকারং যাতয়তে যঃ শত্রূন্ স বিযাতঃ (দুঃ)।

৩। অথবা এবমস্তথা স্যাৎ, বিযাতয় এবমুচ্যতে যঃ স্তোতৃভিঃ স বিযাতঃ (দুঃ)।

আখণ্ডল প্রহূয়সে ॥ ২৩ ॥

আখণ্ডল (হে ইন্দ্র) প্রহূয়সে (আহূত হইতেছ)।

বধক্রিয়ার্থপ্রকাশক শব্দসমূহের মধ্যে 'আখণ্ডল' এই নামও আছে।[১] 'আখণ্ডল প্রহূয়সে' ইহা একটী মন্ত্রের (ঋ—৮।১৭।১২) অংশ; আখণ্ডলনামসংবলিত বৈদিকবাক্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে উদাহৃত হইয়াছে।[২]

আখণ্ডয়িতঃ খণ্ডং খণ্ডয়তেঃ ॥ ২৪ ॥

[হে আখণ্ডল]=হে আখণ্ডয়িতঃ (হে শত্রুবিদারক),[৩] খণ্ডং ('খণ্ড' শব্দ) খণ্ডয়তেঃ ('খণ্ড্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'অখণ্ডল' শব্দের অর্থ আখণ্ডয়িতা, 'আখণ্ডয়িতৃ' শব্দের সম্বোধনে 'আখণ্ডয়িতঃ', ইহার অর্থ 'হে শত্রুবিদারক'। প্রসঙ্গতঃ 'খণ্ড' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন; 'খণ্ড' শব্দ খণ্ডনার্থক 'খণ্ড্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

তড়িদিত্যন্তিকবধয়োঃ সংসৃষ্টকর্ম্ম ॥ ২৫ ॥

তড়িৎ ইতি ('তড়িৎ' এই নাম) অন্তিকবধয়োঃ (অন্তিক এবং বধের সহিত) সংসৃষ্টকর্ম্ম (সংসৃষ্টার্থ)।

বধক্রিয়ার্থক শব্দসমূহের মধ্যে 'তড়িৎ' এই নামও আছে; ইহার অর্থের সহিত অন্তিক নাম এবং বধক্রিয়া এতদুভয়েরই সংস্রব আছে অর্থাৎ 'তড়িৎ' শব্দ অন্তিকার্থকও বটে, বধার্থকও বটে।[৪]

তাড়য়তীতি সতঃ ॥ ২৬ ॥

তাড়য়তি ইতি (যে হেতু তাড়না বা আঘাত করে); সতঃ (তাড়য়তেঃ—চুরাদি 'তড়্' ধাতু হইতে বিদ্যুদ্-বাচক 'তড়িৎ' শব্দ নিষ্পন্ন; 'তাড়য়তি' এই ক্রিয়াপদটী কর্ত্তৃকারকের সহিত যুক্ত বলিয়া কর্ত্তৃবাচ্যের প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন)।

'তড়িৎ' শব্দে বিদ্যুৎকেও বুঝায়;[৫] ঈদৃশ 'তড়িৎ' শব্দ আঘাতার্থক 'তড়্' ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে[৬] 'ইতি' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন (উ ৯৮)—বিদ্যুৎ আহত করে। 'সতঃ' পদের প্রয়োগ

১। আখণ্ডল ইত্যেতদপি নামৈব (দুঃ)।

২। নিগমমপি চাত্র দর্শয়তি (দুঃ)।

৩। অথবা 'হে মেঘবিদারক'।

৪। তড়িদিত্যেতচ্ছব্দরূপমন্তিকাভিধায়ি বধাভিধায়ি চেত্যেকমেব হেতদুভাভ্যামর্থাভ্যাং প্রযুজ্যতে (দুঃ)।

৫। বিদ্যুদপি চ তড়িদিত্যুচ্যতে (দুঃ)।

৬। সা পুনঃ কর্ত্তরি কারকে (দুঃ)।

সম্বন্ধে নিরু ১।৬.৩ দ্রষ্টব্য। 'তড়িৎ' শব্দের বিদ্যুদ্‌বাচিত্ব বাস্তবিক পক্ষে আচার্য্য শাকপূণির মত (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। স্কন্দস্বামী বলেন 'তাড়য়তীতি সতঃ' ইহা দ্বারা বধকর্ম্মার্থক 'তড়িৎ' শব্দেরই ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে (তাড়য়তীতি সতঃ ইতি বধকর্ম্মনির্ব্বচনম্); বধ আহত করে—যেখানে বধ সেখানেই আঘাত আছে।

॥ দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

একাদশ পরিচ্ছেদ

ত্বয়া বয়ং সুবৃধা ব্রহ্মণস্পতে স্পার্হা বসু মনুষ্যা দদীমহি।
যা নো দূরে তড়িতো যা অরাতয়োঽভি সন্তি জম্ভয়া তা অনপ্নসঃ ॥ ১ ॥

(ঋ—২।২৩।৯)

ব্রহ্মণস্পতে (হে ব্রহ্মণস্পতে) বয়ং (আমরা) সুবৃধা (সুবৃদ্ধিসম্পাদক) ত্বয়া (তোমাকর্তৃক) [অনুগৃহীতাঃ সন্তঃ][1] (অনুগৃহীত হইয়া) স্পার্হা (স্পৃহণীয়ানি—স্পৃহণীয়) বসু (বসূনি—ধন) মনুষ্যা (মনুষ্যেভ্যঃ—শত্রুভূত মনুষ্যগণের নিকট হইতে)[2] আদদীমহি (যেন প্রাপ্ত হই); নঃ (আমাদিগের) যাঃ (যে সকল) দূরে অরাতয়ঃ (দূরস্থ অরাতি)[3] যাঃ (যে সকল) তড়িতঃ অরাতয়ঃ (অন্তিকস্থ অরাতি)[4] অভিসন্তি (অভিভব করে বা চতুর্দ্দিকে অবস্থিত রহিয়াছে)[5] তাঃ (তাহাদিগকে) অনপ্নসঃ [কৃত্বা] (বিনষ্টরূপ করিয়া) জম্ভয় (বধ কর)[6]।

'তড়িৎ' শব্দের অন্তিকবাচিত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত এই মন্ত্রটী উদ্ধৃত হইয়াছে।[7]

অনুবাদ—হে ব্রহ্মণস্পতে, আমরা সুবৃদ্ধিকারক তোমাকর্তৃক অনুগৃহীত হইয়া যেন শত্রুভূত মনুষ্যগণের নিকট হইতে, স্পৃহণীয় ধন প্রাপ্ত হই; আমাদিগের দূরস্থ এবং অন্তিকস্থ যে সকল অরাতি আমাদিগকে অভিভব করে (অথবা, আমাদিগের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত রহিয়াছে) তাহাদিগকে রূপহীন করিয়া বিনাশ কর।

ত্বয়া বয়ং সুবর্দ্ধয়িত্রা ব্রহ্মণস্পতে স্পৃহণীয়ানি বসূনি মনুষ্যেভ্যঃ
আদদীমহি ॥ ২ ॥

সুবৃধা—সুবর্দ্ধয়িত্রা (সুবৃদ্ধিকারক), স্পার্হা বসু=স্পৃহণীয়ানি বসূনি (স্পৃহণীয় ধন), মনুষ্যা—মনুষ্যেভ্যঃ (মনুষ্যগণের নিকট হইতে) দদীমহি=আদদীমহি (যেন প্রাপ্ত হই)।

১। ত্বয়া বয়ঃ সুষ্ঠু বর্দ্ধয়িত্রা বর্দ্ধিতা অনুগৃহীতাঃ সন্তঃ (দুঃ)।

২। মনুষ্যা পঞ্চম্যা স্থানে আকারঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। রাতির বিপরীত অরাতি (ন রাতিঃ); অরাতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

৪। অন্তিকস্থাশ্চ যাঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। অভিসন্তি অভিভবন্তি (স্কঃ স্বাঃ), অবস্থিতা ভবন্তি (দুঃ)।

৬। জম্ভয়া—জম্ভয় (পা ৬।৩।১৩৭); জম্ভয় নাশয় (স্কঃ স্বাঃ), গুম্ভয় নিশ্চেষ্টান্ কুরু (দুঃ)।

৭। যথা তড়িদন্তিকনামেদং ভবেন্মন্ত্রোদাহরণম্ (দুঃ)।

যাশ্চ নো দূরে তড়িতো যাশ্চান্তিকে ॥ ৩ ॥

যা নো দূরে তড়িতো যাঃ—যাশ্চ নঃ (অস্মাকং) দূরে যাশ্চ তড়িতঃ—অন্তিকে (যাহারা অর্থাৎ যে সকল অরাতি আমাদিগের দূরে এবং যাহারা আমাদিগের অন্তিকে) ; (তড়িতঃ) ইহার অর্থ—অন্তিকে অর্থাৎ অন্তিকস্থ ('তড়িৎ' শব্দের প্রথমার বহুবচনের রূপ)।

অরাতয়োঽদানকর্ম্মাণো বাদানপ্রজ্ঞা বা ॥ ৪ ॥

অরাতয়ঃ (অরাতিসমূহ)—অদানকর্ম্মাণঃ বা (হয়, দানক্রিয়ারহিত ব্যক্তিগণ) অদানপ্রজ্ঞা বা (আর না হয়, দানে মতিরহিত ব্যক্তিগণ)।

অরাতি' শব্দের অর্থ প্রদর্শন করিতেছেন। 'রাতি' শব্দ দানার্থক 'রা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। বেদে 'রাতি' শব্দের প্রয়োগ হয় যে দান করে অথবা দানে যাহার মতি আছে এইরূপ ব্যক্তিকে বুঝাইতে। 'অরাতি' শব্দের অর্থ হইবে ইহার বিপরীত—যে দান করে না অথবা দানে যাহার মতি নাই এইরূপ ব্যক্তি। অদানকর্ম্মাণঃ—নাস্তি দানকর্ম যাসাং তাঃ ;[১] অদানপ্রজ্ঞাঃ—নাস্তি দানে প্রজ্ঞা মতির্যাসাং তাঃ।[২] স্কন্দস্বামী বলেন যে, অদানপ্রজ্ঞ ব্যক্তির নিজেরই যে মাত্র দানে মতি নাই তাহা নহে, সে অপরকেও দান করিতে বারণ করে।[৩]

অনুবাদ—অরাতি শব্দের অর্থ দানক্রিয়ারহিত অথবা দানবুদ্ধিবর্জ্জিত।

জস্তয় তাঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রে 'জম্ভয়া' এই পদ আছে ; জম্ভয়া—জম্ভয় (পাঃ ৬.৩।১৩৭) 'জম্ভয়' ইহার অর্থ 'বধ কর' (নাশনার্থক চুরাদি 'জম্ভ' ধাতুর লোটের রূপ)।

অনপ্নসোঽপ্ন ইতি রূপনামাপ্নোতীতি সতঃ ॥ ৬ ॥

অনপ্নসঃ [ইত্যত্র] ('অনপ্নসঃ' এই স্থলে) অপ্নঃ ইতি ('অপ্নস্' শব্দ) রূপনাম (রূপবাচক) ; আপ্নোতি ইতি (যেহেতু ব্যাপ্ত করে), সতঃ (আপ্নোতেঃ—'আপ্' ধাতু হইতে কর্তৃবাচ্যের প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন)।

অনপ্নসঃ—নাস্তি অপ্নঃ যাসাং তাঃ। 'অপ্নস্' শব্দ রূপবাচক ; ব্যাপ্ত্যর্থক 'আপ্' ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'অসুন্' প্রত্যয়ে (উ ৬৪৭) নিষ্পন্ন—রূপ স্বীয় আশ্রয়কে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপ্ত করে। 'সতঃ' শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে নিরু ১।৬।৩ দ্রষ্টব্য।

১। অবিদ্যমানদানক্রিয়াঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। ন দাতব্যমস্মাভিরিত্যেবং যেষাং প্রজ্ঞা তে অজ্ঞানপ্রজ্ঞাঃ (দুঃ), অরাতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, কাজেই অদানকর্ম্মাণঃ ও অদানপ্রজ্ঞাঃ—এই পদদ্বয়কে স্ত্রীলিঙ্গের রূপ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে।

৩। অন্যমপি বা দদতঃ বারয়ন্তি তাঃ অদানপ্রজ্ঞাঃ।

বিদ্যুত্তড়িদ্ ভবতীতি শাকপূণিঃ সা হ্যবতাড়য়তি দূরাচ্চ দৃশ্যতে ॥ ৭ ॥

বিদ্যুৎ (বিদ্যুৎ) তড়িৎ ভবতি ('তড়িৎ' শব্দের বাচ্য হয়) ইতি (ইহা) শাকপূণিঃ (শাকপূণি মনে করেন), হি (যেহেতু) সা (বিদ্যুৎ) অবতাড়য়তি (আহত করে) চ (এবং) দূরাৎ (দূরে) দৃশ্যতে (পরিদৃষ্ট হয়)।

শাকপূণি আচার্য্য মনে করেন যে, বিদ্যুৎই 'তড়িৎ' শব্দের অর্থ; আঘাতার্থক 'তড়্' ধাতু (চুরাদি) হইতে 'তড়িৎ' শব্দের নিষ্পত্তি—বিদ্যুৎ অশনিরূপে আহত করে; আরও দ্রষ্টব্য এই যে, বিদ্যুৎ দূরে দৃষ্ট হয়, কাজেই অন্তিকার্থের সহিত বিদ্যুৎ-বাচী 'তড়িৎ' শব্দের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারেনা। [১]

অপি ত্বিদমন্তিকনামৈবাভিপ্রেতং স্যাৎ 'দূরে চিৎ সন্তড়িদিবাতিরোচসে' দূরেঽপি সন্নন্তিক ইব সন্দৃশ্যস ইতি ॥ ৮ ॥

অপিতু (কিন্তু) ইদং (বক্ষ্যমাণমন্ত্রে 'তড়িৎ' এই নাম) [২] অন্তিক নাম এব (অন্তিক নাম রূপেই) অভিপ্রেতং স্যাৎ (অভিপ্রেত অর্থাৎ অববুদ্ধ হওয়া উচিত); 'দূরে চিৎ সন্তড়িদিবাতিরোচসে' ইহার অর্থ—দূরেঽপি সন্ (দূরে থাকিয়াও) অন্তিকে ইব (সমীপস্থের ন্যায়) সন্দৃশ্যসে (দৃষ্ট হইতেছ) ইতি (ইহা)।

যাস্ক শাকপূণিমতের প্রতিবাদ করিতেছেন। 'দূরে চিৎ সন্তড়িদিবাতিরোচসে' ইহা একটী মন্ত্রের অংশ (ঋ—১।৯৪।৭)। এই মন্ত্রের অর্থ—'হে অগ্নে তুমি দূরে থাকিয়াও সমীপস্থের ন্যায় অতি প্রদীপ্তরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছ'। দূরে চিৎ=দূরেঽপি সন্ (দূরে থাকিয়াও), তড়িৎ ইব=অন্তিকে ইব [অবস্থিতঃ] (যেন সমীপেই অবস্থিত), অতিরোচসে=সন্দৃশ্যসে= অতিরোচিষ্ণুর্দৃশ্যসে (অতি প্রদীপ্তরূপে পরিদৃষ্ট হইতেছ)। এই স্থলে 'দূরে চিৎ সন্' এই বাক্যের বৈষম্যপ্রতিপাদক 'তড়িৎ' শব্দ যে অন্তিকবাচী তাহা অতি স্পষ্ট। কাজেই অন্তিকার্থের সহিত 'তড়িৎ' শব্দের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারেনা, এই কথা সুসঙ্গত নহে।

অনুবাদ—কিন্তু বক্ষ্যমাণমন্ত্রে 'তড়িৎ' এই নাম অন্তিকনামরূপেই অভিপ্রেত (অববুদ্ধ) হওয়া উচিত; দূরে চিৎ সন্তড়িদিবাতিরোচসে=দূরেঽপি সন্ অন্তিকে ইব সন্দৃশ্যসে (দূরে থাকিয়াও সমীপস্থের ন্যায় পরিদৃষ্ট হইতেছ)।

বজ্রনামান্যুত্তরাণ্যষ্টাদশ ॥ ৯ ॥

উত্তরাণি (পরবর্ত্তী) অষ্টাদশ (অষ্টাদশ নাম) বজ্রনামানি (বজ্রের নাম)।

১। তস্মাৎ তস্যান্তিকনামাভিধায়কোঽস্তি (দু); দূরাচ্চ দৃশ্যত ইত্যন্তিকনামত্বাভাবং দর্শয়তি (স্ক: স্বা:)।

২। ইদমিতি বুদ্ধ্যাধিকরণবক্ষ্যমাণমন্ত্রবিবরণম্ (স্ক: স্বা:)।

বধক্রিয়ার্থপ্রকাশক শব্দসমূহের পরে দিদ্যুৎ, নেমি, হেতি প্রভৃতি অষ্টাদশ বজ্রনাম (নিঃ ২।২০) অভিহিত হইয়াছে।

বজ্রঃ কস্মাদ্ বর্জয়তীতি সতঃ ॥ ১০ ॥

বজ্রঃ কস্মাৎ ('বজ্র' এই শব্দ কোথা হইতে হইল)? বর্জয়তি ইতি (যেহেতু প্রাণিগণকে প্রাণবর্জ্জিত করে); সতঃ (বর্জয়তেঃ—চুরাদি 'বৃজ্' ধাতু হইতে কর্তৃবাচ্যের প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন)।

'বজ্র' শব্দ বর্জনার্থক চুরাদি 'বৃজ্' ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'রন্' প্রত্যয়ে (উ ১৮৬) নিষ্পন্ন; বজ্র প্রাণিগণকে প্রাণবর্জ্জিত করে।[১] 'সতঃ' পদের প্রয়োগ সম্বন্ধে নিরু ১।৬।৩ দ্রষ্টব্য।

তত্র কুৎস ইত্যেতৎ কৃন্ততেঃ ॥ ১১ ॥

তত্র (বজ্রনামসমূহের মধ্যে) কুৎস ইতি এতৎ ('কুৎস' এই নাম) কৃন্ততেঃ ('কৃৎ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

বজ্রনামসমূহের মধ্যে 'কুৎস' একটী নাম। 'কুৎস' শব্দ ছেদনার্থক 'কৃৎ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; কুৎস (বজ্র) প্রাণিগণকে ছিন্ন করে অথবা ইহার দ্বারা প্রাণিগণ ছিন্ন হয়।[২]

ঋষিঃ কুৎসো ভবতি কর্ত্তা স্তোমানামিত্যৌপমন্যবঃ ॥ ১২ ॥

কুৎসঃ (কুৎস) ঋষিঃ ভবতি (ঋষি হয়েন), স্তোমানাং কর্ত্তা (তিনি স্তোম অর্থাৎ বৈদিকমন্ত্রসমূহের কর্ত্তা) ইতি ঔপমন্যবঃ (আচার্য্য ঔপমন্যব ইহা মনে করেন)।

'কুৎস' একজন ঋষিরও নাম। যখন ঋষির নাম, তখন 'কুৎস' শব্দের সাধন করিতে হইবে 'কৃ' ধাতু হইতে, ইহা আচার্য্য ঔপমন্যবের মত; কুৎস স্তোম অর্থাৎ বৈদিকমন্ত্রসমূহের কর্ত্তা।

অত্রাপ্যস্য বধকর্ম্মৈব ভবতি তৎসখ ইন্দ্রঃ শুষ্ণং জঘানেতি ॥ ১৩ ॥

অত্রাপি (এইস্থলেও) অস্য ('কুৎস' শব্দের) বধকর্ম্ম এব ভবতি (বধার্থের সহিত সম্বন্ধ আছে),[৩] তৎসখঃ (কুৎসসহায় অর্থাৎ কুৎসস্তুতিতে বিবৃদ্ধবল)[৪] ইন্দ্রঃ (ইন্দ্র) শুষ্ণং (শোষণকারী মেঘকে)[৫] জঘান (হনন করিয়াছিলেন) ইতি (ইহা শ্রুত হয়)।

যাস্ক ঔপমন্যবের মতের বিরোধী; তিনি বলেন ঋষির নাম যে 'কুৎস' শব্দ, তাহারও সাধন করিতে পারা যায় ছেদনার্থক 'কৃৎ' ধাতু হইতেই। ছেদনের ফল বধ; বধার্থের সহিত ঋষি

১। বর্জয়তি বিযোজয়তি প্রাণৈঃ প্রাণিনঃ (দুঃ)।

২। কৃন্ততি ছিনত্তীতি কুৎসঃ (স্কঃ স্বাঃ); কৃত্যন্তেঽনেনেতি কুৎসঃ (দুঃ)।

৩। বধকর্ম্মৈব বধার্থ-সংযুক্তমেব স্যাৎ (দুঃ)।

৪। তেন স্তূয়মানো বিবৃদ্ধবলঃ (দুঃ)।

৫। শোষয়িতারং রসানামসুরং মেঘং বা (দুঃ)।

কুৎসের সম্বন্ধ আছে। কারণ, ইন্দ্র কুৎসকে সহায় করিয়া অর্থাৎ কুৎসের স্তুতিতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া তাঁহার শত্রুভূত শোষণকারী মেঘকে হনন করিয়াছিলেন।[১]

ঐশ্বর্য্যকর্ম্মাণ উত্তরে ধাতবশ্চত্বারঃ ॥ ১৪ ॥

উত্তরে (পরবর্ত্তী) চত্বারঃ ধাতবঃ (চারিটী ধাতু) ঐশ্বর্য্যকর্ম্মাণঃ (ঐশ্বর্য্যার্থবোধক)।

বজ্রনামসমূহের পরে ইরজ্যতি, পত্যতে প্রভৃতি যে চারিটী ধাতু অর্থাৎ ধাত্বর্থপ্রকাশক শব্দ অভিহিত হইয়াছে (নিঃ ২।২১) তাহারা ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ প্রভুত্বকরণের অর্থ প্রকাশ করে।

ঈশ্বরনামান্যুত্তরাণি চত্বারি ॥ ১৫ ॥

উত্তরাণি (পরবর্ত্তী) চত্বারি (চারিটী নাম) ঈশ্বরনামানি (ঈশ্বরনাম)।

ঐশ্বর্য্যার্থক ধাতুসমূহের অর্থাৎ ধাত্বর্থপ্রকাশক শব্দসমূহের পরে রাজ্ঞী,[২] অর্য্য প্রভৃতি চারিটী ঈশ্বর নাম অর্থাৎ প্রভুবাচক-শব্দ (নিঃ ২।২২) অভিহিত হইয়াছে।

তত্রেন ইত্যেতৎ সনিত ঐশ্বর্য্যেণেতি বা সনিতমনেনৈশ্বর্য্যমিতি বা ॥ ১৬ ॥

তত্র (ঈশ্বরনামসমূহের মধ্যে) ইনঃ ইতি এতৎ ('ইন' এই নাম) [অস্তি] (আছে); [ইনঃ] (ইন) ঐশ্বর্য্যেণ (ঐশ্বর্য্যের দ্বারা) সনিতঃ (সংযুক্ত) ইতি বা (হয় ইহা), অনেন (এতৎকর্ত্তৃক) ঐশ্বর্য্যম্ (ঐশ্বর্য্য) সনিতম্ (প্রদত্ত) ইতি বা (আর না হয় ইহা)।

ঈশ্বরনামসমূহের মধ্যে 'ইন' একটী নাম। সংভক্ত্যর্থক 'সন্' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি।[৩] ইন (ঈশ্বর বা প্রভু) ঐশ্বর্য্যের দ্বারা সনিত (সংভক্ত বা সংযুক্ত) হয়েন—তাঁহার প্রভূত ঐশ্বর্য্য থাকে; অথবা ইন অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিকর্ত্তৃক ঐশ্বর্য্য সনিত (সংভক্ত বা বিভক্ত) হয়—তিনি পাঁচজনের মধ্যে ঐশ্বর্য্য বিভাগ করিয়া দেন।

অনুবাদ—ঈশ্বরনামসমূহের মধ্যে 'ইন' একটী নাম; ইন ঐশ্বর্য্যের দ্বারা সনিত (সংযুক্ত) অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যসমন্বিত হয়েন, অথবা এতৎকর্ত্তৃক ঐশ্বর্য্য সনিত (বিভক্ত) হয়।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। ভুবস্তে কুৎসঃ সখ্যে নিকামঃ (ঋ—৪।১৬।১০), শাসি কুৎসেন সরথমবস্যুঃ (ঋ—৪।১৬।১১), বজ্রেণ বজ্রী নিজঘান শুষ্ণম্ (ঋ—৫।৩২।৪), ইত্যাদি দ্রষ্টব্য; রাজর্ষি কুৎস ছিলেন রুরুনামক রাজর্ষির পুত্র; তিনি শত্রুহননে সমুৎসুক হইয়াছিলেন কিন্তু নিজে ছিলেন অশক্ত। তিনি ইন্দ্রের সহায়তা প্রার্থনা করিলে ইন্দ্র তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহার শত্রুগণের বধ সাধন করেন (ঋ—৪।১৬।১০ সায়ণভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

২। রাজ্ঞী স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ; রাজ্+ইন্—বিবাৎ ঙীব্ (দেবরাজ)।

৩। বৈয়াকরণের মতে 'ইন্' ধাতু হইতে (উ ২৮২)।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১

যত্রা সুপর্ণা অমৃতস্য ভাগমনিমেষং বিদথাভিস্বরন্তি।
ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ স মা ধীরঃ পাকমত্রাবিবেশ ॥ ১ ॥
(ঋ—১।১৬৪।২১)

যত্রা[১] (যত্র—যে আদিত্যমণ্ডলে) [স্থিতাঃ] (অবস্থিত) সুপর্ণাঃ (সুন্দরগতি রশ্মিগণ) বিদথা (কর্ত্তব্যজ্ঞানে) অনিমেষং (নিমেষরহিত ভাবে) অমৃতস্য (অমৃতের অর্থাৎ উদকের) ভাগম্ (ভাগ) অভিস্বরন্তি (শোষণ করে), [তত্র স্থিতঃ] (সেই আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত) বিশ্বস্য ভুবনস্য (সমস্ত ভুবনের) ইনঃ (প্রভু) গোপাঃ (রক্ষক) ধীরঃ (ধীমান্) সঃ (আদিত্য) পাকং (পক্বব্যবুদ্ধি অর্থাৎ অপক্কবুদ্ধি) মা (মাং—আমাকে) অত্র (এই স্থলে অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলে) আবিবেশ (আবেশয়তু[২]—প্রবিষ্ট করুন)।

'ইন' শব্দের প্রভুবাচিত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এই মন্ত্র উদ্‌ধৃত হইয়াছে।[৩]

অনুবাদ—যে আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত সুন্দরগতি রশ্মিগণ কর্ত্তব্যবোধে অনিমেষভাবে উদকের ভাগ শোষণ করে, সেই আদিত্যমণ্ডলস্থায়ী সমস্ত ভুবনের প্রভু রক্ষক ধীমান্ আদিত্য অপক্কবুদ্ধি আমাকে এই স্থানে (আদিত্যমণ্ডলে) প্রবেশ দান করুন।

যত্র সুপর্ণাঃ সুপতনা আদিত্যরশ্ময়ঃ ॥ ২ ॥

যত্রা সুপর্ণাঃ—যত্র সুপর্ণাঃ; সুপর্ণাঃ—সুপতনাঃ আদিত্যরশ্ময়ঃ[৪]—সুন্দরগতি আদিত্য-রশ্মিসমূহ। আদিত্যরশ্মিসমূহের আগমনে অন্ধকার বিদূরিত হয়—ইহাই তাহাদের গতির সৌন্দর্য্য।[৫]

অমৃতস্য ভাগমুদকস্য ॥ ৩ ॥

'অমৃতস্য ভাগম্' এই স্থলে, অমৃতস্য—উদকস্য (জলের); উদক প্রাণিগণের জীবনহেতু বলিয়া অথবা অমরণধর্ম্মা (বিনাশরহিত) বলিয়া অমৃত।[৬]

১। যত্রা=যত্র (পাঃ ৬।৩।১৩৩)।

২। লোডর্থে লিট্ বৈদিক (পাঃ ৩।৪।৬)।

৩। অধুনা মন্ত্রমপি ব্যাচষ্টে যস্মিন্নেতদীশ্বরনাম ইন ইতি (দুঃ)।

৪। সুপর্ণ রশ্মির নাম (নিঃ ১।৫)।

৫। শোভনমর্থমুদ্দিশ্য তমোহপঘাতলক্ষণং পতন্তি (দুঃ)।

৬। প্রাণিনাং জীবনহেতুত্বাদমৃতসদৃশস্য অমরণধর্ম্মণো বা ভৌমরসলক্ষণস্যোদকস্য (দুঃ বাং)।

অনিমিষন্তঃ ॥ ৪ ॥

'অনিমেষম্' ইহার অর্থ, অনিমিষন্তঃ (নিমেষ রহিত হইয়া অর্থাৎ অতি আগ্রহের সহিত অথবা অনবরতভাবে)।[১]

বেদনেন ॥ ৫ ॥

বিদথা—বেদনেন (জ্ঞানের সহিত); 'বিদথ' শব্দের তৃতীয়ার একবচনে বিদথা (পাঃ ৭।১।৩৯); 'বিদ্' ধাতুর উত্তর 'অথ' প্রত্যয়ে (উ ৩৯৫ দ্রষ্টব্য) 'বিদথ' শব্দ নিষ্পন্ন; 'বিদথ' শব্দের অর্থ বিজ্ঞান (নিঃ ৪।৩); জলশোষণরূপ কর্ম্ম আমাদের কর্ত্তব্য এই বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিতেই যেন আদিত্যরশ্মিসমূহ প্রবর্ত্তিত হয়।[২]

অভিস্বরন্তীতি বাভিপ্রযন্তীতি বা ॥ ৬ ॥

অভিস্বরন্তি ইতি বা (হয় অভিস্বরণ অর্থাৎ শোষণ করে) অভিপ্রযন্তি ইতি বা (আর না হয় অভিমুখে গমন করে)।

মন্ত্রে 'অভিস্বরন্তি' এই ক্রিয়া পদ আছে; 'অভিস্বরন্তি' পদের অর্থ 'অভিস্বরন্তি' ইহা বলায় 'স্বৃ' ধাতুর অর্থের দ্বারা অভিস্বরন্তি পদের অর্থ নির্ণীত হইতে পারে, ইহাই সূচিত হইতেছে। 'স্বৃ' ধাতুর অর্থ—উপতাপ; কাজেই ধাত্বর্থ বিবেচনায় 'অভিস্বরন্তি' পদের অর্থ হইবে অভিস্বরণ করে অর্থাৎ উপতাপ জন্মায় বা শোষণ করে।[৩] অথবা 'স্বৃ' ধাতু নিঘণ্টুতে গত্যর্থ ধাতুর মধ্যে পঠিত;[৪] কাজেই 'অভিস্বরন্তি' পদের অর্থ হইবে 'অভিপ্রযন্তি' (অভিমুখে গমন করে)। 'অভিস্বরন্তি' পদের অর্থ 'অভিপ্রযন্তি' করিলে 'ভাগম্ অভিস্বরন্তি' ইহার অন্বয় করিতে হইবে 'ভাগম্ আদায় অভিস্বরন্তি' (ভাগ গ্রহণ করিয়া আদিত্যমণ্ডলাভিমুখে গমন করে)—এই ভাবে।[৫]

ঈশ্বরঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং গোপায়িতাদিত্যঃ ॥ ৭ ॥

ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ—ঈশ্বরঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং গোপায়িতা আদিত্যঃ (সমস্ত প্রাণিবর্গের প্রভু এবং রক্ষক আদিত্য); ইনঃ=ঈশ্বরঃ, বিশ্বস্য ভুবনস্য—সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ (সমস্ত প্রাণিবর্গের), গোপাঃ=গোপায়িতা (রক্ষক)।

১। মহত্তাদবেণ সাতত্যেন বেত্যর্থঃ (স্ক ষাঃ)।

২। অস্মাভিঃ কর্ত্তব্যং রসাদানাদিলক্ষণং কর্ম্মেত্যভিস্বরন্তি (দুঃ)।

৩। স্বৃ শব্দোপতাপয়োঃ, অভিতপন্তীত্যর্থঃ (দুঃ); স্বৃ শব্দোপতাপয়োঃ, আভিমুখ্যেনোপতাপয়ন্তি শোষয়ন্তীত্যর্থ (স্কঃ ষাঃ)।

৪। নিঃ ২।১৪ দ্রষ্টব্য।

৫। ভাগমিতি দ্বিতীয়া শ্রুতেরাদায়েতি শেষঃ; যস্মিন্নাদিত্যমণ্ডলে উদকভাগং স্বং রসমাদায় গচ্ছন্তীত্যর্থ, (স্কঃ ষাঃ)।

স মা ধীরঃ পাকমত্রাবিবেশেতি ধীরো ধীমান্, পাকঃ পক্তব্যো ভবতি, বিপক্বপ্রজ্ঞ আদিত্যঃ ॥ ৮ ॥

স মা ধীরঃ পাকমত্রাবিবেশ—ইতি (এই বাক্যে), ধীরঃ—ধীমান্ (প্রজ্ঞাসম্পন্ন) পাকঃ ('পাক' এই শব্দ) পক্তব্যঃ ভবতি (পক্তব্য অর্থাৎ যাহা পরিপক্ব হইবে, এই অর্থে প্রযুক্ত হয়); আদিত্যঃ (আদিত্য) বিপক্বপ্রজ্ঞঃ (পরিপক্ববুদ্ধি)।

'পাক' শব্দের অর্থ পক্তব্য অর্থাৎ পক্তব্যপ্রজ্ঞ [1]—যাহার প্রজ্ঞা পরিপক্ব হয় নাই, পরে হইবে অর্থাৎ অপরিপক্ব বুদ্ধি; স্তোতা বলিতেছেন—আমি অপরিপক্ববুদ্ধি, আদিত্য দেবতা কিন্তু বিপক্বপ্রজ্ঞ অর্থাৎ পরিপক্ববুদ্ধি—তিনি সম্যক্ প্রজ্ঞাবিশিষ্ট।[2]

ইত্যুপনিষদ্বর্ণো ভবতি ॥ ৯ ॥

ইতি (ইহা) উপনিষদ্বর্ণঃ ভবতি (উপনিষদ্ভাবের বর্ণনা)।

এই মন্ত্রে দেবলোক প্রাপ্তির প্রার্থনা আছে; সুকৃতী-পুরুষ দেবলোক প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া উপনিষদে বর্ণিত আছে। কাজেই এই মন্ত্রের তাৎপর্য্যের সহিত উপনিষদের বর্ণনার সাদৃশ্য আছে বলিতে পারা যায়।[3]

অনুবাদ—এই মন্ত্রে উপনিষদ্ভাবের বর্ণনা আছে।

ইত্যধিদৈবতম্ ॥ ১০ ॥

ইতি (ইহা) অধিদৈবতম্ (দেবতাবিষয়ে)।[4]

মন্ত্রের যে অর্থ প্রদত্ত হইল তাহা দেবতাবিষয়ে অর্থাৎ যাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে তিনি দেবতা এই জ্ঞানে; যাঁহারা অভ্যুদয়ার্থী তাঁহাদের পক্ষে দেবতাপরিজ্ঞান, দেবলোকে স্থানপ্রাপ্তি এবং দেবসাযুজ্য লাভই জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

অথাধ্যাত্মম্ ॥ ১১ ॥

অথ (তৎপরে) অধ্যাত্মম্ (আত্মবিষয়ে) [মন্ত্রের অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে]।

যত্র সুপর্ণাঃ সুপতনানীন্দ্রিয়াণি ॥ ১২ ॥

যত্র (যস্মিন্ শরীরে—যে শরীরে) [স্থিতাঃ] (অবস্থিত) সুপর্ণাঃ—সুপতনানি (সুন্দর গতি) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ)।

ইন্দ্রিয়গণ শরীরে অবস্থিত; তাহারা সুন্দর গতি—বিষয়াভিমুখে সহজে গমন করে।

১। পাকঃ পক্তব্যঃ পক্তব্যপ্রজ্ঞঃ (দুঃ)। ২। বিপক্বপ্রজ্ঞঃ সম্যগ্দর্শনঃ (দুঃ)।

৩। উপনিষদ্ভাবেন বর্ণ্যত ইতি উপনিষদ্বর্ণঃ; এবময়মুপনিষদ্বর্ণো মন্ত্রো ভবতীতি (দুঃ)। সুকৃতিনাং হি তৎস্থানম্, তেন তত্রপ্রাপণমর্থাত ইত্যুপনিষদ্বর্ণঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। অধিদৈবতম্—বিজ্ঞাতর্থেঽব্যয়ীভাবঃ দেবতাশ্রামিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

অমৃতস্য ভাগং জ্ঞানস্যানিমিষন্তো বেদনেনাভিস্বরন্তীতিবাভিপ্রয়ন্তীতি বা ॥ ১৩ ॥

অমৃতস্য—জ্ঞানস্য (জ্ঞানের) ভাগং (রূপাদিরূপ স্ব স্ব অংশ) অনিমিষন্তঃ (অনিমেষ হইয়া অর্থাৎ অনবরত ভাবে) বেদনেন (বিজ্ঞানের দ্বারা) অভিস্বরন্তি (উপতাপয়ন্তি—উপতাপিত বা প্রদীপ্ত করে) ইতি বা (হয় ইহাই অর্থ), অমৃতস্য ভাগম্ [আদায়] বেদনেন অভিপ্রয়ন্তি (জ্ঞানের রূপাদিরূপ স্ব স্ব অংশ গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়ক বিজ্ঞানের সহিত বুদ্ধির অভিমুখে গমন করে) ইতি বা (আর না হয় ইহাই অর্থ)।

অধ্যাত্ম পক্ষে 'অমৃতস্য ভাগম্' ইহার অর্থ হইবে জ্ঞানের ভাগ অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়ের (যদ্বিষয়ে জ্ঞান হয় তাহার) অংশ ;[১] চক্ষুরিন্দ্রিয় জ্ঞেয়বিষয় রূপকে বিজ্ঞানের দ্বারা প্রদীপ্ত করে অর্থাৎ রূপকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করে, শ্রোত্রেন্দ্রিয় জ্ঞেয়বিষয় শব্দকে বিজ্ঞানের দ্বারা প্রদীপ্ত করে অর্থাৎ শব্দকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করে, ইত্যাদি। 'অভিস্বরন্তি' পদের অর্থ 'অভিপ্রযন্তি'ও করা যাইতে পারে ; তাহা হইলে অন্বয় করিতে হইবে 'অমৃতস্য জ্ঞানস্য ভাগম্ আদায় বেদনেন অভিপ্রয়ন্তি'—ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানের ভাগ অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়ের স্ব স্ব অংশ গ্রহণ করিয়া বিষয়বিজ্ঞানের সহিত যুক্ত হইয়া বুদ্ধির অভিমুখে গমন করে ;[২] কোনও বাহ্যবস্তু আমাদের বুদ্ধির বিষয়ীভূত হয় তখনই, যখন ইন্দ্রিয় বিষয়াভিমুখে গমন করে, তদাকারে আকারিত হয় এবং তাহাতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ে।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং গোপায়িতাত্মা ॥ ১৪ ॥

ইনঃ=ঈশ্বরঃ, বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ—সর্ব্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং গোপায়িতা (সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রক্ষক), আত্মা (পরমাত্মা)।

যে শরীরে ইন্দ্রিয়গণ অবস্থিত সেই শরীরেই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের রক্ষক পরমাত্মা অবস্থান করেন। 'যত্র সুপতনানি ইন্দ্রিয়াণি তত্র যোঽবস্থিতঃ ঈশ্বরঃ ইনঃ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং গোপায়িতা আত্মা'—এইরূপ অন্বয়।

'স মা ধীরঃ পাকমত্রাবিবেশে'তি ধীরো ধীমান্ পাকঃ পক্তব্যো ভবতি,
বিপক্কপ্রজ্ঞ আত্মা ॥ ১৫ ॥

'স মা ধীরঃ পাকমত্রাবিবেশ'—ইতি (এই বাক্যে) ধীরঃ=ধীমান্ (প্রজ্ঞাবান্, সর্ববিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ), পাকঃ ('পাক' এই শব্দ) পক্তব্যঃ ভবতি ('যাহা পরিপক্ক হইবে' এই অর্থে প্রযুক্ত হয়); আত্মা (পরমাত্মা) বিপক্কপ্রজ্ঞঃ (পরিপক্কজ্ঞান)।

১। জ্ঞানস্য ভাগং ভজনীয়ং স্বং স্বং রূপাদিলক্ষণমংশম্ (দুঃ); অমৃতস্য রূপাদের্জ্ঞেয়স্য বিষয়স্য ভাগং স্বং স্বমংশং—চক্ষু রূপং শ্রোত্রং শব্দং ঘ্রাণাদীনি গন্ধাদীনি (শঃ ভাঃ)।

২। অথবা অভিস্বরন্তি বুদ্ধিমাভিমুখ্যেন বিষয়বিজ্ঞানমাদায় বাহ্যপ্রত্যয়াধানার্থং স্বরন্তি গচ্ছন্তীত্যর্থঃ (দুঃ)।

অধিদৈবতপক্ষে 'পাক' শব্দের অর্থ পক্তব্য অর্থাৎ অপবিপক্কবুদ্ধি, অধ্যাত্মপক্ষেও তাহাই; অধ্যাত্মপক্ষে ধীর শব্দের অর্থ ধীমান্ অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন—সর্ব্বজ্ঞ (আত্মার বিশেষণ); জীবের প্রজ্ঞা অপরিপক্ক—জীব কিঞ্চিজ্জ্ঞ, পরমাত্মা কিন্তু পরিপক্কপ্রজ্ঞ—তাঁহার জ্ঞান পরিপূর্ণ, তিনি জ্ঞানময়, তিনি সর্ব্বজ্ঞ। স মা (মাম্) আবিবেশ (আবিশতু)—তিনি আমাতে আবিষ্ট হউন, অর্থাৎ তিনি আমার নিকট প্রকাশিত হউন, আমি যেন তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারি।[১]

ইত্যাত্মগতিমাচষ্টে ॥ ১৬ ॥

ইতি (এই ভাবে) [মন্ত্রঃ] (এই মন্ত্র) আত্মগতিম্ (আত্মজ্ঞান) আচষ্টে (প্রখ্যাপিত করে)।[২]

এই ভাবে ব্যাখ্যা করিলে মন্ত্রটী আত্মজ্ঞান-প্রকাশক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। আবিশতু—মম প্রকাশীভবত্বিত্যর্থঃ (স্কঃ খাঃ); দুর্গাচার্য্যের মতে—'অনুগ্রহ বুদ্ধিতে আমার মধ্যে আবিষ্ট হউন অর্থাৎ আমাকে অনুগৃহীত করুন' (মামাবিবেশ আবিশতু অনুগ্রাহ্যতয়া, স মামন্ত্রৈবাবস্থিতোঽনুগৃহ্ণাত্বিত্যর্থঃ)।

২। এবমযমনাত্মবিজ্ঞানমাচষ্টে মন্ত্রঃ (দুঃ)।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বহুনামান্যুত্তরাণি দ্বাদশ ॥ ১ ॥

'ঈশ্বর' নামের পরে উরু, তুবি, পুরু প্রভৃতি দ্বাদশ 'বহু'-বাচক নাম (নিঃ ৩।১) অভিহিত হইয়াছে।

বহু কস্মাৎ প্রভবতীতি সতঃ ॥ ২ ॥

বহু কস্মাৎ ('বহু' শব্দ কোথা হইতে হইল)? প্রভবতি ইতি (প্রভূত হয় অথবা সকলকে অনুগ্রহ করিতে সমর্থ হয়), সতঃ (ভবতেঃ—ভূ ধাতু হইতে কর্তৃবাচ্যের প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন, নিরু ১।৬।৩ দ্রষ্টব্য)।

ভূ ধাতু হইতে 'বহু' শব্দের নিষ্পত্তি। বহু সকলের অনুগ্রহবিধানে সমর্থ হয়; যাহা বহু সকলকেই তাহা দেওয়া যাইতে পারে, সকলেই তাহা দ্বারা অনুগৃহীত হয়; (নিরু ২।৭ দ্রষ্টব্য)।

হ্রস্বনামান্যুত্তরাণ্যেকাদশ ॥ ৩ ॥

'বহু' নামের পরে ঋহন্, নিম্বৃম প্রভৃতি একাদশ হ্রস্ব-বাচক নাম (নিঃ ৩।২) অভিহিত হইয়াছে।

হ্রস্বো হ্রসতেঃ ॥ ৪ ॥

'হ্রস্ব' শব্দ 'হ্রস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'হ্রস্' ধাতু শব্দার্থক হইলেও এখানে ইহার অর্থ 'ন্যূন হওয়া'।[1]

মহন্নামান্যুত্তরাণি পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ৫ ॥

'হ্রস্ব'নামের পরে মহৎ,[2] ব্রধ্ন প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি মহৎ-বাচক নাম (নিঃ ৩।৩) অভিহিত হইয়াছে।

মহান্ কস্মান্মানেনান্যাঞ্জহাতীতি শাকপূণিঃ ॥ ৬ ॥

মহান্ কস্মাৎ ('মহৎ' এই নাম কোথা হইতে হইল)? মানেন (পরিমাণের দ্বারা) অন্যান্ (হ্রস্বতর পদার্থসমূহকে)[3] জহাতি (অতিক্রম করে) ইতি শাকপূণিঃ (আচার্য্য শাকপূণি ইহা বলেন)।

১। হ্রসতিঃ শব্দার্থে পঠিতঃ, তথাপ্যত্র ন্যূনার্থে বর্ত্ততে। দেবরাজ)।

২। 'মহঃ' এইরূপ পাঠও আছে।

৩। অন্যান্ হ্রস্বান্ (দুঃ)।

আচার্য্য শাকপূণির মতে 'মান+হা' ধাতু হইতে 'মহৎ' শব্দের নিষ্পত্তি;[১] মহৎ-পদার্থ স্বীয় পরিমাণের দ্বারা অন্য অর্থাৎ হ্রস্বতর পদার্থসমূহকে অতিক্রম করে।[২]

মংহনীয়ো ভবতীতি বা ॥ ৭ ॥

মংহনীয়ঃ ভবতি (পূজনীয় হয়) ইতি বা (ইহাও বা 'মহৎ' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে)।

আচার্য্য যাস্ক মনে করেন পূজার্থক 'মংহ' ধাতু হইতেও 'মহৎ' শব্দের নিষ্পত্তি (উ ২৪১ দ্রষ্টব্য) হইতে পারে; যাহা মহান্ তাহা পূজনীয় হয়।

তত্র ববক্ষিথ বিবক্ষস ইত্যেতে বক্তের্বা বহতে র্বা সাভ্যাসাৎ ॥ ৮ ॥

তত্র ('মহৎ' নামসমূহের মধ্যে) ববক্ষিথ বিবক্ষসে ইতি এতে ('ববক্ষিথ' এবং 'বিবক্ষসে' এই পদদ্বয়) সাভ্যাসাৎ (অভ্যস্ত) বক্তে র্বা বহতে র্বা ('বচ্' ধাতু অথবা 'বহ' ধাতু হইতে) [নিষ্পন্নে] (নিষ্পন্ন)।

মহৎ বাচক শব্দসমূহের মধ্যে 'ববক্ষিথ' 'বিবক্ষসে' এই দুইটী পদ আছে; ইহারা আখ্যাত পদ এবং ইহাদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ঋগ্বেদের দুইটী মন্ত্রে (১।৮১।৫, ১০।২১।১)। উভয় পদই অভ্যস্ত 'বচ্' ধাতু অথবা অভ্যস্ত 'বহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ইহাদের অর্থ 'বলিতে অর্থাৎ অনুশাসন করিতে বা বহন করিতে ইচ্ছা করিতেছ অথবা, অনুশাসন বা বহন করিতেছ।'[৩] যিনি অনুশাসন করিতে পারেন অথবা বহন করিবার সামর্থ্য যাঁহার আছে, তিনি মহান্;[৪] 'বিবক্ষিথ' এবং 'বিবক্ষসে' এই দুইটী আখ্যাতের কর্তৃপদের সহিত মহত্ত্বের সম্বন্ধ আছে। অথবা ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ 'বচ্' এবং 'বহ্' ধাতুর অর্থ 'মহান্ হওয়া'; 'বিবক্ষিথ' এবং 'বিবক্ষসে'—ইহাদের অর্থ 'মহান্ হইতেছ'।[৫] মহত্ত্বের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্বন্ধবশতঃই মহৎ-বাচক শব্দসমূহের মধ্যে 'বিবক্ষিথ' এবং 'বিবক্ষসে' এই দুইটী আখ্যাতপদের সন্নিবেশ হইয়াছে।[৬]

অনুবাদ—মহৎ-বাচক শব্দসমূহের মধ্যে 'বিবক্ষিথ' এবং 'বিবক্ষসে' এই দুইটী আখ্যাত পদ অভ্যস্ত 'বচ্' ধাতু অথবা 'বহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

১। মানশব্দাজ্জহাতেশ্চেতি শাকপূণিঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। স্বগুণেন পরিমাণেনান্যান্ যদপেক্ষমস্য মহত্ত্বং তান্ জহাতি অতিক্রামতি (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। অনুশাসিতুং বোঢ়ুং বেচ্ছসি অনুশাসসি বহসি বেত্যর্থঃ, অতিশয়বতঃ সামর্থ্যান্মহান্মসি (স্কঃ স্বাঃ)।
ববক্ষিথ—একবচনস্য স্থানে বহুবচনম্ (দেবরাজ)।

৪। যোঽন্তি বিশং বক্তুং বোঢুং বা সমর্থঃ মহানসৌ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। উপাধ্যায়স্ত্বাহ অনেকার্থত্বাদ্ধাতূনাং মহত্ত্বেঽর্থস্য বক্তে র্বা বহতে র্বা সাভ্যাসস্যৈবং রূপম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৬। অতিশয়বতো বচনাদ্বহনাদ্বা মহত্ত্বস্যাপি প্রতীতেঃ মহন্নামসূপপন্নঃ পাঠঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

গৃহনামান্যুত্তরাণি দ্বাবিংশতিঃ ॥ ৯ ॥

'মহৎ'নামসমূহের পরে গয়, কৃদর, গর্ত্ত প্রভৃতি বাইশটী গৃহনাম (নিঃ ৩।৪) অভিহিত হইয়াছে।

গৃহাঃ কস্মাদ্ গৃহ্ণন্তীতি সতাম্ ॥ ১০ ॥

গৃহাঃ ('গৃহ' শব্দ) কস্মাৎ (কোথা হইতে হইল)? গৃহ্ণন্তি ইতি (যেহেতু গ্রহণ করে), সতাং (গৃহ্নাতেঃ—'গ্রহ্' ধাতু হইতে কর্ত্তৃবাচ্যের প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন)।

গ্রহণার্থক 'গ্রহ্' ধাতু হইতে 'গৃহ' শব্দের নিষ্পত্তি। গৃহ আহৃত সমস্ত বস্তু গ্রহণ করে, সহজে পূর্ণ হয় না।[১] 'গৃহ্ণন্তি' পদটী কর্ত্তৃবাচ্যের পদ বলিয়া 'গৃহ' শব্দ কর্ত্তৃবাচ্যের প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন, ইহা সূচিত হইতেছে 'সতাম্' এই পদের দ্বারা; 'গৃহাঃ' বহুবচন বলিয়া 'সতাম্' ও বহুবচন; 'গৃহং কস্মাৎ' এই ভাবে আরম্ভ হইলে 'গৃহ্নাতীতি সতঃ' এইরূপ হইত।[২] 'সৎ' শব্দের ষষ্ঠীর প্রয়োগের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিরু ১।৬।৩ দ্রষ্টব্য।

পরিচরণকর্ম্মাণ উত্তরে ধাতবো দশ ॥ ১১ ॥

উত্তরে (পরবর্ত্তী) দশ ধাতবঃ (দশটী ধাতু) পরিচরণকর্ম্মাণঃ (পরিচর্য্যার্থক)।

'গৃহ' নামসমূহের পরে ইরজ্যতি, বিধেম, সপর্য্যতি প্রভৃতি যে দশটী ধাতু অর্থাৎ ধাত্বর্থ প্রকাশক শব্দ অভিহিত হইয়াছে (নিঃ ৩।৫), তাহারা পরিচর্য্যা ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে।

সুখনামান্যুত্তরাণি বিংশতিঃ ॥ ১২ ॥

পরিচর্য্যার্থক ধাতুসমূহের অর্থাৎ ধাত্বর্থপ্রকাশক শব্দসমূহের পরে শিম্বাতা, শতরা, শাতপন্তা প্রভৃতি বিংশতি সুখনাম (নিঃ ৩।৬) অভিহিত হইয়াছে।

সুখং কস্মাৎ সুহিতং খেভ্যঃ ॥ ১৩ ॥

সুখং কস্মাৎ ('সুখ' এই নাম কোথা হইতে হইল)? খেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়হেতুক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া) সুহিতম্ (পুরুষে সুষ্ঠু অবস্থিত)।

'খেভ্যঃ' এই স্থলে পঞ্চমী—হেতুতে; ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষে সুখ উৎপন্ন হয়, কাজেই ইন্দ্রিয়ের হেতুতা আছে।[৩] সুখ আত্মধর্ম্ম, কাজেই সুখ পুরুষে সুহিত (সুষ্ঠু অবস্থিত) বলা যাইতে পারে।[৪] সুহিত+খ=সুখ।

১। তে হি যাবদেব কিঞ্চিদাহ্রিয়তে তৎ সর্ব্বমেব গৃহ্ণন্তি ন পূরয়ন্তি (দুঃ); যাবদ্বা প্রক্ষিপ্যতে তৎ সর্ব্বমেব গৃহ্ণন্তি ন পূর্য্যন্তে (স্কঃ স্বাঃ)।

২। সতামিতি ভেদেন প্রক্রমাত্তেনৈব কারকাবধারণম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। ইয়ং হেতৌ পঞ্চমী, ইন্দ্রিয়বিষয়সন্নিকর্ষজং সুখং হেতুত্বাদুপপন্নত ইন্দ্রিয়াণাং হেতুতা (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। হিতং বা পুরুষে, আত্মধর্ম্মত্বাৎ সুখাদীনাম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

খং পুনঃ খনতেঃ ॥ ১৪ ॥

খং ('খ' এই শব্দ) পুনঃ (আবার) খনতেঃ ('খন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'পুনঃ' শব্দ বাক্যালঙ্কারে, ইহার বিশেষ কোনও অর্থ নাই। অবদারণার্থক 'খন্' ধাতু হইতে 'খ' শব্দের নিষ্পত্তি; খ (ইন্দ্রিয়) অবদীর্ণ—ইন্দ্রিয়ায়তন চক্ষুঃ; কর্ণ প্রভৃতি সচ্ছিদ্র (বিবরযুক্ত)।[১] অথবা 'খন্' ধাতু উৎপূর্বক বুঝিতে হইবে; ইন্দ্রিয়নিমিত্তক গ্রাম্যসুখে প্রবৃত্তি ব্রহ্মপ্রাপ্তিজনিত সুখের দ্বারা উৎখাত হয়।[২]

রূপনামান্যুত্তরাণি ষোড়শ ॥ ১৫ ॥

'সুখ'নামের পরে নির্ণিক্, বব্রি, বর্পস্ প্রভৃতি ষোড়শ রূপনাম (নিঃ ৩।৭) অভিহিত হইয়াছে।

রূপং রোচতেঃ ॥ ১৬ ॥

'রূপ' শব্দ 'রুচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'রুচ্' ধাতুর অর্থ 'দীপ্তি পাওয়া'; রূপ দীপ্তি পায় (নিরু ২।৩।২ দ্রষ্টব্য)।

প্রশস্যনামান্যুত্তরাণি দশ ॥ ১৭ ॥

'রূপ'নামের পরে অপ্রেমাঃ [অপ্রেনন্], অনেমাঃ [অনেনন্], অনেন্দ্যঃ [অনিন্দ্য] প্রভৃতি দশটী প্রশস্যনাম (নিঃ ৩.৮) অভিহিত হইয়াছে; 'প্রশস্য' শব্দের অর্থ 'প্রশংসার যোগ্য'।

প্রজ্ঞানামান্যুত্তরাণ্যেকাদশ ॥ ১৮ ॥

'প্রশস্য' নামের পরে, কেত, কেতু, চেতস্ প্রভৃতি একাদশ প্রজ্ঞানাম (নিঃ ৩।৯) অভিহিত হইয়াছে।

সত্যনামান্যুত্তরাণি ষট্ ॥ ১৯ ॥

'প্রজ্ঞা'নামের পরে বট্, শ্রৎ, সত্রা প্রভৃতি ছয়টী সত্যনাম (নিঃ ৩।১০) অভিহিত হইয়াছে।

সত্যং কস্মাৎ সৎসু তায়তে সৎপ্রভবং ভবতীতি বা ॥ ২০ ॥

সত্যং কস্মাৎ ('সত্য' এই নাম কোথা হইতে হইল)? সৎসু (সজ্জনগণের মধ্যে) তায়তে (বিস্তার লাভ করে), বা (অথবা) সৎপ্রভবং ভবতি (সৎপ্রভব হয় অর্থাৎ সজ্জনগণ হইতে জন্মলাভ করে), ইতি (ইহা)।

১। অবদীর্ণমেব তস্য শ্রোত্রাদেঃ কর্ণাভ্যায়তনং ভবতি (দু°)।

২। অথবা খং পুনঃ খনতেরুৎপূর্বস্য, উৎখনতি বিনাশয়তি কিং? পরং ব্রহ্মপ্রাপ্তিসুখম্। কথম্? তদ্দ্বারেণ গ্রাম্যসুখপ্রবৃত্তেরযোগবলাৎ (স্কঃ বাঃ)।

'সত্য' শব্দ 'সৎ' শব্দপূর্ব্বক বিস্তারার্থক 'তায়' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; সজ্জনগণের মধ্যে সত্য বিস্তার লাভ করে। অথবা 'সৎ' শব্দের উত্তর 'তৎপ্রভব' এই অর্থ 'যৎ' প্রত্যয় করিয়া 'সত্য' শব্দের নিষ্পত্তি : সত্য সৎপ্রভব—বিনষ্ট ধর্ম্মের অনুগ্রাহক সজ্জনগণ, কাজেই সজ্জনগণ হইতে সত্য জন্মলাভ করে বলিতে পারা যায়।[১]

অষ্টা উত্তরাণি পদানি পশ্যতিকর্ম্মাণ ধাতবশ্চায়তিপ্রকৃতীনি চ নামান্যামিশ্রাণি ॥ ২১ ॥

[যানি] অষ্টৌ উত্তরাণি পদানি (পরবর্ত্তী যে আটটী পদ) [তেষু] (তাহাতে) পশ্যতিকর্ম্মাণঃ ধাতবঃ (দর্শনার্থক ধাতুসমূহ) চ (এবং) চায়তিপ্রকৃতীনি ('চায়্' ধাতু সমুৎপন্ন) নামানি (নামসমূহ) আমিশ্রাণি (সংসৃষ্ট)।

'সত্য' নামসমূহের পরে চিক্যৎ, চাকনৎ, আবক্ষ প্রভৃতি যে আটটী পদ (নিঃ ৩।১১) অভিহিত হইয়াছে, তাহারা দর্শনার্থক ধাতুসমূহের (ধাত্বর্থপ্রকাশক আখ্যাতসমূহের) এবং 'চায়্' ধাতু নিষ্পন্ন নামসমূহের মিশ্রণ অর্থাৎ এই আটটী পদের মধ্যে কয়েকটী পদ দর্শনার্থক আখ্যাত এবং কয়েকটী পদ 'চায়্' ধাতু নিষ্পন্ন নাম। চিক্যৎ বিচর্ষণি এবং বিশ্বচর্ষণি—ইহারা 'চায়্' ধাতু নিষ্পন্ন নাম, অবশিষ্ট কয়টী পদ দর্শনার্থক আখ্যাত। 'চায়্' ধাতুর অর্থও দর্শন করা ; কাজেই আটটী পদই দর্শনক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে। নিরুক্তের এতদংশের যে পাঠ আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহা স্কন্দস্বামিসম্মত। 'অষ্টা উত্তরাণি পদানি পশ্যতিকর্ম্মাণ উত্তরে ধাতবশ্চায়তিপ্রভৃতীনি চ নামান্যামিশ্রাণি', 'অষ্টা উত্তরাণি পদানি পশ্যতিকর্ম্মাণো ধাতবশ্চায়তি-প্রভৃতীনি চ নামান্যামিশ্রাণি'—এতাদৃশ পাঠও পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাহার কারণ, 'চায়তি' একটী নাম নহে ; বিশেষতঃ 'চায়তি' পদ নিঘণ্টু গ্রন্থে নাই।

নবোত্তরাণি পদানি সর্ব্বপদসমাম্নানায় ॥ ২২ ॥

উত্তরাণি (পরবর্ত্তী) নব পদানি (নয়টী পদ) সর্ব্বপদসমাম্নানায় (সর্ব্বপ্রকার পদের কথন নিমিত্ত)।

চিক্যৎ, চাকনৎ, আবক্ষ প্রভৃতি দর্শনার্থক পদসমূহের পরে দিকম্, শুকম্, সুকম্ প্রভৃতি যে নয়টী পদ অভিহিত হইয়াছে (নিঃ ৩।১২), তাহারা সর্ব্বপ্রকারের পদ যাহাতে প্রদর্শিত হয় তদুদ্দেশ্যে।[২] নাম, আখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাত ভেদে পদ চারি প্রকার, ইহা বলা হইয়াছে। নাম ও আখ্যাতের পরিচয় নিঘণ্টু গ্রন্থে বহু স্থলে আছে ; সর্ব্বপ্রকার পদ প্রদর্শন করিতে হইলে

১। যস্মাৎ তত্তো বিনষ্টধর্ম্মানুগ্রাহকা তে প্রভবো যস্ত (স্কঃ স্বাঃ)।

২। কথং নাম সর্ব্বং চতুর্ব্বিধং পদপ্রকারমেতস্মিন্ সমাম্নায়ে সমাম্নাতং স্যাদিত্যেবমর্থম্ (দুঃ) ; চত্বার্য্যপি পদজাতানি সমাম্নাতানি কথং স্যুরিতি (স্কঃ স্বাঃ)।

উপসর্গ এবং নিপাতের পরিচয়ও প্রদান করা আবশ্যক। হিকম্, নুকম্, সুকম্ প্রভৃতি যে নয়টী পদ অভিহিত হইয়াছে, তাহাতে উপসর্গ ও নিপাতের পরিচয় আছে। অভিহিত নয়টী পদের প্রত্যেকেই এক একটী নিপাত, প্রত্যেকেই দুইটী বা তিনটী পদের সংযোগে গঠিত এবং যাহাদের সংযোগে গঠিত তাহারাও উপসর্গ এবং নিপাত। কাজেই এই নয়টী পদের মধ্যে নিপাত এবং উপসর্গ এতদুভয়েরই পরিচয় আমরা প্রাপ্ত হই।[১] হিকম্—হি+কম্ (দুইটী নিপাতের সংযোগে নিপাতটী গঠিত); নুকম্—নু+কম্ (দুইটী নিপাতের সংযোগে নিপাতটী গঠিত); সুকম্—সু+কম্ (একটী উপসর্গ ও একটী নিপাতের সংযোগে নিপাতটী গঠিত); আহিকম্—আ+হি+কম্ (একটী উপসর্গ ও দুইটী নিপাতের সংযোগে নিপাতটী গঠিত)।

অথাত উপমা ॥ ২৩ ॥

অথ (এক্ষণে)[২] অতঃ (তৎপরে) উপমাঃ [ভবন্তি] (উপমা প্রদর্শিত হইতেছে)।

হিকম্, নুকম্, সুকম্ প্রভৃতি পদসমূহের পরে 'ইদম্ ইব' 'ইদং যথা' 'অগ্নির্ন যে' প্রভৃতি উপমাসমূহ (নিঃ ৩।১৩) অভিহিত হইয়াছে।

যদতত্তৎসদৃশমিতি গার্গ্যঃ ॥ ২৪ ॥

যৎ (যাহা) অতৎ ('তাহা' হইতে ভিন্ন) তৎসদৃশম্ (অথচ 'তাহার' সদৃশ) [তত্র উপমা] (সেই স্থলেই উপমা) ইতি গার্গ্যঃ (আচার্য্য গার্গ্য ইহা মনে করেন)।

কোনও বস্তু অপর কোনও বস্তু হইতে ভিন্ন হইয়া যদি তৎসদৃশ হয়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে উপমা হয়—সেই বস্তুটী অপর বস্তুর সহিত উপমিত হয়। খদ্যোত (জোনাকি পোকা) অগ্নি হইতে ভিন্ন, অথচ অগ্নির সহিত খদ্যোতের সাদৃশ্য আছে; কাজেই খদ্যোতকে অগ্নির সহিত উপমিত করা হয়—বলা হয়, 'অগ্নিরিব খদ্যোতঃ' (খদ্যোত অগ্নির ন্যায়)। ইহা আচার্য্য গার্গ্যের মত। (পরবর্ত্তী সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।

তদাসাং কর্ম্ম ॥ ২৫ ॥

তৎ (তাহা) আসাং (উপমানাং—উপমার) কর্ম্ম (অর্থ) [যৎ কস্যচিদন্যেন গুণপ্রকাশনম্] (অপর বস্তুর সাহায্যে যে কোনও বস্তুর গুণপ্রকটন)।

যাহার গুণ প্রসিদ্ধ আছে এইরূপ কোনও বস্তুর সাহায্যে যাহার গুণ প্রসিদ্ধ নহে এইরূপ বস্তুর যে গুণ প্রকাশ করা তাহাই বাস্তবিক উপমার অর্থ। চন্দ্রের আহ্লাদকত্ব-গুণ প্রসিদ্ধ আছে, মুখের আহ্লাদকত্ব-গুণ প্রসিদ্ধ নাই; 'চন্দ্র ইব মুখম্' (চন্দ্রের ন্যায় মুখ)—ইহা বলিয়া অর্থাৎ চন্দ্রের সাহায্যে (চন্দ্রকে উপমান করিয়া) মুখেরও আহ্লাদকত্ব-গুণ প্রকটিত হইল।

১। এবমেব হি নবধূ সমাম্নাতেষূভয়ে নিপাতোপসর্গা দর্শিতা ভবন্তি (দুঃ)।

২। অথ ইদানীম্ (দুঃ)।

নিরুক্তের এই অংশের ব্যাখ্যায় আমরা দুর্গাচার্য্যেরই অনুসরণ করিয়াছি।[১] 'যদতত্তৎসদৃশং তদাসাং কর্ম ইতি গার্গ্যঃ' স্কন্দস্বামী এইরূপ অন্বয়ের পক্ষপাতী। ইহা সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

জ্যায়সা বা গুণেন প্রখ্যাততমেন বা কনীয়াংসং বা প্রখ্যাতং বোপমিমীতে ॥ ২৬ ॥

গুণেন জ্যায়সা বা প্রখ্যাততমেন বা (গুণে শ্রেষ্ঠ অথবা প্রখ্যাততম বস্তুর সহিত) কনীয়াংসং বা অপ্রখ্যাতং বা উপমিমীতে (অনুৎকৃষ্ট অথবা অপ্রখ্যাত বস্তুকে উপমিত করা হয়)।

উপমান (যাহার সহিত উপমা করা হয়) এবং উপমেয় (যাহার উপমা করা হয়) এতদুভয়ের ধর্ম্ম প্রদর্শন করিতেছেন। উপমায় অনুৎকৃষ্ট বস্তুকে গুণে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বস্তুর সদৃশ অথবা অপ্রখ্যাত বস্তুকে প্রখ্যাততম বস্তুর সদৃশ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। সিংহ শৌর্য্যে উৎকৃষ্ট, মাণবক অনুৎকৃষ্ট; মাণবকের তুলনা হয় শৌর্য্যাংশে সিংহের সহিত—সিংহ ইব বিক্রান্তো মাণবকঃ। চন্দ্র আহ্লাদকত্বে অতি প্রখ্যাত, মাণবক অপ্রখ্যাত; মাণবকের তুলনা হয় কমনীয়ত্বাংশে চন্দ্রের সহিত—চন্দ্র ইব কান্তো মাণবকঃ। উপমান গুণে উৎকৃষ্ট হইবে, উপমেয় তদপেক্ষায় অনুৎকৃষ্ট হইবে; উপমান প্রখ্যাততম হইবে, উপমেয় তদপেক্ষায় অপ্রখ্যাত হইবে—ইহাই সাধারণ নিয়ম। জ্যায়সা বা গুণেন (উৎকৃষ্টেন গুণেন) কনীয়াংসং উপমিমীতে প্রখ্যাততমেন বা [বস্তুনা] অপ্রখ্যাতম্ উপমিমীতে—উৎকৃষ্ট গুণনিবন্ধন অনুৎকৃষ্ট বস্তুকে উৎকৃষ্ট বস্তুর সদৃশ বলিয়া বর্ণনা করা হয় অথবা অপ্রখ্যাত বস্তুকে প্রখ্যাত বস্তুর সদৃশ বলিয়া বর্ণনা করা হয়, দুর্গাচার্য্য এইরূপ ব্যাখ্যা করেন।

অনুবাদ—গুণে শ্রেষ্ঠ অথবা প্রখ্যাততম বস্তুর সহিত অশ্রেষ্ঠ অথবা অপ্রখ্যাত বস্তু উপমিত করা হয়।

অথাপি কনীয়সা জ্যায়াংসম্ ॥ ২৭ ॥

অথাপি (আর) কনীয়সা (অনুৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত) জ্যায়াংসম্ (উৎকৃষ্ট বস্তুকে উপমিত করা হয়)।

অনুৎকৃষ্ট বস্তু যে উপমান হয় না অর্থাৎ অনুৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত যে উৎকৃষ্ট বস্তুর তুলনা করা হয় না তাহা নহে। তবে ইহা বেদেই প্রসিদ্ধ।[২]

অনুবাদ—আর অশ্রেষ্ঠ বস্তুর সহিতও শ্রেষ্ঠ বস্তু উপমিত করা হয়।

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। স আসামুপমানামর্থো যদপ্রসিদ্ধতরগুণস্য কস্যচিৎ প্রসিদ্ধতরগুণেনান্যেন গুণপ্রকাশনম্।

২। তদেতচ্ছন্দস্যেব দ্রষ্টব্যম্ (দুঃ)।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

তনূত্যজেব তস্করা বনর্গূ রশনাভির্দশভিরভ্যধীতাম্ ॥ ১ ॥

(ঋ—১০।৪।৬)

তনূত্যজা (তনূত্যজৌ—স্বশরীরনিরপেক্ষ অর্থাৎ অসমসাহসিক) বনর্গূ (বনগামী) তস্করা ইব (তস্করৌ ইব—দস্যুদ্বয়ের ন্যায়) [অস্মদ্বাহূ] (আমার বাহুদ্বয়) দশভিঃ রশনাভিঃ (দশ অঙ্গুলির দ্বারা) অভ্যধীতাম্ (বধ্নীতঃ—বন্ধন করে)।

অশ্রেষ্ঠ বস্তুর সহিত যে শ্রেষ্ঠ বস্তু উপমিত হয় তাহার উদাহরণ বেদ হইতে প্রদর্শন করিতেছেন। উদ্ধৃত বৈদিক মন্ত্রার্দ্ধের অর্থ এই যে, শরীরের প্রতি মমতাহীন বনে সঞ্চরণকারী দস্যু যেরূপ পথিককে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করে, সেইরূপ আমার (অধ্বর্য্যুর) বাহুদ্বয় দশ অঙ্গুলির দ্বারা অগ্নিকে বন্ধন করে অর্থাৎ অগ্নিমন্থন করে—আদরের সহিত অরণি হইতে অগ্নিকে উৎপন্ন করে।[১] তস্কর অশ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ বাহুদ্বয়ের উপমা তাহার সহিত করা হইয়াছে। তনূত্যজা তস্করা=তনূত্যজৌ তস্করৌ (ঔ বিভক্তি স্থানে আ—পা ৭।১।৩৯)।

তনূত্যক্ তনূত্যক্তা ॥ ২ ॥

'তনূত্যজ্' শব্দ প্রথমার একবচনে 'তনূত্যক্, দ্বিবচনে 'তনূত্যজৌ'। তনূত্যক্=তনূত্যক্তা[২] (শরীরত্যাগকারী অর্থাৎ শরীরত্যাগে বা মৃত্যুতে যাহার ইতস্ততঃ নাই—অসমসাহসিক)।

বনর্গূ বনগামিনৌ ॥ ৩ ॥

বনর্গূ=বনগামিনৌ (বনে গমনকারী অর্থাৎ যাহারা বনমধ্যে সঞ্চরণ করে এবং সুযোগ পাইলেই পথিকগণের বধবন্ধন সাধন করে)। 'বনর্গু' শব্দের প্রথমার দ্বিবচনে 'বনর্গূ'।

অগ্নিমন্থনৌ বাহূ তস্করাভ্যাম্ উপমিমীতে ॥ ৪ ॥

অগ্নিমন্থনৌ বাহূ (অগ্নিমন্থনকারী বাহুদ্বয়) তস্করাভ্যাম্ উপমিমীতে (তস্করদ্বয়ের সহিত উপমিত হইয়াছে)।

১। অভি+ধা ধাতুর অর্থ বন্ধন ; অগ্নিকে বাহুদ্বয় দ্বারা বন্ধন করে অর্থাৎ উৎপন্ন করে—অভিপূর্ব্বো দধাতির্বন্ধনে বদ্ধবন্তৌ বাহূ অধ্বর্য্যোঃ বভূতৌ মহতাদরেণ মনিতবন্তাবিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ) ; দুর্গাচার্য্যের ব্যাখ্যাও এতদনুরূপ—অভ্যধীতাম্ প্রতিবধ্নীতঃ (৭ম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।

২। 'তনূত্যক্' শব্দ ; তাচ্ছীলিকঃ ক্বিন্ (স্কঃ স্বাঃ)।

তস্কর অপ্রশস্ত বা অশ্রেষ্ঠ, বাহুদ্বয়—যাহা অগ্নির মন্থন অর্থাৎ অরণিদ্বয় হইতে অগ্নির উৎপত্তি সাধন করে—অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত বা শ্রেষ্ঠ। অশ্রেষ্ঠ তস্করদ্বয়ের সহিত শ্রেষ্ঠ বাহুদ্বয়ের উপমা করা হইয়াছে।

তস্করস্তৎকরো ভবতি, করোতি যৎপাপকমিতি নৈরুক্তাঃ ॥ ৫ ॥

তস্করঃ (তস্কর) তৎকরঃ ভবতি (তৎকর হয় অর্থাৎ তৎকার্যকারী হয়), যৎ পাপকম্ (যাহা পাপের) [তৎ] করোতি (তাহাই করে) ইতি নৈরুক্তাঃ (নিরুক্তকারগণ ইহা বলেন)।

'তস্কর' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। তস্কর—তৎকর। 'তৎকর' শব্দের অর্থ পাপকর—তস্কর তাহাই করে যাহা পাপের, পাপেরই অনুষ্ঠান তস্করের দ্বারা সাধিত হয়। এই নির্ব্বচন নিরুক্তকারগণের সম্মত (পা ৬।১।১৫৭ দ্রষ্টব্য)।

তনোতের্বা স্যাৎ সন্ততকর্ম্মা ভবত্যহোরাত্রকর্ম্মা বা ॥ ৬ ॥

তনোতেঃ বা স্যাৎ ('তন্' ধাতু হইতেও বা 'তস্কর' শব্দের সাধন করা যাইতে পারে), সন্তত-কর্ম্মা ভবতি (তস্কর সন্ততকর্ম্মা হয় অর্থাৎ অবিরতই তাহার কর্ম) অহোরাত্রকর্ম্মা বা (অথবা অহোরাত্রকর্ম্মা)।

'তন্' ধাতু হইতেও বা 'তস্কর' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে। 'তত' শব্দ 'তন্' ধাতুর পদ। তস্কর—ততকর; তস্কর সন্ততকর্ম্মা হয়, অবিরতই তাহার কাজ, সে দিনেও কাজ করে, রাত্রিতেও কাজ করে—দিনে করে গ্রামে চুরি, রাত্রিতে অরণ্যে; অথবা, দিনে করে পথে লুণ্ঠন, রাত্রিতে করে সন্ধিচ্ছেদ। সন্ততকর্ম্মা ভবতি ইহারই ব্যাখ্যা বাস্তবিক অহোরাত্রকর্ম্মা—কাজেই অন্তিম 'বা' শব্দের কোনও অর্থ হয় না; স্কন্দস্বামী বলেন এখানে 'বা' এই পাঠ অপপাঠ।[১]

'রশনাভির্দশভিরভ্যধীতাম্', অভ্যধীতামিত্যভ্যধাতাম্ ॥ ৭ ॥

'রশনাভির্দশভিরভ্যধীতাম্' এই স্থলে অভ্যধীতাম্ ইতি (অভ্যধীতাম্ এই পদ) = অভ্যধাতাম্।

অভ্যধীতাম্ = অভ্যধাতাম্ (অভি + ধা + লুঙ্ তাম্—বন্ধন করে; লুঙ্ বর্ত্তমান কাল বুঝাইতে—পা ৩।৪।৬)।

১। স হি সন্ততকর্ম্মা ভবতি রাত্রৌ গ্রামে মুষ্ণাতি দিবারণ্যে এবম্, অহোরাত্রকর্ম্মা এষমেব হি সন্তত-কর্ম্মত্বম্ (দুঃ); সন্ততং কর্ম্ম যেষামস্তেতি, তচ্চ সন্ততকর্ম্মত্বং দর্শয়তি অহোরাত্রকর্ম্মেতি—অহনি পথি মোষণেন রাত্রৌ সন্ধিচ্ছেদনেন, তস্মাত্র বেত্যপপাঠঃ (স্কঃ মাঃ)।

জ্যায়াংস্তত্র গুণোঽভিপ্রেতঃ ॥ ৮ ।

তত্র (বাহুদ্বয়ে) জ্যায়ান্ গুণঃ (প্রশস্ত গুণ) অভিপ্রেতঃ (অববুদ্ধ হয়) ।

যে বাহুদ্বয় অগ্নিমন্থন করে তাহাতে গুণ প্রশস্ত এবং তস্করে গুণ অপ্রশস্ত, ইহা সহজেই বোধ হয়। তস্করের সহিত উপমা করা হইয়াছে বাহুদ্বয়ের—অশ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট বস্তুর সহিতও যে শ্রেষ্ঠ বস্তু উপমিত হয় তাহা প্রদর্শিত হইল।

॥ চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কুহ স্বিদ্দোষা কুহ বস্তোরশ্বিনা কুহাভিপিত্বং করতঃ কুহোষতুঃ।
কো বাং শয়ুত্রা বিধবেব দেবরং মর্যং ন যোষা কৃণুতে সধস্থ আ ॥ ১ ॥
(ঋ—১০।৪০।২)

অশ্বিনা — অশ্বিনৌ (হে অশ্বিদ্বয়) কুহ স্বিৎ[১] দোষা (তোমরা রাত্রিতে কোথায় থাক)? কুহ বস্তোঃ (তোমরা দিবাভাগেই বা কোথায় থাক)? কুহ অভিপিত্বং করতঃ (কোথায়ই বা তোমরা অভিপ্রাপ্তি অর্থাৎ স্নানভোজনাদি কার্য্য করিয়া থাক)? কুহ উষতুঃ (কোথায়ই বা বাস কর)? শয়ুত্রা (শয়নে) বিধবা দেবরম্ ইব (বিধবা রমণী যেরূপ দেবরকে পরিচর্য্যা করে),[২] মর্যং ন যোষা (কামিনী যেরূপ মনুষ্যকে অর্থাৎ নিজ কান্তকে পরিচর্য্যা করে) [তথা] (সেইরূপ) সধস্থে (যজ্ঞস্থানে) কঃ (কে) বাং (তোমাদিগকে) আকৃণুতে (পরিচর্য্যা করে অর্থাৎ সমাদরের সহিত আহ্বান করে)?[৩]

অশ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট বস্তুর সহিত যে শ্রেষ্ঠ বস্তু উপমিত হয়, তাহার আরও একটী উদাহরণ এই মন্ত্র। ঋষি বলিতেছেন—হে অশ্বিদ্বয়, আমরা তোমাদিগকে দেখিতে পাই না কেন? তোমরা রাত্রিতে এবং দিনে কোথায় থাক? কোথায়ই বা স্নানভোজনাদি কর এবং কোথায়ই বা তোমাদের বসতি? শয়নকালে বিধবা রমণী যেরূপ সমাদরসহকারে দেবরের পরিচর্য্যা করে, পত্নী যেরূপ সমাদরসহকারে পতির পরিচর্য্যা করে, যজ্ঞস্থলে কে অর্থাৎ কোন্ যজমান তোমাদের সেইরূপ পরিচর্য্যা করে অর্থাৎ সমাদরসহকারে যজ্ঞাভিমুখে আহ্বান করে? এই মন্ত্রে দেবরের সহিত অশ্বিদ্বয়ের এবং বিধবার সহিত যজমানের উপমা করা হইয়াছে; দেবর অশ্বিদ্বয়ের অপেক্ষায় এবং বিধবা যজমানের অপেক্ষায় নিকৃষ্ট।

কস্বিদ্ রাত্রৌ ভবথঃ ক দিবা ॥ ২ ॥

কুহ স্বিদ্ দোষা কুহ বস্তোঃ — কস্বিদ্ রাত্রৌ ভবথঃ ক দিবা (রাত্রিতেই বা কোথায় থাক, দিবাভাগেই বা কোথায় থাক)? কুহ — ক (কোথায়), দোষা — রাত্রৌ (রাত্রিতে), বস্তোঃ = অহনি (দিবাভাগে)।

১। স্বিদিতি পরিদেবনায়ামীর্ষ্যায়াং বা (দু'); স্বিদিতি পদপূরণঃ, পরিদেবনায়ামীর্ষ্যায়াং বা (স্কঃ স্বাঃ)।

২। নিয়োগপ্রথার নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে ; মনু ৯।৫৯-৬৮, গৌতম ১৮।৪-৮, বৌধায়ন ২।৪।৯-১০, বশিষ্ঠ ১৭।৫৬-৬১, যাজ্ঞবল্ক্য ১।৬৮-৬৯ দ্রষ্টব্য।

৩। আকৃণুতে অতিশয়েনার্বাক্ করোতি, বিসৃতাস্তৃতাস্তোঽভিমুখীকরোতি পরিচরতীত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

কাভিপ্রাপ্তিং কুরুথঃ ॥ ৩ ॥

কুহাভিপিত্বং করতঃ—কাভিপ্রাপ্তিং[1] কুরুথঃ (কোথায় অভিপ্রাপ্তি অর্থাৎ স্নান ভোজনাদি কর) ?

ক্ব বসথঃ ॥ ৪ ॥

কুহোষতুঃ—ক বসথঃ[2] (কোথায় বাস কর) ?

কো বাং শয়নে বিধবেব দেবরম্ ॥ ৫ ॥

কো বা শয়ুত্রা বিধবেব দেবরম্—কো বাং শয়নে বিধবেব দেবরম্ (বিধবা রমণী যেরূপ শয়নস্থলে দেবরকে, সেইরূপ তোমাদিগকে .....); শয়ুত্রা—শয়নে (শয়নস্থলে); শয়ু (শয়ন)+ত্রা (পা ৫।৪।৫৬ দ্রষ্টব্য)।

দেবরঃ কস্মাদ্বিতীয়ো বর উচ্যতে[3] ॥ ৬ ॥

দেবরঃ কস্মাৎ ('দেবর' শব্দ কোথা হইতে হইল)? দ্বিতীয়ঃ বরঃ উচ্যতে (দ্বিতীয় বর বলিয়া অভিহিত হয়)।

'দেবর' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। দ্বিতীয়বর=দ্বিবর=দেবর; পতির মৃত্যুর পর বিধবা রমণীর দেবরকে পতিরূপে ভজনা করার প্রথা মন্বাদি শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় (মনু ৯।৫৯-৬৮, গৌতম ১৮।৪-৮, বোধায়ন ২।৪।৭-১০, বশিষ্ঠ ১৭।৫৬-৬১, যাজ্ঞবাল্ক্য ১।৬৮-৬৯ দ্রষ্টব্য)।

বিধবা বিধাতৃকা ভবতি ॥ ৭ ॥

বিধবাঃ (বিধবাগণ) বিধাতৃকাঃ ভবন্তি (ধাতৃবিহীনা অর্থাৎ ভরণপোষণকারকবিরহিতা হয়)।

'বিধবা' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। বিধবা—বিধাতৃকা; যাহাদের ধাতা অর্থাৎ ভরণপোষণকর্তা বিগত, তাহারাই বিধবা।[4]

১। অভিপিত্বম্ অভিপ্রাপ্তিঃ স্নানভোজনাদ্যর্থং কুরুথঃ (দুঃ); অভিপিত্বম্ অভিপ্রাপ্তিম্ অভিগমনং করতঃ কুরুতঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। সামর্থ্যাদত্র বর্তমানকালতা, বসত ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। নিরুক্তের এই অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনেকের ধারণা। কারণ এই যে, (১) মন্ত্রে ও ব্যাখ্যায় বিধবা শব্দের উল্লেখ আছে দেবর শব্দের পূর্বে, কিন্তু নির্বচন-প্রদর্শনে এই পৌর্বাপর্য্য রক্ষিত হয় নাই; ঈদৃশ ক্রমভঙ্গ নিরুক্তে পরিদৃষ্ট হয় না। (২) বিধবা শব্দের নির্বচনের পরে পুনরায় দেবর শব্দের নির্বচন করা হইয়াছে (১০ম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য); এক শব্দের একাধিক নির্বচন থাকিলে তাহা একসঙ্গেই প্রদর্শিত হয়। একই শব্দের নির্বচন ভিন্ন ভিন্ন স্থলে প্রদর্শন করা যাস্কের রীতি নহে।

৪। ধাতা ধারয়িতা পোষয়িতা বা ভর্তা, স তস্যা বিগত ইতি বিধবা (দুঃ)।

বিধবনাদ্বা বিধাবনাদ্বেতি চর্ম্মশিরাঃ ॥ ৮ ॥

বিধবনাৎ বা (হয় বি-পূর্ব্বক, 'ধূঞ্' ধাতু হইতে) বিধাবনাৎ বা (আর না-হয় বি-পূর্ব্বক 'ধাব্' ধাতু হইতে) [বিধবা শব্দ নিষ্পন্ন] ইতি (ইহা) চর্ম্মশিরাঃ (চর্ম্মশিরোনামক আচার্য্য বলেন)।

'ধূঞ্' ধাতুর অর্থ কম্পন ; বি+'ধূঞ্' ধাতু হইতে বিধবা শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—পতিমরণদুঃখে বিধবা কম্পিত হয়।[১] 'ধাব্' ধাতুর অর্থ ধাবিত হওয়া ; বি+'ধাব্' ধাতু হইতেও বিধবা শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—পতিমরণে নিরাশ্রয়া বিধবা আশ্রয়ার্থিনী হইয়া ইতস্ততঃ প্রধাবিত হয়।[২] চর্ম্মশিরা একজন আচার্য্যের নাম ; এই দুই প্রকার নির্ব্বচন তাঁহার অভিমত।[৩]

অপি বা ধব ইতি মনুষ্যনাম তদ্বিয়োগাদ্বিধবা ॥ ৯ ॥

অপিবা (অথবা) ধবঃ ইতি মনুষ্যনাম ('ধব' এই শব্দটী মনুষ্যনাম) তদ্বিয়োগাৎ (তাহার বিয়োগে) বিধবা (নারী বিধবা হয়)।

'ধব' শব্দ মনুষ্যবোধক (নিঃ ২।৩) ; ধব (স্বীয় মনুষ্য) অর্থাৎ পতির[৪] সহিত যাহার বিয়োগ ঘটিয়াছে তাদৃশ নারীই বিধবা—এইরূপেও 'বিধবা' শব্দের নির্ব্বচন করা যাইতে পারে।

দেবরো দীব্যতিকর্ম্মা ॥ ১০ ॥

দেবরঃ ('দেবর' শব্দ) দীব্যতিকর্ম্মা ('দিব্' ধাতুর অর্থসমন্বিত)।[৫]

'দেবর' শব্দের নিষ্পত্তি 'দিব্', ধাতুর উত্তর 'অর' প্রত্যয় (উ ৪১২) করিয়াও করা যাইতে পারে। 'দিব্' ধাতুর অর্থ ক্রীড়া করা ; এই অর্থ 'দেবর' শব্দে আছে—দেবর ভ্রাতৃজায়ার সহিত ক্রীড়া করে।

মর্য্যো মনুষ্যো মরণধর্ম্মা ॥ ১১ ॥

'মর্য্য' শব্দের অর্থ মনুষ্য ; মরণার্থক 'মৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। মনুষ্য মরণধর্ম্মা বা মরণশীল—মরণ মনুষ্যের স্বভাব।

যোষা যৌতেঃ ॥ ১২ ॥

যোষা (এই শব্দ) যৌতেঃ ('যু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। মিশ্রণার্থক 'যু' ধাতু হইতে যোষা শব্দের নিষ্পত্তি ; যোষা (নারী) পতির সহিত নিজেকে মিশ্রিত বা যুক্ত করে।[৬]

১। পতিমরণদুঃখার্দ্দিতত্বাদসৌ বেপতে (স্কঃ স্বাঃ)।

২। সা হি শরণার্থিনী ইতশ্চেতশ্চ ধাবতি (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। অনন্তরনির্ব্বচনদ্বয়াভিসম্বন্ধিত্বেন চাহ ইতি চর্ম্মশিরা আচার্য্যো মন্যতে (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। তদপি পত্যুরেব মনুষ্যমাত্রস্য (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। দেবর ইত্যেষ শব্দো দীব্যত্যর্থঃ (দুঃ)।

৬। সা হি মিশ্রয়ত্যাত্মানং পুরুষেণ সাকম্ (দুঃ)।

আকুরুতে সহস্থানে ॥ ১৩ ॥

কৃণুতে সধস্থ আ=আকুরুতে সহস্থানে (যজ্ঞস্থানে পরিচর্য্যা করে)। কৃণুতে সধস্থ আ=কৃণুতে সধস্থে আ=আকৃণুতে (আকুরুতে) সধস্থে। 'সধস্থ' শব্দের অর্থ বেদ্যাখ্য যজ্ঞস্থান।[১]

অথ নিপাতাঃ, পুরস্তাদেব ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৪ ॥

তৎপরে নিপাতের কথা বলা হইতেছে। নিপাতসমূহের কিন্তু পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (নিরু ১।৪-১১); তবে পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সামান্যভাবে, এক্ষণে ব্যাখ্যা করা হইবে বিশেষভাবে—উদাহরণাদি প্রদর্শন করিয়া।[২]

যথেতি কর্ম্মোপমা ॥ ১৫ ॥

যথা ইতি ('যথা' এই নিপাত) কর্ম্মোপমা (কর্ম্মের সহিত কর্ম্মের উপমা প্রকাশ করে)।

'কর্ম্ম' শব্দের অর্থ ক্রিয়া। 'যথা' এই নিপাতের দ্বারা প্রায়শঃ এক ক্রিয়া অন্য ক্রিয়ার সহিত উপমিত হয়। অবশ্য এক দ্রব্য যে অন্য দ্রব্যের সহিত 'যথা' নিপাতের দ্বারা উপমিত হয় না তাহা নহে (যেমন, যথা দেবদত্তস্তথা যজ্ঞদত্তঃ—দেবদত্তের সদৃশ যজ্ঞদত্ত), কিন্তু ঈদৃশ স্থল বিরল। বহুস্থলেই 'যথা' নিপাত এক ক্রিয়াকে অন্য ক্রিয়ার সহিত উপমিত করে বলিয়া ইহাকে কর্ম্মোপমা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।[৩]

যথা বাতো যথা বনং যথা সমুদ্র এজতি ॥ ১৬ ॥

যথা বাতঃ যথা বনং যথা সমুদ্রঃ (বায়ু বন ও সমুদ্র যেরূপ) এজতি (কম্পিত হয়)...

কর্ম্মোপমারূপে 'যথা' নিপাতের প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছেন। যথা বাতঃ···ইহা একটী মন্ত্রের অংশ। সম্পূর্ণ মন্ত্রটী এই—যথা বাতো·যথা বনং যথা সমুদ্র এজতি। এবা ত্বং দশমাস্য সহাবেহি জরায়ুণা (ঋ—৫।৭৮।৮)॥ 'বায়ু বন ও সমুদ্র যেরূপ কম্পিত হয়, হে দশমাসনিষ্পন্ন[৪] গর্ভস্থ জীব! সেইরূপ কম্পিত হইয়া তুমি জরায়ুর সহিত গর্ভ হইতে ভূমিতে পতিত হও'[৫]—ইহাই মন্ত্রের অর্থ। এই মন্ত্রে বাতাদির কম্পন ক্রিয়ার সহিত গর্ভের কম্পন ক্রিয়া উপমিত হইয়াছে 'যথা' নিপাতের দ্বারা, কাজেই 'যথা' কর্ম্মোপমা।

ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা ॥ ১৭ ॥

ভ্রাজন্তঃ (দীপ্যমান) অগ্নয়ঃ যথা (অগ্নির ন্যায়) ·····

১। সধস্থে সহস্থানে বেদ্যাখ্যে (স্কঃ স্বাঃ)।

২। পুরস্তাদেব ব্যাখ্যাতাঃ সামান্যতঃ বিশেষত ইদানীমুদাহরণতো ব্যাখ্যায়ন্তে (দুঃ)।

৩। কর্ম্মণা ক্রিয়য়া কর্ম্মৈবোপমীয়ত ইতি, প্রায়েণ চ যথা শব্দঃ কর্ম্মোপমাবিষয় ইতি কর্ম্মোপমেত্যুক্তম্। দ্রব্যোপমায়ামপি ক্বচিৎ, যথা দেবদত্ত তথা যজ্ঞদত্ত ইতি (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। দশমাস্য দশমাসসম্ভৃতগর্ভ (দুঃ), দশমাস্য দশভির্মাসৈর্নিষ্পন্ন (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। অবেহি অর্বাঙ্ এহি (দুঃ), অধো গচ্ছ, মাতুরুদরাৎ এত (স্কঃ স্বাঃ)।

'যথা' যে কর্মোপমা তদ্বিষয়ে দ্বিতীয় উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন। ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা—ইহা ঋ ১।৫০।৩ মন্ত্রের শেষাংশ। সম্পূর্ণ মন্ত্রটীর অর্থ—'দীপ্যমান অগ্নির ন্যায় সূর্যের প্রজ্ঞাপক রশ্মিসমূহ জনসমূহের নিকট দৃশ্যমান হইতেছে'। এই মন্ত্রে, রশ্মির দৃষ্ট হওয়া অগ্নির দৃষ্ট হওয়ার সহিত উপমিত হইয়াছে—'যথা' নিপাতের দ্বারা।

আত্মা যক্ষ্মস্য নশ্যতি পুরা জীবগৃভো যথা ॥ ১৮ ॥

যক্ষ্মস্য (যক্ষ্মা রোগের) আত্মা (আত্মা) নশ্যতি (নষ্ট হয়) পুরা জীবগৃভঃ যথা (জীবন্ত অবস্থায় গৃহীত প্রাণীর আত্মা যেরূপ পূর্ব্বেই নষ্ট হয়)।[১]

'যথা' যে কর্মোপমা তদ্বিষয়ে তৃতীয় উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন। আত্মা যক্ষ্মস্য··· ইত্যাদি ঋ ১০।৯৭।১১ মন্ত্রের অংশ। 'স্তুতিপূর্ব্বক যখনই আমি এই সকল ওষধি হস্তে গ্রহণ করিলাম (ওষধি প্রয়োগও করিলাম না) তখনই যক্ষ্মা রোগের আত্মা নষ্ট হইল, জীবন্ত অবস্থায় গৃহীত প্রাণীর আত্মা যেরূপ তাহাকে মারিবার পূর্ব্বেই ভয়ে নষ্ট হয়'—ইহাই মন্ত্রের অর্থ। এই মন্ত্রে গৃহীত প্রাণীর আত্মার নাশের সহিত রোগনাশ উপমিত হইয়াছে—'যথা' নিপাতের দ্বারা। জীবগৃভঃ যথা=জীবগ্রাহস্য আত্মা যথা নশ্যতি। 'জীবগ্রাহ' শব্দের অর্থ—জীবন্ত অবস্থায় গৃহীত বা বদ্ধ প্রাণী (a prisoner taken alive).

আত্মাততের্বাপ্তের্বাপি বাপ্ত ইব স্যাদ্ যাবদ্ব্যাপ্তিভূত ইতি ॥ ১৯ ॥

আত্মা ('আত্মন্' শব্দ) অততে র্বা (হয় 'অত্' ধাতু হইতে) আপ্তে র্বা (আর না-হয় 'আপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); অপি বা (অথবা) আপ্তঃ ইব স্যাৎ (যেন ব্যাপ্ত হয়) যাবদ্ব্যাপ্তিভূতঃ (যাবতীয় ব্যাপ্য বস্তুকে প্রাপ্ত হইয়া) ইতি (ইহা 'আত্মন্' শব্দের অর্থ)।

'আত্মন্' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। (১) 'অত্' ধাতু হইতে 'আত্মন্' শব্দের নিষ্পত্তি হইতে পারে (উ. ৫১২); 'অত্' ধাতুর অর্থ গতি, আত্মার গতি সর্ব্বত্রই আছে, তিনি সর্ব্বগত। (২) ব্যাপ্ত্যর্থক 'আপ্' ধাতু হইতেও 'আত্মন্' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে; আত্মা সর্ব্বগত, কাজেই আত্মার দ্বারা সমস্ত বস্তু ব্যাপ্ত। 'আপ্' ধাতুনিষ্পন্ন 'আত্মন্' শব্দের অর্থ প্রকারান্তরেও প্রদর্শন করা যাইতে পারে;[২] আত্মা ব্যাপক, তিনি ব্যাপ্ত হইতে পারেন না, কিন্তু ব্যাপ্তিভূত হইয়া অর্থাৎ যাবতীয় ব্যাপ্যবস্তু প্রাপ্ত হইয়া ব্যাপ্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়েন; জীবাত্মা যেন ব্যাপ্য শরীরের দ্বারা ব্যাপ্ত—পরমাত্মা যেন ব্যাপ্য বিকারসমূহের দ্বারা ব্যাপ্ত।[৩] ব্যাপ্তিভূত=ব্যাপ্যভূত=ব্যাপ্যপ্রাপ্ত; 'ব্যাপ্তি' শব্দ কর্ম্মবাচ্যের প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন, 'ভূ' ধাতুর অর্থ প্রাপ্তি।[৪]

১। যথা জীবগৃভো জীবগ্রাহস্য পুরৈব হননাদহস্তৈব জীবো নশ্যেদ্ভিয়াদেবৈবমাত্মা রোগস্যাপি পুরৈবৌষধিপ্রয়োগাৎস্তুতী ত্যভিপ্রায়ঃ (দুঃ)।

২। অপি চৈবমন্যথা স্যাৎ (দুঃ)।　　৩। আপ্তো ব্যাপ্ত ইব অসৌ কার্য্যকরণৈন স্যাৎ (দুঃ)।

৪। ব্যাপ্যত ইতি ব্যাপ্তিশব্দঃ কর্ম্মসাধনঃ, ভূ প্রাপ্তৌ (স্কঃ স্বাঃ)।

অগ্নির্ন যে ভ্রাজসা রুক্মবক্ষসঃ ॥ ২০ ॥

অগ্নিঃ ন (অগ্নির ন্যায়) যে (যে মরুদ্গণ) ভ্রাজসা (ভ্রাজস্বন্তঃ—দীপ্তিশালী)[১] রুক্মবক্ষসঃ (দীপ্তবক্ষা)।

'ন' নিপাতের উপমার্থত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। অগ্নির্ন যে...ইত্যাদি ঋ ১০।৭৮।২ মন্ত্রের অংশ। এই মন্ত্রে চারিটী 'ন' শব্দ আছে; চারিটী 'ন' শব্দই ইবার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ উপমার্থ প্রকাশ করিতেছে। অবশ্য 'ন' নিপাতের উপমার্থত্ব 'দুর্মদাসো ন সুরায়াম্' (নিরু ১।৪)—এই স্থলেই প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি আবার যে 'ন' নিপাতের উপমার্থত্ব প্রদর্শন করিতেছেন তাহার কারণ, নিঘণ্টুর মর্য্যাদা রক্ষা করা অর্থাৎ নিঘণ্টুতে যে সকল উপমাপ্রতিপাদক নিপাত যে ক্রমে (নিঃ ৩।১৩) উল্লিখিত হইয়াছে, নিঘণ্টুব্যাখ্যায় সেই ক্রমে তাহাদের সকলেরই গ্রহণ করা।[২]

অনুবাদ—অগ্নির্ন যে···(অগ্নির ন্যায় যে মরুদ্গণ দীপ্তিশালী এবং দীপ্তবক্ষা) এই স্থলে 'ন' নিপাত উপমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

অগ্নিরিব যে ভ্রাজস্বন্তো রুক্মবক্ষসঃ ॥ ২১ ॥

অগ্নির্ন যে ভ্রাজসা রুক্মবক্ষসঃ=অগ্নিরিব যে ভ্রাজস্বন্তঃ রুক্মবক্ষসঃ; অগ্নির্ন=অগ্নিরিব (অগ্নির ন্যায়), ভ্রাজসা—ভ্রাজস্বন্তঃ (দীপ্তিশালী)। 'অগ্নিরিব যে মরুতো ভ্রাজমানা রোচিষ্ণবো ভ্রাজস্বন্তো রুক্মবক্ষসঃ'—এইরূপ পাঠও অনেক পুস্তকে পরিদৃষ্ট হয়; এই পাঠ সুসঙ্গত নহে।

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। ভ্রাজসা দীপ্ত্যা (স্কঃ স্বাঃ); নিরুক্তকার ইহাকে উপলক্ষণে তৃতীয়া বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন, কাজেই তাঁহার মতে ভ্রাজসা=ভ্রাজস্বন্তঃ (পরবর্ত্তী সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।

২। দুর্মদাসো ন সুরায়াম্ ইত্যমেনৈব গতার্থত্বেতি মন্যমানাঃ কেচিদত্র নিগমং নাধীয়তে। অপরে পুনঃ সমাম্নায়ানুক্রমোঽস্ত্বিতি মন্যমানা এতমত্র নিগমমধীয়তে (দুঃ); সমাম্নায়ক্রমান্নশব্দস্যোপমার্থত্বমিহ প্রকরণে, পূর্বত্র দুর্মদাসো ন সুরায়ামিতি প্রসঙ্গাদুক্তম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

চতুরশ্চিদ্দদমানাদ্‌বিভীয়াদা নিধাতোঃ।
ন দুরুক্তায় স্পৃহয়েৎ ॥ ১ ॥

(ঋ—১।৪১।৯)

চিৎ (যথা) চতুরঃ (অক্ষচতুষ্টয়) দদমানাৎ (ধারণকারী কিতব হইতে) আনিধাতোঃ (ক্ষেপণ পর্য্যন্ত)[১] [বিভেতি] (প্রতিপক্ষ ভয় করে) [তথা] (সেইরূপ) [দুরুক্তাৎ] (দুরুক্ত বা কর্কশ বাক্য হইতে) বিভীয়াৎ (ভয় করিবে)' দুরুক্তায় (দুরুক্ত বা দুর্বাক্য) ন স্পৃহয়েৎ (স্পৃহা করিবে না)।

'দধিচিদিত্যুপমার্থে' এইস্থলে (নির্ ১।৪) 'চিৎ' নিপাতের উপমার্থত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। নিঘণ্টু ব্যাখ্যাবসরে পুনরায় বৈদিক উদাহরণের দ্বারা 'চিৎ' নিপাতের উপমার্থত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। অক্ষক্রীড়া নিরত কিতবগণের জয়-পরাজয় নির্ভর করে প্রতিপক্ষের দানের উপর। এক কিতব অক্ষ চতুষ্টয় হস্তে ধারণ করিয়া যতক্ষণ তাহা নিক্ষেপ না করে ততক্ষণ তাহার প্রতিপক্ষ ভয়ে ভয়ে থাকে, পাছে প্রতিকূল দান পড়িয়া তাহার পরাজয় ঘটে এই চিন্তায়। কিতব যেরূপ তাহার প্রতিপক্ষকে ভয় করে, দুরুক্ত (দুর্বাক্য) হইতে সেইরূপ ভয় করিবে; সর্ব্বদা সূক্ত (উত্তম বাক্য) শ্রবণ করিবার ও বলিবার স্পৃহা করিবে, দুর্ব্বাক্য পরিহার করিবে—দুর্ব্বাক্য শ্রবণও করিবে না বলিবেও না। এই মন্ত্রে কিতবের সহিত উপমা হইয়াছে দুরুক্তের।

অনুবাদ—অক্ষচতুষ্টয় ধারণকারী কিতব হইতে অক্ষ ক্ষেপণ পর্য্যন্ত যেরূপ তাহার প্রতিপক্ষ ভয় করে, দুরুক্ত (দুর্বাক্য) হইতে সেইরূপ ভয় করিবে; দুরুক্ত স্পৃহা করিবে না।

চতুরোঽক্ষান্ ধারয়ত ইতি ॥ ২ ॥

'চতুরো দদমানাৎ' ইহার অর্থ চতুরঃ অক্ষান্ ধারয়তঃ (অক্ষচতুষ্টয় ধারণকারী কিতব হইতে) ইতি (ইহা)।

'দদ্' ধাতুর অর্থ ধারণ করা; দদমানাৎ—ধারয়তঃ।

তদ্ যথা কিতবাদ্ বিভীয়াদেবমেব দুরুক্তাদ্ বিভীয়াৎ
দুরুক্তায় স্পৃহয়েৎ কদাচিৎ ॥ ৩ ॥

তৎ (তাহা হইলে), যথা কিতবাৎ বিভীয়াৎ (কিতব হইতে যেরূপ তাহার প্রতিপক্ষ ভয় করে) এবম্ এব দুরুক্তাৎ বিভীয়াৎ (এইরূপই দুর্বাক্য হইতে ভয় করিবে) ন দুরুক্তায় স্পৃহয়েৎ কদাচিৎ (কখনও দুর্বাক্য স্পৃহা করিবে না)।

১। আনিধাতোঃ আনিধানাৎ আপাতনাদাক্ষেপনাত্তোমক্ষাণাম্ (স্কঃ ভাঃ)।

'তৎ' শব্দ বাক্যারম্ভে ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র, ইহার বিশেষ কোনও অর্থ নাই। তদ্ যথা...ইত্যাদির দ্বারা সমগ্র মন্ত্রের তাৎপর্য্য বর্ণিত হইয়াছে। চিৎ=যথা।

আ ইত্যাকার উপসর্গঃ পুরস্তাদেব ব্যাখ্যাতোঽথাপ্যুপ-
মার্থে দৃশ্যতে ॥ ৪ ॥

আ ইত্যাকারঃ উপসর্গঃ ('আ' এতদাকৃতি উপসর্গ) পুরস্তাদ্ এব ব্যাখ্যাতঃ (পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে), অথ (আর) উপমার্থে অপি (উপমার অর্থেও) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়)।

উপমাপ্রতিপাদক নিপাত সন্দর্ভে নিঘণ্টুতে (নিঃ ৩।১৩) 'চতুরশ্চিদ্দদমানাৎ' এই বাক্যাংশের পরে 'ব্রাহ্মণাঃ ব্রতচারিণঃ' এইরূপ একটী বাক্যাংশ আছে; ইহার তাৎপর্য্য পরে বলিবেন (নির্ ১৬)। তৎপরে 'বৃক্ষস্য নু তে পুরুহূত বয়াঃ' এই বাক্যাংশ দৃষ্ট হয়; ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে (নির্ ১৪)। 'আ' উপসর্গের অর্থ যে 'অর্বাক্' তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, (নির্ ১।১)। 'আ' নিপাত ও; এক্ষণে 'আ' নিপাতের উপমার্থত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।

জার আ ভগম্, জার ইব ভগম্ ॥ ৫ ॥

জারঃ (সূর্য্য) আ ভগম্ (ভগম্ ইব—যেরূপ ভজনীয় রসকে······); জার আ ভগম্= জার ইব ভগম্। জার আ ভগম্···ইহা ঋ ১০।১১।৬ মন্ত্রের অংশ। এখানে 'আ' নিপাতের অর্থ 'ইব' অর্থাৎ 'আ' উপমার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'জার' শব্দের অর্থ সূর্য্য (যিনি জীর্ণতা সম্পাদন করেন) এবং 'ভগ' শব্দের অর্থ ভজনীয় ভৌম এবং আন্তরিক্ষ রস।[১] সূর্য্য যেরূপ ভৌম এবং আন্তরিক্ষ রস উর্দ্ধে প্রেরণ করেন······।

আদিত্যোঽত্র জার উচ্যতে রাত্রের্জরয়িতা স এব ভাসাম্ ॥ ৬ ॥

অত্র (এই স্থলে) আদিত্যঃ (সূর্য্য) জারঃ উচ্যতে ('জার' শব্দে অভিহিত হইয়াছেন), [আদিত্য] রাত্রেঃ (রাত্রির) জরয়িতা (জীর্ণতাসম্পাদক), স এব (আদিত্যই) ভাসাং [জরয়িতা] (দীপ্তিসমূহের জীর্ণতা-সম্পাদক)।

'জার' শব্দ 'জৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'জার' শব্দের অর্থ এখানে আদিত্য (সূর্য্য)। সূর্য্য রাত্রিকে জীর্ণ করেন অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ে রাত্রির লয় হয়; সূর্য্যই দীপ্তিসমূহের জীর্ণতা-সম্পাদক—সূর্য্যোদয়ে চন্দ্র নক্ষত্রাদির দীপ্তি বিলীন হয়।

তথাপি নিগমো ভবতি ॥ ৭ ॥

তথা (সেই বিষয়ে) [অয়ম্] অপি নিগমঃ (এই বৈদিক বাক্যটীও) ভবতি (আছে)।

১। 'ভগ' শব্দের অর্থ সূর্য্যের জ্যোতিও হইতে পারে। ভজনীয়ং ভৌমমান্তরিক্ষং চ রসং বং বা জ্যোতিঃ (দুঃ)।

জীর্ণতা-সম্পাদন করেন বলিয়া সূর্য্য যে 'জার' শব্দের অভিধেয়, এই বিষয়ে বক্ষ্যমাণ বৈদিক বাক্যটী সুস্পষ্ট প্রমাণ। 'অপি' শব্দের দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে এই বিষয়ে অন্যান্য বৈদিক বাক্যও আছে।[১]

স্বসুর্জারঃ শৃণোতু ন ইত্যুষসমস্য স্বসারমাহ সাহচর্য্যাদ্রসহরণাদ্বা ॥ ৮ ॥

'স্বসুঃ জারঃ শৃণোতু নঃ' (স্বসার জীর্ণতা-সম্পাদনকারী পূষা বা সূর্য্য আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন) ইতি (এই স্থলে) উষসম্ (উষাকে) অস্য (ইহার) স্বসারম্ আহ (ভগিনী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন); সাহচর্য্যাৎ বা (হয় সাহচর্য্যহেতু) রসহরণাৎ বা (আর না-হয় রসহরণহেতু)।

'স্বসুর্জারঃ শৃণোতু নঃ' ইহা ঋ ৬।৫৫।৫ মন্ত্রের অংশ। এই মন্ত্রের দেবতা পূষা (সূর্য্য); সূর্য্যকে 'স্বসুঃ জারঃ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। স্বসুঃ জারঃ= ভগিনীর জার অর্থাৎ জীর্ণতা-সম্পাদক; ভগিনী এখানে উষা এবং জার সূর্য্য—সূর্যোদয়ে উষার জীর্ণতা (ক্ষয়) হয়। উষা সূর্য্যের ভগিনী হইলেন কিরূপে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—সাহচর্য্য অথবা রসগ্রহণরূপ তুল্যধর্ম্মহেতু সূর্য্য ও উষা পরস্পর ভ্রাতা-ভগিনী। বাল্যে ভ্রাতা ও ভগিনীর সাহচর্য্য থাকে—উষা এবং সূর্য্যেরও সাহচর্য্য আছে। বাল্যে ভ্রাতা ভগিনীর ক্রীড়নকাদি অপহরণ করে; সূর্য্যও উষার রস অর্থাৎ হিম অপহরণ করে—সূর্য্যোদয়ে হিম নষ্ট হয়।[২]

অনুবাদ—স্বসুর্জারঃ শৃণোতু নঃ (স্বসার জার অর্থাৎ জীর্ণতা-সম্পাদক সূর্য্য আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করুন), এই স্থলে উষাকে সূর্য্যের ভগিনী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—সাহচর্য্য-হেতু অথবা রসহরণহেতু।

অপিত্বয়ং মনুষ্যজার এবাভিপ্রেতঃ স্যাৎ স্ত্রীভগস্তথা স্যাদ্ভজতেঃ ॥ ৯ ॥

অপি তু (আর) অয়ং ('জার আ ভগম্'—এই স্থলে 'জার' শব্দ) মনুষ্যজারঃ এব (মনুষ্যজারই) অভিপ্রেতঃ স্যাৎ (অভিপ্রেত হইতে পারে), তথা (সেইরূপ) ['ভগ' শব্দও] স্ত্রীভগঃ স্যাৎ (স্ত্রীযোনি হইতে পারে), ভজতেঃ ('ভজ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়া)।

'জার আ ভগম্'—এইস্থলে 'জার' শব্দে মনুষ্যজার অর্থাৎ পারদারিক বা উপপতিকেও বুঝাইতে পারে। উপপতিবাচক 'জার' শব্দও 'জৃ' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন; উপপতির ভোগ অতি

১। যথাদিত্যো জারশব্দেনোচ্যতে তথাপি অয়ং নিগমো ভবতি। অন্যেঽপি বহব ইত্যপিশব্দঃ (দুঃ)।

২। ভ্রাতা ভগিন্যাঃ সহচারী ভবতি তদীয়ানাঞ্চ ক্রীড়নকানামপহর্ত্তা বাল্যে, আদিত্যশ্চোষসা সহচারী তদীয়ানাঞ্চ রসানামবশ্যায়ানাং শোষণেনাপহর্ত্তা (স্কঃ স্বাঃ)। দুর্গাচার্য্যের মতে—রাত্রির রস হিম; সূর্য্য ও উষা উভয়েই এই রস হরণ করে (উষাগমে এবং সূর্য্যোদয়ে হিমের ক্ষয় হয়)—যেন ভ্রাতা ও ভগিনী একই রাত্রিরূপা মাতার স্তন্যপান করে; ভ্রাতৃস্বস্রোঃ সহভোজনাভিপ্রায়ং সামান্যম্।

নির্ময়—নায়িকা তাহাতে জীর্ণ হয় অর্থাৎ ম্লানত্ব প্রাপ্ত হয়। 'ভগ' শব্দেও স্ত্রীযোনি বুঝাইতে পারে; স্ত্রীযোনিবাচক 'ভগ' শব্দ নিষ্পন্ন হইবে সেবনার্থক 'ভজ্' ধাতু হইতে—মৈথুনার্থী পুরুষগণকর্তৃক স্ত্রীযোনি সেবিত হয়। 'জার আ ভগম্'—ইহার অর্থ হইবে 'উপপতি যেরূপ তাহার প্রণয়িনীর যোনিকে উদীরিত (প্রকটিত উদ্গত বা উৎকম্পিত) করে।'[১]

মেষ ইতি ভূতোপমা ॥ ১০ ॥

মেষঃ ইতি (মেষঃ···ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ উদাহরণে) ভূতোপমা ('ভূত' শব্দের দ্বারা উপমা সূচিত হইতেছে)।

মেষঃ—ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ উদাহরণে 'মেষ' শব্দের পরে প্রযুক্ত 'ভূত' শব্দ উপমা বোধ করাইতেছে; মেষো ভূতঃ মেষ ইব (মেষের ন্যায়)।[২]

মেষো ভূতোঽভিযন্নয়ঃ ॥ ১১ ॥

মেষো ভূতঃ (মেষের ন্যায়) অভিযন্ (অভিগমন করতঃ), অয়ঃ (মেধ্যাতিথিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলে)।

মেষোভূতো অভিযন্নয়ঃ—ইহা ঋ ৮।২।৪০ মন্ত্রের অংশ। 'ভূত' শব্দ উপমার্থ প্রকাশ করিতেছে; মেষো ভূতঃ = মেষ ইব (মেষের ন্যায়)। ঋষি ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—'হে ইন্দ্র, মেষ যেরূপ তাহার পোষণকর্তার অভিমুখে আহ্বানমাত্রই গমন করে, তুমিও সেইরূপ মেধ্যাতিথির অভিমুখে গমন করতঃ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলে।'

মেষো মিষতেস্তথা পশুঃ পশ্যতেঃ ॥ ১২ ॥

মেষঃ ('মেষ' শব্দ) মিষতেঃ ('মিষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) তথা (এবং) পশুঃ ('পশু' শব্দ) পশ্যতেঃ ('দৃশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

দর্শনার্থক 'মিষ্' ধাতু হইতে 'মেষ' শব্দের নিষ্পত্তি হইয়াছে। মেষ দর্শনই করে (চাহিয়াই থাকে) কিছুই জানে না—যথার্থ নীত হইলেও আসন্ন বিপদ্বিষয়ে তাহার কোন জ্ঞান হয় না।[৩] মেষ পশু; প্রসঙ্গতঃ 'পশু' শব্দেরও নির্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। 'পশু' শব্দ

১। উদীরিত—প্রকটিত (উদীরয়েৎ প্রকটয়েৎ—দুঃ বৃঃ)

২। মেষ ইত্যেষা ভূতশব্দেনোপমা (দুঃ), ভূতশব্দেনোপমোচ্যতে ইতি ভূতোপমা (স্কঃ ভাঃ)।

৩। স হি মিষতি নিমিষত্যেব কেবলং ন তু কিঞ্চিৎ প্রজানাতি নিঃসংজ্ঞকত্বাৎ যদি মারয়িতুং নীয়তে (স্কঃ ভাঃ)। ধাতুপাঠে 'মিষ' ধাতু সেচনার্থক (ভ্বাদি) অথবা স্পর্ধার্থক (তুদাদি—'মিষ' ধাতুর দর্শনার্থত্ব কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না। স্পর্ধার্থক 'মিষ' ধাতু হইতে 'মেষ' শব্দের নিষ্পত্তি করিলেও অর্থের অসঙ্গতি হয় না—মেষ পরস্পর স্পর্ধা প্রকাশ করে।

দর্শনার্থক 'দৃশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ. ২৭); পশু নির্বোধ—সকলকেই তুল্যরূপে দর্শন করে (সর্বানবিশেষেণ পশ্যতীতি পশুঃ—সিদ্ধান্তকৌমুদী)।[১]

অগ্নিরিতি রূপোপমা ॥ ১৩ ॥

অগ্নিঃ ইতি (অগ্নিঃ ··ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ উদাহরণে) রূপোপমা ('রূপ' শব্দের দ্বারা উপমা সূচিত হইতেছে)।

অগ্নিরিতি—অগ্নিদেবতার কথা যে মন্ত্রে উল্লিখিত আছে। যে মন্ত্রের অংশ উদ্ধৃত হইয়েছে তাহার দেবতা 'অপাং নপাৎ' অর্থাৎ বৈদ্যুতাগ্নি; তাহাতে 'অপাং নপাৎ' দেবতারই উল্লেখ আছে। কাজেই 'অগ্নি' শব্দে এখানে 'অপাং নপাৎ' বা বৈদ্যুতাগ্নিই বুঝাইতেছে।[২]

হিরণ্যরূপঃ স হিরণ্যসংদৃগপাংনপাৎ সেদু হিরণ্যবর্ণঃ ॥ ১৪ ॥

সঃ (সেই) অপাং নপাৎ (বৈদ্যুতাগ্নি) হিরণ্যরূপঃ (হিরণ্যের ন্যায়, অর্থাৎ হিরণ্যের ন্যায় রূপবিশিষ্ট), হিরণ্যসংদৃক্ (হিরণ্যের ন্যায় দর্শনীয়) সেদু (সঃ+ইৎ+উ—তিনিই)[৩] হিরণ্যবর্ণঃ (হিরণ্যের ন্যায়, অর্থাৎ হিরণ্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট)।

হিরণ্যরূপঃ . ইত্যাদি ঋ ২।৩৫।১০ মন্ত্রের অংশ। ইহাতে 'রূপ' শব্দের ও 'বর্ণ' শব্দের উপমাপ্রতিপাদকত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। বৈদ্যুতাগ্নি অপাং নপাৎ (জলের পৌত্র); কারণ, জল হইতে হয় মেঘ এবং মেঘ হইতে হয় বিদ্যুৎ।[৪] বৈদ্যুতাগ্নির রূপ হিরণ্যের ন্যায়; বৈদ্যুতাগ্নি দেখিতে হিরণ্যের ন্যায় পরম প্রীতিজনক; বৈদ্যুতাগ্নির বর্ণ হিরণ্যের বর্ণের ন্যায়ই। 'হিরণ্যরূপঃ' এবং 'হিরণ্যবর্ণঃ'—এই দুই সমাসে 'রূপ' শব্দ এবং 'বর্ণ' শব্দ উত্তরপদ থাকিয়া হিরণ্যের সহিত 'অপাং নপাৎ' দেবতার উপমা প্রকাশ করিতেছে। (রূপ শব্দেন বর্ণ শব্দেন চোত্তরপদেন সমাসাদুপমা প্রতীয়তে—দেঃ রাঃ)। 'রূপ' শব্দ উপমা প্রকাশ করিতেছে বলিয়া 'হিরণ্যরূপ' শব্দ রূপোপমা। উপমাপ্রতিপাদক নিপাতসন্দর্ভে (নিঃ ৩।১৩) 'তদ্রূপঃ' 'তদ্বর্ণ' এই দুইটি পদ আছে; তাহারই ব্যাখ্যা করা হইল উক্ত উদাহরণের দ্বারা।[৫]

হিরণ্যবর্ণস্যেবাস্য রূপম্ ॥ ১৫ ॥

হিরণ্যবর্ণস্য ইব (হিরণ্যবর্ণের ন্যায়) অস্য (ইহার) রূপম্ (বর্ণ)।

১। পশুত্বেব নির্বুদ্ধিরিত্যভিপ্রায়ঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। অগ্নির্বৈদ্যুতোঽপাং নপাদভিপ্রেতঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। সেদু ইদেবার্থে উঃ পদপূরণঃ স এব (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। অপাং নপাৎ অপাং পৌত্রঃ; কথম্? অদ্ভ্যো হি মেঘো জায়তে মেঘাদ্বৈদ্যুতঃ (স্কঃ স্বাঃ); দুর্গাচার্যের মতে—জলের পুত্র আদিত্য, আদিত্যের পুত্র বৈদ্যুতাগ্নি।

৫। তদ্রূপস্তদ্বর্ণ ইতি ক্রমপ্রাপ্তব্যাচিখ্যাসয়াহ (স্কঃ স্বাঃ)।

'হিরণ্যবর্ণ' শব্দের অর্থ প্রদর্শন করিতেছেন। 'হিরণ্যবর্ণস্য ইব (হিরণ্যস্য বর্ণ ইব) বর্ণঃ (রূপম্) যস্য'—এইরূপ সমাসে 'হিরণ্যবর্ণ' শব্দের সিদ্ধি হয় (সপ্তম্যুপমান পূর্ব্বপদস্য......মহাভাঃ ২।২।২৪ দ্রষ্টব্য)। অর্থ হইবে—হিরণ্যের বর্ণের ন্যায় বর্ণ অর্থাৎ রূপ যাঁহার। 'হিরণ্যবর্ণস্তেবাস্ত বর্ণঃ' না বলিয়া বলা হইয়াছে 'হিরণ্য-বর্ণস্তেবাস্ত রূপম্। 'রূপ' শব্দ 'বর্ণ' শব্দের সমানার্থক রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে বস্তুতঃ 'হিরণ্যরূপ' এবং 'হিরণ্যবর্ণ' শব্দের অর্থগত পার্থক্য থাকে না। ইহা লক্ষ্য করিয়াই টীকাকারগণ নিরুক্তকারের ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য করিয়া 'হিরণ্যবর্ণ' শব্দের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্কন্দস্বামীর মতে ইহার অর্থ 'হিরণ্যের ন্যায় বর্ণনীয়'[১] এবং দুর্গাচার্য্যের মতে 'হিরণ্যের ন্যায় বরণীয় বা প্রার্থনীয়'।[২]

থা ইতি চ ॥ ১৬ ॥

'থা' এই প্রত্যয়ও উপমার্থ প্রকাশ করে। উপমা প্রতিপাদক নিপাতসন্দর্ভে (নিঃ ৩.১৩) 'বৎ' প্রত্যয়ের পরে 'থা' প্রত্যয়ের উল্লেখ আছে; নিরুক্তকার কিন্তু 'থা' প্রত্যয়ের কথাই পূর্ব্বে বলিলেন। স্কন্দস্বামী বলেন—'ইব' 'বৎ' প্রভৃতি লোকে ও বেদে তুল্যরূপেই উপমার্থ প্রকাশ করে, 'থা' উপমার্থ প্রকাশ করে মাত্র বেদে, এই বৈশিষ্ট্য প্রকটনের উদ্দেশ্যেই ক্রমভঙ্গ করা হইয়াছে।[৩]

তং প্রত্নথা পূর্ব্বথা বিশ্বথেমথা ॥ ১৭ ॥

প্রত্নথা (অত্রি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি পুরাণ ঋষিগণের ন্যায়) পূর্ব্বথা (আমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের ন্যায়) বিশ্বথা (সমস্ত প্রাণিগণের ন্যায়) ইমথা (এই সমস্ত অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের যজমানগণের ন্যায়) তং (ত্বামিন্দ্রং—ইন্দ্র তোমাকে)......

তং প্রত্নথা পূর্ব্বথা...ইত্যাদি ঋ ৫।৪৪।১ মন্ত্রের অংশ। পুরাণ ঋষিগণ, পূর্ব্বতনগণ, সমস্ত প্রাণী ও আধুনিক যজমানগণ যেরূপ ইন্দ্রের স্তব করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছেন, সেইরূপ তুমিও তাঁহার স্তব করিয়া পূর্ণমনোরথ হও—ইহাই মন্ত্রাংশের অর্থ। 'প্রত্ন' প্রভৃতি শব্দের উত্তর 'থা' প্রত্যয় হইয়াছে উপমার্থে। 'প্রত্নথা' প্রভৃতি শব্দের অর্থ পরেই করিয়াছেন।

১। হিরণ্যমিব বর্ণনীয়ঃ।

২। হিরণ্যমিব বরণীয়ঃ প্রার্থনীয়ো ভূতানাম্।

৩। তস্যায়মভিপ্রায়ঃ—ক্রমেণ ব্যাখ্যায়মানে যথা ইবাদীনামুভয়বিষয়ত্বমেবং থা ইত্যেতস্যাপি গম্যেত, অয়ং ত্বধ্যায়মেবেতি, অতঃ ক্রমভেদোঽস্য বিশেষস্য প্রতিপত্ত্যর্থঃ।

প্রত্ন ইব পূর্ব্ব ইব বিশ্ব ইবেম ইবেতি ॥ ১৮ ॥

প্রত্ন ইব (প্রত্নের অর্থাৎ পুরাণ ঋষিগণের ন্যায়), পূর্ব্ব ইব (পূর্ব্বের অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তিগণের ন্যায়), বিশ্ব ইব (বিশ্বের অর্থাৎ সমস্ত প্রাণিগণের ন্যায়)। ইম ইব (ইহার অর্থাৎ বর্ত্তমানকালীন যজমানগণের ন্যায়), ইতি (ইহা 'প্রত্নথা' প্রভৃতি শব্দের অর্থ)।

'প্রত্ন' 'পূর্ব্ব' 'বিশ্ব' এবং 'ইম' শব্দের উত্তর উপমার্থে 'থা' প্রত্যয় করিয়া 'প্রত্নথা' 'পূর্ব্বথা' 'বিশ্বথা' এবং 'ইমথা' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে ; এই শব্দগুলি বৈদিক (পাঃ ৫।৩।১১১ দ্রষ্টব্য)। 'ইম' শব্দ ও বৈদিক, 'ইদম্' শব্দের সমানার্থক। 'প্রত্নথা' শব্দের অর্থ প্রত্ন ইব (প্রত্নের ন্যায়), পূর্ব্বথা শব্দের অর্থ পূর্ব্ব ইব (পূর্ব্বের ন্যায়)...ইত্যাদি।

অয়মেততরোঽমুষ্মাৎ ॥ ১৯ ॥

অয়ম্ ('ইদম্' শব্দের বোধ্য বস্তু), অমুষ্মাৎ ('অদস্' শব্দের বোধ্য বস্তু হইতে) এততরঃ (অপেক্ষাকৃত সন্নিহিত)।

'ইম' শব্দের প্রসঙ্গে তৎসমানার্থক, 'ইদম্' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। 'ইদম্' শব্দ 'ইণ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।[১] 'ইদম্' শব্দের বোধ্য বস্তু 'অদস্' শব্দের বোধ্য বস্তু হইতে এততর (আ+ইত=এত, এত+তর) অর্থাৎ আসন্নতর বা অধিকতর নিকটবর্ত্তী। 'ইদম্' শব্দের দ্বারা সমীপবর্ত্তী বস্তুর নির্দ্দেশ হয়, 'অদস্' শব্দের দ্বারা তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী বস্তুর নির্দ্দেশ হয়।

অসাবস্ততরোঽস্মাৎ ॥ ২০ ॥

অসৌ ('অদস্' শব্দবোধ্য বস্তু) অস্মাৎ ('ইদম্' শব্দবোধ্য বস্তু হইতে) অস্ততরঃ (নিক্ষিপ্ততর অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত দূরবর্ত্তী)।

প্রসঙ্গতঃ 'অদস্' শব্দেরও নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। অস্ (ক্ষেপণার্থক) ধাতু হইতে 'অদস্' শব্দের নিষ্পত্তি (অস্ত=অতস্=অদস্) ; 'অদস্' শব্দের বোধ্য বস্তু 'ইদম্' শব্দের বোধ্য বস্তু হইতে অস্ততর (অস্+ক্ত=অস্ত, অস্ত+তর) অর্থাৎ নিক্ষিপ্ততর বা অধিকতর দূরবর্ত্তী।

অমুথা যথাসাবিতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২১ ॥

অমুথা ('অমুথা' এই শব্দ) যথা অসৌ ইতি (যথা অসৌ ইত্যনেন—'যথা অসৌ' এই পদদ্বয়ের দ্বারা) ব্যাখ্যাতম্ (ব্যাখ্যাত হয়)।[২]

১। ঊ ৫৯৬ দ্রষ্টব্য।

২। অমুথেতি যথাসাবিত্যনেন ব্যাখ্যাতম্ (স্কঃ দ্বাঃ)।

'ইদম্' শব্দের সমানার্থক যেমন বেদে 'ইম', সেইরূপ 'অদস্' শব্দের সমানার্থকও বেদে 'অমু'। অমুথা—অমু+থা (উপমার্থে) ; 'অমুথা' শব্দের অর্থ 'যথা অসৌ' (উহার ন্যায়)। প্রত্ন, পূর্ব্ব প্রভৃতি শব্দের উত্তরই যে উপমার্থে 'থা' প্রত্যয় হয় তাহা নহে, অন্যান্য শব্দের উত্তরও হইতে পারে—ইহা প্রমাণিত হইল।

বদিতি সিদ্ধোপমা ব্রাহ্মণবদ্ বৃষলবৎ, ব্রাহ্মণা ইব বৃষলা ইবেতি ॥ ২২ ॥

বৎ ইতি ('বৎ' এই প্রত্যয়) সিদ্ধোপমা (প্রসিদ্ধ উপমাবাচী), [যেমন] ব্রাহ্মণবৎ বৃষলবৎ ; ব্রাহ্মণা ইব (ব্রাহ্মণগণের ন্যায়) বৃষলা ইব (বৃষলগণের ন্যায়) ইতি (ইহা 'ব্রাহ্মণবৎ' 'বৃষলবৎ' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ)।

'বৎ' প্রত্যয়ের দ্বারা যে উপমার্থ প্রকাশ, তাহা লোকে ও বেদে উভয়ত্রই অতি প্রসিদ্ধ। উদাহরণ—ব্রাহ্মণবৎ—ব্রাহ্মণা ইব (ব্রাহ্মণগণের ন্যায়) ; বৃষলবৎ—বৃষলা ইব (বৃষলগণের ন্যায়)।

বৃষলো বৃষশীলো ভবতি বৃষাশীলো বা ॥ ২৩ ॥

বৃষলঃ (বৃষল) বৃষশীলঃ ভবতি (বৃষের ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট হয়) বা (অথবা) বৃষাশীলঃ (বৃষের ন্যায় অশীল অর্থাৎ দুর্দ্দান্ত, অথবা বৃষে অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ে অশীল হয়)।

'বৃষল' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। বৃষল—বৃষশীল (বৃষের ন্যায় যাহার স্বভাব) ; অথবা বৃষল—বৃষ+অশীল (বৃষের ন্যায় যে অশীল বা দুর্দ্দান্ত, অথবা বৃষে অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ে যে অশীল—অধার্ম্মিক বা পাপী)।[১] বৃষশীল বা বৃষাশীল শব্দ 'বৃষল' এই আকার ধারণ করিয়াছে।

॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। 'বৃষল' শব্দের নির্ব্বচন সম্বন্ধে মনু ৮।১৬ দ্রষ্টব্য।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

প্রিয়মেধবদত্রিবজ্জাতবেদো বিরূপবৎ।
অঙ্গিরস্বন্মহিব্রত প্রস্কণ্বস্য শ্রুধী হবম্ ॥ ১ ॥

(ঋ ১।৪৫।৩)

জাতবেদঃ (হে অগ্নে) মহিব্রত (মহাব্রত—হে মহাকর্ম্মন্) প্রিয়মেধবৎ (প্রিয়মেধ ঋষির আহ্বানের ন্যায়) অত্রিবৎ (অত্রি ঋষির আহ্বানের ন্যায়) বিরূপবৎ (বিরূপ ঋষির আহ্বানের ন্যায়) অঙ্গিরস্বৎ (অঙ্গিরা ঋষির আহ্বানের ন্যায়) প্রস্কণ্বস্য (প্রস্কণ্বের) হবম্ (আহ্বান) শ্রুধী (শ্রবণ কর)।

'বৎ' প্রত্যয় যে প্রসিদ্ধ উপমাবাচী তাহার উদাহরণ বেদ হইতে প্রদর্শন করিতেছেন। প্রিয়মেধবৎ—প্রিয়মেধস্য ইব, অত্রিবৎ—অত্রেরিব, বিরূপবৎ—বিরূপস্য ইব, অঙ্গিরস্বৎ—অঙ্গিরসঃ ইব। প্রস্কণ্ব ঋষি বলিতেছেন—হে মহাকর্ম্মন্ অগ্নে, তুমি প্রিয়মেধ অত্রি বিরূপ ও অঙ্গিরা নামক ঋষিগণের আহ্বান যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলে, প্রস্কণ্বের (আমার) আহ্বানও সেইরূপ শ্রবণ কর। শ্রুধী—শ্রুধি (শৃণু)—পাঃ ৬।৪।১০২ এবং ৬।৩।১৩৭ দ্রষ্টব্য।

প্রিয়মেধঃ প্রিয়া অস্য মেধাঃ ॥ ২ ॥

প্রিয়মেধঃ—প্রিয়াঃ অস্য মেধাঃ (মেধ অর্থাৎ যজ্ঞ ইঁহার প্রিয়)।

'প্রিয়মেধ' শব্দের অর্থ প্রদর্শন করিতেছেন। 'মেধ' শব্দের অর্থ যজ্ঞ (নিঃ ৩।১৭); তিনিই প্রিয়মেধ যাঁহার যজ্ঞ প্রিয় অর্থাৎ যজ্ঞ করিতে যিনি ভালবাসেন।

যথৈতেষামৃষীণামেবং প্রস্কণ্বস্য শৃণু হ্বানম্ ॥ ৩ ॥

প্রিয়মেধবৎ… ইত্যাদির অর্থ—যথা এতেষাম্ ঋষীণাং [হ্বানং শ্রুতবানসি] (যেরূপ এই ঋষিগণের আহ্বান শ্রবণ করিয়াছিলে) এবং প্রস্কণ্বস্য শৃণু হ্বানম্ (এইরূপ প্রস্কণ্বের আহ্বান শ্রবণ কর)। শ্রুধী—শৃণু; হবম্—হ্বানম্ (আহ্বান)।

প্রস্কণ্বঃ কণ্বস্য পুত্রঃ কণ্বপ্রভবো যথা প্রাগ্রম্ ॥ ৪ ॥

প্রস্কণ্বঃ (প্রস্কণ্ব) কণ্বস্য পুত্রঃ (কণ্বের পুত্র); কণ্বপ্রভবঃ—প্রস্কণ্বঃ ('কণ্বপ্রভব' শব্দই প্রস্কণ্ব এই আকার ধারণ করিয়াছে), যথা (যেরূপ) প্রাগ্রম্ ('প্রাগ্র' শব্দ 'অগ্রপ্রগত' বা 'অগ্রপ্রভব' শব্দ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে)।

প্রস্কণ্ব কণ্বের পুত্র। বস্তুতঃ 'কণ্বপ্রভব' শব্দই 'প্রস্কণ্ব' এই আকার ধারণ করিয়াছে; কণ্বপ্রভব—কণ্বপ্র ('ভব' শব্দের লোপ),—প্রকণ্ব (ব্যত্যয়ের দ্বারা)—প্রস্কণ্ব (সুট্—

নিপাতনে)। লোপ এবং ব্যত্যয়ের দ্বারা আকারান্তর পরিগ্রহের উদাহরণ অন্যত্রও পরিদৃষ্ট হয়, যেমন 'প্রাগ্র' শব্দে। শব্দটি ছিল 'অগ্রপ্রগত' বা 'অগ্রপ্রভব'; 'গত' বা 'ভব' শব্দের লোপের দ্বারা এবং 'অগ্র' ও 'প্র' শব্দের ব্যত্যয়ের দ্বারা 'প্রাগ্র' শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। 'প্রাগ্র' শব্দের অর্থ—অগ্রভাগকে যে প্রাপ্ত হইয়াছে অথবা অগ্রভাগে যাহার উৎপত্তি অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ সীমা (highest point).

অর্চ্চিষি ভৃগুঃ সংবভূব ভৃগুর্ভৃজ্যমানো ন দেহে ॥ ৫ ॥

ভৃগুঃ (ভৃগু ঋষি) অর্চ্চিষি (অগ্নিশিখার মধ্যে) সংবভূব (সম্ভূত হইয়াছিলেন), ভৃগুঃ (ভৃগু) ভৃজ্যমানঃ (ভর্জ্জিত অর্থাৎ ভাজা হইয়া) ন দেহে (দগ্ধ হইয়াছিলেন না)।

অঙ্গিরা প্রভৃতি নামের নির্ব্বচন প্রসঙ্গে ভৃগুনামের ও নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। বরুণের যজ্ঞে কোনও অপ্সরাকে দেখিয়া ব্রহ্মার রেতঃপাত হইয়াছিল; ব্রহ্মা সেই রেতঃ অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন, অগ্নিনিক্ষিপ্ত রেতঃ হইতে ভৃগুর উৎপত্তি হয়।[১] ভৃগু ভৃজ্যমান অর্থাৎ অগ্নিতে ভাজা হইয়াছিলেন কিন্তু দগ্ধ হয়েন নাই। ভর্জ্জনার্থক 'ভৃজ' বা 'ভ্রস্‌জ' ধাতু হইতে 'ভৃগু' শব্দের উৎপত্তি।[২]

অঙ্গারেষঙ্গিরা অঙ্গারা অঙ্কনা [অঞ্চনাঃ][৩] ॥ ৬ ॥

অঙ্গারেষু (অঙ্গারসমূহে) অঙ্গিরাঃ (অঙ্গিরার উৎপত্তি হইয়াছিল), অঙ্গারাঃ (অঙ্গারসমূহ) অঙ্কনাঃ (চিহ্নকারক) অঞ্চনাঃ (শৈত্যপ্রাপ্ত)।

অগ্নিশিখার মধ্যে হইয়াছিল ভৃগুর জন্ম; সেই অগ্নিশিখা নির্ব্বাপিত হইলে অঙ্গারসমূহের মধ্যে হয় অঙ্গিরার জন্ম।[৪] অঙ্গারসমূহে জন্ম বলিয়াই নাম অঙ্গিরা। 'অঙ্গার' শব্দ চিহ্নকরণার্থক 'অঙ্ক্' ধাতু হইতে অথবা গত্যর্থক 'অঞ্চ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; অঙ্গার যেস্থানে থাকে সেই স্থানকে অঙ্কিত (চিহ্নিত) করে[৫] অথবা অঙ্গার শৈত্যগত (শীতলতাপ্রাপ্ত) হয়।

অত্রৈব তৃতীয়মৃচ্ছতেত্যূচুস্তস্মাদত্রি র্ন ত্রয় ইতি ॥ ৭ ॥

অত্রৈব (এই স্থানেই) তৃতীয়ম্ (তৃতীয়কে) ঋচ্ছত (প্রাপ্ত হও) ইতি উচুঃ (মহর্ষিগণ ইহা বলিয়াছিলেন), তস্মাৎ (সেই জন্যই) অত্রিঃ (প্রাপ্ত তৃতীয় ব্যক্তির নাম অত্রি), [অথবা] ন ত্রয়ঃ (তিনেই পরিসমাপ্ত হইবে না) ইতি (ইহাই অত্রি নামের ব্যুৎপত্তি)।

১। ভৃগু অঙ্গিরা ও অত্রির উৎপত্তি সম্বন্ধে বৃহদ্দেবতা ৫।৯৭-১০১ দ্রষ্টব্য।

২। ভৃজ্জতি তপসা ভৃগুঃ (সিঃ কৌঃ—উ ২৮ দ্রষ্টব্য,)।

৩। বহু পুস্তকে এতদংশ দৃষ্ট হয় না।

৪। যাপগতেঽর্চ্চিষি যঃ অঙ্গারেষু সংবভূব সোঽঙ্গিরা নামাভবৎ (দুঃ)।

৫। তে হি যত্র নিধীয়ন্তে তদঙ্কিতং ভবতি (দুঃ)।

ভৃগু এবং অঙ্গিরার জন্মের পর মহর্ষিগণ বলিয়াছিলেন 'এই স্থানেই তৃতীয় ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হও।' সমুদ্ভব হইল অত্রির। 'অত্রৈব তৃতীয়ম্'—এই প্রকার বলিবার পর সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া অত্রি নাম। অত্রি—অত্র+ত্রি। অথবা, অত্রি—ন+ত্রি; তিন সংখ্যাতেই ঋষিজন্ম পরিসমাপ্ত হইবে না, চতুর্থের অর্থাৎ বৈখানসেরও জন্ম হইবে, মহর্ষিগণ এইরূপ বলিয়াছিলেন—ইহাতেই অত্রির অত্রিত্ব।[1]

বিখননাদ্‌বৈখানসো ভরণাদ্ভারদ্বাজো বিরূপো নানারূপঃ ॥ ৮ ॥

বিখননাৎ (বিশেষরূপ খনন নিবন্ধন) বৈখানসঃ ('বৈখানস' এই নাম), ভরণাৎ (ভরণ বা ধারণনিবন্ধন) ভারদ্বাজঃ ('ভারদ্বাজ' এই নাম), বিরূপঃ (বিরূপ ঋষি) নানারূপঃ (বিভিন্ন রূপসম্পন্ন)।

অগ্নিস্থান খনন করিলে জন্ম হয় বৈখানসের;[2] বৈখানস নামের উৎপত্তি 'খন্' ধাতু হইতে। ধারণার্থক 'ভৃ' ধাতু হইতে ভারদ্বাজ নামের উৎপত্তি; ভারদ্বাজ বল বীর্য্য জ্ঞানের ধারণকর্ত্তা। জপ-যোগ-ঐশ্বর্য্যনিবন্ধন বিরূপ ঋষি নানারূপসম্পন্ন; ইহাতেই বিরূপের বিরূপত্ব[3] (বিবিধ অর্থাৎ নানাপ্রকার রূপ যাহার)।

মহিব্রতো মহাব্রত ইতি ॥ ৯ ॥

মহিব্রতঃ—মহাব্রতঃ (মহাকর্ম্মশালী); বেদে, মহি—মহৎ। 'ব্রত' শব্দের অর্থ কর্ম্ম (নিঃ ২।১)। ইতিশব্দ পরিচ্ছেদ-সমাপ্তিসূচক।

॥ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অপবৈবমস্তথা স্যাৎ। অত্রিঃ প্রতিষেধার্থোঽস্যাকারঃ। কথম্। ন ত্রয় এবাত্র। কিং তর্হি খন্যতামেতদগ্নিস্থানং চতুর্থোঽপ্যত্র ভবিষ্যতীত্যেবমসূয্যাহাশাদত্রিরভবৎ (দুঃ)। অত্রির জন্ম সম্বন্ধে বৃহদ্দেবতা ৫।৯৭-১০১ দ্রষ্টব্য।

২। বৃহদ্দেবতা ৫।৯৭-১০১ দ্রষ্টব্য।

৩। বিরূপো নানারূপো জপযোগৈশ্বর্য্যাদিত্যৈতিহাসিকাঃ (স্কঃ মাঃ)।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অথ লুপ্তোপমানি ॥ ১ ॥

অথ (তৎপরে) লুপ্তোপমানি (লুপ্তোপম পদ অর্থাৎ যে পদের পরে উপমাবাচক শব্দ ইবাদি প্রযুক্ত হয় না, তাহাদের ব্যাখ্যা করা হইবে)।[১]

'ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ....' (নির্ ৯।৬), 'সিংহো দেবদত্তঃ' ইত্যাদি লুপ্তোপমার উদাহরণ।

অর্থোপমানীত্যাচক্ষতে ॥ ২ ॥

অর্থোপমানি ইতি (লুপ্তোপম পদকে অর্থোপম পদ বলিয়া) আচক্ষতে (বলেন)।

যাহাকে লুপ্তোপমা বলে, তাহাকেই আচার্যগণ এবং লৌকিকগণ অর্থোপমা বলিয়া অভিহিত করেন। উপমাবাচক শব্দ ইবাদি না থাকিলেও অর্থের পর্যালোচনায় উপমা প্রতীত হয় বলিয়া 'অর্থোপমা' নাম।

সিংহো ব্যাঘ্র ইতি পূজায়াম্ ॥ ৩ ॥

সিংহঃ ব্যাঘ্রঃ ইতি ('সিংহ' 'ব্যাঘ্র' ইত্যাদি শব্দ) পূজায়াম্ (পূজা বা প্রশংসা প্রকাশ করিতে প্রযুক্ত হয়)।

সিংহো দেবদত্তঃ, ব্যাঘ্রঃ পুরুষঃ—ইত্যাদি বলিলে দেবদত্ত, পুরুষ প্রভৃতি যে শৌর্যাদিগুণ-সম্পন্ন এবং প্রশংসনীয় তাহার বোধ হয়।

শ্বা কাক ইতি কুৎসায়াম্ ॥ ৪ ॥

শ্বা কাকঃ ইতি ('শ্বন্' 'কাক' ইত্যাদি শব্দ) কুৎসায়াম্ (কুৎসা বা নিন্দা প্রকাশ করিতে প্রযুক্ত হয়)।

অয়ং শ্বা (কুকুর), অয়ং কাকঃ—ইত্যাদি বলিলে যাহাকে কুকুর এবং কাক বলা হইল, সে যে লৌল্যাদিদোষে দুষ্ট এবং নিন্দনীয় তাহার বোধ হয়।

কাক ইতি শব্দানুকৃতিঃ ॥ ৫ ॥

কাকঃ ইতি ('কাক' এই নাম) শব্দানুকৃতিঃ (শব্দানুকরণনিমিত্ত)।

১। অথেত্যানন্তর্যে। লুপ্তোপমানি লুপ্তা উপমা যেষু তানি পদানি বাক্যানি ব্যাখ্যাস্যন্ত ইতি শেষঃ (স্কঃ স্বাঃ)। অথেদানীং যেষু পদেষু লুপ্যন্তে উপমাশব্দা ইবাদয় তান্যবসরপ্রাপ্তানি ব্যাখ্যাস্যামঃ (দুঃ)।

অনুকৃতি শব্দের অর্থ অনুকরণ; কাক যাদৃশ শব্দ করে তাদৃশ শব্দের অনুকরণেই তাহার নাম হইয়াছে অর্থাৎ কাক 'কা কা' শব্দ করে বলিয়াই তাহার নাম কাক।[১]

তদিদং শকুনিষু বহুলম্ ॥ ৬ ॥

তৎ ইদং (শব্দানুকরণনিমিত্তক নাম) শকুনিষু (পক্ষিসমূহে) বহুলম্ (প্রভূত দৃষ্ট হয়)।
বিচার করিলে দেখা যাইবে পক্ষীর নাম প্রায়ই শব্দানুকরণনিমিত্তক।

ন শব্দানুকৃতির্বিদ্যত ইত্যৌপমন্যবঃ ॥ ৭ ॥

শব্দানুকৃতিঃ (শব্দানুকরণনিমিত্তক নাম) ন বিদ্যতে (নাই) ইতি ঔপমন্যবঃ (ঔপমন্যব আচার্য্য ইহা মনে করেন)।

ঔপমন্যব আচার্য্য মনে করেন সমস্ত নামই আখ্যাতজ (ক্রিয়ানিমিত্তক), শব্দানুকৃতি-নিমিত্তক নাম নাই; পক্ষীর নামও আখ্যাতজই, শব্দানুকৃতিনিমিত্তক নহে।

কাকোঽপকালয়িতব্যো ভবতি ॥ ৮ ॥

কাকঃ (কাক) অপকালয়িতব্যঃ (নিষেদ্ধব্য) ভবতি (হয়)।

কাকাদি পক্ষীর নামও যে আখ্যাতজ তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। 'কাল্' ধাতুর অর্থ নিষেধ করা; 'কাল্' ধাতু হইতে 'কাক' শব্দের নিষ্পত্তি[২]; স্পর্শের দ্বারা দ্রব্যাদি দূষিত না করে, এইজন্য কাক নিষেদ্ধব্য বা বিতাড়য়িতব্য।

তিত্তিরিস্তরণাত্তিলমাত্রচিত্র ইতি বা ॥ ৯ ॥

তিত্তিরিঃ (তিত্তিরি নাম) তরণাৎ ('তৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), বা (অথবা) তিলমাত্রচিত্রঃ (তিলপরিমাণ বিন্দুসমূহের দ্বারা চিত্রিত) ইতি (ইহাই তিত্তিরি নামের ব্যুৎপত্তি)।

'তিত্তিরি' শব্দ প্লবনার্থক অথবা গমনার্থক 'তৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; তিত্তিরি উৎপ্লবন করিয়া অর্থাৎ লাফাইয়া লাফাইয়া গমন করে অথবা অন্তরিক্ষে গমন করে;[৩] অথবা তিত্তিরি তিলমাত্র চিত্র (তিলপরিমাণ ক্ষুদ্র বিন্দুসমূহের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে চিত্রিত)—কাজেই নাম তিত্তিরি; তিলচিত্র—তিদ্‌চিত্র—তিত্তিব—তিত্তিরি (স্বর ও ব্যঞ্জনের সমানতা)।

১। অনুকরণমনুকৃতিঃ শব্দস্যানুকৃতিঃ শব্দানুকৃতিঃ, যাদৃশমেবাসৌ শব্দং করোতি তদৈবানুকৃত্যা তস্য নামাপি ভবতি। স হি কাকুকাকিতি বাশ্যতে তস্মাৎ স কাক ইত্যুচ্যতে (দুঃ); তদীয়শব্দানুকরণনিমিত্ত-মেবাস্যৈতন্নামধেয়ম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। বৈয়াকরণগণ 'কাক' শব্দের নিষ্পত্তি করেন 'কৈ' ধাতু হইতে (উ ৩২৩ দ্রষ্টব্য)।

৩। উৎপ্লুত্যাসৌ গচ্ছতি (দুঃ), তরত্যন্তরিক্ষে গচ্ছতি (স্কঃ স্বাঃ)।

কপিঞ্জলঃ কপিরিব জীর্ণঃ কপিরিব জবত ঈষৎ পিঙ্গলো বা
কমনীয়ং শব্দংপিঞ্জয়তীতি বা ॥ ১০ ॥

কপিঞ্জলঃ (কপিঞ্জল পক্ষী) কপিরিব জীর্ণঃ (জীর্ণ বানরের বর্ণবিশিষ্ট), কপিরিব জবতে (বানরের ন্যায় গমন করে), বা (অথবা) ঈষৎ-পিঙ্গলঃ (ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট), বা (অথবা) কমনীয়ং শব্দং ('কমনীয়' শব্দ) পিঞ্জয়তি (অভিব্যক্ত করে), ইতি (এই সমস্ত কপিঞ্জল নামের ব্যুৎপত্তি)।

'কপিঞ্জল' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। (১) বানর জরাজীর্ণ হইলে তাহার যেরূপ বর্ণ হয়, কপিঞ্জলের বর্ণ সেইরূপ[১] (কপি+জৄ+অপ্; কপিজর=কপিঞ্জল); (২) কপিঞ্জল বানরের ন্যায় গতিবিশিষ্ট, কারণ উৎপ্লবনপূর্ব্বক অর্থাৎ লাফাইয়া লাফাইয়া গমন করে[২] (কপি+গত্যর্থক জু+অপ্; কপিজব=কপিঞ্জল); (৩) কপিঞ্জল পক্ষী ঈষৎ-পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট (কপিঙ্গল=কপিঞ্জল, ঈষদর্থে ক); (৪) কপিঞ্জল পক্ষী মধুর শব্দ অভিব্যক্ত করে[৩] (কমনীয়+পিঞ্জ্+কল=ক+পিঞ্জ্+কল=কপিঞ্জল)। দুর্গাচার্য্যের পাঠ— 'কমনীয়ং' স্থলে 'গমনীয়ং'। 'গমনীয়' শব্দের অর্থ মঙ্গল্য প্রার্থনীয় অথবা মধুর।

শ্বা শুযায়ী শবতে র্বা স্যাদ্‌গতিকর্ম্মণঃ শ্বসিতে র্বা ॥ ১১ ॥

শ্বা (শ্বা—কুকুর) শুযায়ী (ক্ষিপ্রগামী), গতিকর্ম্মণঃ (গত্যর্থক) শবতেঃ বা স্যাৎ ('শব' ধাতু হইতেও বা 'শ্বন্' শব্দের নিষ্পত্তি হইতে পারে), শ্বসিতেঃ বা (অথবা 'শ্বস্' ধাতু হইতেও হইতে পারে)।

'শ্বন্' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। (১) 'শু' শব্দ ও 'ক্ষিপ্র' শব্দ সমানার্থক (নিঃ ২।১৫); 'শু' শব্দপূর্ব্বক গত্যর্থক 'অয়্' ধাতু হইতে 'শ্বন্' শব্দের নিষ্পত্তি—শ্বা (কুকুর) ক্ষিপ্রগামী ;[৪] (২) গত্যর্থক 'শব' ধাতু হইতেও 'শ্বন্' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে— শ্বা (কুকুর) সর্ব্বদাই গমনাগমন করে ; (৩) 'শ্বস্' ধাতু হইতেও 'শ্বন্' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে। ধাতুপাঠে 'শ্বস্' ধাতুর অর্থ প্রাণন (শ্বাস গ্রহণ করা)—শ্বা (কুকুর) জোরে শ্বাস গ্রহণ করে ; দুর্গাচার্য্যের মতে 'শব্' ধাতুর ন্যায় 'শ্বস্' ধাতুও গত্যর্থক ;[৫] নিঘণ্টুতে 'শ্বস্' ধাতু হিংসার্থক (নিঃ ২।১৯)—শ্বা (কুকুর) হিংসা করে।

১। যাদৃশো হি কপির্মর্কটো জীর্ণঃ সন্ বর্ণতো ভবতি তাদৃশোঽসাবিতি কপিঞ্জল ইত্যুচ্যতে (দুঃ), জীর্ণ-মর্কটবর্ণঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। উৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য গমনাম্মর্কট ইব জবতে গচ্ছতি (স্কঃ স্বাঃ)। 'জু' সৌত্রধাতু।

৩। কমনীয়ং প্রার্থনীয়ং মঙ্গল্যং মধুরং বা শব্দং পিঞ্জয়তি অভিব্যনক্তীতি কপিঞ্জলঃ (দুঃ), পিঞ্জয়তি বিবৃণুতে (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। উ ১৫৭ দ্রষ্টব্য।

৫। শ্বসতে র্বা গতিকর্ম্মণ এব।

সিংহঃ সহনাদ্ধিংসের্বা স্যাদ্ বিপরীতস্য সংপূর্বস্য বা হন্তেঃ সংহায় হন্তীতি বা ॥ ১২ ॥

সিংহঃ ('সিংহ' শব্দ) সহনাৎ ('সহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), বা (অথবা) বিপরীতস্য (বিপরীত অর্থাৎ বিপর্যস্তবর্ণ) হিংসেঃ ('হিংস্' ধাতু হইতে) স্যাৎ (নিষ্পন্ন হইতে পারে), বা (অথবা) সংপূর্বস্য হন্তেঃ (সংপূর্বক 'হন্' ধাতু হইতে 'সিংহ' শব্দ নিষ্পন্ন) সংহায় (নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া) হন্তি (হিংসা করে) ইতি বা (ইহাই বা সিংহ শব্দের ব্যুৎপত্তি)।

(১) অভিভবার্থক 'সহ্' ধাতু হইতে 'সিংহ' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—সিংহ অন্যান্য প্রাণীকে অভিভূত করে।[১] (২) বিপর্যস্ত বর্ণ 'হিংস্' ধাতু হইতে অর্থাৎ 'হিংস্' ধাতুর বর্ণবিপর্যয় করিয়া 'সিংহ' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—সিংহ হিংসা করে; (৩) সংপূর্বক 'হন্' ধাতু হইতে 'সিংহ' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে; (৪) সিংহ প্রথমতঃ নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, পরে আত্মপ্রকাশ করিয়া মৃগাদি লক্ষ্য বধ করে, ইহাই বা 'সিংহ' শব্দের ব্যুৎপত্তি। সং-পূর্বক 'হন্' ধাতু হইতে 'সিংহ' শব্দ সিদ্ধ করিলে ইহার অর্থ যাহা হয়, তাহার সহিত শেষোক্ত অর্থের বস্তুতঃ কোনও পার্থক্য নাই, সংপূর্বক হন্ ধাতুর অর্থই বিবৃত হইয়াছে 'সংহায় হন্তীতি .....' বাক্যের দ্বারা, ইহা স্কন্দস্বামীর মত। কাজেই তাঁহার মতে 'সংহায় হন্তীতি বা' এই স্থলে 'বা' পদের কোন অর্থ নাই, ইহা অপপাঠ।[২] দুর্গাচার্যের মতে 'সংপূর্বস্য বা হন্তেঃ' 'সংহায় হন্তীতি বা'—ইহারা বিভিন্ন নির্বচন, একের সহিত অন্যের কোনও সম্বন্ধ নাই।[৩] তাঁহার মতে উভয়স্থলেই কিন্তু সং-পূর্বক 'হন্' ধাতু হইতেই নির্বচন স্বীকার করিতে হয়। 'সংহায় হন্তীতি বা' ইহার ব্যাখ্যা দুর্গাচার্য করেন নাই; এইস্থলে সং-পূর্বক 'হৃ' ধাতু এবং 'হন্' ধাতু—এই উভয় ধাতু হইতে নির্বচন স্বীকার করা দুর্গাচার্যের অভিপ্রেত কিনা তাহা বিচার্য।

ব্যাঘ্রো ব্যাঘ্রাণাদ্ব্যাদায় হন্তীতি বা ॥ ১৩ ॥

ব্যাঘ্রঃ ('ব্যাঘ্র' শব্দ) ব্যাঘ্রাণাৎ (বিশেষরূপ গন্ধগ্রহণহেতুক—বি+আ+'ঘ্রা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), বা (অথবা) ব্যাদায় (মুখ বিবৃত করিয়া) হন্তি (বধ করে) ইতি (ইহা 'ব্যাঘ্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি)।

'ব্যাঘ্র' শব্দ বি+আ+'ঘ্রা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ ৭৪১ দ্রষ্টব্য); ব্যাঘ্র বিশেষরূপে আঘ্রাণ করে—ব্যাঘ্রের ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ণ, গন্ধ গ্রহণ করিয়া ব্যাঘ্র শিকারের অনুধাবন করে। অথবা, বি+আ+'হন্' ধাতু হইতে 'ব্যাঘ্র' শব্দের নিষ্পত্তি; ব্যাঘ্র মুখ ব্যাদানপূর্বক অথবা বিবিধরূপে আকর্ষণপূর্বক হনন করে।[৪]

॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। উ ৭৪০ দ্রষ্টব্য।   ২। সঙ্কোচ্যাত্মানং পশ্চাদ্বিতত্য হন্তীতি পূর্বস্যৈবার্থবচনম্। অতো বেত্যপপাঠঃ।
৩। সংপূর্বস্য বা হন্তেঃ উপসর্গস্তেষেন; সংহায় হন্তীতি বা, বৈয়াকরণানামেবা ব্যুৎপত্তিঃ (দুঃ)।
৪। বিবৃত্যাস্যং বিবিধং বাদায়াকৃষ্য হন্তীতি (স্কঃ স্বাঃ)।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অর্চতি কর্ম্মাণ উত্তরে ধাতবশ্চতুশ্চত্বারিংশৎ ॥ ১ ॥

উত্তরে (পরবর্ত্তী) চতুশ্চত্বারিংশৎ ধাতবঃ (চুয়াল্লিশটী ধাতু) অর্চ্চতিকর্ম্মাণঃ (পূজার্থক)।

উপমা শব্দসমূহের পরে 'অর্চ্চতি', 'গায়তি' প্রভৃতি পূজার্থক চুয়াল্লিশটী ধাতু (ক্রিয়া) অভিহিত হইয়াছে (নিঃ ৩।১৪)।

মেধাবিনামান্যুত্তরাণি চতুর্বিংশতিঃ ॥ ২ ॥

উত্তরাণি (পরবর্ত্তী) চতুর্বিংশতিঃ (চব্বিশটী নাম) মেধাবিনামানি ('মেধাবি'নাম)।

পূজার্থক ধাতুসমূহের পরে 'বিপ্র', 'বিপ্র' প্রভৃতি চব্বিশটী 'মেধাবি'নাম (নিঃ ৩।১৫) অভিহিত হইয়াছে।

মেধাবী কস্মান্মেধয়া তদ্বান্ ভবতি ॥ ৩ ॥

মেধাবী কস্মাৎ ('মেধাবি' নাম কোথা হইতে হইল)? মেধয়া (মেধানিবন্ধন) তদ্বান্ ভবতি (মেধাবান্ হয়)।

'মেধাবি' নামের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। মেধানিবন্ধন অর্থাৎ মেধা আছে বলিয়াই মেধাবী পুরুষের মেধাবিত্ব। ফল কথা, মেধা যাঁহার আছে তিনিই মেধাবী বা মেধাবান্। 'বিন্' প্রত্যয় মত্বর্থে।

মেধা মতৌ ধীয়তে ॥ ৪ ॥

মেধা (মেধা) মতৌ (বুদ্ধিতে) ধীয়তে (অভিব্যক্ত হয়)।

'মেধা' শব্দ মতি-শব্দপূর্ব্বক 'ধা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'মেধা' শব্দের অর্থ গ্রন্থগ্রহণশক্তি; মানুষের এই শক্তি বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত হয়।[১]

স্তোতৃনামান্যুত্তরাণি ত্রয়োদশ ॥ ৫ ॥

উত্তরাণি (পরবর্ত্তী) ত্রয়োদশ (ত্রয়োদশ নাম) স্তোতৃনামানি (স্তোতার নাম)।

'মেধাবি' নামসমূহের পরে রেভ, জরিতৃ, কারু প্রভৃতি ত্রয়োদশ 'স্তোতৃ'নাম (নিঃ ৩।১৬) অভিহিত হইয়াছে।

১। মেধা তু গ্রন্থগ্রহণশক্তিঃ (স্কঃ স্বাঃ) ; সা হি মতৌ ধীয়তে, মতির্বুদ্ধিঃ, তস্যাং যা পুরুষশক্তিরভিব্যজ্যতে সা মেধা ইত্যুচ্যতে (দুঃ)।

স্তোতা স্তবনাৎ ॥ ৬ ॥

স্তোতা ('স্তোতৃ' শব্দ) স্তবনাৎ ('স্তু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

স্তুত্যর্থক 'স্তু' ধাতু হইতে 'স্তোতৃ' শব্দের নিষ্পত্তি।

যজ্ঞ নামান্যুত্তরাণি পঞ্চদশ ॥ ৭ ॥

উত্তরাণি (পরবর্তী) পঞ্চদশ (পঞ্চদশ নাম) যজ্ঞনামানি ('যজ্ঞ'নাম)।

'স্তোতৃ' নামসমূহের পরে যজ্ঞ, বেন, অধ্বর প্রভৃতি পঞ্চদশ 'যজ্ঞ' নাম (নিঃ ৩।১৭) অভিহিত হইয়াছে।

যজ্ঞঃ কস্মাৎ প্রখ্যাতং যজতি কর্ম্মেতি নৈরুক্তাঃ ॥ ৮ ॥

যজ্ঞঃ কস্মাৎ ('যজ্ঞ' শব্দ কোথা হইতে হইল)? যজতি কর্ম (যজন ক্রিয়া) প্রখ্যাতং (প্রসিদ্ধ) ইতি নৈরুক্তাঃ (নিরুক্তকারগণ ইহা বলেন)।

যজনক্রিয়া প্রখ্যাত ; যজনক্রিয়ার অর্থপ্রকাশক 'যজ্' ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে 'নঙ্' প্রত্যয় করিয়া 'যজ্ঞ' শব্দের নিষ্পত্তি (পাঃ ৩।৩।৯০)। 'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ যজনক্রিয়া, ইহাই নিরুক্তকারগণের অভিমত।[1] দেবগণ যজ্ঞে পূজিত হয়েন (ইজ্যন্তেঽত্র দেবতাঃ)—দেবরাজের মতে ইহাও 'যজ্ঞ' শব্দের নির্ব্বচন হইতে পারে।

যাচ্ঞো ভবতীতি বা ॥ ৯ ॥

যাচ্ঞঃ ভবতি (যাচ্ঞাবিশিষ্ট হয়), ইতি বা (ইহাও বা 'যজ্ঞ' শব্দের নির্ব্বচন হইতে পারে)।

'যাচ্ঞ' শব্দের অর্থ যাচ্ঞাবিশিষ্ট অর্থাৎ যাহাতে যাচ্ঞা আছে ;[2] 'যজ্ঞ' শব্দ 'যাচ্ঞ' শব্দেরও বা রূপান্তর হইতে পারে (যাচ্ঞ = যজ্ঞ)—যজ্ঞে অন্ন, অর্থ প্রভৃতি অভীষ্ট বস্তুর যাচ্ঞা আছে। যাচ্ঞ—এই পাঠ স্কন্দস্বামীর। দুর্গাচার্য্যের পাঠ যাচ্ঞ্য। অর্থ একই। যজ্ঞ দেবগণের অন্নরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ভূতি (পুষ্টি)-কাম মানুষও যজ্ঞকে অন্নরূপে চিন্তা করিয়া তাহাই যাচ্ঞা করিয়াছিল ; 'যাচ্' ধাতুর সহিত সম্পর্কনিবন্ধনই যজ্ঞের যজ্ঞত্ব।[3]

যজুরুন্নো ভবতীতি বা ॥ ১০ ॥

যজুরুন্নঃ ভবতি (যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞ যেন ক্লিন্ন বা সিক্ত হয়), ইতি বা (ইহাও বা 'যজ্ঞ' শব্দের নির্ব্বচন হইতে পারে)।

১। যদেতৎ প্রখ্যাতং যজতিকর্ম লোকবেদয়োরেতদেব ভাবসাধনশব্দেনোচ্যতে যজনং যজ্ঞ ইতি (দুঃ)।

২। 'যাচ্ঞা' শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে 'ণ' প্রত্যয় করিয়া 'যাচ্ঞ' শব্দের নিষ্পত্তি (পাঃ ৫।২।১০১ দ্রষ্টব্য)।

৩। যাচ্ঞো ভবতীতি যজ্ঞঃ। যজ্ঞো বৈ দেবানামন্নং সমভূৎ তং ভূত্যাঃ সমন্তাবযন্নিতি হি বিজ্ঞায়তে, তস্মাদ্ যাচনাদ্ যজ্ঞঃ। 'দ্বাদশরাত্রীর্দীক্ষিতো ভূতিং বন্তি' (স্কঃ স্বাঃ)।

'উন্ন' শব্দ ক্লেদনার্থক 'উন্দী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। প্রকৃতপক্ষে যজুর্ব্বেদের মন্ত্রসমূহের দ্বারা উন্ন (ক্লিন্ন বা সিক্ত) হওয়া যজ্ঞের পক্ষে সম্ভব নহে। তবে এইরূপ বলা হইয়াছে যজ্ঞে আহুতিপ্রদানে যজুর্মন্ত্রের বাহুল্যবশতঃ, যজুর্মন্ত্রের দ্বারা যজ্ঞ পরিব্যাপ্ত বলিয়া।[১] যজুষ্ + উন্ন — যজ্ + ন — যজ্ + ঞ — যজ্ঞ।

বহুকৃষ্ণাজিন ইত্যৌপমন্যবঃ ॥ ১১ ॥

বহুকৃষ্ণাজিনঃ (বহু কৃষ্ণাজিন যজ্ঞে ব্যবহৃত হয়) ইতি ঔপমন্যবঃ (আচার্য্য ঔপমন্যব ইহাই 'যজ্ঞ' শব্দের নির্ব্বচন বলিয়া মনে করেন)।

'কৃষ্ণাজিন' শব্দের অর্থ কৃষ্ণমৃগের চর্ম্ম। যজ্ঞে বহু কৃষ্ণাজিনের প্রয়োজন হয়।[২] 'অজিন' শব্দ হইতেও 'যজ্ঞ' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে। অজিন — ই + অজ্ + ন — যজ্ + ন — যজ্ঞ।

যজূংষ্যেনং নয়ন্তীতি বা ॥ ১২ ॥

যজূংষি (যজুর্মন্ত্রসমূহ) এনং (ইহাকে—যজ্ঞকে) নয়ন্তি (সমাপ্তিতে নিয়া যায়) ইতি বা (ইহাও বা 'যজ্ঞ' শব্দের নির্ব্বচন হইতে পারে)।

যজ্ঞের আরম্ভও যজুর্মন্ত্রে, সমাপ্তিও যজুর্মন্ত্রে। যজুর্মন্ত্র যজ্ঞকে সমাপ্তিতে নিয়া যায়—ইহাও 'যজ্ঞ' শব্দের নির্ব্বচন হইতে পারে। যজুষ্ + নয় — যজ্ + ন — যজ্ঞ।

ঋত্বিঙ্ নামান্যুত্তরাণ্যষ্টৌ ॥ ১৩ ॥

উত্তরাণি (পরবর্ত্তী) অষ্টৌ (আটটী নাম) ঋত্বিঙ্নামানি (ঋত্বিকের নাম)।

'যজ্ঞ'নামসমূহের পরে ভারত, কুরু প্রভৃতি আটটী 'ঋত্বিক্'নাম (নিঃ ৩;১৮) অভিহিত হইয়াছে।

ঋত্বিক্ কস্মাদীরণঃ ॥ ১৪ ॥

ঋত্বিক্ কস্মাৎ ('ঋত্বিক্' নাম কোথা হইতে হইল)? ঈরণঃ [ভবতি] (তিনি দেবগণের প্রতি স্তুতিসমূহের প্রেরক)।

'ঋত্বিক্' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। প্রেরণার্থক 'ঈর্' ধাতু হইতে 'ঋত্বিক্' শব্দের নিষ্পত্তি। ঋত্বিক্ দেবগণের প্রতি স্তুতিসমূহ প্রেরণ করেন অর্থাৎ স্তুতিসমূহের দ্বারা

১। যজুর্ভিঃ ভূয়সঃ ব্যাপ্তিং দর্শয়তি ক্লেদনার্থত্বাৎ (স্কঃ স্বাঃ); উন্ন ইব সংক্লিন্ন ইব ভবতি—বহুত্বাদত্র যজুষাম্ (দুঃ)।

২। সোমে তাবদজিনদ্বয়ম্, যজমানেঽপ্যজিনদ্বয়ম্, অবহন্যমানেষু হি হবিঃষু অজিনং ধর্ম্মপাত্রেঽপ্যজিনম্, এবং বহুকৃষ্ণাজিনঃ (দুঃ)। সোমোপহননানি বহূনি কৃষ্ণাজিনান্যস্মিন্ সন্তীতি যজ্ঞঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

দেবগণের তৃপ্তিবিধান করিয়া থাকেন।[১] যজমানদিগকে যজ্ঞে প্রেরিত (প্রবর্ত্তিত) করেন—ইহাও বা 'ঋত্বিক্' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে। বৈয়াকরণমতে 'ঋত্বিক্' শব্দের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে পাঃ ৩।২।৫৯ দ্রষ্টব্য।

ঋগ্যষ্টা ভবতীতি শাকপূণিঃ ॥ ১৫ ॥

ঋগ্যষ্টা ভবতি (ঋক্-মন্ত্রসমূহের দ্বারা যজ্ঞকারী হয়েন) ইতি শাকপূণিঃ (ইহাই 'ঋত্বিক্' শব্দের ব্যুৎপত্তি বলিয়া আচার্য্য শাকপূণি মনে করেন)।

ঋত্বিক্ ঋক্-মন্ত্রসমূহের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করেন। 'ঋচ্+যজ্' ধাতু হইতে 'ঋত্বিক্' শব্দের নিষ্পত্তি, ইহাই আচার্য্য শাকপূণির মত।

ঋতুযাজী ভবতীতি বা ॥ ১৬ ॥

ঋতুযাজী ভবতি (যথাঋতুতে যজ্ঞসম্পাদক হয়েন) ইতি বা (ইহাও বা 'ঋত্বিক্' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে)।

'ঋতু+যজ্' ধাতু হইতেও 'ঋত্বিক্' শব্দের নিষ্পত্তি হইতে পারে। ঋত্বিক্ ঋতুতে ঋতুতে অর্থাৎ যজ্ঞের কাল উপস্থিত হইলেই যজমানের দ্বারা যজ্ঞ করাইয়া থাকেন।[২]

যাচ্ঞাকর্ম্মাণ উত্তরে ধাতবঃ সপ্তদশ ॥ ১৭ ॥

'ঋত্বিক্'নামসমূহের পরে—ঈমহে, যামি, মন্মহে প্রভৃতি যাচ্ঞার্থক সপ্তদশ ধাতু (ক্রিয়া) অভিহিত হইয়াছে (নিঃ ৩।১৯)।

দানকর্ম্মাণ উত্তরে ধাতবো দশ ॥ ১৮ ॥

যাচ্ঞার্থক ধাতুসমূহের পরে দাতি, দাশতি, দাসতি প্রভৃতি দশটী দানার্থক ধাতু অভিহিত হইয়াছে। (নিঃ ৩।২০)।

অধ্যেষণাকর্ম্মাণ উত্তরে ধাতবশ্চত্বারঃ ॥ ১৯ ॥

দানার্থক ধাতুসমূহের পরে—পরিস্রব, পবস্ব প্রভৃতি চারিটী অধ্যেষণার্থক ধাতু অভিহিত হইয়াছে (নিঃ ৩।২১)। 'অধ্যেষণা' শব্দের অর্থ অভ্যর্থনা বা প্রার্থনা।[৩]

১। ঈরয়িতা হি স স্তুতীনাং ভবতীতি ঋত্বিক্ (দুঃ)।

২। ঋতাবৃতৌ যাজনশীলঃ (স্কঃ ষাঃ); ঋতৌ যাজয়তীতি বা, স হি কালে কালে এব যাজয়তে নাকালে (দুঃ)।

৩। অধ্যেষণাকর্ম্মাণঃ অভ্যর্থনার্থাঃ (স্কঃ ষাঃ)।

স্বপিতি সস্তীতি দ্বৌ স্বপিতিকর্ম্মাণৌ ॥ ২০ ॥

'স্বপিতি' ও 'সস্তি'—এই দুইটী ধাতু নিদ্রার্থক (নিঃ ৩।২২)।

কূপনামান্যুত্তরাণি চতুর্দ্দশ ॥ ২১ ॥

নিদ্রার্থক ধাতু দুইটীর পরে কূপ, কাতু প্রভৃতি চতুর্দ্দশ 'কূপ'নাম অভিহিত হইয়াছে (নিঃ ৩।২৩)।

কূপঃ কস্মাৎ কুপানং ভবতি কুপ্যতে র্বা ॥ ২২ ॥

কূপঃ কস্মাৎ ('কূপ'নাম কোথা হইতে হইল) ? কুপানং ভবতি (কূপে জলপান সাধারণতঃ কুৎসিত বা কদর্য্য হয়); কুপ্যতে র্বা (অথবা 'কুপ্' ধাতু হইতেও 'কূপ' শব্দের নিষ্পত্তি হইতে পারে)।

কূপ হইতে জলপান করা খুব সুখের নহে। জল তুলিতে দ্রব্যান্তরের অপেক্ষা করিতে হয় এবং কিছু প্রয়াসও পাইতে হয়। বিশেষতঃ নানা লোক নানা পাত্রে জল তোলে বলিয়া কূপের তাদৃশ পবিত্রতাও রক্ষিত হয় না। কাজেই কূপ—কুপান বা কুৎসিতপান।[১] কু+পা+ড (পাঃ ৩।২।১০১)=কুপ—কূপ (পাঃ ৬।৩।১৩৭)। ক্রোধার্থক 'কুপ্' ধাতু হইতেও 'কূপ' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে 'ক' প্রত্যয় করিয়া (পাঃ ৩।১।১৩৫)। এই স্থলেও কুপ—কূপ। মানুষ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কূপসমীপে গমন করে এবং ভীড়বশতঃ শীঘ্র শীঘ্র জল না পাইয়া পরস্পরের প্রতি কুপিত হয়;[২] অথবা, কূপের প্রতিই মানুষ কুপিত হয়—ইহা হইতে কষ্টে জল আহরণ করিতে হয় বলিয়া।[৩]

স্তেন নামান্যুত্তরাণি চতুর্দ্দশৈব ॥ ২৩ ॥

চতুর্দ্দশ 'কূপ'নামের পরে তৃপু, তকা, রিভ্বা প্রভৃতি চতুর্দ্দশ স্তেন (চোর)-নাম অভিহিত হইয়াছে (নিঃ ৩।২৪)। 'এব' শব্দের বিশেষ কোন অর্থ নাই।

স্তেনঃ কস্মাৎ সংস্ত্যানমস্মিন্ পাপকমিতি নৈরুক্তাঃ ॥ ২৪ ॥

স্তেনঃ কস্মাৎ (স্তেন নাম কোথা হইতে হইল) ? অস্মিন্ (ইহাতে অর্থাৎ স্তেনে) পাপকং (পাপকর্ম্ম) সংস্ত্যানং (সংহত বা পিণ্ডীভূত)[৪] ইতি নৈরুক্তাঃ (নিরুক্তকারগণ ইহা মনে করেন)।

১। কূপঃ কুৎসিতং পানমস্মিন্নিতি, কৃচ্ছ্রসাধ্যত্বাৎ শৌচাসত্ত্বাচ্চ (স্কঃ স্বাঃ); যত্র হ্যসৌ ভবতি তত্র কুৎসিতং পানং ভবতি, সাধনাপেক্ষত্বাৎ (দুঃ)।

২। যৎসম্বাধাত্তুদকার্থিনঃ কুপ্যন্তি (দুঃ); কুপ্যন্তি বা তত্র মনুষ্যতৃষ্ণয়া পরস্পরেণ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। কুপ্যন্ত্যস্মৈ মনুষ্যা দুরাদানজলত্বাৎ (দেঃ.যাঃ)।

৪। সংস্ত্যানং পিণ্ডীভূতং বহিস্ত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

নিরুক্তকারগণের মতে সংঘাতার্থক 'স্ত্যৈ' ধাতু হইতে 'স্তেন' শব্দের নিষ্পত্তি (উ ২০৪ দ্রষ্টব্য)। স্ত্যেন=স্তেন। চোর অবিরত হরণ হননাদি বহু পাপকর্ম্মে লিপ্ত থাকে—সমস্ত পাপকর্ম্ম যেন তাহাতে সংহত বা মিলিত হইয়া অবস্থান করে।

নির্ণীতান্তর্হিতনামধেয়ান্যুত্তরাণি ষট্ ॥ ২৪ ॥

চতুর্দ্দশ 'স্তেন' নামের পরে নিণ্য, সস্ব, সহুত প্রভৃতি ছয়টী নাম অভিহিত হইয়াছে, যাহাদের অর্থ—নির্ণীত এবং অন্তর্হিত [১] (নিঃ ৩।২৫)। 'নির্ণীত' শব্দের অর্থ—নিশ্চিত বা সন্দেহমুক্ত।

নির্ণীতং কস্মান্নির্ণিক্তং ভবতি ॥ ২৫ ॥

নির্ণীতং কস্মাৎ (নির্ণীত নাম কোথা হইতে হইল)? নির্ণিক্তং ভবতি (পরিশুদ্ধ হয়)।

নির্-পূর্ব্বক শৌচার্থক 'ণিজির' ধাতুর উত্তর ক্ত-প্রত্যয়ে 'নির্ণিক্ত' শব্দের নিষ্পত্তি। 'নির্ণিক্ত' শব্দের অর্থ বিশেষরূপে শৌচসম্পন্ন বা পরিশুদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বসন্দেহ-বর্জ্জিত। নির্ণিক্ত—নির্ণীত।

দূরনামান্যুত্তরাণি পঞ্চ ॥ ২৬ ॥

ছয়টী নির্ণীতান্তর্হিত নামের পরে আকে, পরাকে প্রভৃতি পাঁচটী 'দূর'নাম ('দূরার্থক' শব্দ) অভিহিত হইয়াছে (নিঃ ৩।২৬)।

দূরং কস্মাৎ দ্রুতং ভবতি দুরয়ং বা ॥ ২৭ ॥

দূরং কস্মাৎ ('দূর'নাম কোথা হইতে হইল)? দ্রুতং ভবতি (দ্রুত বা গত হয়) দুরয়ং বা (অথবা দুর্গম)।

দূর পথ অতিক্রান্ত হইলে অথবা যাহা দূর অতীত তাহা দ্রুত হইয়াছে অর্থাৎ চলিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।[২] গত্যর্থক 'দ্রু' ধাতু হইতে 'দূর' শব্দের নিষ্পত্তি। দ্রু+ড়ু—দ্রু—দুর—দূর। অথবা যাহা দূর তাহা দুরয় অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য বা দুর্গম। দুর্ পূর্ব্বক গত্যর্থক 'ই' ধাতু হইতেও নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে। দুরয়—দুর—দূর।

পুরাণ নামান্যুত্তরাণি ষট্ ॥ ২৮ ॥

পাঁচটী 'দূর'নামের পর প্রত্ন, প্রদিব প্রভৃতি ছয়টী 'পুরাণ'নাম (পুরাণ-বাচক শব্দ) অভিহিত হইয়াছে (নিঃ ৩।২৭)।

১। নির্ণীতান্তর্হিতানি চ নামধেয়ানি নির্ণীতান্তর্হিতনামধেয়ানি (দুঃ)।

২। দ্রুতং হি তদ্ভবতি অধ্বনো মহত্ত্বাৎ (দুঃ)।

পুরাণং কস্মাৎ পুরা নবং ভবতি ॥ ২৯ ॥

পুরাণং কস্মাৎ ('পুরাণ' নাম কোথা হইতে হইল)? পুরা নবং ভবতি (প্রাচীনকালে ইহা নূতন ছিল)।

এখন যাহা পুরাণ, পুরাকালে তাহাই ছিল নব বা নূতন। পুরা ও নব—এই শব্দদ্বয়ের মিলনে 'পুরাণ' শব্দের নিষ্পত্তি। পুরা+নব=পুরানব=পুরান=পুরাণ।[১]

নব নামান্যুত্তরাণি ষড়েব ॥ ৩০ ॥

ছয়টী 'পুরাণ' নামের পরে নব, নূত্ন প্রভৃতি ছয়টী নব-নাম ('নূতন' এই অর্থের প্রকাশক শব্দ) অভিহিত হইয়াছে (নিঃ ৩।২৮)। 'এব' শব্দের বিশেষ কোন অর্থ নাই।

নবং কস্মাদানীতং ভবতি ॥ ৩১ ॥

নবং কস্মাৎ ('নব' নাম কোথা হইতে হইল)? আনীতং ভবতি (আনীত হয়)।

যাহা অধুনাকৃত বা ক্ষিপ্রোৎপন্ন তাহাই নব বা নূতন; ইহা যেন কেহ এইমাত্র নিয়া আসিল বলিয়া মনে হয়। আ পূর্ব্বক 'নী' ধাতু হইতে 'নব' শব্দের নিষ্পত্তি। আনয়=নয় =নব।[২]

॥ ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। পুরানব শব্দস্য বলোপেন ণত্বেন চ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। আনয়ং নবম্ উপসর্গলোপেন (স্কঃ স্বাঃ); তদ্ধি সদ্য এব কুতশ্চিদানীতং ভবতি ক্ষিপ্রোৎপন্নং নূতনমিত্যেবমাদি (দুঃ)।

বিংশ পরিচ্ছেদ

দ্বিশ উত্তরাণি নামানি ষড়্‌বিংশতিঃ ॥ ১ ॥

উত্তরাণি ষড়্‌বিংশতি নামানি (পরবর্তী ছাব্বিশটী নাম) দ্বিশঃ[1] [একৈকস্যার্থস্য বাচকানি] (দুইটী দুইটী করিয়া এক এক অর্থের বাচক বা প্রকাশক)।

নৈঘণ্টুক কাণ্ডে যে সমস্ত শব্দ উদাহৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বহুশব্দ এক এক অর্থের প্রকাশক। পৃথিবী-বাচক শব্দ একুশটী, হিরণ্য-বাচক শব্দ পনরটী, অন্তর-বাচক শব্দ ষোলটী; নব (নূতন)-বাচক শব্দ পর্য্যন্ত এইরূপ। এখন যে প্রপিত্বে, অভীকে প্রভৃতি ছাব্বিশটী শব্দ উদাহৃত হইতেছে, (নিঃ ৩।২৯) তাহাদের মধ্যে দুইটী দুইটী পদ এক এক অর্থের প্রকাশক; 'প্রপিত্বে' ও 'অভীকে'—এই দুইটী শব্দ আসন্নার্থক, 'দভ্র' ও 'অর্ভক'—এই দুইটী শব্দ অল্পার্থক, ইত্যাদি। প্রপিত্বে ও অভীকে সপ্তম্যন্ত পদ; বৈদিক মন্ত্রে সপ্তম্যন্তরূপে প্রয়োগ আছে বলিয়া নিঘণ্টুতে ও সপ্তম্যন্তরূপে উদাহৃত হইয়াছে।[2]

প্রপিত্বেঽভীক ইত্যাসন্নস্য, প্রপিত্বে প্রাপ্তে, অভীকেঽভ্যক্তে ॥ ২ ॥

প্রপিত্বেঽভীকে ইতি (প্রপিত্বে ও অভীকে—এই দুইটী পদ) আসন্নস্য ('আসন্ন'—এই অর্থের বাচক); প্রপিত্বে = প্রাপ্তে, অভীকে = অভ্যক্তে।

'প্রাপ্ত' শব্দের রূপান্তর প্রপিত্ব এবং 'অভ্যক্ত' শব্দের রূপান্তর অভীক।[3] 'প্রাপ্ত' এবং 'অভ্যক্ত' এই উভয় শব্দের অর্থই আসন্ন বা নিকটবর্ত্তী।

'আপিত্বে নঃ প্রপিত্বে তূয়মাগহি' ॥ (ঋ ৮।৪।৩)
'অভীকে চিদু লোককৃৎ' ॥ (ঋ ১০।১৩৩।১)
ইত্যপি নিগমৌ ভবতঃ ॥ ২ ॥

আপিত্বে (আপানকাল অর্থাৎ সোমপানকাল) প্রপিত্বে (আসন্ন বা সমাগত হইলে) তূয়ং (শীঘ্র) নঃ আগহি (আমাদের নিকট আগমন কর)।

১। দ্বিশঃ—'দ্বি' শব্দের উত্তর বীপ্সার্থে 'শস্'।

২। সোপসর্গৌ সপ্তম্যন্তৌ দৃষ্টাবিতি তথা পঠিতৌ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। প্রপূর্ব্বাদাপ্নোতের্নিষ্ঠায়াং প্রাপ্তশব্দস্য প্রপিত্বস্ভাবঃ। অভি পূর্ব্বাদঞ্চতেঃ 'অলীকাদয়শ্চ' (উ ৪৬৫)—ইতীকন্ প্রত্যয়ো ধাতুলোপশ্চ নিপাত্যতে। অভ্যক্তে আসন্নে ইত্যর্থঃ (দেঃ রাঃ)। নিরুক্তকারের মতে অভিপূর্ব্বক গত্যর্থক 'অঞ্চ' ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয়ে অভ্যক্ত শব্দ সিদ্ধ। অভ্যক্তে = অভিমুখেনাক্তে অভ্যাগতে (দুঃ)। অভ্যক্ত = অভীক।

[সঙ্গে] (সংগ্রামকাল) অভীকে চিৎ উ (আসন্ন হইলেও) [ইন্দ্রঃ] [ইন্দ্র] লোককৃৎ (স্থান করেন অর্থাৎ অবস্থান করেন, পলায়ন করেন না)।[১] ইত্যাপি নিগমৌ ভবতঃ (এই বৈদিকবাক্য দুইটীও আছে)।

প্রপিত্বে ও অভীকে এই দুইটী পদের সমীপার্থে প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছেন—দুইটী ঋগ্বেদমন্ত্রের অংশ উদ্ধৃত করিয়া। 'আপিত্ব' শব্দের অর্থ দুর্গাচার্য্যের মতে আপানকাল বা সোমপানকাল। ইহার অর্থ বন্ধুত্বও হইতে পারে। অভীকে চিদ্ লোককৃৎ—এই অংশে চিৎ ও উ পদপূরণার্থক, ইহাদের বিশেষ কোন অর্থ নাই; অথবা ইহারা 'অপি' শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়েছে।[২]

দভ্রমর্ভকমিত্যল্পস্য। দভ্রং দভ্নোতেঃ, সুদম্ভং ভবতি।
অর্ভকমবহৃতং ভবতি ॥ ৩ ॥

দভ্রম্ অর্ভকম্ ইতি ('দভ্র' ও 'অর্ভক'—এই দুইটী শব্দ) অল্পস্য ('অল্প'—এই অর্থের প্রকাশক)। দভ্রং দভ্নোতেঃ ('দভ্র' শব্দটী 'দম্ভ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), সুদম্ভং ভবতি (সুচ্ছেদ্য হয়)। অর্ভকম্ (অল্প) অবহৃতং ভবতি (স্থানান্তরিত হয়)।

'দভ্র' ও 'অর্ভক'—এই দুইটী শব্দ অল্পার্থক। 'দভ্র' শব্দটী বধার্থক 'দম্ভ' ধাতু হইতে রক্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন (উ ১৭০)। যাহা অল্প তাহা সুদম্ভ, অর্থাৎ সুবধ্য (যাহা সহজে ছিন্ন ভিন্ন করা যায়)।[৩] 'অর্ভক' শব্দ অব-পূর্ব্বক 'হৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; অবর্হক—অর্হক—অর্ভক।[৪] 'অব+হৃ' ধাতুর অর্থ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নেওয়া। অল্প অর্থাৎ ন্যূনপরিমাণ বস্তু অবহৃত বা একস্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইতে পারে।

উপোপ মে পরামৃশ মা মে দভ্রাণি মন্যথাঃ ॥ (ঋ ১।১২৬।৭)
নমো মহদ্ভ্যো নমো অর্ভকেভ্যঃ ॥ (ঋ ১।২৭।১৩)
ইত্যাপি নিগমৌ ভবতঃ ॥ ৪ ॥

উপোপ (উপগম্য-উপগুহ্য—আমার নিকট আগমন করিয়া, আমাকে আলিঙ্গন করিয়া) মে পরামৃশ (আমার গুপ্ত অঙ্গ স্পর্শ কর)[৫] দভ্রাণি মে [লোমানি] (আমার লোম অল্প) মা মন্যথাঃ (মনে করিও না)। মহদ্ভ্যঃ নমঃ (বৃদ্ধ দেবগণকে নমস্কার) নমঃ অর্ভকেভ্যঃ (অল্পবয়স্ক দেবগণকে নমস্কার)।[৬] ইত্যাপি নিগমৌ ভবতঃ (এই বৈদিক বাক্যদ্বয়ও আছে)।

১। লোককৃৎ—লোকশব্দঃ স্থানবচনঃ আসন্নেঽপি সংগ্রামকালে তিষ্ঠতি ন পলায়ত ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। চিদূ পদপূরণৌ, অপ্যর্থে বা (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। তদ্ধি সুদম্ভং ভবতি সুচ্ছেদ্যং ভবতি অল্পত্বাৎ (দুঃ)।

৪। হকারস্য চ ভকারঃ 'সংগৃভায়' ইতি যথা (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। মে মম পরামৃশ যঃ প্রদেশঃ পুরুষেণ স্ত্রিয়াঃ পরামর্ষ্টব্যঃ (দুঃ)।

৬। ঋগ্বেদ ৮।৩০।১ দ্রষ্টব্য।

'দভ্র' ও 'অর্ভক'—এই দুই শব্দের অল্পার্থে বৈদিক প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছেন। উদ্ধৃত প্রথমাংশে লোমশা তাঁহার স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন "আমি এখন লোমবতী হইয়াছি, আমি সম্ভোগযোগ্যা, আমার নিকট আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন কর এবং আমার গুপ্ত প্রদেশ স্পর্শ কর।" দ্বিতীয়াংশে শুনঃশেপ অধিকবয়স্ক ও অল্পবয়স্ক দেবগণকে নমস্কার করিতেছেন।

তিরঃ সত ইতি প্রাপ্তস্য। তিরস্তীর্ণং ভবতি। সতঃ সংসৃতং ভবতি ॥ ৫ ॥

তিরঃ সতঃ ইতি প্রাপ্তস্য ('তিরঃ' ও 'সতঃ'—এই দুইটী শব্দ 'প্রাপ্ত' এই অর্থের প্রকাশক)। তিরঃ তীর্ণং ভবতি ('তিরস্' এই শব্দের অর্থ যাহা তীর্ণ হয়) সতঃ সংসৃতং ভবতি ('সতস্' এই শব্দের অর্থ যাহা সংসৃত বা অতিক্রান্ত হয়)।

'তিরস্' শব্দ এবং 'সতস্' শব্দ যথাক্রমে 'তৃ' ধাতুর এবং 'সৃ' ধাতুর উত্তর অসুন্-প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন। তৃ+অসুন্=তরস্=তিরস্ (বাহুলকাৎ অকারস্যেকারঃ—দেঃ রাঃ); সৃ+অসুন্=সরস্=সতস্ (রেফস্য তকারঃ—দেঃ রাঃ)।

'তিরস্' শব্দ ও 'সতস্' শব্দের অর্থ প্রাপ্ত। দুর্গাচার্য্য এবং দেবরাজ উভয়েই বলেন—'প্রাপ্তস্য' এই স্থলে 'অপ্রাপ্তস্য' এইরূপ পাঠও আছে।[১] উভয়বিধ পাঠেই 'তিরস্তীর্ণং ভবতি সতঃ সংসৃতং ভবতি'—এই বাক্যের অর্থ সঙ্গতি হইতে পারে। প্রাপ্ত দেশও যেরূপ তীর্ণ হয় অপ্রাপ্ত দেশও সেইরূপ; প্রাপ্ত দেশও যেরূপ সংসৃত (অতিক্রান্ত) হয়, অপ্রাপ্ত দেশও সেইরূপ। এই পদদ্বয়-সমন্বিত বৈদিক মন্ত্রাংশের দুর্গাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যা হইতে কিন্তু বুঝা যায় যে 'অপ্রাপ্তস্য' এই পাঠই তাঁহার অভিমত।

'তিরশ্চিদর্যয়া পরিবর্তির্যাতমদাভ্যা'। (ঋ ৫।৭৫।৭)
'পাত্রেব ভিন্দন্ সত এতি রক্ষসঃ' ॥ (ঋ ৭।১০৪।২১)
ইত্যপি নিগমৌ ভবতঃ ॥ ৬ ॥

[হে অশ্বিনৌ] (হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়) তিরঃ চিৎ (অপ্রাপ্ত দেশে অর্থাৎ দূরে অবস্থিত হইলেও)[২] অর্যয়া [গত্যা] (ঐশ্বরিক বা দৈবগতি অর্থাৎ শীঘ্রগতি অবলম্বনপূর্ব্বক) আয়াতম (আগমন কর)[৩]; অদাভ্যা (হে অহিংসিত)[৪] পরিবর্তিঃ যাতম্ (যদ্যপি তোমরা কোথাও অনিবৃত্ত, তথাপি পরিবর্ত্তন করিয়া অর্থাৎ পথে বিশ্রাম করিয়া আগমন কর)।[৫]

১। অপ্রাপ্তস্যেকে অধীয়তে তথাপি যোজ্যম্ (দুঃ); অপ্রাপ্তস্যেত্যপরঃ পাঠঃ (দেঃ রাঃ)।

২। অপ্রাপ্তেঽপি দূর এব স্থানে বর্ত্তমানৌ স্থঃ (দুঃ)।

৩। অর্যয়া ঈশ্বরয়াপি স্বগত্যা দৈবগত্যা শীঘ্রয়া আয়াতম্ (দুঃ)।

৪। অদাভ্যা অহিংস্যৌ 'অনুপহিংসিতৌ'।

৫। পরিবর্তিঃ যাতম্ যদ্যপি কচিদনিবৃত্তৌ স্থঃ, তথাপি পরিবর্ত্তনং কৃত্বা তত আয়াতম্। সায়ণের মতে—তোমরা প্রচ্ছন্ন প্রদেশ হইতে আমাদের যজ্ঞগৃহে আগমন কর।

পাত্রেব ভিন্দন্ (পাত্রা=পাত্রাণি[1] ভিন্দন্ ইব—মৃৎপাত্রভঙ্গকারী মুদ্গরের ন্যায়) রক্ষসঃ (রক্ষাংসি—রাক্ষসসমূহকে) [ভিন্দন্] (বিনাশ করিয়া) [ইন্দ্রঃ] (ইন্দ্র) সতঃ (অপ্রাপ্ত অর্থাৎ দূর প্রদেশ হইতে)[2] এতি (আগমন করেন)। ইত্যপি নিগমৌ ভবতঃ—এই বৈদিক-বাক্যদ্বয়ও আছে।

'তিরস্' ও 'সতস্' শব্দের বৈদিক প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছেন। দুর্গাচার্য্য উভয় শব্দই 'অপ্রাপ্ত' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা দূর তাহা অপ্রাপ্ত। 'প্রাপ্ত' অর্থ গ্রহণ করিলেও অসঙ্গতি হয় না। হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তিরশ্চিৎ—প্রাপ্ত প্রদেশ হইতে অর্থাৎ তোমরা যেখানে আছ তথা হইতে আগমন কর; ইন্দ্রঃ সতঃ প্রদেশাৎ—প্রাপ্ত প্রদেশ হইতে অর্থাৎ যেখানে তিনি অবস্থিত, তথা হইতে আগমন করেন—এইরূপ অর্থও করা যাইতে পারে।

ত্বো নেম ইত্যর্দ্ধস্য। ত্বোঽপততঃ। নেমোঽপনীতঃ ॥ ৭ ॥

ত্বঃ নেমঃ ইতি ('ত্ব' ও 'নেম'—এই দুইটী শব্দ) অর্দ্ধস্য ('অর্দ্ধ' এই অর্থের প্রকাশক); ত্বঃ অপততঃ (ত্ব অর্থাৎ অর্দ্ধ সম্পূর্ণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিস্তার লাভ করে); নেমঃ অপনীতঃ (সম্পূর্ণ হইতে পৃথক্‌কৃত হয়)।

'ত্ব' ও 'নেম' এই দুইটী শব্দ অর্দ্ধবাচী। 'ত্ব' শব্দ বিস্তারার্থক 'তন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; যাহা অর্দ্ধ তাহা সম্পূর্ণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিস্তাবলাভ করে অর্থাৎ বিদ্যমান থাকে।[3] 'নেম' শব্দ 'নী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ ১৩৭); যাহা অর্দ্ধ তাহা অপনীত অর্থাৎ সম্পূর্ণ হইতে পৃথক্‌কৃত হয়।[4]

অর্দ্ধং হরতের্বিপরীতাদ্ধারয়তের্বা স্যাদুদ্ধৃতং ভবতি ;
ঋধ্নোতের্বা স্যাদৃদ্ধতমো বিভাগঃ ॥ ৮ ॥

অর্দ্ধঃ হরতেঃ বিপরীতাৎ ('অর্দ্ধ' শব্দ 'হৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, বর্ণবিপর্য্যয় করিয়া), ধারয়তেঃ বা স্যাৎ, উদ্ধৃতং ভবতি (অথবা 'ধৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, উদ্ধৃত অর্থাৎ নিকৃষ্ট হয়), ঋধ্নোতেঃ বা স্যাৎ ঋদ্ধতমো বিভাগঃ (অথবা 'ঋধ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে, অর্দ্ধ ঋদ্ধতম বা সম্পন্নতম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিভাগ)।

'অর্দ্ধ' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। (১) 'অর্দ্ধ' শব্দের নিষ্পত্তি 'হৃ' ধাতু হইতে করা যাইতে পারে, আদ্যন্ত বর্ণবিপর্য্যয়ের দ্বারা ; হৃ+অপ্=হর্+অ=অর্হ=অর্হ=অর্ধ (অর্দ্ধ)। অর্থ হইবে—অর্দ্ধ সম্পূর্ণ হইতে আহৃত হয়। (২) (উৎ+) ধৃ-ধাতু হইতেও

১। পাত্রা পাত্রাণি কৌলালানি (দুঃ)।

২। সতঃ প্রদেশাৎ দূরাদিত্যর্থঃ (দুঃ)।

৩। ত্বঃ অপততঃ অপেত্য ততঃ (দুঃ) ; দেবরাজের পাঠ—অপগতঃ।

৪। অপনীতঃ অপহৃত্য নীতঃ, পৃথক্‌কৃত ইত্যর্থঃ (দুঃ)।

'অর্দ্ধ' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, ধৃ+অপ্=ধর্+অ=অর্ধ=অর্দ্ধ (এখানেও বর্ণবিপর্যায় হইয়াছে)। অর্থ হইবে—অর্দ্ধ সম্পূর্ণ হইতে উদ্ধৃত বা নিকৃষ্ট হয়। (৩) বৃদ্ধ্যর্থক 'ঋধ্' ধাতু হইতেও বা 'অর্দ্ধ' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে; ঋধ্+অপ্=অর্ধ্+অ=অর্দ্ধ। অর্থ হইবে—অর্দ্ধ সম্পন্নতম বা শ্রেষ্ঠ বিভাগ—সমবিভাগ সমূহের মধ্যে অর্দ্ধবিভাগই শ্রেষ্ঠ।

'পীয়তি ত্বো অনু ত্বো গৃণাতি।' (ঋ ১।১৪৭।২)
'নেমে দেবা নেমেঽসুরাঃ' ॥[1]
ইত্যপি নিগমৌ ভবতঃ ॥ ৯ ॥

[হে ভগবন্ অগ্নে] ত্বঃ (অর্দ্ধ) পীয়তি (হিংসা করে), ত্বঃ (অর্দ্ধ) অনুগৃণাতি (স্তব করে)।

নেমে (অর্দ্ধ) দেবাঃ (দেবতা) [আসন্] (ছিলেন) নেমে (অর্দ্ধ) অসুরাঃ (অসুর) [আসন্] (ছিল)। ইত্যপি নিগমৌ ভবতঃ—এই বৈদিক বাক্যদ্বয়ও আছে।

'ত্ব' ও 'নেম' শব্দের বৈদিক প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছেন। প্রথম বাক্যের অর্থ—দেবাসুরগণের মধ্যে অর্দ্ধেক অর্থাৎ অসুরগণ অগ্নিদেবতার হিংসা করে, অপর অর্দ্ধেক অর্থাৎ দেবগণ তাঁহার স্তুতি করেন। দ্বিতীয় বাক্যটী একটী ব্রাহ্মণবাক্য, ইহাতে 'নেম' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে—অর্দ্ধ-অর্থে। ইহার অর্থ—দেবতাগণ এবং অসুরগণ স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন—দেবতা ছিলেন অর্দ্ধেক, অপর অর্দ্ধেক ছিল অসুর।[2]

ঋক্ষাঃ স্তৃভি রিতি নক্ষত্রাণাম্ ॥ ১০ ॥

ঋক্ষাঃ স্তৃভিঃ ইতি ('ঋক্ষ' ও 'স্তৃ' এই দুইটী শব্দ) নক্ষত্রাণাম্ (নক্ষত্র—এই অর্থের বাচক)।

'ঋক্ষ' ও 'স্তৃ' শব্দ নক্ষত্র-বাচক। ঋক্ষাঃ—প্রথমার বহুবচন, স্তৃভিঃ—তৃতীয়ার বহুবচন; বৈদিক মন্ত্রে ঠিক যে ভাবে শব্দদ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে, নিঘণ্টুতে সেই ভাবেই উদাহৃত হইয়াছে।[3]

১। ইহা একটী ব্রাহ্মণবাক্য। ব্রাহ্মণবাক্যমেবৈবং বাজপেয়ে মৈত্রায়ণীয়ানাম্ (দুঃ); মৈত্রায়ণীসংহিতা (২।৯) দ্রষ্টব্য। দেবাশ্চ বা অসুরাশ্চাস্পর্দ্ধন্ত, নেমে দেবা আসন্নেমেঽসুরাঃ।

২। অর্দ্ধতো দেবা অর্দ্ধতোঽসুরা আসন্নিত্যর্থঃ (দুঃ)। 'নেম' শব্দের প্রয়োগ (ঋ ১০।৪৮।১০) মন্ত্রেও দৃষ্ট হয়।

৩। তস্ম পাঠো যথাদৃষ্টম্ (দেঃ রাঃ)।

নক্ষত্রাণি নক্ষতের্গতিকর্ম্মণঃ ॥ ১১ ॥

নক্ষত্রাণি ('নক্ষত্র' শব্দ) গতিকর্ম্মণঃ নক্ষতেঃ (গত্যর্থক 'নক্ষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।
গত্যর্থক 'নক্ষ্' ধাতুর উত্তর অত্রন্ প্রত্যয় করিয়া (উ ৩৮৫) 'নক্ষত্র' শব্দের নিষ্পত্তি হইয়াছে। নক্ষত্র গতিশীল।

নেমানি ক্ষত্রাণীতি চ ব্রাহ্মণম্ [১] ॥ ১২ ॥

ইমানি (এইগুলি) ন ক্ষত্রাণি (ধন নহে) ইতি চ (ইহা কিন্তু) [২] ব্রাহ্মণম্ (ব্রাহ্মণগ্রন্থের কথা)। ব্রাহ্মণে কিন্তু 'নক্ষত্র' শব্দের নির্ব্বচন ভিন্ন রকমের। নক্ষত্রম্—ন ক্ষত্রম্, অর্থাৎ 'ন' ও 'ক্ষত্র' শব্দের সমাসে 'নক্ষত্র' শব্দের নিষ্পত্তি হইয়াছে, ইহাই ব্রাহ্মণগ্রন্থের অভিমত। পাণিনি ৬।৩।৭৫ দ্রষ্টব্য। 'ক্ষত্র' শব্দের অর্থ ধন—স্বর্ণ। নক্ষত্র প্রকৃতপক্ষে ধন বা স্বর্ণ নহে; সূর্য্যরশ্মির দ্বারা অনুবিদ্ধ হইয়া নক্ষত্র দীপ্যমান হয় এবং স্বর্ণময় বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। [৩]

ঋক্ষা উদীর্ণানীব খ্যায়ন্তে।
স্তৃভি স্তীর্ণানীব খ্যায়ন্তে ॥ ১৩ ॥

ঋক্ষাঃ (নক্ষত্রসমূহ) উদীর্ণানি ইব (উর্দ্ধপ্রেরিত বস্তুর ন্যায়) খ্যায়ন্তে (পরিদৃষ্ট হয়), [৪] স্তৃভিঃ ('স্তৃ' শব্দ প্রতিপাদিত নক্ষত্রসমূহ) স্তীর্ণানি ইব (ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বস্তুর ন্যায়) খ্যায়ন্তে (পরিদৃষ্ট হয়)।

'ঋক্ষ' ও 'স্তৃ' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। উল্লিখ্যমাণ মন্ত্রে ঋক্ষাঃ (প্রথমা বিভক্তির বহুবচনে) ও স্তৃভিঃ (তৃতীয়া বিভক্তির বহুবচনে)—এই পদ দুইটী আছে; এখানেও ঠিক সেই ভাবেই ইহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। 'ঋক্ষ' শব্দ গত্যর্থক 'ঋষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ ৩৪৬-৩৪৭)। 'ঋষ্' ধাতু গমনার্থক হইলেও এখানে উৎ-পূর্ব্বক 'গম্' ধাতুর অর্থ প্রকাশ করিতেছে। [৫] নক্ষত্রসমূহ উদীর্ণ অর্থাৎ উদ্গমিত বা কাহারও দ্বারা উর্দ্ধে প্রেরিত বস্তুর ন্যায় প্রতিভাত হয়। [৬]

১। নেমানি ক্ষত্রাণি—ইহা কোন্ ব্রাহ্মণে আছে তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। তৈত্তিরীয় ২।৭।১৮।৩ দ্রষ্টব্য—ন বা ইমানি ক্ষত্রাণ্যভূবন্নিতি। তন্নক্ষত্রাণাং নক্ষত্রত্বম্।

২। তুশব্দার্থে চশব্দঃ (দুঃ)।

৩। নেমানি ক্ষত্রাণি ধনানি, ক্ষত্রমিতি ধননাম, কিং তর্হি? ধনসরূপাণ্যেতানি, সূর্য্যরশ্ম্যনুবোধাৎ দীপ্যমানানি সন্তি হিরণ্ময়ানীব ভ্রাজন্তে—ইতি তু ব্রাহ্মণম্ (দুঃ)।

৪। খ্যায়ন্তে দৃশ্যন্তে (দুঃ)।

৫। ঋষিরত্র উদর্থবিশিষ্টঃ (দেঃ বাঃ)।

৬। উদীর্ণানীব উদীরিতানীব কেনচিদূর্দ্ধং গমিতানীব খ্যায়ন্তে দৃশ্যন্তে (দুঃ)।

'স্তৃ' শব্দ আচ্ছাদনার্থক 'স্তৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'স্তৃ' ধাতু ও 'স্তৄ' ধাতুর একই অর্থ। কাজেই 'স্তৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দের নির্বচন 'স্তৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দের দ্বারা করা যাইতে পারে। 'স্তীর্ণ' শব্দটী 'স্তৄ' ধাতু হইতে আসিয়াছে। নক্ষত্রসমূহ স্তীর্ণ বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ আকাশে বিস্তান অবস্থায় রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

'অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা।' (ঋ ১।২৪।১০)
'পশ্যন্তো দ্যামিব স্তৃভিঃ'। (ঋ ৪।৭।৩, তৈঃ আঃ ১।২।২)
ইত্যপি নিগমৌ ভবতঃ ॥ ১৪ ॥

অমী যে ঋক্ষাঃ (ঐ যে নক্ষত্রসমূহ) উচ্চা (উচ্চে) নিহিতাসঃ (নিহিত বা স্থাপিত রহিয়াছে)। স্তৃভিঃ (নক্ষত্রসমূহের দ্বারা পরিবৃত) দ্যামিব (দ্যুলোকসদৃশ) [অগ্নিং] (অগ্নিকে) পশ্যন্তঃ (দর্শন করতঃ) ইত্যপি নিগমৌ ভবতঃ—এই বৈদিক বাক্যদ্বয়ও আছে।

'ঋক্ষাঃ' ও 'স্তৃভিঃ'—এই দুই পদের বৈদিক প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছেন। সায়ণের মতে প্রথম মন্ত্রাংশে 'ঋক্ষ' শব্দে অবিশেষে সকল নক্ষত্রকেই বুঝাইতে পারে অথবা মাত্র সপ্তর্ষিমণ্ডলকেও বুঝাইতে পারে।[১] নিহিতাসঃ (বৈদিক প্রয়োগ) – নিহিতাঃ, উচ্চা – উচ্চৈঃ।

বম্রীভিরুপজিহ্বিকা ইতি সীমিকানাম্। বম্র্যো বমনাৎ।
সীমিকা স্যমনাৎ। উপজিহ্বিকা উপজিঘ্র্যাঃ ॥ ১৫ ॥

বম্রীভিঃ উপজিহ্বিকা ('বম্রী' ও 'উপজিহ্বিকা' এই দুইটী শব্দ) সীমিকানাম্ (সীমিকা অর্থাৎ উই নামক কীট—এই অর্থের বাচক)। বম্র্যঃ (বম্রী—এই নাম) বমনাৎ (বমন নিবন্ধন), সীমিকা (সীমিকা—এই নাম) স্যমনাৎ (স্যমন বা গমন নিবন্ধন), উপজিহ্বিকাঃ (উপজিহ্বিকাসমূহ) উপজিঘ্র্যঃ (তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তিসম্পন্ন)।

'বম্রী' ও 'উপজিহ্বিকা'—এই দুইটী শব্দ সীমিকা (উই নামক কীট) অর্থ প্রকাশ করে। বম্রীভিঃ—এই তৃতীয়ান্ত প্রয়োগ মন্ত্রে আছে, নিঘণ্টুতেও সেইভাবেই উদাহৃত হইয়াছে। 'বম্রী', 'সীমিকা' ও 'উপজিহ্বিকা'—এই তিনটী শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। 'বম্রী' শব্দ বমনার্থক 'বম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।[২] বম্রী (উই) জল বমন করে, তাহাতে মৃত্তিকা আর্দ্র হয়। 'বম্র' শব্দেরই স্ত্রীলিঙ্গে 'বম্রী' শব্দ। উভয় লিঙ্গেই প্রয়োগ আছে।[৩] নিঘণ্টুপঠিত গমনার্থক 'স্যম্' ধাতু হইতে কিকন্ প্রত্যয়ে 'সীমিকা' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে

১। ঋক্ষাঃ সপ্তর্ষয়ঃ, যদ্বা ঋক্ষাঃ সর্বেঽপি নক্ষত্রবিশেষাঃ।
২। উণাদি (১৮৫) দ্রষ্টব্য।
৩। জাতিশব্দত্বাদয়ং স্ত্রীপুংসয়োর্দৃষ্টো লোকে স্ত্রীলিঙ্গো প্রসিদ্ধ ইতি স পঠিতঃ (দেঃ রাঃ)।

(উ ১৯৮।২০১)। স্যম্‌+কিকন্‌—সিম্‌+কিকন্‌—সিমিকা—সীমিকা। সীমিকা (উই) সর্ব্বদাই গমনাগমন করে।[১] 'উপজিহ্বিকা' শব্দ উপ+ঘ্রা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ ১৫২ দ্রষ্টব্য)। উপজিঘ্রী—উপজিহ্বী—উপজিহ্বিকা (সংজ্ঞায়াং কন্‌—পাঃ ৫।৩।৮৭), উপজিহ্বিকা (উই) সর্ব্বদাই কাষ্ঠের ঘ্রাণ গ্রহণ করে, ইহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতি তীক্ষ্ণ।[২] বম্রী, উপজিহ্বিকা ও সীমিকা—উই নামক কীটবিশেষকে বুঝাইলেও ইহাদের মধ্যে প্রকারগত কোন ভেদ আছে কি না তাহা বিশেষজ্ঞগণই অবগত আছেন।

বম্রীভিঃ পুত্রমগ্রুবো অদানম্‌॥ (ঋ ৪।১৯।৯)
যদত্ত্যুপজিহ্বিকা যদ্বম্রো অতিসর্পতি॥ (ঋ ৮।১০২।২১ বাঃ সং ২।৭৪)
ইত্যপি নিগমৌ ভবতঃ॥ ১৬॥

বম্রীভিঃ (বম্রী কর্ত্তৃক) অদানম্‌ (অস্যমানং—ভক্ষিত) অগ্রুবঃ পুত্রম্‌ (অগ্রুর পুত্রকে)...... উপজিহ্বিকা (উপজিহ্বিকা—উই) যৎ অত্তি (যাহা খায়) যৎ বম্রঃ অতি সর্পতি (বম্র—উই যাহা অতিক্রম করিয়া গমন করে) ......। ইত্যপি নিগমৌ ভবতঃ—এই বৈদিক বাক্যদ্বয়ও আছে।

'বম্রীভিঃ' এবং 'উপজিহ্বিকা' এই দুই পদের বৈদিক প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছেন। প্রথমাংশের অনুবাদ লক্ষ্মণস্বরূপ করিয়াছেন—unmarried maidens (have taken) the undivided son from the emmets. ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি নাই। প্রথমাংশ বহু পুঁথিতে নাই, দুর্গাচার্য্যও ইহা বাদ দিয়াছেন। দ্বিতীয়াংশে 'উপজিহ্বিকা' এবং 'বম্র' (পুংলিঙ্গ)—এই দুই শব্দেরই প্রয়োগ আছে। ইহা দেখিয়াই বোধ হয় অনেকে বম্রীভিঃ ('বম্র' শব্দেরই স্ত্রীলিঙ্গের রূপ)—এই পদসম্বলিত প্রথমাংশ উদ্ধৃত করা নিরর্থক মনে করিয়াছেন। নিঘণ্টুতে কিন্তু 'বম্রীভিঃ' এই পদই আছে; বৈদিক প্রয়োগানুসারেই নিঘণ্টুতে পদসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহা বহুস্থলে আমরা দেখিয়াছি। কাজেই প্রথম মন্ত্রাংশ ত্যাগ করিবার কোন যুক্তিযুক্ত হেতু নাই। দেবরাজ দ্বিতীয় মন্ত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—বম্র শব্দস্য অয়মেব নিগমঃ। বম্রীভিঃ পুত্রম্‌......এই মন্ত্রাংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—ইতি স্ত্রীলিঙ্গস্য (ইহা 'বম্র' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের নিগম)। দ্বিতীয় মন্ত্রাংশের অর্থ এইরূপ—হে অগ্নে, উপজিহ্বিকা (উই) যে কাঠ ভিতরে প্রবেশ করিয়া খাইয়াছে এবং খদিরাদি শক্ত কাঠ যাহা বম্র (উই) অতিক্রম করিয়া গিয়াছে—খাইতে পারে নাই, মাত্র আর্দ্র মৃত্তিকা দ্বারা

১। স্যমন্তি হি তা নিত্যমেব গন্তুমিত্যভিপ্রায়ঃ (দুঃ)।

২। উপজিঘ্রন্তি হি তাঃ পটু হ্যাসাং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং ভবতি (দুঃ)। উপজিঘ্রন্তি কাষ্ঠম্‌ (দেঃ রাঃ)।

পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছে—এই উভয়বিধ কাঠই তোমার ঘৃত বা প্রদীপন হউক অর্থাৎ তোমাকে প্রজ্বলিত করুক।[১]

উর্দরং কৃদরমিত্যাবপনস্য।
উর্দরমুদ্দীর্ণং ভবতি উর্জে দীর্ণং বা ॥ ১৭ ॥

উর্দরং কৃদরম্ ইতি ('উর্দর' ও 'কৃদর'—এই শব্দদ্বয়) আবপনস্য (শস্যাগার এই অর্থের বাচক); উর্দরম্ উদ্দীর্ণং ভবতি (উর্দর ঊর্ধ্বে দীর্ণ হয়), বা (অথবা) উর্জে (অন্নের নিমিত্ত) দীর্ণং [ভবতি] (দীর্ণ হয়)।

'উর্দর' ও 'কৃদর' শব্দ আবপন-বাচক। 'আবপন' শব্দের অর্থ শস্যাগার বা গোলা (granary)। 'উর্দর' শব্দের ব্যুৎপত্তি দুই প্রকারে প্রদর্শন করিতেছেন। (১) উৎ-পূর্ব্বক 'দৄ' ধাতুর উত্তর অপ্ প্রত্যয় করিয়া (পাঃ ৩।৩।৩৭) উদ্দর শব্দের সিদ্ধি হইতে পারে; উদ্দর=উর্দর; শস্যাগার ঊর্ধ্বে দীর্ণ হয়—বায়ু সঞ্চালনের দ্বারা ইহাকে সুরক্ষিত করিবার নিমিত্ত; অথবা শস্য গ্রহণের নিমিত্ত ইহার উপরের দিকে একটী ছিদ্র রাখা হয়।[২] দেবরাজ বলেন—উর্দ্ধঞ্চ তদ্দীর্ণঞ্চ মধ্যতঃ (শস্যাগার—উচ্চ এবং মধ্যদেশে ছিদ্রবিশিষ্ট)।[৩] (২) 'উর্জ্' ও 'দর' এই দুই শব্দ হইতেও 'উর্দর' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে। শস্যাগার উর্জে (৪র্থীর একবচন—অন্নের নিমিত্ত) দীর্ণ হয় অর্থাৎ বায়ু সঞ্চালনের দ্বারা শস্য সুরক্ষিত করিবার নিমিত্ত অথবা শস্য বাহির করিবার নিমিত্ত তাহা ছিদ্রবিশিষ্ট করা হয়। উর্জ্+দর=উর্দর।

তমূর্দরং ন পৃণতা যবেন। ঋ ২।১৪।১১
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৮ ॥

যবেন উর্দরং ন (যবেন উর্দরম্ ইব—যবের দ্বারা যেরূপ শস্যাগার পূর্ণ করে) তং পৃণতা (ইন্দ্রং পৃণত=ইন্দ্রকেও সেইরূপ পূর্ণ করে)[৪] [সোমেভিঃ] (সোমের দ্বারা)। ইত্যপি নিগমো ভবতি—এই বৈদিক বাক্যও আছে।

'উর্দর' শব্দের বৈদিক প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছেন।

১। যদত্তি ভক্ষয়তি উপজিহ্বিকাস্তরমনুপ্রবিশ্য যচ্চাতিসর্পতি ভার্জ্রয়া সুধা পরিবেষ্টয়ন্ বম্রো বহ্নিঃ শক্লোতাত্তং খদিরসারাদি সর্ব্বং তদুভয়জাতীয়মপি তে ঘৃতম্ অস্তু (দুঃ)।

২। উর্দিত্যন্ননাম, তদুত্তবে হি তৎ দুর্বিরীভূতং ভবতি, দুর্বিরমিত্যর্থঃ (দুঃ)।

৩। দেবরাজের মতে উৎ-পূর্ব্বক গত্যর্থক 'ঈর' ধাতু হইতে 'উদীর' শব্দের নিষ্পত্তি; এই 'উদীর' শব্দও উর্দররূপে পরিণত হইতে পারে (উদ্দরমুদীরং বা সমূর্দরম্)।

৪। পৃণতা—পূরয়ত (দুঃ); ইহা লোটের পদ বলিয়া সায়ণও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাস্ক কিন্তু বর্ত্তমান কালের ক্রিয়ারূপেই পদটাকে গ্রহণ করিয়াছেন। লক্ষ্মণস্বরূপও অনুবাদ করিয়াছেন—'Fills him like a granary with barley' পরবর্ত্তী সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য। পৃণতা=পৃণত (বৈ ৬।৩।১৩৭)।

তমূর্দরমিব পূরয়তি যবেন ॥ ১৯ ॥

উক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন। তমূর্দরং ন — তমূর্দরমিব। পৃণতা — পৃণত — পূরয়তি।

কুদরং কৃতদরং ভবতি ॥ ২০ ॥

কুদরং (কুদর) কৃতদরং ভবতি (কৃতদর অর্থাৎ যাহাতে ছিদ্র করা হইয়াছে, ঈদৃশ হয়)।

'কুদর' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। কৃতদর — কুদর। 'উর্দর' ও 'কুদর' এই উভয় শব্দের অর্থই আবপন বা শস্যাগার (গোলা)। শস্যাগারের উর্দ্ধে বা মধ্যদেশে ছিদ্র রাখা হয় শস্য সুরক্ষিত রাখিবার উদ্দেশ্যে, বায়ু সঞ্চালনের নিমিত্ত—ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

সমিদ্ধো অঞ্জন্ কৃদরং মতীনাম্। বাঃ সঃ ২৯।১

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ২১ ॥

[হে অগ্নে] সমিদ্ধঃ সন্ (সন্দীপ্ত হইয়া) মতীনাং (সমস্ত বুদ্ধির) কৃদরং (আগার বা ভাণ্ডার) [ঘৃতং] (ঘৃতকে) অঞ্জন্ (নিজের দিকে সঞ্চালিত করিয়া)[1]...... । ইত্যপি নিগমো ভবতি...... ।

কৃদর যেরূপ শস্যের ভাণ্ডার, ঘৃত সেইরূপ সমস্ত দেবতাগণের বুদ্ধির ভাণ্ডার ; অর্থাৎ দেবতাগণ সকলেই ঘৃতে বুদ্ধি স্থাপন করেন—প্রত্যেকেই ইচ্ছা করেন 'ঘৃত আমার হউক'।[2] অগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষিপ্ত হয়, দেবতাগণ অগ্নিমুখে সেই ঘৃত পান করেন ; কাজেই অগ্নির নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে—হে অগ্নে, যে ঘৃতে দেবতাগণের বুদ্ধি স্থাপিত, সেই ঘৃত তুমি নিজের দিকে সঞ্চালিত কর অর্থাৎ প্রাপ্ত হও এবং...... । 'অঞ্জ্' ধাতুর এক অর্থ গতি। অঞ্জন্ = সঞ্চালিত করিয়া (অন্তর্গত ণিজর্থ)।

রম্ভঃ পিনাকমিতি দণ্ডস্য ॥ ২২ ॥

রম্ভঃ পিনাকম্ ইতি ('রম্ভ' ও 'পিনাক'—এই শব্দদ্বয়) দণ্ডস্য (দণ্ড অর্থাৎ যষ্টি—এই অর্থের বাচক)।

'রম্ভ' ও 'পিনাক' শব্দদ্বয় দণ্ডার্থক।

রম্ভ আরভন্ত এনম্ ॥ ২৩ ॥

রম্ভঃ ('রম্ভ' শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে) এনম্ আরভন্তে (লোক ইহা অবলম্বনার্থ ধারণ করে বা মুষ্টিদ্বারা গ্রহণ করে)।

'রভ' ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয়ে 'রম্ভ' শব্দের নিষ্পত্তি। 'রভ্' ধাতু এখানে আ+রভ্ ধাতুর অর্থ (ধারণ করা বা মুষ্টিদ্বারা গ্রহণ করা—to catch hold, to keep hold or to

---

১। পদমন্নাস্বাদং প্রতি (দ্রঃ)।

২। দেবানাং হি সর্ব্বেষাং ঘৃতমাবপনং মতীনাং, তেহি তত্র সর্ব্বা মতীঃ প্রক্ষিপন্তি মমেদং স্যাদিতি (দ্রঃ)।

lean upon) প্রকাশ করিতেছে। সকলেই দণ্ড বা যষ্টি আরম্ভ (হস্তদ্বারা ধারণ) করে, ভূমিতে স্খলিত যাহাতে না হয় এই উদ্দেশ্যে—এইজন্যই ইহার নাম রম্ভ।

আ ত্বা রম্ভং ন জিব্রয়ো ররম্ভ ॥ ঋ ৮।৪৫।২০
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ২৪ ॥

[হে ইন্দ্র] জিব্রয়ঃ রম্ভং ন (জীর্ণলোক যেরূপ দণ্ডকে ধারণ করে অর্থাৎ তাহার আশ্রয় গ্রহণ করে)[১] বয়ং ত্বা আররম্ভ (আমরাও তোমাকে সেইরূপ ধরিতেছি অর্থাৎ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি)।

ইত্যপি নিগমো ভবতি……। 'রম্ভ' শব্দের বৈদিক প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছেন। পরবর্তী সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

আরভামহে ত্বা জীর্ণা ইব দণ্ডম্ ॥ ২৫ ॥

উদ্ধৃত বাক্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন। জিব্রয়ঃ=জীর্ণাঃ, ন=ইব, আররম্ভ=আরভামহে (বর্তমানকালের অর্থে—লিট্ লকারের প্রয়োগ—বৈ ৩।৪।৬), রম্ভং=দণ্ডম্। বৃদ্ধলোকের যেরূপ ভূমিস্খলন হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য যষ্টি অবলম্বন, হে ইন্দ্র, তুমিও আমাদের সেইরূপ অবলম্বন[২]—ইহাই সম্পূর্ণ বাক্যের তাৎপর্য্য।

পিনাকং প্রতিপিনষ্ট্যেনেন ॥ ২৬ ॥

পিনাকং ('পিনাক' শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে) এনেন (ইহার দ্বারা) প্রতিপিনষ্টি (হনন করে)।[৩]

পিনাক শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। হিংসার্থক 'পিষ্' ধাতুর উত্তর 'আক' প্রত্যয় করিয়া 'পিনাক' শব্দের নিষ্পত্তি (উ ৪৫৫ দ্রষ্টব্য)। পিষাক=পিনাক; ইহার দ্বারা পেষণ বা শত্রুগণকে হিংসা করা হয়।[৪]

অবততধন্বা পিনাকহস্তঃ কৃত্তিবাসাঃ ॥ তৈঃ সং ১।৮।৬।২
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ২৭ ॥

অবততধন্বা (অবরোপিতধনুষ্ক অর্থাৎ জ্যামুক্তধনুর্ধারী) পিনাকহস্তঃ (পিনাকহস্ত) কৃত্তিবাসাঃ (চর্মাম্বরপরিহিতঃ)……ইত্যপিনিগমো ভবতি……।

১। আরভন্তে আশ্রয়ন্তে হ্রবষ্টম্ভায় দণ্ডম্ (দেঃ রাঃ)।

২। যথা বৃদ্ধাঃ কেচিদ্দণ্ডমারভন্তেঽস্খলনার্থমেবমারভামহে ত্বাম্ (দুঃ)।

৩। প্রতিপিনষ্টি হন্তীত্যর্থঃ (দুঃ)।

৪। হিনস্ত্যনেন শত্রূন্ (স্কঃ রাঃ)।

'পিনাক' শব্দের বৈদিক প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছেন। রুদ্রের নিকট যজমান প্রার্থনা করিতেছেন—হে রুদ্র, সমস্ত শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে, ধনুতে জ্যা সমারোপণের প্রয়োজন নাই, তোমার ধনু অবতত (বিস্তৃত বা সরল) হউক অর্থাৎ ধনু জ্যামুক্ত কর,[১] তুমি পিনাকহস্ত এবং চর্মাম্বর-পরিহিত হইয়া সাধু শান্তভাবে—অতীহি (পর্বতমতিক্রম্য গচ্ছ)[২]—পর্বত অতিক্রম করিয়া গমন কর। 'পিনাকহস্ত'—এই স্থলে শুক্লযজুর্বেদে (৩।৬১) 'পিনাকাবসঃ' পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। মহীধর ব্যাখ্যা করিয়াছেন—পিনাকের রূপ দেখিয়া যাহাতে ভয়ের উদ্রেক না হয়, এইজন্য বস্ত্রাদির দ্বারা উহা আচ্ছাদিত করিয়া গমন কর।[৩]

মেনা গ্না ইতি স্ত্রীণাম্। স্ত্রিয়ঃ স্ত্যায়তেরপত্রপণকর্ম্মণঃ ॥ ২৮ ॥

মেনাঃ গ্নাঃ ('মেনা' ও 'গ্না'—এই শব্দদ্বয়) স্ত্রীণাম্ ('স্ত্রী' এই অর্থের বাচক)। স্ত্রিয়ঃ ('স্ত্রী' শব্দ) অপত্রপণকর্ম্মণঃ (লজ্জার্থক) স্ত্যায়তেঃ ('স্ত্যৈ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'মেনা' ও 'গ্না'—এই শব্দদ্বয় স্ত্রী-বাচক। লজ্জার্থক 'স্ত্যৈ' ধাতুর উত্তর 'ড্রট্' প্রত্যয়ে 'স্ত্রী' শব্দের নিষ্পত্তি (উ ৬০৫); স্ত্রীলোক লজ্জাশীলা।

মেনা মানয়ন্ত্যেনাঃ। গ্না গচ্ছন্ত্যেনাঃ ॥ ২৯ ॥

মেনাঃ ('মেনা' শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে) এনাঃ (ইহাদিগকে) মানয়ন্তি (সম্মান করে); গ্নাঃ ('গ্না' শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে) এনাঃ (ইহাদিগের প্রতি) গচ্ছন্তি (গমন করে)।

'মেনা' ও 'গ্না'—এই শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। 'মেনা' শব্দ পূজার্থক 'মান্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ ২০৪ দ্রষ্টব্য); স্ত্রীলোক সকলের দ্বারা সম্মানিত হয় (মনু ৩৫৪-৫৯ দ্রষ্টব্য)। 'গম্' ধাতু হইতে 'গ্না' শব্দের নিষ্পত্তি (উ ২৮৬ দ্রষ্টব্য); মৈথুনকাম হইয়া পুরুষ স্ত্রীলোকের নিকট গমন করে।[৪]

অমেনাংশ্চিজ্জনিবতশ্চকর্থ ॥ ঋ ৫।৩১।২ ॥
গ্নাস্ত্বাকৃন্তন্নপসোঽতন্বত ॥ মৈঃ সং ১।৯।৪, ১৩৪।৮, কাঃ সং ৯।৯
তাঃ ব্রাঃ ১।১।৮ ॥
ইত্যপি নিগমৌ ভবতঃ ॥ ৩০ ॥

অমেনান্ চিৎ (পত্নীহীন ব্যক্তিদিগকে) জনিবতঃ (পত্নীসমন্বিত) চকর্থ (করিয়াছ)।[৫]

১। অবতত্ধন্বা অবরোপিতধনুষ্কঃ, অস্মদ্বিরোধিনাং ত্বয়া নিবারিতত্বাদিত ঊর্দ্ধং ধনুষি জ্যাসমারোপণস্য প্রয়োজনাভাবাদবরোপণমেবেদানীং যুক্তম্ (দুঃ)। ২। অতীহি পর্ব্বতমতিক্রম্য গচ্ছ (দুঃ)।

৩। পিনাকাখ্যং স্বীয়ং ধনুরাবস্তে সর্বত আচ্ছাদয়তীতি পিনাকাবসঃ। যথা ধনুর্দৃষ্ট্বা প্রাণিনো ন বিভ্যতি তথা স্বীয়ং ধনুর্বস্ত্রাদিনা প্রচ্ছাদ্য গচ্ছেত্যর্থঃ। ৪। গচ্ছন্ত্যেনাঃ মৈথুনেন ধর্ম্মেণ (দুঃ)।

৫। চকর্থ—লিটের পদ ; দুর্গাচার্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন—করোষি।

গ্নাঃ ত্বা অকৃন্তন্ (স্ত্রীগণ তোমাকে কাটিয়াছে) অপসঃ (অল্পবয়স্ক বালকগণ) অতন্বত (তোমাকে বিস্তৃত করিয়াছে)। ইত্যপি নিগমৌ......।

'মেনা' ও 'গ্না' শব্দের বৈদিক প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছেন।.. প্রথম মন্ত্রাংশে ইন্দ্রকে বলা হইতেছে—হে ইন্দ্র, তুমি পত্নীহীন ব্যক্তিদিগকে পত্নী প্রদান করিয়াছ। যেহেতু তুমি ঈদৃশগুণ-বিশিষ্ট, সেই জন্য আমরা তোমার স্তব করিতেছি।[১] দ্বিতীয় সন্দর্ভ (বিবাহাদিকালে) বস্ত্র-প্রতিগ্রহণ মন্ত্রের অংশবিশেষ। বস্ত্রকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে—হে বস্ত্র, তোমাকে কর্ত্তিত করিয়াছে অর্থাৎ তোমার জন্য সূতা কাটিয়াছে গ্না বা স্ত্রীগণ,[২] তোমাকে বিস্তৃত করিয়াছে অর্থাৎ তোমার নির্ম্মিতির জন্য সূত্র সন্নিবেশ করিয়াছে তন্তুবায়দিগের অল্পবয়স্ক বালকগণ—যাহারা তাহাদের ভৃত্যের কর্ম্ম করিয়া থাকে।[৩] তোমাকে বয়ন করিয়াছে বয়নকর্ম্মকুশল তন্তুবায় রমণীগণ (বয়িত্র্যোঽবয়ন্)।

শেপো বৈতস ইতি পুংস্প্রজননস্য।
শেপঃ শপতেঃ স্পৃশতিকর্ম্মণঃ।
বৈতসো বিতস্তং ভবতি ॥ ৩১ ॥

শেপঃ বৈতসঃ ইতি ('শেপ' ও 'বৈতস' এই শব্দদ্বয়) পুংস্প্রজননস্য (পুংজননেন্দ্রিয়ের বাচক)। শেপঃ ('শেপ' শব্দ) স্পৃশতিকর্ম্মণঃ (স্পর্শার্থক) শপতেঃ ('শপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। বৈতসঃ (বৈতস) বিতস্তং ভবতি (একটি উপক্ষীণ বস্তু)।

'শেপ' ও 'বৈতস' শব্দ পুংজননেন্দ্রিয়-বাচক। স্পর্শার্থক 'শপ্' ধাতু হইতে 'শেপ' শব্দের উৎপত্তি[৪]—স্পৃশতে হি তেন স্ত্রী (দুঃ)। বি+উপক্ষয়ার্থক 'তস্' ধাতু হইতে 'বিতস্ত' শব্দ নিষ্পন্ন ; বিতস্ত শব্দের অর্থ উপক্ষীণ। পুংজননেন্দ্রিয় সম্ভোগের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে (যতক্ষণ না স্ত্রীস্মরণ হয়) উপক্ষীণ অবস্থায় থাকে—উপক্ষীণং হি তদ্ভবতি প্রাগনুস্মরণাৎ স্ত্রিয়াঃ (দুঃ)। 'বি+তস্' ধাতু নিষ্পন্ন 'বিতস' শব্দই বৈতসরূপ ধারণ করিয়াছে।[৫]

যস্যামুশন্তঃ প্রহরাম শেপম্। ঋ ১০।৮৫।৩৭
ত্রিঃ স্ম মাহ্নঃ শ্নথয়ো বৈতসেন। ঋ ১০।৯৫।৫
ইত্যপি নিগমৌ ভবতঃ ॥ ৩২ ॥

যস্যাম্ (যোনৌ) উশন্তঃ (পুত্রজন্ম কাময়মানাঃ) শেপং প্রহরাম (প্রক্ষিপেম)—'আমরা

১। কন্যাস্বমেবংগুণবিশিষ্টস্তস্মাচ্চ ত্বামেব স্তুমঃ (দুঃ)।

২। গ্নাস্ত্বাকৃন্তন্—স্ত্রীভিস্ত্বং কর্ত্তিতঃ, তন্তুকরণাভিপ্রায়েণ (দুঃ)।

৩। অপসঃ অল্পকাঃ......কুবিন্দপুত্রকাস্তে তু কুবিন্দানাং পরিকর্ম্মকরাঃ (দুঃ)।

৪। দেবরাজ বলেন—শপতে রয়দি বাহুলকাৎ স-শব্দস্য সো ভাবঃ, স্পৃশত্যনেন স্ত্রীন্দ্রিয়ম্।

৫। বিপূর্ব্বাৎ 'তসু উপক্ষয়ে'—ইত্যস্মাৎ পচাদ্যচি বিতসঃ বিতস এব বৈতসঃ। বিশেষেণ তস্যতি ক্ষীণীভবতি প্রাক্ সম্ভোগকালাৎ (দেঃ রাঃ)।

কামবশ হইয়া যাহাতে শেপ প্রহার করিয়া থাকি।' বৈতসেন (শিশ্নদণ্ডেন) ত্রিঃ স্ম মাহ্নঃ (ত্রিরহ্নো মাং) শ্নথয়ঃ (অতাড়য়ঃ)—'হে পুরূরবা, তুমি প্রতিদিন তিনবার আমাকে রমণ করিতে।' ইত্যপি নিগমৌ...... ।

'শেপ' ও 'বৈতস' এই শব্দদ্বয়ের বৈদিক প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছেন।

অয়েনেত্যুপদেশস্য ॥ ৩৩ ॥

অয়া এনা ইতি (অয়া ও এনা—পদদ্বয় অর্থাৎ এই পদদ্বয়ের প্রকৃতি 'ইদং' শব্দ) উপদেশস্য (উপদেশের বোধক)।

'ইদং' শব্দ উপদেশের বোধক। উপদেশ শব্দের অর্থ—প্রত্যক্ষাভিধান।[১] 'ইদং' শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ বস্তুরই অভিধান অর্থাৎ কথন হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ যাহা তাহা স্ত্রীপুংনপুংসক ভেদে ত্রিবিধ; কাজেই 'ইদং' শব্দের দ্বারা—তিন লিঙ্গেরই উপদেশ বা অভিধান হয়। 'ইদং' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে তৃতীয়ার একবচনে পদ হয় 'অনয়া' এবং পুংলিঙ্গ ও নপুংসক লিঙ্গে হয় 'অনেন'; বেদে অনয়া=অয়া, অনেন=এনেন (অন্বাদেশে)=এনা।[২]

অয়া তে অগ্নে সমিধা বিধেম। ঋ ৪।৪।১৫

ইতি স্ত্রিয়াঃ।

এনা বো অগ্নিম্। ঋ ৭।১৬।১, বাঃ সং ১৫।৩২

ইতি নপুংসকস্য।

এনা পত্যা তন্বং সংসৃজস্ব। ঋ ১০।৮৫।২৭

ইতি পুংসঃ ॥ ৩৪ ॥

হে অগ্নে, অয়া সমিধা (অনয়া সমিধা—এই সমিধের দ্বারা) তে বিধেম (তোমার পরিচর্য্যা করিব)—ইতি স্ত্রিয়াঃ (ইহা স্ত্রীলিঙ্গের উপদেশ)।

এনা বো অগ্নিং [নমসা]—বঃ (তোমাদের) এনা নমসা (অনেন নমসা—এই অন্নের দ্বারা) অগ্নিম্ [আহুবে] (অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি)—ইতি নপুংসকস্য (ইহা নপুংসক লিঙ্গের উপদেশ)। এনা পত্যা (অনেন পত্যা—এই পতির সহিত) তন্বং (তনুং—শরীর) সংসৃজস্ব (সংসৃষ্ট কর)—ইতি পুংসঃ (ইহা পুংলিঙ্গের উপদেশ)।

প্রথম মন্ত্রাংশে সমিধের প্রত্যক্ষ অভিধান বা নির্দ্দেশ হইতেছে 'অয়া' পদের দ্বারা। 'সমিধ্' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, কাজেই এই স্থলে 'ইদং' শব্দের রূপ 'অয়া' পদের দ্বারা স্ত্রীলিঙ্গের উপদেশ হইয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্রাংশে 'নমস্' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ এবং তৃতীয় মন্ত্রাংশে 'পতি' শব্দ

১। প্রত্যক্ষাভিধানমিহোপদেশোঽভিমতঃ (দেঃ রাঃ)।

২। ইদমেতদোরন্বাদেশবিষয়ে এনাদেশঃ, তৃতীয়ৈকবচনস্যাকারঃ (দেঃ রাঃ)। বেদে অন্বাদেশ না বুঝাইলেও 'এন' আদেশ হইতে বাধা নাই।

পুংলিঙ্গ—কাজেই এই মন্ত্রাংশদ্বয়ে 'ইদং' শব্দের রূপ 'এনা' দ্বারা যথাক্রমে ক্লীবলিঙ্গ এবং পুংলিঙ্গের উপদেশ হইয়াছে।[১]

সিষক্তু সচত ইতি সেবমানস্য ॥ ৩৫ ॥

সিষক্তু সচত ইতি (সিষক্তু ও সচতে—এই ক্রিয়াদ্বয় অর্থাৎ ইহাদের প্রকৃতি 'ষচ্' ধাতু ও 'ষচ্' ধাতু) সেবমানস্য (সেবমানের অর্থ অর্থাৎ 'সেব' ধাতুর যাহা অর্থ তাহা প্রকাশ করে)।

সিষক্তু ও সচতে—এই দুই পদেই প্রত্যয়ের অর্থ কর্তৃত্ব, সেবমান এই পদেও প্রত্যয়ের অর্থ কর্তৃত্ব ; উভয় স্থল হইতেই কর্তৃত্বাংশ বাদ দিলে এই দাঁড়ায় যে, 'ষচ্' ধাতু (উভয়পদী ভ্বাদি) ও 'ষচ্' ধাতু (আত্মনেপদী ভ্বাদি)—এই উভয়েই 'সেব' ধাতুর অর্থ প্রকাশ করে। বস্তুতঃ আখ্যাত পদ সর্বত্রই ধাত্বর্থ প্রতিপাদন করে, এখানেও সেই উদ্দেশ্যেই আখ্যাত পদের প্রয়োগ হইয়াছে।[২] 'ষচ্' ধাতু যেটা আত্মনেপদী তাহার অর্থ ধাতুপাঠেও সেবন।[৩] উভয়পদী 'ষচ্' ধাতুর অর্থ ধাতুপাঠে সমবায়।[৪] কিন্তু বেদে উভয়পদী 'ষচ্' ধাতুও সেবনার্থ।[৫] এই উভয়পদী 'ষচ্' ধাতু হইতেই লোটে 'তু' বিভক্তিতে সিষক্তু পদের নিষ্পত্তি।[৬]

'সিষক্তু' ও 'সচস্ব'—এই দুই পদের বৈদিক প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছেন :—

স নঃ সিষক্তু যস্তুরঃ ॥ ৩৬ ॥ ঋ ১।১৮।২, বাঃ সং ৩।২৯

যঃ তুরঃ (যিনি তূর্ণকারী অর্থাৎ শীঘ্র ফলপ্রদাতা) সঃ (সেই ব্রহ্মণস্পতি) নঃ (আমাদিগকে) সিষক্তু (সেবা করুন অর্থাৎ অনুগৃহীত করুন)। দুর্গাচার্য্যের মতে—হে ব্রহ্মণস্পতে, যঃ পুত্রঃ (যে পুত্র) তুরঃ (ক্ষিপ্রকারী অর্থাৎ পটু) সঃ (তাদৃশ পুত্র) নঃ সিষক্তু (আমাদিগকে ভজনা করুক—অর্থাৎ তোমার প্রসাদে আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করুক)।

সেবতাং যস্তুরঃ ॥ ৩৭ ॥

সিষক্তু যস্তুরঃ = সেবতাং যস্তুরঃ। উদ্ধৃত মন্ত্রাংশে সিষক্তু পদের অর্থ—সেবতাম্ (সেবা করুন অর্থাৎ অনুগৃহীত করুন)।

১। এনা বো অগ্নিং নমসা, এনা পত্যা—ইতি সমানেঽপ্যেনাশব্দে স্বরান্তে একস্মিন্ পদদ্বয়বিশেষাদেকস্য নপুংসকবিষয়ত্বমেকস্য পুরুষবিষয়ত্বম্। একস্য নম ইত্যুপপদম্ একস্য পতিশব্দঃ (দুঃ)।

২। সিষক্তিতি কর্তৃত্বাভিধানম্, তস্য প্রত্যয়ার্থত্বেন প্রাধান্যাদত আহ সেবমানস্যেতি। পরমার্থতস্তু ধাত্বর্থ প্রতিপাদনপরত্বয়ৈবাখ্যাতপদোপাদানমর্থাভিপ্রায়ত্বম্। অতশ্চৈতদুক্তং ভবতি সিষক্তু সচত ইতি সেবার্থৌ ধাতূ (দেঃ রাঃ)।

৩। ষচ্ সেচনে সেবনে চ।

৪। ষচ্ সমবায়ে সচতি সচতে।

৫। ষচ্ সমবায়ে ভ্বাদি স্বরিতেৎ অত্র সেবার্থ (দেঃ রাঃ)।

৬। সিষক্তিতি লোটি তিপি শপ্। 'তস্য বহুলং ছন্দসি' (বৈ ২।৪।৭৬) ইতি শ্লুঃ। অত্তিপিপর্ত্তোশ্চ বহুলং ছন্দসি (বৈ ৭।৪।৭৮) ইত্যভ্যাসস্যেত্বম্ (দেঃ রাঃ)।

সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে ॥ ৩৮ ॥ ঋ ১।১।৯, বাঃ সং ৩।২৪

[হে অগ্নে] নঃ স্বস্তয়ে (আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত) [নঃ] সচস্বা=সচস্ব[১] (আমাদিগকে সেবা কর অর্থাৎ আমাদিগের প্রতি কৃপাবৃষ্টিপাত কর)।

সেবস্ব নঃ স্বস্তয়ে ॥ ৩৯ ॥

সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে=সেবস্ব নঃ স্বস্তয়ে। উদ্ধৃত মন্ত্রাংশে সচস্বা (সচস্ব) পদের অর্থ—সেবস্ব (সেবা কর অর্থাৎ অনুগ্রহ কর)।

স্বস্তীত্যবিনাশিনাম। অস্তিরভিপূজিতঃ, স্ব অস্তীতি ॥ ৪০ ॥

স্বস্তি ইতি ('স্বস্তি' এই শব্দ) অবিনাশিনাম (অবিনশ্বর বস্তুর নাম)।[২] অস্তিঃ (বিদ্যমানাত্মক বস্তু) অভিপূজিতঃ (আদরার্হ); সু অস্তি ইতি ('সু' ও 'অস্তি'—এই দুই শব্দের মিলনে 'স্বস্তি' শব্দের সৃষ্টি)।

প্রসঙ্গতঃ 'স্বস্তি' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। স্বস্তি বলিতে এমন পদার্থই বুঝায় যাহার নাশ নাই অর্থাৎ চিরস্থায়ী মঙ্গল। অবিনাশিনাম—এই স্থলে 'অবিনাশনাম' এইরূপ পাঠও পরিদৃষ্ট হয়।[৩] লক্ষ্মণস্বরূপ এই পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। The word svasti is a synonym of non-distruction. এই পাঠই অপেক্ষাকৃত ভাল বলিয়া মনে হয়। 'অস্তি' বলিতে বিদ্যমানতার বোধ হয়। যাহা বিদ্যমান তাহাই অভিপূজিত বা আদরার্হ। উত্তমার্থক 'সু' শব্দের সহিত 'অস্তি' শব্দের যোগে 'স্বস্তি' শব্দের নিষ্পত্তি।

ভ্যসতে রেজত ইতি ভয়বেপনয়োঃ ॥ ৪১ ॥

ভ্যসতে রেজতে ইতি ('ভ্যস্' ও 'রেজ্'—এই দুইটী ধাতু) ভয়বেপনয়োঃ (ভয় ও কম্পন—এই দুই অর্থের প্রকাশক)।

'ভ্যস্' ও 'রেজ্'—এই দুই ধাতুই ভয়ার্থক এবং কম্পনার্থক। ধাতু দুইটীর প্রত্যেকটীই দুই দুই অর্থ প্রকাশ করে।[৪]

যস্য শুষ্মাদ্রোদসী অভ্যসেতাম্ ॥[৫] ঋ-২।১২।১

রেজতে অগ্নে পৃথিবী মখেভ্যঃ। ঋ-৬।৬৬।৯

ইত্যপি নিগমৌ ভবতঃ ॥ ৪২ ॥

যস্য (যে ইন্দ্রের) শুষ্মাৎ (শারীরবলে) রোদসী (দ্যাবাপৃথিবী) অভ্যসেতাম্ (ভীত বা কম্পিত হইয়াছিল)।

১। বৈ ৬৩।১৩৭। ২। অবিনাশিনোঽর্থস্য নাম (দ্রঃ)।

৩। অন্যে তবীয়তে 'অবিনাশনাম' ইতি ; তেঽোমবিনাশস্তৈব নাম (দ্রঃ)।

৪। উভাবপুভয়োরর্থয়োঃ (দেঃ রাঃ)। ৫। নিঃ ১০।১০, অভ্যসেতাম্ অবিভীতাম্ (দ্রঃ)।

হে অগ্নে, [যেভ্যঃ] যথেভ্যঃ (যে মহান্ মরুদ্গণ হইতে) পৃথিবী রেজতে (পৃথিবী ভীত বা কম্পিত হয়)।[১] ইত্যপি নিগমৌ......এই বৈদিক বাক্যদ্বয়ও আছে।

উদ্ধৃত প্রথম মন্ত্রাংশে 'ভ্যস্' ধাতু ভয়ার্থক বা কম্পনার্থক, দ্বিতীয় মন্ত্রাংশে 'রেজ্' ধাতুও ভয়ার্থক বা কম্পনার্থক।

দ্যাবাপৃথিব্যোর্নামধেয়ান্যুত্তরাণি চতুর্বিংশতিঃ ॥ ৪৩ ॥

দুইটী দুইটী করিয়া পদ এক এক অর্থের বাচক—ঈদৃশ ত্রয়োদশসংখ্যক যুগ্মপদ (ছাব্বিশটী পদ) উদাহৃত হইয়াছে (নিঃ ৩।২৯)। তৎপরে স্বধে পুরন্ধী ধিষণে প্রভৃতি চব্বিশটী পদ উদাহৃত হইয়াছে (৩।৩০)—যাহারা দ্যাবাপৃথিবী-বাচক। তয়োরেষা ভবতি—

কতরা পূর্ব্বা কতরাপরায়োঃ কথা জাতে কবয়ো কো বিবেদ।
বিশ্বং ত্মনা বিভৃতো যদ্ধ নাম বিবর্ত্তেতে অহনী চক্রিয়েব ॥ ৪৪ ॥

ঋ ১।১৮৫।১

তয়োঃ (সেই দ্যাবাপৃথিবী সম্বন্ধে) এষা ভবতি (এইমন্ত্রটী আছে)—

অয়োঃ (এনয়োঃ—ইহাদিগের মধ্যে) কতরা পূর্ব্বা (কে প্রথমোৎপন্না)? কতরা অপরা (কে পশ্চাদুৎপন্না)? কথা (কথং—কি নিমিত্ত) জাতে (ইহারা উৎপন্ন হইয়াছেন)? হে কবয়ঃ (হে কবিগণ), কো বিবেদ (ইহাদিগকে কে জানে)? ত্মনা (আত্মনা—স্বয়ং অর্থাৎ অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া) বিশ্বং (সমস্ত জগৎ) বিভৃতঃ (ধারণ করেন), যদ্ধ (যৎ হ) [এনয়োঃ] নাম (যাহা ইহাদের কর্ম্ম অথবা যে নিমিত্ত ইহাদের পরিণাম বা উৎপত্তি); [এনয়োঃ অন্তর্ভূতে] (ইহাদিগের অন্তর্ভূত) অহনী (দিন ও রাত্রি) চক্রিয়েব (চক্রযুগলের ন্যায় অখণ্ডিতসম্বন্ধ হইয়া) বিবর্ত্তেতে (পরিবর্ত্তিত হয়)।

কতরা পূর্ব্বা কতরাপরা, এনয়োঃ, কথং জাতে, কবয়ঃ, ক এনে বিজানাতি। সর্ব্বমাত্মনা বিভৃতো যদ্ধৈনয়োঃ কর্ম্ম, বিবর্ত্তেতে চৈনয়োরহনী অহোরাত্রে, চক্রিয়েব চক্রযুক্তে ইবেতি—দ্যাবাপৃথিব্যোর্মহিমানমাচষ্ট আচষ্টে ॥ ৪৫ ॥

মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা সংক্ষেপে স্বয়ং নিরুক্তকার করিতেছেন। অয়োঃ=এনয়োঃ (ইহাদের দুইয়ের মধ্যে)। কতরা পূর্ব্বা কতরা অপরা (দ্যু এবং পৃথিবীর মধ্যে পূর্ব্বেই বা কে উৎপন্ন হইয়াছে পরেই বা কে উৎপন্ন হইয়াছে)।[২] কথা জাতে=কথং জাতে (কিভাবে উৎপন্ন হইয়াছে—ইহাদের উৎপত্তিতে পৌর্ব্বাপর্য্য আছে কিংবা যৌগপদ্য আছে অর্থাৎ দ্যু এবং পৃথিবী একের পর অন্যে উৎপন্ন হইয়াছে অথবা উভয়ে একসঙ্গেই উৎপন্ন হইয়াছে)?[৩]

১। রেজতে বিভেতি কম্পতে বা (দুঃ)।

২। ন পৌর্ব্বাপর্য্যমনয়োঃ স্ফুটং লক্ষয়িতুং শক্যতে (দুঃ)।

৩। কিং পৌর্ব্বাপর্য্যেণ উত যুগপদ্ ভবেতাম্ (দুঃ)।

কবয়ঃ (হে কবিগণ 'কবি' শব্দের বহুবচনের সম্বোধন ; কবি শব্দের অর্থ জ্ঞানী বা মেধাবী ঋষি)।[১] কো বিবেদ=ক এনে বিজানাতি (দ্যু এবং পৃথিবীকে কে জানে অর্থাৎ কেহই বিস্পষ্টভাবে জানে না)।[২] বিশ্বং—সর্ব্বম্ (সমস্ত জগৎকে), ত্মনা বিভৃতঃ—আত্মনা বিভৃতঃ (স্বয়ং অর্থাৎ অন্যের অপেক্ষা না রাখিয়া নিজেরাই ধারণ করিয়া আছে)। যদ্ধ নাম=যৎ হ এনয়োঃ কর্ম (যাহা ইহাদের কর্ম ; সমস্ত জগৎকে ধারণ করাই ইহাদের কর্ম)।[৩] বিবর্ত্তেতে অহনী—বিবর্ত্তেতে চ এনয়োঃ অহনী অহোরাত্রে (ইহাদের অন্তর্ভূত অথবা ইহাদের মধ্যে অহর্দ্বয় অর্থাৎ অহোরাত্র—পরিবর্তিত হইতেছে, অহনী—অহোরাত্রে—দিবা এবং রাত্রি)। চক্রিয়েব—চক্রযুক্তে ইব (চক্রযুগলের ন্যায় অখণ্ড সম্বন্ধযুক্ত ; দিবা-রাত্রির মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা দুইটী চক্রের মধ্যে বিদ্যমান সম্বন্ধের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন)।[৫]

ইতি দ্যাবাপৃথিব্যোর্মহিমানম্ আচষ্টে—মন্ত্রদ্রষ্টা এইভাবে দ্যাবাপৃথিবীর মহিমা অর্থাৎ সাহচর্য্যরূপ মাহাভাগ্য বর্ণনা করিতেছেন। 'আচষ্টে' এই পদের দুইবার প্রয়োগ হইয়াছে অধ্যায় পরিসমাপ্তি সূচনার্থ।[৬]

দ্যু ও পৃথিবী—এই দুইয়ের মধ্যে চিরসাহচর্য্য বর্ত্তমান। চিরসাহচর্য্য আছে বলিয়াই দ্যাবাপৃথিবী-বাচক নামসমূহও দ্বিবচনযুক্ত, যেমন—অধে পুরন্ধ্রী রোদসী, ইত্যাদি। উদ্ধৃত মন্ত্রটী দ্যাবাপৃথিবীর চিরসাহচর্য্যই প্রমাণিত করিতেছে।[৭]

॥ বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

॥ তৃতীয় অধ্যায় (নৈঘণ্টুক কাণ্ড) সমাপ্ত ॥

১। কবয়ঃ মেধাবিনঃ ঋষয়ঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। কো বিবেদ ক এতদ্বিবেদ বেত্তি জানাতি (স্কঃ স্বাঃ) ; কশ্চিদপি বিস্পষ্টং ন জানাতি (দুঃ)।

৩। 'নাম' শব্দের অর্থ কর্ম—ইহাই যাস্কের অভিমত বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয়। বিশ্বধারণই দ্যাবাপৃথিবীর কর্ম, ইহা বলিলে অসঙ্গতি হয় না। স্কন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য্য কিন্তু 'নাম' শব্দের অর্থ করিয়াছেন পরিণাম ; দ্যাবাপৃথিবীর পরিণাম (উৎপত্তি) হইয়াছে বিশ্বধারণের নিমিত্ত—এইভাবেই তাঁহারা 'যদ্ধ নাম' এই অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—যৎ তাদর্থ্যাদ্বা চতুর্থ্যা লুপ্তস্থতি, (দুঃ) পদপূরণঃ, যস্মৈ, এনয়োর্নাম পরিণাম উৎপত্তি ; যদর্থমেতে উৎপন্নে ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ) যদ্ধ নাম যদর্থমনয়োর্নাম নমনম্, যস্মাদ্ ভূতগ্রামধারণার্থম্ এতেন বিপরিণাম-যোগেন, তৎ সর্ব্বমেতে বিভৃতঃ (দুঃ)।

৪। এনয়োরেবান্তর্ভূতে অহনী……(দুঃ), এতয়োর্মধ্য ইতি শেষঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। চক্রযুগলমিব অবিভাগেন সংযুক্তে সম্বন্ধে ইত্যর্থঃ (দুঃ)।

৬। অভ্যাসো অধ্যায়পরিসমাপ্তিজ্ঞাপনার্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৭। দ্বিবচনেন যুক্তানি দ্যাবাপৃথিব্যোর্নামানি, তয়োঃ সাহচর্য্যাখ্যায়িকা এষা ঋক্ ভবতি, সাহচর্য্যে হি স হি দ্বিবচনযোগ উপপন্নরূপো ভবতি নাম্নাম্ (দুঃ)।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

একার্থমনেকশব্দমিত্যেতদুক্তম্ ॥ ১ ॥

অথ যান্যনেকার্থান্যেকশব্দানি তান্যতোঽনুক্রমিষ্যামঃ ॥ ২ ॥

অনবগতসংস্কারাংশ্চ নিগমান্ ॥ ৩ ॥

এতৎ (এই অর্থাৎ পূর্ব্বসূচিত)[1] একার্থং (এক অর্থ যাহাতে) অনেকশব্দং (অনেক শব্দ যাহাতে) [ঈদৃশং প্রকরণম্] (ঈদৃশ প্রকরণ) ইতি (এবং এই প্রকারে)[2] উক্তম্ (বলা হইয়াছে) ॥ ১ ॥ অতঃ (অতঃপর) অথ (ইদানীং)[3] অনেকার্থানি (অনেকার্থ সমন্বিত) একশব্দানি (এক এক শব্দ বিশিষ্ট) যানি (যে সমস্ত প্রকরণ) তানি (তাহা) অনুক্রমিষ্যামঃ (বর্ণনা করিব—ব্যাখ্যা করিব)[4] ॥ ২ ॥ চ (আর) অনবগতসংস্কারান্ (যাহাদের সংস্কার অর্থাৎ প্রকৃতি-প্রত্যয়গত ব্যুৎপত্তি অবিদিত, যাহাদের অর্থ অপ্রসিদ্ধ, ঈদৃশ)[5] নিগমান্ (বৈদিক শব্দসমূহ)[6] [অনুক্রমিষ্যামঃ] (বর্ণনা করিব—ব্যাখ্যা করিব) ॥ ৩ ॥

সমানার্থক ধাতুসমূহ এবং বিভিন্ন সত্ত্ব বা দ্রব্যের নামসমূহ নিরুক্তে ব্যাখ্যাত হইবে বলিয়া উপোদ্ঘাতে সূচিত হইয়াছিল (নিঃ ১।২০)।[7] সমানার্থক ধাতুসমূহ এবং সমানার্থক বিভিন্ন সত্ত্ব বা দ্রব্যের নামসমূহ নিঘণ্টুর[8] প্রথম তিন অধ্যায়ে উদাহৃত হইয়াছে। নিরুক্তে দ্বিতীয় অধ্যায়ের কতক অংশ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে ইহাদের সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সংক্ষেপে বলিতেছি এই জন্য যে, নিঘণ্টু গ্রন্থে উদাহৃত সমস্ত নামের, বা সমস্ত ধাতুর (ক্রিয়ার) ব্যাখ্যা

১। এতৎ পুরস্তাৎ সূচিতম্ (দুঃ) ; বুদ্ধৌ সন্নিহিতত্বেতদিতি প্রতিনির্দেশঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। ইতিশব্দ এবমিত্যস্যার্থে (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। 'অথ' ইদানীং বক্ষ্যাখ্যাতব্যং তৎ সমাসতঃ প্রতিজ্ঞায়তে (দুঃ)।

৪। অনুক্রমিষ্যাম ব্যাখ্যাস্যাম ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। অনবগতসংস্কারান্ অবিজ্ঞাতসংস্কারানিত্যর্থঃ। যেষাং প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিসংস্কারো ন সাকল্যেন জ্ঞায়তে (দুঃ)।

৬। নিগমান্ নিগময়িতব্যান্ বৈদিকান্ শব্দানিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৭। এতাবন্তঃ সমানকর্ম্মাণো ধাতব ;··· এতাবন্ত্যস্য সত্ত্বস্য নামধেয়ানি।

৮। গবাদি দেবপত্ন্যন্ত শব্দসমূহ যে পঞ্চাধ্যায়ী শাস্ত্রে সঙ্কলিত হইয়াছে তাহার নাম নিঘণ্টু ; নিরুক্ত ইহারই ব্যাখ্যাভূত—দ্বাদশাধ্যায়ে বিভক্ত। সায়ণের মতে মূল নিঘণ্টুর নামও নিরুক্ত—অর্থাববোধে নিরপেক্ষতয়া পদজাতং যত্রোক্তং তন্নিরুক্তম্ (ঋগ্বেদভাষ্যভূমিকা)। নিঘণ্টুই বা কি নিরুক্তই বা কি ইহার বিস্তৃত সমালোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য।

করা হয় নাই, সমস্ত নাম বা সমস্ত ধাতুরই নিগম উদ্ধৃত হয় নাই এবং স্থূলতঃ একার্থক হইলেও ধাতু (ক্রিয়া) সমূহের মধ্যে যে পরস্পর সূক্ষ্ম ভেদ রহিয়াছে তাহাও প্রদর্শিত হয় নাই। একার্থম্ (একঃ পৃথিব্যাদিরর্থো যস্মিন্ তদেকার্থম্) এবং অনেকশব্দম্ (অনেকো বাচকঃ শব্দো পর্যাদির্যস্মিন্ তদনেকশব্দম্) এই দুইটী পদ 'প্রকরণ' এই উহ্যপদের বিশেষণ। নিরুক্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ের কতক অংশ এবং তৃতীয় অধ্যায়রূপ যে প্রকরণ তাহাতেই একার্থবাচক অনেক শব্দসমষ্টি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নিরুক্তের উপোদ্ঘাতে (নিঃ ১।২০)[১] ইহাও সূচিত হইয়াছিল যে, অনেকার্থ বাচক এক একটী শব্দ ব্যাখ্যাত হইবে। এই সূচনানুরূপ কার্য্য হইবে নিরুক্তের চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ—এই তিন অধ্যায়ে। এই তিন অধ্যায়ে মাত্র যে অন্যোন্য নিরপেক্ষ অনেকার্থ বাচক এক একটী শব্দই ব্যাখ্যাত হইবে তাহা নহে, অনবগতসংস্কার (যাহাদের গঠন ব্যাকরণের নিয়মানুগ নহে—যাহাদের প্রকৃতি-প্রত্যয় নিশ্চিতরূপে জানা নাই, যাহাদের অর্থ অনবগত—যাহাদের ব্যুৎপত্তি ঠিক বুঝা যায় না) বহু বৈদিক শব্দও ব্যাখ্যাত হইবে। অনেকার্থানি (অনেকে অর্থা যেষু তানি) এবং একশব্দানি (একঃ শব্দো যেষু তানি) এই দুইটী পদ 'প্রকরণানি' এই উহ্য পদের বিশেষণ। একার্থম্ ও অনেকশব্দম্—এই স্থলে একবচন হইয়াছে প্রকরণ বহু অধ্যায়াত্মক নহে বলিয়া (অর্থাৎ এক অধ্যায় ও এক অধ্যায়ের কতক অংশে সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া) অনেকার্থানি এবং একশব্দানি—এইস্থলে বহুবচন হইয়াছে প্রকরণের বহুত্বনিবন্ধন অর্থাৎ প্রকরণ তিন অধ্যায়াত্মক বলিয়া।

তদৈকপদিকমিত্যাচক্ষতে ॥ ৪ ॥

তৎ (তাহাকে অর্থাৎ চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ—এই তিন অধ্যায়াত্মক প্রকরণকে) ঐকপদিকম্ ইতি আচক্ষতে (ঐকপদিক এই নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন)।

নিরুক্তের চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ এই তিন অধ্যায়ে অন্যোন্য নিরপেক্ষ অনেকার্থক পদসমূহ এবং অনবগতসংস্কার পদসমূহ একটী একটী করিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যেহেতু একটী একটী করিয়া পদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেইজন্য এই তিন অধ্যায়াত্মক প্রকরণকে পূর্ব্বাচার্য্যগণ ঐকপদিক সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। নৈঘণ্টুক কাণ্ডে কিন্তু একার্থ বাচক পদসমূহ একটী একটী করিয়া ব্যাখ্যাত হয় নাই। নিঘণ্টুর ক্রম অনুসরণপূর্ব্বক তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে যথা:—এই এই পদগুলি পৃথিবীর বাচক, তৎপরবর্ত্তী এই এই পদগুলি হিরণ্যের বাচক, তৎপরবর্ত্তী এই এই পদগুলি অন্তরিক্ষের বাচক—ইত্যাদিরূপে।[২]

১। এতাবতামর্থানামিদমভিধানম্।

২। একপদানাং ব্যাখ্যানম্ ঐকপদিকম্ ইতি। অত্র হি একৈকমেব তহাদি পদং ব্যাখ্যায়তে। ন যথা পূর্ব্বত্র—একবিংশতিঃ পৃথিবী নামধেয়ানি, হিরণ্যনামানি পঞ্চদশ ইতি পদসমুচ্চয়ঃ (স্কঃ স্বাঃ); পূর্ব্বস্মিন্ প্রকরণে যথাঃ পদানাং বিরচনামপেক্ষ্যোক্তমৈকপদিকমুচ্যতে, অত্র হ্যেকৈকমেব পদং সমাম্নাতম্ (দুঃ)।

(১) জহা জঘানেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

জহা জঘান ইত্যর্থঃ—জহা এই পদটীর অর্থ জঘান (হনন করিয়াছি)।

জহা—এই বৈদিক পদটী অনবগত সংস্কার। ইহা 'হন্' ধাতুর কিংবা 'হা' ধাতুর রূপ এবং ইহার প্রত্যয়ই বা কি, তাহা জানা নাই। যে সকল মন্ত্রে এই পদটীর প্রয়োগ আছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই প্রতীত হইবে যে, 'জঘান' পদের যাহা অর্থ, ইহারও সেই অর্থই সুসঙ্গত হয়।[১] কাজেই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে 'জহা' পদটী 'হন্' ধাতুর উত্তর লিটের উত্তমপুরুষের একবচনের বিভক্তি যোগ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে।

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। 'জঘান' ইত্যেবমবস্থিতেনাবগতসংস্কারেণ যোঽর্থ উচ্যতে স চ 'জহা' ইত্যনেনাসুপপন্নসংস্কারেণোক্তো ভবতি (দুঃ)।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কোম্মু মর্তা অমিথিতঃ সখা সখায়মব্রবীৎ

জহা কো অস্মদীষতে ॥ ১ ॥   ঋ ৮।৪৫।৩৭

হে মর্তাঃ (হে মনুষ্যগণ) কো নু (কোন্) সখা (মিত্র) অমিথিতঃ (অনাক্রুষ্ট অর্থাৎ অনির্ভর্ৎসিত বা কঠোর বাক্য অভিহিত না হইয়াও)[১] সখায়ম্ (মিত্রকে) [এবম্] অব্রবীৎ (এইরূপ অর্থাৎ বধ করিওনা এই বাক্য বলে)? [কম্ অহং] জহা (আমি কাহাকে বধ করিয়াছি)? কঃ (কে) অস্মৎ (আমার নিকট হইতে)[২] ঈষতে (পলায়ন করে)?[৩]

'জহা' এই পদের বৈদিক প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছেন। এই মন্ত্রের পূর্ববর্তী একটী মন্ত্রে (৮।৪৫।৩৪) কণ্বগোত্রীয় ত্রিশোক ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—'হে ইন্দ্র, এক অপরাধে আমাদিগকে বধ করিওনা, দুই তিন এবং বহু অপরাধেও আমাদিগকে বধ করিওনা'। এই প্রার্থনার প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন[৪]—নিষ্পাপ যাহারা, আমি তাহাদের অনিষ্ট করিনা, পাপীদিগেরই বিনাশসাধন করিয়া থাকি। তোমরা নিষ্পাপ, তোমাদিগকে আমি বধ করিব কেন? নিষ্পাপ বলিয়াই তোমরা আমার মিত্র; তোমরা অনাক্রুষ্ট অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আমি কখনও আক্রোশ প্রকাশ করি নাই বা কঠোর বাক্য প্রয়োগ করি নাই। প্রথমতঃ তোমরা আমার মিত্র, দ্বিতীয়তঃ আমি কখনও তোমাদিগকে কঠোর বাক্যে অভিহিত করি নাই—এইরূপ অবস্থায়ও 'আমাদিগকে বধ করিওনা' তোমাদের এই উক্তির সঙ্গতি কোথায়? ইন্দ্র আরও বলিতেছেন—নিষ্পাপ কাহাকেও আমি কি হনন করিয়াছি? আর, আমার নিকট হইতে ভীত হইয়াই বা কে পলায়ন করে? অর্থাৎ আমি কাহারও পক্ষে ভয়ঙ্কর নহি। তবে পাপকারী যাহারা তাহাদের শাস্তিভোগ করিতেই হইবে। তাহাদের সমুচিত দণ্ডাবধান না করিলে কুকুর যজ্ঞের পুরোডাশ অবলেহন করিবে, কোনও দ্রব্যে কাহারও স্বামিত্ব থাকিবে না এবং সমস্ত সংসার বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে।[৫]

১। অমিথিতঃ অনাক্রুষ্টঃ পরুষম্‌পি বা কিঞ্চিদনুক্তঃ (দুঃ)।

২। অস্মৎ অস্মত্তঃ (স্কঃ স্বাঃ; দুঃ)।

৩। ঈষতে—ঈষতির্গতিকর্মা। গত্যর্থোঽপি চাত্র সোপসর্গার্থে দ্রষ্টব্যঃ, অপগচ্ছতি পলায়তে ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ); ঈষতে পলায়তে (দুঃ)।

৪। এবমুক্ত ইন্দ্রস্তং সোপালম্ভং প্রত্যাহ (স্কঃ স্বাঃ)। কঃ প্রশ্নে নু ইত্যুপালম্ভে পাদপূরণো বা (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। কথমাগস্কারী ন হন্যতে? শ্বা পুরোডাশমবলিহ্যাৎ ন চ কস্যচিৎ কস্মিংশ্চিদপি স্বতা স্যাৎ সর্ব্বং বা অসমঞ্জসমেব স্যাৎ (দুঃ)।

মর্যা ইতি মনুষ্যনাম ॥ ২ ॥

মর্যাঃ ইতি ('মর্য' এই শব্দ ; এখানে বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে মন্ত্রে বহুবচনান্ত আছে বলিয়া) মনুষ্যনাম (মনুষ্য বোধক)।

'মর্য' শব্দ মনুষ্য-বাচক—ইহা আমরা পূর্ব্বেও প্রাপ্ত হইয়াছি (নিঃ ৩।১৫ ; মর্ত্যো মনুষ্যো মরণধর্ম্মা), 'মর্য' শব্দের বহুবচনের সম্বোধন—মর্যাঃ।

মর্যাদাভিধানং বা স্যাৎ। মর্যাদা মর্য্যৈরাদীয়তে ॥ ৩ ॥

বা (অথবা) মর্যাদাভিধানং স্যাৎ ('মর্যা' শব্দ মর্যাদাবোধক হইতে পারে); মর্যাদা মর্যৈঃ আদীয়তে ('মর্যাদা' শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে, ইহা মনুষ্যগণকর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

অথবা, 'মর্যা'ই শব্দ (আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ)। মর্যা এবং মর্যাদা একই অর্থ প্রকাশ করে। 'মর্যাদা' শব্দই 'মর্যা' এই আকারে পরিণত হইয়াছে ; 'মর্যাদা' শব্দের অর্থ আচার, যাহা মনুষ্যগণকর্ত্তৃক গৃহীত হয় (মর্য+আ+দা)। এই পক্ষে, 'কো নু মর্যা অমিথিতঃ'—ইত্যাদির অন্বয় করিতে হইবে এই ভাবে—কা উ নু মর্যা (মর্যাদা)—ইহা কীদৃশ আচার যে মিত্র অনাক্রুষ্ট হইয়াও এইরূপ বলিতে পারে, ইত্যাদি ; উকার পদপূরণার্থক।[১]

মর্যাদামর্যাদিনো বিভাগঃ ॥ ৪ ॥

মর্যাদা (সীমা) মর্যাদিনোঃ (মর্যা অর্থাৎ এক ভূমিখণ্ডের শেষ প্রান্ত এবং আদি অর্থাৎ অপর ভূমিখণ্ডের প্রারম্ভ—এই উভয়ের) বিভাগঃ (পৃথকত্ব সম্পাদক)।

প্রসঙ্গতঃ 'মর্যাদা' শব্দের অন্য অর্থও প্রদর্শন করিতেছেন। 'মর্যা' শব্দের অর্থ—যেখানে কোনও ভূমিখণ্ড উপক্ষীণ হয় অর্থাৎ তাহার শেষ প্রান্ত ;[২] 'আদি' শব্দের অর্থ যেখানে অপর ভূমিখণ্ডের উপক্রম বা প্রারম্ভ হয়।[৩] যে স্বল্পপরিসর ভূমিখণ্ড এই উভয়কে বিভক্ত বা পৃথক্ করিয়া দেয়, তাহার নাম মর্যাদা বা সীমা।[৪] মর্যা ও আদি—এই দুই শব্দ হইতে 'মর্যাদা' শব্দের নিষ্পত্তি।

মেথতি রাক্রোশকর্ম্মা ॥ ৫ ॥

মেথতিঃ ('মিথ্' ধাতু) আক্রোশকর্ম্মা (আক্রোশার্থক)। অমিথিত—এই শব্দ 'মিথ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'মিথ্' ধাতুর অর্থ—আক্রোশ করা। ধাতুপাঠে কিন্তু—মিথৃ মেধাহিংসনয়োঃ।

১। অথবা কা+উ=কো, উকারঃ পদপূরণঃ, মর্যাশব্দোঽপি মর্যাদাবচনঃ, কোঽয়মাচার ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)

২। সংশ্রিতা বা ভূমিরুপক্ষীণা সা মর্যেত্যুচ্যতে বিষয়ান্তে ইত্যর্থঃ (দুঃ) ; মর্যা নাম পূর্ব্বস্যা ভূমেরন্তঃ ; ম্রিয়তে সা তত্রেতি মর্যা (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। আদিরন্যস্য বিষয়স্যোপক্রম উচ্যতে (দুঃ) ; আদি পরভূমেঃ প্রারম্ভঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। সংশ্রিতায়াশ্চ (মৃতায়াশ্চ) ভূমেরাদেশ্চ বিভাগকারিণী যা ভূমিঃ সা মর্যাদেত্যুচ্যতে (দুঃ)।

অপাপকং জঘান কমহং জাতু ॥ ৬ ॥

জহা—অপাপকং জঘান কম্ অহং জাতু—(অপাপক অর্থাৎ নিষ্পাপ কাহাকে আমি কবে হনন করিয়াছি) ?

ইন্দ্র বলিতেছেন—পাপকারী যাহারা তাহারাই আমাদ্বারা নিষ্পিষ্ট হইয়া থাকে ; আমি কখনও নিষ্পাপ ব্যক্তিকে হনন করি নাই। 'জহা' শব্দের অর্থ দ্যোতনার্থ 'অপাপকম্' 'কম্' 'অহম্' 'জাতু'—এই সকল পদ অধ্যাহৃত হইয়াছে।

কোঽস্মদ্ভীতঃ পলায়তে ॥ ৭ ॥

কো অস্মদীষতে—কঃ অস্মদ্ভীতঃ পলায়তে (ভীত হইয়া কে আমার নিকট হইতে পলায়ন করে) ?

যে যাহাকে ভয় করে, সেই তাহার নিকট হইতে পলায়ন করে।[১] ইন্দ্র তাঁহার কার্যের দ্বারা কাহারও ভীতি উৎপাদন করেন না, কাজেই কেহ তাঁহার নিকট হইতে পলায়নও করে না। এখানেও 'ভীত' এই পদের অধ্যাহার করা হইয়াছে।

(২) নিধা পাশ্যা ভবতি, যন্নিধীয়তে ॥ ৮ ॥

নিধা পাশ্যা ভবতি—নিধা পাশ্যা হয়, অর্থাৎ 'নিধা' শব্দের অর্থ পাশ্যা বা পাশসমূহ ; যৎ (যেহেতু) নিধীয়তে (নিহিত বা স্থাপিত হয়)।

নিধা একটী অনবগত সংস্কার শব্দ। 'নিধা' শব্দের প্রয়োগসমন্বিত যে মন্ত্রটী উদ্ধৃত হইতেছে তাহার অর্থ পর্যালোচনা করিলে, 'নিধা' শব্দ যে পাশ-বাচী তাহা বোধগম্য হয়। শব্দটীর আকৃতি দেখিয়াই বুঝা যায় ইহা 'নি' পূর্বক 'ধা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে পাশ বা জাল মৃগ-পক্ষিগ্রহণার্থ নিম্নপ্রদেশে নিহিত বা স্থাপিত হয়।[২] 'নি' পূর্বক 'ধা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিতে হইলে শব্দটী হইবে—'নিধি' বা 'নিধানী'। নিধি বা নিধানী অবগত সংস্কার ; অনবগতসংস্কার 'নিধা' শব্দের দ্বারা এই শব্দদ্বয়ের যে অর্থ, তাহাই প্রকাশিত হইতেছে।[৩]

পাশ্যা পাশসমূহঃ, পাশঃ পাশয়তের্বিপাশনাৎ ॥ ৯ ॥

পাশ্যা পাশসমূহঃ—'পাশ্যা' শব্দের অর্থ পাশসমূহ। পাশঃ ('পাশ' শব্দ) পাশয়তেঃ (চুরাদি 'পশ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), বিপাশনাৎ (ইহা দ্বারা বিবিধরূপে বন্ধন করা হয় বলিয়া)।

১। যোহি যস্মাদ্বিভেতি স তস্মাৎ পলায়তে (দুঃ)।

২। নিধীয়তে স্থাপ্যতে মৃগপক্ষিগ্রহণায় ইতি নির্বচনম্ (স্কঃ বাঃ) ; নিধীয়তে নীচৈর্ধার্যতে পক্ষিগ্রহণার্থম্ (দুঃ)।

৩। তস্মাৎ নিধিরিতি প্রাপ্তা নিধানীতি বা ; সেয়মেবং প্রাপ্তা সতী নিধেত্যনবগতসংস্কারেণোচ্যতে (দুঃ)।

প্রসঙ্গতঃ 'পাশ্যা' ও 'পাশ' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। পাশ্যা—পাশসমূহ (পাশাদিভ্যো যৎ-পাঃ ৪।২।৪৯)। 'পাশ' শব্দের নিষ্পত্তি হইয়াছে বন্ধনার্থক চুরাদি 'পশ' ধাতু হইতে ; ইহা দ্বারা মৃগ-পক্ষীদিগকে দৃঢ়ভাবে বা বিবিধ প্রকারে বন্ধন করা হয়।[১] বিপাশনাৎ—বিবিধম্ অতিশয়েন বা বন্ধনাৎ।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। তেন বিবিধং মৃগাঃ পক্ষী বা বধ্যন্তে (স্বঃ স্বাঃ) ; তেন হি বিবিধমতিশয়েন বা পাশ্যন্তে বধ্যন্ত ইত্যর্থঃ (দুঃ)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বয়ঃ সুপর্ণা উপসেদুরিন্দ্রং প্রিয়মেধা ঋষয়ো নাধমানাঃ।
অপধ্বান্তমূর্ণুহি পূর্ধি চক্ষুর্মুমুগ্ধ্যস্মান্নিধয়েব বদ্ধান্ ॥ ১ ॥

ঋ ১০।৭৩।১১

বয়ঃ (গমনশীল) প্রিয়মেধাঃ (যজ্ঞপ্রিয়) ঋষয়ঃ (প্রকাশক)[১] সুপর্ণাঃ (আদিত্য-রশ্মিসমূহ) নাধমানাঃ (যাচ্ঞাপরায়ণ হইয়া) ইন্দ্রং (ভগবান্ আদিত্যদেবের সমীপে) উপসেদুঃ (উপসীদন্তি—গমন করে৹)।[২] [যাচ্ঞা কি ?] ধ্বান্তং (অন্ধকার) অপোর্ণুহি (অপনীত কর),[৩] চক্ষুঃ পূর্ধি (সমস্ত লোকের চক্ষু আলোকে পূর্ণকর) নিধয়া ইব বদ্ধান্ অস্মান্ (পাশবদ্ধের ন্যায় আমাদিগকে) মুমুগ্ধি (মোচন কর)।

'বি' শব্দের অর্থ পক্ষী ; ইহার বহুবচনে বয়ঃ। এই পদটী মন্ত্রে বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে ; ইহার অর্থ—শীঘ্রগামিত্বহেতু পক্ষিসদৃশ বা গমনশীল।[৪] আদিত্য-রশ্মিসমূহ প্রিয়মেধাঃ (যজ্ঞপ্রিয়), কারণ তাহারা যজ্ঞের সহকারী—তাহারা উদ্গত হইলেই যজ্ঞ বিস্তীর্ণ হয়।[৫] আদিত্য-রশ্মিসমূহের প্রার্থনা—'বদ্ধের ন্যায় অবস্থিত আমাদিগকে মুক্ত কর'। মুমুগ্ধি এবং বদ্ধান্—এই দুইটী পদ যখন রহিয়াছে তখন যাহা দ্বারা বদ্ধ এবং যাহা হইতে মুক্ত—এইরূপ অর্থবাচক একটী শব্দেরও আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। তাহা হইলে কি অধ্যাহার করিতে হইবে ? না, দেখিতেছি এই দুইটী শব্দের মধ্যে 'নিধা' শব্দটী প্রযুক্ত আছে, কাজেই অধ্যাহার অপেক্ষা এই শব্দটীরই আকাঙ্ক্ষিতার্থাভিধায়কত্ব অর্থাৎ পাশ-বাচিত্ব কল্পনা করা সুসঙ্গত ; অন্যথা অন্যান্য পদের সহিত অন্বয়ের অভাববশতঃ এই পদটী অনর্থকই হইয়া পড়িবে।[৬] এইরূপ যেখানেই আমরা অনবগতসংস্কার অপ্রসিদ্ধার্থক পদ প্রযুক্ত দেখিতে পাইব, সেখানেই

১। ঋষয়ঃ ত এব, অর্ষণাৎ প্রকাশকত্বাৎ (দুঃ)।

২। উপসেদুরিন্দ্রম্ উপসীদন্তি ঈশ্বরমাদিত্যম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। অপোর্ণুহি অপচ্ছাদিতং কুরু অপগময়েত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। বয়ো বের্বহুবচনম্, বিঃ পক্ষী গন্তা বা, অস্তনীতোপমানস্ত বয়ঃ পক্ষিসদৃশাঃ শীঘ্রগন্তৃত্বেন, গন্তারো বা (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। প্রিয়মেধাঃ প্রিয়যজ্ঞাঃ ত এব যজ্ঞসহচারিত্বাৎ উদ্গতেষু হি তেষু যজ্ঞাস্তায়ন্তে (দুঃ)।

৬। মুমুগ্ধি বদ্ধান্—ইত্যেতৌ শব্দৌ যেন বদ্ধাঃ যস্মাচ্চ মুচ্যন্তে তদর্থাভিধায়িনং শব্দমাকাঙ্ক্ষতঃ। তত্রৈবং সতি বরমবিদ্যমানস্যাধ্যাহারাৎ বিদ্যমানস্য নিধাশব্দস্য অনয়োঃ শব্দয়োর্মধ্যে বর্তমানস্য আকাঙ্ক্ষিতার্থাভিধায়কত্ব-কল্পনা ইতি নিধাশব্দঃ পাশসমূহাভিধায়িত্বেনাবতিষ্ঠতে। ইতরথা হ্যয়মিতরৈঃ পদৈরসম্বধ্যমানোঽনর্থক এব স্যাৎ (দুঃ)।

প্রকরণাদি পর্য্যালোচনপূর্ব্বক দেখিতে হইবে আকাঙ্ক্ষিত অর্থে ঐ পদটী গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না, গ্রহণ করা যদি সুসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—ঐ অর্থই পদটীর যথার্থ অর্থ।

বয়ো বে র্বহুবচনম্ ॥ ২ ॥

বয়ঃ ('বয়ঃ' এই পদটী) বেঃ বহুবচনম্ ('বি' শব্দের বহুবচন)।

'বি' শব্দ পক্ষিবাচী; এখানে ইহার অর্থ গতিতে পক্ষিসদৃশ বা শীঘ্রগামী। 'বি' শব্দের বহুবচনে বয়ঃ, যেমন মুনি শব্দের বহুবচনে মুনয়ঃ।

সুপর্ণাঃ সুপতনা আদিত্যরশ্ময়ঃ ॥ ৩ ॥

সুপর্ণাঃ—সুপতনাঃ আদিত্যরশ্ময়ঃ (ক্ষিপ্রগামী আদিত্যরশ্মিসমূহ)।

'সুপর্ণ' শব্দের পাঠ 'রশ্মি' নামসমূহে আছে (নিঃ ১।৫)। কাজেই—'সুপর্ণাঃ' এই পদের অর্থ আদিত্যরশ্ময়ঃ। সুপতনাঃ (ক্ষিপ্রগামী) এই পদটী 'সুপর্ণাঃ' এই পদের যৌগিকার্থ প্রকাশ করিতেছে মাত্র।[১]

দুর্গাচার্য্যের মতে—'বয়ঃ' এইপদের অর্থ—আদিত্যরশ্ময়ঃ, ইহার বিশেষণ 'সুপর্ণাঃ'—এবং 'সুপর্ণাঃ' এইপদের ব্যাখ্যা 'সুপতনাঃ'।[২]

উপসেদুরিন্দ্রং যাচমানাঃ ॥ ৪ ॥

উপসেদুঃ ইন্দ্রং··· ···নাধমানাঃ=উপসেদুঃ ইন্দ্রং যাচমানাঃ (যাচমান হইয়া ইন্দ্রের অর্থাৎ আদিত্যের নিকট উপস্থিত হয়)। নাধমানাঃ=যাচমানাঃ, যাচ্ঞার্থক 'নাধ্' ধাতুর উত্তর শানচ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন।

অপোর্ণুহি, আধ্বস্তং চক্ষুঃ, চক্ষুঃখ্যাতের্বা চষ্টের্বা ॥ ৫ ॥

অপ [ধ্বান্তম্] ঊর্ণুহি—[ধ্বান্তম্] অপোর্ণুহি (অন্ধকার বিদূরিত কর); চক্ষুঃ [পূর্দ্ধি] —আধ্বস্তং চক্ষুঃ [পূর্দ্ধি] (অন্ধকারোপহত চক্ষু আলোকে পূর্ণ কর); চক্ষুঃ ('চক্ষুঃ' শব্দ) খ্যাতে র্বা চষ্টে র্বা (হয় 'খ্যা' ধাতু হইতে, আর না হয় 'চক্ষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

অপ ধ্বান্তম্ ঊর্ণুহি—ধ্বান্তম্ অপোর্ণুহি (বৈ ১।৪।৮২ দ্রষ্টব্য)। দুর্গাচার্য্যের মতে ধান্ত শব্দের অর্থ আধ্বস্ত। তাঁহার মতে অন্বয় এইরূপ—ধ্বান্তম্ আধ্বস্তং চক্ষুঃ অপোর্ণুহি (সমস্তলোকের অন্ধকারাচ্ছন্ন চক্ষু অপাবৃত কর), চক্ষুঃ পূর্দ্ধি চ (এবং চক্ষু আলোকে পূর্ণ কর।[৩] স্কন্দস্বামীর মতে অন্বয় এইরূপ—ধ্বান্তম্ অপোর্ণুহি, আধ্বস্তং চক্ষুঃ পূর্দ্ধি।[৪] 'চক্ষুঃ' শব্দ

১। সুপর্ণশব্দস্ত রশ্মিনামসু পাঠাৎ সুপতনা ইতি নির্ব্বচনাভিপ্রায়ঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। বয়ঃ আদিত্যরশ্ময়ঃ···সুপর্ণাঃ সুপতনা এত এব উপসেদুঃ উপসীদন্তি।

৩। অপোর্ণুহি অপাবৃণু জনানামেতৎ ধ্বান্তম্ আধ্বস্তম্ আচ্ছাদিতং তমসা চক্ষুঃ পূর্দ্ধি···।

৪। অপোর্ণুহি অপচ্ছাদিতং কুরু অপনয়েত্যর্থঃ। ধ্বান্তম্ তমঃ তচ্চ কুর্ব্বন্ যদেনং সম্পূর্ণনালোকাভাবাৎ দর্শনক্ষমসমর্থং ধ্বস্তমিব বা তমসা এতৎ পূর্দ্ধি······।

দর্শনার্থক 'খ্যা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে, দর্শনার্থক 'চক্ষ্' ধাতু হইতেও বা নিষ্পন্ন হইতে পারে'[1] (উ ২১৬ দ্রষ্টব্য)।

পূর্ধি পূরয় দেহাতি বা ॥ ৬ ॥

পূর্ধি—পূরয় দেহি ইতি বা। (পূর্ধি এই শব্দের অর্থ—পূর্ণ কর অথবা প্রদান কর)।

'পূর্ধি' শব্দের এক অর্থ-চক্ষু আলোকে পূর্ণ কর; অপর অর্থ—অস্তগমন সময়ে সমস্ত লোকের চক্ষু গ্রহণ করিয়াছিলে অর্থাৎ তাহাদিগকে দৃষ্টিশক্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলে, এক্ষণে উদিত হইয়া সেই চক্ষু তাহাদিগকে প্রদান কর অর্থাৎ তাহাদিগকে পুনরায় দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন কর।[2]

মুমুগ্ধ্যস্মান্ পাশৈরিব বদ্ধান্ ॥ ৭ ॥

মুমুগ্ধ্যস্মান্ নিধয়েব বদ্ধান্—মুঞ্চ অস্মান্ পাশৈরিব বদ্ধান্ (আমরা যেন পাশবদ্ধ, আমাদিগকে মুক্ত কর)।

সমগ্র মন্ত্রটীর সায়ণানুগ অনুবাদ এইরূপ—

'সুন্দর পক্ষধারী কতকগুলি পক্ষী ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইল, অর্থাৎ যজ্ঞাভিলাষী কতকগুলি ঋষিই সেই পক্ষী, ইন্দ্রের নিকট তাহাদিগের প্রার্থনা ছিল। তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন, হে ইন্দ্র! অন্ধকার দূর কর, চক্ষু আলোকে পূর্ণ কর; আমরা যেন পাশবদ্ধ আছি, আমাদিগকে মোচন করিয়া দেও' (রমেশ চন্দ্র)।

(৩) পার্শ্বতঃ শ্রোণিতঃ শিতামতঃ ॥ ৮ ॥ বাং সং (২১।৪৩),
তৈঃ ব্রাঃ ৩।৬।১১।১

'শিতাম' একটী অনবগতসংস্কার শব্দ। ইহার অর্থ সম্বন্ধে বিপ্রতিপত্তি আছে, বিভিন্ন ব্যক্তির মতে ইহার অর্থ বিভিন্ন। মতভেদ আছে বলিয়াই আচার্য্য ইহার কোন অর্থ নির্দ্দেশ না করিয়া (যেমন—জগ্ধা জঘানেত্যর্থঃ, নিধা পাশ্যাভবতি) প্রথমেই নিগম (বৈদিক প্রয়োগ) উদ্ধৃত করিতেছেন। পার্শ্বতঃ শ্রোণিতঃ শিতামতঃ—ইহা একটী যজুর্ব্বেদ মন্ত্রের বিচ্ছিন্ন অংশ; ইহার অর্থ—পার্শ্বদেশ হইতে, শ্রোণি অর্থাৎ নিতম্বদেশ হইতে এবং শিতামদেশ হইতে……। (প্রসঙ্গাগত পার্শ্ব, শ্রোণি প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক 'শিতাম' শব্দের অর্থ বলিতেছেন)।

পার্শ্বং পর্শুময়মঙ্গং ভবতি ॥ ৯ ॥

পার্শ্বং (পার্শ্ব) পর্শুময়ম্ অঙ্গং ভবতি (পর্শুময় অঙ্গ হয়)।

১। চক্ষুঃ খ্যাতে র্বা দর্শনার্থস্য চষ্টে র্বা দর্শনার্থস্যৈব (দুঃ); ধাতু পাঠে কিন্তু 'খ্যা' ধাতু (অদাদি) প্রকথনার্থক।

২। অস্তং হি গচ্ছতা ত্বয়া এতেষাং জনানামাগুমিব যচ্চক্ষুঃ তৎ পুনরপ্যুদ্যন্নেতেভ্যো জনেভ্যো দেহি (দুঃ)।

'পর্শু' শব্দের অর্থ—পাঁজরার হাড় (ribs); পার্শ্বদেশ পাঁজরার হাড়ে পরিপূর্ণ থাকে। 'পর্শু' শব্দের উত্তর 'সমূহ' অর্থে অণ্ প্রত্যয়ে 'পার্শ্ব' শব্দ সিদ্ধ।

পর্শুঃ স্পৃশতেঃ সংস্পৃষ্টা পৃষ্ঠদেশম্ ॥ ১০ ॥

পর্শুঃ ('পর্শু' শব্দ) স্পৃশতেঃ ('স্পৃশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), পৃষ্ঠদেশং (পৃষ্ঠদেশের সহিত) সংস্পৃষ্টা (সংস্পৃষ্ট)।

'পর্শু' শব্দ 'স্পৃশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; পর্শু (পাঁজরা) পৃষ্ঠদেশের সহিত সংস্পৃষ্ট। স্কন্দস্বামীর মতে 'পৃষ্ঠদেশম্'—এই পাঠ অপপাঠ, কারণ দ্বিতীয়া বিভক্তির কোন অর্থ হয় না;[1] তাঁহার মতে 'পৃষ্ঠদেশেন' এইরূপ পাঠ হওয়াই উচিত (সা হি সংস্পৃষ্টা পৃষ্ঠদেশেন)। দুর্গাচার্য্য বলেন—কিমনয়া স্পৃষ্টম্? ইতি। উচ্যতে—'সংস্পৃষ্টা পৃষ্ঠদেশম্' প্রতি ভবতি। যে ভাবেই অন্বয় করুন, ইহার অর্থ হইবে—পৃষ্ঠদেশের সহিত সংস্পৃষ্ট বা সংলগ্ন।

পৃষ্ঠং স্পৃশতেঃ সংস্পৃষ্টমঙ্গৈঃ ॥ ১১ ॥

পৃষ্ঠং ('পৃষ্ঠ' শব্দ) স্পৃশতেঃ ('স্পৃশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), অঙ্গৈঃ (অঙ্গসমূহের দ্বারা) সংস্পৃষ্টম্ (সংস্পৃষ্ট হয়)।

'পৃষ্ঠ' শব্দও 'স্পৃশ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন; অঙ্গসমূহের দ্বারা পৃষ্ঠদেশ সংস্পৃষ্ট হয়, অথবা অন্যান্য অঙ্গের সহিত পৃষ্ঠদেশ সংস্পৃষ্ট। সংস্পৃষ্টমঙ্গৈঃ—এইস্থলে 'সংস্তষ্টমঙ্গৈঃ' এইরূপ পাঠও আছে। বৈয়াকরণের মতে 'পৃষ্ঠ' শব্দ সেচনার্থক 'পৃষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ ১৬৯ দ্রষ্টব্য)।

অঙ্গমঙ্গনাদঞ্চনাদ্বা ॥ ১২ ॥

অঙ্গম্ (অঙ্গ) অঙ্গনাৎ অঞ্চনাৎ বা (অঙ্গন বা অঞ্চনবশতঃ)।

অঙ্গের অঙ্গত্ব অঙ্গন বা অঞ্চনবশতঃ। 'অঙ্গন' ও 'অঞ্চন' এই দুই শব্দের অর্থই গতি; অঙ্গ (অগি) ও অঞ্চ—এই উভয় ধাতুই গত্যর্থক। এই দুই ধাতুর যে কোনটি হইতে 'অঙ্গ' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে; 'অঙ্গ' সময়ে সময়ে (অথবা কার্য্যবশতঃ) গতিসম্পন্ন হয়।[2]

শ্রোণিঃ শ্রোণতের্গতিচলাকর্ম্মণঃ।
শ্রোণিশ্চলতীব গচ্ছতঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রোণিঃ ('শ্রোণি' শব্দ) গতিচলাকর্ম্মণঃ (গতিনিবন্ধন-চলনার্থক) শ্রোণতেঃ ('শ্রোণ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); গচ্ছতঃ (গমনশীলের) শ্রোণিঃ (নিতম্ব) চলতি ইব (যেন চলিয়া থাকে)।

১। পৃষ্ঠদেশমিত্যপপাঠঃ দ্বিতীয়ায়া অর্থাসম্ভবাৎ।

২। অঙ্গং কস্মাৎ? উচ্যতে অঙ্গনাৎ অঙ্গিতং হি তৎ কালেন (পাঠান্তর—কার্য্যেণ) ভবতি, গতমিত্যর্থঃ, অঞ্চনাদ্বা অঞ্চতিরপি গত্যর্থ এব, ধাতুদ্বয়মর্থৈকত্বম্ (দুঃ)।

একের গতি নিমিত্ত যে অঙ্গের চলা বা চলন—তাহাই হইতেছে 'শ্রোণ্' ধাতুর অর্থ।[১] 'শ্রোণ্' ধাতু হইতেই 'শ্রোণি' শব্দের নিষ্পত্তি (উ ৫২৭ দ্রষ্টব্য)। মনুষ্য বা পশু যখন গতিসম্পন্ন হয় অর্থাৎ একস্থান হইতে স্থানান্তরে যায়, তখন তাহার শ্রোণি (নিতম্ব) যেন চলিতে থাকে।[২] ধাতু পাঠে 'শ্রোণ্' (শ্রোণৃ) ধাতুর অর্থ সাধারণ গতি।

দোঃ শিতাম ভবতি ॥ ১৪ ॥

দোঃ (বাহু) 'শিতাম' ভবতি ('শিতাম' শব্দের অর্থ হয়)।

যাস্কের মতে 'শিতাম' শব্দের অর্থ বাহু। তাঁহার সমসাময়িক এবং পূর্ববর্তী আচার্যগণের মতে এই শব্দটীর অর্থ কি, তাহাও পরে বলিতেছেন : 'শিতাম' শব্দ বাহু-অর্থে গ্রহণ করিবার পক্ষে স্কন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্যের যুক্তি এই—পশুর বাহ্য অবদান (কর্ত্তনীয় অংশ ?)ও আছে, আভ্যন্তর অবদানও আছে। শ্রোণি, অংস (স্কন্ধ) প্রভৃতি বাহ্য অবদান ; জিহ্বা, যকৃৎ, হৃদয় প্রভৃতি আভ্যন্তর অবদান। পার্শ্ব ও শ্রোণি—এই বাহ্য অবদানদ্বয়ের সহিত 'শিতাম' শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে। কাজেই শিতামও একটি বাহ্য অবদান এইরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে। যদি বাহ্য অবদানই হয়, তাহা হইলে উহা বাহু ভিন্ন আর কি হইতে পারে? (ইতোতয়োর্বাহ্যয়োরন্তরা বর্তমানঃ শিতামশব্দঃ কিমন্যদ্দোষ্ণোঽভিদধ্যাৎ)। বিশেষতঃ বাহু অংস-শ্রিত : 'শ্রিত' শব্দের সহিত 'শিতাম' শব্দের অনেকটা সারূপ্যও আছে।[৩]

দোর্দ্রবতেঃ ॥ ১৫ ॥

দোঃ ('দোস্' শব্দ) দ্রবতেঃ ('দ্রু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

গত্যর্থক 'দ্রু' ধাতু হইতে 'দোস্' শব্দ নিষ্পন্ন ; (দোঃ—যাহা দ্বারা গমন করে)। স্কন্দস্বামী বলেন—পশু পায়ের দ্বারাও যে প্রকারে চলে, বাহুদ্বারাও সেই প্রকারে চলে।[৪] দুর্গাচার্য বলেন—বাহুর শক্তিতেই পশু চলিয়া থাকে।[৫] বৈয়াকরণের মতে 'দম্' ধাতুর উত্তর ডোস্ প্রত্যয়ে 'দোস্' শব্দের নিষ্পত্তি (উ ২২৭ দ্রষ্টব্য)।

যোনিঃ শিতামেতি শাকপূণিঃ।
বিষিতো ভবতি ॥ ১৬ ॥

যোনিঃ (যোনি) শিতাম ('শিতাম' শব্দের অর্থ) ইতি শাকপূণিঃ (শাকপূণি আচার্য্য ইহা মনে করেন)। বিষিতঃ ভবতি (বদ্ধ বা সঙ্কুচিত হয়)।

১। গতিনিমিত্তং চলনং যস্য কর্ম (অর্থঃ) সোঽয়ং গতিচলাকর্মা (দুঃ); গচ্ছতঃ সম্বন্ধি যৎ কৃত্যং চলনম্……(স্কঃ স্বাঃ)।

২। শ্রোণিশ্চলতীব গচ্ছতঃ পশোঃ পুরুষস্য বা (স্কঃ স্বাঃ) ; শ্রোণিশ্চলতীব স্থানাৎ পশোর্গচ্ছতঃ (দুঃ)।

৩। স শিতাম ভবতি ; অঙ্গে (অংসে ?) শ্রিতত্বাৎ (স্কঃ স্বাঃ) ; শ্রিতত্বসম্ভাবেন……ভবতি (দুঃ)।

৪। পাদাভ্যামিব বাহুভ্যামপি পশুর্গচ্ছতি।　　৫। তস্য হি প্রাণেন পশুর্দ্রবতি।

শাকপূণি আচার্য্যের মতে 'শিতাম' শব্দের অর্থ যোনি। 'যোনি' শব্দের অর্থ স্কন্দস্বামী বলেন—গুদ বা পুরীষোৎসর্গদ্বার।[1] 'বিষিত' শব্দ বি পূর্ব্বক 'ষিঙ্' (বন্ধনে) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ইহার অর্থ—বিবিধরূপে বা বিশেষরূপে বদ্ধ।[2] গুদ (পুরীষোৎসর্গদ্বার) পুরীষোৎসর্গ-সময়েই বিকসিত হয়, অন্যসময়ে বিশেষরূপে বদ্ধ বা সঙ্কুচিত থাকে।[3] যোনি বিষিত, কাজেই যোনি শিতাম (শব্দসারূপ্যনিবন্ধন)। দুর্গাচার্য্যের মতেও 'যোনি' শব্দের অর্থ গুদ (পুরীষোৎসর্গদ্বার)। শাকপূণির ঈদৃশ অর্থের সমর্থনে দুর্গাচার্য্যের বক্তব্য এই—'শ্রোণি' শব্দের পরেই 'শিতাম' শব্দের উল্লেখ আছে; আর, শ্রোণির অনন্তর বা সমীপবর্ত্তী স্থানই গুদ (পুরীষোৎসর্গদ্বার)। কাজেই 'শিতাম' শব্দের অর্থ গুদ কল্পনা করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ যোনি (গুদ) বিষিত; 'বিষিত' শব্দ ও 'শিতাম' শব্দ—এতদুভয়ের মধ্যে সরূপতাও কিঞ্চিৎ বর্ত্তমান আছে।[4] দুর্গাচার্য্যের মতে কিন্তু বিষিত শব্দের অর্থ ব্যাপ্ত; ব্যাপ্ত্যর্থক 'বিষ্লৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। গুদ (পুরীষোৎসর্গদ্বার) পুরীষব্যাপ্ত থাকে।[5] অথবা বিষিত = বিষিতমাংস (যেখানে মাংস বিস্রস্ত বা লোল)।[6]

শ্যামতো যকৃত্ত ইতি তৈটীকিঃ।
শ্যামং শ্যায়তেঃ ॥ ১৭ ॥

[শিতামতঃ] = শ্যামতঃ (শ্যাম হইতে) = যকৃত্তঃ (যকৃৎ হইতে) ইতি তৈটীকিঃ (তৈটীকি ইহা মনে করেন)। শ্যামং ('শ্যাম' শব্দ) শ্যায়তেঃ ('শ্যৈ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

আচার্য্য তৈটীকির মতে শিতামতঃ পদ শ্যামতঃ এই পদেরই রূপান্তর; শ্যামতঃ পদেরও যাহা অর্থ শিতামতঃ পদেরও তাহাই অর্থ।[7] এই দুইটী পদের মধ্যে যে সারূপ্য বর্ত্তমান আছে, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ফলে দাঁড়াইল এই যে, 'শিতাম' শব্দের অর্থ 'শ্যাম'। শ্যামতঃ (শ্যাম + তসিল্) = যকৃত্তঃ (যকৃৎ + তসিল্) এই উক্তি দ্বারা আবার শ্যাম শব্দের অর্থ যে যকৃৎ—ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন। 'শ্যাম' শব্দের অর্থ যকৃৎ কেন?

১। গুদোঽত্র যোনিরুচ্যতে ইত্যাহুঃ। 'যোনি' শব্দের অর্থ স্ত্রীঅঙ্গ হইতে পারে না; কারণ, মন্ত্রে উল্লিখিত পার্শ্ব, শ্রোণি এবং শিতাম অগ্নিষোমীয় পশুসম্বন্ধী; অগ্নিষোমীয় পশু পুংপশু। বিশেষতঃ স্ত্রীঅঙ্গ অনবদানীয় (অচ্ছেদ্য)।

২। বিবিধং সিতো বদ্ধো ভবতি।

৩। গুদো হি পুরীষোৎসর্গবেলায়াং বিকসতি, সঙ্কুচত্যন্যদা।

৪। কয়োপপত্ত্যা শাকপূণের্মতে যোনিঃ শিতামশব্দেনোচ্যতে? শৃণু—স হি শ্রোণ্যানন্তর্য্যো ভবতি, শ্রোণ্যানন্তর্য্যঞ্চ শিতামশব্দ উচ্যতে—শ্রোণিতঃ শিতামত ইতি শব্দসারূপ্যমপি চ কিঞ্চিদস্তি,—বিষিতো ভবতি, শিতামেতি। অনয়োপপত্ত্যা অনেন চ শব্দ সারূপ্যেন যোনি' শিতাম ইতি শাকপূণির্মন্যতে।

৫। বিষ্লৃ ব্যাপ্তৌ ব্যাপ্তঃ স পুরীষেণ।

৬। অথবা বিষিতমাংসো…বিস্রস্তমাংসঃ স ভবতি।

৭। যদ্রূপং ভবতি শ্যামত ইতি তদ্রূপং ভবতি শিতামত ইতি (দুঃ)।

কারণ, যকৃৎ শ্যামবর্ণ।[১] 'শ্যাম' শব্দ গত্যর্থক 'শ্যৈ' ধাতুর উত্তর মক্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন; শ্যামবর্ণে দুইটী বর্ণের গতি বা প্রাপ্তি আছে; কৃষ্ণ এবং শুক্ল—এই দুই বর্ণের সম্পর্কেই শ্যামবর্ণ উপজাত হয়।[২]

যকৃদ্ যথাকথাচ কৃত্যতে ॥ ১৮ ॥

যকৃৎ (যকৃৎ) যথাকথা চ (যথা কথঞ্চিৎ—যে কোন উপায়ে অর্থাৎ অতি অক্লেশে) কৃত্যতে (ছিন্ন হয়)।

প্রসঙ্গতঃ 'যকৃৎ' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। যকৃৎ মৃদু বলিয়া ইহাকে অতি সহজে ছিন্ন করা যায়। যথাকথা চ—কোন প্রকার যত্ন বা ক্লেশ ব্যতিরেকে।[৩] যথাকথা+কৃৎ=যকৃৎ।

শিতিমাংসতো মেদস্ত ইতি গালবঃ ॥ ১৯ ॥

[শিতামতঃ]—শিতিমাংসতঃ (শুভ্র মাংসখণ্ড হইতে)[৪]—মেদস্তঃ (মেদ বা চর্ব্বি হইতে)—ইতি গালবঃ (গালব ইহা মনে করেন)।

আচার্য্য গালবের মতে শিতামতঃ পদ শিতিমাংসতঃ—এই পদেরই রূপান্তর; শিতিমাংসতঃ পদেরও যাহা অর্থ শিতামতঃ পদেরও তাহাই অর্থ।[৫] এই দুইটী পদের মধ্যে যে সারূপ্য বর্ত্তমান আছে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ফলে দাঁড়াইল এই যে, 'শিতাম' শব্দের অর্থ শিতিমাংস। শিতিমাংসতঃ (শিতিমাংস+তসিল্)—মেদস্তঃ (মেদস্+তসিল্), এই উক্তি দ্বারা আবার শিতিমাংস শব্দের অর্থ যে মেদ (চর্ব্বি)—ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন।[৬] 'শিতিমাংস' শব্দের অর্থ মেদ বা চর্ব্বি কেন? কারণ, মেদ বা চর্ব্বি শিতি অর্থাৎ শুভ্রবর্ণ মাংসখণ্ড মাত্র।

শিতিঃ শ্যতেঃ ॥ ২০ ॥

শিতিঃ ('শিতি' শব্দ) শ্যতেঃ ('শো' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'শিতি' শব্দ 'শো' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'শো' ধাতুর অর্থ তনূকরণ; তনূকরণ শব্দের অর্থ আবার তীক্ষ্ণীকরণ এবং হ্রস্বীকরণ বা অল্পীকরণ। শুভ্রবর্ণ কৃষ্ণাদি বর্ণের অপেক্ষায় যেন তনু বা অল্পীকৃত[৭] অর্থাৎ কম নিবিড় বা কম চমকপ্রদ।

১। —এবং হি বহুতরঃ শব্দসারূপ্যং লক্ষ্যতে, এবঞ্চ সতি যকৃত্ত এতদবদানং চোদিতং স্যাৎ—ইতি গম্যতে। কিং কারণম্—তদ্ধি শ্যামম্ (দুর্গ)।

২। তদ্ধি শব্দঃ যাত্যাং বর্ণাভ্যাং শুক্লেন চ কৃষ্ণেন চ, শুক্লকৃষ্ণসম্পর্কাৎ শ্যামস্তোপজায়মানত্বাৎ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। যথা কথঞ্চিৎ মৃদুত্বাদক্লেশেনৈব কৃত্যতে ছিদ্যতে ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ); যথাকথাচ—অযত্নেনৈব (দুঃ)

৪। শিতিশব্দঃ শ্বেতবর্ণবচনঃ (স্কঃ স্বাঃ); শ্বেতাৎ মাংসাৎ শিতিমাংসতঃ (দুঃ)।

৫। তস্মাদ্ যদুক্তং ভবতি শিতিমাংসত ইতি, তদেবোক্তং ভবতি শিতামত ইতি (দুঃ)।

৬। কতমৎ পুনস্তৎ শ্বেতমাংসমিতি? উচ্যতে মেদস্তঃ (দুঃ)।

৭। শিতিঃ শ্যতেঃ তনূকরণার্থস্য; কৃষ্ণাদিভ্যো হি তনুরিব শুক্লবর্ণঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

মাংসং মাননং বা মানসং বা মনোঽস্মিন্ সীদতীতি বা ॥ ২১ ॥

মাংসং (মাংস) মাননং বা (হয় মানন—অতিথি প্রভৃতি মান্য ব্যক্তির সংকারের নিমিত্ত কল্পিত), মানসং বা (অথবা সন্তুষ্ট মনে গৃহীত), বা (অথবা) মনঃ (মন) অস্মিন্ (ইহাতে) সীদতি (নিমগ্ন বা নিবিষ্ট হয়)—ইতি (ইহা 'মাংস' শব্দের ব্যুৎপত্তি)।

প্রসঙ্গতঃ 'মাংস' শব্দের নির্ব্বচন করিতেছেন। (১) মানন—মাংস; 'মানন' শব্দই 'মাংস' শব্দে পরিণত হইয়াছে। বৈয়াকরণ মতে 'মন্' ধাতু হইতেই 'মাংস' শব্দের নিষ্পত্তি—উ ৩৪৪; অতিথি প্রভৃতি ব্যক্তিগণের মাংসের দ্বারা মান বা সংকার করা হয়।[১] (২) অথবা, মানস—মাংস; মানসম্—মনসা সুমনসা গৃহীতম্—সকলেই মাংস সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করিয়া থাকে।[২] (৩) অথবা, মনঃসাদ—মাংস; মাংস খাইব বলিয়া লোকের স্বাভাবিক আগ্রহ আছে; কাজেই মন মাংসে নিমগ্ন বা নিবিষ্ট হয়, বলা যাইতে পারে।[৩]

মেদো মেদ্যতে ॥ ২২ ॥

মেদঃ ('মেদস্' শব্দ) মেদ্যতেঃ ('মিদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

স্নেহনার্থক 'মিদ্' ধাতু হইতে 'মেদস্' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; মেদ স্নিগ্ধ পদার্থ।[৪]

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। তেন হি মান্যন্তে অতিথ্যাদিঃ (স্কঃ স্বাঃ); স এব হি মান্যো ভবতি তদর্থমেতৎ সংক্রিয়তে (দুঃ)।

২। সুমনসা হি তদুপাদীয়তে (দুঃ)।

৩। মাংসে হি মনঃ প্রায়েণ সর্বস্য সীদতি তৎকারেয়মেতদিতি (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। মেদ্যতিঃ স্নেহার্থঃ, স্নিগ্ধং হি তৎ (স্কঃ স্বাঃ)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(৪) যদিন্দ্র চিত্র মেহনাস্তি ত্বাদাতমদ্রিবঃ।
রাধস্তন্নো বিদদ্বস উভয়াহস্ত্যাভর ॥ ১ ॥
(ঋ ৫।৩৯।১)

ইন্দ্র (হে ইন্দ্র) যৎ (যে) চিত্র (চিত্রং—চায়নীয়—পূজার্হ) মেহনা (মংহনীয়ং—পূজার্হ) রাধঃ (ধন) অস্তি (আছে) [অথবা, যৎ চিত্রং মে ইহ ন অস্তি রাধঃ— যে চায়নীয় ধন আমার গৃহে নাই], ত্বাদাতং (ত্বয়া নঃ তৎ দাতব্যম্—আমাদিগকে তোমার তাহা দেওয়া উচিত); হে অদ্রিবঃ (হে বজ্রধারিন্), হে বিদদ্বসো (হে আপ্তধন),[১] তৎ (তাহা) নঃ (আমাদিগকে) উভয়াহস্তি (উভয় হস্তে) আভর (আহর—প্রদান কর)।

অত্রি ঋষি ইন্দ্রের নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছেন। উদ্ধৃত মন্ত্রে 'মেহনা' পদটী অনবগত-সংস্কার এবং অপ্রসিদ্ধার্থক ; মংহনীয় শব্দটী অবগত এবং প্রসিদ্ধার্থক। 'চিত্র' পদটীর অর্থ 'চায়নীয়'। দুর্গাচার্য্য 'চায়নীয়' এবং 'মংহনীয়'—এতদুভয়েরই 'পূজার্হ' এই অর্থ করিয়াছেন। স্কন্দস্বামী 'চায়নীয়' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'পূজ্য' এবং 'মংহনীয়' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'দানার্হ'। দানার্থে 'মংহ' ধাতুর প্রয়োগ আছে। ধাতুপাঠে 'মংহ' ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি ; এই অর্থ অনুসারে অবশ্য 'মংহনীয়' শব্দের অর্থ 'বর্দ্ধনীয়' বা 'পূজ্য' অর্থাৎ 'মহামূল্য' করা যাইতে পারে। কিন্তু 'চায়নীয়' ও 'মংহনীয়' এই উভয় শব্দের অর্থের পার্থক্য রক্ষার পক্ষে স্কন্দস্বামীর মতই ভাল বলিয়া মনে হয়।

যদিন্দ্র চিত্রং চায়নীয়ং মংহনীয়ং ধনমস্তি। যন্ম ইহ নাস্তীতি বা
ত্রীণি মধ্যমানি পদানি, ত্বয়া নস্তদ্দাতব্যম্ ॥ ২ ॥

যাস্ক উদ্ধৃতমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন। চিত্র = চিত্রম্ = চায়নীয়ম্ (পূজ্য) ; মেহনা = মংহনীয়ম্ (পূজ্য বা দানার্হ)। ঋগ্বেদের পদকার শাকল্য 'মেহনা' পদটীকে একটী অখণ্ড পদরূপে গ্রহণ করিয়াছেন (মেহনা + অস্তি = মেহনাস্তি)। সামবেদের পদকার গার্গ্য 'মেহনাস্তি' ইহাকে প্রথমতঃ বিভাগ করিয়াছেন 'মেহন + অস্তি' এইরূপে। পরে 'মেহন' ইহাকে 'মে + ইহ + ন'—এই তিন পদে বিভক্ত করিয়াছেন। কাজেই সম্পূর্ণ বাক্যটী (যন্মেহ নাস্তি) পঞ্চপদবিশিষ্ট ; প্রথম পদ 'যৎ' ; 'মে', 'ইহ', 'ন'—এই তিনটী পদ মধ্যস্থিত

১। বিন্দতি লভতে বসূনি ধনানি যঃ বিদদ্বসুঃ ধনানাং লব্ধা, তস্যেদং সম্বোধনম্ (স্কঃ ভাঃ) ; 'বিদদ্বসু' শব্দের সম্বোধনে বিদদ্বসো ; 'বিদদ্বসু' শব্দের অর্থ—যে ধন লাভ করিয়াছে। বিদদ্বসো + উভয়াহস্তি = বিদদ্বস উভয়াহস্তি (সন্ধি)।

এবং পঞ্চম পদ 'অস্তি'।[১] অবশ্য 'যদিন্দ্র চিত্র মেহনাস্তি'—এই অংশ হইতে ইন্দ্র ও চিত্র—এই দুইটী পদ বাদ দিয়া, বাক্যটীকে পঞ্চপদবিশিষ্ট বলিয়া গণ্য করতঃ 'মে', 'ইহ', 'ন'—এই তিনটী পদকে মধ্যম বলা হইয়াছে।[২] শাকল্য এবং গার্গ্য উভয়েরই প্রামাণ্যখ্যাপনার্থ যাস্ক উভয়েরই মতের প্রতি তুল্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ শাকল্যের মতে 'মেহনা' পদের অর্থ 'মংহনীয়' করিয়াছেন এবং পরে গার্গ্যের মত অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন—যন্ম ইহ নাস্তীতি বা ত্রীণি মধ্যমানি পদানি (অথবা, যৎ মেহন অস্তি—এই স্থলে 'যৎ' এবং 'অস্তি' এই দুই পদের মধ্যে স্থিত 'মেহন' এই অংশে তিনটী পদ মে, ইহ, ন সংহিতাবদ্ধ হইয়া আছে)। যন্মেহ নাস্তি—এই বাক্যের অর্থ 'যাহা আমার গৃহে নাই'।[৩] ত্বয়া ন শুদ্দাতব্যম্—এই বাক্য 'ত্বাদাতম্' (ত্বয়া দাতব্যম্)—এই অংশের ব্যাখ্যা। সম্পূর্ণ উদ্ধৃতাংশের অর্থ হইবে—হে ইন্দ্র, তোমার যে চিত্র (চায়নীয়) এবং মংহনীয় ধন আছে, [অথবা, যে ধন আমার গৃহে নাই], তাহা তোমার আমাদিগকে দেওয়া উচিত।

অদ্রিবন্ ॥ ৩ ॥

অদ্রিবঃ = অদ্রিবন্ (হে অদ্রিসমন্বিত বা বজ্রধারিন্)।

মন্ত্রে 'অদ্রিবঃ' পদ আছে; ইহা সম্বোধনের এক বচনের পদ। ইহার অর্থ 'হে অদ্রিবন্'। 'অদ্রিবন্'ও একটী বৈদিক পদ; মতুপ্ প্রত্যয়ের 'ম' স্থানে 'ব' হইয়াছে, পাঃ ৮।২।১৫ সূত্রানুসারে।[৪]

অদ্রিরাদৃণাত্যেতেন ॥ ৪ ॥

অদ্রিঃ ('অদ্রি' শব্দের অর্থ)—এতেন (ইহার দ্বারা) আদৃণাতি (সম্যক্ দীর্ণ করে)।

'অদ্রি' শব্দ আ-পূর্ব্বক 'দৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে; ইহার অর্থ বজ্র। ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা পর্ব্বতাদি বিদীর্ণ করেন।[৫] অথবা, 'অদ্রি' শব্দে সোমাভিষব প্রস্তর বুঝাইতে পারে—ইহা দ্বারা সোমরস বিদারিত বা নিষ্পীড়িত করা হয়।[৬] ইন্দ্র অদ্রিবান্—ইন্দ্রের বজ্রও আছে, সোমাভিষব প্রস্তরও আছে।[৭]

১। এই মতে ঠিক পাঠ হইবে—যদিন্দ্র চিত্র ম ইহ নাস্তি…(ছন্দোগানাং ম ইহ না—ইত্যেবং রূপঃ পাঠঃ) দেঃ রাঃ। স্কন্দ স্বামীর মতে—'চিত্র', 'মে', 'ইহ', 'ন', 'অস্তি'—এই পাঁচটী পদ; ইহা যাস্কমতের বিরুদ্ধ, কারণ যাস্ক স্পষ্টই বলিতেছেন—যন্ম ইহ নাস্তীতি…।

২। এবমভিপ্রেতা 'ইন্দ্র' 'চিত্র' শব্দাবপবৃজ্যোক্তং ত্রীণি মধ্যমানি পদানি…(দুঃ)।

৩। যন্মে মম গৃহে নাস্তীত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ); গার্গ্যস্তু পুনর্যন্ম ইহ (গৃহে) নাস্তি তদাহরেত্যভিপ্রায়ঃ (দুঃ)।

৪। ছন্দসীরঃ—ইবর্ণান্তাৎ রেফান্তাচ্চ পরস্য মতোর্মস্য বঃ স্যাৎ। হরিবতে হর্য্যশ্বায়, গীর্বান্।

৫। অদ্রিসারময়মেব হ্যায়ুধং ভবতীতি অদ্রির্বজ্র উচ্যতে (দুঃ)।

৬। অদ্রিঃ আদৃণাতি বিদারয়তি অনেন সোমাদি (স্কঃ স্বাঃ)।

৭। সোমাভিষবগ্রাবভিস্তদ্বানদ্রিবান্ স্যাৎ (দুঃ)।

অপি বাত্তেঃ স্যাৎ 'তে সোমাদ' ইতি হ বিজ্ঞায়তে ॥ ৫ ॥

অপি, বা (অথবা) অত্তেঃ ('অদ্' ধাতু হইতে) স্যাৎ ('অদ্রি' শব্দের নিষ্পত্তি হইতে পারে)। 'তে সোমাদঃ' ('তাহারা সোমভক্ষক') ইতি হ বিজ্ঞায়তে (ইহা সুপরিজ্ঞাত)।

ভক্ষণার্থক 'অদ্' ধাতু হইতেও বা 'অদ্রি' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে। অদ্রি (সোমাভিষব প্রস্তর) অভিষব কালে সোম ভক্ষণ করে।[১] অদ্রির সোমভক্ষকত্ব বিষয়ে 'তে সোমাদঃ'—ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রই (ঋ ১০.৯৪।৯) প্রমাণ।[২] ইহার পূর্ববর্ত্তী মন্ত্রে 'অদ্রয়ঃ' পদ আছে ; এই 'অদ্রয়ঃ' পদেরই বিশেষণ 'সোমাদঃ'। এই স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে 'ইতি হ বিজ্ঞায়তে' এই বলিয়া সাধারণতঃ ব্রাহ্মণবাক্যই যাস্ক উদ্ধৃত করেন। মন্ত্রবাক্য করেন—'ইত্যপি নিগমো ভবতি' এই বলিয়া।

রাধ ইতি ধন নাম, রাধ্নুবন্ত্যনেন ॥ ৬ ॥

রাধঃ ইতি ('রাধস্' এই শব্দ) ধন নাম (ধনপর্য্যায়), অনেন (ইহা দ্বারা) রাধ্নুবন্তি (ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ সাধন করে)।

'রাধস্' শব্দটী ধনার্থক—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়া থাকিলেও (নিঃ ২।১০) ব্যাখ্যায়মান মন্ত্রে সেই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।[৩] অথবা, ইহার নির্ব্বচন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হয় নাই, নির্ব্বচন প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পুনরায় বলিতেছেন—রাধ ইতি ধননাম।[৪] সংসিদ্ধ্যর্থক 'রাধ' ধাতু হইতে 'রাধস্' শব্দের নিষ্পত্তি ; ধর্ম্মাদি পুরুষার্থ চতুষ্টয় ধনের দ্বারাই সকলে সিদ্ধ করিয়া থাকে।[৫]

তন্নস্ত্বং বিত্তধনোভাভ্যাং হস্তাভ্যামাহর ॥ ৭ ॥

তন্নো বিদদ্বস উভয়াহস্ত্যাভর—তৎ নঃ ত্বং বিত্তধন উভাভ্যাং হস্তাভ্যাম্ আহর (হে লব্ধধন, তাহা তুমি আমাদিগকে উভয় হস্তে প্রদান কর)। বিদদ্বসো—বিত্তধন, উভয়াহস্তি—উভাভ্যাং হস্তাভ্যাম্, আভর—আহর।

বিত্তধন শব্দের অর্থ—লব্ধধন (বিত্তং লব্ধং ধনং যেন—যে ধনলাভ করিয়াছে) ; উভয়াহস্তি—দ্বিদস্তি প্রভৃতি শব্দের অন্তর্ভূত (পাঃ ৫।৪।১২৮ দ্রষ্টব্য) ; আভর—বৈদিক প্রক্রিয়ানুসারে 'হ' স্থানে ভ হইয়াছে (হৃগ্রহোর্ভশ্ছন্দসি—বা ৪৮২৩)।

১। অদ্রয়ো হ্যভিষবকালে সোমমদন্তি (স্কঃ স্বাঃ)।

২। অত্তেঃ স্যাৎ অদ্রিঃ। কুত এতৎ ? নিগমাৎ। কতমোঽসৌ নিগম ইতি…'তে সোমাদো হরী' ইত্যেতস্মিন্মন্ত্রে বিচার্য্যমাণে জ্ঞায়তে অত্তেরদ্রিঃ স্যাদিতি (দুঃ)।

৩। ইহাপ্যেতদ্ধন নামৈব, নাত্র ব্যভিচারোঽস্তীতি স্মারয়তি (দুঃ)।

৪। পঠিতমেবং হেতবুচ্যতে প্রসঙ্গেন নির্ব্বচনপ্রদর্শনার্থম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। রাধ্নুবন্তি সাধয়ন্তি এতেন ধর্ম্মাদীন্ পুরুষার্থানিতি (স্কঃ স্বাঃ)।

উভৌ সমুস্মৌ ভবতঃ ॥ ৮ ॥

উভৌ (উভ=উভয়) সমুস্মৌ (পরস্পরের দ্বারা সম্পূর্ণ) ভবতঃ (হয়)। উভয়াহস্তি পদের অর্থ 'উভাভ্যাং হস্তাভ্যাম্'। উভাভ্যাম্—'উভ' শব্দের রূপ। প্রসঙ্গতঃ এই 'উভ' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। 'উভ' শব্দ পূরণার্থক 'উভ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে; 'উভ' শব্দ 'উভয়' শব্দের সমানার্থক; 'উভ' বা উভয়ে দ্বিগত সাহিত্য আছে অর্থাৎ দুইয়ের মিলিত অবস্থায়ই 'উভ' বা 'উভয়' শব্দের প্রয়োগ হয়; কাজেই এই দুইয়ের এক অপরের দ্বারা সম্পূর্ণ হয়, ইহা বলা যাইতে পারে।[১]

(৫) দমূনা দমমনা বা, দানমনা বা, দান্তমনা বা। অপি বা দম ইতি গৃহনাম তন্মনাঃ স্যাৎ। মনো মনোতেঃ ॥ ৯ ॥

দমূনাঃ ('দমূনস্' শব্দের অর্থ) দমমনাঃ বা (হয়, দমে অর্থাৎ অক্রৌর্য্যে মন যাহার), দানমনাঃ বা (আর না হয়, দানে মন যাহার) দান্তমনাঃ বা (অথবা, দান্তে অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় পুরুষে মন যাহার)। অপি বা (অথবা), দম ইতি ('দম' এই শব্দটী) গৃহ-নাম (গৃহ পর্য্যায়) তন্মনাঃ স্যাৎ (তাহাতে অর্থাৎ গৃহে মন যাহার—এই অর্থও হইতে পারে)। মনঃ ('মনস্' শব্দ) মনোতেঃ ('মন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'দমূনস্' শব্দটী অনবগতসংস্কার এবং অপ্রসিদ্ধার্থক। দমমনস্, দানমনস্ এবং দান্তমনস্—এই সকল শব্দ অবগতসংস্কার এবং প্রসিদ্ধার্থক। এই সকল শব্দই 'দমূনস্' এই আকারে পরিণত হইয়াছে। 'দম' শব্দের এক অর্থ ক্রৌর্য্যহীনতা; কাজেই দমমনাঃ—অক্রূরমনাঃ (যাহার মনে ক্রূরতা নাই)।[২] 'দম' শব্দের অপর অর্থ গৃহ; কাজেই দমমনাঃ—গৃহমনাঃ, (গৃহে অর্থাৎ যজমানগৃহে মন যাহার—যজমানগৃহকেই যে স্বীয় গৃহ বলিয়া মনে করে)।[৩] 'মনস্' শব্দ বোধনার্থক 'মন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; মনের দ্বারাই সমস্ত বিষয় বুঝা যায়।[৪]

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। উভ উভ পূরণে; সম্পূরিতৌ পরস্পরেণ। উভশব্দস্য দ্বিগতং সাহিত্যমিত্যর্থঃ, সাহিত্য-সম্পূরিতৌ পরস্পরেণ ভবতঃ (স্কঃ ষাঃ)।

২। দমে মনো যস্য স দমূনা অক্রূর ইত্যর্থঃ (স্কঃ ষাঃ), দমে হি নিত্যমস্য মনঃ অক্রূরমনা ইত্যর্থঃ (দুঃ)।

৩। অথবা দম ইত্যেতদ্ গৃহনাম, এতদ্ যস্য মনোদমিতি (দুঃ); দম ইতি গৃহনাম, সামর্থ্যাচ্চাত্র যজমানগৃহে বর্ত্ততে, তস্মিন্ মনোদঃ গৃহমিতি এবং মনো যস্য স দমূনাঃ (স্কঃ ষাঃ)।

৪। মনো মনোতেঃ বোধনার্থস্য, তেন হি সর্ব্বং বুধ্যতে (স্কঃ ষাঃ)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জুষ্টো দমূনা অতিথির্দুরোণ ইমংনো যজ্ঞমুপযাহি বিদ্বান্।
বিশ্বা অগ্নে অভিযুজো বিহত্যা শত্রূয়তামাভরা ভোজনানি ॥ ১ ॥

(ঋ ৫।৪।৫)

অগ্নে (হে অগ্নে) জুষ্টঃ (সর্ব্বসেবিত অথবা সর্ব্বপ্রিয়)[১] অতিথিঃ (অতিথিস্থানীয়) [ত্বং] (তুমি) দমূনাঃ (দমমনাঃ, দানমনাঃ অথবা দান্তমনাঃ হইয়া) [এবং] বিদ্বান্ (তোমার অধিকার বা আমাদের ভক্তিভাব পরিজ্ঞাত হইয়া)[২] দুরোণে (আমাদের গৃহে) নঃ (আমাদের) ইমং যজ্ঞম্ (এই যজ্ঞে) উপযাহি (আগমন কর)। বিশ্বাঃ (সমস্ত) অভিযুজঃ (আক্রমণকারী শত্রুসেনা)[৩] বিহত্যা (বিহত্য—বিনাশ করিয়া) শত্রূয়তাং (শত্রুতাচরণকারীদিগের)[৪] ভোজনানি (ভোজনদ্রব্য বা ধন) আভরা (আহর—আহরণ কর)।

'দমূনাঃ'—এই পদের নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। বসুশ্রুত ঋষি অগ্নির নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন যে, দমূনা হইয়া অগ্নি তাঁহার যজ্ঞে আগমন করুন। 'দমূনাঃ'—এই পদের তাৎপর্য্য :—

(১) দমমনা হইয়া অর্থাৎ মনকে ক্রূরতারহিত করিয়া বা সরলচিত্ত হইয়া ; অথবা যজ্ঞকারীর গৃহে স্বকীয়ত্ব বোধ স্থাপন করিয়া অর্থাৎ যজ্ঞকারীর গৃহকে নিজের গৃহ মনে করিয়া।[৫]

(২) দানমনা হইয়া অর্থাৎ যজ্ঞকারীকে ধনদানে কৃতসংকল্প হইয়া।[৬]

(৩) দান্তমনা হইয়া অর্থাৎ দান্ত বা সংযতচিত্ত যজমানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া।[৭]

অতিথি—অগ্নিহোত্রিগণ সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে অগ্নিকে উদ্বোধিত করেন এবং অতিথিরূপে তাঁহার উপস্থান বা পূজা করেন।[৮]

বিহত্যা, আভরা—বিহত্য, আভর (আহর)—পা ৬।৩।১৩৭ দ্রষ্টব্য।

১। জুষ্টঃ সেবিতঃ সর্ব্বেণ প্রিয়ো বা সর্ব্বস্য (স্কঃ স্বাঃ)।

২। বিদ্বান্ জানানঃ স্বমধিকারং ভক্ততাঞ্চাস্মাকম্ (দুঃ)।

৩। অভিযুজঃ স্ত্রীলিঙ্গনির্দ্দেশাদভিযোক্ত্রীরস্মচ্ছত্রুসেনা ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। যেঽস্মাকং শত্রুত্বং কাময়ন্তে কর্ত্তুং তান্ (দুঃ)।

৫। দমমনাঃ অক্রূরমনা ভূত্বা অথবা গৃহং মমেদমিতি চেতোঽবস্থাপ্য (দুঃ)।

৬। দাতব্যমেভ্যো ময়া—ইত্যেবং চেতোঽবস্থাপ্য (দুঃ)।

৭। দান্তেষু শীলবৎসু পুরুষেষু (স্কঃ স্বাঃ) ; দান্তেষেব হি তব মনো যদ্বং চ দাশ্বাঃ (দুঃ)।

৮। ত্বমগ্নিহোত্রিণাং সায়ং প্রাতস্তোদ্বোধ্যমানো ভবসি। অতএব এবৈষ তথাগ্নিহোত্রিণামতিথিবদেনোপ-স্থাতব্যমিতি (দুঃ)।

অতিথিরভ্যতিতো গৃহান্ ভবতি, অভ্যেতি তিথিষু
পরকুলানীতি বা পরগৃহাণীতি বা [১] ॥ ২ ॥

অতিথিঃ (অতিথি) গৃহান্ (গৃহে) অভ্যতিতঃ (অভিগত) ভবতি (হয়), তিথিষু (উপযুক্ত তিথিতে) পরকুলানি অভ্যেতি (পরকুলে গমন করে) ইতি বা (হয়, ইহাই 'অতিথি' শব্দের ব্যুৎপত্তি), পরগৃহাণি [অভ্যেতি] (পর গৃহে গমন করে) ইতি বা (আর না হয়, ইহাই ব্যুৎপত্তি)।

'অতিথি' শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করিতেছেন। (১) গমনার্থক 'অত্' ধাতুর উত্তর 'ইথিন্' প্রত্যয়ে (উ ৪৪২) 'অতিথি' শব্দ নিষ্পন্ন ; অতিথি গৃহস্থের গৃহে অভিগমন করে বা আসিয়া উপস্থিত হয়। (২) অথবা, উপযুক্ত তিথিতে অর্থাৎ পূর্ণিমাদি যজ্ঞনিষ্পাদনার্হ তিথিতে পরকুলে বা পরগৃহে অর্থাৎ যজ্ঞকারীর কুলে বা গৃহে আগমন করে।[২] অভ্যেতি + তিথি = অতিথি ; এই ব্যুৎপত্তিতে 'অতিথি' শব্দ অগ্নির বোধক। উদ্ধৃত মন্ত্রে অগ্নিকে অতিথি বলা হইয়াছে। অতিথির লক্ষণ সম্বন্ধে মনু ৩।১০২ দ্রষ্টব্য।

দুরোণ ইতি গৃহনাম দুরবা ভবন্তি দুস্তর্পাঃ ॥ ৩ ॥

'দুরোণঃ' ইতি ('দুরোণ' এই শব্দ) গৃহনাম (গৃহপর্য্যায়) ; [গৃহাঃ] (গৃহ) দুরবাঃ ভবন্তি (দুরব হয়), দুরবাঃ = দুস্তর্পাঃ ('দুরব' শব্দের অর্থ—দুঃখে তর্পণীয় বা সন্তোষণীয়)।

'দুরোণ' শব্দ গৃহার্থক ; দুর্ পূর্ব্বক 'অব্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'অব্' ধাতু এখানে তর্পণার্থক। গৃহ অর্থাৎ গৃহস্থিত পরিজনবর্গ, দুস্তর্প অর্থাৎ অতিক্লেশে তাহাদের তৃপ্তিবিধান করা যায়।[৩]

ইমং নো যজ্ঞমুপযাহি বিদ্বান্ ॥ ৪ ॥

বিদ্বান্ (বিজ্ঞ) [ত্বং] (তুমি) ইমং নো যজ্ঞম্ উপযাহি—আমাদের এই যজ্ঞে আগমন কর।

হে অগ্নে, তুমি স্বীয় অধিকার বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং ইহাও জান যে আমরা তোমার ভক্ত ; অতএব, আমাদের এই যজ্ঞে আগমন করিতে তোমার বাধা নাই।

সর্ব্বা অগ্নে অভিযুজো বিহত্য শত্রূয়তামাভর ভোজনানি বিহত্যান্যেষাং
বলানি শত্রূণাং ভবনাদাহর ভোজনানীতি বা, ধনানীতি বা ॥ ৫ ॥

সর্ব্বা অগ্নে অভিযুজো বিহত্য শত্রূয়তাম্ আভর ভোজনানি—বিহত্য অন্যেষাং বলানি (অন্যের অর্থাৎ শত্রুর বল বা সেনা নিহত করিয়া) শত্রূণাং ভবনাৎ (শত্রুভবন হইতে)

১। ইহার পরে দুর্গাচার্য্যের টীকায়—"অয়মগ্নীরুরোণঃতিথিরেতমাদেব" এই অধিক পাঠ পরিদৃষ্ট হয়।

২। অভ্যেতি অভ্যাগচ্ছতি তিথিষু পৌর্ণমাস্যাদাহ পরকুলানি যজমানকুলানীত্যতিথি (দুঃ)।

৩। অবতিস্তর্পণার্থঃ দুস্তর্পা ইত্যর্থঃ, উক্তং চ—কুটুম্বতন্ত্রাণি হি দুর্ভরাণি—ইতি (দুঃ)।

ভোজনানি ইতি বা ধনানি ইতি বা আহর (হয় আহারীয় দ্রব্য, আর না হয় ধনসমূহ আহরণ কর)।

মন্ত্রস্থ 'বিশ্বাঃ' এই পদের অর্থ 'সর্ব্বাঃ'; 'অভিযুজঃ' পদের অর্থ 'অন্যেষাং বলানি' (শত্রুসেনাসমূহ)। শত্রূয়তাং ভোজনানি আভর—শত্রূণাং ভোজনানি বা ধনানি বা আহর 'ভোজন' শব্দের অর্থ অন্ন। 'ভোজন' শব্দের অর্থ ধনও হইতে পারে; 'ভুজ' ধাতুর অর্থ অবন বা পালন—ধনের দ্বারা পালন করা যায়।

(৬) মূষো মূষিকা ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

মূষঃ—মূষিকাঃ (মূষিকাসমূহ); মূষঃ—বহুবচনের পদ (মূট্ মূষৌ মূষঃ)।

'মূষঃ'—এই পদটী অনবগতসংস্কার এবং অপ্রসিদ্ধার্থক।

মূষিকাঃ পুনর্মুষ্ণাতেঃ। মূষোঽপ্যেতস্মাদেব ॥ ৭ ॥

মূষিকাঃ পুনঃ (আর, 'মূষিকা' শব্দ) মুষ্ণাতেঃ ('মুষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। মূষঃ অপি ('মূষ্' শব্দও) এতস্মাদেব (এই 'মুষ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন)।

'মূষিকা' শব্দ স্তেয়ার্থক (হরণার্থক) 'মুষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ ২০০ দ্রষ্টব্য); ধান্যাদি সুরক্ষিত থাকিলেও মূষিকা তাহা হরণ করে।[১]

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। তা হি সুগোপিতমপি হরন্তি (স্কঃ ব্যাঃ)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সং মা তপন্ত্যভিতঃ সপত্নীরিব পর্শবঃ। মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি
মাধ্যঃ স্তোতারং তে শতক্রতো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ১ ॥

(ঋ ১।১০৫।৮)

সপত্নীঃ ইব (সপত্নীগণের ন্যায় অর্থাৎ সপত্নীগণ যেরূপ স্বামীকে সন্তাপ দেয় সেইরূপ) পর্শবঃ (কূপের ইষ্টক, অথবা ভিত্তিসকল)[1] মা (মাং—আমাকে) অভিতঃ (চতুর্দ্দিকে—সম্মুখে, পশ্চাতে এবং উভয় পার্শ্বে)[2] সংতপন্তি (সন্তাপ প্রদান করিতেছে)। হে শতক্রতো (হে ইন্দ্র), মূষো ন শিশ্না (মূষিক যেরূপ আম্নাত অর্থাৎ অন্নলিপ্ত সূত্র অথবা তাহার লেজ অথবা তাহার জননেন্দ্রিয় ভক্ষণ করে, সেইরূপ) আধ্যঃ (আধয়ঃ—যাগদানভোগবিষয়ক অসম্পূর্ণ কামনা অর্থাৎ মানস দুঃখ)[3] তে স্তোতারং (তোমার স্তুতিকারী অর্থাৎ ভক্ত) মা (আমাকে) ব্যদন্তি (বিশেষরূপে ভক্ষণ করে অর্থাৎ পীড়া দেয়)।[4] হে রোদসী (হে দ্যাবাপৃথিবী) মে (আমার) অস্য (স্তুতির উদ্দেশ্য) বিত্তম্ (অবগত হও)।

'মূষ' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইতেছে। ঋষি ত্রিত কূপে পতিত হইয়া[5] রক্ষার নিমিত্ত ইন্দ্রের নিকট কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন—কূপপাতজনিত দুঃখই আমার দুঃখ নহে, কামনামূলক মানসদুঃখও আমার আছে, আমাকে উদ্ধার কর। ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিয়াও যখন কোন ফল হইল না, তখন দ্যাবাপৃথিবীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—আমার প্রার্থনার উদ্দেশ্য কি, আমি কেন রোদন করিতেছি তাহা তোমরা অবগত হও; ইন্দ্র আমাকে উদ্ধার করিলেন না, তোমরা আমাকে উদ্ধার কর।

সন্তপন্তি মামভিতঃ সপত্ন্য ইবেমাঃ পর্শবঃ কূপপর্শবঃ ॥ ২ ॥

সং মা তপন্ত্যভিতঃ সপত্নীরিব পর্শবঃ—সন্তপন্তি মাম্ অভিতঃ সপত্ন্য ইব ইমাঃ পর্শবঃ; পর্শবঃ—কূপপর্শবঃ (কূপের ইষ্টক অথবা ভিত্তিসমূহ) সং মা তপন্তি—মাং সন্তপন্তি (বৈ—১।৪।৮২); সপত্নীঃ ইব—সপত্ন্য ইব (বৈ—৬।১।১০৬)—প্রথমার বহুবচনে পূর্ব্বসবর্ণ দীর্ঘ।

১। পর্শবঃ কূপেষ্টকাঃ (দুঃ); কূপস্য ভিত্তয়ঃ ইষ্টকা বা (সঃ ভাঃ)।

২। অভিতঃ অগ্রতঃ পৃষ্ঠতঃ উভয়োরপি পার্শ্বয়োঃ (সঃ ভাঃ)।

৩। আধ্যঃ আধয়ো মনসঃ পীড়য়িতারঃ কামা যাগদানহোমবিষয়কা অসম্পদ্যমানাঃ (সঃ ভাঃ)। আধয়ঃ কামাঃ—সোমেন যক্ষ্যে দাস্যে ভোক্ষ্যে ইত্যেবমাদয়ঃ (দুঃ)। আধ্যঃ—ছান্দসত্বাৎ যণাদেশঃ (বা ৩।১১৫)?

৪। ভক্ষয়ন্তি পীড়য়ন্তি অসম্পূর্য্যমাণাঃ (দুঃ)।

৫। ত্রিতের কূপপতন সম্বন্ধে ঋগ্বেদ ১।১০৫।৫ ঋকের সায়ণের টীকা দ্রষ্টব্য।

সপত্নীগণ যেরূপ ভর্তাকে দুর্বাক্যে পীড়িত করে, সেইরূপ কূপের ইষ্টক বা ভিত্তিসমূহ আমাকে চতুর্দ্দিকে পীড়িত করিতেছে।

মূষিকা ইবাস্নাতানি সূত্রাণি ব্যদন্তি ॥ ৩ ॥

মন্ত্রে—মূষঃ = মূষিকাঃ, শিশ্না = শিশ্নানি = আস্নাতানি ; 'আস্নাত' শব্দের অর্থ পায়িত অর্থাৎ অন্নমিশ্রিত উদকে সিক্ত বা অন্নলিপ্ত (ভাতের মাড় মাখান)।[১] তন্তুবায়ের সূত্রে ভাতের মাড় মাখান থাকে, মূষিকগণ তাহা খাইতে ভালবাসে। এই উপপত্তি হেতু আচার্য্য যাস্ক 'সূত্রাণি' এই পদের অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[২] ব্যদন্তি = বি + অদন্তি—বিবিধম্ ভক্ষয়ন্তি (ভাল করিয়া খায়)। মূষিকা ইবাস্নাতানি সূত্রাণি ব্যদন্তি = মূষিকগণ যেরূপ অন্নলিপ্ত বা ভাতের মাড় মাখান সূত্রসমূহ ভাল করিয়া খায়।

স্বাঙ্গাভিধানং বা স্যাচ্ছিশ্নানি ব্যদন্তীতি বা ॥ ৪ ॥

বা (অথবা), স্বাঙ্গাভিধানং স্যাৎ ('শিশ্ন' শব্দে মূষিকের স্বীয় অঙ্গকেও বুঝাইতে পারে) ; [তাহা হইলে] শিশ্নানি ব্যদন্তি (শিশ্নসমূহ ভক্ষণ করে) ইতি বা (ইহাও অর্থ হইতে পারে)।

'শিশ্ন' শব্দে মূষিকের স্বীয় অঙ্গ অর্থাৎ শেপ (পুংজননেন্দ্রিয়)ও বুঝাইতে পারে ; তির্য্যগ্গণের স্বভাবই এই যে তাহারা শেপ ভক্ষণ (লেহন করে)।[৩] 'শিশ্ন' শব্দে লাঙ্গুলও বুঝায় ; মূষিকগণ স্নেহ ভাণ্ডে (ঘৃত, তৈল, মধু প্রভৃতির ভাণ্ডে) লাঙ্গুল নিমজ্জিত করিয়া উদ্ধৃত করতঃ তাহা আস্বাদন করে (লেহন করে)।[৪] 'শিশ্ন' শব্দের শেপ বা লাঙ্গুল অর্থ করিলে অধ্যাহার করিতে হয় না, আস্নাত অর্থ করিলে 'সূত্র' শব্দের অধ্যাহার করিতে হয়।[৫]

সন্তপন্তি মাধ্যঃ কামাঃ স্তোতারং তে শতক্রতো ॥ ৫ ॥

ব্যদন্তি মাধ্যঃ স্তোতারং তে শতক্রতোঃ = সন্তপন্তি মা আধ্যঃ (আধ্যঃ = আধয়ঃ = কামাঃ) স্তোতারং তে শতক্রতো ; হে শতক্রতো (হে ইন্দ্র) তে স্তোতারং (তোমার স্তোতা) মা (আমাকে) আধ্যঃ (কামাঃ) সন্তপন্তি (সন্তপ্ত করে বা পীড়া দেয়)। 'আধ্যঃ' পদের সহিত

১। শিশ্না শিশ্নানি সামর্থ্যাৎ পায়িতানি সূত্রাণ্যুচ্যন্তে। তান্যন্নলিপ্তত্বাৎ......(স্কঃ স্বাঃ) ; অন্নবেষ্টিতানি অন্নমিশ্রাণি অন্নমিশ্রোদকপায়িতানি সূত্রাণি ব্যদন্তি (দুঃ)।

২। সূত্রশব্দোঽধ্যাহৃত উপপত্তিং দৃষ্ট্বা ভাষ্যকারেণ (দুঃ)।

৩। স্বাঙ্গাভিধানমিতি শেপোঽভিপ্রেতঃ। ভবতি হি তিরশ্চামেব স্বভাবঃ—যচ্ছেপং ভক্ষয়ন্তি (দুঃ)।

৪। অথবা লাঙ্গূলমপি সাদৃশ্যাৎ শিশ্নমুচ্যতে, ভবতি হি মূষিকাণামেব স্বভাবঃ— স্নেহভাণ্ডে স্বলাঙ্গুলং মুক্ত্বা তদুদ্ধৃত্য ব্যদন্তি আস্বাদয়ন্তি (দুঃ) ; পুচ্ছানি ঘৃততৈলমাক্ষিকভাণ্ডাদৌ প্রাক্ষিপ্য তত উত্তার্য্য বিবিধম্ অদন্তি লিহন্তি (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। স্বাঙ্গাভিধানপক্ষে তু অধ্যাহারো নাস্ত্যেবেতি (দুঃ)।

যখন 'ব্যদন্তি' পদের অন্বয় হইবে (যুবো শিশ্না ইব আধ্যঃ মা ব্যদন্তি) তখন 'ব্যদন্তি' পদের অর্থ হইবে 'সন্তপন্তি'; আধ্যঃ—কামাঃ (নানাবিধ অসম্পূর্ণ কামনা)।

বিত্তং মে অস্য রোদসী, জানীতং মেঽস্য দ্যাবাপৃথিব্যাবিতি ॥ ৬ ॥

বিত্তং মে অস্য রোদসী—জানীতং মে অস্য দ্যাবাপৃথিব্যৌ ইতি। বিত্তম্ (লোট্ মধ্যমপুরুষের দ্বিবচন)—জানীতম্ (অবগত হও); রোদসী—দ্যাবাপৃথিব্যৌ (হে দ্যাবা-পৃথিবী)। 'মে অস্য'—দুর্গাচার্য্যের মতে ইহার অর্থ—'আমার স্তুতিরূপ বাক্যের যাহা উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন, তাহা অবগত হও'।[১] স্কন্দস্বামীর মতে—অস্য এই স্থলে দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী; অর্থ—ইদং স্তোত্রম্ (এই স্তোত্র)।[২] অথবা—ইদং শব্দের দ্বারা এখানে দুঃখের প্রতিনির্দ্দেশ হইতেছে; অর্থ—কূপপতনজনিত আমার এই দুঃখ।[৩] সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ হইবে—আমার এই স্তোত্র অবগত হও (শ্রবণ কর); অথবা—কূপপাতজনিত আমার এই দুঃখ তোমরা অবগত হও।

ত্রিতং কূপেঽবহিতমেতৎ সূক্তং প্রতিবভৌ ॥ ৭ ॥

কূপে অবহিতং (কূপে পতিত) ত্রিতং (ত্রিতের নিকট) এতৎ সূক্তং (এই সূক্ত) প্রতিবভৌ (প্রতিভাত হইয়াছিল)।

যখন ঋষি ত্রিত কূপে পতিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকট এই সূক্ত (যে সূক্তে উদ্ধৃত ঋক্‌টী রহিয়াছে—প্রথম মণ্ডলের ১০৫ সূক্ত) প্রতিভাত হইয়াছিল। এই বিষয়ে এই সূক্তের (প্রথম মণ্ডলের ১০৫ সূক্তের) সপ্তদশ ঋক্‌ই (ত্রিতঃ কূপেঽবহিতো দেবান্ হবত ঊতয়ে......) প্রমাণ।

তত্র ব্রহ্মেতিহাসমিশ্রমৃঙ্‌মিশ্রং গাথামিশ্রং ভবতি ॥ ৮ ॥

তত্র (সেই সূক্তে) ব্রহ্ম (বেদমন্ত্র) ইতিহাসমিশ্রং (ইতিহাস-সম্বলিত) ঋঙ্‌মিশ্রং (ঋক্-সম্বলিত) গাথামিশ্রং (গাথা-সম্বলিত) ভবতি (হয়)।

সেই সূক্তে (প্রথম মণ্ডলের ১০৫ সূক্তে) যে সকল মন্ত্র রহিয়াছে তাহাতে ইতিহাসও আছে, ঋক্‌ও আছে এবং গাথাও আছে। ইতিহাস শব্দের অর্থ 'পুরাবৃত্ত'। উক্ত সূক্তের সপ্তদশ মন্ত্রে ঋষি ত্রিতের পুরাবৃত্ত অর্থাৎ তিনি যে কূপে পতিত হইয়াছিলেন, সেই কথা আছে।[৪] 'ঋচ্' (যাহার প্রথমার একবচনে 'ঋক্') শব্দের অর্থ সামান্যতঃ ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র—

১। বচসঃ তত্যাখ্যান্ত যৎ প্রয়োজনম্......(দুঃ)।

২। অস্য দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠ্যেষা ইদং স্তোত্রমিত্যর্থঃ।

৩। অথবা অস্যেতি দুঃখং প্রতিনির্দ্দিশ্যতে, ইদং কূপপাতজনিতং দুঃখম্...।

৪। পুরাবৃত্তমিতিহাসস্তেনমিশ্রম্, ত্রিতঃ কূপেঽবহিত...ইত্যাদিনা (স্কঃ স্বাঃ)।

যাহার দ্বারা দেববিশেষকে, ক্রিয়াবিশেষকে অথবা ক্রিয়ার সাধনবিশেষকে অর্চনা বা প্রশংসা করা যায়;[১] কিন্তু 'ঋঙ্‌মিশ্রম্'—এই স্থলে 'ঋচ্' শব্দে এমন ঋঙ্মন্ত্রকে বুঝাইতেছে যাহা মাত্র পরিদেবনার্থা বা বিলাপার্থা।[২] এই সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র দ্রষ্টব্য; আলোচ্য সূক্তে বিলাপার্থক মন্ত্র আরও প্রদর্শিত হইতে পারে। 'গাথা' শব্দে বুঝাইতেছে এমন সকল মন্ত্র—যাহা কেবল স্তুত্যর্থক; যেমন এই সূক্তেরই অষ্টাদশ মন্ত্র—"অরুণো মা সকৃৎ……" ইত্যাদি।[৩] "তত্র ব্রহ্মেতিহাসমিশ্রম্……" এই বাক্যের উপরি উক্ত ব্যাখ্যা (সেই সূক্তে ইতিহাস আছে, পরিদেবনার্থ মন্ত্র আছে এবং স্তুত্যর্থক মন্ত্র আছে) স্কন্দস্বামীর অভিমত। দুর্গাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকমের। তিনি বলেন—সূক্ত যে ইতিহাসযুক্তও হইতে পারে, ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই যাস্কাচার্য্য "তত্র ব্রহ্মেতিহাসমিশ্রম্……" এই বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এই বাক্যের অর্থ—তত্র তস্মিন্ সূক্তে ব্রহ্ম ইতিহাসমিশ্রম্ (সেই সূক্তে ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদমন্ত্র ইতিহাসযুক্ত), স পুনরিতিহাসঃ ঋগ্বদ্ধো গাথাবদ্ধশ্চ (সেই ইতিহাস আবার—ঋগ্বদ্ধ এবং গাথাবদ্ধ); ঋক্‌প্রকার এব কশ্চিৎ গাথেত্যুচ্যতে (কোন কোন প্রকারের ঋঙ্‌মন্ত্রই গাথা নামে অভিহিত হয়)। বলা বাহুল্য, দুর্গাচার্য্যের ব্যাখ্যা হইতে স্কন্দস্বামীর ব্যাখ্যাই অধিকতর সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

ত্রিতস্তীর্ণতমো মেধয়া বভূব, অপি বা সংখ্যানামৈবাভিপ্রেতং স্যাদেকতো দ্বিত ত্রিত ইতি ত্রয়ো বভূবুঃ ॥ ৯ ॥

ত্রিত (ত্রিত) মেধয়া (জ্ঞানে) তীর্ণতমঃ (প্রবীণতম) বভূব (হইয়াছিলেন)। অপি বা (অথবা) সংখ্যানাম এব (সংখ্যানিমিত্ত নামই)[৪] অভিপ্রেতং স্যাৎ (অভিপ্রেত হইতে পারে), একতঃ দ্বিতঃ ত্রিতঃ ইতি ত্রয়ো বভূবুঃ (একত, দ্বিত এবং ত্রিত—এই তিনজন পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিলেন)।

'ত্রিত' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। তীর্ণ—ত্রিত। একত, দ্বিত ও ত্রিত—ইহারা তিন ভ্রাতা ছিলেন এবং এই তিন ভ্রাতার মধ্যে ত্রিত অন্য দুই ভ্রাতা অপেক্ষা জ্ঞানে তীর্ণ (প্রবীণ) ছিলেন; অর্থাৎ ভ্রাতাদিগের মধ্যে তিনিই তীর্ণতম (প্রবীণতম) ছিলেন।[৫]

১। ঋগর্চ্চনী (নির্ ১।৮)।

২। ঋক্‌শব্দেন সামান্যশব্দেনাপি সামর্থ্যাৎ পরিদেবনার্থা ঋচ এবোচ্যন্তে (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। গাথামিশ্রম্—অরুণো মা সকৃৎ ইত্যাদিভির্গাথাভিঃ স্তুতি স্তুবন্তি যাভিস্তা গাথা কেবলা স্তুত্যর্থা ঋচ স্তাভির্মিশ্রম্ (স্কঃ স্বাঃ); প্রথম এবং নবম মন্ত্রেও স্তুতি আছে।

৪। অপি বা সংখ্যানিমিত্তমেব এতন্নাম অভিপ্রেতং স্যাৎ (দুঃ)।

৫। ত্রিতঃ তীর্ণতমো মেধয়া, একতদ্বিতয়োঃ সকাশাদ্বভূব (দুঃ)।

প্রথম ভ্রাতা একত, দ্বিতীয় ভ্রাতা দ্বিত এবং তৃতীয় ভ্রাতা ত্রিত। অথবা, 'ত্রিত'—এই নাম হইয়াছে সংখ্যানুসারে—যেহেতু তিনি তৃতীয় ছিলেন, সেইজন্যই তাঁহার নাম ত্রিত।[1]

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। এতে হি ভ্রাতর এতেন ক্রমেণ একতো দ্বিতস্ত্রিত ইতি ত্রয়ো বভূবুঃ (স্কঃ খাঃ); একতঃ দ্বিতঃ ত্রিতঃ ইতি ত্রয়ো হি তে ভ্রাতরো বভূবুঃ—"স্ব"ং সংখ্যানিমিত্তমভ্যুপগন্তব্য এব (দুঃ)। এই ব্যাখ্যার সমর্থনে 'তথাহি ব্রাহ্মণম্' বলিয়া স্কন্দস্বামী এই বাক্যটি উদ্ধৃত করেন—সোঽগ্নিরপোঽভ্যপাতয়ৎ তত একতোঽজায়ত. স দ্বিতীয়মভ্যপাতয়ৎ ততো দ্বিতঃ, স তৃতীয়ং ততস্ত্রিত ইতি; দুর্গাচার্যও 'উক্তঞ্চ' বলিয়া এই বাক্যটিই উদ্ধৃত করেন, কিন্তু তাঁহার পাঠ কিছু অন্য রকমের—ভার্গাগারেণাভ্যুপাপয়ৎ তত একতোঽজায়ত, দ্বিতীয়ং ততো দ্বিতঃ তৃতীয়ং ততস্ত্রিত ইতি; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।২।৮ এবং মৈ. সং ৪।১।৯ দ্রষ্টব্য।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

(৭) ইষিরেণ তে মনসা সুতস্য ভক্ষীমহি পিত্র্যস্যেব রায়ঃ।
সোম রাজন্ প্রণ আয়ূংষি তারীরহানীব সূর্য্যো বাসরাণি ॥ ১ ॥

(ঋ ৮।৪৮।৭)

হে সোম রাজন্ (হে সোম, হে রাজন্) ইষিরেণ মনসা (সর্ব্বরূপে ত্বদ্গত মনে অথবা অভিলাষযুক্ত মনে, অথবা দৃষ্টিসম্পন্ন মনে) তে সুতস্য (সুতং ত্বাম্—অভিযুত তোমাকে) পিত্র্যস্যেব রায়ঃ (পিতৃধনের ন্যায়) ভক্ষীমহি (ভজেমহি—ভজনা করিব)। নঃ (আমাদিগের) আয়ূংষি (আয়ু) প্রতারীঃ (বর্দ্ধিত কর) সূর্য্যঃ (সূর্য্য) বাসরাণি অহানি ইব (বাসরানি—বেসরাণি, বেসরঃ অশ্বতরস্তৎসদৃশানি অহানি দিবসান্ ইব (অশ্বতরের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাব দিবসসকলকে যেরূপ বর্দ্ধিত করেন)।

'ইষির' শব্দ অনবগতসংস্কার এবং অপ্রসিদ্ধার্থক; এই শব্দটীর বৈদিক প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছেন।[1] এই ঋক্‌টী যে সূক্তে আছে তাহার দেবতা সোম।

ঈষণেন বৈষণেন বার্ষণেন বা তে মনসা সুতস্য ভক্ষীমহি পিত্র্যস্যেব ধনস্য ॥ ২ ॥

ঈষণেন বা এষণেন বা ঋষণেন বা মনসা তে সুতস্য ভক্ষীমহি পিত্র্যস্যেব ধনস্য—উদ্ধৃত বাক্যের অন্বয় এইরূপ। ইষিরেণ—ঈষণেন, অথবা এষণেন, অথবা ঋষণেন। 'ইষির' শব্দ[1] গত্যর্থক 'ঈষ' ধাতু[2] হইতে অথবা ইচ্ছার্থক 'ইষ' ধাতু হইতে অথবা দর্শনার্থক 'ঋষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'ঈষণেন মনসা,' ইহার অর্থ—সর্ব্বাত্মনা ত্বদ্গতেন মনসা (সর্ব্বরূপে ত্বদ্গত মনে); 'এষণেন মনসা,' ইহার অর্থ—ইচ্ছাবতা ফলপ্রার্থনাবতা মনসা (অভিলাষযুক্ত অর্থাৎ ফলপ্রার্থনাযুক্ত মনে); ঋষণেন মনসা, ইহার অর্থ—দর্শনবতা মনসা (দৃষ্টিসম্পন্ন মনে)। স্কন্দস্বামীর মতে—তে সুতস্য এবং পিত্র্যস্যেব রায়ঃ—উভয় স্থলেই দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী; তে সুতস্য ইহার অর্থ—সুতং ত্বাম্ (অভিষুত তোমাকে) এবং পিত্র্যস্যেব রায়ঃ ইহার অর্থ—পিত্র্যং রায়ম্ ইব (পিতৃধনকে যেরূপ)। রায়—'রৈ' শব্দের ষষ্ঠীর একবচন, ইহার অর্থ 'ধনস্য' (দানার্থক 'রা' ধাতুর উত্তর 'ডৈ' প্রত্যয়ে 'রৈ' শব্দ নিষ্পন্ন—উ ২২৪; ইহার ব্যুৎপত্তি—দীয়তেঽর্থিভ্যঃ—ইহা অর্থিগণকে দান করা হয়)। ভক্ষীমহি—ভজেমহি, ত্বয়া সুতেন নিত্যং যজেম (ভজনা করিব অর্থাৎ অভিষুত তোমাদ্বারা নিত্য যজ্ঞ করিব);[3] 'ভজ' ধাতুর রূপ। স্কন্দস্বামী উপরি উক্ত দুই স্থলে দ্বিতীয়ার্থে ষষ্ঠী না করিয়াও (ষষ্ঠী বিভক্তির অর্থ রক্ষা করিয়াও) অন্য

১। ইষির শব্দের অর্থ বৈয়াকরণের মতে 'অগ্নি' (উ ৫১ দ্রষ্টব্য)।

২। 'ঈষ্' ধাতু গত্যর্থক (নিঃ ২।১৪)।

৩। ত্বয়া সুতেন নিত্যং যজেমেত্যর্থঃ।

একপ্রকার ব্যাখ্যা করেন এবং এই ব্যাখ্যা দুর্গাচার্য্যেরও অভিমত। ষষ্ঠী প্রভৃতি থাকায় 'একদেশম্' এই পদের অধ্যাহার করা যাইতে পারে এবং এইরূপ করিলে 'ভক্ষীমহি' এই পদটীকে অদনার্থক 'ভক্ষ' ধাতুর রূপ বলিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে।[১] অর্থ হইবে—সুতস্য তে একদেশম্ ভক্ষীমহি, পিত্র্যস্য ধনস্যৈকদেশম্ ইব (অভিষুত তোমার একদেশ অর্থাৎ আমাদের নিজ নিজ অংশ আমরা খাইব বা পান করিব, যেমন পিতৃধনের একদেশ বা নিজ নিজ অংশ পুত্রগণ খায় বা ভোগ করে)। সোমপানের প্রশংসা ও উপকারিতা এই সূক্তের (অষ্টম মণ্ডলের ৪৮ সূক্তের) বহু স্থলে পরিদৃষ্ট হয়। উদ্ধৃত সম্পূর্ণ বাক্যটীর অনুবাদ হইবে—স্বদ্‌গত মনে, অথবা অভিলাষযুক্ত (ফলপ্রার্থনাযুক্ত) মনে, অথবা দৃষ্টিসম্পন্ন মনে আমরা অভিষুত তোমাকে ভজনা করিব অর্থাৎ তোমাকে অভিষুত করিয়া নিত্য যজ্ঞ করিব, যেমন পিতৃধন পুত্রগণ ভজনা করে; অথবা, আমরা ঈদৃশ মনে অভিষুত তোমাকে স্বীয় স্বীয় অংশানুসারে খাইব (পান করিব), যেমন পিতৃধন স্বীয় স্বীয় অংশানুসারে পুত্রগণ খায় (ভোগ করে)।

প্রবর্দ্ধয় চ ন আয়ুংষি সোমরাজন্ অহানীব সূর্য্যো বাসরাণি
বাসরাণি বেসরাণি বিবাসনানি গমনানীতি বা ॥ ৩ ॥

প্র ণ আয়ুংষি তারীরহানীব সূর্য্যো বাসরাণি—প্রবর্দ্ধয় চ নঃ আয়ুংষি সোম রাজন্ অহানীব সূর্য্যো বাসরাণি; প্র ণ আয়ুংষি তারীঃ=নঃ আয়ুংষি প্রতারীঃ;[২] 'প্রতারীঃ' পদের অর্থ—প্রবর্দ্ধয় ('তৃ' ধাতু এই স্থলে বৃদ্ধ্যর্থক)।[৩] সোম রাজন্—হে সোম, হে রাজন্ (দুই পদ)। অহানি ইব সূর্য্যঃ বাসরাণি—বাসরাণি অহানি সূর্য্যঃ ইব (বাসরাণি এই পদ 'অহানি' পদের বিশেষণ)। বাসরাণি—বেসরাণি অথবা, (বি) বাসনানি অথবা, (গমনার্থক বি+সৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) বিসরাণি। 'বেসর' শব্দের অর্থ অশ্বতর (mule); অশ্বতর বিরুদ্ধ-জাতিসম্পন্ন (অশ্বত্ব ও গর্দ্দভত্ব দুইই ইহাতে আছে), দিবসও বিরুদ্ধস্বভাব অর্থাৎ শীতোষ্ণ-সম্পন্ন—শীত ও উষ্ণ দুইই ইহাতে আছে (রাত্রিতে শীত, দিনে উষ্ণ)। কাজেই দিবসকে বেসর অর্থাৎ বেসরসদৃশ বলা যাইতে পারে। স্কন্দস্বামী 'বেসরাণি' এই পদকে বেসরসদৃশানি—এইরূপ অর্থ করিয়াই 'অহানি' পদের বিশেষণ করিয়াছেন।[৪] দুর্গাচার্য্যের ব্যাখ্যা এই

১। ষষ্ঠী প্রত্যেকমেকদেশমিতি শেষঃ, অথবা ভক্ষীমহীতি ভজতে রূপং ন ভক্ষতেঃ (স্কঃ স্বাঃ); তে তব যোঽস্মাকং অংশঃ তং ভক্ষীমহি তং ভজেমহি, কথং পুনর্ভজেমহি পিত্র্যমেব রাজঃ যথা পিত্র্যং ধনাংশং অবিদ্বেষেণ ভজতে (দুঃ)।

২। উপসর্গ ও তিঙন্তের ব্যবধান (পাঃ ১।৪।৮২)।

৩। তরতির্বৃদ্ধ্যর্থঃ প্রবর্দ্ধয় (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। সাদৃশ্যেন চ বিশেষণং বেসরসদৃশানি। যথা বেসরো নিষ্পাদকাভ্যাং বিরুদ্ধাভ্যাং জাতিভ্যামশ্বাদ্যা গর্দ্দভজাত্যা সম্পন্নঃ এবং যাবৎ……বিরুদ্ধাভ্যাং শীতোষ্ণাভ্যাং সম্বন্ধাৎ বেসরসদৃশত্বাৎ বাসরম্ (স্কন্দস্বামী—দেবরাজোদ্ধৃত)।

ব্যাখ্যারই অনুযায়ী।[১] নিরস্ত 'বস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'বাসন' শব্দও 'বাসর'—এই রূপ ধারণ করিতে পারে; 'বি' উপসর্গ যুক্ত করিয়া 'বাসন' শব্দের অর্থ করিতে হইবে। অহানি বাসরাণি বিবাসনানীত্যর্থঃ অর্থাৎ দিনসমূহ (শৈত্যের) নির্বাসনকারী বা নাশক; দিনে শৈত্য অপগত হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।[২] গমনানি ইতি বা—গমন যাহার অর্থ, এইরূপ 'বি' পূর্ব্বক 'সৃ' ধাতু হইতেও বা 'বাসর' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে।[৩] বিসর=বাসর। 'বিসর' শব্দের অর্থ বিস্তৃত বা বিস্তীর্ণ। অহানি বাসরাণি বিসবাণীত্যর্থঃ অর্থাৎ দিনসমূহ বিসৃত বা বিস্তীর্ণ হয় (একের পর আর চলিতেই থাকে—অনন্ত কালের বক্ষে বিস্তীর্ণ হয়)।[৪] প্রবর্দ্ধয় ৮ নঃ আয়ূংষি সোমরাজন্ অহানীব সূর্য্যো বাসরাণি—ইহার অর্থ হইবে 'হে সোম, হে রাজন্, আমাদের আয়ু বর্দ্ধিত কর, সূর্য্য যে প্রকার বাসন্তিক (বসন্তকালীন) এবং বাসর (অন্ধতমের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাব, শৈত্যনাশক অথবা বিসৃত) দিনসমূহকে মন্দগতিবশতঃ বর্দ্ধিত করেন।[৫]

(৮) কুরুতনেত্যনর্থকা উপজনা ভবন্তি কর্ত্তন হন্তন যাতনেতি ॥ ৪ ॥

কুরুতন ইতি ('কুরুতন' ইত্যাদি স্থলে) অনর্থকাঃ (নিরর্থক) উপজনাঃ ভবন্তি (বর্ণাগম হয়); কর্ত্তন হন্তন যাতন ইতি—কর্ত্তন, হন্তন, যাতন এই সকল পদেও অনর্থক উপজন হইয়াছে।

কুরুতন প্রভৃতি পদ অপ্রসিদ্ধ। 'কৃ' ধাতুর উত্তর লোটের ত (মধ্যমপুরুষ—বহুবচন) বিভক্তিস্থানে 'তনপ্' আদেশে 'কুরুতন' পদের সিদ্ধি (পা ৭।১।৪৫)। 'কুরুত' বলিলেও যে অর্থ প্রকাশ পায়, কুরুতন বলিলেও সেই অর্থই প্রকাশ পায়; নকারের কোনও বিশেষ অর্থ নাই। কাজেই নকার অনর্থক উপজন (অর্থহীন আগম)।[৬] এইরূপ কর্ত্তন (কর) হন্তন (হনন কর) যাতন (যাও)—ইত্যাদি স্থলেও নকার অনর্থক উপজন; কর্ত্ত (কুরুত) হন্ত (হত) এবং যাত—এই পদগুলির দ্বারাও যে অর্থ প্রকাশ পায়, কর্ত্তন, হন্তন এবং যাতন—এই পদগুলির দ্বারাও যথাক্রমে সেই অর্থই প্রকাশ পায়। পদ্যায় দদ্যায় (ক্ত্বো যক্—পা ৭।১।৪৭) ব্রহ্মণাসঃ সৌম্যাসঃ দেবাসঃ (আজ্জসেরসুক্—পা ৭।১।৫০)—ইত্যাদি স্থলও অনর্থক উপজনের উদাহরণ।

১। শীতোষ্ণাভ্যাং হি বাধ্যাৎ তানি সরন্তি, যেষু হি শৈত্যোৎকর্ষং ভবতি, রাত্রৌ শীতং দিবা উষ্ণম্।

২। তানি হি তৎ শীতং বিবাসয়ন্তি নাশয়ন্তীত্যর্থঃ (দুঃ); অথবা বাসরাণীতি বাসয়তে রূপম্, বাসয়তি-শ্চাত্র বি পূর্ব্বোঽর্থে দৃষ্ট্ তাত্তথায় আহ বিবাসনানীতি বা। সন্তি কানি অহানি বিবাসনানি শীতকালস্তাপনাঃ-নাশীত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। গমনানীতি বা অর্থবচনমেতৎ রূপং তু সর্তে বিপূর্ব্বস্য গত্যর্থস্য (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। বিসৃতানি বিস্তীর্ণানি (দুঃ); বিবিধং সরাণি বিবিধং সৃতানি বিস্তীর্ণানীত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। কথং পুনঃ প্রবর্দ্ধয় যথা সূর্য্যঃ বাসরাণি বাসন্তিকান্যহানি, যথা তানি সূর্য্যো বর্দ্ধয়তি মন্দগতিত্বাৎ (দুঃ)।

৬। য এবার্থ কুরুতেত্যুক্তে ভবতি স এব কুরুতনেতি মাত্র নকারস্যার্থোঽধিকোঽস্তি (দুঃ); তত্র তৎসম এবার্থবান্ নশব্দস্ত্বনর্থকঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

ভাষ্যকার 'কুরুতন' ইত্যাদি পদের নিগম প্রদর্শন করেন নাই। 'রিপ্রেণ তপসা কুরুতন' —এই মন্ত্রাংশ[1] উদ্ধৃত করিয়া দেবরাজ 'কুরুতন' পদের নিগম প্রদর্শন করিয়াছেন।[2] স্কন্দস্বামী নিম্নলিখিত মন্ত্রটী 'কুরুতন' পদের নিগমরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

এতা হি নো মরুতো অরাতীর্জিঘাংসন্তে শবসা মঘানি।
বিশ্বাস্তম্মো রেষণায় দধ্রে হরিপ্রেণাহনসা কুরুতনা তা ॥

'কর্ত্তন' পদের নিগম 'স্তনং সুফালা বিতুদন্ত—এই মন্ত্রে (কঃ সং ১২।৬৯) এবং 'অধ্বর্যবঃ কর্ত্তনা শ্রুষ্টিমস্মৈ'—এইমন্ত্রে (ঋ ২।১৪।৯), 'হন্তন' পদের নিগম 'যো নো মরুতো অভি'—এইমন্ত্রে (ঋ ৭।৫৯।৮) এবং 'যাতন' পদের নিগম 'কোষত্র মরুতো মামহে'—এই মন্ত্রে (ঋ ১।১৬৫।১৩) দ্রষ্টব্য।

(৯) জঠরমুদরং ভবতি জগ্ধমস্মিন্ ধ্রিয়তে ধীয়তে বা ॥ ৫ ॥

জঠরম্ উদরং ভবতি ('জঠর' শব্দের অর্থ 'উদর'); অস্মিন্ (ইহাতে) জগ্ধং (ভুক্ত অন্ন) ধ্রিয়তে (ধৃত হয়), ধীয়তে বা (অথবা, স্থাপিত বা প্রক্ষিপ্ত হয়)।

'জঠর' শব্দ অনবগতসংস্কার; ইহার অর্থ 'উদর'। জগ্ধ অর্থাৎ ভুক্ত অন্ন এই স্থানে ধৃত বা অবস্থিত হয়—জঠর ভুক্ত অন্ন ধারণ করে। 'জগ্ধ' শব্দ পূর্ব্বক 'ধৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'জগ্ধধর' শব্দ = জঠর।[3] 'জগ্ধ' শব্দ পূর্ব্বক 'ধা' ধাতু হইতেও 'জঠর' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে; জঠরে ভুক্ত অন্ন স্থাপিত বা প্রক্ষিপ্ত হয়। জগ্ধধান = জঠর[4] (বৈয়াকরণের মতে 'জঠর' শব্দের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে উ ৭১৬ দ্রষ্টব্য)।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। মূল অপরিজ্ঞাত।

২। মূল অপরিজ্ঞাত।

৩। অন্নং ভক্ষিতমস্মিন্ ধ্রিয়তে তিষ্ঠতি (স্কঃ স্বাঃ); ভুক্তমন্নমস্মিন্ অবস্থিতং ধ্রিয়তে ইতি জগ্ধধরং জঠরম্ (দুঃ)।

৪। ধীয়তে প্রক্ষিপ্যতে (স্কঃ স্বাঃ); জগ্ধমস্মিন্ ধীয়তে ইতি জগ্ধধানং বা স্যাৎ (দুঃ)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মরুত্বাঁ ইন্দ্র বৃষভো রণায় পিবা সোমমনুষ্বধং মদায়।

আসিঞ্চস্ব জঠরে মধ্ব উর্ম্মিং ত্বং রাজাসি প্রদিবঃ সুতানাম্ ॥ ১ ॥

(ঋ ৩।৪৭।১)

ইন্দ্র (হে ইন্দ্র) বৃষভঃ (জলবর্ষী) [ত্বম্] (তুমি) মরুত্বান্ (মরুৎগণসমন্বিত হইয়া)[১] রণায় (সংগ্রাম করিবার উদ্দেশ্যে) মদায় (মদের নিমিত্ত) অনুষ্বধং (সবনীয় পুরোডাশাদি অন্নসংযুক্ত) সোমং (অস্মৎ প্রদত্ত সোমরস) পিবা (পিব—পান কর) ; স্বজঠরে (স্বীয় উদরে) মধ্বঃ (মধু বা মদ্যসদৃশ সোমের) উর্ম্মিম্ (রাশি) আসিঞ্চ (ক্ষরিত কর) ; ত্বং (তুমি) প্রদিবঃ সুতানাং [সোমানাং] (পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসেও অভিষুত সোমরসের) রাজা অসি (অধিপতি হও)।

'জঠর' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইতেছে।

মরুত্বানিন্দ্র মরুদ্ভিস্তদ্বান, বৃষভো বর্ষিতাপাম্ ॥ ২ ॥

'মরুত্বান্ ইন্দ্র' এই স্থলে 'মরুত্বান্' পদের অর্থ—মরুৎগণের দ্বারা তদ্বিশিষ্ট অর্থাৎ মরুৎগণ-সমন্বিত। 'বৃষভ' শব্দের অর্থ বর্ষণকারী ; বর্ষণকারিত্ব নিবন্ধন বৃষভের সহিত জলের সম্বন্ধ আছে। কাজেই ভাষ্যকার 'অপাম্' পদের অধ্যাহার করিয়া 'বৃষভঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন—অপাং বর্ষিতা[২] (বৃষ্টিলক্ষণানামপাং বর্ষিতা—বৃষ্টিরূপ জলের বর্ষণকারী)।

রণায় রমণীয়ায় সংগ্রামায় ॥ ৩ ॥

রণায়—রমণীয়ায় সংগ্রামায় (রমণীয় সংগ্রাম করিবার উদ্দেশ্যে)।

'রণ' শব্দের অর্থ সংগ্রাম। ভাষ্যে 'রমণীয়ায়' এই পদের গ্রহণ হইয়াছে 'রণ' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে।[৩] 'রণ' শব্দ 'রম্' ধাতু হইতেও নিষ্পন্ন হইতে পারে ; রণ রমণীয়—বিচিত্রকর্ম্মাধিষ্ঠাননিবন্ধন।[৪]

পিব সোমমনুষ্বধমন্নম্ ॥ ৪ ॥

পিবা সোমম্ অনুষ্বধম্—পিব সোমম্ অনুষ্বধম্ ; অনুষ্বধম্—অন্নম্।

১। মরুৎসংযুক্তো ভূত্বা (দুঃ)।

২। 'অপাম্' ইত্যধ্যাহৃতং ভাষ্যকারেণ বৃষভসম্বন্ধাৎ (দুঃ)।

৩। রমণীয়স্যোপাদানং রণশব্দস্য নির্ব্বচনপ্রদর্শনার্থম্ (স্কঃ ম্বাঃ)।

৪। বৃধা রমতেঃ রাসা সাস্না স্থূণাবীণা (উ ২৯৫) ইত্যাদিনা ন প্রত্যয়ো মকারলোপশ্চ নিপাত্যতে ; রমণীয়ো সংগ্রামো বিচিত্রকর্ম্মাধিষ্ঠানত্বাৎ (দেঃ রাঃ)।

অন্বধম্—এই স্থলে দুইটী পদ আছে, 'অনু' এবং 'স্বধা'। 'স্বধা' শব্দের অর্থ—অন্ন (নিঘ ২।৭); কাজেই অনুষধম্ = অন্বন্নম্ (অনু + অন্নম্)। স্কন্দস্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সবনীয় পুরোডাশাদি অন্নের দ্বারা অনুগত অর্থাৎ সবনীয় পুরোডাশাদি সংযুক্ত। ইন্দ্রকে ঋষি ঈদৃশ সোম পান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। লক্ষ্মণস্বরূপ 'অনুষধম্'—ইহার অর্থ করিয়াছেন 'অন্নের পরে' অর্থাৎ 'ভোজনের পরে' (after *food* i.e. after meals). পিবা = পিব (পা: ৬।৩।১৩৭)।

মদায় মদনীয়ায় জৈত্রায় ॥ ৫ ॥

মদনীয়ায় জৈত্রায় মদায়। (মদায়—ইহার অর্থ মদনীয়ায় জৈত্রায় মদায় অর্থাৎ এইরূপ মদের জন্য যাহা হর্ষজনক এবং বিজয়জনক)।

সংগ্রাম করিবার উদ্দেশ্যে তুমি মদের জন্য সোম পান কর—ইহাই ইন্দ্রের নিকট ঋষির প্রার্থনা। সম্মোহকর মদ দোষের; এইরূপ মদই সংগ্রামে অভিলষিত যাহার দ্বারা হর্ষ হয় এবং বিজয়লাভ হয়।[১] কাজেই ভাষ্যকার 'জৈত্রায়' পদের অধ্যাহার করিয়া ইহাকে 'মদায়' এই পদের বিশেষণরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'জৈত্র' শব্দের অর্থ—বিজয়জনক। 'মদ' শব্দের ধাতুগত অর্থ মদনীয়, (মাদ্যতি অনেন—করণে অনীয় প্রত্যয়;—যাহার দ্বারা মত্ত বা হৃষ্ট হয়)। 'জৈত্র' শব্দের বিশেষ্যরূপে (ক্লীবলিঙ্গে)ও প্রয়োগ আছে; অর্থ—বিজয়। কাজেই মদনীয়ায় জৈত্রায়—এই অংশকে 'মদায়' পদের ব্যাখ্যা রূপে গণ্য করিলেও অর্থ সুসঙ্গত হইতে পারে। মদায় = মদনীয়ায় জৈত্রায় অর্থাৎ এইরূপ বিজয়লাভের জন্য যাহা দ্বারা মদ বা হর্ষ হয়। Drink some for rapture, i.e. *for a maddening victory*—লক্ষ্মণস্বরূপের এই অনুবাদ ঈদৃশ ব্যাখ্যার সমর্থক।

আসিঞ্চ স্বজঠরে মধুন উর্ম্মিম্ ॥ ৬ ॥

আসিঞ্চ স্বজঠরে মধ্বঃ উর্ম্মিম্ = আসিঞ্চ স্বজঠরে মধুনঃ উর্ম্মিম্ (স্বীয় উদরে মধুরাশি ক্ষরিত কর অর্থাৎ ঢালিয়া দেও)।

ঋষি বলিতেছেন—অল্প করিয়া মধু অর্থাৎ মধুসদৃশ সোমরস পান করিও না। প্রভূত পরিমাণ মধুতে অর্থাৎ মদ্যে স্বীয় উদর পূর্ণ কর; ইহা করিলেই জৈত্র (বিজয়জনক) মদ উপজাত হইবে।[২] আসিঞ্চ স্বজঠরে—ইহার পদবিভাগ স্কন্দস্বামী করেন 'আসিঞ্চস্ব জঠরে' এইরূপ।[৩] মধ্বঃ = মধুনঃ (বাঃ ৪১১৫)।

১। দ্বিবিধো হি মদঃ সম্মোহকরো জৈত্রশ্চ, তয়োর্জৈত্র ইষ্টঃ সংগ্রামে (দুঃ)।

২। কথক পুনঃ পিব? কিয়দীষৎ নেত্যুচ্যতে,...উর্ম্মিঃ সম্বাতম, তাবৎ সোমম সিঞ্চ স্বজঠরে যাবজ্জৈত্রো মদ উপজায়তে (দুঃ)।

৩। আসিঞ্চস্ব জঠরে মধ্বো মধুসদৃশস্য স্বাদোঃ সোমস্য উর্ম্মিং সম্বাতং বহুসোমং পিবেত্যর্থঃ।

মধু সোমমিত্যৌপমিকং মাদ্যতেঃ ।
ইদমপীতরন্মধ্বেতস্মাদেব ॥ ৭ ॥

মধু সোমম্ ('মধু' শব্দের অর্থ যে সোম) ইতি ঔপমিকম্ (ইহা উপমাপ্রযুক্ত) মাদ্যতেঃ ('মধু' শব্দ 'মদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। ইদম্ অপি ইতরৎ মধু (এই যে অন্য মধুমক্ষিকার মধু) এতস্মাৎ এব (এই 'মদ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন)।

মধু (মদ্য) ও সোমের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। হর্ষার্থক 'মদ্' ধাতু হইতে 'মধু' শব্দের নিষ্পত্তি।[1] মধু ও সোম উভয় বস্তু হইতেই সমান হর্ষ বা তৃপ্তি জন্মে।[2] এই সাদৃশ্য বা উপমাবশতঃই 'মধু' শব্দের অর্থ সোম। মাক্ষিক মধু অর্থাৎ মধুমক্ষিকা হইতে যে মধু উৎপন্ন হয়, তাহাও 'মদ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন; মাক্ষিক মধু পান করিলেও হর্ষ বা তৃপ্তি জন্মে।[3]

ত্বং রাজাসি পূর্বেষপ্যহঃসু সুতানাম্ ॥ ৮ ॥

ত্বং রাজাসি প্রদিবঃ সুতানাম্—ত্বং রাজাসি পূর্বেষু অপি অহঃসু সুতানাম্ (পূর্ব পূর্ব দিনসমূহেও অভিষুত সোমের তুমিই রাজা)।

'প্রদিবঃ' শব্দের অর্থ 'পূর্বেষু অহঃসু' (পূর্ব পূর্ব দিনসমূহে); ইহা একটি সকারান্ত অব্যয় শব্দ—নিঘণ্টুতে—'পুরাণ' নামসমূহে পঠিত (নিঘ ৩।২৭)। ঋষি ইন্দ্রকে এই বলিয়া সোমপানে উৎসাহিত করিতেছেন—হে ইন্দ্র, তুমি যে মাত্র ইদানীং অভিষুত সোমেরই অধিপতি তাহা নহে, পূর্ব পূর্বকালে যে সমস্ত সোম অভিষুত হইয়াছে, তাহারও অধিপতি তুমিই; এই অবস্থায় তোমার পক্ষে সোম পান সমুচিত।[4]

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বৈয়াকরণের মতে 'মন্' ধাতু হইতে 'মধু' শব্দ নিষ্পন্ন (উ ১৮)।

২। মাদ্যতঃ ধাত্বোহৃপ্তির্হি সমানা, সোমেন মধ্বা চেত্যৌপমিকত্বম্ (দুঃ)।

৩। মাক্ষিকং ভ্রামরং ক্ষৌদ্রং বা এতন্মাদেব ধাতোঃ, তেনাপি হি তৃপ্যন্তি পাতারঃ (স্কঃ বাঃ)।

৪। পূর্বেষপ্যহঃসু সুতানাম্ অভিষুতানাম্, ন কেবলমাধুনিকানাম্, এবং তে সমুচিতং সোমপানং বিজ্ঞপ্তিপ্রায (দুঃ)।

নবম পরিচ্ছেদ

তিতউ পরিপবনং ভবতি ততবদ্বা তুন্নবদ্বা তিলমাত্রতুন্নমিতি বা ॥ ১ ॥

তিতউ পরিপবনং ভবতি ('তিতউ' শব্দের অর্থ পরিপবন বা চালনী); ততবৎ বা (হয় ইহা তত বা চর্ম্মসংযুক্ত), তুন্নবৎ বা (আর না হয় ইহা তুন্ন বা ছিদ্রবিশিষ্ট), তিলমাত্রতুন্নম্ (তিলের ন্যায় ক্ষুদ্র ছিদ্রসমন্বিত)—ইতি বা (অথবা ইহাই 'তিতউ' শব্দের অর্থ)।

'তিতউ' শব্দটি অনবগতসংস্কার এবং অপ্রসিদ্ধার্থক। ইহার অর্থ পরিপবন (যাহাদ্বারা সক্তু পরিপূত বা বিশুদ্ধ করা যায়) অর্থাৎ চালনী।[১] 'তত' শব্দ চর্ম্মবোধক; 'তত' শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে মতুপ্ করিয়া 'ততবৎ' শব্দ হইয়াছে। পরিপবন বা চালনী চর্ম্মবৎ অর্থাৎ চর্মের দ্বারা বদ্ধ।[২] ততবৎ = তিতউ। অথবা, চালনী তুন্নবৎ ('তুন্ন' শব্দের উত্তর মতুপ্); 'তুন্ন' শব্দের অর্থ ছিদ্র। চালনী অসংখ্য ছিদ্রবিশিষ্ট।[৩] তুন্নবৎ = তিতউ। অথবা, চালনী তিলমাত্রতুন্ন অর্থাৎ তিলের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রসমন্বিত। তিলমাত্রতুন্ন = তিতউ। ('তিল' শব্দের তি, 'তুন্ন' শব্দের তকার এবং উকার)।[৪]

॥ নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। সক্তবঃ পরিপূয়ন্তে যেন দ্রব্যেণ তৎপরিপবনমুচ্যতে (দুঃ)।

২। ততেন চর্ম্মণা নদ্ধঃ তিতউ (দুঃ)।

৩। তুন্নৈর্বা ছিদ্রৈঃ তদ্বৎ তিতউ।

৪। তিলশব্দাৎ তিঃ, তুন্নশব্দাদুকারতকারৌ (দেঃ রাঃ)।

দশম পরিচ্ছেদ

সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।
অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধিবাচি ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।৭১।২)

তিতউনা (চালনীদ্বারা) সক্তুম্ ইব পুনন্তঃ (যেরূপ সক্তুকে পরিষ্কার করে) [তদ্রূপ] যত্র (যে বিদ্বৎসমাজে অথবা যজ্ঞে)[1] ধীরাঃ (প্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ) মনসা (নির্মল মনে) বাচম্ অক্রত (বাক্য প্রয়োগ করেন অর্থাৎ ব্যাখ্যানাদি দ্বারা নিজেদের জ্ঞান প্রকটিত করেন)[2] অত্রা (অত্র — তত্র — তথায়) সখায়ঃ (সমান বিদ্যায় অভিজ্ঞতানিবন্ধন পরস্পর সখ্যতাসম্পন্ন তাদৃশ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ) সখ্যানি (সখ্য) জানতে (পরিজ্ঞাত হয়েন); এষাং (ইহাদিগের) ভদ্রা (কল্যাণময়ী) লক্ষ্মীঃ (জ্ঞানাখ্যা লক্ষ্মী) অধিবাচি (বাক্যের উপরে) নিহিতা (সংস্থাপিতা)।

'তিতউ' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইতেছে। মনসা = সংস্কৃতমনসা অর্থাৎ শাস্ত্রজনিত বিবেকজ্ঞানে। চালনীদ্বারা সক্তু পরিষ্কার করা হয়, ধীর ব্যক্তিগণও শাস্ত্রজনিত বিবেক-জ্ঞানে[3] বাক্যকে পরিষ্কৃত বা নির্দোষ করেন। সখায়ঃ — সমানখ্যানাঃ অর্থাৎ তুল্য বিদ্যায় অভিজ্ঞ; বৈয়াকরণগণ বৈয়াকরণের সখা, নৈরুক্তগণ নৈরুক্তগণের সখা।[4] যখন বৈয়াকরণগণ বা নৈরুক্তগণ বিশুদ্ধশাস্ত্রজ্ঞানে দোষমুক্ত করিয়া বাক্য প্রয়োগ করেন অর্থাৎ শাস্ত্রের ব্যাখ্যানাদি করিয়া নিজেদের জ্ঞান প্রকাশিত করেন, তখন পরস্পর পরস্পরের সখ্য অর্থাৎ সখ্যের কারণীভূত হয়েন।[5] তাঁহাদের বিজ্ঞানাখ্য ভজনীয় লক্ষ্মী বাক্যের উপর সংস্থাপিত[6] অর্থাৎ বিশুদ্ধ বাক্যরচনা দ্বারাই তাঁহাদের বিজ্ঞান সুপ্রমাণিত হয়।

১। যত্র যস্মিন্ সমাজে যজ্ঞে বা (দুঃ)।

২। পা ৬।৩।১৩৭।

৩। চালনকস্থানীয়েন শাস্ত্রজনিতবিবেকজ্ঞানেনেত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। সখায়ঃ সমানখ্যানাঃ সমানখ্যানানামেব সমানেষু শাস্ত্রেষু কৃতপ্রমাণানাম্, তদ্যথা—বৈয়াকরণানাং বৈয়াকরণা এব নৈরুক্তানাং নৈরুক্তা এব (দুঃ)।

৫। সখ্যানি সখিতাবান্ জানতে বিজ্ঞানানি সঞ্জানতে, ইতরেতরস্য যো বিজ্ঞানপ্রকর্ষস্তং জানতে (দুঃ)।

৬। ভদ্রা কল্যাণী এষাং লক্ষ্মীর্জ্ঞানাখ্যা নিহিতা অধিবাচি বাচ উপরি (স্কঃ স্বাঃ); এষাং লক্ষ্মীর্বিজ্ঞানাখ্যা বাচম্ অধি উপরি নিহিতা অবস্থাপিতা (দুঃ)।

সক্তুমিব পরিপবনেন পুনন্তঃ ॥ ২ ॥

সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তঃ=সক্তুমিব পরিপবনেন পুনন্তঃ (সক্তুকে যেরূপ পরিপবন বা চালনীর দ্বারা পবিত্র বা পরিষ্কৃত করে)। তিতউনা—পরিপবনেন; 'তিতউ' শব্দের অর্থ পরিপবন (চালনী)।

সক্তুঃ সচতের্দুর্ধাবো ভবতি কসতের্বা স্যাদ্বিপরীতস্য বিকসিতো ভবতি ॥ ৩ ॥

সক্তুঃ ('সক্তু' শব্দ) সচতেঃ ('সচ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), দুর্ধাবঃ ভবতি (দুষ্পরিশোধনীয় হয়); কসতেঃ বা স্যাৎ বিপরীতস্য—'কস্' ধাতু হইতেও বা বর্ণবিপর্যায় করিয়া ('সক্তু' শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে), বিকসিতো ভবতি (বিকসিত হয়)।

সমবায়ার্থক 'সচ্' ধাতুর উত্তর 'তুন্', প্রত্যয়ে (উ ৬৯) 'সক্তু'-শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে; সক্তুকণা পরস্পর সমবেত বা সুসংশ্লিষ্ট; কাজেই দুর্ধাব অর্থাৎ ইহার ধাবন বা পরিষ্করণ দুষ্কর। তিতউ বা চালনীদ্বারা ইহাকে কষ্টে পরিষ্কার করিতে হয়, বাক্যকেও সুসংস্কৃত মনের দ্বারা কষ্টে পরিশুদ্ধ করিতে হয়। 'কস্' ধাতুর উত্তর 'তুন্' প্রত্যয় করিয়া বর্ণবিপর্যয়ের দ্বারাও 'সক্তু' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে। 'কস্' ধাতু গত্যর্থক; কিন্তু 'বি' উপসর্গ পূর্ব্বে থাকিলে যে অর্থ প্রকাশ করে (পরিস্ফুট হওয়া বা স্ফীত হওয়া) এই স্থানে সেই অর্থ প্রকাশ করিবে। কস্ তু—সক্তু (সক্তু); সক্তু সিক্ত হইলে পরিস্ফুট আকার ধারণ করে অর্থাৎ জল মিশ্রিত করিলে স্ফীত হয়।

যত্র ধীরা মনসা বাচমকৃষত প্রজ্ঞানম্,

ধীরাঃ প্রজ্ঞানবন্তো ধ্যানবন্তঃ ॥ ৪ ॥

যত্র ধীরাঃ মনসা বাচম্ অক্রত—যত্র ধীরাঃ মনসা বাচম্ অকৃষত; অক্রত—অকৃষত ('কৃ' ধাতু লুঙ্ প্রথম পুরুষের বহুবচন)—কুর্ব্বন্তি।[১] বাচম্—প্রজ্ঞানম্।[২] বাচম্ অক্রত—ইহার অর্থ বাক্য প্রয়োগ করেন অর্থাৎ ব্যাখ্যানাদি দ্বারা নিজেদের জ্ঞান প্রকথিত করেন। ধীরাঃ—প্রজ্ঞানবন্তঃ ধ্যানবন্তঃ (প্রজ্ঞানসম্পন্ন অর্থাৎ ধ্যানসম্পন্ন, অর্থাৎ চিন্তাশীল মনীষিগণ)। 'ধী' শব্দের অর্থ প্রজ্ঞান ও ধ্যান; মত্বর্থে 'র' প্রত্যয়। 'ধ্যান' ও 'ধী' উভয় শব্দই 'ধ্যৈ' ধাতু নিষ্পন্ন (বাঃ ২১৫১)।

তত্র সখায়ঃ সখ্যানি সংজানতে ভদ্রৈষাং

লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি ইতি ॥ ৫ ॥

অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে…………=তত্র সখায়ঃ সখ্যানি সংজানতে…………

১। অক্রত-অকৃষত কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ (দুঃ)।

২। প্রজ্ঞানার্থত্বাদ্ বাচঃ (স্কঃ ভাঃ)।

অভ্রা = অভ্র = ভদ্র।[1] জ্ঞানতে = সংজ্ঞায়তে (সম্যক্ পরিজ্ঞাত হয়েন)।

ভদ্রং ভগেন ব্যাখ্যাতং ভজনীয়ং ভূতানামভিদ্রবণীয়ং
ভবদ্রময়তীতি বা ভাজনবদ্বা ॥ ৬ ॥

ভদ্রং ('ভদ্র' শব্দ) ভগেন ('ভগ' শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে), ভজনীয়ং (ভদ্র যাহা তাহা ভজনীয়), ভূতানাম্ (প্রাণিগণের) অভিদ্রবণীয়ম্ (অভিগম্য), বা (অথবা) ভবৎ (উৎপদ্যমান প্রাণিসমূহকে)[2] রময়তি (আনন্দিত করে) ইতি (ইহা 'ভদ্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি), বা (অথবা) ভাজনবৎ (সুপাত্রবিশিষ্ট)।

'ভদ্র' শব্দ ও 'ভগ' শব্দ এক 'ভজ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন।[3] কাজেই 'ভগ' শব্দের দ্বারাই 'ভদ্র' শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে (নির্ ১।৭)। ভদ্র বা কল্যাণকর যাহা তাহা সকলেরই ভজনীয়। অভি পূর্ব্বক 'দ্রু' ধাতু হইতেও 'ভদ্র' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে ; যাহা ভদ্র বা কল্যাণ তাহা ভূতগণের (প্রাণিসমূহের) অভিদ্রবণীয় বা অভিগম্য। (অভি উপসর্গের 'ভ' এবং 'দ্রু' ধাতুর 'দ্র' নিয়া শব্দটি গঠিত)।[4] ভবৎ (ভূ + শতৃ) শব্দের অর্থ—যাহা হয় ; উৎপদ্যমান প্রাণী। উৎপদ্যমান প্রাণিমাত্রকেই ভদ্র বা কল্যাণ আনন্দিত করিয়া থাকে। 'ভবৎ' পূর্ব্বক 'রম্' ধাতুর উত্তর 'ড' প্রত্যয়ে 'ভদ্র' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে ; ভবদ্ + র = ভদ্র। অথবা কল্যাণীয় পুরুষগণই ভদ্রের ভাজন বা পাত্র, অর্থাৎ ভদ্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; কাজেই ভদ্র ভাজনবৎ বা সুপাত্রবিশিষ্ট। 'ভাজন' শব্দের উত্তর মত্বর্থীয় 'র' প্রত্যয়। ভাজন + র = ভদ্র (ভা স্থানে ভ, জ্ স্থানে দ্ + র = ভদ্র)।[5]

লক্ষ্মীর্লাভাদ্বা লক্ষণাদ্বা লাঞ্ছনাদ্বা লষতের্বা স্যাৎ প্রেপ্সাকর্ম্মণো
লগ্যতের্বা স্যাদাশ্লেষকর্ম্মণো লজ্জতের্বা স্যাদশ্লাঘাকর্ম্মণঃ ॥ ৭ ॥

'লক্ষ্মীঃ' ('লক্ষ্মী' শব্দ) লাভাৎ বা ('লভ্' ধাতু হইতেও বা নিষ্পন্ন হইতে পারে)। লভ্যতে অনয়া (ইহা দ্বারা লাভ হয়)—ইহাই ব্যুৎপত্তি ; লক্ষ্মীবান্ পুরুষই লক্ষ্মীর সাহায্যে অভীষ্ট পদার্থ লাভ করিয়া থাকেন।[6] লক্ষণাৎ বা[7] ('লক্ষ্মী' শব্দ 'লক্ষ্' ধাতু হইতেও বা

১। অত্র যদ্ভেত্যাদিষ্টস্য ভদ্রেত্যনেন প্রতিনির্দিষ্টত্বাৎ অভ্র শব্দোঽত্র ভদ্রেত্যস্যার্থে (স্কঃ বাঃ)।

২। ভবৎ উৎপদ্যমানং…(স্কঃ বাঃ)।

৩। বৈয়াকরণের মতে কল্যাণসুখার্থক 'ভদি' ধাতুর উত্তর 'রন্' প্রত্যয়ে 'ভদ্র' শব্দ নিষ্পন্ন (উ ১৮৬)।

৪। অভের্ভঃ দ্রবতের্দ্রশব্দঃ স্কঃ বাঃ)।

৫। সন্তি হি কল্যাণরূপাঃ পুরুষাঃ, যে ভদ্র ভাজনম্, তৈস্তদ্বৎ (দুঃ) ; ভাশব্দস্য হ্রস্বত্বম্, জকারস্য দকারঃ, অনশব্দস্য লোপঃ মত্বর্থে রঃ নামকরণঃ (-স্কঃ বাঃ)।

৬। লক্ষ্মীবন্ত এব লভন্তে নেতরে (দুঃ)।

৭। বৈয়াকরণের মতে 'লক্ষ্' ধাতু হইতেই 'লক্ষ্মী' শব্দ নিষ্পন্ন (উ ৪৩০)।

নিষ্পন্ন হইতে পারে)। ব্যুৎপত্তি—সা হি লক্ষ্যতে চিন্ত্যতে সর্ব্বৈঃ[১] (লক্ষ্মী সকলের দ্বারাই লক্ষিত বা চিন্তিত হয়—লক্ষ্মীলাভ সকলেরই লক্ষ্য বা চিন্তার বিষয়)। দুর্গাচার্য্য 'লক্ষণাদ্বা' এই স্থলে 'আলক্ষণাদ্বা' এইরূপ পাঠ করেন। ব্যুৎপত্তি—আলক্ষিতো ভবতি (আলক্ষিত বা চিহ্নিত হয়—অমুকের লক্ষ্মী আছে এই বলিয়া লক্ষ্মীবান্ ব্যক্তিকে সকলে চিহ্নিত করিয়া থাকে)।[২] লাঞ্ছনাৎ বা ('লক্ষ্মী' শব্দ 'লাঞ্ছ' ধাতু হইতেও বা নিষ্পন্ন হইতে পারে)। ব্যুৎপত্তি—তয়া হি লাঞ্ছিতঃ (চিহ্নিতঃ) ইব ভবতি[৩] (লক্ষ্মীর দ্বারা লক্ষ্মীবান্ পুরুষ যেন লাঞ্ছিত বা চিহ্নিত হয়েন)। আলক্ষণাদ্ বা—ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপই ; লক্ষণাদ্ বা—ইহার ব্যুৎপত্তিও এইরূপ করা যাইতে পারে। ধাতুর মাত্র ভিন্নতা, ব্যুৎপত্তি প্রায় একই।[৪] প্রেপ্সাকর্ম্মণঃ—লষতেঃ বা স্যাৎ (প্রাপ্তীচ্ছাবোধক 'লষ্' ধাতু হইতেও বা 'লক্ষ্মী' শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে)। ব্যুৎপত্তি—সর্ব্ব এব হি তামভিলষন্তি[৫] (সকলেই লক্ষ্মীকে পাইতে ইচ্ছা করে)। আশ্লেষকর্ম্মণঃ লগ্যতেঃ[৬] বা স্যাৎ (আশ্লেষার্থক 'লগ্' ধাতু হইতেও বা 'লক্ষ্মী' শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে)। ব্যুৎপত্তি—লক্ষ্মী যেন লক্ষ্মীবান্ পুরুষকে জড়াইয়া থাকে,[৭] অথবা—লক্ষ্মীহি আশ্লিষ্টা ভবন্তিঃ (লক্ষ্মী লক্ষ্মীবান্ পুরুষগণ কর্ত্তৃক আশ্লিষ্ট হইয়া থাকে)। অশ্লাঘাকর্ম্মণঃ লজ্জতেঃ বা স্যাৎ (অশ্লাঘার্থক 'লজ্জ্' ধাতু হইতেও বা 'লক্ষ্মী' শব্দের নিষ্পত্তি হইতে পারে)। ব্যুৎপত্তি—লক্ষ্মীবান্ য উত্তমঃ স লজ্জিত ইব তয়া ন শ্লাঘতে[৮] (লক্ষ্মীবান্ পুরুষ উত্তমস্বভাবসম্পন্ন হইলে যেন লজ্জিত হইয়াই থাকেন, লক্ষ্মী বা ঐশ্বর্য্যনিবন্ধন শ্লাঘা করেন না)।

শিপ্রে ইত্যুপরিষ্টাদ্ ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ৮ ॥

শিপ্রে ইতি ('শিপ্রে' এই পদটীকে) উপরিষ্টাৎ (পরে) ব্যাখ্যাস্যামঃ (ব্যাখ্যা করিব)। শিপ্রে—ইহা একটি অনবগতসংস্কার পদ ; ইহার ব্যাখ্যা পরে (নিরু ৬।১৭) করা হইবে। নিগমান্তরপ্রসঙ্গে এই পদটী আসিবে বলিয়া লাঘবের উদ্দেশ্যে এই স্থানে ব্যাখ্যাত হয় নাই।

॥ দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। স্কন্দস্বামী।

২। আলক্ষিত এব হি লক্ষ্মীবান্ (দুঃ)।

৩। দুর্গাচার্য্য।

৪। ধাতুভেদমাত্রম্, অর্থস্তু স এব (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। দুর্গাচার্য্য ; লক্ষ্মীর্হি সর্ব্বৈঃ প্রাপ্তুমিষ্যতে বা (স্কঃ স্বাঃ)।

৬। ধাতুপাঠে লগে (সঙ্গে)—দ্রষ্টব্য।

৭। স্কন্দস্বামী ; আশ্লিষ্ট ইব হি সা বর্ত্ততে পুরুষম্ (দুঃ)।

৮। স্কন্দস্বামী ; যে হি লক্ষ্মীবন্তো ভবন্তি, তে স্বয়মাত্মানং ন শ্লাঘন্তে (দুঃ)।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তৎ সূর্য্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যা কর্ত্তোর্বিততং সঞ্জভার।

যদেদযুক্ত হরিতঃ সধস্থাদাদ্রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ ॥ ১ ॥

(ঋ ১।১১৫।৪)

তৎ (তাহাই) সূর্য্যস্য (সূর্য্যের) দেবত্বং (দেবত্ব), তৎ (তাহাই) মহিত্বং (মাহাত্ম্য) [যৎ] (যে)[1] কর্ত্তোঃ (কৃষ্যাদি কর্ম্মের) মধ্যা (মধ্যেই) বিততং (বিস্তীর্ণ রশ্মিজাল) সঞ্জভার (সঞ্জহার—সংবরণ করেন); যদেৎ (যদা+ইৎ[2]—যখন) হরিতঃ (রসহরণশীল-রশ্মিসমূহ) সধস্থাৎ (পৃথিবীলোক হইতে আকর্ষণ করিয়া)[3] অযুক্ত (অস্তাচল গমনের নিমিত্ত নিযুক্ত করেন),[4] আৎ (অথ—তৎক্ষণেই)[5] রাত্রী (রাত্রি) সিমস্মৈ (সিমস্মাৎ—সর্ব্বলোক হইতে) বাসঃ (দিন) [অপকৃষ্য] (সংহৃত করিয়া) [তমঃ] তনুতে (অন্ধকার বিস্তৃত করে); অথবা, রাত্রী (রাত্রি) সিমস্মৈ (সিমস্মিন্—সর্ব্বলোকে) বাসঃ ইব তমঃ তনুতে (দিবসকে যেরূপ বিস্তৃত করে,[6] সেইরূপ অন্ধকারকে বিস্তৃত করে)।

মধ্যা—ইহা একটি অনবগতসংস্কার পদ, মধ্যে—এই পদটী অবগতসংস্কার। মধ্যা—এই পদের নিগম প্রদর্শিত হইতেছে। ঋষি (অঙ্গিরার পুত্র কুৎস) বলিতেছেন—ইহাই সূর্য্যের দেবত্ব এবং ইহাই মহত্ত্ব যে, তিনি মানুষের কর্ম্মের মধ্যেই অর্থাৎ তাহাদের কর্ম্ম অসমাপ্ত থাকিতেই মুহূর্ত্তকালের মধ্যে এবং প্রযত্নব্যতিরেকে পৃথিবীলোক হইতে তাহাদেরই চক্ষুর উপর তাঁহার বিতত রশ্মিজাল সংবরণ করেন এবং রশ্মিজাল সংবরণ করিবামাত্রই রাত্রির অন্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হয়।

তৎসূর্য্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যে যৎ কর্ম্মণাং

ক্রিয়মাণানাং বিততং সংহ্রিয়তে ॥ ২ ॥

যৎ কর্ম্মণাং ক্রিয়মাণানাং মধ্যে বিততং সংহ্রিয়তে (ক্রিয়মাণ কর্ম্মের মধ্যে অর্থাৎ কৃষ্যাদি কর্ম্ম অসমাপ্ত থাকিতে যে সূর্য্যের বিতত রশ্মিজাল সংহৃত হয়) তৎ সূর্য্যস্য দেবত্বং তৎ মহিত্বং

১। তচ্ছব্দশ্রুতে র্যচ্ছব্দোঽধ্যাহার্য্যঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। ইৎ শব্দ নিরর্থক ; যদা ইদনর্থকঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। সধস্থ শব্দের অর্থ—সহস্থান ; পৃথিবী রশ্মিসমূহের সহস্থান। কারণ, পৃথিবী হইতেই সূর্য্যরশ্মি রস গ্রহণ করে ; সধস্থাৎ পৃথিবীলোকাদাকৃষ্য), পৃথিবী হি তেষাং রসাদানার্থং সহস্থানম্ (দুঃ)।

৪। অস্তং গন্তুং নিযুঙ্‌ক্তে (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। আৎ অথ অনন্তরমেতদর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৬। বাসস্তনুতে অহস্তনুতে ইত্যর্থঃ, রাত্রিপ্রান্তে হি শুক্লবর্ণদৃশ্যতে, তেন জায়তে রাত্র্যেবেদং কৃতমিতি (দুঃ)।

(তাহাই সূর্য্যের দেবত্ব এবং তাহাই সূর্য্যের মহত্ত্ব)। 'মহিত্ব' শব্দের অর্থ—মহত্ত্ব।[১] মধ্যা—মধ্যে। তৎ সূর্য্যস্য……যৎ কর্ম্মণাম্ ……'তৎ' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া 'যৎ' পদের অধ্যাহার। 'কর্ত্তোঃ' পদের ব্যাখ্যা—কর্ম্মণাং ক্রিয়মাণানাম্; কর্ত্তোঃ—'কর্ত্তৃ' শব্দের ষষ্ঠীর একবচনের পদ। একবচনান্ত হইলেও বহুবচনের দ্বারা ইহার অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। 'কৃ' ধাতুর উত্তর 'তুন' প্রত্যয়ে 'কর্ত্তৃ' শব্দ নিষ্পন্ন (দেঃ রাঃ)। বিততং সংজভার—বিততং সংহ্রিয়তে; মূলে কর্ত্তৃবাচ্য থাকিলেও ভাষ্যে কর্ম্মবাচ্যের দ্বারা অর্থ প্রকাশ করা হইয়াছে। সংজভার—'হৃ' ধাতুর পদ; 'হ' স্থানে 'ভ' (বাঃ ৪৮২৩); লটের অর্থে লিট্ (পাঃ ৩/৪/৬)।

যদাসাবযুক্ত[২] হরণানাদিত্যরশ্মীন্ হরিতোঽশ্বানিতি বা ॥ ৩ ॥

যদেদযুক্ত (যদা ইৎ অযুক্ত)—যদা অসৌ অযুক্ত (যখন সূর্য্য আদিত্যরশ্মিসমূহ অস্তাচল গমনের নিমিত্ত নিযুক্ত করেন); 'ইৎ' শব্দ নিরর্থক। হরিতঃ—হরণান্—আদিত্যরশ্মীন্ (আদিত্যরশ্মিসমূহকে), হরণান্—আদিত্যরশ্মি পৃথিবী হইতে রস হরণ করে বলিয়া হরণ[৩] বা হরিৎ। এই উভয় শব্দই 'হৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অশ্বানিতি বা—অথবা 'হরিতঃ—হরিন্নামকান্ অশ্বান্' (হরিৎ-নামক সূর্য্যাশ্বসমূহকে);[৪] এই পক্ষে 'যদেদযুক্ত হরিতঃ'—ইহার অর্থ হইবে 'যখন সূর্য্য তাঁহার হরিৎ-নামক অশ্বগণকে অস্তাচল গমনের নিমিত্ত নিযুক্ত করেন'। সূর্য্যের অশ্ব সাতটি, এই জন্য তাঁহার এক নাম সপ্তাশ্ব—ইহা পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ।[৫] সূর্য্যের অশ্বসমূহের নাম 'হরিৎ'। বস্তুত ইহা রূপক; সূর্য্যের সাতটি রশ্মিই তাঁহার সাত অশ্ব। 'অশ্ব' শব্দের অর্থ 'রশ্মি'—সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করে এই ব্যুৎপত্তিতে (অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি ইতি ব্যুৎপত্তেঃ); ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতুর উত্তর 'ক্বন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন (উ ১৪৯)। 'অশ্ব' শব্দের অর্থ যখন 'ঘোটক', তখন ব্যুৎপত্তি হইবে—অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি অধ্বানম্ (গতিদ্বারা পথ ব্যাপ্ত করে)।

অথ রাত্রী বাস স্তনুতে সিমস্মৈ বেসরমহরবযুবতী সর্ব্বস্মাৎ ॥ ৪ ॥

আৎ রাত্রী বাস স্তনুতে সিমস্মৈ—অথ রাত্রী বাস স্তনুতে সিমস্মৈ; বাসঃ—বেসরম্—অহঃ (দিন); অবযুবতী (অপনীত বা সংহৃত করিয়া); সিমস্মৈ—সর্ব্বস্মাৎ (সর্ব্বলোক হইতে)।

আৎ রাত্রী বাস স্তনুতে সিমস্মৈ—ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। 'অথ' শব্দ 'আৎ' শব্দের ব্যাখ্যা; অথ=তৎক্ষণে অর্থাৎ সূর্য্য স্বীয় রশ্মিজাল সংহৃত করিলে।[৬] 'বাসঃ' শব্দ 'বাসর'

১। মহিত্বং মহত্ত্বং মাহাভাগ্যং (দুঃ)।

২। পাঠান্তর—অযুক্ত।

৩। হরণান্ রসহরণাৎ (দুঃ)।

৪। হরিত আদিত্যস্য (নিঘ ১।১৫); আদিত্যের বাহন হরিৎ নামক অশ্ব।

৫। হরিতোঽশ্বানিতি বা ঐতিহাসিকপক্ষে (দুঃ)।

৬। আৎ অথ অনন্তরক (স্কঃ স্বাঃ)।

শব্দের রূপান্তর; 'বাসর' শব্দের অকার লোপ হইয়াছে, ইহা ছান্দস অর্থাৎ বৈদিক প্রয়োগ। 'বাসর' শব্দের অর্থ 'দিন'। 'বাসর' শব্দই 'বেসর' রূপ ধারণ করিয়াছে। কাজেই বাসঃ=বেসর অর্থাৎ অহঃ (দিন); 'বেসর' শব্দের ব্যুৎপত্তি এই কাণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। স্কন্দস্বামীর মতে 'বেসর' অপপাঠ; শুদ্ধপাঠ—বাসর।[1] অবয়ুবতী—এই পদটী ভাষ্যকার অধ্যাহার করিয়াছেন; ইহার অর্থ—অবনয়ন্তী' বা অবমিশ্রয়ন্তী (অপনীত বা সংস্কৃত করিয়া)। সিমস্মৈ—পঞ্চমী বিভক্তির অর্থে চতুর্থীর প্রয়োগ হইয়াছে; ইহার অর্থ—সর্ব্বস্মাৎ (সর্ব্বলোক হইতে[2]; 'সিম' শব্দ ও 'সম' শব্দ তুল্যপর্য্যায়)। 'অথ রাত্রী বাস স্তনুতে' ইত্যাদির অন্বয়—অথ রাত্রী বাসঃ (বাসঃ=বেসরম্=অহঃ) সিমস্মৈ (সর্ব্বস্মাৎ লোকাৎ) অবয়ুবতী [তমঃ] তনুতে। 'তমঃ' শব্দের অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। উপরিউক্ত মন্ত্রের রমেশচন্দ্রকৃত অনুবাদ এই :—

সূর্য্যের এরূপ দেবত্ব ও এরূপ মাহাত্ম্য যে, মনুষ্যদিগের কর্ম্ম অসমাপ্ত থাকিতেই তিনি বিস্তীর্ণ রশ্মিজাল সংবরণ করেন। যখন তিনি রথ হইতে হরিৎ নামক অশ্বগণ বিযুক্ত করেন, তখন রাত্রি সর্ব্বলোকে অন্ধকাররূপ আবরণ বিস্তার করেন।

অপি বোপমার্থে স্যাদ্রাত্রীব বাস স্তনুত ইতি ॥ ৫ ॥

অপি বা (অথবা) উপমার্থে স্যাৎ (উপমার অর্থে হইতে পারে); অন্বয় হইবে—রাত্রী বাস ইব [তমঃ] তনুতে ইতি।

লুপ্তোপমা অর্থাৎ 'ইব' শব্দের লোপ স্বীকার করিয়াও 'রাত্রী বাসস্তনুতে'—ইহার অর্থ করা যাইতে পারে। রাত্রী ইব বাসঃ তনুতে—এই স্থলে 'ইব' অস্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে; 'ইব' শব্দের অন্বয় 'রাত্রী' শব্দের সঙ্গে নহে, 'বাসঃ' শব্দের সঙ্গে।[3] 'রাত্রী বাস ইব [তমঃ] তনুতে' ইহার অর্থ—রাত্রি যেরূপ দিবসকে বিস্তৃত করে, সেইরূপ অন্ধকারকেও বিস্তৃত করে। রাত্রি প্রভাত হইলেই দিনের প্রাদুর্ভাব হয়; কাজেই 'রাত্রি দিবসকে বিস্তৃত করে'—এই উক্তি সুসঙ্গত।[4]

১। স্কন্দস্বামী।

২। দুর্গাচার্য্য। সর্ব্বস্মাৎ লোকাৎ (দুঃ)।

৩। ইব শব্দোঽস্থানে প্রযুক্তঃ, নহি রাত্রীত্যেতদুপমার্থে। কিং তর্হি? তনুতে বাস ইত্যনয়োরন্তরঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। সা রাত্রি বাসস্তনুতে অহস্তনুত ইত্যর্থঃ। রাত্রিপ্রান্তে হি শুক্লবর্ণমভ্যেতে, কেন ভায়তে রাত্র্যেবেদং তন্তমিতি (দুঃ)।

তথাপি নিগমো ভবতি 'পুনঃ সমব্যব্বিততং বয়ন্তী' ; সমনাৎসীৎ । ৬ ॥

তথা (লুপ্তোপমা-সম্বলিত) নিগমঃ অপি ভবতি (বৈদিক বাক্যও আছে)। যথা— 'পুনঃ সমব্যব্বিততং বয়ন্তী' এই মন্ত্রাংশে সমব্যৎ—ইহার অর্থ 'সমনাৎসীৎ' (সম্যক বদ্ধ, সংবৃত বা পরিবেষ্টিত করে)।

'রাত্রী বাসন্তমুক্তে'—এই স্থলে লুপ্তোপমা পরিস্ফুট নহে। এইজন্য ভাষ্যকার পরিস্ফুট লুপ্তোপমা-সম্বলিত একটি বৈদিক বাক্যাংশ উদ্ধৃত করিতেছেন। 'পুনঃ সমব্যৎ' ইত্যাদি ঋগ্বেদের ২।৩৮।৪ মন্ত্রের প্রতীক। ইহার অর্থ—বস্ত্রবয়নকারিণী রমণীর ন্যায় রাত্রি পুনরায় আলোক সংবৃত করে (বিততং বস্ত্রং[1] বয়ন্তী স্ত্রী ইব রাত্রিঃ পুনঃ সমব্যৎ সূর্য্যালোকং সমনাৎসীৎ[2]—সংবৃণোতি)। বস্ত্রবয়নকারিণী রমণী সূর্য্যোদয়ে বয়নার্থ বস্ত্র বিস্তৃত করে, সায়ংকালে পুনরায় তাহা সংবৃত বা পরিবেষ্টিত করে অর্থাৎ গুটাইয়া নেয় ; রাত্রিও তাহার প্রান্তভাগে আলোক বিস্তৃত করে, (রাত্রি শেষ হইলেই চতুর্দ্দিক্ আলোকোদ্ভাসিত হইয়া উঠে), সূর্য্যাস্তকালে পুনরায় তাহা সংবৃত করিয়া নেয়। উদ্ধৃত 'পুনঃ সমব্যব্বিততং বয়ন্তী'—এই স্থলে উপমাবাচক 'ইব' প্রভৃতি কোন শব্দ নাই, অথচ উপমার অর্থ রহিয়াছে ; কাজেই লুপ্তোপমা পরিস্ফুট।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বিততং বপন্তী বস্ত্রং বয়ন্তী (স্কঃ টাঃ)।

২। সমব্যৎ 'ব্যেঞ্ সংবরণে' সংবৃণোতি বেষ্টয়তীত্যর্থঃ ; তাস্তে সমনাৎসীদিতি সমব্যদিত্যস্যার্থঃ ; কথম্, 'ণহ' বন্ধনে ইত্যস্যৈতদ্ রূপম্ ; সম্যগ্ বধ্নাতি সংবৃণোতি বেষ্টয়তীত্যর্থঃ (স্কঃ টাঃ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে সঞ্জগ্মানো অবিভ্যুষা ।
মন্দূ সমানবর্চ্চসা ॥ ১ ॥

(ঋ ১।৬।৭)

[হে ভগবন্ ইন্দ্র] অবিভ্যুষা (ভয়বর্জ্জিত) ইন্দ্রেণ (মরুদ্গণের সহিত) সঞ্জগ্মানঃ (মিলিত) সংদৃক্ষসে (তুমি সম্যক্ দৃষ্ট হইয়া থাক)। [যুবাম্] (তোমরা) মন্দূ সমানবর্চ্চসা [চ] (নিত্যপ্রমুদিত এবং তুল্যদীপ্তিবিশিষ্ট)।

'মন্দূ' পদটী অনবগতসংস্কার, 'মদিষ্ণূ'—এই পদ অবগতসংস্কার। মন্ত্রে 'হি' শব্দ পদপূরণার্থ প্রযুক্ত।[1] সমানবর্চ্চসা—সমানবর্চ্চসৌ (প্রথমার দ্বিবচন); পাঃ ৭।১।৩৯ দ্রষ্টব্য।

ইন্দ্রেণ হি সন্দৃশ্যসে সংগচ্ছমানো অবিভ্যুষা গণেন,
মন্দূ মদিষ্ণূ যুবাং স্থঃ ॥ ২ ॥

মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্র এবং মরুদ্গণ। উদ্ধৃত মন্ত্র উভয়ের প্রতিই প্রযোজ্য। যখন ইন্দ্রের প্রতি প্রযোজ্য তখন 'ইন্দ্রেণ' পদের অর্থ 'মরুদ্গণেন'। ইন্দ্রেণ সং হি দৃক্ষসে—ইন্দ্রেণ (মরুদ্গণেন) হি সংদৃশ্যসে; উপসর্গ ও ক্রিয়া ব্যবহিত (পাঃ ১।৪।৮২)। সঞ্জগ্মানঃ—সংগচ্ছমানঃ (পরস্পর সংগত বা মিলিত)। অবিভ্যুষা (তৃতীয়ান্ত)—গণেন (মরুদ্গণেন) এই পদের বিশেষণ; গণেন পদটী অধ্যাহৃত। মন্দূ ('মন্দূ' শব্দের—প্রথমা দ্বিবচন)—মদিষ্ণূ বা মদনশীলৌ (নিত্যপ্রমুদিত)। যুবাম্ (তোমরা উভয়ে—তুমি এবং মরুদ্গণ)।

মন্ত্রটি যখন মরুদ্গণের প্রতি প্রযোজ্য, তখন অন্বয় হইবে—হে মরুদ্গণ, ত্বমিহ অবিভ্যুষা ইন্দ্রেণ সঙ্গমানঃ সংদৃক্ষসে, যুবাং মন্দূ মদিষ্ণূ স্থঃ।[2] এই পক্ষে 'গণেন'—এই পদ ছাড়িয়াই অন্বয় করিতে হইবে।

অপি বা মন্দুনা তেনেতি স্যাৎ ॥ ৩ ॥

অথবা 'মন্দূ' শব্দের তৃতীয়ার একবচনে পরিণাম স্বীকার করিয়া[3] অর্থাৎ মন্দূ—মন্দুনা (মদিষ্ণুনা)—এইরূপ অর্থ করিয়া ইহা 'তেন' (মরুদ্গণেন ইন্দ্রেণ বা) এই পদের বিশেষণ, ঈদৃশ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

১। হি শব্দঃ পদপূরণঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য।

৩। অপি বা এবমস্যা স্যাৎ। 'মন্দূ' ইত্যস্য তৃতীয়ৈকবচনান্তত্বেন বিপরিণামঃ, এবঞ্চ সতি মরুদ্গণবিশেষণমেতদ্ভবতি (দুঃ)।

সমানবর্চ্চসেত্যেতেন ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪ ॥

সমানবর্চ্চসা ইতি ('সমানবর্চ্চসা' এই পদ) এতেন ব্যাখ্যাতম্ (ইহাদ্বারাই ব্যাখ্যা করা হইল)।

'সমানবর্চ্চসা' এই পদটীও 'মন্দূ' এই পদের যেরূপ ব্যাখ্যা, তদ্রূপেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। সমানবর্চ্চসা—ইহাকে তৃতীয়ার একবচনরূপে 'মরুদ্গণেন' (অথবা, ইন্দ্রেণ) পদের বিশেষণ করিয়াও ব্যাখ্যা করা যায়, প্রথমার দ্বিবচনরূপে অর্থাৎ 'সমানবর্চ্চসৌ' এইরূপে 'ইন্দ্রমরুদ্গণৌ' পদের বিশেষণ করিয়াও ব্যাখ্যা করা যায়।[১]

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। সমানবর্চ্চসা ইত্যেতৎ পদং মন্দুনা ইত্যেতেন পদেন ব্যাখ্যাতম্। যথৈব হি মন্দূ ইত্যেতদ্ দ্বিবচনম্ একবচনং বা এবমেতদপি সমানবর্চ্চসাবিন্দ্রমরুদ্গণাবিতি দ্বিবচনম্, অথবা মন্দুনা সমানবর্চ্চসা চ মরুদ্গণেন ইত্যেবং তৃতীয়ৈকবচনম্ (দুঃ)।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ঈর্মান্তাসঃ সিলিকমধ্যমাসঃ সংশূরণাসো দিব্যাসো অত্যাঃ।
হংসা ইব শ্রেণিশো যতন্তে যদাক্ষিষুর্দিব্যমজ্মমশ্বাঃ ॥ ১ ॥

(ঋ ১।১৬৩।১০)

ঈর্মান্তাসঃ (অন্তপ্রদেশদ্বয়ে বিরল) সিলিকমধ্যমাসঃ (মধ্যে পরস্পর সুসংশ্লিষ্ট) সংশূরণাসঃ (শত্রুর প্রতি গমনকারী) দিব্যাসঃ (স্বর্গে জাত) অত্যাঃ (সতত গমনশীল) অশ্বাঃ (সপ্ত অশ্ব) যৎ (যখন) দিব্যম্ (স্বর্গীয়) অজ্ম (গমনমার্গ) আক্ষিষুঃ (প্রাপ্ত হয়), [তৎ] (তখন) হংসা ইব (হংসের ন্যায়) শ্রেণিশঃ (শ্রেণীবদ্ধভাবে) যতন্তে (গমন করে)।[1]

'ঈর্মান্তাসঃ' পদটী অনবগতসংস্কার। সমীরিতান্ত এবং পৃথ্বন্ত—এই শব্দদ্বয়ের সহিত ইহার সারূপ্য আছে।[2] মন্ত্রের দেবতা সূর্য্যের অশ্বসমূহ। মন্ত্রটি অশ্বমেধযজ্ঞে ইঁহাদেরই স্তুতি।[3] 'ঈর্মান্তাসঃ' প্রভৃতি পদ অশ্বের বিশেষণ ; সমানবিভক্তিকত্ব-নিবন্ধন।

ঈর্মান্তাঃ সমীরিতান্তাঃ পৃথ্বন্তা বা ॥ ২ ॥

'ঈর্মান্তাসঃ'—ঈর্মান্তাঃ। 'ঈর্মান্তাঃ' এই পদের অর্থ সমীরিতান্তাঃ অথবা পৃথ্বন্তাঃ। 'ঈর্ম' শব্দের ('ঈর' ধাতুর উত্তর 'মক্' প্রত্যয়নিষ্পন্ন, উ ১৪২) অর্থ সমীরিত ; ঈর্মান্তাঃ=ঈর্মৌ অন্তৌ যেষাম্। ঈর্ম এবং সমীরিত—এই উভয় শব্দেরই অর্থ আবার বিক্ষিপ্ত বা প্রসৃত অর্থাৎ প্রবিরল।[4] সূর্য্যের অশ্ব সাতটি—দুই অন্তে অর্থাৎ অগ্রে ও পশ্চাতে দুইটি দুইটি করিয়া চারিটি, মধ্যে তিনটি।[5] এই যে দুইটি দুইটি করিয়া অশ্ব, ইহারা পরস্পর সুসংশ্লিষ্ট বা ঘনসন্নিবিষ্ট নহে—ইহারা প্রবিরল অর্থাৎ দূরে দূরে থাকিয়া গমন করে। 'ঈর্মান্ত' শব্দের অর্থ পৃথ্বন্তও হইতে পারে ; ঈর্মৌ (পৃথূ) অন্তৌ যেষামিতি পৃথ্বন্তাঃ। 'অন্ত' শব্দের অর্থ বক্ষঃস্থল অথবা জঘন। এই অশ্বগণের বক্ষঃস্থল (বা, জঘন) পৃথু অর্থাৎ বিশাল।[6]

১। ধাতুপাঠে যত্ ধাতু প্রযত্নে।

২। ঈর্মান্তাস ইত্যেতদনবগতম্, সমীরিতান্তাঃ পৃথ্বন্তা বা ইতি যথাসম্ভবং শব্দসমাধী (দুঃ)।

৩। তেষাং স্তূয়তেঽশ্বমেধে (দুঃ)।

৪। সমীরিতান্তা বিক্ষিপ্তান্তাঃ প্রসৃতান্তাঃ প্রবিরলা ইত্যর্থঃ (দুঃ)।

৫। আদিত্যস্য রথে যে অশ্বা যুক্তাঃ………তেষাং সপ্তানাং যেঽন্ত্যাস্তেষাং হি সপ্তানাং যে মধ্যমাস্ত্রয়ঃ ………(দুঃ)।

৬। তেষামেবান্তাঃ পৃথবোঽন্তা পৃথ্বংসাঃ পৃথুজঘনা বা (দুঃ)।

সিলিকমধ্যমাঃ সংসৃতমধ্যমাঃ শীর্ষমধ্যমা বা ॥ ৩ ॥

সিলিকমধ্যমাঃ—সংসৃতমধ্যমাঃ ; বা (অথবা) সিলিকমধ্যমাঃ—শীর্ষমধ্যমাঃ। সৃত—সিলিক, অথবা, শীর্ষ—সিলিক (শব্দসারূপ্যে)। সংসৃতাঃ মধ্যমাঃ যেষামিতি সংসৃতমধ্যমাঃ। 'সংসৃত' শব্দের অর্থ—সংশ্লিষ্ট বা ঘনসন্নিবিষ্ট ; 'মধ্যম' শব্দের অর্থ- মধ্যের অশ্বগণ। সাতটি অশ্বের মধ্যে মধ্যস্থলের যে তিনটি অশ্ব তাহারা অগ্র পশ্চাতের দুইটি দুইটি অশ্বের ন্যায় প্রবিরল নহে ; তাহারা সুসংশ্লিষ্ট বা ঘনসন্নিবিষ্ট—পরস্পর পরস্পরের পীড়া জন্মাইয়া অবস্থিত।[১] অথবা 'সিলিকমধ্যমাঃ পদের অর্থ—শীর্ষমধ্যমাঃ' (শীর্ষং প্রধানো মধ্যমো যেষাম্)[২] ; সাতটি অশ্বের মধ্যে মধ্যস্থলের অশ্বটি শীর্ষস্থানীয় বা শিরোভূত অর্থাৎ প্রধান।[৩]

অপি বা শির আদিত্যো ভবতি যদনুশেতে সর্ব্বাণি
ভূতানি মধ্যে চৈষাং তিষ্ঠতি ॥ ৪ ॥

অপি বা (অথবা) শির আদিত্যো ভবতি ('শিরস্' শব্দের অর্থ আদিত্য) ; যৎ (যে হেতু) অনুশেতে সর্ব্বাণি ভূতানি (সমস্ত প্রাণীর মধ্যে অবস্থান করেন), মধ্যে চ এষাং তিষ্ঠতি (এই অশ্বগণের মধ্যেও অবস্থান করেন)।

অন্য প্রকারে 'শীর্ষমধ্যমাঃ' পদের ব্যাখ্যা করিতেছেন। শীর্ষমধ্যমাঃ—শিরোমধ্যমাঃ—'শীর্ষ' শব্দের অর্থ—শির। 'শিরস্' শব্দের অর্থ আবার 'আদিত্য' ; যে হেতু তিনি সর্ব্বভূতের শিরোভূত বা প্রধান।[৪] তিনিই প্রাণরূপে সর্ব্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া শয়ন বা অবস্থান করেন ; সর্ব্বভূতে শয়ন করেন বলিয়াই আদিত্যঃ—শিরঃ ('শিরস' শব্দ 'শী' ধাতুর উত্তর 'অসুন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন—উ ৬৩৩)। দাঁড়াইল এই যে, শীর্ষমধ্যমাঃ—শিরোমধ্যমাঃ—আদিত্যমধ্যমাঃ। অশ্বগণ আদিত্যমধ্যমাঃ (আদিত্যঃ মধ্যমো মধ্যে অবস্থিতো যেষাম্), যে হেতু আদিত্য তাহাদের মধ্যস্থলে অবস্থান করেন।

ইদমপীতরচ্ছির এতস্মাদেব সমাশ্রিতান্যেতদিন্দ্রিয়াণি ভবন্তি ॥ ৫ ॥

ইদম্ অপি (আর, এই যে) ইতরৎ শির (অন্য শির অর্থাৎ মনুষ্যশির) এতস্মাদেব (এই 'শী' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন), ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) এতৎ (ইহাকেই) সমাশ্রিতানি ভবন্তি (আশ্রয় করিয়া আছে)।

১। তেষাং হি সপ্তানাং যে মধ্যমাস্ত্রয়ঃ ইতরেতরমুৎপীড্য সংশ্লেষণাবস্থিতাঃ (দুঃ)।

২। স্কন্দস্বামী।

৩। যে হি তেষাং সপ্তানাং মধ্যমঃ স শিরোভূতঃ প্রধান ইত্যর্থঃ (দুঃ)।

৪। আদিত্যঃ শিরো ভবতি সর্ব্বভূতপ্রধানত্বাৎ ; ভূতানি শেতে বা [illegible] ইতি [illegible] (দুঃ)।

প্রসঙ্গক্রমে সাধারণ শিরেরও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। 'শী' ধাতু হইতেই ঈদৃশ 'শিরস্' শব্দেরও নিষ্পত্তি। শির চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া শয়িত বা অবস্থিত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহ শিরকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান থাকে।[1]

সংশূরণাসঃ শূরঃ শবতের্গতিকর্ম্মণঃ, দিব্যা দিবিজা অত্যা অতনাঃ ॥ ৬ ॥

সংশূরণাসঃ (সংশূরণাসঃ—এই পদে) শূরঃ ('শূর' শব্দ—শূরাঃ=শূরণাঃ) গতিকর্ম্মণঃ (গত্যর্থক) শবতেঃ ('শব্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), দিব্যাঃ—দিবিজাঃ ('দিব্য' শব্দের অর্থ স্বর্গে জাত) অত্যাঃ=অতনাঃ ('অত্য' শব্দের অর্থ অতন—সতত গমনশীল)।

'সংশূরণাসঃ' এই পদে যে 'শূর' (শূরণ) শব্দ, তাহা গত্যর্থক 'শব্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ ১৮৩ দ্রষ্টব্য); অশ্বগণ শত্রুর দিকে গমন করে।[2] 'দিব্য' শব্দ 'দিবি জাতঃ' (স্বর্গে জাত) —এই অর্থের বোধক। 'অত্য' শব্দ সাতত্য গমনার্থক 'অত্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; অশ্বগণ অতন অর্থাৎ সর্ব্বদা গতিসম্পন্ন—মুহূর্ত্তও বিশ্রাম করে না।

হংসা ইব শ্রেণিশো যতন্তে, হংসাঃ হন্তের্ঘ্নন্ত্যধ্বানম্,
শ্রেণিঃ শ্রয়তেঃ সমাশ্রিতা ভবন্তি ॥ ৭ ॥

হংসা ইব শ্রেণিশো যতন্তে—এই বাক্যে, হংসাঃ ('হংস' শব্দ) হন্তেঃ 'হন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) অধ্বানং ঘ্নন্তি (পথে গমন করে)। শ্রেণিঃ ('শ্রেণি' শব্দ) শ্রয়তেঃ ('শ্রি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) সমাশ্রিতা ভবন্তি (সমাশ্রিত হয়)।

'হংস' শব্দ 'হন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ ৩৪২)। 'হন্' ধাতুর অর্থ গতি এবং হিংসা; এখানে গত্যর্থক। 'ঘ্নন্তি' ('হন্' ধাতুর লটের প্রথম পুরুষ, বহুবচন) পদের অর্থ 'গচ্ছন্তি' (গমন করে); হংসগণ সর্ব্বদাই পথে গমন করে। দ্রষ্টব্য এই যে, লৌকিক সংস্কৃতে গত্যর্থে নিরুপপদ 'হন্' ধাতুর প্রয়োগ করিলে দোষ হয়। 'সুরস্রোতস্বিনীমেষ হন্তি (গচ্ছতি) সম্প্রতি সাদরম্'—এই স্থানে গত্যর্থ 'হন্' ধাতুর প্রয়োগ দোষদুষ্ট। 'পাদাভ্যাং হন্যতে (গম্যতে) ইতি পদ্ধতিঃ, বক্রং হন্তি (গচ্ছতি) ইতি জঘনম্'—এই দুই স্থলে 'হন্' ধাতুর প্রয়োগ গত্যর্থে হইয়াছে পাদ এবং বক্র উপপদ পূর্ব্বে থাকায় এবং যথাক্রমে 'পদ্ধতি' ও 'জঘন' শব্দের সিদ্ধি হইয়াছে। 'ঘ্নন্তি' পদটিকে হিংসার্থ 'হন্' ধাতুর পদ বলিয়া গ্রহণ করিলেও যে অর্থ হয় না তাহা নহে; হংসগণ পথের হিংসা করে অর্থাৎ পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। 'শ্রি' ধাতু হইতে 'শ্রেণি' শব্দ নিষ্পন্ন (উ ৪২১); হংসগণের দ্বারা শ্রেণি সমাশ্রিত হয় অর্থাৎ তাহারা শ্রেণিবদ্ধ হইয়া গমন করে।

১। সমাশ্রিতানি হি এতদ্ উত্তমাঙ্গম্ ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি ভবন্তি—ইতি শির উপপত্তিঃ (দুঃ)।

২। গচ্ছন্ত্যসৌ শত্রূন্ (স্কঃ স্বাঃ)।

যদাক্ষিষুর্যদাপন্ দিব্যামজ্মমজনিমাজিমশ্বাঃ ॥ ৮ ॥

অশ্বাঃ (অশ্বগণ) দিব্যাম্ (দিব্য) অজ্মম্ (=অজনিম্=আজিম্—পথ) যদাক্ষিষুঃ (যৎ আক্ষিষুঃ=যৎ আপন্—যখন প্রাপ্ত হয়)।

'যৎ আক্ষিষুঃ' ইহার অর্থ যৎ আপন্—যদা আপ্নুবন্তি।[১] 'অজ্ম' শব্দের অর্থ 'পথ' 'অজ্ম' 'অজিন' এবং 'আজি' এই তিনটী শব্দ সমানার্থক; গত্যর্থক 'অজ' ধাতু হইতে প্রত্যেকটী পদ নিষ্পন্ন—লোক পথ দিয়া গমনাগমন করে।[২]

অস্ত্যাদিত্যস্তুতিরশ্বস্যাদিত্যাদশ্বো নিস্তষ্ট ইতি।

"সূরাদশ্বং বসবো নিরতষ্ট" ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৯ ॥

অশ্বস্য আদিত্যস্তুতিঃ অস্তি (অশ্বরূপে আদিত্যের স্তুতি এই মন্ত্রে রহিয়াছে); আদিত্যাৎ (আদিত্য হইতে) অশ্বঃ (অশ্ব) নিস্তষ্ট (আহৃত হইয়াছে), ইতি (এই কারণে)। সূরাৎ (সূর্য্য হইতে) বসবঃ (বসুগণ) অশ্বং (অশ্বকে) নিরতষ্ট (আহরণ করিয়াছিলেন)। ইত্যপি নিগমো ভবতি—এইরূপ বৈদিক বাক্যও আছে।

'আত্মৈবৈষাং ভবত্যাত্মাখ্যা' ··· ···এই প্রক্রমে উদ্ধৃত মন্ত্র (ঈর্মান্তাসঃ—ইত্যাদি) সূর্য্যদৈবত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; এই মন্ত্রটিই আবার অশ্বস্তুতিতেও বিনিযুক্ত হইতেছে। এই অসামঞ্জস্য সমাধান করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—'ঈর্মান্তাসঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে যে অশ্বস্তুতি, তাহা আদিত্যেরই স্তুতি।[৩] কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে। আদিত্য হইতে অশ্বগণ আহৃত হইয়াছে অর্থাৎ অশ্ব আদিত্যপ্রভব—এই যুক্তিতে আদিত্য কারণ এবং অশ্ব কার্য্য অর্থাৎ আদিত্য ও অশ্ব পরস্পর অভিন্ন; কাজেই সূর্য্যদৈবত মন্ত্রের দ্বারা অশ্বের স্তুতি যুক্তিযুক্ত।[৪] অশ্ব যে সূর্য্যপ্রভব, ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত 'সূরাদশ্বং বসবো নিরতষ্ট'—সূর্য্য হইতে বসুগণ অশ্বকে আহরণ করিয়াছিলেন,[৫] এই মন্ত্রাংশ (ঋ ১।১৬৩।২ মন্ত্র দ্রষ্টব্য) উদ্ধৃত করিতেছেন।

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। যৎ যদা যস্মিন্ কালে আক্ষিষুঃ আপন্ আপ্নুবন্তি (দুঃ); স্কন্দস্বামীর মতে ব্যাপ্ত্যর্থক 'অক্ষ্' ধাতু হইতে 'আক্ষিষুঃ' পদ নিষ্পন্ন; অর্থ—ব্যাপ্নুবন্তি (ব্যাপ্ত করে)।

২। অজ্যতেঽনেনাং গম্যতে ইতি অজনিঃ, বাহিকী বর্ত্মপথ ইত্যর্থঃ (দুঃ)।

৩। আত্মৈবৈষাং ভবত্যাত্মাখ্যা ইত্যেবং প্রক্রমেণ সূর্য্যদৈবত এষ মন্ত্র উক্তঃ। স পুনরশ্বস্তুতৌ বিনিযুক্ত-স্তদসমঞ্জসমিতি মন্যমানো ভাষ্যকারঃ প্রতিসমাধিৎসুমাহ—অস্ত্যাদিত্যস্তুতিরশ্বস্যেতি, অশ্বোঽপি আদিত্যাত্মনা স্তূয়তে (দুঃ)।

৪। এবমেতস্মিন্মন্ত্রে সূর্য্যপ্রভবোঽশ্ব ইতি স্তূয়তে। 'কারণাচ্চ কার্য্যমনন্যৎ'—ইত্যুপপদ্যতে সৌর্য্যেণ মন্ত্রেণাশ্বস্য স্তুতিরিতি (দুঃ); অস্ত্যাদিত্যপ্রভবত্বেন স্তুতিরশ্বস্য (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। নিরতষ্ট নিরভিন্দন্ আ ইত্যস্য স্থানে, তক্ষতিঃ করোতি কর্ম্মা, করোতিশ্চ ক্রিয়াসামান্যবচনঃ, সোঽত্র সামর্থ্যাৎ হরণে বর্ত্ততে আহৃতবন্ত ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কায়মানো বনা ত্বং যন্মাতৃরজগন্নপঃ।

ন তত্তে অগ্নে প্রমৃষে নিবর্ত্তনং যদ্দূরে সন্নিহাভবঃ ॥ ১ ॥

(ঋ ৩।৯।২)

হে অগ্নে! কায়মানঃ (স্বকারণীভূত রূপে কাষ্ঠ অথবা জলরাশি দর্শন করিয়া, অথবা কামনা করিয়া) যৎ (যদা) বনা (বনানি—বনসমূহ অর্থাৎ বনের বিকারীভূত কাষ্ঠসমূহ)[১] [চ] (এবং) মাতৃঃ (সর্ব্বভূতনির্ম্মাত্রী) অপঃ (জলরাশি) অজগন্ (প্রাপ্ত হও) তৎ (তদা) তে (তোমার) নিবর্ত্তনং (পথ) ন প্রমৃষে (বিলুপ্ত হইয়া যায় না), যৎ (যেহেতু) দূরে সন্ (দূরস্থ হইয়াও) ইহ অভবঃ (ইহ ভবসি—এই স্থানে পুনরায় আবির্ভূত হইয়া থাক)।

'কায়মান' শব্দটি অনবগতসংস্কার ; চায়মান অথবা কাময়মান—ইহার অর্থ।

কায়মান শ্চায়মানঃ কাময়মান ইতি বা, বনানি ত্বং
যন্মাতৃরপোঽগম উপশাম্যন্, ন তৎ তে প্রমৃষ্যতে
নিবর্ত্তনম্, দূরে যৎ সন্নিহ ভবসি জায়মানঃ ॥ ২ ॥

উদ্ধৃত মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন। কায়মানঃ চায়মানঃ কাময়মান ইতি বা—'কায়মান'-শব্দের অর্থ চায়মান অথবা কাময়মান। চায়মানঃ—যোনিত্বেন পশ্যন্[২] (যোনি বা কারণস্বরূপে দেখিয়া), অথবা কাময়মানঃ (কামনা করিয়া)। অগ্নি বন হইতে অর্থাৎ বনের বিকারীভূত সাধারণ কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হয়, অরণিতে অন্তর্হিত থাকে, কাজেই কাষ্ঠ অগ্নির যোনি বা কারণ ; অপ্ (জল)ও অগ্নির যোনি বা কারণ, যেহেতু বৈদ্যুতাগ্নি জল হইতে উৎপন্ন (জল হইতে হয় মেঘ, মেঘে বৈদ্যুতাগ্নি অন্তর্হিত হয়)।[৩] তাহা হইলে পার্থিব অগ্নির যোনি কাষ্ঠ, বৈদ্যুতাগ্নির যোনি অপ্ বা জল।[৪] বনা ত্বং যন্মাতৃরজগন্নপঃ—বনানি ত্বঃ যন্মাতঃ অপঃ অগমঃ; বনা—বনানি (পাঃ ৩।১।৩৯), অজগন্—অগমঃ; অগমঃ—গচ্ছসি (পাঃ ৩।৪।৬)। 'মাতৃঃ' পদের অর্থ—সর্ব্বভূতপ্রসবিত্রী; জল সর্ব্বভূতপ্রসবিত্রী, কারণ, জল হইতে উৎপন্ন হয় পৃথিবী, পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয় সর্ব্বভূত। উপশাম্যন্—এই পদের অর্থ—উপশান্ত বা নির্ব্বাপিত হইয়া। অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে অগ্নে, তোমার যোনি বা উৎপত্তি-

---

১। বনানি বৃক্ষান্ তদ্বিকারভূতানি কাষ্ঠান্যুচ্যন্তে কাষ্ঠানি (স্কঃ স্বাঃ)।

২। স্কন্দস্বামী।

৩। বনা বনানি দারূণি। দারুভ্যোঽপি অগ্নির্জায়তে তদেতৎ প্রসিদ্ধমেবোক্তম্। দারুভ্যোঽগ্নির্জায়তে যদা চাগ্নিরস্তংগচ্ছতি অরণীবাৎ গচ্ছতি। মাতৃঃ বা সর্ব্বভূতনির্ম্মাত্রীঃ অপঃ সাপি যোনিরগ্নেঃ।

৪। অগ্নেশ্চ পার্থিবস্য যোনিঃ কাষ্ঠানি বৈদ্যুতস্যাপঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

স্থান দুইটি, কাষ্ঠ এবং জল। তুমি উপশান্ত বা নির্ব্বাপিত হওয়ার পর স্বযোনিরূপে কাষ্ঠ এবং সর্ব্বভূতপ্রসব জল দর্শন করিয়া অথবা ইহাদিগকে কামনা করিয়া যখন তোমার কারণীভূত ইহাদিগের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হও।[১] তাহাতে কি হয়? ন তত্তে অগ্নে প্রমৃষে নিবর্তনম্—ন তত্তে অগ্নে প্রমৃষ্যতে নিবর্ত্তনম্—হে অগ্নে, তখন তোমার নিবর্ত্তন অর্থাৎ পুনরাবির্ভাবের পথ যে রুদ্ধ বা বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা নহে।[২] (প্রমৃষে—প্রমৃষ্যতে—প্রমৃষ্যতে—লুপ্যতে)। ইহা কি প্রকারে অবগত হওয়া যায়? যদ্ দূরে সন্নিহাভবঃ—দূরে যৎ সন্ ইহ ভবসি জায়মানঃ—যে হেতু দূরস্থ অর্থাৎ অন্তর্হিত তুমি যখন জল হইতে বৈদ্যুতাগ্নিরূপে এবং অরণি হইতে পার্থিবাগ্নিরূপে পুনবায় উৎপন্ন হও, তখন এখানে আমরা তোমার অস্তিত্ব উপলব্ধি করি[৩] (ইহা—ইহ—পা ৬।৩।১৩৬ ; অভবঃ—ভবসি—পা ৩।৪।৬)।

<u>লোধং</u> নয়ন্তি পশু মন্যমানাঃ

(ঋ ৩।৫৩।২৩)

লুব্ধমৃষিং নয়ন্তি পশুং মন্যমানাঃ ॥ ৩ ॥

'লোধ' শব্দ অনবগতসংস্কার; ইহার অর্থ—লুব্ধ। উদ্ধৃত মন্ত্রাংশের অর্থ—লুব্ধ ঋষিকে পশুবৎ মনে করিয়া লইয়া যাইতেছে (পশু—পশুম্)।[৪]

উদ্ধৃত বাক্য যে ঋকের অংশ, তাহা বসিষ্ঠদ্বেষিণী; দুর্গাচার্য্য বলিতেছেন—'আমি বসিষ্ঠগোত্রীয়, কাজেই আমি এই ঋকের ব্যাখ্যা করিব না' (যস্মিন্নিগমে এষ শব্দঃ সা বসিষ্ঠদ্বেষিণী ঋক্। অহঞ্চ কাপিষ্ঠলো বাসিষ্ঠঃ, অতস্তাং ন নিব্র্ব্রবীমি)।

<u>শীরং</u> পাবক-শোচিষম্

(ঋ ৮।১০২।১১)

পাবকদীপ্তিম্। অনুশায়িনমিতি বাশিনমিতি বা ॥ ৪ ॥

পাবকশোচিষং (পবিত্রতাবিধায়িনী দীপ্তিবিশিষ্ট) শীরম্ (অগ্নিকে)......

'শীর' শব্দ অনবগতসংস্কার, ইহার অর্থ 'অগ্নি'।

পাবক-শোচিষম্—পাবকদীপ্তিম্ (পাবয়িত্রী যস্য শোচির্দীপ্তিঃ ; পাবক-শোচিষম্—যাঁহার শোচিঃ বা দীপ্তি পবিত্রতাবিধান করে)। শীরম্—অনুশায়িনম্ ইতি বা, আশিনম্ ইতি বা—

১। কদাপুনরগ্নিঃ কাষ্ঠান্যপশ্চ গচ্ছতি? উচ্যতে যদোপশাম্যতি। কথম্, সর্ব্বং হি কার্য্যং বিনষ্টং স্বযোনিং গচ্ছতি অগ্নেশ্চ পার্থিবস্য যোনিঃ কাষ্ঠানি বৈদ্যুতস্যাপস্তেন পার্থিবোঽগ্নিরুপশাম্যন্ কাষ্ঠানি গচ্ছতি বৈদ্যুতোঽপঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। ন প্রমৃষ্যতে ন প্রমৃষ্যতে নিবর্ত্তনং বর্ত্ম মার্গো ন লুপ্যতে (দুঃ)।

৩। কথং গম্যতে ন প্রমৃষ্যতে মার্গঃ? দূরেঽপি সন্ অদৃষ্টোঽপি ভূত্বা যদা অদ্ভ্যো জায়সে বৈদ্যুতাত্মনা, যদা বা অরণিভ্যাং জায়সে মথ্যমানঃ (দুঃ)।

৪। 'পশু' দ্বিতীয়ৈকবচনস্য লুক্, পশুম্ (পাঃ ৭।১।৩৯)।

'শীর' শব্দ (শী+উণাদি 'রক্'—উ ১৭০) 'অনুশায়িন্' শব্দের রূপান্তরও হইতে পারে, 'আশিন্' শব্দের রূপান্তরও হইতে পারে (শব্দসারূপ্যে)। অগ্নি (শীর) অনুশায়ী অর্থাৎ সর্ব্বভূতে শয়িত বা অনুপ্রবিষ্ট; অগ্নি জঙ্গম প্রাণিসমূহে জঠরাগ্নিরূপে এবং স্থাবর বস্তুসমূহে অনভিব্যক্ত শক্তিরূপে বিদ্যমান।[1] অগ্নি 'আশী'ও বটে ('আশিন্' শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ 'আশী'); 'আশিন্' শব্দ ভক্ষণার্থক 'অংশ্' ধাতু হইতে অথবা ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। অগ্নি সর্ব্বভক্ষক[2]; অগ্নি সর্ব্বব্যাপ্ত[3] (স্থাবরেও আছে, জঙ্গমেও আছে)।

॥ চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অনুপ্রবিশ্য সর্ব্বভূতানি শেতে ইত্যনুশায়ী (দুঃ); ভূতানি জঙ্গমানি জাঠরাত্মনা স্থাবরাণি চ হৃদ্যেন অনভিব্যক্তশক্ত্যাত্মনা অনুশেতে ব্যবতিষ্ঠতে (স্কঃ মাঃ)।

২। অশ্নাতি বা (স্কঃ মাঃ)।

৩। অশ্নোতি ব্যাপ্নোতীতি বা সর্ব্বভূতানি (দুঃ)।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কনীনকেব বিব্রধে নবে দ্রুপদে অর্ভকে
বভ্রূ যামেষু শোভেতে ॥ ১ ॥

(ঋ ৪।৩২।২৩)

বিব্রধে (বিদ্ধ অর্থাৎ অধোভাগে কর্তিত কাষ্ঠ) দ্রুপদে (দারুময় পাদুকায়) [অধিষ্ঠিত] নবে (নবজাত) অর্ভকে (হ্রস্বাকৃতি) কনীনকে ইব (কন্যাদ্বয়ের ন্যায়—শালভঞ্জিকা বা পুত্তলিকাদ্বয়ের ন্যায়)[1] বভ্রূ (পিঙ্গলবর্ণ ঘোটকীদ্বয়) যামেষু (যুদ্ধস্থলে, অথবা অশ্বশালায়) শোভেতে (শোভা পায়)।

'বিব্রধে' এবং 'দ্রুপদে'—এই পদদ্বয় অনবগতসংস্কার। 'বিব্রধ' শব্দের অর্থ—বিদ্ধ (বিদ্‌ব্রধ = বিদ্ধ); 'দ্রুপদ' শব্দের অর্থ—দারুময় পাদুকা (দ্রুপাদ্ = দ্রুপদ)। কনীনকেব = কনীনকে + ইব ; সন্ধি কিন্তু ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ (পাঃ ১।১।১১); স্কন্দস্বামী বলেন—কনীনকা + ইব = কনীনকেব ; কনীনকে = কনীনকা—(প্রথমাদ্বিবচনের স্থানে আকার, পাঃ ৭।১।৩৯)। 'অর্ভক' শব্দের অর্থ—অল্পক (ক্ষুদ্র অর্থাৎ হ্রস্বাকৃতি)।

কনীনকে কন্যকে ; কন্যা কমনীয়া ভবতি ; ক্বেয়ং
নেতব্যেতি বা ; কমনেনানীয়ত ইতি বা ;
কনতের্বা স্যাৎ কান্তিকর্ম্মণঃ ॥ ২ ॥

কনীনকে = কন্যকে = কন্যে ('কন্যা' শব্দের প্রথমা দ্বিবচন)। 'কন্যা' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন : (১) ইচ্ছার্থক 'কম্' ধাতু হইতে 'কন্যা' শব্দ নিষ্পন্ন (কমনীয়া = কন্যা) —কন্যাপ্রাপ্তির অভিলাষ সকলেই করিয়া থাকে।[2] (২) ক ইয়ং নেতব্যা ইতি বা—অথবা ইহাকে কোথায় নিয়া যাওয়া যায় ? কন্যা সম্বন্ধে পিতা সর্ব্বদাই চিন্তা করিয়া থাকেন—'আমি কোন্ কুলে ইহাকে নিয়া যাইব, অর্থাৎ কোন্ কুলে দান করিব বা বিবাহ দিব[3] (ক + নী + যক্ = কন্যা = কন্যা)'। (৩) কমনেন আনীয়তে ইতি বা—অথবা, কান্ত কর্ত্তৃক আনীত হয়, ইহাও 'কন্যা' শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে পারে ('কমন' শব্দপূর্ব্বক আ + নী + যক্ = কমনান্যা

১। কনীনকে = কন্যকে ; কন্যকে শালভঞ্জিকে বা (দুঃ) ; 'like two small dolls (লঃ স্বঃ)।

২। সর্ব্ব এব হি তাং প্রার্থয়ন্ত এব (দুঃ)।

৩। প্রাক্ প্রদানকালাৎ পিতুরেবং চিন্তা ভবতি, উদ্বাহলক্ষণেন নয়নেন ক্বেয়ং ময়া নেতব্যা কেনোদ্বাহয়িতব্যে-ত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

=কন্যা), (৪) কনতের্বা স্যাৎ কান্তিকর্মণঃ—অথবা, কান্ত্যর্থক 'কন্' ধাতুর' উত্তর 'যক্' প্রত্যয়ে 'কন্যা' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে (উ ৫৫১) ; কন্যা বাল্যকাল হইতে সকলেরই কান্তা (প্রীতির পাত্র)।[২]

কন্যয়োরধিষ্ঠানপ্রবচনানি, সপ্তম্যা একবচনানীতি শাকপূণিঃ ॥ ৩ ॥

[বিদ্রধ্রে, নবে, দ্রুপদে এবং অর্ভকে—এই চারিটি পদ) কন্যয়োঃ (কন্যাদ্বয়ের) অধিষ্ঠানপ্রবচনানি (অধিষ্ঠান সম্বন্ধে প্রবচন অর্থাৎ অভিধান বা উক্তি) ; সপ্তম্যাঃ একবচনানি (সকল পদই সপ্তমী বিভক্তির একবচনান্ত) ইতি শাকপূণিঃ (আচার্য শাকপূণি ইহা মনে করেন)।

আচার্য শাকপূণির মতে বিদ্রধ্রে, নবে, দ্রুপদে এবং অর্ভকে—এই চারিটি পদই সপ্তমীর একবচনান্ত এবং ইহারা সকলেই কন্যাদ্বয়ের অধিষ্ঠান সম্বন্ধে অভিহিত। অর্থ হইবে—বিদ্রধ্র (বিদ্ধ), নব এবং অর্ভক (ক্ষুদ্রাকৃতি), দ্রুপদ অর্থাৎ দারুময় পাদপীঠে অধিষ্ঠিত—কন্যাদ্বয়ের ন্যায়। 'দ্রুপদে' পদটি বিশেষ্য, অন্য তিনটি পদ ইহার বিশেষণ।

বিদ্ধয়োর্দারুপাদয়োঃ ॥ ৪ ॥

বিদ্ধয়োঃ দারুপাদয়োঃ (বিদ্ধ দারুপাদুদ্বয়ে অর্থাৎ দারুময় পাদুকাখ্য অধিষ্ঠানে) [অধিষ্ঠিত]।

'বিদ্রধ্রে' এবং 'দ্রুপদে'—এই পদদ্বয়ে সপ্তমী বিভক্তির একবচনান্ত থাকিলেও সপ্তমী বিভক্তির দ্বিবচনের অর্থ প্রকাশ করিতেছে ; 'অর্ভকে' এবং 'নবে' (প্রথমা বিভক্তির দ্বিবচনান্ত) এই পদদ্বয় 'কনীনকে' পদের বিশেষণ—আচার্য্য যাস্ক ইহা মনে করেন। অর্থ হইবে—নবে অর্ভকে কন্যকে বিদ্রধ্রয়োঃ বিদ্ধয়োঃ[৩] দারুপাদয়োঃ পাদুকাখ্যাধিষ্ঠানয়োঃ অধিরূঢ়ে সত্যৌ যথা শোভেতে… (নবজাত হ্রস্বাকৃতি কন্যাদ্বয় বিদ্রধ্র অর্থাৎ বিদ্ধ পাদুকাখ্য অধিষ্ঠানে অধিরূঢ় হইয়া যেরূপ শোভা পায়)… …।

দারু দৃণাতের্বা দ্রুণাতের্বা, তস্মাদেব দ্রু ॥ ৫ ॥

দারু ('দারু' শব্দ) দৃণাতের্বা দ্রুণাতের্বা (বিদারণার্থক 'দৃ' ধাতু হইতে অথবা হিংসার্থক 'দ্রু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে) ; বিদারণার্থক 'দৃ' ধাতুর উত্তর 'ঞুণ্' প্রত্যয় করিয়া (উ ৩) অথবা হিংসার্থক 'দ্রু' ধাতুর উত্তর 'উ' প্রত্যয় করিয়া (উ ৭) 'দারু' শব্দ সিদ্ধ ; দারু বিদীর্ণ বা হিংসিত হয়। 'দ্রু' শব্দও উক্ত ধাতুদ্বয়ের যে-কোনটি হইতে সিদ্ধ।[৪]

১। কনতি ও কানিষৎ কান্ত্যর্থক পদসমূহের মধ্যে পঠিত (নিঘ ২।৬)।

২। কন্যা হি বাল্যাৎ সর্বস্য কান্তা (স্কঃ বাঃ)।

৩। বিদ্ধ অর্থাৎ অধঃকল্পিত (যথা বিকুবিতাধোভাগয়োঃ……দুঃ)।

৪। তস্মাদেব ধাতুদ্বয়াদন্ততরস্য 'দ্রু' ইত্যেতদভিধানং ভবতি (দুঃ)।

নবে নবজাতে অর্ভকে অবৃদ্ধে তে যথা তদধিষ্ঠানেষু শোভেতে এবং বভ্রু যামেষু শোভেতে। বভ্রোরশ্বয়োঃ সংস্তবঃ ॥ ৬ ॥

যাস্ক তাঁহার ব্যাখ্যা বিবৃত করিতেছেন। নবে—নবজাতে, অর্ভকে—অবৃদ্ধে (ক্ষুদ্র অথবা হ্রস্বপরিমাণ); নব এবং অর্ভক কন্যাদ্বয় যেরূপ তাহাদের পাদুকাখ্য অধিষ্ঠানে শোভা পায়, বভ্রু বা পিঙ্গল বর্ণের ঘোটকীদ্বয় যামে অর্থাৎ যুদ্ধস্থলে বা অশ্বশালায়[১] সেইরূপ শোভা পায়। বভ্রোঃ অশ্বয়োঃ ('অশ্বা' শব্দের ষষ্ঠীর দ্বিবচন) সংস্তবঃ—এই ঋক্‌ বভ্রুবর্ণ যে ঘোটকীদ্বয়, তাহাদের সংস্তুতি (panegyric).

ইদঞ্চ মেহদাদিদঞ্চ মেহদাদিত্যৃষিঃ প্রসংখ্যায়াহ।
"সুবাস্তা অধি তুগ্বনি" ॥ ৭ ॥

(ঋ ৮।১৯।৩৭)

[সৌভরি নামক ঋষি নদীজলে স্নান করিতে করিতে পুত্রসহস্রপরিবৃত সামন্তনামক একটি মৎস্য দেখিতে পাইলেন। তাহা দেখিয়া তাঁহার অপত্যাভিলাষ উপজাত হইল এবং তিনি দারার্থী হইয়া রাজা ত্রসদস্যুর সমীপে উপস্থিত হইলেন। ত্রসদস্যুর পঞ্চাশটি সুরূপা কন্যা ছিল; সৌভরি তাহাদের মধ্যে একটির পাণিপ্রার্থনা করিলেন। ত্রসদস্যু তাঁহাকে নিতান্ত কুরূপ দেখিয়া প্রত্যাখ্যান করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন যে, কন্যাগণ সকলেই স্বয়ংবরা হইবে—ইহাই তাঁহার কুলধর্ম; কাজেই ঋষি কন্যান্তঃপুরে গমন করিয়া তাহাদের পাণি-প্রার্থনা করিতে পারেন; যে কন্যা তাঁহাকে বরণ করিবে, তাহাকেই তিনি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন। ঋষি সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং যোগৈশ্বর্যবলে দিব্য রূপ ধারণ করিয়া কন্যান্তঃপুরে গমন করিলেন। রূপলাবণ্যবতী সমস্ত কন্যাই তাঁহাকে যুগপৎ পতিত্বে বরণ করিল। রাজা ত্রসদস্যু এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সুবাস্তু নামক নদীর তীর্থে—পঞ্চাশটি কন্যাকেই ঋষির হস্তে সমর্পণ করিলেন। পত্নীগণ সমভিব্যাহারে আসিতে আসিতে পথে ইন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিল; ইন্দ্র তাঁহার বিভূতি দেখিয়া ইহা কোথা হইতে আসিল, জানিতে চাহিলে ঋষি বলিলেন][২]

"সর্বজনপূজিত সজ্জনপালক দাতৃগণের অগ্রগণ্য পুরুকুৎস-পুত্র রাজা ত্রসদস্যু আমাকে পঞ্চাশটি বধূ প্রদান করিয়াছেন" (ঋ ৮।১৯।৩৬)।

কেবল কি ইহাই? না, তাহা নহে, তিনি—

মে (আমাকে) ইদং চ (ইহা অর্থাৎ পঞ্চাশটি বধূ—যাহাদের কথা বলা হইল) অদাৎ

১। যামেষু আজিস্থানেষু যমনস্থানেষু বা বন্ধনস্থানেষু মন্দুরাখ্যেষু (দুঃ)।

২। স্কন্দস্বামী।

(দান করিয়াছেন) ইদং চ মে অদাৎ (আর ইহা—যাহার কথা বলা হইবে তাহাও আমাকে দান করিয়াছেন)[1] —প্রসংখ্যায় (গণনা করিয়া) ঋষি ইতি আহ (ঋষি ইহা বলিলেন)।

[পঞ্চাশটি বধূ ত দান করিয়াছেনই, আরও কি দান করিয়াছেন তাহা বলিতেছি]—এই বলিয়া ঋষি লব্ধ দ্রব্য গণনা করিয়া বলিলেন[2] :—

সুবাস্ত্বাঃ (সুবাস্তু নদীর) অধি তুগ্বনি (তীর্থে অর্থাৎ ঘাটের উপর)[3] [রাজা ত্রসদস্যু আমাকে অশ্বাদি প্রভূত ধন, বস্ত্ররাশি, দুইশত একটি গাভী এবং বৃষভ—এই সকল সম্পত্তিও দান করিয়াছেন] (ঋ ৮।১৯।৩৭)।

'তুগ্বনি' (সপ্তমীর একবচন) পদটি অনবগতসংস্কার ; ইহার অর্থ তীর্থে অর্থাৎ ঘাটে .

সুবাস্তুর্নদী, তুগ্ব তীর্থং ভবতি, তূর্ণমেতদায়ন্তি ॥ ৮ ॥

সুবাস্তুঃ নদী (সুবাস্তু—একটি নদীর নাম), তুগ্ব তীর্থং ভবতি ('তুগ্বন্' শব্দের অর্থ তীর্থ) ; এতৎ (তীর্থে) তূর্ণং (ক্ষিপ্রতার সহিত) আয়ন্তি (আগমন করে)।

এখানে দানের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া 'সুবাস্তু' শব্দে নদী বুঝাইতেছে—নদীতীরে গিয়া দান করা সর্বজনপ্রসিদ্ধ ; 'সুবাস্ত্বাঃ অধি তুগ্বনি'—এই স্থলে আবার সুবাস্তু নদীর সহিত 'তুগ্ব' শব্দের সম্বন্ধ নিবন্ধন 'তুগ্ব' শব্দেও তীর্থ বুঝাইতেছে।[4] 'তুগ্ব' শব্দ 'তূর্ণ' শব্দপূর্বক 'গম্' ধাতুর উত্তর 'বনিপ্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন ; লোক জলপানার্থ অথবা অবগাহনের নিমিত্ত তূর্ণং অর্থাৎ ক্ষিপ্রতার সহিত নদীর তীর্থে (ঘাটে) গমন করে।[5]

কুবিন্নংসন্তে মরুতঃ পুনর্নঃ ॥ (ঋ ৭.৫৮।৫)
পুনর্নো নমন্তে মরুতঃ ॥ ৯ ॥

মরুতঃ (মরুৎগণ) পুনঃ (পুনঃ পুনঃ) নঃ (আমাদিগের প্রতি) কুবিৎ (বহু অর্থাৎ প্রভূতরূপে) নংসন্তে (নত অর্থাৎ অভিমুখ বা অনুকূল হয়েন)।

'নংসন্তে' পদটি অনবগত সংস্কার ; ইহার অর্থ 'নমন্তে'।

কুবিন্নংসন্তে মরুতঃ পুনর্নঃ—পুন র্নঃ নমন্তে মরুতঃ (মরুৎগণ বর্ষণাদি উপকারের দ্বারা

১। অপোক্তং—বহুক্তম্ অপি চ যদেতদ্ বক্ষ্যমাণমিতি (দুঃ)।

২। ইদং চ দ্রব্যজাতং মম দত্তবানসৌ রাজা ইত্যেবং প্রসংখ্যায় পরিসংখ্যানং কৃত্বা··· (দুঃ)।

৩। অধিতুগ্বনি তীর্থস্যোপরীত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। অত্র দানসম্বন্ধাৎ সুবাস্তু-শব্দো নদ্যভিধানম্, প্রসিদ্ধং হি নদ্যাং দানম্, নদীসম্বন্ধাচ্চ তুগ্বশব্দোঽপি তীর্থাভিধায়ক ইত্যুপপত্তিঃ (দুঃ)।

৫। তূর্ণ-শব্দোপপদাৎ গমেঃ বনিপি তূর্ণশব্দস্য তু-ভাবো গমেষ্টিলোপশ্চ। তদ্ধি পানায়াবগাহনায় বা ক্ষিপ্রমাগচ্ছন্তি (দেঃ রাঃ)।

পুনঃ পুনঃ আমাদের প্রতি নত হইয়া থাকেন অর্থাৎ আনুকূল্য বিধান করেন)।[১] কুবিৎ = বহু (নিঘ ৩/১) অর্থাৎ প্রভূতরূপে—ক্রিয়াবিশেষণ। পুনঃ—পুনঃ পুনঃ।[২]

নসন্ত ইত্যুপরিষ্টাদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১০ ॥

নসন্ত ইতি ('নসন্ত' এই পদটিকে) উপরিষ্টাৎ (পরে) ব্যাখ্যাস্যামঃ (ব্যাখ্যা করিব)।

'নসন্ত' পদের অর্থ 'প্রাপ্নুবন্তি' (প্রাপ্ত হয়); ইহা পরে (নিরু ৭।১৭) ব্যাখ্যাত হইবে। ইহা একটি অনবগতসংস্কার পদ।

যে তে মদা আহনসো বিহায়সস্তেভিরিন্দ্রং চোদয়
দাতবে মঘম্ ॥ ১১ ॥ (ঋ ৮।৭৫।৫)

[হে সোম] আহনসঃ (বঞ্চনপর অর্থাৎ সম্মোহজনক) বিহায়সঃ (মহান্ অর্থাৎ প্রখর) যে তে মদাঃ (তোমার যে সমস্ত মাদকতা শক্তি আছে) তেভিঃ (তৈঃ—তদ্দ্বারা) ইন্দ্রং (ইন্দ্রকে) চোদয় (প্রেরয়)—মঘং (ধন) দাতবে (দাতুং—দান করিবার জন্য)।

'আহনসঃ' পদটি অনবগতসংস্কার; ইহার অর্থ—আহননবন্তঃ (বঞ্চনপর অর্থাৎ সম্মোহকর)।

ইন্দ্র যাহাতে আমাদিগকে ধন দান করেন, তজ্জন্য তোমার সম্মোহকর এবং প্রখর মাদকতা শক্তিদ্বারা তাঁহাকে আমাদের নিকট প্রেরণ কর—ইহাই সোমের নিকট ঋষির প্রার্থনা। বিহায়সঃ—মহান্তঃ ('বিহায়স্' শব্দ 'মহৎ' শব্দ একার্থক, নিঘ ৩/৩)। দাতবে—দাতুম্ (তুমর্থে 'তবে' প্রত্যয় ; পাঃ ৩।৪।৯)। মঘ—ধন (নিঘ ২।১০)।

যে তে মদা আহননবন্তো বঞ্চনবন্তস্তৈরিন্দ্রং
চোদয় দানায় মঘম্ ॥ ১২ ॥

আহনসঃ = আহননবন্তঃ— বঞ্চনবন্তঃ (বঞ্চনপর অর্থাৎ সম্মোহজনক—সম্মোহয়িতারঃ[৩])। যে মাদকতা শক্তি আমাদের সম্মোহ জন্মায় তাহাদ্বারা অভিহতচিত্ত না হইয়া ইন্দ্র আমাদিগকে ধন প্রদান করুন—ইহাই সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য্য।[৪] কোন কোন পুস্তকে 'আহননবন্তঃ'—এই স্থলে 'আহনবন্তঃ' পাঠ পরিদৃষ্ট হয়; এই পাঠ ভাল নহে। স্কন্দস্বামী এবং দেবরাজ 'বঞ্চনবন্তঃ' এই স্থলে 'বচনবন্তঃ' এইরূপ পাঠ করেন। তাঁহাদের মতে 'আ' পূর্ব্বক 'হন্' ধাতুর অর্থ বচন বা উক্তি[৫]; কাজেই—আহননম্—বচনম্, আহননবন্তঃ—বচনবন্তঃ; 'বচনবন্তঃ' ইহার অর্থ (স্কন্দস্বামীর মতে)—পাটববন্তঃ অর্থাৎ 'নঃ সম্মোহকরাঃ' (আমাদের সম্মোহজনক)। বলা বাহুল্য দুই পাঠের মধ্যে অর্থবৈষম্য বিশেষ কিছু নাই। 'দাতবে'—ইহার অর্থ 'দানায়'।

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বর্ধাদ্যুপকারেণ অস্মান্ প্রতি নমস্তে প্রহ্বীভবন্তি (দুঃ)।
২। পুনঃ—অন্তর্নীত বীপ্সার্থোঽয়ং পুনঃশব্দ—পুনঃ পুনঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
৩। দুর্গাচার্য্য।
৪। যথাস্মাকং তৈর্মদৈরনভিহিত-চেতাঃ সন্ দদ্যাৎ মঘং ধনমিত্যর্থঃ (দুঃ)।
৫। আহন্তির্বচনার্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

উপো অদর্শি শুন্ধ্যুবো ন বক্ষো নোধা ইবাবিরকৃত প্রিয়াণি।
অদ্মসন্ন সসতো বোধয়ন্তী শশ্বত্তমাগাৎ পুনরেয়ুষীণাম্ ॥ ১ ॥

(ঋ ১।১২৪।৪)

শুন্ধ্যুবঃ (আদিত্যের) বক্ষঃ ন (বক্ষের ন্যায়) [উষাঃ] (উষাকে) উপো অদর্শি (উপ+উ[1]+অদর্শি—উপাদর্শি—উদ্গত দেখা যাইতেছে) ; নোধাঃ প্রিয়াণি ইব (ঋষির কাম্য বস্তু প্রকাশের ন্যায়) [উষাঃ রূপাণি] আবিরকৃত (উষা জগতের রূপ প্রকাশিত করেন) ; অদ্মসৎ ন (খাদ্য সাধিকা গৃহিণীর ন্যায়)[2] সসতঃ বোধয়ন্তী (সুপ্ত পুরুষদিগকে জাগরিত করিয়া) পুনরেয়ুষীণাং (গাভী অভিসারিকা প্রভৃতি পুনরায় আগমনকারিণীগণের মধ্যে) শশ্বত্তমা (নিত্যতমা) [উষাঃ] (উষা) আগাৎ (সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করেন)।

শুন্ধ্যুবঃ বক্ষো ন উষাঃ—আদিত্যবক্ষঃসদৃশ উষা ; ইহার অর্থ এই যে, আদিত্য বক্ষ বা আদিত্যমণ্ডল যেরূপ দীপ্তিপরিব্যাপ্ত, উষাও সেই প্রকার দীপ্তিপরিবৃত ; উষার অগমনেই দীপ্তি বা আলোকের আবির্ভাব হয়। অথবা 'শুন্ধ্যু' শব্দের এক অর্থ—হংসাদি জলচর পাখী ; ইহাদের বক্ষস্থল যেরূপ শুভ্রবর্ণ, উষাও সেইরূপ শুভ্রবর্ণ বা ভাস্বর। শেষোক্ত অর্থ স্কন্দস্বামীর অভিমত।

উপাদর্শি শুন্ধ্যুবঃ শুন্ধ্যুরাদিত্যো ভবতি শোধনাত্তস্যৈব বক্ষো
ভাসাধ্যূঢ়মিদমপীতরদ্বক্ষ এতস্মাদেবাধ্যূঢ়ং কায়ে ॥ ২ ॥

উপো অদর্শি শুন্ধ্যুবঃ—উপাদর্শি শুন্ধ্যুবঃ (উপ+উ+অদর্শি—উপাদর্শি ; ক্রিয়া ও উপসর্গ ব্যবহিত পাঃ ১।৪।৮২ ; উকার নিরর্থক)। 'শুন্ধ্যুবঃ' এই পদটি 'শুন্ধ্যু' শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তির একবচনের রূপ। শুন্ধ্যুঃ আদিত্যঃ ভবতি শোধনাৎ—'শুন্ধ্যু' শব্দের অর্থ আদিত্য ; শুদ্ধ্যর্থক 'শুন্ধ' ধাতু হইতে 'যুচ্' প্রত্যয়ে (উ ৩০০) নিষ্পন্ন ; যাহা অশুচি তাহা সূর্য্য স্বরশ্মিস্পর্শে শুদ্ধ বা শুচি করেন।[3] সূর্য্য-চন্দ্রের কিরণ এবং বায়ু অশুচিশোধক বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে। তস্যৈব বক্ষঃ ভাসা অধ্যূঢ়ম্—'বক্ষস্' শব্দের ব্যুৎপত্তি 'অধ্যূঢ়ম্'

১। উকারঃ পদপূরণঃ (দঃ থাঃ—উকারের কোন অর্থ নাই, পদপূরণার্থ প্রযুক্ত)।

২। বক্ষো ন, অদ্মসন্ন—'ন' উপমাদ্যোতক।

৩। আদিত্যো হি যদশুচি ভবতি, তদপি রশ্মিভিঃ, স্পৃষ্ট্বা শুচীকরোতি (দুঃ)। সিদ্ধান্তকৌমুদী-মতে 'শুন্ধ্যু' শব্দের অর্থ অগ্নি (উ ৩০০ দ্রষ্টব্য)।

—যাহা পরিব্যাপ্ত হয়; 'বহ্' ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয়ে (উ ৬২৮) নিষ্পন্ন।[১] 'অধ্যূঢ়' শব্দও 'অধি' পূর্ব্বক 'বহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। তস্তৈব বক্ষঃ (আদিত্যবক্ষঃ) ভাসা অধ্যূঢ়ম্—আদিত্যবক্ষ অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডল প্রকাশময় দীপ্তিদ্বারা পরিব্যাপ্ত। আদিত্যবক্ষের নির্ব্বচন প্রদর্শিত হইল।[২] ইদমপি ইতরৎ বক্ষঃ এতস্মাৎ এব, কায়ে অধ্যূঢ়ম্—আর এই যে অন্য বক্ষ (পুরুষবক্ষ অথবা পশুবক্ষ) এতস্মাৎ এব (এই 'বহ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন)। ঈদৃশ বক্ষ কায়ে অধ্যূঢ় অর্থাৎ শরীরের উপরিভাগে পরিব্যাপ্ত।[৩]

শকুনিরপি শুন্ধ্যুরুচ্যতে শোধনাদেবোদকচরো ভবতি ॥ ৩ ॥

শকুনিঃ অপি (শকুনি বিশেষও) শুন্ধ্যুঃ উচ্যতে (শুন্ধ্যু বলিয়া অভিহিত হয়); শোধনাৎ এব (শুদ্ধার্থক 'শুন্ধ' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন) [স হি] উদকচরঃ ভবতি (সে জলচর হয়)।

হংস, মদগু প্রভৃতি শকুনিগণকে (পক্ষীদিগকে)ও শুন্ধ্যু বলিয়া অভিহিত করা হয়।[৪] শুন্ধ্যু (হংসাদি) জলচর পাখী; জলে থাকে বলিয়াই নিত্যশুদ্ধ।[৫]

আপোঽপি শুন্ধ্যব উচ্যন্তে শোধনাদেব ॥ ৪ ॥

আপঃ অপি (জলও) শুন্ধ্যবঃ উচ্যন্তে (শুন্ধ্যু বলিয়া কথিত হয়); শোধনাৎ এব (শুদ্ধার্থক 'শুন্ধ' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন)। 'শুন্ধ্যু' শব্দের অর্থ জলও হইতে পারে, জল সমস্ত বস্তুর শুদ্ধি বিধান করে বলিয়া।

নোধা ঋষির্ভবতি নবনং দধাতি ॥ ৫ ॥

নোধাঃ ঋষিঃ ভবতি ('নোধস্' শব্দের অর্থ ঋষি); নবনং (স্তোত্র) দধাতি (ধারণ করেন)।

'নোধস্' শব্দের অর্থ—ঋষি; 'নবন' শব্দ পূর্ব্বক 'ধা' ধাতুর উত্তর 'অসি' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। ঋষিঃ নবনং দধাতি (দেবতাভ্যঃ)—ঋষি দেবতাগণের জন্য নবন (স্তোত্র) ধারণ করেন অর্থাৎ দেবতাদিগের স্তুতিবিধান করেন। বৈয়াকরণ মতে 'ণু' ধাতুর উত্তর 'অসি' প্রত্যয়ে 'নোধস্' শব্দের নিষ্পত্তি ('ণুবো ধুট্ চ'—উ ৬৬৫)। স্কন্দস্বামীর পাঠ—নবং দধাতি; বালমনোরমা (সিদ্ধান্তকৌমুদীর টীকা) উ ৬৬৫ সূত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে এই পাঠ সমর্থন করেন। এই পাঠটি ভাল। 'নব' শব্দের এক অর্থ 'স্তুতি'; 'নব' শব্দের 'ব' স্থানে সম্প্রসারণে 'উ' করিয়া এবং 'ন'-এর সঙ্গে উকারের সন্ধি করিয়া এতদুত্তর 'ধা' ধাতুর উত্তর 'অসি' প্রত্যয়ে 'নোধস্' শব্দের নিষ্পত্তি করা অধিকতর ন্যায়ানুগ।

১। উপরি প্রাপ্তং ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। ভাসাধ্যূঢ়মিত্যাদিত্য বক্ষসো নির্ব্বচনপ্রদর্শনম্; আদিত্যবক্ষো হি দীপ্ত্যারূঢম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। উপরি কায়স্য ব্যাপ্তম্ (স্কঃ স্বাঃ); বৈয়াকরণ মতে 'বচ্' ধাতু হইতে 'বক্ষস্' শব্দ নিষ্পন্ন (উ ৬৫৯)।

৪। শকুনিরপি য এব মদগুনাম ...... (দুঃ)।

৫। স হি উদকচরো ভবতি, উদকচরত্বান্নিত্যশুদ্ধঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

স যথা স্তুত্যা কামান্ আবিষ্কুরুতে, এবমুষা রূপাণ্যাবিষ্কুরুতে ॥ ৬ ॥

'নোধা ইব আবিরকৃত প্রিয়াণি'—মন্ত্রস্থ এই অংশের ব্যাখ্যা 'স যথা · · ' ইত্যাদি। ঋষি স্তুতিপ্রসঙ্গে যেরূপ তাঁহার মনোগত কামনা (প্রার্থনীয় বস্তু) আবিষ্কৃত অর্থাৎ প্রকটিত করেন অর্থাৎ তাঁহার কাম্য বস্তু কি তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন, উষাও সেইরূপ সমস্ত বস্তুর রূপ প্রকটিত করেন। প্রিয়াণি—কামান্ (ধনাদি কাম্যবস্তুসমূহ); আবিরকৃত—আবিষ্কুরুতে—লটের স্থানে লুঙ্ (পাঃ ৩।৪।৬)।

অদ্মসদদ্মান্নং ভবত্যদ্মসাদিনীতি বাদ্মসানিনীতি বা[১] ॥ ৭ ॥

অদ্মসৎ ('অদ্মসৎ' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়েছে); 'অদ্ম' অন্নং ভবতি ('অদ্ম' শব্দের অর্থ—অন্ন); অদ্মসৎ—অদ্মসাদিনী, অথবা—অদ্মসানিনী।

'অদ্মন্' শব্দের অর্থ 'অন্ন' (অদ্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা—ভক্ষিত হয়, এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ; অদ্+মনিন্ উ ৫৪৮)। অদ্মসৎ—অদ্মসাদিনী—যিনি অন্নপ্রাপ্তি সংঘটন করেন; অন্নং সীদতি সাদয়তি (অন্তর্গতণ্যর্থ) প্রাপয়তি—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে। দুর্গাচার্য্য 'অন্নসৎ' শব্দের ব্যাখ্যা করেন—গৃহাধিকারে নিযুক্তা অন্নসাধিকা স্ত্রী; তাঁহার মতে ব্যুৎপত্তি—অদ্ম অন্নম্, তৎ (অন্নং) প্রতিকর্ত্তব্যতয়া সীদতি; মনে হয়, তাঁহার মতে সীদতি—সাধয়তি; গৃহপত্নীর সম্বন্ধে গৃহকর্ত্তা যে কর্ত্তব্য সাধন করেন তাহার প্রতিদানরূপে গৃহপত্নী অন্নসাধন বা খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দেন। অন্নে অন্নসমীপে সীদতি উপবিশতি (যিনি অন্নসমীপে উপবিষ্টা হয়েন—who sits at meals)—এইরূপ ব্যুৎপত্তিও অসঙ্গত নহে। 'অদ্মসৎ' শব্দের অর্থ 'অদ্মসানিনী'ও হইতে পারে। 'অদ্মন্' শব্দ পূর্ব্বক 'সন্' ধাতু হইতে 'অন্নসৎ' শব্দের নিষ্পত্তি করিয়া। অদ্মসানিনী—যিনি পরিবারস্থ সকলের মধ্যে অন্ন বিভাগ করিয়া দেন; অদ্ম অন্নং সনোতি সংভজতে (সংবিভক্তং করোতি) এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে।[২]

[অদ্মসৎ ন] সসতো বোধয়ন্তী শশ্বত্তমাগাৎ পুনরেয়ুষীণাম্। স্বপতো বোধয়ন্তী শাশ্বতিকতমাঽগাৎ পুনরেয়ুষীণাম্ পুনরাগামিনীনাম্ ॥ ৮ ॥

'সসতো বোধয়ন্তী···'—মন্ত্রের এই অংশ ব্যাখ্যা করিতেছেন। সসতো বোধয়ন্তী—স্বপতো (জনান্) বোধয়ন্তী—সুপ্ত জনগণকে প্রবোধিত অর্থাৎ জাগরিত করিয়া; শশ্বত্তমা—শাশ্বতিকতমা (নিত্যতমা—সর্ব্বাপেক্ষা নিত্যা); পুনরেয়ুষীণাম্—পুনরাগামিনীনাম্ (যাহারা গৃহ হইতে চলিয়া গিয়া পুনরাগমন করে—যেমন, গাভী অভিসারিকা[৩] প্রভৃতি; তাহাদের মধ্যে)।

১। কোন কোন পুস্তকে 'অন্নসানিনী'—এই পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট হয়।

২। 'ষণ্' (সংভক্তৌ ধাতু হইতে ; এই ব্যাখ্যা দুর্গাচার্য্যসম্মত।

৩। যা এতাঃ কাশ্চিদ্ গত্বা পুনরাগচ্ছন্তি, তাঃ পুনরেয়ুষ্যো গাবঃ, অন্যা বা (দুঃ); সায়ণের মতে পুনরেয়ুষী—অভিসারিকা।

[অয়সং ন] স্বপতো বোধয়ন্তী··· পুনরাগামিনীনাম্—অয়সং অর্থাৎ গৃহকর্ত্রী যেরূপ ক্ষীরাদি সংগ্রহার্থ গৃহের সুপ্ত পুরুষদিগকে জাগরিত করিয়া দেন, গৃহে পুনরাগমনকারিণী গাভী অভিসারিকা প্রভৃতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিত্যা উষাও সেইরূপ সুপ্ত প্রাণিসমূহকে জাগরিত করিয়া সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করেন।[1] উষার আগমন প্রত্যহ হইয়া থাকে-উষা পুনরাগমনকারিণীদিগের অন্যতমা; উষা পরমার্থতঃ নিত্যবস্তু নহে; তাহা হইলেও তাঁহার নিত্যত্ব গাভী, অভিসারিকা প্রভৃতি অন্যান্য পুনরাগমনকারিণীদিগের নিত্যত্ব অপেক্ষা অধিক।

'তে বাশীমন্তঃ ইষ্মিণঃ' ॥

(ঋ ১।৮৭।৬)

ঈষণিন ইতি বৈষণিন ইতি বার্ষণিন ইতি বা ॥ ৯ ॥

তে (মরুৎগণ) বাশীমন্তঃ (বাগ্মী) ইষ্মিণঃ (গন্তা; অথবা অভিলাষী; অথবা দ্রষ্টা)।

'ইষ্মিণঃ' এই পদ অনবগতসংস্কার। ঈষণিনঃ ইতি বা (ইষ্মিণঃ—গত্যর্থক 'ঈষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে; ইষ্মিণঃ = ঈষণিনঃ; অর্থাৎ গন্তারঃ স্তুতীনাম্-যাঁহারা স্তুতিপ্রাপ্ত হয়েন; অথবা, গন্তারঃ বেগেন—বেগগামী), এষণিনঃ ইতি বা (অথবা ইচ্ছার্থক 'ইষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে; ইষ্মিণঃ = এষণিনঃ; অর্থাৎ এষিতারো হবিষাম্—হবি পাইতে ইচ্ছুক), আর্ষণিনঃ ইতি বা (অথবা দর্শনার্থক 'ঋষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে; ইষ্মিণঃ = আর্ষণিনঃ; অর্থাৎ সর্ব্বার্থানাং দ্রষ্টারঃ—যাঁহারা সর্ব্বপদার্থ দর্শন করেন)। 'ইষ্ম' শব্দের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে (উ ১৪২ দ্রষ্টব্য)।

বাশীতি বাঙ্‌নাম, বাশ্যত ইতি সত্যাঃ ॥১০॥

বাশী ইতি বাঙ্‌নাম ('বাশী' শব্দ ও 'বাক্' শব্দ সমানার্থক; বাশী = বাক্—নিঘ ১।১১); বাশ্যতে ইতি সত্যাঃ (বাশিত শব্দিত বা ভাষিত হয়—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে)।

'বাশী' শব্দ 'বাশ্' ('বাশৃ' শব্দে) ধাতু হইতে 'ইঙ্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন কর্ম্মবাচ্যে[2] (উ ৫৬৪); বাশি = বাশী (কৃদিকারাদক্তিনঃ—পা ৪।১।৪৫, গ ৫০) বাশীমন্তঃ = বাক্যবন্তঃ (বাগ্মী বা বাক্‌পটু অর্থাৎ শব্দকারী)।[3] সত্যাঃ = এই পদের প্রয়োগের দ্বারা কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়েছে তৎসম্বন্ধে (নির্ ১।৬ দ্রষ্টব্য)।

১। গবাদয়ো হি গব্যূতি প্রভৃতি গত্বা গত্বা পুনরায়ান্তি। নির্দ্ধারণে চেয়ং ষষ্ঠী। অতিশয়েন নিত্যা পুনরেয়ুষীণাং মধ্যে আগাৎ কৃৎস্নং জগৎ অজ্যোতি ব্যামোতীত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ) তৎকালে হি তে ইতিকর্ত্তব্যার্থে জনাঃ প্রতিবুধ্যন্তে, তেনৈনতয়ৈব বোধিতা ভবন্তি; পুনরেয়ুষীণাং নির্দ্ধারয়তি এষৈব শশ্বত্তমা (দুঃ)।

২। বাশ্যত ইতি সত্যাঃ কর্ম্মণি কারকে বাশী বাশ্যতে শব্দ্যতে (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। বাশীমন্তঃ বাচা চ তদ্বন্তঃ (স্কঃ স্বাঃ); বাগ্মিনঃ (দুঃ)। বাশিন্নমিঃ (সিঃ কৌঃ— উ ৫৬৪ দ্রষ্টব্য)।

শংসাবাধ্বর্য্যো প্রতি মে গৃণীহীন্দ্রায় বাহঃ কৃণবাব জুষ্টম্ ॥১১॥
(ঋ ৩।৫৩।৩)

অধ্বর্য্যো (হে অধ্বর্য্যো) শংসাব (আমরা দুইজনে শংসন বা স্তুতি করিব), প্রতি মে গৃণীহি (মে প্রতিগৃণীহি—তুমি আমাকে প্রত্যুত্তর দেও); বাহঃ (স্তোত্র ; অথবা—অধিষব চর্ম্ম) ইন্দ্রায় জুষ্টং (ইন্দ্রের যাহাতে প্রীতিসম্পাদক হয় তাহা) কৃণবাব (করিব)।

'বাহস্' শব্দ অনবগত এবং অনেকার্থ ; ইহারই বৈদিক প্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছেন।

আবাং শংসাব মে প্রতি গৃণীহি—'শংসাব' শব্দের অর্থ শংসন বা দেবতার স্তুতি করিব ; যে মন্ত্রে শংসন হয় তাহার নাম 'শস্ত্র'। শস্ত্রপাঠক প্রথমে তূষ্ণীং জপ করেন—মনে মনে 'সু মৎ পদ্ বক্ দে পিতা মাতরিশ্বা' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করেন। তারপর তিনি অধ্বর্য্যুকে আহ্বান করিয়া আহাব মন্ত্র পাঠ করেন। আহাব মন্ত্রের তাৎপর্য্য 'এস আমরা দুইজনে শংসন বা শস্ত্র পাঠ করি'। অধ্বর্য্যু প্রত্যুত্তরে প্রতিগর করেন অর্থাৎ প্রত্যুত্তরে বলেন—তুমিই শংসন কর, তাহাতে আমোদ হইবে (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'যজ্ঞকথা', ৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ইন্দ্রায় বাহঃ জুষ্টং কৃণবাব—বাহঃ ইন্দ্রায় জুষ্টং (প্রিয়ং) কুর্ব্বঃ অর্থাৎ 'বাহঃ' যাহাতে ইন্দ্রের প্রীতি সম্পাদন করে তাহাই আমাদিগকে করিতে হইবে।[১] 'বাহস্' শব্দের অর্থ 'বহনকারী' অর্থাৎ স্তোত্র—স্তোত্র দেবতাদিগকে বহন করিয়া আনে।[২] প্রত্যেক শস্ত্রপাঠের পূর্ব্বে সামগায়ী ঋত্বিক্গণকে স্তোত্র পাঠ করিতে হয়। অথবা, 'বাহস্' শব্দের অর্থ 'অধিষবণ চর্ম্ম'[৩]—যে চর্ম্মের উপর সোম থেঁতলান হয় ; কূপ হইতে জল উদ্ধৃত করিয়া যে স্থানে জমা করিয়া রাখা হয়, তাহার নাম আবাহঃ ; অধিষবণ চর্ম্মও সোমরসে পূর্ণ থাকে বলিয়া তৎসাদৃশ্যনিবন্ধন বাহঃ বলিয়া আখ্যাত হয়।[৪] দুর্গাচার্য্যের মতে—'বাহঃ সোমোদক-পূর্ণম্ অধিষবণফলকাখ্যম্' অর্থাৎ 'বাহস্' শব্দে অধিষবণ চর্ম্মকে না বুঝাইয়া বুঝায় সোমোদকে পরিপূর্ণ অধিষবণফলককে। উপরব নামক চারিটি গর্ত্তের উপর কাষ্ঠফলক চাপাইয়া তদুপরি গোচর্ম্ম (অধিষবণ চর্ম্ম) বিছান হয় ; তাহার উপর সোমলতার টুকরা রাখিয়া পাষাণের আঘাতে থেঁতলাইয়া রস বাহির করিতে হয় ('যজ্ঞকথা', ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১। ইন্দ্রায় ইন্দ্রার্থং জুষ্টং প্রিয়ং তস্য যথা স্যাৎ তথা কুর্ব্ব (দুঃ)।

২। স্তোম এব হি দেবানাং বোঢ়া ভবতি (দুঃ) স্তোম স্তোত্রের ই পরিণতি (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ৭৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। স্তোম যে দেবতাদিগের বাহন, তাহা ঋগ্বেদে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে—বাংহিষ্ঠো বাং হবানাং স্তোমঃ (৮।২৬।১৬)।

৩। অধিষবণশব্দেন অধিষবণচর্ম্ম (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। যদেতৎ কূপসমীপে তদুদকস্যোদ্ধৃতস্য স্থানমাবাহ ইতি লোকে প্রসিদ্ধম্, তৎসাদৃশ্যাৎ সোমরসস্য পূর্ণমধিষবণং চর্ম্ম বাহ ইত্যুচ্যতে (দেঃ রাঃ)।

অভিবহন স্তুতি মধিষবণ প্রবাদাং স্তুতিং মন্যন্ত ঐন্দ্রীত্বেব শস্যতে ॥ ১২ ॥

[উক্ত ঋক্‌টিকে (৩। ৩।৩)—যাহার অংশ 'শংসাবধ্বর্য্য' ইত্যাদি] অভিবহন স্তুতিং (দেবতাদিগকে বহন করিয়া আনিবার স্তুতি বা ঋক্, অর্থাৎ স্তোত্র) [বা][1] (অথবা) অধিষবণ প্রবাদাং স্তুতিং (অধিষবণাভিধায়িকা ঋক্) মন্যন্তে (আচার্য্যগণ মনে করেন); ঐন্দ্রী তু এব শস্যতে (পক্ষদ্বয়েই কিন্তু ইন্দ্রদেবতাক বলিয়াই ঋক্‌টি অভিহিত হয়)।

'স্তুতি' শব্দের অর্থ 'ঋক্' (স্তূয়তে অনয়েতি ব্যুৎপত্ত্যা ইহার দ্বারা দেবতা স্তুত হন, এই ব্যুৎপত্তিতে)। অভিবহন স্তুতিম্ অভিবহনার্থা ঋক্। 'সংশাবাধ্বর্য্যো' এই ঋক্‌টি দেবতাদিগকে যজ্ঞস্থলে আনয়ন করিবার জন্য প্রযুক্ত হয় অর্থাৎ ইহা স্তোত্ররূপে গীত হয়, ইহা কোন কোন আচার্য্যের অভিমত। স্তোত্র দেবতাগণকে বহন করিয়া আনে অর্থাৎ স্তোত্রের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা যজ্ঞস্থলে আগমন করেন ইহা উক্ত হইয়াছে। কোন কোন আচার্য্যের মতে আবার উক্ত ঋক্‌টি অধিষবণপ্রবাদিনী স্তুতি বা ঋক্। অর্থাৎ এই ঋকে অধিষবণের কথা বলা হইয়াছে, ইহাই তাঁহারা বলেন। এই দুই মতের উদ্ভব হইয়াছে 'বাহস্' শব্দের প্রয়োগবশতঃ। স্থূল কথা এই যে, প্রথমোক্ত আচার্য্যগণের মতে 'বাহস্' শব্দের অর্থ বহনকারী অর্থাৎ দেবতাদিগের বাহক স্তোত্র এবং শেষোক্ত আচার্য্যগণের মতে 'বাহস্' শব্দের অর্থ অধিষবণের দ্রব্য—চর্ম্ম বা ফলক। যে সূক্তে (তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩ সূক্তে) 'শংসাবাধ্বর্য্যো' ইত্যাদি ঋক্‌টি রহিয়াছে, তাহার দেবতা এক নহে। সূক্তের ২৪টি ঋকের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ঋকের ভিন্ন ভিন্ন দেবতা—১ ঋকের ইন্দ্র ও পর্ব্বত দেবতা; ১৫ ও ১৬ ঋকের বাগ্‌দেবতা; ১৭, ১৮, ১৯ ও ২০ ঋকের রথাঙ্গ দেবতা; অবশিষ্ট ঋকের ইন্দ্র দেবতা। বলা বাহুল্য, 'শংসাব'ধ্বর্য্যো' ইত্যাদি ঋকের (সূক্তের মধ্যে এইটি ৩য় ঋক্) দেবতা ইন্দ্র। ভিন্ন ভিন্ন ঋকের দেবতা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ভাষ্যকার স্পষ্ট করিয়া উক্ত ঋক্‌টির দেবতা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। তাহার বক্তব্য এই যে, ঋক্‌টি অভিবহন-স্তুতিই হউক, আর অধিষবণ প্রবাদিনীই হউক ইহার দেবতা যে ইন্দ্র তাহাতে সন্দেহ নাই।[2]

পরিতক্ম্যেত্যুপরিষ্টাদ্ ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১৩ ॥

পরিতক্ম্যা ইতি ('পরিতক্ম্যা' এই শব্দ) উপরিষ্টাৎ ব্যাখ্যাস্যামঃ (পরে ব্যাখ্যা করিব)। পরিতক্ম্যা — রাত্রি; ইহার ব্যাখ্যা পরে করিবেন (নিরু ১১।২৫)।

॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অসত্যাপি বাশব্দে বিকল্পবচনমেতদ্ দ্রষ্টব্যম্ (স্ক. ভাঃ)।

২। এবমিমমভিবহন স্তুতিরথবা অধিষবণপ্রবাদা স্তুতিঃ ইত্যথাপি তু ইয়ং ঐন্দ্রী।(২ ১ ঃ দু. ভাঃ)।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সুবিতে সু ইতে সূতে, সুগতে প্রজায়ামিতিবা ॥ ১ ॥

সুবিতে—সু+ইতে ; অথবা, সুবিতে—সূতে। সু+ইতে—সুগতে (স্বর্গাদি সুখময় স্থানে); সূতে—প্রজায়াম্ (সন্তানে ; সু+ক্ত—৭মীর একবচনে)।

'সুবিতে' এই পদটি অনবগতসংস্কার এবং অনেকার্থক॥ 'সু' এবং 'ইতে' এই দুই পদ মিলিত হইয়া 'সুবিতে' এই আকার ধারণ করিতে পারে ; অথবা 'সুবিতে' পদটি 'সূতে' পদেরই রূপান্তর। প্রথম পক্ষে 'সুবিতে' পদের অর্থ 'সুগতে' অর্থাৎ স্বর্গাদি সুখময় স্থানে ; দ্বিতীয় পক্ষে 'সুবিতে' পদের অর্থ 'প্রজাতে' অর্থাৎ সন্তানে।

'সুবিতে মা ধাঃ' ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ২ ॥

সুবিতে (স্বর্গাদি স্থানে, অথবা প্রজাতে অর্থাৎ সন্তানে) মা (মাম্—আমাকে) ধাঃ (স্থাপন কর); ইত্যপি…ভবতি—এই বৈদিক বাক্যও আছে।

'সুবিতে মা ধাঃ'—ইহা একটি যজুর্বেদ মন্ত্রের অংশ (যজুঃ বাঃ সঃ ৫।৫)। 'হে তানূনপত্র!'[১] আমাকে স্বর্গাদি স্থানে অথবা প্রজাতে (সন্তানে) স্থাপন কর অর্থাৎ—আমাকে হয় স্বর্গগতি প্রদান কর অথবা যাহাতে বহু অপত্য লাভ করিতে পারি তাহা কর'—ইহাই যজমান ও ঋত্বিক্‌গণের প্রত্যেকের প্রার্থনা।[২]

দয়তিরনেককর্ম্মা ॥ ৩ ॥

দয়তিঃ ('দয়' ধাতু) অনেককর্ম্মা (অনেকার্থক)।

'দয়' ধাতু অনেকার্থক[৩]; 'সুবিতে'—পদও অনেকার্থক। পার্থক্য এই যে, 'সুবিতে' পদটির ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিপরিণাম করিয়া অনেকার্থ লাভ করিতে হয়, 'দয়' ধাতু নিষ্পন্ন পদ (দয়তে, দয়মান ইত্যাদি) অখণ্ড প্রকৃতি রূপেই অনেকার্থ প্রকাশ করিয়া থাকে।[৪] ইহাও

১। যজমান ও ঋত্বিকেরা পরস্পর অবিরোধের জন্য যে কর্ম্মদ্বারা আজ্যস্পর্শপূর্ব্বক শপথ গ্রহণ করে, তাহার নাম তানূনপত্র (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৪।৭ এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। তানূনপত্রং করিষ্যন্ আজ্যমভিস্পৃশন্নাহ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। স্বর্গে মাং গময় প্রজা বা মহ্যং দেহীত্যর্থঃ—(স্কঃ স্বাঃ); যত্র গতানাং শোভনং গতং ভবতি তত্র দেহি অথবা প্রজায়াং দেহি যথা বহ্বপত্যাঃ স্যাম তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ (দুঃ)।

৩। ধাতু পাঠে—দানগতি রক্ষণ হিংসা দানেষু।

৪। অন্যোনান্যেন ধাতুনা বিগৃহ্য সুবিতে শব্দস্যানেকার্থত্বমুক্তম্, নৈবমিহ। কিং তর্হি একপ্রকৃতিরেবায়ং শব্দোঽনেকার্থো ভবতি (দুঃ)।

দ্রষ্টব্য যে, 'সুবিতে' পদ অনবগতসংস্কার এবং অনেকার্থক, 'দয়' ধাতুনিষ্পন্ন পদ মাত্র অনেকার্থক—অনবগতসংস্কার নহে।[১]

"নবেন পূর্ব্বং দয়মানাঃ স্যাম" ইত্যুপদয়াকর্ম্মা ॥ ৪ ॥

নবেন পূর্ব্বং দয়মানাঃ স্যাম (বাঃ সং ২৮।১৬, কাঃ সং ১৯।৩) ইতি (ইত্যাদি মন্ত্রে) 'উপদয়াকর্ম্মা' ('দয়' ধাতুর অর্থ 'উপদয়া'—রক্ষণ)[২]; নবেন (নূতন ধান্তের দ্বারা) পূর্ব্বং (পুরাণ ধান্য) দয়মানাঃ স্যাম (যেন রক্ষা করিতে পারি)। দয়মানাঃ=রক্ষন্তঃ।

আমরা যেন বহু ধান্য লাভ করিতে পারি; নূতন ধান্যের দ্বারা যেন পুরাতন ধান্য রক্ষা করিতে পারি অর্থাৎ আমাদের সঞ্চিত ধান্য যেন অক্ষীণ থাকে—ইহাই মন্ত্রভাগের তাৎপর্য্য। সম্পূর্ণ মন্ত্র এবং তাহার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে (নিরু ১।৪৩ দ্রষ্টব্য)।

'য এক ইদ্বিদয়তে বসু' ইতি দানকর্ম্মা বা বিভাগকর্ম্মা বা ॥ ৫ ॥

'য এক ইদ্বিদয়তে বসু'—ইতি (ইত্যাদি মন্ত্রে—ঋ ১।৮৪।৭) দানকর্ম্মা বা বিভাগকর্ম্মা বা ('দয়' ধাতু হয় দানার্থক আর না হয় বিভাগার্থক);—যঃ একঃ ইৎ (যে ইন্দ্রই কেবল) বসু (ধন) বিদয়তে (অনেক প্রকারে দান বা বিভাগ করিয়া দেন)।

বিদয়তে বসু—বসু বিবিধং দদাতি বিভজতে বা—স্কন্দস্বামী; বি বিবিধং বসু দয়তে (অনেক প্রকারের ধন দান বা বিভাগ করিয়া দেন)—দুর্গাচার্য্য।

'দুর্বর্ত্তুর্ভীমো দয়তে বনানি' ইতি দহতিকর্ম্মা; দুর্বর্ত্তুর্দুর্বারঃ ॥ ৬ ॥

'দুর্বর্ত্তুর্ভীমো দয়তে বনানি'—ইতি (ইত্যাদি মন্ত্রে—ঋ ৬।৬।৫) দহতিকর্ম্মা ('দয়' ধাতু দহনার্থক);—ভীমঃ (সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্কর) দুর্বর্ত্তুঃ (দুর্বার দাবাগ্নি) বনানি (বনসমূহ) দয়তে (দগ্ধ করে)। দুর্বর্ত্তুঃ—দুর্বারঃ (যাহাকে প্রতিহত বা নির্ব্বাপিত করা যায় না); দয়তে—দহতি।

'বিদদ্বসুর্দয়মানো বিশক্রূন্' ইতি হিংসাকর্ম্মা ॥ ৭ ॥

'বিদদ্বসুর্দয়মানো বিশক্রূন্'—ইতি (ইত্যাদি মন্ত্রে—ঋ ৩।৩৪।১) হিংসাকর্ম্মা ('দয়' ধাতু হিংসার্থক); বিদদ্বসুঃ (লব্ধধন ইন্দ্র) শক্রূন্ (শত্রুগণকে) বিদয়মানঃ (অনেক প্রকারে হিংসা করিয়া) ....। দয়মানঃ বিশক্রূন্=শক্রূন্ বিদয়মানঃ=বিবিধং হিংসন্।

ইমে সুতা ইন্দবঃ প্রাতরিত্বনা সজোষসা পিবতমশ্বিনা তান্।
অয়ং হি বামূতয়ে বন্দনায় মাং বায়সো দোষা দয়মানো অবুবুধৎ।[৩]
ডয়মান ইতি ॥ ৮ ॥

ইমে ইন্দবঃ (এই সোমরস) সুতাঃ (অভিষুত বা নিষ্কাশিত হইয়াছে); [হে]

১। দয়তিরনেককর্ম্মৈব সন্ননবগতোঽপি সুবিতাদিবৎ (স্কঃ স্বাঃ)।
২। উপদয়েতি রক্ষণমুচ্যতে (দুঃ)।
৩। মন্ত্রের মূল অপরিজ্ঞাত।

প্রাতরিত্বনা (প্রাতঃকালে আগমনকারী)[১] সজোষসা (সকলের প্রতি সমান প্রীতিসম্পন্ন) অশ্বিনা (অশ্বিনৌ—অশ্বিদ্বয়) তান্ (সেই সোমরস) পিবতম্ (পান কর) ; অয়ং হি বায়সঃ (এই বায়স) বাম্ (তোমাদের.) উতয়ে (তৃপ্তিসাধনের জন্য)[২] বন্দনায় [চ] (এবং স্তুতির জন্য) দোষা (রাত্রিতে)[৩] দয়মানঃ (উড্ডীয়মান হইয়া) মাম্ (আমাকে) অবুবুধৎ (প্রবোধিত বা জাগরিত করিয়াছে) ।[৪]

স্তোতা বলিতেছেন, 'হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সোম অভিষুত হইয়াছে, তোমরা প্রাতঃকালে আগমন করিয়া থাক এবং সকলের প্রতি তোমাদের সমান প্রীতি ; তোমরা এই সোমরস পান কর। তোমাদের যাহাতে তৃপ্তিসাধন করিতে পারি এবং স্তুতি করিতে পারি, তজ্জন্য এই বায়স রাত্রিতেই উড্ডীয়মান হইয়া আমাকে জাগরিত করিয়াছে।'

ডয়মান ইতি—এই মন্ত্রে 'দয়মান' শব্দের অর্থ 'ডয়মান' (উড্ডীয়মান) 'ডয়মান' শব্দ ভ্বাদি 'ডী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; 'ডী' ধাতুর অর্থ—আকাশপথে গমন ; কাজেই এই স্থলে 'দয়মান' শব্দের 'দয়' ধাতুও গত্যর্থক বলা যাইতে পারে। 'ডয়মান ইতি'—ইহা স্কন্দস্বামীর পাঠ ; বহু পুস্তকে এই স্থলে 'দয়মান ইতি' পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। দুর্গাচার্যও 'দয়মান ইতি'—এই পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন ; তিনি সম্পূর্ণ মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই, মাত্র চতুর্থ চরণের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'দয়মান ইতি' ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'অত্র দয়তির্গত্যর্থঃ'। মূলে 'দয়মান' শব্দ রহিয়াছে ; ইহারই ব্যাখ্যা আবার ভাষ্যকার 'দয়মান ইতি'—এইরূপে করিয়াছেন, ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না ; মনে হয় 'ডয়মান ইতি'—এই পাঠই বিশুদ্ধ পাঠ।

(১০-৩১) নূচিদিতি নিপাতঃ পুরাণনবয়োর্নূচেতি চ ॥ ৯ ॥

নূচিৎ ইতি নিপাতঃ ('নূচিৎ' এই নিপাত) পুরাণনবয়োঃ (পুরাণ এবং নূতন এই দুই অর্থের দ্যোতক) ; নূচ ইতি চ ('নূচ' এই নিপাতও পুরাণ এবং নূতন এই দুই অর্থের দ্যোতক)।

'নূচিৎ' এবং 'নূচ' ইহারা দুইটি নিপাত ; প্রকরণাদিবশে ইহাদের প্রত্যেকের অর্থই 'নূতন' (ইদানীন্তন) এবং 'পুরাতন' (পূর্বতন) উভয়ই হইতে পারে। ইহাদের অবতারণা করা হইয়াছে অনেকার্থক শব্দরূপে, অনবগতসংস্কার শব্দরূপে নহে—কারণ, নিপাতের প্রকৃতি প্রত্যয়াদি সংস্কার নাই।

১। প্রাতর্গামিনৌ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। উতয়ে তর্পণায় (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। দোষা রাত্রৌ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। অবুবুধৎ বোধিতবান্ (স্কঃ স্বাঃ) ; অবোধয়ৎ (দু'

অদ্যা চিন্নূচিত্তদপো নদীনাম্ ॥
অদ্য চ পুরা চ তদেব কর্ম্ম নদীনাম্ ॥ ১০ ॥
(ঋ ৬।৩০।৩)

অদ্যা (অদ্য) চিৎ (এবং)[১] নূচিৎ (পুরাকালে) নদীনাং (নদীসমূহের) তৎ (তাহাই) অপঃ (কর্ম্ম)।

অদ্য চ পুরা চ ... ... নদীনাম্— ইহা উদ্ধৃত মন্ত্রভাগের ব্যাখ্যা; লোকোপকারার্থ নদীসমূহের প্রবহণরূপ কর্ম্ম নূতন নহে, ইহা বর্ত্তমানকালেও যেরূপ আছে, পূর্ব্বকালেও সেইরূপ ছিল, ইহাই উক্তবাক্যের তাৎপর্য্য। অদ্যা=অদ্য (পাঃ ৬।৩।১৩৬)। নূচিৎ—পুরা (পুরাকালে)। অপস্—কর্ম্ম (নিঘ ২।১); 'আপ্' ধাতুর উত্তর অসুন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন (উ ৬৪৭)—কর্ম্ম ফলরূপে কর্ম্মকর্ত্তাকে প্রাপ্ত হয়। 'নূচিৎ' শব্দের অর্থ নব এবং পুরাণ এতদুভয় হইলেও মন্ত্রাংশে 'অদ্য' শব্দের উল্লেখ থাকায় ইহার অর্থ পুরাণ অর্থাৎ পুরা বা পুরাকালে।

'নূচ পুরা চ সদনং রয়ীণাম্ ॥
অদ্য চ পুরা চ সদনং রয়ীণাম্; রয়িরিতি ধননাম রাতের্দানকর্ম্মণঃ ॥ ১১ ॥
(ঋ ১।৯৬।৭)

নূচ (অদ্য) পুরা চ (এবং পুরাকালে) রয়ীণাং (ধনসমূহের) সদনম্ (আবাসস্থান)।

অদ্য চ পুরা চ সদনং রয়ীণাম্—ইহা উদ্ধৃত মন্ত্র ভাগের ব্যাখ্যা; অগ্নি বর্ত্তমানকালে এবং পূর্ব্বকালে সমস্ত ধনের আবাসস্থান। এই স্থলেও 'পুরা' শব্দের উল্লেখ থাকায় 'নূচ' শব্দের অর্থ নব অর্থাৎ অদ্য বা বর্ত্তমান কালে। 'রয়ি' শব্দের অর্থ 'ধন' (নিঘ ২।১০); দানকর্ম্মণঃ (দানার্থক) রাতেঃ ('রা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। 'রয়ি' শব্দ দানার্থক 'রা' ধাতুর উত্তর 'ই' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন; রীয়তে দীয়তে অর্থিভ্যঃ (অর্থিগণকে দেওয়া হয়)—ইহা ব্যুৎপত্তি।

ভাষ্যকার নবার্থে 'নূচিৎ' শব্দের এবং পুরাণার্থে 'নূচ' শব্দের নিগম প্রদর্শন করেন নাই।

॥ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। চিচ্ছব্দঃ সমুচ্চয়ে (দুঃ বাঃ)।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

'বিদ্যাম তস্য তে বয়মকূপারস্য দাবনে'॥ (ঋ ৫।৩৯।২)

বিদ্যাম তস্য তে বয়মকুপরণস্য দানস্য ॥ ১ ॥

বয়ং (আমরা) তে (তোমার স্বকীয়) তস্য (আহৃত সেই) অকূপারস্য (অকুৎসিত-পূরণ অর্থাৎ অতিপ্রভূত) দাবনে (দানস্য—দেয় ধনের একাংশ) বিদ্যাম' (যেন লাভ করিতে পারি)।

বিদ্যাম তস্য তে বয়ম্ অকুপরণস্য দানস্য—ইহা উদ্ধৃত মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা। বিদ্যাম—বিন্দেম (লাভার্থক 'বিদ্' ধাতুর রূপ—যেন লাভ করিতে পারি); তস্য—ত্বয়া আহৃতস্য (ত্বৎ কর্তৃক আহৃত)—মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধে বলা হইয়াছে 'হে ইন্দ্র, তুমি বরণীয় এবং দ্যুতিমৎ ধন আহরণ কর'; 'তস্য' এই পদ ইন্দ্র যে ধন আহরণ করিবেন সেই ধনের নির্দ্দেশ করিতেছে। তে—তব স্বভূতস্য (যাহা তোমার স্বকীয় অর্থাৎ তুমি যাহার স্বামী)। অকূপারস্য—অকুপরণস্য—অকুৎসিতপূরণস্য অর্থাৎ যাহা লাভ করিতে পারিলে নিজেকে সুপূর্ণ মনে করিতে পারি—যাহা ঐহিক ও আমুষ্মিক শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির পক্ষে পর্যাপ্ত অর্থাৎ যাহা অতিপ্রভূত। 'অকূপার' শব্দ অতিপরোক্ষবৃত্তি—ধাতু ও প্রত্যয় কি নির্ণয় করিতে না পারায় অর্থবোধ হয় না। 'অকুপরণ' শব্দ পরোক্ষবৃত্তি—ধাতুপ্রত্যয় নির্ণয় করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাদ্বারা নিশ্চিত অর্থের প্রতীতি হয় না; 'পৃ' ধাতুর অর্থ পালন—অকুপরণ—সারবত্তাহেতু সম্যক্ পালিত। অকুপূরণ (অকুৎসিতপূরণ) প্রত্যক্ষবৃত্তি; ধাতুপ্রত্যয়ের দ্বারাই পূর্ণ অর্থ প্রতীত হয়। দাবনে—'দা' ধাতুর উত্তর 'বনিপ্' প্রত্যয়ে 'দাবন্' শব্দ নিষ্পন্ন, চতুর্থীর একবচনে 'দাবনে'। দাবনে—দানস্য (দেয়স্য ধনস্য—দেয় ধনের)—ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী; ষষ্ঠী—শ্রুতি থাকায় 'একদেশ' পদ অধ্যাহার করিয়া অন্বয় করিতে হইবে।[২] তস্য তে অকূপারস্য দাবনে—ত্বয়া আহৃতস্য ত্বৎস্বামিকস্য অকুপূরণস্য দানস্য (দেয়স্য ধনস্য) একদেশম্—তোমাদ্বারা আহৃত এবং তোমার স্বকীয় অকুৎসিতপূরণ (অতিপ্রভূত) দেয় ধনের একাংশ। স্কন্দস্বামী বলেন—'দাবনে' এই স্থলে দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী স্বীকার করিয়াও অর্থ করা যায়। অকূপারস্য—(অকুপূরণস্য) ধনস্যাবয়বভূতং যদ্ দাব (দেয়ং ধনম্)—অকুৎসিতপূরণ ধনের অংশ যাহা দেয়,[৩] (তাহা যেন লাভ করিতে পারি), এইরূপ অর্থও অসঙ্গত নহে।

'অকূপারস্য' এবং 'দাবনে'—এই পদদুইটি অনবগতসংস্কার; 'অকূপার' শব্দ

১। বিদ্যাম লভেমহি (স্কঃ স্বাঃ)। ২। চতুর্থী ষষ্ঠ্যর্থে, তচ্ছ্রুতেশ্চ একদেশমিতি শেষঃ; দেয়স্যৈকদেশমিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)। ৩। অথবা দাবন ইতি দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী, 'তস্য তব স্বভূতস্য ধনস্যাবয়বভূতং সুষ্ঠুং দাব দেয়ং তদিত্যর্থঃ।

অনেকার্থকও বটে (২-৪ সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)। সমাম্নায়ে (নিঘণ্টুতে) পদদুইটি 'দাবনে' এবং 'অকূপারস্য'—এই ক্রমে প্রদর্শিত হইয়াছে; 'দাবনে' পদের উল্লেখ আছে প্রথমে, পরে আছে 'অকূপারস্য' পদের উল্লেখ (নিঘ ৪।১); ভাষ্যকার কর্তৃক উদ্ধৃত নিগমে কিন্তু ক্রমের বৈপরীত্য দেখা যায়—'অকূপারস্য' পদের প্রয়োগ আছে প্রথমে, পরে আছে 'দাবনে' পদের প্রয়োগ। নিঘণ্টুতে এবং নিগমে ক্রমের ব্যত্যয় দেখিয়া দুর্গাচার্য্য সিদ্ধান্ত করেন যে, নিঘণ্টুকার এবং ভাষ্যকার এক ব্যক্তি নহেন। ভাষ্যকার নিঘণ্টুর কর্তা হইলে নিগমের ক্রম দেখিয়া সেই ক্রমই তিনি নিঘণ্টুতে রক্ষা করিতেন, ব্যত্যয় করিতেন না; কারণ ঈদৃশ ব্যত্যয়ের দ্বারা কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় নাই।

আদিত্যোঽপ্যকূপার উচ্যতেঽকূপারো ভবতি দূরপারঃ ॥ ২ ॥

আদিত্যঃ অপি অকূপারঃ উচ্যতে (আদিত্যও 'অকূপার' বলিয়া অভিহিত হয়েন); অকূপারঃ দূরপারঃ ভবতি ('অকূপার' শব্দের অর্থ 'দূরপার'—দীর্ঘ পথ অতিক্রমকারী)।

'অকূপার' শব্দের অনেকার্থত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। 'অকূপার' শব্দের অর্থ আদিত্য হইতে পারে; আদিত্য অকূপার অর্থাৎ দূরপার—উদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অস্তকালের মধ্যে তিনি অতি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন।[১] অকূপার—অকুৎসিতপার অর্থাৎ দূরপার। স্কন্দস্বামী 'দূরপার' শব্দের অর্থ করেন—দূরং পালয়িতা পূরয়িতা বা অর্থাৎ যিনি পর্য্যাপ্তরূপে পালন বা পূরণ করেন। আদিত্য হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে হয় অন্ন, অন্নের দ্বারা জীব-লোক রক্ষা পায়—কাজেই আদিত্য সম্যক্ পালয়িতা; আদিত্যরশ্মির দ্বারা দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষলোক পূর্ণ হয়—কাজেই আদিত্য সম্যক্ পূরয়িতা।

সমুদ্রোঽপ্যকূপার উচ্যতেঽকূপারো ভবতি মহাপারঃ ॥ ৩ ॥

সমুদ্রোপ্যকূপারঃ উচ্যতে (সমুদ্রও অকূপার বলিয়া অভিহিত হয়); অকূপারঃ মহাপারঃ ভবতি ('অকূপার' শব্দের অর্থ মহাপার—বিস্তীর্ণ পারবিশিষ্ট)।

'অকূপার' শব্দে সমুদ্রকেও বুঝাইতে পারে; সমুদ্র অকূপার অর্থাৎ মহাপার—ইহার দুই পার অতি বিস্তীর্ণ।[২] স্কন্দস্বামীর মতে 'মহাপার' শব্দের অর্থ—মহাপালনঃ মহাপূরণো বা; সমুদ্র মহান্ পালক—অসংখ্য জীবজন্তুর আশ্রয় বলিয়া এবং মহাপূরণ (মহান্ পূরয়িতা) বিস্তীর্ণ প্রদেশ প্রভৃত জলের দ্বারা পূরণ করে বলিয়া।

১। স হি মহতোঽধ্বনঃ পারয়িতা ভবতি, উদয়াদারভ্য যাবদস্তমিতি (দুঃ)।

২। মহাপারঃ বিস্তীর্ণপার ইত্যর্থঃ (দুঃ)।

কচ্ছপোঽপ্যকূপার উচ্যতেঽকূপারো ন কূপমৃচ্ছতীতি ॥ ৪ ॥

কচ্ছপঃ অপি অকূপার উচ্যতে (কচ্ছপও অকূপার বলিয়া অভিহিত হয়); অকূপারঃ — ন কূপম্ ঋচ্ছতি ইতি (কূপে গমন করে না—ইহাই ব্যুৎপত্তি)।

'অকূপার' শব্দে কচ্ছপও বুঝাইতে পারে; 'কূপ' শব্দপূর্ব্বক গত্যর্থক 'ঋ' ধাতু হইতে 'কূপার' শব্দ নিষ্পন্ন। কচ্ছপ অকূপার অর্থাৎ কূপে গমন করে না, তথায় জল অল্প বলিয়া; নদী বা সমুদ্রে বাস করিতে ভালবাসে, তথায় জল প্রচুর বলিয়া।[১]

কচ্ছপঃ কচ্ছং পাতি কচ্ছেন পাতীতি বা কচ্ছেন পিবতীতি বা ॥ ৫ ॥

কচ্ছপঃ ('কচ্ছপ' শব্দের ব্যুৎপত্তি)—কচ্ছং (মুখসম্পুটকে) পাতি (রক্ষা করে), বা (অথবা) কচ্ছেন পাতি ইতি (কটাহের দ্বারা অন্যান্য অঙ্গ রক্ষা করে), বা (অথবা) কচ্ছেন (মুখসম্পুটের দ্বারা) পিবতি ইতি (পান করে)।

প্রসঙ্গতঃ 'কচ্ছপ' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। 'কচ্ছ' শব্দের অর্থ—মুখসম্পুট (কচ্ছপের শুঁড়—যাহা আচ্ছাদিত বা প্রায়ই শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট থাকে) এবং কটাহ (পীঠের চাড়া)। (১) কচ্ছপ মুখসম্পুটকে রক্ষা করে—কোন বিপদের গন্ধ পাইলেই শরীরমধ্যে মুখসম্পুট প্রবিষ্ট করাইয়া দেয়।[২] (২) কচ্ছপ কটাহের দ্বারা অন্যান্য অঙ্গ রক্ষা করে—বিপদের গন্ধ পাইলেই সমস্ত অঙ্গ কটাহে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া যথার্থ কূর্ম্মাকারে অবস্থিত থাকে।[৩] কচ্ছপ মুখসম্পুটের দ্বারা জল পান করে। প্রথম ও দ্বিতীয় নির্ব্বচনে 'কচ্ছ' শব্দপূর্ব্বক রক্ষণার্থ 'পা' ধাতু হইতে এবং তৃতীয় নির্ব্বচনে 'কচ্ছ' শব্দপূর্ব্বক পানার্থ 'পা' ধাতু হইতে 'কচ্ছপ' শব্দের নিষ্পত্তি। 'কচ্ছ' শব্দের অর্থ প্রথম ও তৃতীয় নির্ব্বচনে 'মুখসম্পুট', দ্বিতীয় নির্ব্বচনে 'কটাহ'।

কচ্ছঃ খচ্ছঃ খচ্ছদঃ ॥ ৬ ॥

কচ্ছঃ — খচ্ছঃ — খচ্ছদঃ ('কচ্ছ' শব্দ 'খচ্ছ' শব্দের রূপান্তর; 'খচ্ছ' শব্দ আসিয়াছে 'খচ্ছদ' শব্দ হইতে)।

প্রসঙ্গাগত 'কচ্ছ' শব্দেরও নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। 'খচ্ছদ' শব্দের ব্যুৎপত্তি—শরীরস্থ আকাশকে যে আচ্ছাদিত করে (শরীরস্থং খং খমাকাশং তচ্ছাদয়তি—স্কঃ স্বাঃ)। খচ্ছদ—খচ্ছ; এই 'খচ্ছ' শব্দই 'কচ্ছ' হইয়াছে। কচ্ছ আকাশকে আচ্ছাদিত করে—এই ব্যুৎপত্তি 'কচ্ছ' শব্দের 'কটাহ' রূপ অর্থেই উপপন্ন। 'খচ্ছদ' শব্দের ব্যুৎপত্তি—আকাশের দ্বারা

১। ন কূপমৃচ্ছতি অল্পোদকত্বাৎ। কিং তর্হি? যত্র বহুপ্রকীর্ণমুদকম্, তৎ স্থানং গন্তুম্ ইচ্ছতি সমুদ্রং নদীং বা (স্কঃ)।

২। স হি কিঞ্চিদ্দৃষ্ট্বা স্বশরীরে এব মুখসম্পুটং প্রবেশয়তি সম্পুটে হি কচ্ছশব্দঃ প্রসিদ্ধঃ (স্কঃ)।

৩। কচ্ছেন কটাহেন ইতরাণ্যঙ্গানি পাতীতি বা; স হি কিঞ্চিদ্ দৃষ্ট্বা সর্ব্বাণ্যঙ্গানি কটাহে এবানুপ্রবেশ্য কূর্ম্মবেশাবতিষ্ঠতে (স্কঃ)।

আচ্ছাদিত হয় (যেন আকাশের দ্বারা ছাদ্যতে), এইরূপ করিলে, ইহা 'কচ্ছ' শব্দের মুখসম্পুট রূপ যে অর্থ তাহাতেও উপপন্ন হইতে পারে। দুর্গাচার্য্য 'মুখসম্পুট' অর্থে 'কচ্ছ' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের অভিপ্রায়েই 'স হি মধ্যে সুস্থিরো ভবতি' (শরীরস্থ আকাশের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া মধ্যে সুস্থিরভাবে অবস্থান করে)—এই বলিয়া 'কচ্ছ' শব্দের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন।

অয়মপীতরো নদীকচ্ছ এতস্মাদেব। কমুদকং তেন ছাদ্যতে ॥ ৭ ॥

অয়ম্ অপি ইতরঃ নদীকচ্ছঃ (এই যে অপর নদীকচ্ছ) এতস্মাৎ এব (এই 'ছদ' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন); কম্ উদকম্ ('ক' শব্দের অর্থ 'উদক') তেন ছাদ্যতে (তাহাদ্বারা আচ্ছাদিত হয়)।

নদী সম্বন্ধে যে 'কচ্ছ' শব্দ প্রযোজ্য, তাহাও আবরণার্থক চুরাদি 'ছদ' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন। নদীকচ্ছ (নদীতীর) 'ক' অর্থাৎ জলের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়।

'শিশীতে শৃঙ্গে রক্ষসে বিনিক্ষে' ॥ (ঋ ৫।২।৯)

নিশ্যতি শৃঙ্গে রক্ষসো বিনিক্ষণনায় ॥ ৮ ॥

রক্ষসে (রাক্ষসের) বিনিক্ষে (বধের নিমিত্ত) শৃঙ্গে (শৃঙ্গদ্বয়) শিশীতে (তীক্ষ্ণ করে)।

বৃষভ যেরূপ পর্ব্বতপার্শ্বে ঘর্ষণ করিয়া শৃঙ্গদ্বয় তীক্ষ্ণ করে, অগ্নিও সেইরূপ কাষ্ঠ দহন করিয়া তাহার জ্বালাসমূহ তীক্ষ্ণ করে অর্থাৎ শত্রুকে হিংসা করিবার যোগ্য করে।[১] অগ্নির শৃঙ্গ= অগ্নির জ্বালা বা শিখা। 'শিশীতে' পদ অনবগতসংস্কার। শিশীতে = নিশ্যতি (তীক্ষ্ণ করে)— 'নি' পূর্ব্বক তনূকরণার্থক 'শো' ধাতুর লটের রূপ ; রক্ষসে (রাক্ষসকে)—দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী ; বিনিক্ষে (বি+নি পূর্ব্বক হিংসার্থক 'ক্ষণ' ধাতুর তুমর্থে 'সে' প্রত্যয়ের রূপ—পা ৩।৪।৯); রক্ষসে বিনিক্ষে = রক্ষসঃ বিনিক্ষণনায় (রাক্ষসকে হিংসা করিবার নিমিত্ত)।

রক্ষো রক্ষিতব্যমস্মাৎ, রহসি ক্ষণোতীতি বা, রাত্রৌ নক্ষত ইতি বা ॥ ৯ ॥

রক্ষঃ ('রক্ষস্' শব্দের ব্যুৎপত্তি)—অস্মাৎ রক্ষিতব্যম্ (ইহা হইতে জীবন রক্ষিতব্য); রহসি ক্ষণোতি ইতি বা (অথবা, নির্জ্জন প্রদেশে হিংসা করে), রাত্রৌ নক্ষতে ইতি বা (অথবা রাত্রিতে বিচরণ করে)।

প্রসঙ্গক্রমে 'রক্ষস্' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। (১) 'রক্ষ' ধাতুর উত্তর 'অসুন্' প্রত্যয়ে 'রক্ষস্' শব্দ নিষ্পন্ন (উ ৬২৮)—রাক্ষস প্রাণিহন্তা, রাক্ষস হইতে সাবধানতা-সহকারে জীবন রক্ষা করিতে হয়, অসাবধান হইলেই জীবননাশের আশঙ্কা থাকে ; (২) 'রহস্'

১। যথা হি বৃষভস্তটাদিষু শৃঙ্গে তীক্ষ্ণীকরোতি, এবমগ্নিরপি দারূণি দহংস্তীক্ষ্ণীকরোতি জ্বালাঃ (দুঃ)।

শব্দপূর্ব্বক হিংসার্থক 'ক্ষণ্' ধাতু হইতেও 'রক্ষস্' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—রাক্ষস রহসি অর্থাৎ নির্জ্জন প্রদেশে প্রাণিহিংসা করে; (৩) অথবা, 'রাত্রি' শব্দপূর্ব্বক গত্যর্থক 'নক্ষ্' ধাতু হইতেও 'রক্ষস্' শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে—রাক্ষস রাত্রিতে গমনাগমন (বিচরণ) করে। নক্ষতে = গচ্ছতি (নিঘণ্টুতে পরস্মৈপদী পাঠ—নক্ষতি; ২।১৪ দ্রষ্টব্য)।

'অগ্নিঃ সুতুকঃ সুতুকেভিরশ্বৈঃ' ॥ (ঋ ১০।৩।৭)

সুতুকনঃ সুতুকনৈরিতি বা, সুপ্রজাঃ সুপ্রজোভিরিতি বা ॥ ১০ ॥

অগ্নিঃ (হে অগ্নে)[১] সুতুকঃ (বেগবান্ অথবা সুপ্রজা) [ত্বম্] (তুমি) সুতুকেভিঃ (বেগবান্ অথবা সুপ্রজা) অশ্বৈঃ (অশ্বগণের সহিত) [এহ গম্যাঃ] (এই স্থানে আগমন কর)। সুতুকঃ—সুতুকনঃ (সুগমন অর্থাৎ বেগবান্), সুতুকেভিঃ—সুতুকনৈঃ (পাঃ ৭।১।১০); বা (অথবা) সুতুকঃ—সুপ্রজাঃ (সুসন্ততিবিশিষ্ট), সুতুকেভিঃ= সুপ্রজোভিঃ।

'সুতুক' শব্দ অনবগতসংস্কার। নিঘণ্টুতে 'তক্' ধাতু গত্যর্থক (২।১৪), ভাষ্যকার 'তুক্' ধাতুও গত্যর্থক বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। 'তুক্' শব্দ আবার অপত্যার্থক (নিঘ ২।২)। কাজেই 'সুতুক' শব্দের অর্থ সুগমন বা বেগশালীও হইতে পারে, সুপ্রজা (শোভন অপত্য-বিশিষ্ট)ও হইতে পারে। সমস্ত প্রজা বা লোকই অগ্নির সন্তান, অগ্নি তাহাদের কল্যাণকৃৎ, স্বয়ং অগ্নিদেব যাহাদের কল্যাণকৃৎ তাহারা নিশ্চয়ই সৌভাগ্যশালী; কাজেই অগ্নি সর্ব্বদাই সুপ্রজা। অথবা, অগ্নি হিরণ্যরেতাঃ—স্বর্ণ অগ্নির প্রথম অপত্য; কাজেই অগ্নি সুপ্রজা। 'সুপ্রজা' বিশেষণ অশ্বপক্ষেও প্রযোজ্য হইতে পারে। 'সুপ্রজা' শব্দের এক অর্থ কুলজ;[২] সুপ্রজোভিঃ অশ্বৈঃ—ইহার অর্থ হইবে 'কুলজ বা উচ্চজাতীয় অশ্বগণের সহিত'। অথবা, 'সুপ্রজোভিঃ' পদের অর্থ 'শোভনসন্ততিবিশিষ্ট' করিলেও অশ্বপক্ষে অপ্রযোজ্য হয় না। উত্তম অশ্বের সন্তানই উত্তম হইয়া থাকে; অশ্বগণকে সুপ্রজা বা শোভনসন্ততিবিশিষ্ট বলিয়া প্রখ্যাপিত করিলে প্রকারান্তরে (সন্তানদ্বারে) অশ্বগণেরই স্তুতি করা হয় এবং অশ্বগণের স্তুতির দ্বারা অগ্নিদেবেরও স্তুতি করা হয়।[৩]

১। অগ্নিরিত্যেতৎ পদং সম্বোধনত্বেন বিপরিণম্যতে (দুঃ)।

২। সুপ্রজোভিঃ কুলজৈরিত্যর্থঃ (দুঃ)।

৩। অথবা শোভনা প্রজা যেষামেতে সুপ্রজাঃ, শোভমানানামেবাশ্বানাং শোভনাঃ প্রজা ভবন্তীতি প্রজাদ্বারেণ চাশ্বা এবৈতে স্তূয়ন্তে অশ্বদ্বারেণ চাগ্নিঃ স্তূয়তে (দুঃ)।

সুপ্রায়ণা অস্মিন্ যজ্ঞে বিশ্রয়ন্তাম্ ॥ (বাঃ সং ২৮।৫)

সুপ্রগমনাঃ ॥ ১১ ॥

অস্মিন্ যজ্ঞে (এই যজ্ঞে) [দ্বুরঃ] (যজ্ঞগৃহদ্বার বা অর্চ্চিঃসমূহ) বিশ্রয়ন্তাম্ (বিবৃত হউক) সুপ্রায়ণাঃ [সন্তু] (সুগম্য হউক)।

যে মন্ত্রের অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে 'দ্বুরঃ' একটি পদ আছে, এবং এই 'দ্বুরঃ' পদই 'বিশ্রয়ন্তাম্' ক্রিয়ার কর্ত্তৃপদ। যাস্কের মতে—'দ্বুরঃ' পদের অর্থ—যজ্ঞগৃহদ্বার; শাকপূণির মতে—অর্চ্চিঃসমূহ।[১] মন্ত্রাংশের অর্থ—যজ্ঞগৃহদ্বার বিবৃত হউক এবং ঋত্বিকের পক্ষে সুগম্য বা সুখপ্রবেশযোগ্য হউক (যাস্কমতে)[২]; অথবা, অর্চ্চি বা অগ্নিশিখাসমূহ বিবৃত হউক এবং হবির পক্ষে সুগম্য বা সুখপ্রবেশযোগ্য হউক, অর্থাৎ অগ্নি তাঁহার জ্বালাসমূহ বিস্তৃত করুন এবং তাহাতে হবি সুপ্রক্ষিপ্ত হউক (শাকপূণি মতে)।[৩]

'সুপ্রায়ণাঃ' পদ অনবগতসংস্কার; ইহার অর্থ—সুপ্রগমনাঃ (সুগম্য বা সুখপ্রবেশযোগ্য)।

॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। যজ্ঞগৃহদ্বারোঽভিধেয়া যাস্কমতেন, শাকপূণেস্তু অর্চ্চিষঃ (দ্বুঃ)।

২। বিশ্রয়ন্তাং বিশ্রিয়ন্তাম্ বিবৃতাশ্চ সত্যঃ সুপ্রায়ণাঃ সুপ্রগমনা ভবন্তু ঋত্বিজং প্রতি দ্বারঃ (দ্বুঃ)।

৩। অর্চ্চিষস্তু হবিষোঽসুপ্রবেশার্থং……বিশ্রয়ন্তাম্ (দ্বুঃ)।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দেবা নো যথা সদমিদ্বৃধে অসন্নপ্রায়ুবো রক্ষিতারো দিবেদিবে ॥

(ঋ ১৮৯।১)

দেবো নো যথা সদা বর্দ্ধনায় স্যুরপ্রায়ুবোঽপ্রমাদ্যন্তো রক্ষিতারশ্চাহন্যহনি ॥ ১ ॥

দেবাঃ (দেবগণ) সদম্ ইৎ (সর্ব্বদাই) যথা (যাহাতে) নঃ (আমাদের) বৃধে (বর্দ্ধনের নিমিত্ত) অপ্রায়ুবঃ (প্রমাদরহিত) [চ] (এবং) দিবে দিবে (প্রতিদিন) রক্ষিতারঃ (রক্ষক) অসন্ (হয়েন) [তথা সোমক্রতবঃ আগচ্ছন্তু] (তাদৃশ সোমক্রতু আগত হউন)।

দেবো নো যথা সদা......ইত্যাদি উদ্ধৃত মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা। সদম্ ইৎ—সদা এব ; বৃধে—বর্দ্ধনায় (বর্দ্ধন বা সমৃদ্ধির নিমিত্ত); অসন্—স্যুঃ (ভবেয়ুঃ); অপ্রায়ুবঃ= অপ্রমাদ্যন্তঃ (প্রমাদরহিত বা সম্মোহশূন্য)—'অপ্রায়ুব' শব্দের প্রথমার বহুবচনের পদ ; 'সুপাং সুলুক্' সূত্র—পা ৭।১।৩৯ দ্রষ্টব্য ; দিবে দিবে—অহনি অহনি—নিঘ ১।৯ (প্রত্যেক দিন); 'অপ্রায়ুবঃ' পদ অনবগতসংস্কার ; ইহার অর্থ—অপ্রমাদ্যন্তঃ।

চ্যবন ঋষির্ভবতি চ্যাবয়িতা স্তোমানাং চ্যবানমিত্যপ্যস্য নিগমা ভবন্তি ॥ ২ ॥

চ্যবনঃ ঋষিঃ ভবতি (চ্যবন একজন ঋষি), স্তোমানাং (স্তোমসমূহের) চ্যাবয়িতা (গময়িতা); চ্যবানম্ ইতি অপি ('চ্যবানম্' এই দ্বিতীয়ান্ত রূপেও) অস্য নিগমা ভবন্তি (ইহার সম্বন্ধে বৈদিক বাক্য আছে)।

চ্যবন একজন ঋষির নাম ; তিনি স্তোমসমূহের চ্যাবয়িতা বা গময়িতা—অর্থাৎ স্তোম বা স্তোত্রসমূহ তিনি দেবতাসমীপে পৌঁছাইয়া দেন—তিনি একজন স্তোতা। চ্যাবয়িতা—গত্যর্থক 'চ্যু' ধাতু ণিজন্ত করিয়া তদুত্তর 'তৃচ্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। চ্যবন নাম অনবগতসংস্কার ; 'চ্যাবন' শব্দের দ্বারা ইহার অর্থ প্রতীতি হয়। অনেক বৈদিক বাক্য আছে যাহাতে তাঁহার নামের রূপ 'চ্যবান' অর্থাৎ যাহাতে তিনি চ্যবান নামে অভিহিত হইয়াছেন। চ্যবান নাম-সমন্বিত একটি বৈদিক মন্ত্রের অংশ উদ্ধৃত হইতেছে—

যুবং চ্যবানং সনয়ং যথা রথং পুনর্যুবানং চরথায় তক্ষথুঃ ॥

(ঋ ১০।৩৯।৪)

যুবাং চ্যবনং সনয়ং পুরাণং যথা রথং পুনর্যুবানং চরণায় ততক্ষথুঃ ॥ ৩ ॥

[হে অশ্বিনৌ] (হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়) যুবং (যুবাম্—তোমরা দুইজনে) সনয়ং যথা রথং (পুরাতন রথের ন্যায়) সনয়ং চ্যবানং (বৃদ্ধ চ্যবন ঋষিকে) চরথায় (গমনাগমনের নিমিত্ত) পুনঃ (পুনরায়) যুবানং (যুবা) তক্ষথুঃ (কৃতবন্তৌ স্থঃ—করিয়াছিলে)।

১। ইদেবার্থে (স্কঃ স্বাঃ)।

ঘোষানাম্নী নারী-ঋষি বলিতেছেন—শিল্পী যেরূপ গমনাগমনে অসমর্থ পুরাতন রথের সংস্কারসাধনপূর্ব্বক তাহাকে গমনাগমন-সমর্থ করিয়া তোলে, হে অশ্বিদ্বয়! তোমরাও সেইরূপ জরাজীর্ণ চ্যবন ঋষিকে চরণ বা গমনাগমনের নিমিত্ত অর্থাৎ সুকন্যাসম্ভোগের নিমিত্ত পুনরায় যুবা করিয়া দিয়াছিলে।[১] যুবাং চ্যবনম্……ইত্যাদি উদ্ধৃত মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা। যুবম্= যুবাম্ (তোমরা দুইজনে); সনয়ম্=পুরাণম্ (চিরন্তন অর্থাৎ জীর্ণ); চরথায়—চরণায় (গমনার্থ); তক্ষথুঃ=ততক্ষথুঃ (করণার্থক 'তক্ষ্' ধাতুর লিটের মধ্যমপুরুষ দ্বিবচনের রূপ)—চক্রথুঃ বা কৃতবন্তৌ (করিয়াছিলে)।

যুবা প্রযৌতি কর্ম্মাণি, তক্ষতিঃ করোতিকর্ম্মা ॥ ৪ ॥

যুবা ('যুবন্' শব্দের ব্যুৎপত্তি) কর্ম্মাণি (অনেক কর্ম্ম) প্রযৌতি (মিশ্রিত করে)[২] তক্ষতিঃ ('তক্ষ্' ধাতু) করোতিকর্ম্মা (করণার্থক)।

মিশ্রণার্থক 'যু' ধাতুর উত্তর 'কনিন্' প্রত্যয়ে 'যুবন্' শব্দ নিষ্পন্ন (উ ১৫৪); যুবা অনেক কর্ম্ম মিশ্রিত করে—যুগপৎ অনেক কর্ম্মে হাত দেয়, উৎসাহের আতিশয্যে এক কর্ম্ম শেষ না হইতেই আর এক কর্ম্ম আরম্ভ করে। 'তক্ষ্' ধাতু করণার্থক—'কৃ' ধাতুর অর্থ প্রকাশ করে।[৩]

রজো রজতে র্জ্যোতী রজ উচ্যতে, উদকং রজ উচ্যতে, লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে, অসৃগহনী রজসী উচ্যেতে ॥ ৫ ॥

রজঃ ('রজস্' শব্দ) রজতেঃ ('রঞ্জ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); জ্যোতিঃ রজঃ উচ্যতে (জ্যোতি রজঃ বলিয়া অভিহিত হয়), উদকং রজঃ উচ্যতে (জল রজঃ বলিয়া অভিহিত হয়), লোকাঃ রজাংসি উচ্যন্তে (লোকসমূহ রজঃ বলিয়া অভিহিত হয়), অসৃগহনী রজসী উচ্যেতে (রক্ত এবং দিন রজঃ বলিয়া অভিহিত হয়)।

রাগার্থক 'রঞ্জ্' ধাতুর উত্তর 'অসুন' প্রত্যয়ে 'রজস্' শব্দ নিষ্পন্ন (উ ৬৫৬)। 'রজস্' শব্দের অর্থ—(১) জ্যোতি—জ্যোতি স্বীয় প্রকাশগুণের দ্বারা সমস্ত দ্রব্য অনুরঞ্জিত করে (সমস্ত দ্রব্যেই যেন প্রকাশগুণের প্রলেপ মাখান রহিয়াছে); (২) উদক—উদক স্বীয় স্নেহাখ্য-গুণের দ্বারা সমস্ত ক্লেদ্য পদার্থ অনুরঞ্জিত বা প্রলেপিত করে; (৩) ত্রিলোক—তিন লোকেই প্রাণিসমূহ রক্ত বা আসক্ত হয়;[৪] (৪) অসৃক্ (রক্ত)—অসৃক্ রঞ্জিত করে; (৫) অহঃ (দিন)—দিন আলোকের দ্বারা সমস্ত দ্রব্য অনুরঞ্জিত করে।

১। সনযং বৃদ্ধং গমনাসমর্থং সন্তম্; যথা চিরন্তনং রথং গমনাসমর্থং কশ্চিচ্ছিল্পী গমনসমর্থং কুর্য্যাৎ…… চরথায় চরণায় গমনার্থম্……(দুঃ); চরথায় চরণায় গমনায় সুকন্যাং সংভোক্তুমিত্যভিপ্রায়ঃ (স্কঃ ভাঃ); এতৎ সম্পর্কে (শতপথ ব্রাঃ ৪।১।৫ এবং মহা' ভাঃ বনপর্ব্ব ১২৪ দ্রষ্টব্য)। ২। প্রযৌতি মিশ্রয়তি (দুঃ)।

৩। ধাতুপাঠে 'তক্ষ্' তনূকরণে।

৪। তেষপি হি প্রাণিনো রজ্যন্তে (ক)।

'রজস্' শব্দ জ্যোতি প্রভৃতি যে পাঁচটি পদার্থের বাচক, স্বীয় স্বীয় ব্যাপারের দ্বারা অনুরঞ্জন (রঞ্জন বা প্রলেপন) করাই তাহাদের প্রত্যেকের স্বভাব।[১] 'রজস্' শব্দের সকল অর্থই প্রসিদ্ধ বলিয়া ভাষ্যে নিগম প্রদর্শিত হয় নাই। স্কন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য্য উভয়েই সমস্ত অর্থের নিগম প্রদর্শন করিয়াছেন। 'জ্যোতি' অর্থের নিগম—যা তে অগ্নে রজঃশয়া তনূঃ—[মন্ত্র ৫।৮] (হে অগ্নে, তোমার যে তনু রজঃশয়া অর্থাৎ যে তনুতে রজঃ বা জ্যোতি সন্নিবিষ্ট); 'উদক' অর্থের নিগম—ভুবো যজ্ঞস্য রজসশ্চ নেতা —ঋ ১০।৮।৬ (তুমি যজ্ঞ এবং উদকের নেতা; ভুবঃ—ভবসি); 'লোক' অর্থের নিগম—যয়া রজাংসি সুক্রতো দৃঢ়ানি—ঋ ৬।৩০।৩ (হে সুক্রতো, তোমাকর্তৃক এই লোকসমূহ দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে); 'অসৃক্' অর্থের নিগম—ত্রিরাত্রং রজস্বলাঽশুচির্ভবতি (রজস্বলা স্ত্রী তিন রাত্রি অশুচি থাকেন), মাসি মাসি রজো হ্যাসাং দুষ্কৃতান্যপকর্ষতি—বসিঃ সং ২৮।৪ (প্রতি মাসে ইঁহাদের রজঃ বা রক্ত দুষ্কৃতসমূহ নাশ করে)—ইত্যাদি স্মৃতিবচন; অহঃ বা দিন অর্থের নিগম—অহশ্চ কৃষ্ণমহরর্জুনং চ বিবর্তেতে রজসী—ঋ ৬।৯।১ (কৃষ্ণবর্ণ রাত্রি এবং শুভ্রবর্ণ দিবস অখিল জগৎ রঞ্জিত করিয়া বিবর্তিত হইতেছে); বাস্তবিক পক্ষে এই স্থলে 'রজস্' শব্দ 'অহন্' শব্দের অর্থ প্রকাশ করিতেছে না, 'অহঃ' পদদ্বয়ের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে মাত্র (রজসী—রঞ্জকে)।

'রজস্' শব্দের উপন্যাস হইয়াছে অনেকার্থশব্দরূপে। যাঁহাদের মতে উণাদিপ্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দমাত্রই অনবগতসংস্কার, তাঁহাদের মতে 'রজস্' শব্দ অনবগতসংস্কারও বটে।[২]

['রজাংসি চিত্রা বিচরন্তি তান্যবঃ' ইত্যপি নিগমো ভবতি]।

রজাংসি চিত্রা ...(ঋ ৫।৬৩।৫) এই বাক্যাংশ অনেক পুস্তকে নাই। ইহার অর্থ—মরুৎগণ বিভিন্নলোকে সঞ্চরণ করেন (রজাংসি—লোকান্); ইহা 'রজস্' শব্দের লোকরূপ অর্থের নিগম হইতে পারে। স্কন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য্য এই অংশ ভাষ্যে দেখিতে পান নাই; তাঁহারা স্পষ্টই বলিয়াছেন—প্রসিদ্ধ এবং প্রচুর বলিয়া 'রজস্' শব্দের কোন অর্থেরই নিগম ভাষ্যে পঠিত হয় নাই।[৩]

হরো হরতে জ্যোতির্হর উচ্যতে, উদকং হর উচ্যতে, লোকা হরাংস্যুচ্যন্তে, অসৃগহনী হরসী উচ্যেতে ॥ ৬ ॥

হরঃ ('হরস্' শব্দ) হরতেঃ ('হৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।[৪] 'হরস্' শব্দ অনেকার্থ—

১। রজঃ জ্যোতিরুদক-লোকাসৃগদিনবাচকম্, অনুরঞ্জয়তি হ্যেতৎ সর্বং স্বেন ব্যাপারেণ সর্বপ্রাণিনঃ (স্কে স্বাঃ)।

২। 'রজঃ' ইত্যনেকার্থম্ (দুঃ); যে হ্যবিশেষেণৌণাদিকানামনবগতত্বং মন্যন্তে তেষাম্ অনবগতোঽপি (স্ক স্বা)।

৩। প্রসিদ্ধত্বাৎ ভাষ্যে ন পঠিতা নিগমাঃ (স্ক স্বাঃ); ভাষ্যকারস্ত প্রচুরত্বাদেতেষু নিগমান্ ন পঠতি (দুঃ)।

৪। অসুন্-প্রত্যয়ে (উ ৬২৮)।

(১) হরঃ = জ্যোতিঃ (জ্যোতি সমস্ত বস্তুর স্নিগ্ধতা হরণ করে ; অথবা, অন্ধকার হরণ করে)।[১] (২) হরঃ—উদকম্ (প্রাণিগণ জীবনরক্ষার জন্য জল আহরণ করে ; অথবা, জল প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীর সকল দ্রব্য হরণ করিয়া লইয়া যায়)।[২] (৩) হরঃ—লোকঃ (লোকসমূহ হইতে ক্ষীণপুণ্য প্রাণিগণ হৃত হয় ; অথবা, লোকসমূহ কালক্রমে মৃত্যুদ্বারা আহৃত হয়)।[৩] (৪) হরঃ—অসৃক্ (রক্তম্)—রক্তক্ষীণতা হরণ করে। (৫) অহঃ (দিন)—দিন আলোকের দ্বারা অন্ধকার হরণ করে।

['প্রত্যগ্নে হরসা হরঃ শৃণীহি' ইত্যপি নিগমো ভবতি]

প্রত্যগ্নে হরসা……(ঋ ১০।৮৭।২৫)—এই বাক্যাংশ অনেক পুস্তকে নাই। ইহার অর্থ—তোমার নিজের জ্যোতি বা তেজের দ্বারা রাক্ষসের জ্যোতি বা তেজ বিনষ্ট কর (হে অগ্নে, হরসা হরঃ প্রতিশৃণীহি)—ইহা 'হরস্' শব্দের জ্যোতি অর্থের নিগম হইতে পারে। স্কন্দস্বামী উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যা করেন নাই। দুর্গাচার্য্যও এই অংশ ভাষ্যে দেখিতে পান নাই ; তিনি স্পষ্টই বলেন—'রজস্' শব্দের ন্যায় 'হরস্' শব্দেরও নিগম প্রচুর আছে বলিয়া ভাষ্যকার 'হরস্' শব্দেরও কোন নিগম উদ্ধৃত করেন নাই।[৪]

'জুহুরে বিচিতয়ন্তঃ' ॥ (ঋ ৫।১৯।২)
জুহ্বিরে বিচেতয়মানাঃ ॥ ৭ ॥

[যে] (যে সকল ব্যক্তি) বিচিতয়ন্তঃ (অগ্নির তথ্য জানিয়া) জুহুরে (জুহ্বতি—আহুতি প্রদান করে)……

'জুহুরে' পদটি অনবগতসংস্কার। জুহুরে—জুহ্বিরে—জুহ্বতি (লটের অর্থে লিট্, পা ৩।৪.৬)। বিচিতয়ন্তঃ—বিচেতয়মানাঃ (বিবিধং জানন্তঃ—বিশেষরূপে জানিয়া ; সঙ্কেতন বা সংজ্ঞানার্থক চুরাদি 'চিত' ধাতুর 'শানচ্' প্রত্যয়ের রূপ)।

ব্যস্ত ইত্যেবোঽনেককর্ম্মা ॥ ৮ ॥

ব্যস্তঃ ইত্যেষঃ ('ব্যস্তঃ' এই পদ) অনেককর্ম্মা (অনেকার্থক)।

'ব্যস্তঃ' এই পদটি 'বী' ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন ; বিয়ন্তঃ—ব্যন্তঃ। ব্যস্ত ইত্যেবোঽনেককর্ম্মা—ইহার অর্থ এই যে, যে ধাতু হইতে 'ব্যস্তঃ' পদটি আসিয়াছে, সেই

১। তদ্ধি হরতি স্নেহম্ (দুঃ) ; তদ্ধি হরতি তমঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। তদ্ধি হ্রিয়তে প্রাণিভিঃ জীবনায় (দুঃ) ; উদকং বহৎ হরতি সর্ব্বম্ (দেঃ রাঃ)।

৩। তেভ্যো হি ক্ষীণপুণ্যাঃ প্রাণিনো হ্রিয়ন্তে (দুঃ) ; ত এব বা মৃত্যুনা কালেনাহ্রিয়ন্তে (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। ……প্রচুরা এব নিগমা ইতি অত্রাপি ভাষ্যকারো ন পঠতি।

ধাতুর অর্থাৎ 'বী' ধাতুর অনেক অর্থ।[১] ধাতুপাঠে—'বী' গতিব্যাপ্তিপ্রজনকান্ত্যসনখাদনেষু।

'পদং দেবস্য নমসা ব্যন্তঃ' ইতি পশ্যতিকর্ম্মা ॥ ৯ ॥

পদং দেবস্য নমসা ব্যন্তঃ (ঋ ৬।১।৪)—ইতি (এই বাক্যাংশে) পশ্যতিকর্ম্মা ('বী' ধাতুর অর্থ 'দর্শন')।

দেবস্য (ভগবান্ অগ্নির) পদং (স্থান) নমসা (স্তুতি দ্বারা অর্থাৎ মন্ত্রার্থ পরিজ্ঞানের দ্বারা) ব্যন্তঃ (দর্শন করিয়া অর্থাৎ জানিয়া)...... ; 'বী' ধাতুর অনেকার্থত্বনিবন্ধন 'দর্শন'-অর্থও উপপন্ন।[২]

'বীহি শূর পুরোডাশম্' ইতি খাদতিকর্ম্মা ॥ ১০ ॥

বীহি শূর পুরোডাশম্ (ঋ ৩।৪১।৩)—ইতি (এই বাক্যাংশে) খাদতিকর্ম্মা ('বী' ধাতুর অর্থ 'খাওয়া')।

শূর (হে শূর) পুরোডাশম্ (পুরোডাশ) বীহি (ভক্ষণ কর)।

'বীতং পাতং পয়স উস্রিয়ায়াঃ' ॥ (ঋ ১।১৫৩।৪)

অশ্নীতং পিবতং পয়স উস্রিয়ায়াঃ ॥ ১১ ॥

উস্রিয়ায়াঃ (ধেনুর) পয়সঃ (দুগ্ধনিষ্পন্ন ক্ষীর-দধি-ঘৃত প্রভৃতির স্বীয় ভাগ) বীতং (ভক্ষণ কর) পিবতম্ (পান কর)।

অশ্নীতং পিবতম্......ইত্যাদি উদ্ধৃত মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রাংশেও 'বী' ধাতু ভক্ষণার্থক। বীতং—অশ্নীতম্ (ভক্ষণ কর); পাতং=পিবতম্ (পান কর); উস্রিয়ায়াঃ পয়সঃ—উস্রিয়ায়াঃ পয়সা নিষ্পন্নস্য পয়স্যাখ্যস্য হবিষঃ স্বং ভাগম্[৩]—গাভীদুগ্ধে নিষ্পন্ন দধি-ক্ষীর-নবনীত-ঘৃত প্রভৃতি পয়স্যনামক হবির স্বীয় অংশ।

ঋষি দীর্ঘতমা মিত্র ও বরুণ উভয়কে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—তোমরা পয়োবিকারভূত পয়স্যাখ্য হবির স্বীয় ভাগ ভক্ষণ কর এবং পান কর। দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত হবি দুই রকমের। (১) নাতিদ্রব নাতিকঠিন—যেমন ক্ষীর-দধি-নবনীত প্রভৃতি; এই সমস্ত বস্তুসম্বন্ধে 'ভক্ষণ' শব্দ প্রযোজ্য (২) অতিদ্রব—যেমন ঘৃত; এতৎ সম্বন্ধে 'পান' শব্দ প্রযোজ্য।[৪]

১। ব্যন্ত ইত্যত্র ব এব ধাতুঃ স দ্যুতিবদনেকার্থ ইত্যর্থঃ (স্কঃ ভাঃ); যস্মাদ্বাতোরয়ং শব্দো নিষ্পাদ্যতে স ধাতুরনেককর্ম্মা, অনেকার্থঃ (দুঃ)।

২। অনেকার্থত্বাৎ পশ্যত্যর্থোঽপি (দেঃ রাঃ)।

৩। পয়সঃ পয়স্যাখ্যস্য উস্রিয়ায়াঃ পয়সা নিষ্পন্নস্য (দুঃ); পয়সঃ পয়োবিকারভূতস্য পায়স্যাখ্যস্য হবিষঃ, উস্রিয়ায়াঃ গোসম্বন্ধিন ইতি শেষঃ (স্কঃ ভাঃ)।

৪। যদস্য নাতিদ্রবং নাতিকঠিনং তদশ্নীতং যদ্ দ্রবং তচ্চ পিবতম্ (স্কঃ ভাঃ); দুর্গাচার্য্যের মতে—পয়স্যাখ্য হবির মধ্যে আজ্য (ঘৃত) অন্তর্ভুক্ত নহে—নাতি কঠিনস্যাশনযোগ্যস্য স্বং ভাগমস্যাতিদ্রবীভাবং বীতমশ্নীতং যুবামিত্যর্থঃ, পাতং পিবতঞ্চ দ্রবতামাপন্নস্য স্বং ভাগম্।

উস্রিয়েতি গোনাম, উৎস্রাবিণোঽস্যাং ভোগাঃ ; উস্রেতি চ ॥ ১২ ॥

উস্রিয়া ইতি গোনাম ('উস্রিয়া' শব্দ ও 'গো' শব্দ সমানার্থক), অস্যাং [যে] ভোগাঃ (ইহাতে যে সকল ভোগ্যবস্তু আছে অর্থাৎ ইহার নিকট হইতে ক্ষীরাদি যে সকল ভোগ্যবস্তু পাওয়া যায়) [তে] উৎস্রাবিণঃ (সেই সকল ভোগ্যবস্তু ঊর্দ্ধগামী অর্থাৎ তাহাদিগকে উচ্চস্থানে রাখা হয়) ; উস্রা ইতি চ ('উস্রা' এই শব্দটিও গো-বাচক)।

'উস্রা' ও 'উস্রিয়া'—এই উভয় শব্দই গো-পর্য্যায় (নিঘ ২।১১)। উৎপূর্ব্বক গত্যর্থক 'স্রু' ধাতু হইতে 'উস্র' শব্দের নিষ্পত্তি (স্রিয়মাণ্ উস্রা)। 'উস্র' শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ঘ' প্রত্যয়ে পৃষোদরাদিত্বাৎ 'উস্রিয়া' শব্দ নিষ্পন্ন। উৎস্রাবিণঃ=ঊর্দ্ধগামিনঃ ; উৎস্রাবিণোঽস্যাং ভোগাঃ—ইহা দ্বারা উস্রা ও উস্রিয়া—এতদুভয়েরই ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন ; গাভীতে যে সকল ভোগ্যবস্তু আছে অর্থাৎ দধি-ক্ষীর-নবনীত প্রভৃতি যে সকল ভোগ্যবস্তু আমরা গাভী হইতে প্রাপ্ত হই, সেই সকল ভোগ্যবস্তু ঊর্দ্ধে গমন করে[১] অর্থাৎ সাধারণতঃ মঞ্চ (মাঁচা) শিক্য (শিকা) প্রভৃতি উচ্চস্থানে রক্ষিত হয়। বৈয়াকরণমতে 'বস্' ধাতুর উত্তর 'রক্' প্রত্যয়ে 'উস্রা' শব্দ নিষ্পন্ন (উ ১৭০) ; এতৎপক্ষে ব্যুৎপত্তি—বসতি ক্ষীরাদি হবিরস্যাম্ (ইহাতে ক্ষীরাদি হবি বাস করে—ইহা হইতেই ক্ষীরাদি হবি পাওয়া যায়)।

ত্বামিন্দ্র মতিভিঃ সুতে সুনীথাসো বসূয়বঃ।
গোভিঃ ক্রাণা অনূষত ॥[২]

গোভিঃ কুর্ব্বাণা (গাঃ) অস্তোষত ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্র (হে ইন্দ্র) মতিভিঃ (প্রশস্তবুদ্ধি অধ্বর্য্যুগণের দ্বারা)[৩] সুতে (সোম অভিযুত হইলে) সুনীথাসঃ (স্তুতিকরণে সুসমর্থ)[৪] [উদ্গাতারঃ হোতারশ্চ] (উদ্গাতৃগণ এবং হোতৃগণ) বসূয়বঃ (দক্ষিণারূপ ধনের প্রার্থী হইয়া)[৫] ক্রাণাঃ (স্তোত্র সম্পাদন করিয়া অথবা সোম প্রদান করিয়া) গোভিঃ (স্তোত্রসমূহের দ্বারা)[৬] ত্বাম্ অনূষত (তোমাকে স্তুত করেন)।

'ক্রাণাঃ' এই পদটি অনবগতসংস্কার। ক্রাণাঃ—কুর্ব্বাণাঃ ; ইহার কর্ম্মপদ—'স্তুতিলক্ষণা

১। উৎস্রাবিণঃ—যে অস্যাং ভোগাস্তে ঊর্দ্ধং স্রবন্তি গচ্ছন্তি ক্ষীরদধিনবনীতক্রমেণ (দুঃ বৃঃ)।

২। মূল অপরিজ্ঞাত।

৩। মতিভিঃ মেধাবিভিরধ্বর্য্যুভিঃ (দুঃ বৃঃ) ; মতিভিঃ মতিমদ্ভিঃ সুতে অভিষুতে সোমে, য এব হি মতিমন্তঃ, ত এব হি সোমমভিষোতুং শক্নুবন্তি নেতরে মতিহীনাঃ (স্কঃ)—দুর্গাচার্য্যের মতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই সোমাভিষব করিতে পারেন, বুদ্ধিহীন ব্যক্তি এই কার্য্য করিতে সমর্থ নহেন।

৪। সুষ্ঠু যে স্তোতুং শক্নুবন্তি (স্কঃ) ; নীথা স্তুতিঃ শোভনা নীথা যস্য সুনীথঃ (বেঃ রাঃ) বহুবচনে সুনীথাসঃ (পাঃ ৭।১।৫০) ; সুনীথ প্রশস্তবাচক (নিঘ ৩।৮)।

৫। বসূয়বঃ বসুকামাঃ (স্কঃ), বসু ধনং দক্ষিণালক্ষণং তৎকামাঃ (দুঃ বৃঃ)।

৬। গোভিঃ বাগ্ভিঃ স্তুতিলক্ষণাভিঃ (স্কঃ) ; গো ও বাক্য সমানার্থক (নিঘ ১।১১)।

বাচঃ' (স্তুতিবাক্য) অথবা 'সোমপ্রদানম্' (সোমপ্রদান)।[১] অনূষত—অস্তোষত—স্তুবন্তি (স্তুতি করেন—লটের অর্থে লুঙ্)।

'আ তূ ষিঞ্চ হরিমীং দ্রোরুপস্থে বাশীভিস্তক্ষতাশ্মন্ময়ীভিঃ।

(ঋ ১০।১০১।১০)

'আসিঞ্চ হরিং দ্রোরুপস্থে'।

দ্রুমময়স্য, হরিঃ সোমো হরিতবর্ণঃ। অয়মপীতরো হরিরেতস্মাদেব। 'বাশীভিস্তক্ষতাশ্মন্ময়ীভিঃ'। বাশীভি রশ্মন্ময়ীভিরিতি বা বাগ্‌ভিরিতি বা ॥ ১৪ ॥

(১) [হে অধ্বর্যো] দ্রোঃ উপস্থে (দ্রুমময় অধিষবণ ফলকদ্বয়ের উপর) হরিং (হরিতবর্ণ সোমলতা) আসিঞ্চ (নিক্ষেপ কর); [হে অভিষবকারি ঋত্বিক্‌গণ] অশ্মন্ময়ীভিঃ বাশীভিঃ (পাষাণময় বাশী অর্থাৎ অভিষব গ্রাবসমূহের দ্বারা) [সোমং] তক্ষত (সোম সংস্কৃত কর অর্থাৎ অভিষুত কর)। তূ ও ঈম্—পদপূরণার্থ। অথবা, (২) [হে উন্নেতঃ] দ্রোঃ উপস্থে (দ্রোণ কলসের উপর) হরিং (হরিতবর্ণ সোমরস) আসিঞ্চ (ঢালিয়া দেও);[২] [হে হোতৃগণ] অশ্মন্ময়ীভিঃ (সোমগুণ ব্যাপ্ত বা বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ) বাশীভিঃ (বাগ্‌ভিঃ—স্তুতিসমূহের দ্বারা) তক্ষত (সোমরস পবিত্র কর)।

আসিঞ্চ হরিং দ্রোঃ উপস্থে—এই স্থলে, দ্রোঃ—দ্রুমময়স্য অর্থাৎ দ্রুমময় অধিষবণ ফলকদ্বয়ের (যে কাষ্ঠফলকদ্বয়ে রস নিষ্কাশনের জন্য সোমলতার টুকরা রাখিতে হয় তাহাদের); উপস্থে—সমীপে উপরি ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)। আসিঞ্চ—'সিচ্' ধাতুর প্রয়োগ দ্রব দ্রব্য প্রক্ষেপেই প্রসিদ্ধ; সোমলতা দ্রব দ্রব্য নহে, কাজেই 'সিচ্' ধাতু এখানে সামান্যতঃ নিক্ষেপ মাত্র বুঝাইবে, আসিঞ্চ—(প্রক্ষেপ বা নিক্ষেপ কর অর্থাৎ স্থাপন কর)। মন্ত্রে 'হরিম্' পদ রহিয়াছে; হরিঃ—সোমঃ হরিতবর্ণঃ (সোমলতা বা সোমরস, যাহা হরিত বর্ণ)। অয়ম্ অপি ইতরঃ হরিঃ (আর এই যে অন্য হরি অর্থাৎ মর্কট) এতস্মাৎ এব (হরিতবর্ণত্ব নিবন্ধনই)।

মর্কটও হরিতবর্ণ বলিয়া ইহার এক নাম 'হরি'। বাশীভিঃ তক্ষতাশ্মন্ময়ীভিঃ—এইস্থলে, অশ্মন্ময়ীভিঃ বাশীভিঃ—অশ্মময়ীভিঃ বাশীভিঃ—সোমাভিষব গ্রাবভিঃ (সোম নিষ্কাশনে প্রযুক্ত প্রস্তরময় বাশী অর্থাৎ গ্রাবসমূহের দ্বারা)। বা (অথবা) বাশীভিঃ—বাগ্‌ভিঃ (স্তুতিবাক্যসমূহের দ্বারা); তক্ষত—সংস্কুরুত (সংস্কারসাধন কর, অর্থাৎ পবিত্র কর—করণার্থক 'তক্ষ্' ধাতুর রূপ)। 'বাশী' শব্দের 'বাক্' অর্থ গ্রহণ করিলে মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা কিরূপ হইবে, তাহা প্রদর্শিত হইল। দ্রষ্টব্য এই যে, এতৎ পক্ষে 'দ্রোরুপস্থে' ইহার অর্থ হইবে 'দ্রোণকলসের উপর'; আসিঞ্চ পদে 'সিচ্' ধাতুর ক্ষরণরূপ স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করিলেই চলিবে;

১। ক্ষদবামী।
২। প্রক্ষারয় (দুঃ)।

অশ্নময়ীভিঃ—ইহার অর্থ করিতে হইবে 'ব্যাপন 'সমর্থাভিঃ' (সোমগুণ বর্দ্ধয়িত্রীভিঃ) —যাহা সোমগুণ ব্যাপ্ত বা বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ।[১]

'বাশী' শব্দ অনবগত এবং অনেকার্থ। 'বাসী' শব্দের অর্থ—ছেদক দ্রব্যবিশেষ; বাসী—বাশী। এই ব্যুৎপত্তিতে 'বাশী' শব্দের অর্থ—সোমলতা থেঁতলাইবার প্রস্তর বিশেষ অর্থাৎ গ্রাবা;[২] ইহার আর এক অর্থ 'বাক্' অর্থাৎ স্তুতিরূপ বাক্য। প্রথম অর্থ অনুসারে মন্ত্রটির প্রয়োগ হইবে সোমাভিষবে। কাষ্ঠফলকের উপর গোচর্ম বিছাইয়া তাহার উপর সোমলতার টুকরা রাখিতে হয়, পাষাণের আঘাতে থেঁতলাইয়া রস বাহির করিতে হয়। অধ্বর্যু আর তিনজন ঋত্বিক্ পাষাণ হাতে করিয়া রস বাহির করেন। দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে অর্থাৎ 'বাশী' শব্দের 'বাক্' অর্থ গ্রহণ করিলে ইহার প্রয়োগ হইবে—চমসোন্নয়নে। সোমলতা ছেঁচিয়া সোমরস বাহির করিতে হয় তার জন্য জলের দরকার। সোমযাগের চতুর্থ দিনে সন্ধ্যাকালে এই জল আনিয়া রাখিতে হয়। বাজনা বাজাইয়া মহা সমারোহে নদী বা জলাশয় হইতে জল আনিয়া রাখা হয়—এই জলের নাম বসতীবরী। সোমরস প্রস্তুত করিবার জন্য আর এক রকম জল আবশ্যক, তাহার নাম একধনা, এই জল যজমান ও তৎপত্নী কয়েকজন ঋত্বিক্ ও পরিচারক সঙ্গে লইয়া সোমযাগের পঞ্চম দিন প্রত্যূষে জলাশয় হইতে আনয়ন করেন। সোমরস নিষ্কাশিত হওয়ার পর তাহা বসতীবরী এবং একধনা এই দুইজলে মিশাইলে আহুতির জন্য রস প্রস্তুত হয়। রস রাখিবার জন্য তিনটি বড় বড় কাঠের গামলা বা কলস থাকে। একটির নাম আধবনীয়, একটির নাম দ্রোণকলস, আর একটির নাম পূতভৃৎ। আধবনীয়ে বসতীবরী এবং একধনা দুই জল ঢালিয়া তাহাতেই নিষ্কাশিত সোমরস মিশান হয়। এইরূপে প্রস্তুত রস ছাঁকিয়া লওয়া দরকার। দ্রোণকলসের মুখে মেষ লোমের ছাঁকনি রাখিয়া আধবনীয়ের জল ঢালিয়া ছাঁকিতে হয়। এইরূপ ছাঁকিলে সোমরস পূত অর্থাৎ শুদ্ধ হয়। সোমরস ছোট ছোট পাত্রে লইয়া আহুতি দিতে হয়। তিন শ্রেণীর পাত্র আবশ্যক; এক শ্রেণীর পাত্রের নাম চমস। পূতভৃৎ হইতে সোমরস তুলিয়া চমসে গ্রহণ করা হয়। যে ঋত্বিক্ চমসে সোমরস উন্নয়ন করেন তাঁহার নাম উন্নেতা।[৩]

'স শর্দ্ধদর্যো বিষুণস্য জন্তোর্মা শিশ্নদেবা অপিগুর্ঋতং নঃ' ॥ (ঋ ৭।২১।৫)

স উৎসহতাং যো বিষুণস্য জন্তোর্বিষমস্য মা শিশ্নদেবা অব্রহ্মচর্য্যাঃ ॥ ১৫ ॥

স (তিনিই) শর্দ্ধৎ (যজ্ঞে আগমন করিতে উৎসাহান্বিত হউন)[৪] [যঃ] (যিনি)

১। ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু হইতে অশ্মন্ শব্দের নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

২। বাসী শব্দশ্ছেদনদ্রব্যবিশেষবচনঃ, তস্য সকারস্য শকারেণ ব্যুৎপত্তিঃ, বাশীভিরভিষবণগ্রাবাখ্যাভিঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর যজ্ঞকথা (পৃঃ ৮২-৮৪ দ্রষ্টব্য)।

৪। শর্দ্ধতি রুৎসাহার্থঃ উৎসহতামাগন্তুম্ (স্কঃ স্বাঃ); ধাতুপাঠে—'শৃধু' শব্দ কুৎসায়াম্ শৃধ উন্দনে চ।

অর্যঃ (জিতেন্দ্রিয়)[১], বিষুণস্য (বিষমং অর্থাৎ যজ্ঞ ধ্বংসকারী) জন্তোঃ (জন্তুর) [নিগ্রহায় সমর্থঃ] (নিগ্রহে সমর্থ) ; শিশ্নদেবাঃ (অব্রহ্মচারী)[২] নঃ ঋতং (আমাদের যজ্ঞে) মা অপিগুঃ (যেন আগমন করে না)।

স উৎসহতাম্......ইত্যাদি উদ্ধৃত মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা। 'বিষুণ' শব্দ অনবগতসংস্কার। শর্দ্ধৎ—উৎসহতাম্ (উৎসাহসম্পন্ন হউন) ; যঃ—'সঃ' পদের শ্রুতিবশতঃ 'যঃ' পদ অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে ; বিষুণস্য—বিষমস্য, বিষমস্য জন্তোঃ নিগ্রহায় সমর্থঃ ইতি শেষঃ (বিষম অর্থাৎ যজ্ঞ বিঘ্নকারী জন্তুর নিগ্রহে সমর্থ ; 'নিগ্রহায়' 'সমর্থঃ' এই পদ দুইটি অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে), শিশ্নদেবাঃ=অব্রহ্মচর্য্যাঃ (যাহারা ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন নহে)।

শিশ্নঃ শ্নথতেঃ ॥ ১৬ ॥

'শিশ্ন' শব্দ তাড়নার্থক 'শ্নথ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—তাড্যতে হি তেন স্ত্রী সম্ভোগকালে (স্কঃ স্বাঃ)। নিঘণ্টুতে 'শ্নথ' ধাতু বধার্থক (২।১৯)।

'অপিগুর্ঋতং নঃ', সত্যং বা যজ্ঞং বা ॥ ১৭ ॥

অপিগুর্ঋতং নঃ—এইস্থলে 'ঋত' শব্দের অর্থ 'সত্য' অথবা 'যজ্ঞ'। 'যজ্ঞ' অর্থ গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; 'সত্য' অর্থ গ্রহণ করিলে 'অপিগুঃ' পদের 'গম্' ধাতুও জ্ঞানার্থক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে[৩] এবং ব্যাখ্যা হইবে—নঃ ঋতং অস্মাকং সত্যং পরমার্থমিতি যাবৎ মা অপিগুঃ নাবগচ্ছেয়ুঃ (আমাদের সত্য বা পরমার্থ যেন অবগত না হয়)।

॥ ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অর্যঃ ঈশ্বর আত্মীয়ানাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্, জিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ (দুঃ)।

২। শিশ্নেন নিত্যমেব প্রকীর্ণাভিঃ স্ত্রীভিঃ সাকং ক্রীড়ন্ত আসতে শ্রৌতানি কর্ম্মাণি উৎসৃজ্য (দুঃ)।

৩। অপিগুরিতি চৈব গমিস্তদা জ্ঞানার্থঃ (দুঃ)।

বিংশ পরিচ্ছেদ

আ ঘা তা গচ্ছানুত্তরা যুগানি যত্র জাময়ঃ কৃণ্বন্নজামি।

উপবর্বৃহি বৃষভায় বাহুমন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মৎ ॥ ১ ॥ (ঋ ১০।১০।১০)

তা (তানি—সেই) উত্তরা (উত্তরাণি—পরবর্ত্তী বা ভবিষ্যৎ) যুগানি (যুগ) আগচ্ছান্ (আগমিষ্যন্তি—আসিবে), যত্র (যে যুগে) জাময়ঃ (ভগিনীগণ) অজামি (ভগিনীর অযোগ্য কর্ম্ম)[১] কৃণ্বন্ (করিষ্যন্তি—করিবে); বৃষভায় (রেতঃসেক সমর্থ পুরুষের নিমিত্ত)[২] বাহুম্ উপবর্বৃহি (বাহু উপস্থিত বা উপধানীভূত কর); সুভগে (হে সুভগে), মৎ. অন্যং (মদতিরিক্ত) পতিম্ (পতি) ইচ্ছস্ব (কামনা কর)। ঘা—অনর্থক নিপাত।[৩]

যম ও যমী যমজ ভ্রাতৃ-ভগিনী; যমী যমের সহিত সহবাস করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন। যম এই পাপকার্য্যে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—এখনও এমন যুগ আসে নাই, যাহাতে ভগ্নী ভগ্নীর অযোগ্য কর্ম্ম করিতে পাবে, ভবিষ্যতে হয়ত আসিবে; তুমি অন্য পতি কামনা কর।

দশম মণ্ডলের যমযমী সংবাদ অতি প্রসিদ্ধ। ইহার তাৎপর্য্য রমেশচন্দ্র যেরূপ বিবৃত করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল।

"পুরাণে 'যম' অর্থ কি তাহা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু ঋগ্বেদে প্রথমে কাহাকে 'যম' বলিত? বিবস্বানের দ্বারা সরণ্যুর গর্ভে যম ও তাঁহার ভগ্নী যমীর জন্ম হয়। বিবস্বান্ অর্থে আকাশ, আকাশের যমজ সন্তান কাহারা? সরণ্যুর (অর্থাৎ প্রভাতের) আকাশের সহিত বিবাহের অর্থ কি? Max Müller বলেন—দিবাই যম, রাত্রি-ই যমী। দিবা ও রাত্রি বিভিন্নই থাকে, তাহাদিগের সঙ্গমন হয় না।"[৪]

আগমিষ্যন্তি তান্যুত্তরাণি যুগানি যত্র জাময়ঃ করিষ্যন্ত্যজামি কর্ম্মাণি ॥ ২ ॥

'জামি' শব্দ অনেকার্থক। আগমিষ্যন্তি তানি উত্তরাণি····ইত্যাদি উদ্ধৃত মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধের ব্যাখ্যা। আগচ্ছান্—আগমিষ্যন্তি; তা—তানি; উত্তরা=উত্তরাণি; কৃণ্বন্—করিষ্যন্তি; অজামি=অজামিকর্ম্মাণি (ভগ্নীর অকর্ত্তব্য কর্ম্ম)।

১। অজামি ভ্রাতৄণামযোগ্যানি মৈথুনসম্বন্ধানি কর্ম্মাণি (দ্রঃ)।

২। বৃষভায় ত্বত্তোপরি রেতঃ সেক্তুং সমর্থায় যোগ্যায় (দ্রঃ)।

৩। ঘা—ইত্যনর্থক এব (দ্রঃ)।

৪। রমেশচন্দ্র কৃত ঋগ্বেদের অনুবাদে ১।৩৫।৬ ঋকের টীকা দ্রষ্টব্য।

জাম্যতিরেকনাম, বালিশস্য বাসমান-জাতীয়স্য বোপজনঃ ॥ ৩ ॥

জামি অতিরেকনাম (জামি ও অতিরেক পর্য্যায়শব্দ); বালিশস্য বা (অথবা 'জামি' শব্দ মূর্খপর্য্যায়); বা (অথবা) অসমানজাতীয়স্য ('জামি' শব্দ ভ্রাতার অসমানজাতীয় শব্দের অর্থাৎ 'ভগ্নী' শব্দের পর্য্যায়)। উপজনঃ ('জামি' শব্দে একটি অনর্থক আগম রহিয়াছে)।

'জামি' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিয়েছেন। 'জন্' ধাতু হইতে 'জামি' শব্দ নিষ্পন্ন।[১] বেদে 'জামি' শব্দ তিন লিঙ্গেই প্রযুক্ত হয়। (১) জামি (ক্লীবলিঙ্গ)—অতিরেক ; 'অতিরেক' শব্দের অর্থ পুনরুক্ত (tautology)—যাহা পুনরুক্ত তাহা পুনর্জাত।[২] (২) জামি (পুংলিঙ্গ)=বালিশ[৩]—অর্থাৎ মূর্খ ; মূর্খ মাত্র জন্মগ্রহণই করে, কোনও পুরুষার্থসাধনে সমর্থ নহে।[৪] (৩) জামি (স্ত্রীলিঙ্গ)—অসমানজাতীয়—ভগিন্যাখ্য ভ্রাতা অর্থাৎ ভগিনী ;[৫] ভাষ্যে 'অসমান জাতীয়স্য' এই পুংলিঙ্গ প্রয়োগ বশতঃ ঈদৃশ ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। ভগিনী স্ত্রীত্বনিবন্ধনই ভ্রাতার অসমানজাতীয়া।[৬] ভগিনীবাচক 'জামি' শব্দে 'মি' উপজন অর্থাৎ অনর্থক আগম ; 'জা'—এই শব্দের দ্বারাও যে অর্থপ্রকাশ পায়, 'জামি' শব্দের দ্বারাও সেই অর্থই প্রকাশ পায়।[৭] 'বাসমানজাতীয়স্য' এই স্থলে স্কন্দস্বামী এবং দেবরাজ 'বা অসমান জাতীয়স্য' এইরূপে বিশ্লেষণ না করিয়া 'বা সমান জাতীয়স্য' এইরূপ পাঠ করেন। দেবরাজ বলেন 'সমান জাতীয়' শব্দের অর্থ ভগিনী—সমান জাতীয়ো ভগিনীলক্ষণোঽর্থঃ।

উপধেহি বৃষভায় বাহুম্ ॥ ৪ ॥

উপবর্বৃহি বৃষভায় বাহুম্—এই অংশের ব্যাখ্যা 'উপধেহি বৃষভায় বাহুম্'। উপবর্বৃহি= উপধেহি (উপধানীভূত, নিহিত বা স্থাপিত কর)[৮]—তোমার বাহু অন্যকুলোৎপন্ন সমর্থ পুরুষের জন্য উপধানে পরিণত কর অর্থাৎ তুমি তাহার শয্যাশায়িনী হও।

১। 'জনি ঘসিভ্যাম্ ইন্' (উ ৫৬৯)—ইতি বাহুলকাৎ 'ইণ্' প্রত্যয়ঃ (দেঃ রাঃ)।

২। অতিরেক-নাম ভবতি ভবতি পুনরুক্তনামেত্যর্থঃ ; একই মন্ত্রে তুল্যার্থক একাধিক শব্দ থাকিলে 'জামি' হয়—তদ্ যৎ সমাম্নামৃচি সমানাভিব্যাহারং ভবতি তৎ জামি ভবতি (দুঃ) ; অতিরিচ্যত ইত্যতিরেকঃ পুনরুক্তমুচ্যতে, তস্য নাম—পুনর্জায়মানত্বাৎ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। 'বালিশ' শব্দের ব্যুৎপত্তি—স হি বাল ইব.শেতে, প্রমাদিত্বাদ্ ধর্ম্মকার্য্যেষু. বালিশো মূর্খঃ (দুঃ)।

৪। স হি জাত এব কেবলং ন কস্মৈচিৎ পুরুষার্থায়ালম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। অসমানজাতীয়ো হি পুরুষস্য ভগিন্যাখ্যো ভ্রাতা (দুঃ)।

৬। সা হি স্ত্রীত্বাদেবাতুল্যজাতীয়ৈব পুরুষস্য ভবতি (দুঃ)।

৭। জামিরিত্যেতস্মিন্ শব্দে 'মিঃ' ইত্যেষ উপজনঃ ; যদেবোক্তং ভবতি 'জা'-ইতি তদেব জামীতি (দুঃ); সমান পিতামাতা হইতে জাত হয়—এই ব্যুৎপত্তিতে 'জা' শব্দ ভগিনীবাচক ; নিঘণ্টুতে (২.২) 'জা' শব্দ অপত্যবাচক।

৮। একশয়নগতস্য সমীপে ধারয়, উপধানীকুর্বিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

অন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মদিতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৫ ॥

অন্যমিচ্ছস্ব সুভগে পতিং মৎ—হে সুভগে মৎ অন্যং পতিম্ ইচ্ছস্ব (আমা ভিন্ন অন্য পতি ইচ্ছা কর)—ইতি ব্যাখ্যাতম্ (এই বাক্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে)। ইচ্ছস্ব—ইচ্ছ।

উক্ত বাক্যের অর্থ অতি সুস্পষ্ট। ইহা নিগদসিদ্ধ অর্থাৎ উচ্চারণমাত্রেই ইহার অর্থপ্রতীতি হয়। ব্যাখ্যাতম্—নিগদেনৈব ব্যাখ্যাতম্ (নিগদ অর্থাৎ উচ্চারণের দ্বারাই ব্যাখ্যাত)।

অথবা, এই বাক্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ইহার অর্থ এই বাক্যের বিভিন্ন পদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; 'অন্য' শব্দের নির্ব্বচন (নির্ ১।৬), 'সু' শব্দের অর্থ (নির্ ১।৩) এবং 'ভগ' শব্দের নির্ব্বচন (নির্ ৩।১৬) দ্রষ্টব্য। 'পতি' শব্দের নির্ব্বচন পরে প্রদর্শিত হইয়াছে (নির্ ৪।২৬, ৫।২৮)।

॥ বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

একবিংশ পরিচ্ছেদ

দ্যৌর্মে পিতা জনিতা নাভিরত্র বন্ধু র্মে মাতা পৃথিবী মহীয়ম্।
উত্তানয়োশ্চম্বো র্যোনিরন্তরত্রা পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ ॥ ১ ॥

(ঋ ১।১৬৪।৩৩)

দ্যৌঃ (দ্যুলোক) মে (আমার) পিতা (পালক) [এবং] জনিতা (উৎপাদক); অত্র (এই দ্যুলোকে) নাভিঃ (নাভিভূত ভৌমরস) [অস্তি] (আছে); ইয়ং (এই) মহী (মহতী) পৃথিবী (পৃথিবী) মে (আমার) বন্ধুঃ মাতা [চ] (বন্ধু অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্টা[১] এবং মাতা); উত্তানয়োঃ (উত্তান বা উর্দ্ধমুখশয়িত অর্থাৎ চিৎভাবে অবস্থিত) চম্বোঃ (চমূর অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবীর)[২] অন্তঃ (মধ্যে) যোনিঃ (অন্তরীক্ষনামক স্থান আছে); অত্রা (অত্র—অত্রস্থিত) পিতা (দ্যুলোক বা পালক পর্জ্জন্য) দুহিতুঃ (দুহিতৃভূত পৃথিবীর উপরে) গর্ভং (সর্ব্বভূতের উৎপত্তিকারক উদক) আধাৎ (আদধাতি—দান করেন অর্থাৎ বর্ষণ করেন)।

'পিতা' পদ অনবগতসংস্কার;[৩] পাতা বা পালয়িতা—ইহার অর্থ। দ্যুলোক হইতে বৃষ্টি পতিত হয়, পৃথিবীর সহিত বৃষ্টির সম্বন্ধ ঘটে, তাহাতে হয় অন্নের উৎপত্তি, তাহা হইতে হয় রেতঃ এবং রেতঃ হইতে হয় সর্ব্বভূতের উৎপত্তি। পরম্পরাক্রমে দ্যুলোক এবং পৃথিবী সর্ব্বভূতের উৎপত্তির কারণ; কাজেই দ্যাবা পৃথিবী পিতা মাতা।[৪]

দ্যৌর্মে পিতা পাতা বা পালয়িতা বা, জনয়িতা ॥ ২ ॥

পিতা—পাতা অথবা পালয়িতা—রক্ষণার্থক 'পা' ধাতুর উত্তর 'তৃচ্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন (উ ১৫২); জনিতা=জনয়িতা (জন্মদাতা)।

নাভিরত্র ॥ ৩ ॥

অত্র নাভিঃ [তিষ্ঠতি]। 'নাভি' শব্দের অর্থ এখানে ভৌমরস;[৫] বন্ধনার্থক 'নহ্' ধাতুর উত্তর 'ইঞ্' প্রত্যয়ে 'নাভি' শব্দ নিষ্পন্ন (উ ৫৬১)। দ্যুলোকের দ্বারা ভৌমরস বদ্ধ হয়

১। অঙ্গসম্বন্ধকারণাদ্ বন্ধুর্মে (দুঃ); পৃথিবীর সঙ্গে শরীরের সংযোগ-সম্বন্ধ আছে; এই সম্বন্ধ আছে বলিয়াই পৃথিবী বন্ধু; অথবা পৃথিবী শস্য উৎপাদন করিয়া আমাদের শরীরের উৎপাদক হয়, শরীরের সহিত এই সম্বন্ধনিবন্ধনই পৃথিবীর বন্ধুত্ব।

২। 'চমূ' দ্যাবাপৃথিবীর নাম (নিঘ ৩।৩); চম্+উ (উ ৮১)।

৩। পিতা—ইত্যেতদনবগতম্ (দুঃ)।

৪। উদকং হি দ্যুলোকাৎ পতিতম্, পার্থিবেন ধাতুনা সম্পৃক্তম্, ওষধিভাবমাপন্ন্য শরীরত্বাবেনাবতিষ্ঠতে—ইত্যেতদপেক্ষ্য সর্ব্বভূতানাং দ্যাবাপৃথিব্যৌ মাতাপিতরৌ উচ্যেতে তত্র তত্র (দুঃ)।

৫। নাভিঃ নাভিভূতো ভৌমোরসঃ অত্র তিষ্ঠতীতি শেষঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

(প্রত্যয় কর্মবাচ্যে হইয়াছে)—সূর্য্যকিরণের দ্বারা পৃথিবীর রস আকৃষ্ট হয় এবং দ্যুলোকে সঞ্চিত হয়। এই রসই আবার বৃষ্টির আকারে পৃথিবীতে পতিত হইয়া অন্নাদির উৎপাদক হইয়া থাকে।

বন্ধুর্মে মাতা পৃথিবী মহতীয়ম্ ॥ ৪ ॥

পৃথিবী মহীয়ম্—পৃথিবী ইয়ং মহী ; মহী—মহতী।

বন্ধুঃ সম্বন্ধনান্নাভিঃ সন্নহনান্নাভ্যা সন্নদ্ধা গর্ভা জায়ন্ত ইত্যাহুরেতস্মাদেব জ্ঞাতীন্ সনাভয় ইত্যাচক্ষতে, সম্বন্ধব ইতি চ, জ্ঞাতিঃ সংজ্ঞানাৎ ॥ ৫ ॥

বন্ধুঃ সম্বন্ধনাৎ—সম্যক্ বন্ধননিবন্ধনই বন্ধুর বন্ধুত্ব (বন্ধনার্থক 'বন্ধ' ধাতু হইতে 'বন্ধু' শব্দ নিষ্পন্ন ; বন্ধুগণ প্রীতিতে পরস্পর বদ্ধ থাকে)। নাভিঃ সন্নহনাৎ—সম্যক্ নহন বা বন্ধননিবন্ধনই নাভির নাভিত্ব ; নাভ্যা সন্নদ্ধা গর্ভা জায়ন্তে ইত্যাহুঃ—নাভি নহন বা বন্ধন করে, নাভিবদ্ধ হইয়া গর্ভস্থ শিশু জন্মগ্রহণ করে, ইহা কথিত হয়, প্রত্যক্ষতঃও পরিদৃষ্ট হয় ;[১] (এই স্থলে 'ইঙ্' প্রত্যয় কর্তৃবাচ্যে হইয়াছে)। এতস্মাৎ এব জ্ঞাতীন্ সনাভয় ইতি আচক্ষতে সম্বন্ধবঃ ইতি চ—এতস্মাৎ এব (এই সন্নহন এবং সম্বন্ধন বশতঃই)[২] জ্ঞাতিগণকে সনাভি এবং সম্বন্ধু বলিয়া আখ্যাত করা হয়। 'নাভি' শব্দের অর্থ নহনহেতু বা বন্ধনকারক ; 'সনাভি' শব্দের অর্থ হইবে 'যাহাদের বন্ধনকারক সমান অর্থাৎ একই'। জ্ঞাতিগণ পরস্পর প্রীতিবদ্ধ—এক প্রীতিই তাহাদের পরস্পরের বন্ধনের কারণ ; অতএব তাহারা 'সনাভি'। জ্ঞাতিগণের মধ্যে পরস্পর প্রগাঢ় প্রীতিবন্ধন আছে বলিয়া তাহারা পরস্পর সম্বন্ধু (সম্যক্ বন্ধু)ও বটে। প্রসঙ্গতঃ 'জ্ঞাতি' শব্দেরও নির্ব্বচন প্রদর্শন করিয়েছেন ; জ্ঞাতিঃ সংজ্ঞানাৎ জ্ঞাতিত্ব সংজ্ঞান বা সম্যক্ পরিচয় নিবন্ধন—মাতাপিতৃসম্বন্ধ নিবন্ধন জ্ঞাতিগণ পরস্পরের জ্ঞাত বা পরিচিত।[৩]

উত্তানয়োশ্চম্বোর্যোনিরন্তঃ—উত্তান উত্ততান ঊর্দ্ধতানো বা ; তত্র পিতা দুহিতুর্গর্ভং দধাতি, পর্জন্যঃ পৃথিব্যাঃ ॥ ৬ ॥

উত্তানয়োশ্চম্বো র্যোনিরন্তঃ—এই স্থলে, উত্তান—উত্ততান অথবা ঊর্দ্ধতান ; অর্থাৎ 'উত্ততান' বা ঊর্দ্ধতান শব্দই 'উত্তান' এই আকার ধারণ করিয়াছে। উত্ততানঃ—উত্ততঃ ঊর্দ্ধং ততঃ বিস্তীর্ণঃ

১। প্রত্যক্ষেণাপি চৈতৎ স্বয়মপি দৃষ্টত এব (ক: খা:)।

২। এতস্মাদেব সন্নহনাৎ সম্বন্ধনাচ্চ (ক: খা:)।

৩। স হি সংজ্ঞায়তে মাতৃপিতৃসম্বন্ধাৎ (ক: খা:)।

অনঃ প্রাণঃ নিশ্বাসলক্ষণো যস্য[1]—(যাহার অন অর্থাৎ প্রাণ বা নিশ্বাস উর্দ্ধে বিস্তীর্ণ হয়); 'উর্দ্ধতানঃ'—উর্দ্ধং তানঃ নিশ্বাসস্য বিস্তারো যস্য[2]—(যাহার নিশ্বাসের বিস্তার উর্দ্ধদিকে হয়, অর্থাৎ যাহার নিশ্বাস উর্দ্ধদিকে বিস্তৃত হয়)। 'উত্তান' ও 'উর্দ্ধতান'—এই শব্দদ্বয়ের মধ্যে অর্থগত কোনও ভেদ নাই। উত্তান ব্যক্তি উর্দ্ধদিকেই নিশ্বাস ত্যাগ করে, কাজেই সে 'উত্তান' বা 'উর্দ্ধতান'। তত্র পিতা দুহিতুঃ গর্ভং দধাতি পর্জ্জন্যঃ পৃথিব্যাঃ—ইহা 'অত্রা পিতা দুহিতুর্গর্ভমাধাৎ' এই অংশের ব্যাখ্যা। অত্রা—অত্র—তত্র (তত্র স্থিতঃ)[3]; আধাৎ—দধাতি; পিতা—পর্জ্জন্যঃ; দুহিতুঃ—পৃথিব্যাঃ। অত্রা পিতা দুহিতুগর্ভমাধাৎ—সেই স্থানে থাকিয়া পিতা দুহিতার গর্ভাধান করেন; ইহার অর্থ 'পর্জ্জন্য (দ্যুলোক) পৃথিবীর উপর গর্ভ অর্থাৎ সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হেতু উদক বর্ষণ করেন'। 'দুহিতৃ' শব্দে এখানে পৃথিবী বুঝাইতেছে—পৃথিবী দ্যুলোক হইতে 'দূরে নিহিত', অথবা—পৃথিবী দোগ্ধ্রী অর্থাৎ দ্যুলোক হইতে বারি দোহন করে; ('দুহিতৃ' শব্দের নির্ব্বচন—নির্ ৩৷৪ দ্রষ্টব্য)।

[শংযুঃ সুখংযুঃ][4] 'অথা নঃ শংযোররপো দধাত' ॥

(ঋ ১০৷১৫৷৪)

রপো রিপ্রমিতি পাপনামনী ভবতঃ। শমনং চ রোগাণাং যাবনং চ ভয়ানাম্ ॥ ৭ ॥

অথা (অথ) নঃ (আমাদিগকে) শংযোঃ (রোগশান্তি ও ভয়হীনতা) অরপঃ [চ] (এবং নিষ্পাপতা) দধাত (প্রদান কর)।

রপো রিপ্রম্ ইতি পাপনামনী—'রপস্' শব্দ ও 'রিপ্র' শব্দ পাপ-নাম অর্থাৎ পাপ পর্য্যায়; অরপঃ—পাপাভাব বা পাপহীনতা। 'শংযোঃ'—অনবগতসংস্কার। ইহাকে 'শং' ও 'যোস্' এই দুই পদে বিভক্ত করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে। শং—শমনং—রোগাণাং শমনম্ (রোগসমূহের উপশান্তি); যোস্—যাবনং—ভয়ানাম্ যাবনম্ (ভয়সমূহের সহিত সম্বন্ধাভাব বা অমিশ্রণ); অমিশ্রণার্থক 'যু' ধাতুর উত্তর ঔণাদিক 'ডোস্' প্রত্যয়ে 'যোস্' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে। 'দধাত' পদের অর্থ 'দত্ত' (প্রদান কর)।

১। স্কন্দস্বামী।

২। স্কন্দস্বামী।

৩। অত্রস্থিত ইতি শেষঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। এই অংশ বহু পুস্তকে নাই। 'শংযু' শব্দের অর্থ ভাষ্যকার সুখংযুও করেন নাই, কাজেই এই অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়।

অথাপি শংযুর্বার্হস্পত্য উচ্যতে। ‘তচ্ছংযোরাবৃণীমহে গাতুং যজ্ঞায় গাতুং যজ্ঞপতয়ে’ ইত্যপি নিগমো ভবতি। গমনং যজ্ঞায় গমনং যজ্ঞপতয়ে ॥ ৮ ॥

অথাপি (আর) শংযুঃ (শংযু) বার্হস্পত্যঃ উচ্যতে (বৃহস্পতিপুত্র বলিয়া অভিহিত হবেন)। ‘তৎ (তাহা) শংযোঃ [অর্থাৎ] (শংযুনামক আমার অন্তরাত্মার নিমিত্ত)[1] আবৃণীমহে (দেবগণের নিকট প্রার্থনা করি)[2]; [কি প্রার্থনা করি]?[3] গাতুং যজ্ঞায় (যজ্ঞের উদ্দেশে গমন), গাতুং যজ্ঞপতয়ে’ (যজ্ঞপতি অর্থাৎ যজমানের উদ্দেশে গমন)—ইত্যপি নিগমঃ ভবতি (এই বৈদিকবাক্যও আছে)। গাতুং যজ্ঞায়—গমনং যজ্ঞায়; গাতুং যজ্ঞপতয়ে—যজ্ঞপতয়ে গমনায়। (গাতু—গত্যর্থক ‘গা’ ধাতুর উত্তর ভাবে ‘তুন্’ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন)।

অথবা ‘শংযু’ অখণ্ড শব্দ। ‘শংযু’ বৃহস্পতির পুত্র; ‘শংযু’ শব্দের পঞ্চমী বা ষষ্ঠীর একবচনের পদও ‘শংযোঃ’ হইতে পারে। পঞ্চম্যন্ত বা ষষ্ঠ্যন্তরূপে ‘শংযোঃ’ পদের নিগম—তচ্ছংযোরাবৃণীমহে…ইত্যাদি (তৈঃ সং—২।৬।১০।২, শত. ব্রা. ১।৯।১।২৬)। শংযু বলিতেছেন[4]—“শংযুর অর্থাৎ আমার নিজের নিমিত্ত আমি প্রার্থনা করিতেছি, দেবগণ যজ্ঞ এবং যজ্ঞপতির উদ্দেশে গমন অর্থাৎ আগমন করুন।”[5] যজ্ঞপতি বা যজমান শংযু নিজেই। আবৃণীমহে—এই স্থলে বহুবচন একত্বের অর্থই প্রকাশ করিতেছে; যেমন, বয়ং ব্রূমঃ—অহং ব্রবীমি (পাঃ ১।২।৫৯ দ্রষ্টব্য)।

॥ একবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। শংযুনাম্নোঽস্মদীয়স্যান্তরাত্মনোঽর্থায় (স্কঃ স্বাঃ); শংযোরাত্মানমভিসম্পাদ্য, অথবা শংযোঃ সকাশাদিতি কেচিন্মন্যন্তে (দুঃ)।

২। বয়মাবৃণীমহে আভিমুখ্যেন বৃণীমহে প্রার্থয়ামহে (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। কিং তৎ…গাতুং যজ্ঞায় (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। বার্হস্পত্যঃ শংযুরাহ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। গমনমস্মৈ যজ্ঞায় দেবান্ প্রতি…গমনং চাস্মৈ যজ্ঞায় দেবান্ প্রতি।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

অদিতি রদীনা দেবমাতা ॥ ১ ॥

অদিতিঃ='অদীনা' এবং 'দেবমাতা'।

ঐতিহাসিক পক্ষে 'অদিতি' শব্দের অর্থ—দেবগণের মাতা এবং নৈরুক্তপক্ষে—অদীনা অর্থাৎ অক্ষীণতাদি গুণযুক্ত দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ প্রভৃতি। 'অদিতি' শব্দ অনবগতসংস্কার, কর্মার্থক 'দীঙ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। খণ্ডনার্থক 'দো' ধাতুর উত্তর 'ক্তি' প্রত্যয়ে শব্দটিকে সিদ্ধ করিয়া সংস্কারশুদ্ধ করা যায় বটে, কিন্তু তাদৃশ অর্থসঙ্গতি থাকে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শব্দের পরীক্ষা করিবে, সংস্কার অর্থাৎ ধাতুপ্রত্যয় সাম্যের দিকে ততটা দৃষ্টি দিবে না (অর্থনিত্যঃ পরীক্ষেত ন....সংস্কার মাদ্রিয়েত—নিরু ২।১)। 'অদিতি' শব্দ অনেকার্থকও বটে; অদীনা এবং দেবমাতা—এই দুই অর্থ ব্যতিরেকে ইহার আরও এক অর্থ আছে; স্কন্দস্বামী বলেন, অধ্যাত্মপক্ষে ইহার অর্থ প্রকৃতি।[১]

॥ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অধ্যাত্মমপি অদিতিঃ প্রকৃতিঃ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

অদিতির্দ্যৌরদিতিরন্তরিক্ষমদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।
বিশ্বেদেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতির্জাতমদিতির্জনিত্বম্ ॥ ১ ॥

(ঋ—১।৮৯।১০)

অদিতিঃ (অদিতি) দ্যৌঃ (দ্যুলোক), অদিতিঃ অন্তরিক্ষম্ (অদিতি অন্তরিক্ষ), অদিতিঃ মাতা (অদিতি সর্ব্বভূতনির্মাত্রী) [1], সঃ পিতা (সা পিতা [2] —অদিতি পালয়িত্রী [3]), স পুত্রঃ (সা পুত্রঃ —অদিতি পাপত্রাণকারিণী), [4] স বিশ্বেদেবাঃ (অদিতি সর্ব্বদেব), অদিতিঃ পঞ্চজনাঃ (অদিতি পঞ্চজন), অদিতিঃ জাতম্ (যাহা কিছু জাত হইয়াছে তাহা অদিতি) অদিতিঃ জনিত্বম্ (যাহা কিছু জাত হইবে তাহা অদিতি)।

অদিতি দেবমাতা। দ্যুলোক এবং অন্তরিক্ষ অদিতিপ্রভব—কাজেই অদিতির সহিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধে সম্বন্ধান্বিত ; অদিতি মাতৃরূপে সর্ব্বভূতের নির্ম্মাণ সাধন করেন, পিতৃরূপে জগতের পালন করেন, পুত্ররূপে স্তোতাকে পাপ হইতে উদ্ধার করেন ; অদিতি সর্ব্ব দিব্যগুণশালী বসু, সত্য, ক্রতু, দক্ষ প্রভৃতি বিশ্বনামক দেবগণের প্রসূতি—তিনি বিশ্বদেব ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং নিষাদ—এই পঞ্চজাতি (অথবা গন্ধর্ব্বগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অসুরগণ এবং রাক্ষসগণ—ইঁহারা) [5] অদিতি হইতেই সমুপজাত—অদিতি পঞ্চজন ; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই তিনকালেই অদিতির তুল্য বিদ্যমানতা—যাহা জাত অর্থাৎ বর্ত্তমান বা পরিদৃশ্যমান এবং অতীত, তাহা অদিতিস্বরূপ, এবং যাহা জনিত্ব বা জনিষ্যমাণ [6] অর্থাৎ ভবিষ্যৎ তাহাও অদিতিস্বরূপ ; বর্ত্তমান অদিতির অভিব্যক্ত রূপ, অতীত অদিতিতে লীন, জনিষ্যমাণ বা ভবিষ্যৎ অনভিব্যক্ত—অদিতি হইতে অভিব্যক্ত হইবে। স্থূল কথা এই—অদিতি সর্ব্বকারণ, কাজেই তিনি সর্ব্বস্বরূপা ; কার্য্য ও কারণ অভিন্ন।

১। দুর্গাচার্য্য।

২। 'স' ইতি লিঙ্গব্যত্যয়ঃ, সৈব পিতা সৈব পুত্রঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। পিতা পালকঃ (দুঃ)।

৪। সৈব হি পরিতুষ্টা সতী স্তোতারাং পুত্রপো বহুনঃ পাপাৎ ত্রায়তে (দুঃ)।

৫। নিরু ৩।৮ দ্রষ্টব্য (গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসীত্যেকে ; চত্বারো বর্ণা নিষাদঃ পঞ্চম ইত্যৌপমন্যবঃ)।

৬। জনিত্বং জনিষ্যমাণম্ (দুঃ)।

ইত্যদিতে র্বিভূতিমাচষ্টে, এনান্যদীনানীতি বা ॥ ২ ॥

ইতি (এই মন্ত্রের দ্বারা) [মন্ত্রদৃক্] (মন্ত্রদ্রষ্টা) অদিতেঃ (অদিতির) বিভূতিম্ (ঐশ্বর্য্য) আচষ্টে (বর্ণনা করিতেছেন); বা (অথবা) এনানি (এই সকল—দ্যৌ অন্তরিক্ষ প্রভৃতি) অদীনানি (ক্ষয় রহিত), ইতি (এইরূপ অর্থও হইতে পারে)।

দেবতার ঐশ্বর্য্য অতি মহৎ—অণিমাদি ঐশ্বর্য্য[1] আছে বলিয়া তাঁহারা মহাভাগা।[2] এই মহাভাগ্য হেতুই দেবমাতা অদিতির বহুরূপে আবির্ভাব উপপন্ন। দেবমাতা অদিতি বহুরূপে আবির্ভূতা—এই ব্যাখ্যা ঐতিহাসিক পক্ষে। নৈরুক্ত পক্ষে—দ্যৌ, অন্তরিক্ষ প্রভৃতি সকলেই অদিতি অর্থাৎ অদীন (অনুপক্ষীণ বা ক্ষয়রহিত)।[3] দ্যৌ, অন্তরীক্ষ, বিশ্বদেব, মানুষ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ—মাতা, পিতা, পুত্র প্রভৃতি), জাত এবং অজাত—সকল পদার্থই পরমার্থতঃ ক্ষয়রহিত বা অবিনাশী; আমরা যাহাকে ক্ষয় বা বিনাশ বলি, তাহা কারণে লীন হওয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। অধ্যাত্মপক্ষে, অদিতি = প্রকৃতি, দ্যৌ, অন্তরিক্ষ প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ প্রকৃতি হইতেই সমুদ্ভূত—তাহারা সকলেই প্রকৃতি স্বরূপ।[4]

যমেরিরে ভৃগবঃ ॥ (ঋ ১।১৪৩।৪)

এরির ইতীর্ত্তিরুপসৃষ্টোঽভ্যস্তঃ ॥ ৩ ॥

ভৃগবঃ (ভৃগুবংশোৎপন্ন যজমানগণ) যম্ (যে অগ্নিকে) এরিরে (প্রেরিত অর্থাৎ স্থাপিত করিয়াছিলেন)......

ঈর্ত্তিঃ ('ঈর' ধাতু) উপসৃষ্টঃ (উপসর্গযুক্ত) [এবং] অভ্যস্তঃ (অভ্যস্ত) [হইয়া] এরিরে ইতি ('এরিরে'—এই আকারে পরিণত হইয়াছে)।

'এরিরে' একটি অনবগতসংস্কার পদ। এরিরে = আভিমুখ্যেন ঈরিতবন্তঃ প্রেরিতবন্তঃ স্থাপিতবন্ত ইতি যাবৎ (দুর্গাচার্য্য); অভিলষিতার্থ সিদ্ধয়ে প্রেরিতবন্তঃ (স্কন্দস্বামী)—ভৃগুগণ অর্থাৎ ভৃগুবংশসমুদ্ভব যজমানগণ অগ্নিকে প্রেরণ বা স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা আমরা উদ্ধৃত মন্ত্রাংশ হইতে পরিজ্ঞাত হই। 'এরিরে' পদটি 'আ' উপসর্গপূর্ব্বক গত্যর্থক 'ঈর্' ধাতুর উত্তর লিটের 'ইরে' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন; 'লিটিধাতোরনভ্যাসস্য'—এই সূত্রের (পাঃ ৬।১।৮) দ্বারা 'ঈর্' ধাতু অভ্যস্ত বা দ্বিরুক্ত (ঈর্ + লিট্ ইরে = ঈর্ + ঈর্ + ইরে = ঈ + ঈর্ + ইরে = ঈরিরে ;

১। পাতঞ্জলদর্শন (৩।৪৫ দ্রষ্টব্য)।

২। নির্ ৭।৪ দ্রষ্টব্য (মাহাভাগ্যাদ্দেবতায়াঃ···)।

৩। নৈরুক্তপক্ষেণ পুনঃ সর্ব্বাণি দ্যুলোকাদীনি অদীনানি অনুপক্ষীণানি ইতি ব্যোম্যম্, ন হ্যেষাং ক্ষয়োঽস্তীতি (দুঃ)।

৪। প্রকৃতিসার্ব্বনাম্যাচ্চ তৎ-প্রভবত্বে সতি সর্ব্বমদিতিরিতি ব্যাখ্যেয়ম্ (দুঃ)।

আ+ঈরিরে—এরিরে)। লৌকিক প্রয়োগে—ঈর+লিট্ ইরে—ঈরাঞ্চক্রিরে (পাঃ ৩।১।৩৬) 'আ+ঈরিরে'—ইহার অর্থ হইতেছে 'প্র+ঈরিরে' (প্রেরিতবন্তঃ), অর্থাৎ 'প্র' উপসর্গের স্থানে 'আ' উপসর্গ প্রযুক্ত হইয়াছে। স্কন্দস্বামীর মতে 'প্র' উপসর্গের অর্থে 'আ' উপসর্গের প্রয়োগই পদটিকে অনবগত করিয়াছে।[১] 'প্র' উপসর্গের অর্থেই যে 'আ' উপসর্গ প্রযুক্ত হইয়াছে, এই বিষয়ে দেবরাজ স্কন্দস্বামীর সহিত একমত।[২]

॥ ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। অভ্যস্তঃ লিটি ধাতোরনভ্যাসস্য ইতি কৃতাভ্যাসঃ, অন্তেবং কোহত্রামবগমঃ। উচ্যতে, উপসর্গস্য উপসর্গান্তরার্থে বৃত্তিরনবগমঃ, অত্র চায়ং প্র ইত্যেতস্য স্থানে আঙ্।

২। প্রোপসর্গার্থবৃত্ত্যাঙ্পূর্বাৎ 'ঈর গতৌ' ইত্যস্মাল্লিটি রূপমেতৎ চ। প্রেরিতবন্ত ইত্যর্থঃ।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

উত স্মৈনং বস্ত্রমথিং ন তায়ুমনুক্রোশন্তি ক্ষিতয়ো ভরেষু।
নীচায়মানং জসুরিং ন শ্যেনং শ্রবশ্চাচ্ছা পশুমচ্চ যূথম্ ॥ ১ ॥

(ঋ ৪।৩৮।৫)

উত স্ম (আর) বস্ত্রমথিং তায়ুং ন (বস্ত্রাপহারক তায়ু বা তস্করের ন্যায়) এবং (ইহাকে দেখিয়া) ক্ষিতয়ঃ (মনুষ্যগণ) ভরেষু (সংগ্রামে) অনুক্রোশন্তি (চীৎকার করে); [শ্রবশ্চাচ্ছা পশুমচ্চ যূথম্ অভিসন্ধায়] (অন্ন এবং পশুযূথ লক্ষ্য করিয়া) নীচায়মানং (নিম্নাভিমুখে আগমনকারী) জসুরিং (স্নায়ুতন্তুর দ্বারা বদ্ধ; হতবেগ, শ্রান্ত, অথবা ক্ষুধার্ত্ত) শ্যেনং ন (শ্যেন পক্ষীর ন্যায়) শ্রবশ্চ অচ্ছা[1] (কীর্ত্তি, অথবা ধন এবং) পশুমচ্চ যূথম্ (পশুযূথ) [অভিসন্ধায়] (লাভ করিবার উদ্দেশ্যে)[2] [নীচায়মানং] (শত্রুদিগের বঞ্চনার্থ নিম্নতা অবলম্বনপূর্ব্বক গমনকারী)[3] [ক্ষিতয়ঃ এনম্ অনুক্রোশন্তি] (ইহাকে দেখিয়া মনুষ্যগণ চীৎকার করে)।

এই মন্ত্রের দেবতা দধিক্রা। দধিক্রা অশ্বরূপী অগ্নির নাম। অগ্নি অশ্বরূপ ধারণ করিয়া অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।[4] যুদ্ধে দধিক্রার ভীষণত্ব বর্ণিত হইতেছে; বস্ত্রহারক তস্করকে দেখিয়া লোক যেরূপ চীৎকার করে, সংগ্রামে দধিক্রার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়াও সেইরূপ চীৎকার করে; স্নায়ুতন্তুতে বদ্ধ, অতএব উচ্চগমনে অসমর্থ, অথবা হতবেগ শ্রান্ত বা ক্ষুধিত শ্যেন পক্ষী অন্ন এবং শশকাদি পশুর উদ্দেশ্যে যখন নীচের দিকে আগমন করে, তখন সকলেই যেরূপ ভয়ার্ত্ত হইয়া চীৎকার করিতে থাকে, ধন এবং পশুযূথ লাভ করিবার উদ্দেশ্যে দধিক্রা যখন শত্রুদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য নিম্নমূর্ত্তিতে সংগ্রামে আগমন করেন, তখনও তাহারা সেইরূপ চীৎকার করে। 'শ্রবস' শব্দ অন্ন ও ধন পর্য্যায়—নিঘ ২।৭ এবং ২।১০। 'শ্রবস্' শব্দের আর এক অর্থ কীর্ত্তি। শ্যেন পক্ষী নিম্নাভিমুখ হয়—অন্ন বা খাদ্যদ্রব্য পাওয়ার জন্য; দধিক্রা সংগ্রামে নিম্নমূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া আগমন করেন—কীর্ত্তি বা ধনলাভের জন্য। পশুমৎ যূথম্—অনেক পশুসমন্বিত যূথ অর্থাৎ পশুযূথ।[5]

১। অচ্ছা—অচ্ছ; 'অচ্ছ' শব্দের অর্থ ভাষ্যকারের মতে 'অপি'—শ্রবশ্চাচ্ছা—শ্রবশ্চাপি।

২। 'অচ্ছ' শব্দের অর্থ অপি; অপি উপসর্গ, কাজেই ক্রিয়াপদ অধ্যাহার্য্য; স্কন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য্য উভয়েই 'অভিসন্ধায়' এই ক্রিয়া অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন (অত্রোপসর্গশ্রুতেঃ ক্রিয়াপদমধ্যাহার্য্যম্, অভিসন্ধায়েতি—স্কঃ ভাঃ)।

৩। নীচায়মানং শত্রূণাং বঞ্চনার্থং নীচৈর্গচ্ছন্তম্ (স্কঃ ভাঃ)।

৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৩।৫ দ্রষ্টব্য।

৫। অনেক পশুজাতিসংযুক্তং পশুযূথম্ (দুঃ); পশুভিশ্চাবয়বভূতৈর্যুক্তিমদ্বৎ (স্কঃ ভাঃ)।

'জসুরি' শব্দ অনবগতসংস্কার ; 'জস্' ধাতুর উত্তর 'উরিন্' প্রত্যয়ে (উ ২৩১) শব্দটি নিষ্পন্ন ; উণাদি প্রত্যয়নিষ্পন্ন সকল শব্দই অনবগতসংস্কার, এই মতেই 'জসুরি' শব্দ অনবগত-সংস্কার। ধাতুপাঠে 'জস্' ধাতুর অর্থ হিংসা, মোক্ষণ, রক্ষণ এবং তাড়ন ; দুর্গাচার্য ইহাকে বন্ধনার্থে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'জসুরি' শব্দের অর্থ বদ্ধ ; তিনি বলেন স্নায়ুতন্তুতে বদ্ধ শ্যেন পক্ষী যাজ্ঞিক নামে প্রসিদ্ধ ; বন্ধন-নিবন্ধনই সে অতি ঊর্দ্ধে গমন করিতে সমর্থ হয় না, নিম্নদিকেই তাহার গতি, নিম্নে আসিয়াই শশকাদি প্রাণীর বধসাধন করে। 'জস্' ধাতুর বন্ধনার্থ স্কন্দস্বামীরও অনভিমত নহে ; তাঁহার মতে 'জসুরি' শব্দের অর্থ—বদ্ধ এবং তাড়িত অর্থাৎ হৃতবেগ এবং শ্রান্ত।[১] সায়ণের মতে ইহার অর্থ—ক্ষুধিত।

অপি স্যৈনং বস্ত্রমথিমিব বস্ত্রমাথিনম্ ॥ ২ ॥

উত স্মৈনং বস্ত্রমথিং ন=অপি স্ম এনং বস্ত্রমথিম্ ইব ; বস্ত্রমথিম্=বস্ত্রমাথিনম্।, উত=অপি ; 'স্ম'—পদপূরণার্থ ; ন—ইব (উপমার্থীয়, নিরু ১।৪); 'বস্ত্রমথি' শব্দের অর্থ বস্ত্রমাথী অর্থাৎ বস্ত্রাপহারী ('মথ' ধাতুর অর্থ এখানে—হরণ করা ; ধাতুপাঠে মথি হিংসা-ক্লেশনয়োঃ, মথে বিলোড়নে)।

বস্ত্রং বস্তেঃ ॥ ৩ ॥

বস্ত্রং ('বস্ত্র' শব্দ) বস্তেঃ ('বস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। আচ্ছাদন অর্থাৎ পরিধানার্থক[২] 'বস্' ধাতু হইতে 'বস্ত্র' শব্দ নিষ্পন্ন, আচ্ছাদ্যতে পরিধীয়তে ইতি বস্ত্রম্—বস্ত্র আচ্ছাদিত অর্থাৎ পরিহিত হয়।

তায়ুরিতি স্তেননাম, সংস্ত্যানমস্মিন্ পাপকমিতি নৈরুক্তাঃ, তস্যতের্বা স্যাৎ ॥ ৪ ॥

তায়ুঃ ইতি ('তায়ু' এই শব্দ) স্তেননাম (স্তেন অর্থাৎ চোরপর্যায়) ; অস্মিন্ (ইহাতে) পাপকং (পাপসমূহ) সংস্ত্যানম্ (সংহত বা পিণ্ডীভূত)[৩] ইতি নৈরুক্তাঃ (ইহা নৈরুক্তগণের মত) ; তস্যতেঃ বা স্যাৎ (অথবা, 'তস্' ধাতু হইতেও 'তায়ু' শব্দের নিষ্পত্তি হইতে পারে)।

'তায়ু' শব্দের অর্থ স্তেন বা চোর। সংঘাতার্থক 'স্ত্যৈ' ধাতু হইতে 'তায়ু' শব্দ নিষ্পন্ন ; (স্তায়ু—তায়ু)—তায়ু (চোর) পাপের বাসভূমি, ইহার মধ্যে সমস্ত পাপ সংহত বা পিণ্ডীভূত হইয়া আছে ; অথবা, উপক্ষয়ার্থক 'তস' ধাতু হইতেও 'তায়ু' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—তায়ু ইহলোকেও উপক্ষীণ, পরলোকেও উপক্ষীণ ; ইহলোকে আয়ুষ্কাল অবশিষ্ট

১। জসুরিঃ ন জসুরিমিব জস্তমিব শ্যেনং বদ্ধম্, স্নাবুতন্তুনা, স এব যাজ্ঞিক ইতি প্রসিদ্ধো রাজ্ঞাম্, স হি বদ্ধত্বাদুৎপতিতুমত্যর্থং ন শক্নোতি, নীচৈরের গচ্ছতি গত্বা—চ শশকাদীনি হিনস্তি সত্ত্বানি (দুঃ) ; বদ্ধস্তাড়িতো বা হৃতবেগশ্রান্তো জসুরি রুচ্যতে (স্কঃ স্বাঃ)।

২। বস আচ্ছাদনে পরিধানে ইত্যর্থঃ .(বাল মনোরমা)।

৩। সংস্ত্যানং সংহতং পিণ্ডীভূতম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

থাকিতেই রাজা তাহার প্রাণদণ্ড করেন[১] এবং অধর্মে লিপ্ত থাকে বলিয়া পরলোকেও সে নিকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়।[২]

অনুক্রোশন্তি ক্ষিতয়ঃ সংগ্রামেষু ভর ইতি সংগ্রামনাম, ভরতে র্বা হরতে র্বা ॥ ৫ ॥

অনুক্রোশন্তি ক্ষিতয়ঃ ভরেষু—অনুক্রোশন্তি ক্ষিতয়ঃ (মনুষ্যাঃ) সংগ্রামেষু। ভর ইতি সংগ্রামনাম—'ভর' শব্দ ও 'সংগ্রাম' শব্দ একার্থক; ভরতেঃ বা হরতেঃ বা ('ভর' শব্দ 'ভৃ' ধাতু বা 'হৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'ভর' শব্দ সংগ্রামবাচী (নিঘ ২।১৭)। (১) ধারণ পোষণার্থক 'ভৃ' ধাতু হইতে 'ভর' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—যোদ্ধগণ সংগ্রামের দ্বারাই জয়লক্ষ্মী ধারণ করেন,[৩] সংগ্রাম সুযোদ্ধগণের ধৈর্য্য এবং যশ পুষ্ট করে[৪] (২) হরণার্থক 'হৃ' ধাতু হইতেও 'ভর' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—যোদ্ধগণের আয়ু এবং ধন সংগ্রামে হৃত হয়।[৫]

নীচায়মানং নীচৈরয়মানং নীচৈর্নিচিতং ভবত্যুচ্চৈরুচ্চিতং ভবতি ॥ ৬ ॥

নীচায়মানং=নীচৈঃ অয়মানম্ (গচ্ছন্তম্)—নিম্নদেশে বা নিম্নভাবে অর্থাৎ নিম্নতা অবলম্বনপূর্ব্বক গমনকারী। নীচৈঃ নিচিতং ভবতি—নীচৈঃ=নিচিত; 'নিচিত' শব্দই 'নীচৈঃ' এই আকারে পরিণত হইয়াছে; 'নিচিত' শব্দের অর্থ—অধশ্চিত[৬] (নিম্নদিকে বিস্তৃত) অর্থাৎ নিম্নপ্রদেশ। প্রসঙ্গতঃ 'উচ্চৈঃ' শব্দেরও নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। উচ্চৈঃ উচ্চিতং ভবতি—উচ্চৈঃ=উচ্চিত, 'উচ্চিত' শব্দই 'উচ্চৈঃ' এই আকারে পরিণত হইয়াছে; 'উচ্চিত' শব্দের অর্থ—উর্দ্ধচিত[৭] (উর্দ্ধদিকে বিস্তৃত) অর্থাৎ উর্দ্ধপ্রদেশ।

জস্তুমিব শ্যেনম্, শ্যেনঃ শংসনীয়ং গচ্ছতি ॥ ৭ ॥

জস্তুরিং ন শ্যেনম্—জস্তুম্ ইব শ্যেনম্ (বদ্ধ বা তাড়িত শ্যেন পক্ষীর ন্যায়); জস্তুরি—জস্তু, ন—ইব। শ্যেনঃ শংসনীয়ং গচ্ছতি—শ্যেন শংসনীয় অর্থাৎ প্রশস্তভাবে গমন করে; শ্যেন অতি দ্রুতগামী, কাজেই প্রশস্তগতি। গমনার্থক 'শ্যৈ' ধাতুর উত্তর 'ইনচ্' প্রত্যয়ে 'শ্যেন' শব্দের নিষ্পত্তি (উ ২০৪)।

১। উপক্রীণো হ্যসাবিহলোকে আয়ুষা যদা রাজ্ঞো মারয়িষ্যমাণত্বাৎ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। পরলোকেঽপি ধর্ম্মেণাধর্ম্মকারিত্বাৎ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। বিভ্রত্যনেন জয়লক্ষ্মীং যোধাঃ (দেঃ রাঃ)।

৪। বিভর্ত্তি পোষয়তি সুভটানাং ধৈর্য্যং যশো বা (দেঃ রাঃ)।

৫। হ্রিয়ন্তে হি তত্র যোধানামায়ূংষি ধনানি চ (স্কঃ স্বাঃ)।

৬। নীচৈর্নিচিতমধশ্চিতম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৭। উচ্চৈরুচ্চিত মূর্দ্ধচিতম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

'শ্রবশ্চাচ্ছা পশুমচ্চ যূথম্', শ্রবশ্চাপি পশুমচ্চ যূথম্,
প্রশংসাঞ্চ যূথঞ্চ, ধনঞ্চ যূথঞ্চেতি বা ॥ ৮ ॥

শ্রবশ্চাচ্ছা পশুমচ্চ যূথম্—শ্রবশ্চাপি পশুমচ্চ যূথম্; অচ্ছ—অপি। 'অভিসন্ধায়' এই ক্রিয়া অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে; শ্রবশ্চাচ্ছা পশুমচ্চ যূথম্—ইহার অর্থ হইবে 'শ্রবশ্চাপি পশুমচ্চ যূথম্ অভিসন্ধায়' (শ্রবঃ এবং পশুযূথের উদ্দেশ্যে)। 'অচ্ছ' নিপাত 'অভি' উপসর্গের অর্থ প্রকাশ করে (নিঘ ৪।২); 'শ্রবশ্চাপি' পাঠ সকল পুস্তকেই পরিদৃষ্ট হয়; 'শ্রবশ্চাভি' ঠিক পাঠ কিনা তাহা বিচার্য্য। দেবরাজ বলেন—আচার্য্য শাকপূণির মতে, অচ্ছ—আপ্তুম্[১] (লাভ করিবার জন্য); স্কন্দস্বামী এই অর্থ পক্ষান্তরে স্বীকার করেন। এই অর্থ গ্রহণ করিলে আর কোন ক্রিয়ার অধ্যাহার করিতে হয় না; শ্রবশ্চাচ্ছা পশুমচ্চ যূথম্—ইহার অর্থ হইবে 'শ্রবশ্চ পশুমচ্চ যূথম্ আপ্তুম্' (শ্রবঃ এবং পশুযূথ লাভ করিবার জন্য)। 'শ্রবস্' শব্দের অর্থ 'প্রশংসা'ও বটে 'ধন'ও বটে; কাজেই, শ্রবশ্চাচ্ছা পশুমচ্চ যূথম্, ইহার অর্থ—প্রশংসাঞ্চ যূথঞ্চ (প্রশংসা বা যুদ্ধজয়ের কীর্ত্তি এবং পশুযূথ) বা (অথবা) ধনঞ্চ যূথঞ্চ (ধন এবং পশুযূথ)।

যূথং যৌতেঃ সমাযুতং ভবতি ॥ ৯ ॥

যূথং ('যূথ' শব্দ) যৌতেঃ ('যু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); সমাযুতং ভবতি (মিশ্রীভূত হয়)।

মিশ্রণার্থক 'যু' ধাতুর উত্তর 'থক্' প্রত্যয় করিয়া 'যূথ' শব্দ নিষ্পন্ন (উ ১৬৯); 'যূথ' শব্দের অর্থ—দল, যথায় পুং-পশু, স্ত্রী-পশু, বৃদ্ধ-পশু এবং বাল-পশু সমাযুত বা একত্র সংমিশ্রিত থাকে।[২]

'ইন্ধান এনং জরতে স্বাধীঃ' ॥ (ঋ ১০।৪৫।১)
গৃণাতি ॥ ১০ ॥

স্বাধীঃ (সুপ্রজ্ঞ ব্যক্তি) ইন্ধানঃ (প্রদীপ্ত করিতে করিতে) এনং (অগ্নিকে) জরতে (স্তুত করেন)। জরতে—গৃণাতি (স্তব করেন)।

যিনি অগ্নি প্রদীপ্ত করিতে করিতে অগ্নির স্তব করেন, তিনিই সুপ্রজ্ঞ—ইহাই উদ্ধৃত বাক্যের তাৎপর্য্য।[৩] 'জরতে' পদ অনবগত—কোন্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায় না; স্তুত্যর্থক 'জৄ' বা 'জর' একটি নৈরুক্ত ধাতু স্বীকার করিতেই হইবে।[৪]

১। অচ্ছ নিপাতঃ, অভেরর্থে, আভিমুখ্যেন বর্ত্ততে; আপ্তুমিত্যস্যার্থে ইতি শাকপূণিঃ।

২। সমাযুতং সংমিশ্রং স্ত্রীভিঃ পুংভির্বালবৃদ্ধৈঃ পশুভিঃ (স্কঃ ভাঃ); একত্র মিশ্রীভূতম্, স্ত্রীপুরুষবালবৃদ্ধৈঃ পশুভিঃ (দুঃ)।

৩। যো জরতে গৃণাতি স্তৌতি স স্বাধীঃ সুপ্রজ্ঞঃ (স্কঃ ভাঃ)।

৪। জরতে নৈরুক্ত ধাতুঃ (দেঃ রাঃ)।

স্কন্দস্বামীর মতে স্তুত্যর্থক 'গৄ' ধাতুর বৈদিক রূপ 'জরতে' (গরতে—জরতে ; 'গ' স্থানে 'জ')।[১] 'স্বাধী' শব্দের অর্থ—শোভনধী বা সুপ্রজ্ঞ।

মন্দী মন্দতেঃ স্তুতিকর্ম্মণঃ ॥ ১১ ॥

মন্দী ('মন্দিন্' শব্দ) স্তুতিকর্ম্মণঃ মন্দতেঃ (স্তুত্যর্থক 'মন্দ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) ;

'মন্দিন্' শব্দ অনবগত। স্তুত্যর্থক 'মন্দ' ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্' প্রত্যয়ে প্রথমে 'মন্দ' শব্দের নিষ্পত্তি ; 'মন্দ' শব্দের উত্তর মত্বর্থে ইন্ প্রত্যয়ে (পাঃ ৫।২।১১৫) 'মন্দিন্' শব্দ নিষ্পন্ন। 'একাক্ষরাৎ কৃতো জাতেঃ সপ্তম্যাশ্চ ন তৌ স্মৃতৌ'—এই ভাষ্যবচনানুসারে কৃৎ প্রত্যয় নিষ্পন্ন 'মন্দ' শব্দের উত্তর মত্বর্থে ইন্ প্রত্যয় হইতে পারে না ; এই স্থানেই 'মন্দিন্' শব্দের অনবগতত্ব। অর্চ্চনার্থক ক্রিয়াসমূহের মধ্যে 'মন্দতে' ক্রিয়া পঠিত হইয়াছে (নিঘ ৩।১৪)। মন্দী—মন্দবান্ (স্তুতিমান্) অর্থাৎ—মন্দনীয় (স্তুত্য)।

'প্র মন্দিনে পিতুমদর্চ্চতা বচঃ' ॥ (ঋ ১।১০১।১)

প্রার্চ্চত মন্দিনে পিতুমদ্বচঃ ॥ ১২ ॥

মন্দিনে (স্তুত্যর্হ ইন্দ্রের উদ্দেশে) পিতুমৎ (অন্ন সমন্বিত) বচঃ (স্তুতিবাক্য) প্রার্চ্চত (উচ্চারিত কর)।

প্রার্চ্চত মন্দিনে পিতুমৎ বচঃ—ইহা উদ্ধৃত বাক্যের ব্যাখ্যা ; প্র+অর্চ্চত=প্রার্চ্চত (উপসর্গ ও ক্রিয়া পরস্পর ব্যবহিত—পা ১।৪।৮২)। 'প্রার্চ্চত' পদের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে উচ্চারণ কর।[২] পিতুমৎ—অন্নসমন্বিত ; পিতু ও অন্ন একার্থক (নিঘ ২।৭)। পিতুমৎ বচঃ প্রার্চ্চত—ইহার তাৎপর্য্য 'ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্নের অর্থাৎ হবির সহিত স্তুতি অর্পণ কর'।

গৌর্ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১৩ ॥

গৌঃ ব্যাখ্যাতঃ ('গো' শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

'গো' শব্দ অনেকার্থক ; ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে (নিরু ২।৫-৭ দ্রষ্টব্য)।

॥ চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। জরতে ইত্যনবগতম্ ; 'গৄ স্তুতৌ' ইত্যস্য ছান্দসোঽয়ং গকারস্য জকারঃ।

২। অর্চ্চতিনাত্র উচ্চারণপূর্ব্বকত্বাৎ স্তুতেরুচ্চারণং লক্ষ্যতে, প্রোচ্চারয়ত হে ঋত্বিজঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

অত্রা হ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যম্।
ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে ॥ ১ ॥ (ঋ ১।৮৪।১৫)

অত্রা হ (অত্রৈব—এই চন্দ্রমণ্ডলেই)[1] গোঃ (সুষুম্ণনামক রশ্মির) নাম (নমন অর্থাৎ অবস্থান বা অনুপ্রবেশ)[2] [ইতরে সূর্য্যরশ্ময়ঃ] (অন্য সূর্য্যরশ্মিসমূহ) অমন্বত (অনুমোদন করিয়াছিল বা জানিয়াছিল)[3], ইত্থা (তথায়)[4] চন্দ্রমসঃ গৃহে (চন্দ্রমণ্ডলে)[5] ত্বষ্টুঃ (সূর্য্যমণ্ডল হইতে) অপীচ্যম্ (বিযুক্ত হইয়া সুষুম্ণ রশ্মি যে অবস্থিত, অনুপ্রবিষ্ট বা অন্তর্হিত) [তৎ] (তাহা) [অমন্বত] (অনুমোদন করিয়াছিল বা জানিয়াছিল)।

'গো' শব্দের বিভিন্ন অর্থ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার এক অর্থ 'সুষুম্ণনামক সূর্য্যরশ্মি'। 'অত্রাহ্ গোরমন্বত' মন্ত্রে এই অর্থেই 'গো' পদ প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাও বলা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে, মন্ত্রটি পরে ব্যাখ্যাত হইবে (নিরু ২।৫-৭ দ্রষ্টব্য)। তদনুসারে ভাষ্যকার সম্পূর্ণ মন্ত্রটির ব্যাখ্যা এই স্থানে করিতেছেন। মন্ত্রটির অন্বয় এইরূপ—অত্রা হ গোঃ নাম অমন্বত, ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে ত্বষ্টুঃ অপীচ্যং [গাবম] [অমন্বত]—অত্র হ (অত্রৈব চন্দ্রমণ্ডলে) গোঃ (সুষুম্ণস্য সূর্য্যরশ্মেঃ) নাম (নমনম্, অনুপ্রবেশম্ অন্তর্ধানং বা) অমন্বত (ইতরে সূর্য্যরশ্ময়ঃ জ্ঞাতবন্তঃ সমনুজ্ঞাতবন্তো বা); ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে (অমুষ্মিন্ চন্দ্রমণ্ডলে) ত্বষ্টুঃ (সূর্য্যমণ্ডলাৎ) অপীচ্যং [গাবং] (অপেত্য স্থিতং সুষুম্ণং রশ্মিম্) [অমন্বত][6]। 'নম্' ধাতুর উত্তর ভাবে 'মনিন্' প্রত্যয় করিয়া 'নামন্' শব্দের সিদ্ধি, (দ্বিতীয়ার একবচনের রূপ 'নাম')—উদকবাচী 'নামন্' শব্দের (নিঘ ১।১২) দেবরাজকৃত ব্যুৎপত্তি দ্রষ্টব্য। বৈয়াকরণ-মতে 'ম্না' ধাতুর উত্তর 'মনিন্' প্রত্যয়ে 'নামন্' শব্দ নিষ্পন্ন (উ ৫৯০)।

অত্র হ গোঃ সমমংসতাদিত্যরশ্ময়ঃ স্বং নাম ॥ ২ ॥

অত্রা হ গোরমন্বত নাম—অত্র হ গোঃ সমমংসত আদিত্যরশ্ময়ঃ স্বং নাম। অত্রাহ = অত্র হ (পাঃ ৬।৩।১৩৬); অমন্বত = সমমংসত (সম্যক্‌রূপে অনুমোদন করিয়াছিল), অমন্বত

১। অত্রা হ—অহ নিপাতো বিনিগ্রহার্থীয় এব শব্দেন সমানার্থীয় (স্কঃ স্বাঃ)।

২। নাম নমনং প্রহ্বীভাবমনুপ্রবেশমিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ); নাম নমনং প্রহ্বত্বমবস্থানমিত্যর্থঃ (দুঃ)।

৩। অমন্বত মতবন্তঃ (স্কঃ স্বাঃ) অমন্বত অমন্যন্ত সমনুজ্ঞাতবন্ত ইত্যর্থঃ (দুঃ), সায়ণের মতে—অজানন্ (জানিয়াছিল)।

৪। ইত্থা অমুত্র, (স্কঃ স্বাঃ), ইত্থা অমুষ্মিন্ (দুঃ)।

৫। চন্দ্রমসো গৃহে গৃহভূতে মণ্ডলে (স্কঃ স্বাঃ)।

৬। "সূর্য্যকিরণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রের আলোক হয়, একথা ঋগ্বেদের সময় অথবা যাস্কের সময় জানা ছিল"—রমেশচন্দ্র।

ক্রিয়ার উহ্য কর্তৃপদ—আদিত্যরশ্ময়ঃ (অন্যান্য আদিত্যরশ্মিসমূহ), অং নাম—গো বা সুষুম্ণ রশ্মির স্বীয় নমন অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডলে অনুপ্রবেশ বা অন্তর্ধান (অন্বয়ত ক্রিয়ার কর্মপদ 'নাম')।

অপীচ্যমপচিতমপগতমপিহিতমন্তর্হিতং বা ॥ ৩ ॥

অপীচ্যম্ = অপচিতম্ (অপেত্য চিতং স্থিতম্—বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন হইয়া চিত অর্থাৎ অবস্থিত); অথবা, অপীচ্যম্ = অপগতম্ (অপেত্য অঞ্চিতং গতম্—বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন হইয়া অঞ্চিত বা গত); অথবা, অপীচ্যম্ = অপিহিতম্ অথবা, অন্তর্হিতম্ (অপেত্য হিতং স্থিতম্—বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন হইয়া মধ্যে হিত বা স্থিত)।

'অপীচ্য' শব্দের অর্থ প্রদর্শন করিতেছেন। 'অপ'পূর্বক 'চি' ধাতু হইতে, অথবা 'অঞ্চ্' ধাতু হইতে, অথবা 'ধা' ধাতু হইতে শব্দটি নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে। 'অঞ্চ্' ধাতু গত্যর্থক, কাজেই এই ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিলে 'অপীচ্য' শব্দের অর্থ হইবে—অপগত। 'ধা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিলে অর্থ হইবে—অপিহিত বা বদ্ধ, অথবা অন্তর্হিত; 'অপীচ্য' শব্দ অন্তর্হিত-নামসমূহের মধ্যে পঠিতও হইয়াছে (নিঘ ৩।২৫)।

অমুত্র চন্দ্রমসো গৃহে ॥ ৪ ॥

ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে = অমুত্র চন্দ্রমসঃ গৃহে ; ইত্থা = ইত্থ (পাঃ ৬।৩।১৩৬); 'ইত্থ' শব্দের অর্থ 'অমুত্র' বা অমুষ্মিন্—'গৃহে' পদের বিশেষণ।

গাতুর্ব্যাখ্যাতঃ।
'গাতুং কৃণবন্নুষসো জনায়' (ঋ ৪।৫১।১)
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৫ ॥

গাতুঃ ('গাতু' শব্দ) ব্যাখ্যাতঃ (ব্যাখ্যাত হইয়াছে); উষসঃ (উষা)[1] জনায় (মনুষ্যের নিমিত্ত) গাতুং (গমন) কৃণবন্ (বিধান করিয়া) [আগচ্ছন্তি][2] (আগমন করেন)—ইত্যপি নিগমো ভবতি (এই বৈদিক বাক্যও আছে)।

'গাতু' শব্দের অর্থ 'গমন'; ইহা একটি অনবগত শব্দ—ঔণাদিক প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। ইহার ব্যাখ্যা পূর্বে (নিরু ৪।২১) করা হইয়াছে। 'গাতুং কৃণবন্নুষসো…ইত্যপি নিগমো ভবতি'—এই অংশ বহু পুস্তকে নাই ; স্কন্দ স্বামী এবং দুর্গাচার্যও এই স্থলে উদ্ধৃত নিগমবাক্যের ব্যাখ্যা করেন নাই। দুর্গাচার্য অবশ্য সম্পূর্ণ মন্ত্রটির ব্যাখ্যা পূর্বে করিয়াছেন (নিরু ১।৫ দ্রষ্টব্য)।

১। একস্যা এব পূজার্থে বহুবচনম্ (দুঃ)।
২। কৃণবৎ কুর্বত্য আগচ্ছন্তি (দুঃ)।

দংসয়ঃ কর্ম্মাণি দংসয়স্ত এনানি ৷

'কুৎসায় মন্মন্নহ্যশ্চ দংসয়ঃ' (ঋ ১০।১৩৮।১)

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৬ ॥

দংসয়ঃ—কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ); এনানি (কর্ম্মসমূহকে) দংসয়ন্তে (দর্শন করায়)। চ (আর) কুৎসায় (কৃষকের নিমিত্ত)[১] অহ্যঃ (মেঘনিমিত্তক) দংসয়ঃ (কর্ম্মসমূহকে)[২] মন্মন্ (মনে করিয়া)[৩]...... ; ইত্যপি নিগমো ভবতি (এই বৈদিক বাক্যও আছে)।

'দংসি' শব্দ অনবগতসংস্কার, কর্ম্মবাচক ; 'দংসি' শব্দের প্রথমার বহুবচনে 'দংসয়ঃ'। 'দংসয়ঃ' পদের ব্যুৎপত্তি—দংসয়ন্তে (দর্শয়ন্তি) এনানি (কর্ম্মাণি) ; কর্ম্মসম্পাদক তাহার কৃত কর্ম্মসমূহ অন্যকে দর্শন করায়।[৪] দর্শনার্থক চুরাদি 'দংস' ধাতু হইতে 'দংসি' শব্দের নিষ্পত্তি। অনেক পুস্তকে 'দংসয়ন্ত্যেনানি'—এইরূপ পাঠ পরিদৃষ্ট হয় ; এই পাঠ ভাল নহে, কারণ, চুরাদি 'দংস' ধাতু আত্মনেপদী। 'অহ্যঃ'—একবচনান্ত পদ, বহুবচনান্ত 'দংসয়ঃ' পদের বিশেষণ ছান্দসত্বাৎ ; অহ্যঃ দংসয়ঃ—অহ্যাঃ দংসয়ঃ, দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা। 'অহ্য' শব্দের অর্থ—অহি (মেঘ)-সম্ভূত অর্থাৎ তন্নিমিত্তক ;[৫] মেঘনিমিত্তক কর্ম্মসমূহ বর্ষণাদি ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। উষাদেবী বর্ষণাদি কর্ম্মের বিষয় মনে করেন কুৎস বা কৃষকের জন্য অর্থাৎ কৃষকের কৃষিকার্য্য যাহাতে সুফল প্রসব করিতে পারে তজ্জন্য।[৬] দুর্গাচার্য্য 'অহ্যঃ' পদটিকে মন্ত্রস্থ 'অপঃ' পদের বিশেষণরূপে গণ্য করিয়া 'অহ্যঃ অহিনিবাসিন্যঃ মেঘনিবাসিনীরিত্যর্থঃ'—এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। স্কন্দস্বামী মন্ত্রস্থ 'যত্র' পদের সহিত 'অহ্যশ্চ দংসয়ঃ' এই অংশের অন্বয় করিয়া 'যে কালে মেঘনিমিত্তক কর্ম্ম অর্থাৎ বর্ষণাদি হয়, সেই কালে অর্থাৎ বর্ষাকালে'...... এইরূপ ব্যাখ্যা করেন।[৭] এই ব্যাখ্যায় 'দংসয়ঃ' এই স্থলে দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা স্বীকার করিতে হয় না।

'স তুতাব নৈনমশ্নোত্যংহতিঃ' ॥ (ঋ ১।৯৪।২)

স তুতাব নৈনমংহতিরশ্নোতি ॥ ৭ ॥

সঃ (সে) তুতাব (বর্দ্ধিত হয়), এনম্ (ইহাকে) অংহতিঃ (পাপ, অথবা বধ)[৮] ন অশ্নোতি (প্রাপ্ত হয় না)।

১। পৃথিবীং কৃন্ততে কৃষীবলায় (দুঃ) ; কুৎসায় কৃন্ততেঃ কর্ষকোঽভিপ্রেতঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা।

৩। মন্মন্ মন্যমানাঃ (দুঃ)।

৪। দর্শয়ন্তি হি তানি তৎকারিণঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। অহ্যঃ দংসয়োঽহির্মেঘঃ, তস্মিন্ ভবস্তন্নিমিত্ত ইত্যর্থঃ, অহ্যো ব্যত্যয়েন চৈকবচনং ছান্দসত্বাৎ (স্কঃ স্বাঃ)।

৬। দংসয়, কৃষিকর্ম্মাণি সফলানি কর্ত্তুম্ (দুঃ)।

৭। মেঘনিমিত্তানি কর্ম্মাণি বর্ষণাদীনি যস্মিন্ কালে ; বর্ষাস্বিত্যর্থঃ।

৮। পাপং বধো বা (স্কঃ স্বাঃ)।

স তুতাব নৈনম্ অংহতিঃ অশ্নোতি—ইহা উদ্ধৃত মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা; তুতাব—তুতাব (বৃদ্ধ্যর্থক 'তু' ধাতুর লিটের রূপ)। 'তুতাব' পদ অনবগতসংস্কার; 'তুতাব' পদ অবগত।[1]

অংহতিশ্চাংহশ্চাংহুশ্চ হন্তের্নিরূঢ়োপধাদ্ বিপরীতাৎ ॥ ৮ ॥

অংহতিঃ চ অংহস্ চ অংহুঃ চ ('অংহতি' শব্দ, 'অংহস্' শব্দ এবং 'অংহু' শব্দ) নিরূঢ়োপধাৎ (নিকৃষ্টোপধ) বিপরীতাৎ (বর্ণবৈপরীত্য প্রাপ্ত) হন্তেঃ ('হন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'অংহতি' শব্দের এবং প্রসঙ্গতঃ 'অংহস্' ও 'অংহু' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। 'হন্' ধাতুর উপধার অকার নিকৃষ্ট করিয়া আদিতে স্থাপন করতঃ অবশিষ্ট বর্ণদ্বয়ের বৈপরীত্য করিলে 'অংহ্' হয়[2] (হন্—অহন্—অনহ্—অংহ্)। এতদুত্তর 'অতি' প্রত্যয়ে 'অংহতি' (উ ৫০২), 'অসুন্' প্রত্যয়ে 'অংহস্' (উ ৬৫২) এবং 'উ' প্রত্যয়ে 'অংহু' (উ ৭) শব্দের নিষ্পত্তি; তিনটি শব্দই পাপবাচক।

'বৃহস্পতে চয়স ইৎপিয়ারুম্' ॥ (ঋ ১।১৯০।৫)

বৃহস্পতে যচ্চাতয়সি দেবপীয়ুম্, পীয়তির্হিংসাকর্ম্মা ॥ ৯ ॥

বৃহস্পতে (হে বৃহস্পতে) পিয়ারুম্ (দেবহিংসককে) চয়সে ইৎ[3] (তুমি বিনাশ করিয়া থাক)।

বৃহস্পতে যচ্চাতয়সি দেবপীয়ুম্—ইহা উদ্ধৃত মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা; চয়সে—চাতয়সি (নাশয়সি), পিয়ারুম্—দেবপীয়ুম্ (দেবহিংসকম্); যৎ—যস্মাৎ (যে হেতু)। পীয়তিঃ ('পী' ধাতু) হিংসাকর্ম্মা (হিংসার্থক)।

'চয়সে' পদ অনবগত; 'চাতয়সি' পদ অবগত এবং ইহার অর্থ—বিনাশ করিয়া থাক; 'পিয়ারু' শব্দ 'পী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'পী' ধাতুর অর্থ—হিংসা করা।[4] 'পিয়ারু' শব্দের অর্থ—'দেবপীয়ু' অর্থাৎ যে দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করে না, প্রত্যুত স্বভোগপ্রধান হইয়া দেবগণের হিংসা করে।

বিযুতে দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিষবনাৎ ॥ ১০ ॥

বিযুতে ('বিযুতে' পদের অর্থ) দ্যাবাপৃথিব্যৌ (দ্যুলোক এবং পৃথিবীলোক), বিষবনাৎ (বিশেষরূপে অমিশ্রণবশতঃ)।

'বিযুত' শব্দের অর্থ—দ্যাবাপৃথিবী; 'বি'পূর্ব্বক অমিশ্রণার্থক 'যু' ধাতু হইতে 'বিযুত' শব্দ নিষ্পন্ন। দ্যুলোক এবং পৃথিবীলোক (দ্যাবাপৃথিবী) পরস্পর বিশেষরূপে অমিশ্রিত বা

১। তুতাবেত্যনবগতম্, তুতাবেত্যবগমঃ (স্কঃ ব্যাঃ)।

২। হন্তেরুপধায়া অকারঃ সন্নিকৃষ্ট উড়ঃ প্রাপিতঃ নীত আদৌ যস্য স নিরূঢ়োপধঃ (স্কঃ ব্যাঃ); অকারমুপধাতো নিকৃষ্য আদৌ কৃত্বা ততো হকারনকারৌ বিপর্য্যয়েণ ভবতঃ (দুঃ)।

৩। ইদিতি পদপূরণঃ (স্কঃ ব্যাঃ)।

৪। ধাতুপাঠে 'পী' ধাতুর অর্থ পান।

পৃথগ্‌ভূত—ইহারা কখনও মিলিত হয় না। 'বিযুত' শব্দ অনবগতসংস্কার নহে ; ঐকপদিককাণ্ডে ইহার পাঠ হইয়াছে 'যু' ধাতুর অনেকার্থত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত।[১] 'যু' ধাতু সাধারণতঃ মিশ্রণার্থে প্রযুক্ত হয় ; দ্যাবাপৃথিবী-বাচক 'বিযুত' শব্দে 'যু' ধাতুর প্রয়োগ হইয়াছে অমিশ্রণার্থে। নঞর্থ 'বি' উপসর্গের দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই, ধাতুর মধ্যেই নঞর্থ রহিয়াছে ;[২] 'বি' উপসর্গের অর্থ এখানে বিশেষরূপে বা বিবিধরূপে।[৩] বিযুত=বিশেষরূপে বা বিবিধরূপে যুত অর্থাৎ অমিশ্রিত।

'সমান্যা বিযুতে দূরে অন্তে' ॥ (ঋ ৩।৫৪।৭)

সমানং সম্মানমাত্রং ভবতি, মাত্রা মানাদ্ দূরং ব্যাখ্যাতম্, অন্তোঽততেঃ ॥ ১১ ॥

বিযুতে (বিমিশ্রীভূত দ্যাবাপৃথিবী) সমান্যা (সমান্যৌ—সমপরিমাণ) দূরে (দূর সীমাযুক্ত) অন্তে (অন্তকালস্থায়ী অর্থাৎ বিনাশরহিত)…।

সমানং (সমান) সম্মানমাত্রং ভবতি (তুল্যপরিমাণে পরিমিত হয়), মাত্রা ('মাত্রা' শব্দ) মানাৎ ('মা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) দূরং ব্যাখ্যাতম্ ('দূর' শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে), অন্তঃ ('অন্ত' শব্দ) অততেঃ ('অত্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'বিযুতে' পদের বৈদিকপ্রয়োগ প্রদর্শন করিতেছেন—সমান্যা বিযুতে ইত্যাদি। 'সমান' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'সমানী', দ্বিবচনে সমান্যৌ ; সমান্যৌ—সমান্যা (পাঃ ৭।১।৩৯)। 'সমান' শব্দের ব্যুৎপত্তি—সম্মানমাত্র অর্থাৎ তুল্যমান বা একই পরিমাপক বস্তুর দ্বারা মাত্রিত বা পরিমিত। সম্মান—তুল্যমান ; 'সম্' শব্দের তুল্যার্থকতা আছে—যেমন, 'সমর্থ' (সমানার্থক) শব্দে। 'মাত্রা' শব্দ 'মা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'দূর' শব্দের নির্ব্বচন পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নিরু ৩।১৯ দ্রষ্টব্য)। 'অন্ত' শব্দ 'অত্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অত্' ধাতুর অর্থ—সাতত্য-গমন ; অন্ত বা শেষ, আদি এবং মধ্য হইতে সততই দূরগত থাকে, আদি এবং মধ্যের সহিত কখনও মিলিত থাকে না।[৪]

ঋধগিতি পৃথগ্‌ভাবস্য প্রবচনং ভবতি ॥ ১২ ॥

ঋধক্ ইতি (ঋধক্—এই শব্দ) পৃথগ্‌ভাবস্য (পৃথক্‌ভাবের অর্থাৎ বিচ্ছেদ বা বিযুক্ততার) প্রবচনং ভবতি (বাচক হয়)।

'ঋধক্' শব্দ অনবগত ; পৃথক্‌ত্বের বাচক (পৃথক্—ঋধক্)।

১। অর্থান্তরেঽপি বৃত্তিং দর্শয়িতুমস্য পাঠঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। মিশ্রণবিপরীতে পৃথগ্‌ভাবেঽপি দর্শনাৎ ন চায়ং বেরুপসর্গস্যার্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। অতোঽত্র বিশব্দঃ ক্রিয়াবিশেষণে বৈবিধ্যাদৌ দ্রষ্টব্যঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। অন্তো হ্যাদের্মধ্যাচ্চ সততমতো ভবতি, ন কদাচিদাদৌ মধ্যেবাস্তি (স্কঃ স্বাঃ)।

অথাপ্যৃধ্নোত্যর্থে দৃশ্যতে।
'ঋধগয়া ঋধগুতাশমিষ্ঠাঃ' (বাঃ সং ৮।২০);
ঋধ্নুবন্নযাক্ষী ঋর্ধ্নুবন্নশমিষ্ঠা ইতি চ॥ ১৩॥

অথ (আর) ঋধ্নোত্যর্থে অপি ('ঋধ্' ধাতুর অর্থেও অর্থাৎ বৃদ্ধি অর্থেও) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়)। ঋধক্ (ঋদ্ধ অর্থাৎ বৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়া) অযাঃ (যাগ করিয়াছ) ঋধক্ উত [1] (ঋদ্ধ অর্থাৎ বৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়াই) অশমিষ্ঠাঃ (প্রশমিত করিয়াছ); ঋধক্—ঋধ্নুবন্ (বৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়া), অযাঃ ('যজ্' ধাতুর লুঙের ছান্দস পদ)—অযাক্ষীঃ (যাগ করিয়াছ), ঋধক্ উত অশমিষ্ঠাঃ (বৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়াই প্রশমিত করিয়াছ)—ইতি চ (ইহাই মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা)।

'ঋধক্' শব্দ মাত্র অনবগতসংস্কার নহে, অনেকার্থও বটে। বৃদ্ধি অর্থেও ইহার প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। উদ্ধৃত মন্ত্রাংশে এই অর্থেই 'ঋধক্' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্য এই—হে অগ্নে, আমরা অল্প হবি দেবতার উদ্দেশে ত্যাগ করিয়াছি; তুমি তাহা বৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়া অর্থাৎ দেবতার তৃপ্তিসাধনযোগ্য করিয়া আমাদের যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছ; [2] যজ্ঞে আমরা যে সকল বৈগুণ্য করিয়াছি তাহা প্রশমিত করিয়াছ এবং তদ্দ্বারা যজ্ঞকে বৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়াছ। [3]

কোন কোন আচার্য্যের মতে 'ঋধক্' শব্দের দুই অর্থই উদ্ধৃত মন্ত্রাংশের দ্বারা ভাষ্যকার পরিস্ফুট করিয়াছেন—প্রথম 'ঋধক্' শব্দ পৃথগ্‌ভাবার্থে এবং দ্বিতীয় 'ঋধক্' শব্দ ঋধ্নোত্যর্থে (বৃদ্ধ্যর্থে) প্রযুক্ত বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। [4] 'ঋধক্ অযাঃ', ইহার অর্থ তাঁহারা এইভাবে বর্ণনা করেন—হে অগ্নে, ভালমন্দে মিশ্রিত হবিও হুত হয়, তুমি মিশ্রিত হবি হইতে উত্তম হবি পৃথক্ করিয়া দেবতার তৃপ্তিসাধন কর, তোমার কখনও বুদ্ধিভ্রংশ হয় না। [5] দুর্গাচার্য্য বলেন, আচার্য্যগণের এই মত সমীচীন নহে; কারণ, 'ঋধ্নুবন্নযাক্ষীঃ ঋধ্নুবন্নশমিষ্ঠাঃ'—ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি দুই 'ঋধক্' শব্দই 'ঋধ্নোত্যর্থে'

১। উত শব্দ এবার্থে (স্কঃ স্বাঃ)।

২। অল্পমপি হুতমস্মাভিঃ সদ্ধবিঃ ঋধগেব ঋদ্ধমেব দেবতাতৃপ্তিসমর্থং বহবুর্ব্বন্ অযাস্ত্বং যাগমকার্ষীরিত্যর্থঃ (দুঃ)।

৩। অপিচ যদপি কিঞ্চিদ্বিগুণং অকার্ষ্ম বয়মেতস্মিন্ যজ্ঞে তদপি সমৃদ্ধগুণমেব কুর্ব্বন্ পাপমস্য যজ্ঞস্য অশমিষ্ঠাঃ শমিতবানসি (দুঃ)।

৪। অন্যে পুনর্মন্যন্তে—ঋধগয়া ঋধগুতাশমিষ্ঠা ইত্যেতয়োরেব ঋধক্‌শব্দযোঃ পূর্ব্বঃ পৃথগ্‌ভাবার্থঃ উত্তর ঋধ্নোত্যর্থ ইতি (দুঃ)।

৫। মিশ্রাণ্যপি হবীংষি হুতানি সন্তি ত্বমগ্নে ঋধক্ পৃথগেব কৃত্বা ততো দেবানযাক্ষীর্নতে সম্মোহোঽস্তী-অভিপ্রায়ঃ (দুঃ)।

অর্থাৎ বৃদ্ধি অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।[১] দুর্গাচার্যের মতে 'ঋধক্' শব্দ পৃথগ্‌ভাবার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে—'যদিন্দ্র দিবি পার্যে যদ্ ঋধগ্ যদ্বা'...এই মন্ত্রে (ঋ ৬।৪০।৫)।

অস্মা ইতি চাস্মেতি চোদাত্তং প্রথমাদেশেঽনুদাত্তমন্বাদেশে ॥ ১৪ ॥

অস্মাঃ ইতি চ অস্ম ইতি চ ('অস্মাঃ' এবং 'অস্ম' এই পদদ্বয়) প্রথমাদেশে (প্রথমাদেশে) উদাত্তম্ (উদাত্ত অর্থাৎ অন্তোদাত্ত)[২] অন্বাদেশে (অন্বাদেশে) অনুদাত্তম্ (অনুদাত্ত অর্থাৎ অন্তানুদাত্ত)।

'অস্মাঃ' এবং 'অস্ম' এই পদদ্বয়ের অন্ত্যস্বর প্রথমাদেশে উদাত্ত (অন্তোদাত্ত) এবং অন্বাদেশে অনুদাত্ত (অন্তানুদাত্ত) হয়। প্রথমাদেশ এবং অন্বাদেশ—এই শব্দদ্বয়ের অর্থ সম্বন্ধে টীকাকারগণের মধ্যে পরস্পর বৈমত্য আছে। (১) কাহারও কাহারও মতে 'প্রথম' শব্দের অর্থ প্রারম্ভ অর্থাৎ মন্ত্রের প্রথম পাদ অথবা প্রথমার্দ্ধ; 'প্রথমাদেশ' শব্দের অর্থ মন্ত্রের প্রথম পাদে বা প্রথমার্দ্ধের যে-কোনও স্থলে আদেশ অর্থাৎ প্রকথন বা উল্লেখ। 'অন্বাদেশ' শব্দের অর্থ, পশ্চাৎ আদেশ অর্থাৎ মন্ত্রের তৃতীয় পাদে অথবা দ্বিতীয়ার্দ্ধের যে-কোনও স্থলে প্রকথন বা উল্লেখ। ইঁহাদের মতে মন্ত্রের প্রথম পাদে অথবা প্রথমার্দ্ধে স্থিত 'অস্মাঃ' এবং 'অস্ম'—এই পদদ্বয়ের অন্ত্যস্বর উদাত্ত হইবে; তৃতীয় পাদে অথবা দ্বিতীয়ার্দ্ধে স্থিত এই পদদ্বয়ের অন্ত্যস্বর অনুদাত্ত হইবে।[৩] (২) অপর কাহারও কাহারও মতে 'প্রথম' শব্দের অর্থ মুখ্য বা প্রধান; 'প্রথমাদেশ' শব্দের অর্থ মুখ্যের বা প্রধানের অভিধান বা কথন। 'অন্বাদেশ' শব্দের অর্থ হইবে মুখ্য বা প্রধানের যাহা পশ্চাদ্বর্ত্তী তাহার অর্থাৎ অমুখ্য বা অপ্রধানের অভিধান বা কথন। ইঁহাদের মতে 'অস্মাঃ' এবং 'অস্ম' এই পদদ্বয় মুখ্যার্থের অভিধায়ক হইলে অর্থাৎ প্রধানার্থ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে অন্তোদাত্ত হইবে এবং গৌণার্থের অভিধায়ক হইলে অর্থাৎ অপ্রধানার্থ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে অন্তানুদাত্ত হইবে।[৪] দুর্গাচার্য্য এই মতের পক্ষপাতী।[৫] স্কন্দস্বামীর মতে এই দুই মতের কোন মতই সমীচীন নহে। ভাষ্যকার যে সকল উদাহরণ প্রদর্শন করিবেন সেই সকল উদাহরণে উক্ত মতদ্বয়ের কোনটিরই অসঙ্গতি প্রমাণিত হয় না বটে, কিন্তু অন্যান্য অনেক স্থল আছে যেখানে অসঙ্গতি সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। ঋগ্বেদের ১।১৬৩।৭

১। এবঞ্চ নিরুক্তম্—ঋধ্নবন্নশাখ্বীঃ ঋধ্ন্‌বন্নশমিষ্ঠাঃ ইতি, তস্মাদ্ যাবপোতাবৃদ্ধ্যোত্যর্থাবিতোত্তমেব সাধীয়ঃ (দুঃ)।

২। অন্তোদাত্তমপি চ সদুদাত্তমিত্যুক্তং ভাষ্যকারেণ, একদেশেঽপ্যুদাত্তত্বাৎ (দুঃ)। উদাত্তানুদাত্তব্যপদেশশ্চ 'গুণবচনেভ্যো মতুপোলুক্' ইত্যুদাত্তবদুদাত্তমিতি দ্রষ্টব্যম্। উদাত্তান্তমনুদাত্তং বা (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। কেচিত্তাবৎ প্রথমে পাদে অর্দ্ধর্চ্চে বাদেশঃ প্রথমাদেশ ইতরোঽন্বাদেশ ইতি মন্যন্তে (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। অপরে বর্ণয়ন্তি—প্রথমং প্রধানং তস্যাদেশঃ প্রথমাদেশস্তদ্বিষয়মুদাত্তম্, গুণোপদেশবিষয়মনুদাত্তম্, অগুণভূতস্য পশ্চাদাদেশাৎ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। প্রথম ইতি মুখ্যনাম মুখ্যশ্চ প্রধান ইত্যুচ্যতে, প্রধানং কঞ্চিদর্থমভিদধৎ এতৎ পদদ্বয়মুদাত্তং ভবতি, প্রধানমর্থমনু যো বর্ত্ততে গুণভাবেন তস্মিংস্তৎ পদদ্বয়মন্বাদেশে বর্ত্তমানমনুদাত্তং ভবতি (দুঃ)।

এবং ৬।৭৫।১১ মন্ত্রে 'অস্য' এবং 'অস্যাঃ' পদদ্বয় প্রথমার্দ্ধে অভিহিত থাকিলেও অন্তানুদাত্ত ; ৪।৪।১১ মন্ত্রে 'অস্য' পদ শেষার্দ্ধে অভিহিত থাকিলেও অন্তোদাত্ত। ৬।৭৫।১১ এবং ১।১৬৩।২ মন্ত্রে 'অস্যাঃ' এবং 'অস্য' পদদ্বয় মুখ্যার্থের অভিধায়ক হইলেও অন্তানুদাত্ত ; ৪।৪।১১ মন্ত্রে 'অস্য' পদ গৌণার্থের অভিধায়ক হইলেও অন্তোদাত্ত। (৩) স্কন্দস্বামীর মতে প্রথমাদেশে= প্রথমাদেশবিষয়ে ; অন্বাদেশে—অন্বাদেশবিষয়ে। প্রথমের অর্থাৎ শব্দান্তরের দ্বারা অনাদিষ্ট অর্থের আদেশ বা উচ্চারণ প্রথমাদেশ এবং শব্দান্তরের দ্বারা আদিষ্ট অর্থের আদেশ বা উচ্চারণ 'অন্বাদেশ'। যাহা পূর্ব্বে উদ্দিষ্ট হয় নাই, এইমাত্র উদ্দিষ্ট বা কথিত হইল তাহার সান্নিধ্যমাত্র বুঝাইতে 'অস্যাঃ' এবং 'অস্য' পদদ্বয় প্রযুক্ত হইলে প্রথমাদেশবিষয়ে প্রযুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে এবং যাহা পূর্ব্বে উদ্দিষ্ট বা কথিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে এই পদদ্বয় প্রযুক্ত হইলে অন্বাদেশবিষয়ে প্রযুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে—ইহাই স্কন্দস্বামীর মতের স্থূল তাৎপর্য্য।[১] উদাহরণ হইতে ইহা পরিস্ফুট হইবে। অনেকার্থ পদরূপে 'অস্যাঃ' এবং 'অস্য' পদদ্বয় ঐকপদিকপ্রকরণে উপন্যস্ত হইয়াছে ; অর্থের তারতম্যানুসারেই ইহারা উদাত্ত বা অনুদাত্ত হয়।

তীব্রার্থতরমুদাত্তমল্পীয়োঽর্থতরমনুদাত্তম্ ॥ ১৫ ॥

উদাত্তং তীব্রার্থতরম্ (যাহা উদাত্ত তাহা তীব্রার্থতর), অনুদাত্তম্ অল্পীয়োঽর্থতরম্ (যাহা অনুদাত্ত, তাহা অল্পীয়োঽর্থতর)।

'তীব্রার্থতর' এবং 'অল্পীয়োঽর্থতর'—এই উভয় শব্দেই 'তরপ্' প্রত্যয় হইয়াছে স্বার্থে। তীব্রার্থতর=তীব্রার্থ ; অল্পীয়োঽর্থতর—অল্পীয়োঽর্থ।[২] 'তীব্রার্থ' শব্দের অর্থ—স্ফুটপ্রয়োজন (তীব্রঃ স্ফুটঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য) এবং 'অল্পীয়োঽর্থ' শব্দের অর্থ—স্বল্পপ্রয়োজন (অল্পীয়ঃ অতিশয়েনাল্পঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য)। 'অস্যাঃ' এবং 'অস্য' পদদ্বয় উদাত্ত হইলে ইহাদের প্রয়োজন তীব্র অর্থাৎ অত্যধিক বা অতিস্ফুট হয় ; কারণ, ইহাদের উদাত্তাবস্থা তখনই হয় যখন ইহারা অনাদিষ্ট বিষয়ে প্রযুক্ত হয়। উক্ত পদদ্বয় অনুদাত্ত হইলে ইহাদের প্রয়োজন অল্পীয়ঃ অর্থাৎ স্বল্প বা অস্ফুট হয় ; কারণ, এই পদদ্বয়ের অনুদাত্তাবস্থা তখনই হয় যখন ইহারা পূর্ব্বাদিষ্ট বিষয়ে প্রযুক্ত হয়।

এই ব্যাখ্যা স্কন্দস্বামীর অভিমত। ইহার স্থূলমর্ম্ম এই যে, প্রথমাদিষ্ট (প্রথম কথিত) বিষয়ে প্রযুক্ত হইলে এতন্নিবন্ধনই অর্থাৎ প্রথমাদিষ্ট বিষয়ে প্রযুক্ত বলিয়াই 'অস্যাঃ' এবং 'অস্য' পদদ্বয় উদাত্ত বা তীব্রার্থতর (স্ফুট প্রয়োজন) হয় এবং অন্বাদিষ্ট (পশ্চাৎ কথিত) বিষয়ে প্রযুক্ত হইলে এতন্নিবন্ধনই অর্থাৎ অন্বাদিষ্ট বিষয়ে প্রযুক্ত বলিয়াই এই পদদ্বয় অনুদাত্ত বা

১। অন্যেন শব্দান্তরেণানাদিষ্টস্য প্রথমমেব য আদেশ উচ্চারণং স প্রথমাদেশঃ, আদিষ্টস্য তস্যোচ্চারণমন্বাদেশঃ (স্কঃ স্বাঃ—দেবরাজ)।

২। স্বার্থিকো বা তরবুত্তমত্র। তাবদুচ্চৈস্তাবদুচ্চৈস্তরমিতি যথা (স্কঃ স্বাঃ)।

অল্পীয়োঽর্থতর (স্বল্পপ্রয়োজন) হয়।[১] তীব্রার্থতরত্ব ও অল্পীয়োঽর্থতরত্ব নিয়াই এই পদদ্বয়ের অনেকার্থতা এবং অনেকার্থতা-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই 'তীব্রার্থতরমুদাত্তম্'—ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে।[২] দুর্গাচার্য্যের ব্যাখ্যা ভিন্ন প্রকারের। তাঁহার মতে উক্ত পদদ্বয় মুখ্যার্থের অভিধায়ক হইলে অর্থাৎ মুখ্যার্থসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে উদাত্ত এবং গৌণার্থের অভিধায়ক হইলে অর্থাৎ গৌণার্থসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইলে অনুদাত্ত হয়—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মুখ্যার্থাভিধায়ক যাহা তাহা উদাত্ত এবং অমুখ্যার্থাভিধায়ক যাহা তাহা অনুদাত্ত—এই বিষয়ে লৌকিক যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে 'তীব্রার্থতরমুদাত্তম্'—ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা। তাঁহার মতে 'তীব্রার্থতর' শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট বা প্রধান এবং 'অল্পীয়োঽর্থতর' শব্দের অর্থ অনুৎকৃষ্ট বা অপ্রধান। দেখা যায়, লৌকিক ব্যবহারেও যাহা উৎকৃষ্ট বা প্রধান তাহাই উদাত্ত বলিয়া অভিহিত হয়—যেমন, উদাত্ত কুল এবং যাহা অনুৎকৃষ্ট বা অপ্রধান তাহাই অনুদাত্ত বলিয়া অভিহিত হয়।[৩]

অস্তা উ ষু ণ উর্প সাতয়ে ভুবোঽহেলমানো ররিবাঁ
অজাশ্ব শ্রবস্যতামজাশ্ব ॥ ১৬ ॥ (ঋ ১।১৩৮।৪)

অজাশ্ব (হে অজাশ্ব) অস্তাঃ সাতয়ে (অস্মৈ সাতয়ে—এই লাভের নিমিত্ত অর্থাৎ অভিপ্রেত লাভ যাহাতে আমাদের হয় তন্নিমিত্ত)[৪] অহেলমানঃ (ক্রোধবিরহিত হইয়া) ররিবান্ (দানশীল হইয়া) উ ষু (সু) নঃ উপভুবঃ (সুষ্ঠু আমাদের সমীপস্থ হও); অজাশ্ব (হে অজাশ্ব) শ্রবস্যতাম্ [নঃ উপভুব] (ধনাভিলাষী আমাদের সমীপস্থ হও)।[৫]

মন্ত্রের দেবতা পূষা। লিপ্সিত ধনের নিমিত্ত তাঁহার সান্নিধ্য প্রার্থনা করা হইতেছে। অস্তাঃ সাতয়ে—অস্মৈ সাতয়ে (এই অর্থাৎ অভিপ্রেত ধনলাভের নিমিত্ত)। উষুণঃ—উ, সু, নঃ (ষত্ব ও ণত্ব বিষয়ে পাঃ ৮।৩।১০৪ এবং ৮।৪।২৩ দ্রষ্টব্য)। স্কন্দস্বামীর মতে 'উ' এবং 'সু' উভয়েই পদপূরণার্থ;[৬] দুর্গাচার্য্যের মতে 'উ' পদপূরণার্থ, 'সু' শব্দের অর্থ সুষ্ঠু।[৭]

১। তত্র প্রথমাদেশবিষয়ত্বাদুদাত্তং পদদ্বয়ং তীব্রার্থতরমতিস্ফুটপ্রয়োজনম্ অস্থানাদিষ্ট র্থার্থত্বাৎ। অন্বাদেশ-বিষয়ত্বাৎ অনুদাত্তং পদদ্বয়মল্পীয়োঽর্থতরমতিশয়েনাস্ফুট প্রয়োজনম্, অস্থাদিষ্টার্থত্বাৎ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। এবং প্রথমাদেশান্বাদেশবিষয়ত্বেন প্রতীতোদাত্তত্বানুদাত্তত্বয়োরনয়া অস্য শব্দয়োরনেকার্থত্বপ্রতি-পাদনার্থমাহ—তীব্রার্থতরমিত্যাদি (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। কস্মাদেতৎ পুনরুদাত্তং প্রধানে বর্ত্তমানম্, অনুদাত্তমপ্রধানে? ইতি। উচ্যতে—লোকেঽপি হি যৎ তীব্রার্থতরম্ উৎকৃষ্টার্থপ্রধানতরং তদ্ উদাত্তমিতি প্রসিদ্ধম্—তদ্ যথা—উদাত্তমেতৎ কুলমিতি। অল্পীয়োঽর্থতর-মনুদাত্তম্ অল্পীয়সার্থেন যদ্ যুক্তং ভবতি তদনুদাত্তমুচ্যতে অপ্রধানমিত্যর্থঃ।

৪। সাতয়ে লভয়ে, কথং নামভিপ্রেতং লভেমহি ইত্যেতমর্থমুদ্দিশ্য (দুঃ)।

৫। শ্রবস্যতাং শ্রবো ধনং তদিচ্ছতাং ধনকামানামস্মাকম্...(স্কঃ স্বাঃ)।

৬। উসূপদপূরণৌ।

৭। সুষ্ঠু উপ সমীপে ভুবঃ ভব।

স্কন্দস্বামীর মতে 'সাতি' শব্দান্তরের দ্বারা অনাদিষ্ট অর্থাৎ প্রথম উচ্চারিত, 'অস্তাঃ' পদ তদ্বিষয়ে প্রযুক্ত বলিয়া অন্তোদাত্ত।[১] দুর্গাচার্য্যের মতে—'সাতি' প্রধান; সাতির (লাভের) নিমিত্তই দেবতার সান্নিধ্য প্রার্থনা করা হইতেছে; 'অস্তাঃ' পদ তদ্বিষয়ে প্রযুক্ত বলিয়া অন্তোদাত্ত।[২]

অস্তৈ নঃ সাতয়ে উপভব ॥ ১৭ ॥

অস্তা(উ ষু ণ উপ সাতয়ে ভুবঃ—অস্তৈ নঃ সাতয়ে উপভব (এই লাভের নিমিত্ত অর্থাৎ আমরা যাহাতে অভিপ্রেত ধনলাভ করিতে পারি তন্নিমিত্ত আমাদের সমীপস্থ হও)। অস্তাঃ সাতয়ে—অস্তৈ সাতয়ে (চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী); উপ ভুবঃ—উপ (সমীপে) ভব। ভাষ্যকার 'উ' এবং 'সু' পদ বাদ দিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অহেলমানোঽক্রুধ্যন্ ররিবান্ রাতিরভ্যস্তঃ ॥ ১৮ ॥

অহেলমানঃ—অক্রুধ্যন্ (ক্রুদ্ধ না হইয়া); ররিবান্ রাতিঃ অভ্যস্তঃ ('ররিবান্' পদ 'রা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'রা' ধাতু অভ্যস্ত বা দ্বিত্বাপন্ন হইয়াছে)।

'হেলমান' শব্দ 'হেড়্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; 'হেড়্' ধাতু ধাতুপাঠে অনাদরার্থক হইলেও ভাষ্যকার কর্তৃক ক্রোধার্থে গৃহীত হইয়াছে। যাচ্যমান ব্যক্তি যাচকের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন; এইজন্য ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—হে পূষন্, তুমি ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক ররিবান্ অর্থাৎ দানশীল হইয়া আমাদের সমীপস্থ হও।[৩] 'ররিবান্' পদ দানার্থক 'রা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; লিটের স্থানে ক্বসু প্রত্যয়ে ধাতুটি অভ্যস্ত। ছান্দসত্বাৎ বর্ত্তমানার্থেই লিটের স্থানে ক্বসু প্রত্যয় হইয়াছে।[৪]

অজাশ্বেতি পূষণমাহাজাশ্বাজা অজনাঃ ॥ ১৯ ॥

অজাশ্ব ইতি ('অজাশ্ব' এই সম্বোধন পদ) পূষণম্ আহ (পূষাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে); অজাশ্ব ('অজাশ্ব' এই দ্বিতীয় সম্বোধনে অজাঃ—অজনাঃ অর্থাৎ গমনশীল)।

পূষাকে অজাশ্ব বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। পূষার অশ্ব বা বাহন ছাগ অর্থাৎ ছাগজাতীয় বা ছাগাকার।[৫] (নিঘ ১।১৫)। পূষা সূর্য্যদেবতারই নামান্তর। Pushan the sun (Goldstücker); In character he is a solar deity (Roth & Bothlingk); Pushan is usually a synonym of the sun (Wilson); The sun as viewed by

১। সাতেঃ প্রথমাদেশত্বাদস্তা ইতি তদ্বিষয়ত্বাদন্বাত্তম্।

২। এবমত্র সাতিঃ প্রধানেতি কৃত্বা অস্তা ইত্যেতৎ পদমন্তোদাত্তম্।

৩। সর্ব্বোহভ্যার্থমানঃ ক্রুধ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ (দুঃ)।

৪। ছান্দসত্বাদ্ বর্ত্তমানে লটি ক্বসাবেতদ্রূপম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। অজজাতীয়া অজাকারা বা অশ্বা যস্যাসাবজাশ্বস্তস্য সম্বোধনং হে অজাশ্ব স্কঃ স্বাঃ)।

shepherds (Max Müller). (নিরুক্ত ৬।৪ এবং ১২।১৬ দ্রষ্টব্য)। "সূর্য্যকে পশুপালকগণ যেরূপ ভাবে দর্শন করিত ও পূজা করিত সেই সূর্য্যই পূষা। অতএব ছাগই তাঁহার বাহন বলিয়া কল্পিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে" (রমেশচন্দ্র)। মন্ত্রে 'অজাশ্ব' এই সম্বোধন দুইবার আছে। ইহাতে পুনরুক্তি হয় নাই। ভাষ্যকার বলিতেছেন—দ্বিতীয় 'অজাশ্ব' শব্দে 'অজ' শব্দের অর্থ 'অজন' অর্থাৎ গতিশীল; গত্যর্থক 'অজ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'অজাশ্ব' শব্দের অর্থ হইবে—অজাঃ অজনাঃ গতিস্বভাবকাঃ অশ্বাঃ যস্য (যাঁহার অশ্বসমূহ গতিস্বভাব বা গতিশীল)।[1]

অথান্মুদাত্তম—

দীর্ঘায়ুরস্যা যঃ পতির্জীবাতি শরদঃ শতম্ (১০।৮৫।৩৯) ॥ ২০ ॥

অথ অনুদাত্তম্ (অতঃপর 'অস্যাঃ' পদ কোথায় অনুদাত্ত হইবে তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন)। অস্যাঃ যঃ পতিঃ (যিনি ইহার পতি) [সঃ] দীর্ঘায়ুঃ [অস্তু] (তিনি দীর্ঘায়ু হউন); শরদঃ শতং (শত শরৎ) জীবাতি (জীবতু—জীবিত থাকুন)।

উদ্ধৃত অংশ মন্ত্রের দ্বিতীয়ার্দ্ধ। মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধ—পুনঃ পত্নীমগ্নিরদাদায়ুষা সহ বর্চ্চসা (অগ্নি আবার পরমায়ু ও অন্নের সহিত[2] বনিতাকে প্রদান করিলেন)। এই মন্ত্রের বিনিয়োগ হয় বিবাহে। পিতা প্রথমে কন্যাকে প্রদান করেন; কিন্তু ভার্য্যাত্ব জন্মে অগ্নিসাক্ষিক সংস্কারের পরে। এই জন্যই বলা হয়—পুনঃ পত্নীমগ্নিরদাৎ ..।[3] অনুষ্ঠানের পর "ইহার যে পতি, সে দীর্ঘায়ু হউক, শত শরৎ জীবিত থাকুক"—এই বলিয়া প্রদত্তা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করা হয়।[4] শরৎকাল রোগবহুল; এই ঋতুতে জীবিত থাকা দুঃসাধ্য, এই ঋতুতে যে জীবিত থাকিবে অন্যান্য ঋতুতেও সে জীবিত থাকিবে, ইহা আশা করা যায়। এই নিমিত্তই দীর্ঘায়ুষ্ট কামনায় শতবর্ষের পরিবর্ত্তে আমরা শত-শরতের উল্লেখ দেখিতে পাই।[5]

স্কন্দস্বামীর মতে—মন্ত্রের পূর্ব্বার্দ্ধে পত্নীর কথা প্রথম বলা হইয়াছে; উত্তরার্দ্ধে পুনঃ কথন তাহার অন্বাদেশ বা পশ্চাদাদেশ; 'অস্যাঃ' পদ তদ্বিষয়ে প্রযুক্ত বলিয়া অনুদাত্ত বা অন্বাদুদাত্ত।[6] দুর্গাচার্য্যের মতে—পতি-পত্নীর মধ্যে পতিই প্রধান, তাহারই আয়ুষ্কামনা

১। পূর্ব্বেণ পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ 'অজ গতিক্ষেপণয়োঃ' ইত্যেবং ব্যুৎপাদ্যতে, অজাশ্ব গমনস্বভাবাশ্চাশ্বা যস্যেত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। বর্চ্চসা অন্ননামেদম্, অন্নেন সহিতাম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। পিতা পূর্ব্বমেতাং দত্তাং সতীং কন্যাং পত্নীং পুনর্দত্তবান্… অগ্নিসন্নিধিসংস্কারাদ্ধি ভার্য্যাত্বমুপজায়তে ইত্যেতদপেক্ষ্য পূর্ব্বদানাৎ পুনর্দাতৃত্বমুচ্যতে (দুঃ)।

৪। যোঽস্যাঃ পতিঃ স দীর্ঘায়ুর্ভবিতি। যতো বিশেষয়ন্ ব্রবীমি জীবতু স শরদঃ শতম্ (দুঃ)।

৫। দুর্জীবত্বাচ্ছরদি তৎসম্বন্ধাৎ শতং প্রার্থ্যতে বর্ষাণাম্ (স্কঃ স্বাঃ); শরদ্ধি দুর্জীবা, রোগভূয়স্ত্বাৎ অত এবাশাস্যতে শরচ্ছতং জীবত্বিতি (দুঃ)।

৬। পত্নীশব্দেনাদিষ্টায়াঃ পত্ন্যাঃ…পশ্চাদাদেশোঽন্বাদেশ উচ্যতে। অতোঽন্বাদুদাত্তত্বম্।

করা হইতেছে; পত্নী অপ্রধান; পত্নী বিষয়ে 'অস্যাঃ' পদ প্রযুক্ত বলিয়া অনুদাত্ত বা অন্তানুদাত্ত।[১]

দীর্ঘায়ুরস্যা যঃ পতির্জীবতু স শরদঃ শতম্ ॥ ২১ ॥

মন্ত্রে—জীবাতি — জীবতু (জীবিত থাকুক)।

শরচ্ছৃতা অস্যামোষধয়ো ভবন্তি শীর্ণা আপ ইতি বা ॥ ২২ ॥

শরৎ ('শরৎ' শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে) অস্যাম্ (এই শরৎ ঋতুতে) ওষধয়ঃ (ওষধিসমূহ) শৃতাঃ ভবন্তি (পক্ব হয়); আপঃ শীর্ণাঃ [ভবন্তি] (জল শীর্ণ বা অল্পীভূত হয়) ইতি বা (ইহাই বা 'শরৎ' শব্দের ব্যুৎপত্তি)।

প্রসঙ্গতঃ 'শরৎ' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। (১) পাকার্থ 'শ্রা' ধাতু হইতে 'শরৎ' শব্দের নিষ্পত্তি। শরৎকালে ব্রীহ্যাদি ওষধিসমূহ শৃত[২] অর্থাৎ পক্ব হয়। শৃত — শৃ + অ + ত্ — শরৎ। (২) হিংসার্থক 'শৄ' ধাতু হইতেও 'শরৎ' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে (উ ১২১ দ্রষ্টব্য)। শরৎ বর্ষাকালের প্রবৃদ্ধ জল হিংসা করে — শরৎকালে জলাশয়ের জল শীর্ণ বা অল্পীভূত হয়।[৩]

অস্যেত্যস্যা ইত্যেতেন ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২৩ ॥

অস্য ইতি ('অস্য' এই পদ) অস্যাঃ ইতি এতেন ব্যাখ্যাতম্ ('অস্যাঃ' এই পদের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইল)।

'অস্য' এবং 'অস্যাঃ'—এই পদদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, 'অস্যাঃ'—'ইদম্' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের পদ এবং 'অস্য'—'ইদম্' শব্দেরই পুংলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গের পদ। কাজেই 'অস্যাঃ' পদের ব্যাখ্যা দ্বারাই 'অস্য' পদেরও ব্যাখ্যা করা হইল—যে অবস্থায় 'অস্যাঃ' পদের প্রথমাদেশ ও অন্বাদেশ হয় এবং উদাত্তত্ব অনুদাত্তত্ব হয়, ঠিক সেই অবস্থায়ই 'অস্য' পদেরও প্রথমাদেশ এবং অন্বাদেশ হইবে এবং উদাত্তত্ব অনুদাত্তত্ব নির্ণীত হইবে।

॥ পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। এতস্মিন্ মন্ত্রে ভর্তৃকন্যাসংযোগে সতি ভর্তৈব প্রধানঃ, তস্য হ্যায়ুরাশাস্যতে। তচ্ছেষভূতার্থা পত্নী তস্মাৎ…এতদনুদাত্তম্।

২। 'শৃত' শব্দ পাকার্থক 'শ্রা' ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। 'শৃতং পাকে' (পাঃ ৬।১।২৭) সূত্রানুসারে হবি এবং ক্ষীর পাকবিষয়েই 'শৃত' শব্দ প্রযোজ্য। অন্য দ্রব্যের পাকবিষয়ে 'শ্রা' ধাতুর উত্তর 'ক্ত' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন শব্দ—শ্রাণ অথবা শ্রপিত। ভাষ্যকার ওষধিপাক বিষয়েও 'শৃত' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

৩। বর্ষাসু হি প্রবৃদ্ধানি স্রোতাংসি শরদি বিশীর্যন্ হিংস্যন্তে (দুঃ)।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

অস্য বামস্য পলিতস্য হোতুস্তস্য ভ্রাতা মধ্যমো অস্ত্যশ্নঃ।
তৃতীয়ো ভ্রাতা ঘৃতপৃষ্ঠো অস্যাত্রাপশ্যং বিশ্‌পতিং সপ্তপুত্রম্‌ ॥ ১ ॥
(ঋ ১।১৬৪।১)

বামস্য (বননীয় বা ভজনীয়) পলিতস্য (সর্ব্বপালক) হোতুঃ (আহ্বানার্হ) অস্য (ঈদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট যে আদিত্য) তস্য[১] (তাঁহার) মধ্যমঃ ভ্রাতা (মধ্যম ভ্রাতা অর্থাৎ বায়ু)[২] অশ্নঃ অস্তি (সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন); অস্য (ইঁহার অর্থাৎ বায়ুর) তৃতীয়ঃ ভ্রাতা (তৃতীয় ভ্রাতা অর্থাৎ পার্থিব অগ্নি)[৩] ঘৃতপৃষ্ঠঃ (ঘৃতরূপ আহুতি পৃষ্ঠে ধারণ করেন); অত্র (ইঁহাদের মধ্যে)[৪] বিশ্‌পতিং (সর্ব্বপালক) সপ্তপুত্রম্‌ (সপ্ত পুত্রবিশিষ্ট অথবা সপ্তম পুত্র আদিত্যকে) অপশ্যম্‌ (দর্শন করিলাম)।

এই মন্ত্রে 'অস্য' পদের উদাত্তত্ব এবং অনুদাত্তত্ব উভয়ই প্রদর্শিত হইয়াছে। একই জ্যোতি—আদিত্য বায়ু এবং অগ্নি (পৃথিবীস্থান), এই তিন রূপে বিভক্ত।[৫] কাজেই ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতা; আদিত্য প্রথম ভ্রাতা, বায়ু দ্বিতীয় ভ্রাতা এবং অগ্নি তৃতীয় ভ্রাতা। বায়ু, আদিত্য এবং অগ্নি—এইরূপ গণনায় বায়ুর তৃতীয় অগ্নি।[৬] মন্ত্রস্থ দ্বিতীয় 'অস্য' পদের সম্বন্ধ দ্বিতীয় ভ্রাতা বা বায়ুর সঙ্গে, আদিত্যের সঙ্গে নহে (দুর্গাচার্য্য দ্রষ্টব্য)। স্কন্দস্বামীর মতে—'বামস্য', 'পলিতস্য', 'হোতুঃ' প্রভৃতি পদ যে আদিত্যের বিশেষণ, সেই আদিত্য শব্দান্তরের দ্বারা অনাদিষ্ট অর্থাৎ তাহার বিষয় প্রথম অভিহিত; মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধের 'অস্য' পদ সেই আদিত্য-বিষয়ে প্রযুক্ত বলিয়া উদাত্ত (অন্তোদাত্ত)। তস্য ভ্রাতা মধ্যমো অস্ত্যশ্নঃ—ইহা দ্বারা পূর্ব্বার্দ্ধে বায়ুর কথা প্রথম বলা হইয়াছে; উত্তরার্দ্ধে পুনঃ কথন তাহার অন্বাদেশ বা পশ্চাদাদেশ, দ্বিতীয়ার্দ্ধের 'অস্য' পদ তদ্বিষয়ে প্রযুক্ত বলিয়া অনুদাত্ত (অন্বাদেশাত্ত)।[৭] দুর্গাচার্য্যের মতে—

১। যোঽয়মেবলক্ষণস্তস্য (দুঃ)।

২। ভ্রাতা মধ্যমো বায়ুঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। তৃতীয়ো ভ্রাতা…পার্থিবোঽগ্নিঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। অত্র এবাং চ মধ্যে (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। বায়ুরেব চ জ্যোতিরেব 'বায়ুনা জ্যোতিষা' (ছা. ব্রা. ৫।১৮) ইতি হ বিজ্ঞায়তে।…এতস্মিন্‌ ত্রেধা বিভক্তে জ্যোতিষি…(দুঃ)।

৬। বায়ুঃ আদিত্যঃ অগ্নিঃ—ইত্যেবং পরিসংখ্যায় বায়োস্তৃতীয়োঽগ্নির্ভবতি (দুঃ)।

৭। এবমত্র অস্যেত্যেতদ্‌ 'অস্য বামস্য' ইত্যুদাত্তং প্রথমাদেশে বর্ত্ততে। 'তৃতীয়ো ভ্রাতা ঘৃতপৃষ্ঠো অস্য' ইত্যেতদনুদাত্তমন্বাদেশে।

এই মন্ত্রে আদিত্য প্রধান ; প্রথমার্দ্ধের 'অস্য' পদ তদ্বিষয়ে প্রযুক্ত বলিয়া উদাত্ত (অন্তোদাত্ত)। বায়ু অপ্রধান ; দ্বিতীয়ার্দ্ধের 'অস্য' পদ তদ্বিষয়ে প্রযুক্ত বলিয়া অনুদাত্ত (অন্তানুদাত্ত)।[১]

অস্য বামস্য বননীয়স্য পলিতস্য পালয়িতুর্হোতুর্হ্বাতব্যস্য ॥ ২ ॥

বামস্য—বননীয়স্য ; পলিতস্য—পালয়িতুঃ ; হোতুঃ—হ্বাতব্যস্য। 'বাম' শব্দের অর্থ বননীয় অর্থাৎ ভজনীয় বা সেবনীয় (সংভক্ত্যর্থক 'বন্' ধাতু হইতে 'বাম' শব্দ নিষ্পন্ন) ; 'পলিত' শব্দের অর্থ পালয়িতা (রক্ষণার্থক 'পাল্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) ; 'হোতৃ' শব্দের অর্থ হ্বাতব্য বা আহ্বানার্হ (আহ্বানার্থক 'হ্বে' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

তস্য ভ্রাতা মধ্যমোঽস্ত্যশনঃ ॥ ৩ ॥

তস্য মধ্যমঃ ভ্রাতা অস্তি অশনঃ (তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা বায়ু, অশন অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক হইয়া আছেন)। 'অশ্ন' শব্দের অর্থ অশন (ব্যাপক)—ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। নিঘণ্টুতে 'অশ্ন' শব্দ মেঘ-বাচক (১।১০ দ্রষ্টব্য)।

ভ্রাতা ভরতের্হরতিকর্ম্মণো হরতে ভাগং ভর্ত্তব্যো ভবতীতি বা ॥ ৪ ॥

ভ্রাতা ('ভ্রাতৃ' শব্দ) হরতিকর্ম্মণঃ (হরণার্থক) ভরতেঃ ('ভৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) ; ভাগং হরতে (ভ্রাতা পিতৃধনের ভাগ গ্রহণ করে), ভর্ত্তব্যঃ ভবতি ইতি বা (অথবা ভ্রাতা ভর্ত্তব্য বা পালনীয় হয়—ইহাই 'ভ্রাতৃ' শব্দের ব্যুৎপত্তি)।

'ভৃ' ধাতুর উত্তর 'তৃচ্' প্রত্যয়ে 'ভ্রাতৃ' শব্দের নিষ্পত্তি (উ ২৫২) ; 'ভৃ' ধাতুর অর্থ ধাতুপাঠে—ভরণ, ধারণ ও পোষণ ; কিন্তু ভাষ্যকার ইহাকে প্রথমতঃ হরণার্থে গ্রহণ করিয়াছেন। ভ্রাতা দায় বা পিতৃধনের ভাগ আহরণ করে। পোষণার্থে গ্রহণ করিয়াও 'ভৃ' ধাতু হইতে 'ভ্রাতৃ' শব্দের নির্ব্বচন করা যাইতে পারে ; এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতার দ্বারা ভর্ত্তব্য অর্থাৎ পোষণীয় বা পালনীয় হয়। বায়ু আদিত্যের ভ্রাতা—(১) বায়ু দ্যুলোক হইতে উদক হরণ করেন এবং (২) সূর্য্য দ্যুলোক হইতে উদকের দ্বারা বায়ুর ভরণ বা পোষণ করিয়া থাকেন।[২]

তৃতীয়ো ভ্রাতা ঘৃতপৃষ্ঠো অস্যায়মগ্নিঃ ॥ ৫ ॥

অস্য (এই বায়ুর) তৃতীয়ঃ ভ্রাতা (তৃতীয় ভ্রাতা) ঘৃতপৃষ্ঠঃ (পৃষ্ঠে ঘৃতরূপ আহুতির বহনকারী অথবা ঘৃতস্পৃষ্ট) ; অয়ম্ অগ্নিঃ (ইনি পার্থিব অগ্নি)।

অগ্নি বায়ুর ভ্রাতা—হবির্ভাগহর্ত্তা ; ইনি ঘৃতপৃষ্ঠ—দেবতাদের জন্য হবি বহন করেন, অথবা ঘৃতের দ্বারা স্পৃষ্ট ; 'ঘৃতস্পৃষ্ট' শব্দও ঘৃতপৃষ্ঠ হইতে পারে।[৩]

১। মন্ত্রে সূর্য্যঃ প্রধানঃ, সূক্তে সূর্য্যাধিকারাৎ, তস্মাৎ 'অস্য বামস্য' ইত্যেষ 'অস্য' শব্দঃ অন্তোদাত্তঃ, বায়ুস্ত্বপ্রধানম্, তস্মাৎ 'তৃতীয়ো ভ্রাতা ঘৃতপৃষ্ঠো অস্য'—ইত্যেষঃ 'অস্য' শব্দোঽনুদাত্তঃ।

২। স হি দ্যুলোকাদাদিত্যোনোদকেন ভ্রিয়তে হরতি চোদকং দ্যুলোকাৎ (দুঃ)।

৩। ঘৃতমাহুতিলক্ষণং পৃষ্ঠে যস্য ঘৃতেন বা যঃ স্পৃষ্টঃ স ঘৃতস্পৃষ্টঃ (স্কঃ স্বাঃ) ; ঘৃতপৃষ্ঠঃ ঘৃতেন স্পৃষ্টঃ আজ্যস্পৃষ্টঃ (দুঃ)।

তত্রাপশ্যং সর্ব্বস্য পাতারং পালয়িতারং বা বিশ্‌পতিম্‌ ॥ ৬ ॥

তত্র অপশ্যম্‌ বিশ্‌পতিম্‌—এই স্থলে, বিশ্‌পতিম্‌—সর্ব্বস্য পাতারং পালয়িতারং বা। বিশ্‌পতি—বিশ্বপতি ; 'বিশ্ব' শব্দের অর্থ সর্ব্ব (সকল) ; 'পতি' শব্দের অর্থ পাতা বা পালয়িতা (রক্ষক)—'পা' ধাতু অথবা 'পাল' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; ধাতু দুইটি বিভিন্ন হইলেও ইহাদের অর্থ বিভিন্ন নহে, উভয় ধাতুই রক্ষণার্থক। [১]

সপ্তপুত্রং সপ্তমপুত্রং সর্পণপুত্রমিতি বা, সপ্ত সৃপ্তা সংখ্যা, সপ্তাদিত্যরশ্ময় ইতি বদন্তি ॥ ৭ ॥

সপ্তপুত্রম্‌ ('সপ্তপুত্র' শব্দের অর্থ) সপ্তমপুত্রং (সপ্তম পুত্র) সর্পণপুত্রম্‌ ইতি বা (অথবা সর্পণপুত্র অর্থাৎ গতিশীল পুত্রসমন্বিত), সপ্ত (সাত) সৃপ্তা সংখ্যা (অতিক্রান্ত বা চলিত সংখ্যা), আদিত্যরশ্ময়ঃ সপ্ত ইতি বদন্তি (আদিত্য রশ্মি সাতটি—ইহা মন্ত্রবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন)।

আদিত্যকে সপ্তপুত্র বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। ভাষ্যকার বলেন, 'সপ্তপুত্র' শব্দের অর্থ—(১) সপ্তম পুত্র হইতে পারে ; [২] ঐতিহাসিক পক্ষে—আদিত্য অদিতির সপ্তম পুত্র। [৩] (২) সর্পণ পুত্র হইতে পারে ; আদিত্যের পুত্রস্থানীয় রশ্মিসমূহ সর্পণ বা সতত গমনশীল, মুহূর্ত্তমাত্রও স্থিরভাবে অবস্থান করে না। [৪] (৩) সপ্তসংখ্যক পুত্রবিশিষ্টও হইতে পারে ; সপ্ত (সাত) সৃপ্ত অর্থাৎ ষট্ সংখ্যা হইতে অতিক্রান্ত বা চলিত সংখ্যা [৫]—ষট্ সংখ্যার পরবর্ত্তী সংখ্যাই সপ্ত—(সৃপ্ত=সপ্ত, উ ১৫৫ দ্রষ্টব্য)। আদিত্যরশ্মির সংখ্যা সাত, মন্ত্রবিদ্‌গণ ইহা বলিয়া থাকেন—সাত আদিত্যরশ্মিই আদিত্যের সাত পুত্র। [৬]

॥ ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। পাতারং পালয়িতারং বেতি ধাতুদ্বয়ম্‌, অর্থস্ত্বেক এব (স্কঃ স্বাঃ)।

২। বৃত্তিবিষয়ে সংখ্যাশব্দস্য পূরণার্থত্বম্‌—যেমন, ত্রিভাগ=তৃতীয় ভাগ ষড়্‌ ভাগ=ষষ্ঠ ভাগ, ইত্যাদি।

৩। সপ্তমো বা যোঽদিতেঃ পুত্র ইতি ইতিহাসপক্ষে। অদিতিঃ পুত্রকামা ইতি প্রক্রমৈব মিত্রং চ বরুণ ইত্যাদিষু সপ্তম ইতি (স্কঃ স্বাঃ) ; 'সপ্তমো হ্যসাবাদিত্যঃ পুত্রঃ' ইত্যৈতিহাসিকা মন্যন্তে। ব্রাহ্মণেঽপি চ—মৃতপিণ্ডমণ্ডমবাপশ্যত, রশ্মিরাদিত্যঃ সপ্তম ইন্দ্রোঽষ্টম ইতি হ বিজ্ঞায়তে (দুঃ)।

৪। সর্পণাঃ বা সততগন্তারো রশ্ময়ঃ পুত্রাঃ…(স্কঃ স্বাঃ) ; সর্পণা হি তস্য রশ্ময়ো মুহূর্তমপ্যনবস্থায়িনো যস্য পুত্রাঃ সোঽয়ং সপ্তপুত্রঃ (দুঃ)।

৫। সৃপ্তাঃ সংখ্যা গতা ষড়্‌ভ্যঃ সকাশাৎ (স্কঃ স্বাঃ) ; সৃপ্তা সংখ্যা ষড়্‌ভ্যঃ সকাশাৎ (দুঃ)।

৬। এবং সপ্তসংখ্যোপেতা সর্পণক্রিয়া যোগিনো বা এত এবাদিত্যরশ্ময়ঃ অস্য আদিত্যস্য পুত্রাঃ ইতি মন্ত্রবিদো বদন্তি মন্যন্তে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

সপ্ত যুঞ্জন্তি রথমেকচক্রমেকো অশ্বো বহতি সপ্তনামা।
ত্রিনাভি চক্রমজরমনর্বং যত্রেমা বিশ্বা ভুবনাধি তস্থুঃ ॥ ১ ॥

(ঋ ১।১৬৪।২)

সপ্ত (সপ্তসংখ্যক অথবা সর্পণশীল রশ্মিসমূহ) একচক্রং (একচারী) রথং (অবিরত বেগবিশিষ্ট আদিত্যের সহিত) যুঞ্জন্তি (নিজদিগকে যুক্ত করে),[১] একঃ (সর্ব্বমুখ্য) অশ্বঃ[২] (সর্ব্বব্যাপী) সপ্তনামা (আদিত্য) বহতি (চলিতে থাকেন)[৩]; ত্রিনাভি (ঋতুত্রয়সম্বলিত) অজরম্ (জরাধর্ম্মরহিত) অনর্বং (অন্যত্র অনাশ্রিত) চক্রম্ (সংবৎসরাখ্য চলনস্বভাব কালচক্র) [প্রবর্ত্ততে] (প্রবর্ত্তিত হয়); যত্র (যথায়) ইমা (ইমানি—এই) বিশ্বা (বিশ্বানি—সকল) ভুবনা (ভুবনানি—ভূতানি -ভূতসমূহ) অধিতস্থুঃ (অধিশ্রিত রহিয়াছে)।

সূর্য্যের রশ্মি যে সপ্ত (সপ্তসংখ্যক অথবা সর্পণশীল) তদ্বিষয়ে ঋগ্‌মন্ত্র প্রদর্শন করিতেছেন।[৪] 'রথ' শব্দের অর্থ সূর্য্য; গত্যর্থক 'রংহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—সূর্য্য মুহূর্ত্তও অবস্থান করেন না, সর্ব্বদাই চলনশীল বলিয়া প্রতীত হয়েন।[৫] সূর্য্য সপ্তরশ্মিযুক্ত হইয়া অবিরত চলিয়া থাকেন; ফলে গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং হেমন্ত—এই ঋতুত্রয়সম্বলিত সংবৎসর প্রবর্ত্তিত হয়।[৬] এই সংবৎসরাখ্য কালচক্রের বিরাম নাই, এক সংবৎসর যাইতেছে, অপর সংবৎসর আসিতেছে। এই চক্রের জরা নাই, ইহার জীর্ণতা ঘটে না এবং ইহার অন্য কোন আশ্রয়ও নাই। এই কালচক্রে ভূতসমূহ অধিশ্রিত অর্থাৎ ভূতসমূহের উৎপত্তি স্থিতি লয় এই সংবৎসরাখ্য কালচক্রেই সংসাধিত হয়, উৎপত্তিস্থিতিলয়বিষয়ে ইহার অপেক্ষা না রাখা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

সপ্ত যুঞ্জন্তি রথমেকচক্রমেকচারিণম্ ॥ ২ ॥

সপ্ত যুঞ্জন্তি···এই স্থলে একচক্রম্—একচারিণম্। সূর্য্য একচারী। উদিত হইবা মাত্রই সপ্ত (সপ্তসংখ্যক অথবা সর্পণশীল) রশ্মিসমূহ সূর্য্যের সহিত যুক্ত হয়; তখন সূর্য্যই

১। যোজয়ন্ত্যাত্মনা রশ্ময়ঃ রথং রংহণমাদিত্যম্ (দ্রঃ)।

২। অশ্বো অশনঃ ব্যাপনঃ (দ্রঃ)।

৩। বহতি গচ্ছতি (দ্রঃ)।

৪। যথা চান্নং সপ্তভিঃ সর্পণৈর্বা রশ্মিভির্যুজ্যতে তথেয়মপরা ঋক্···(দ্রঃ)।

৫। রথো রংহতের্গতিকর্ম্মণঃ; রংহিতারং গন্তারমাদিত্যম্ (ঋঃ ভাঃ); রংহণস্তাসৌ মুহূর্ত্তমপ্যনবস্থায়িত্বাৎ (দ্রঃ); উ ১৫৯ দ্রষ্টব্য।

৬। তদৈবং বহন্ কিমভিনির্বর্ত্তয়তি···(দ্রঃ); ত্রিনাভি নাভিত্রয়ং গ্রীষ্মো বর্ষা হেমন্ত ইত্যেতে ঋতবো নাভিস্থানং যস্ত, তৎ ত্রিনাভি, চক্রং সংবৎসরাখ্যম (ঋঃ ভাঃ)।

মাত্র অন্তরিক্ষে বিচরণ করেন, অন্য জ্যোতিঃসমূহ সূর্য্যতেজে আচ্ছাদিত হইয়া হতপ্রভ হয় এবং বিলুপ্ত বলিয়াই প্রতীত হয়।[১]

চক্রং চকতের্বা চরতের্বা ক্রামতের্বা ॥ ৩ ॥

চক্রং ('চক্র' শব্দ) চকতেঃ বা চরতেঃ বা ক্রামতেঃ বা ('চক্' ধাতু হইতে অথবা 'চর্' ধাতু হইতে অথবা 'ক্রম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'চক্' ধাতু 'চর্' ধাতু এবং 'ক্রম্' ধাতু পরস্পর বিভিন্ন; কিন্তু ইহাদের অর্থ বিভিন্ন নহে—ইহারা সকলেই চলনার্থক।[২] এই ধাতুত্রয়ের যে-কোনটি হইতে 'চক্র' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—চক্র চলনস্বভাব। চক্+রক্ (উ ১৭০); অথবা ক্রম্+ড (ডিৎ); অথবা চর্+ক (উ ৩২০)—চর্ক—চক্র।

একোঽশ্বো বহতি সপ্তনামাদিত্যঃ ॥ ৪ ॥

একঃ অশ্বঃ বহতি সপ্তনামা—এই স্থলে সপ্তনামা—আদিত্যঃ (সূর্য্য)।

সপ্তাস্মৈ রশ্ময়ো রসানভিসন্নাময়ন্তি সপ্তৈনমৃষয়ঃ স্তুবন্তীতি বা ॥ ৫ ॥

সপ্ত রশ্ময়ঃ (সপ্ত রশ্মি) অস্মৈ (সূর্য্য সমীপে অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলে)[৩] রসান্ (রস) অভিসন্নাময়ন্তি (অভিসন্নত বা আকৃষ্ট করে), বা (অথবা) সপ্ত ঋষয়ঃ (সপ্তর্ষিগণ) এনং (সূর্য্যকে) স্তুবন্তি (স্তুত করে), ইতি (ইহাই 'সপ্তনাম' শব্দের ব্যুৎপত্তি)।

'সপ্তনামন্' শব্দের প্রথমার একবচনে সপ্তনামা—'সপ্ত' শব্দপূর্ব্বক ণিজন্ত 'নম্' ধাতুর উত্তর 'কনিন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন। সূর্য্য সপ্তনামা—সপ্তরশ্মি সূর্য্যের দিকে রস সন্নত করে অর্থাৎ পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে লইয়া যায়। সপ্তর্ষিগণ সূর্য্যকে নমস্কার করেন, অর্থাৎ সূর্য্যের স্তব করেন—এই ব্যুৎপত্তিতেও সূর্য্যকে সপ্তনামা বলা যাইতে পারে।[৪]

ইদমপীতরন্নামৈতস্মাদেবাভিসন্নামাৎ ॥ ৬ ॥

ইদম্ অপি ইতরৎ নাম (এই যে অন্য নাম বা সংজ্ঞা, ইহাও) এতস্মাৎ অভিসন্নামাৎ এব (এই অভিসন্নাম হইতেই অর্থাৎ 'নম্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন)।

সংজ্ঞাবাচক 'নাম' শব্দও 'নম্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন।[৫] নাম অভিসন্নত করে অর্থাৎ

১। উক্তন্নেব হ্যসৌ আদিত্যো রশ্মিভির্ব্যাপ্তে⋯এক এব হ্যসাবন্তরিক্ষে চরতি, ইতরাণি জ্যোতীংষি নাপহ্নুত্যেব যেন তেজসা প্রকাশেন (দুঃ)।

২। চকনং চলনমুচ্যতে, চরণধর্ম্মি ক্রমণধর্ম্মি বা (দুঃ); ধাতুপাঠে 'চক্' ধাতু তৃপ্ত্যর্থ এবং প্রতিঘাতার্থ।

৩। এতস্মিন্ মণ্ডলে (দুঃ)।

৪। সপ্তৈনম্ ঋষয়ঃ নমন্তি স্তুবন্তীতি বা (দুঃ)।

৫। উ ৫১০ দ্রষ্টব্য।

আহ্বানকারীর অভিমুখে নামবানকে আকৃষ্ট করে। 'দেবদত্ত' এই নামে আহূত হইলে দেবদত্ত নামক ব্যক্তি আহ্বানকারীর দিকে নন্নত বা আকৃষ্ট হয়—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

সংবৎসরপ্রধান উত্তরোঽর্দ্ধর্চস্ত্রিনাভিচক্রং ত্র্যৃতুঃ সংবৎসরো গ্রীষ্মো বর্ষা হেমন্ত ইতি ॥ ৭ ॥

উত্তরঃ অর্দ্ধর্চঃ (উত্তর মন্ত্রার্দ্ধ অর্থাৎ মন্ত্রের দ্বিতীয় অর্দ্ধ) সংবৎসরপ্রধানঃ (সংবৎসরস্তুতি[1] বা সংবৎসরের বর্ণনা) ত্রিনাভিচক্রং = ত্র্যৃতুঃ সংবৎসরঃ (ত্রিনাভি চক্র—ইহার অর্থ ঋতুত্রয়-সম্বলিত সংবৎসর) ; গ্রীষ্মঃ বর্ষাঃ হেমন্তঃ ইতি (গ্রীষ্ম বর্ষা এবং হেমন্ত—ইহারাই তিন ঋতু)।

উদ্ধৃত মন্ত্রের উত্তরার্দ্ধে বা দ্বিতীয়ার্দ্ধে সংবৎসর স্তুত বা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমার্দ্ধে আছে সূর্য্যগতির বর্ণনা। সূর্য্যের গতিতেই সংবৎসর প্রবর্ত্তিত হয়। 'চক্র' শব্দের অর্থ কালচক্র অর্থাৎ সংবৎসর—চক্রের ন্যায়ই সংবৎসর পরিবর্ত্তনশীল।[2] 'ত্রিনাভি' শব্দ 'চক্র' শব্দের বিশেষণ।[3] ঋতুসমূহ সংবৎসরের নাভিস্থানীয়। ত্রিনাভি = ত্র্যৃতু (ঋতুত্রয়সমন্বিত) ; 'নাভি' শব্দ বন্ধনার্থক 'নহ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—(উ ৫৬৫)। ঋতুসমূহের দ্বারাই সংবৎসর নদ্ধ (বদ্ধ) হয়।[4] 'ত্র্যৃতু' শব্দের অর্থ 'ত্রি (তিন) ঋতু যাহাতে'; সংবৎসরে মুখ্যতঃ তিনটি ঋতুই আছে—গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং হেমন্ত ; অন্যান্য ঋতু ইহাদের অন্তর্ভুক্ত। আদিত্য সংবৎসর চক্রের প্রবর্ত্তক, সংবৎসর-চক্র আদিত্যের দ্বারা প্রবর্ত্তিত ; আমি উভয়কেই নমস্কার করিতেছি—ইহাই স্তোতার অভিপ্রায়। এই ভাবে মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধ আদিত্যপ্রধান, উত্তরার্দ্ধ সংবৎসর-প্রধান।

সংবৎসরঃ সংবসন্তেঽস্মিন্ ভূতানি ॥ ৮ ॥

সংবৎসরঃ ('সংবৎসর' শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে), অস্মিন্ (ইহাতে) ভূতানি (ভূতসমূহ) সংবসন্তে (সংবাস করে)।

'সম্'পূর্ব্বক 'বস্' ধাতু হইতে 'সংবৎসর' শব্দের নিষ্পত্তি (উ ৩৫২)—সংবৎসরে ভূতসমূহ সংবাস করে। 'সংবাস' শব্দের অর্থ 'নিবাস'ও হইতে পারে 'মৈথুন'ও হইতে পারে। কাল সংবৎসরাত্মক, সংবৎসরাতিরিক্ত কাল নাই। ভূতসমূহের নিবাস অথবা মৈথুন সংবৎসরেই সংঘটিত হয়।[5] সংবসন্তে = সংবসন্তি ; আত্মনেপদ আর্ষ।

১। সংবৎসরস্তুতিরিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। পরিবর্ত্তনসামান্যাৎ সংবৎসরস্য চক্রব্যপদেশঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। স্কন্দস্বামীর মতে ত্রিনাভি চক্রম্—দুই পদ ; দুর্গাচার্য্যের মতে সমস্ত পদ।

৪। ত্রিনাভি নাভিত্রয়ং গ্রীষ্মো বর্ষা হেমন্ত ইত্যেতে ঋতবো নাভিস্থানং যস্য তৎ ত্রিনাভি (স্কঃ স্বাঃ) ; ঋতুভির্হি অসৌ সংবৎসরো নহ্যতে নদ্ধ্যতে ইত্যর্থঃ (দুঃ)।

৫। সংবাসো মৈথুনং তদ্ ভূতানি সংবৎসরে কুর্ব্বন্তি নান্যত্র, সংবৎসরব্যতিরিক্তস্য কালস্যাভাবাৎ (স্কঃ স্বাঃ) ; সর্ব্বাণি হি ভূতানি এতস্মিন্ সংবসন্তি মৈথুনাভিপ্রায়ো বা স্যাৎ (দুঃ)।

গ্রীষ্মো গ্রস্যন্তেঽস্মিন্ রসাঃ ॥ ৯ ॥

গ্রীষ্মঃ ('গ্রীষ্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে), অস্মিন্ (এই সময়ে) রসাঃ (রস) গ্রস্যন্তে (গ্রস্ত বা কবলিত হয়)।

'গ্রস্' ধাতুর উত্তর 'মক্' প্রত্যয়ে 'গ্রীষ্ম' শব্দের নিষ্পত্তি (উ ১৪৭)—গ্রীষ্মে সূর্য্য কর্তৃক রস গ্রস্ত হয় অর্থাৎ জলাশয়, ওষধি, বনস্পতি প্রভৃতি হইতে সূর্য্য রস শোষণ করিয়া নেয়।[১]

বর্ষা বর্ষত্যাসু পর্জ্জন্যঃ ॥ ১০ ॥

বর্ষাঃ ('বর্ষা' শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে), আসু (এই সময়ে) পর্জ্জন্যঃ (বৃষ্টিদেবতা ইন্দ্র) বর্ষতি (বর্ষণ করেন)।

আসু = বর্ষাসু—'বর্ষা' শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত। 'বৃষ' ধাতু হইতে 'বর্ষা' শব্দের নিষ্পত্তি—বৃষ্টির দেবতা পর্জ্জন্যদেব (ইন্দ্র) এই সময়ে বর্ষণ করেন।

হেমন্তো হিমবান্ ॥ ১১ ॥

হেমন্তঃ—হিমবান্ (হিমসমন্বিত)। 'হিমবৎ' শব্দই 'হেমন্ত' আকারে পরিণত হইয়াছে। হিমবৎ = হিমবন্ত = হেমন্ত ; হেমন্ত ঋতুতে হিমের প্রাচুর্য্য পরিদৃষ্ট হয়।[২]

হিমং পুনর্হন্তের্বা, হিনোতের্বা ॥ ১২ ॥

হিমং ('হিম' শব্দ) পুনঃ (আবার) হন্তেঃ বা (হয় 'হন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) হিনোতেঃ বা (আর না হয় 'হি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

প্রসঙ্গতঃ 'হিম' শব্দেরও নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। 'হন্' ধাতুর উত্তর 'মক্' প্রত্যয়ে 'হিম' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে (উ ১৪৪)। 'হন্' ধাতুর অর্থ হিংসা এবং গতি। হিম ওষধি বনস্পতির হিংসা করে—হিমে ইহারা মরিয়া যায় ; অথবা, হিম ভূতসমূহকে ক্ষয়ে গমন করায় অর্থাৎ ক্ষয়ের দিকে নিয়া যায়।[৩] 'হি' ধাতুর উত্তর 'মক্' প্রত্যয় করিয়াও 'হিম' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে। 'হি' ধাতু বৃদ্ধ্যর্থক—হিমকালে হিম অথবা যবাদি শস্য বৃদ্ধি পায়।[৪]

অজরমজরণধর্ম্মাণমনর্বমপ্রত্যৃতমন্যস্মিন্ যত্রেমানি ভূতান্যভিসন্তিষ্ঠন্তে ॥ ১৩ ॥

অজরম্—অজরণধর্ম্মাণম্ (জীর্ণ না হওয়া রূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট অর্থাৎ জরাধর্ম্মবর্জ্জিত); অনর্বম্—অন্যস্মিন্ অপ্রত্যৃতম্ (অন্য কোনও বস্তুতে অনাশ্রিত); যত্রেমা বিশ্বা ভুবনাধি তস্থুঃ—যত্র ইমানি ভূতানি অভিসন্তিষ্ঠন্তে (যথায় এই ভূতসমূহ অধিশ্রিত রহিয়াছে)। মন্ত্রস্থ

১। গ্রস্যন্তে…সূর্য্যেণ (দুঃ)।

২। তত্র হি বহু ভবতি হিমম্ (দুঃ)। ৩। হন্তি হি তদোষধিবনস্পতীন্ (স্কঃ স্বাঃ); গমনার্থস্য বা হন্তে তদ্ধি গময়তি ক্ষয়ং ভূতানি (দুঃ)।

৪। হিনোতের্ব্বা বৃদ্ধ্যর্থস্য বর্দ্ধতে হি তৎ যস্মিন্ কালে (স্কঃ স্বাঃ); তেন হি পুষ্যন্তি যবাদয়ঃ (দুঃ

'অজরমনর্বম্'··· ইত্যাদি অংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন। সংবৎসর-চক্রের জরা নামক ধর্ম্ম নাই, ইহা অপ্রত্যুত অর্থাৎ অপ্রতিগত বা অন্যত্র অনাশ্রিত। ইমাঃ=ইমানি, বিশ্বাঃ—বিশ্বানি (সর্ব্বাণি), ভুবনা—ভুবনানি (ভূতানি), অধিতস্থুঃ—অভিসন্তিষ্ঠন্তে ; অভিসন্তিষ্ঠতে—ইহার অর্থ 'অধিশ্রিত হয়'। দুর্গাচার্য্য বলেন—'সংস্থা' শব্দের অর্থ, বিনাশ বা মৃত্যু ; 'অভিসন্তিষ্ঠন্তে' পদের অর্থ 'আশ্রিত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়'—এই সংবৎসর-চক্রেই ভূতসমূহের উৎপত্তি এবং স্থিতি, ইহাতেই লয়।[১]

তং সংবৎসরং সর্ব্বমাত্রাভিঃ স্তৌতি ॥ ১৪ ॥

তং সংবৎসরং (সেই সংবৎসরকে) সর্ব্বমাত্রাভিঃ (সমস্ত অবয়বের দ্বারা) স্তৌতি (স্তব বা বর্ণনা করিয়াছেন)।

ত্রিনাভিচক্রমজরমনর্বম্—ইত্যাদি মন্ত্রার্দ্ধে সংবৎসর স্তুত বা বর্ণিত হইয়াছে, ইহার প্রমাণ কি ? সংবৎসরজ্ঞাপক কোন শব্দ ত স্পষ্টতঃ ইহাতে নাই। ঈদৃশ আশঙ্কার উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—'ত্রিনাভিচক্রমজরমনর্বম্' ইত্যাদি যে সূক্তের (ঋ ১।১৬৪) মন্ত্রার্দ্ধ, সেই সূক্তেরই বিভিন্ন মন্ত্রে সংবৎসরের অবয়বীভূত ঋতু, মাস এবং অহোরাত্রের উল্লেখ করিয়া ঋষি সংবৎসরের বর্ণনা করিয়াছেন। কাজেই ইহা কল্পনা করা অযৌক্তিক নহে যে, উক্ত মন্ত্রার্দ্ধেও 'ত্রিনাভি' শব্দ ঋতু বিষয়ে এবং 'চক্র' শব্দ সংবৎসর বিষয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে।[২]

পঞ্চারে চক্রে পরিবর্ত্তমানে ॥ ১৫ ॥

(ঋ ১।১৬৪।১৩)

পরিবর্ত্তমানে (নিয়ত ভ্রাম্যমাণ) পঞ্চারে চক্রে (পঞ্চ অরবিশিষ্ট চক্রে) ···

সংবৎসর যে ঋতু, মাস এবং অহোরাত্রবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহা ক্রমে প্রদর্শন করিতেছেন। 'অর' শব্দের অর্থ চক্রের নেমি ও নাভিদেশের সংযোজক কাষ্ঠখণ্ড। এখানে 'অর' শব্দের অর্থ ঋতু ; পঞ্চারে চক্রে—পঞ্চ ঋতুবিশিষ্ট সংবৎসর চক্রে।[৩]

ইতি পঞ্চর্ত্তুতয়া ; পঞ্চর্ত্তবঃ সংবৎসরস্যেতি চ ব্রাহ্মণম্, হেমন্তশিশিরয়োঃ সমাসেন ॥ ১৬ ॥

ইতি (এই বর্ণনা) পঞ্চর্ত্তুতয়া (পঞ্চ ঋতুবিশিষ্টতারূপে)[১]; সংবৎসরস্য (সংবৎসরের)

১। অভিসন্তিষ্ঠন্তে আশ্রিতানি বিনাশমুপযান্তি, বিনাশোঽপি হি সংস্থোচ্যতে 'সংস্থিতঃ পিতা মম' ইত্যুক্তে মৃত ইতি গম্যতে।

২। ···এবমেতস্মিন্ সূক্তে সংবৎসরং সর্ব্বমাত্রাভিঃ সর্ব্বৈরবয়বৈঃ স্তৌতি। তস্মাদুপপদ্যতে 'সপ্ত যুঞ্জন্তি' ইত্যেতস্যামৃচি সংবৎসরপ্রধান ত্রিনাভিচক্রমিত্যেবোঽর্দ্ধর্চঃ (দুঃ)।

৩। ঋতবঃ পঞ্চ হেমন্তশিশিরৌ তুল্যপ্রভাবত্বাৎ সমাসেনৈকঃ, ইতরে চত্বারস্তে অরভূতা যস্য তৎ পঞ্চারমস্মিন্ চক্রে সংবৎসরাখ্যে (স্কঃ স্বাঃ)।

পঞ্চ ঋতবঃ (পাঁচটি ঋতু) ইতি চ ব্রাহ্মণম্ (এই ব্রাহ্মণবাক্যও আছে) ; [পাঁচ ঋতু কেন ?] হেমন্তশিশিরয়োঃ (হেমন্ত এবং শীত ঋতুর) সমাসেন (একত্ব বিচারে) । [১]

পঞ্চারে চক্রে—সংবৎসরের এই যে বর্ণনা, ইহা পঞ্চ ঋতুবিশিষ্টতারূপে। পাঁচটি ঋতু নিয়াই সংবৎসর—এই মত অবলম্বন করিয়া এই বৈদিক বাক্যের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১।১), শতপথব্রাহ্মণ (১।৩।৫।১, ১।৭।২।৮) প্রভৃতি গ্রন্থে সংবৎসরে ঋতু পাঁচটি—এইরূপ বলা হইয়াছে। তত্তৎস্থলে হেমন্ত ও শিশির (শীত) ঋতুকে এক বলিয়া ধরা হইয়াছে, ইহারা তুল্যস্বভাব বলিয়া। [২]

ষড়র আহুরর্পিতম্ ॥ ১৭ ॥

(ঋ ১।১৬৪।১২)

ষড়রে (ষট্ অরবিশিষ্ট চক্রে) অর্পিতম্ আহুঃ (অর্পিত বা সন্নিবিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করেন)...

ষড়রে চক্রে—ষট্ ঋতুবিশিষ্ট সংবৎসর চক্রে।

ইতি ষড়্ তুতয়া ॥ ১৮ ॥

এই যে বর্ণনা, ইহা সংবৎসরের ষট্ ঋতুবিশিষ্টতারূপে—সংবৎসর ছয় ঋতুতে গঠিত, ইহাই সাধারণ মত।

অরাঃ প্রত্যৃতা নাভৌ ॥ ১৯ ॥

অরাঃ (অরসমূহ) নাভৌ (নাভিদেশে) প্রত্যৃতাঃ (প্রতিগত অথবা প্রোত)।

প্রসঙ্গতঃ 'অর' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। গত্যর্থক 'ঋ' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয়ে 'অর' শব্দ নিষ্পন্ন—অর নাভিদেশে প্রত্যৃত (প্রতি+ঋত) অর্থাৎ প্রতিগত বা প্রোত। [৩]

ষট্ পুনঃ সহতেঃ ॥ ২০ ॥

ষট্ ('ষষ্' শব্দ—যাহার প্রথমার একবচনে 'ষট্') পুনঃ (আবার) সহতেঃ ('সহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

প্রসঙ্গতঃ 'ষষ্' শব্দেরও নির্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। অভিভবার্থক 'সহ্' ধাতু হইতে 'ষষ্' শব্দের নিষ্পত্তি—ষট্ সংখ্যা পঞ্চ সংখ্যাকে অভিভূত করিয়া বর্তমান আছে। [৪]

১। সমাসেন একত্বেন (দুঃ)।

২। সমাসঃ সংক্ষেপঃ তুল্যস্বভাবত্বাদেকীকরণম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। প্রত্যৃতাঃ প্রতিগতাঃ প্রোতা ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। সহতেরভিভবার্থস্য (স্কঃ স্বাঃ) ; তে হি পঞ্চসংখ্যামভিভূয় বর্তন্তে (দুঃ)।

দ্বাদশারং ন হি তজ্জরায় ॥

(ঋ ১।১৬৪।১১)

দ্বাদশ প্রধয়শ্চক্রমেকম্ ॥ ২১ ॥

(ঋ ১।১৬৪।৪৮)

দ্বাদশারং (দ্বাদশ অরবিশিষ্ট চক্র), ন হি তৎ জরায় (তাহা কখনও জীর্ণ হয় না)।[১] দ্বাদশ প্রধয়ঃ (দ্বাদশ প্রধি বা পরিধি অর্থাৎ চক্রের ধার বা নেমি), চক্রম্ একম্ (চক্র একটি) দ্বাদশার বা দ্বাদশ অরবিশিষ্ট চক্র—দ্বাদশ মাসে গঠিত সংবৎসর চক্র। দ্বাদশ প্রধি—দ্বাদশ মাস।

ইতি মাসানাম্ ; মাসা মানাৎ, প্রধিঃ প্রহিতো ভবতি ॥ ২২ ॥

ইতি মাসানাম্ (এই বাক্যাংশদ্বয় মাস বিষয়ে)[২] ; মাসাঃ (মাস শব্দ) মানাৎ ('মা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) ; প্রধিঃ (প্রধি) প্রহিতঃ ভবতি (প্রহিত হয়)।

ঋতুর দ্বারা সংবৎসরের বর্ণনা প্রদর্শন করিয়া মাসের দ্বারা সংবৎসরের বর্ণনা প্রদর্শন করিতেছেন। প্রথম বাক্যাংশে 'অর' শব্দ এবং দ্বিতীয় বাক্যাংশে 'প্রধি' শব্দ মাস বুঝাইতে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'মাস' শব্দ মানার্থক 'মা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—মাসসমূহের দ্বারা সংবৎসর পরিমিত হয়। 'প্রধি' শব্দ প্র+ধা ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—পরস্পর প্রশ্লিষ্ট বা সংহৃত করিয়া চক্রে প্রহিত (নিহিত) করা হয়, অর্থাৎ দ্বাদশ মাসের সংহৃতিতে চক্রের উৎপত্তি হয়।[৩]

তস্মিন্ সাকং ত্রিশতা ন শঙ্কবোঽর্পিতাঃ ষষ্টির্ন চলাচলাসঃ ॥ ২৩ ॥

(ঋ ১।১৬৪।৪৮)

তস্মিন্ (সেই চক্রে) সাকং (একসঙ্গে) ত্রিশতা ষষ্টিঃ ন্ (তিন শত এবং ষাট) চলাচলাসঃ (অহোরাত্রসমূহ) শঙ্কবঃ ন (শঙ্কু অর্থাৎ শলাকাসমূহের ন্যায়) অর্পিতাঃ (সন্নিবিষ্ট আছে)।

অহোরাত্রের দ্বারা সংবৎসরের বর্ণনা প্রদর্শন করিতেছেন। ত্রিশতাষষ্টির্ন—তিন শত এবং ষাট ; নকার সমুচ্চয়ার্থ প্রকাশ করিতেছে।[৪] চলাচলাসঃ—চলানি চ, অচলানি চ ; 'চলাচল' শব্দে 'অহোরাত্র' বুঝাইতেছে। অহোরাত্র চল, কারণ স্থির থাকে না ; অহোরাত্র অচল, কারণ স্বীয় ভাব ত্যাগ করে না।[৫] শঙ্কবঃ ন—শঙ্কবঃ ইব (শঙ্কুসমূহের ন্যায়) ; নকার উপমার্থীয়।

১। নহি তজ্জরায় তজ্জীর্যতে (দুঃ)।

২। মাসানাম্ এতৌ পাদৌ ভবত ইতি বাক্যশেষঃ (দুঃ)।

৩। প্রধিঃ প্রহিতঃ প্রশ্লেষ্য চক্রে নিহিতঃ। দ্বাদশপ্রধয়ঃ মাসাখ্যাঃ সংহতাঃ সন্তঃ চক্রমেকং ভবতি (দুঃ)।

৪। ষষ্টির্ন ষষ্ট্যধিকানি ত্রীণ্যহোরাত্রশতানি শঙ্কব ইবাপিতানি প্রক্ষিপ্তানি, দ্বিতীয়ো নকারঃ সমুচ্চয়ার্থঃ (দুঃ)।

৫। চলাচলাসঃ চলানি চাচলানি চ, চলাস্তুনবস্থায়িত্বাৎ, অচলাস্তুহোরাত্রাত্মভাবং ন মুঞ্চন্তি (দুঃ)।

'ষষ্টিশ্চ হ বৈ ত্রীণি চ শতানি সংবৎসরস্যাহোরাত্রাঃ' ইতি চ ব্রাহ্মণং সমাসেন ॥ ২৪ ॥

সংবৎসরস্য অহোরাত্রাঃ (সংবৎসরের অহোরাত্র) ষষ্টিশ্চ হ বৈ ত্রীণি চ শতানি (তিন শত এবং ষাট) ইতি চ ব্রাহ্মণম্ (এই ব্রাহ্মণবাক্যও আছে) ; সমাসেন (অহোরাত্রের সংখ্যা যে তিন শত ষাট, ইহা অহঃ অর্থাৎ দিন এবং রাত্রির একত্ববিচারে) । [১]

'ত্রিশতা ন শঙ্কবোঽর্পিতাঃ ষষ্টির্ন চলাচলাসঃ'—এই বাক্য যে তিন শত ষাট অহোরাত্র-বিষয়ক, তৎসমর্থনে ব্রাহ্মণবাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন। উদ্ধৃত ব্রাহ্মণবাক্যে (ঐতরেয় ব্রাঃ ২।১৭, শতপথ ব্রাঃ ১।৩।৫।৯, ১২।৩।২।৩ দ্রষ্টব্য) স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, সংবৎসরে তিন শত ষাট অহোরাত্র আছে। এই যে তিন শত ষাট অহোরাত্র, ইহা দিন এবং রাত্রিকে এক ধরিয়া গণনায়।

সপ্ত শতানি বিংশতিশ্চ তস্থুঃ ॥ ২৫ ॥

(ঋ ১।১৬৪।১১)

[অস্মিন্ চক্রে] (এই চক্রে) সপ্ত শতানি বিংশতিশ্চ (সাত শত কুড়ি) [অগ্নেঃ পুত্রাঃ] (অগ্নি অর্থাৎ আদিত্যের পুত্র) আতস্থুঃ (বাস করে) ।

এই সংবৎসর চক্রে সাত শত কুড়ি আদিত্যপুত্র অর্থাৎ অহোরাত্র বাস করে। তিন শত ষাট অহঃ এবং এতৎসংখ্যক রাত্রি।

'সপ্ত চ বৈ শতানি বিংশতিশ্চ সংবৎসরস্যাহোরাত্রাঃ ইতি চ ব্রাহ্মণং বিভাগেন বিভাগেন ॥ ২৬ ॥

সংবৎসরস্য অহোরাত্রাঃ (সংবৎসরের অহোরাত্র) সপ্ত চ বৈ শতানি বিংশতিশ্চ (সাত শত এবং কুড়ি) ইতি চ ব্রাহ্মণং (এই ব্রাহ্মণবাক্যও আছে), বিভাগেন বিভাগেন (অহোরাত্রের সংখ্যা যে সাত শত কুড়ি, ইহা দিন এবং রাত্রির পৃথক্ত্ব বিচারে) । [২]

'সপ্তশতানি বিংশতিশ্চ তস্থুঃ'—এই বাক্য যে সাত-শত কুড়ি অহোরাত্র-বিষয়ক, তৎসমর্থনে ব্রাহ্মণ বাক্য 'সপ্ত চ বৈ শতানি···অহোরাত্রাঃ' (ঐতরেয় ব্রাঃ ২।১৭, শতপথ ব্রাঃ ১২।৩।২।৪ দ্রষ্টব্য)। এই যে সাত শত কুড়ি অহোরাত্র, ইহা দিন ও রাত্রিকে পৃথক্ ধরিয়া গণনায়—সংবৎসরের দিন এবং রাত্রি পৃথক্ পৃথক্ গণনা করিলে ইহাদের সংখ্যা হয় সাত শত কুড়ি। 'বিভাগেন' পদের দুই বার প্রয়োগ হইয়াছে অধ্যায় পরিসমাপ্তি সূচনার্থ।

॥ সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

॥ চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

১। সমাসেনাহোরাত্রয়োরেকত্বেন (দ্রঃ)।

২। অহোরাত্রয়োর্বিভাগেন (দ্রঃ)।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

'সস্নিমবিন্দচ্চরণে নদীনাম্' ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।১৩৯।৬)

[ইন্দ্রঃ] (ইন্দ্র) নদীনাং চরণে (শব্দকারী জলের বিচরণস্থলে অর্থাৎ অন্তরিক্ষলোকে)[১] সস্নিম্ (মেঘ) অবিন্দৎ (লাভ করিলেন অর্থাৎ দেখিতে পাইলেন)।

'সস্নি' শব্দ অনবগতসংস্কার ; 'সংস্নাত' শব্দ অবগত।

সস্নিং সংস্নাতং মেঘম্ ॥ ২ ॥

সস্নিম্=সংস্নাতম্ (জলপরিবেষ্টিত, অথবা সর্ব্বদিকে পরিস্রুত, অথবা বিশুদ্ধ)[২] =মেঘম্।

'সংস্নাত' শব্দ 'সং'পূর্ব্বক 'স্না' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'সস্নি' শব্দ সংস্নাত' শব্দেরই রূপান্তর এবং ইহার অর্থ মেঘ। যে সমস্ত শব্দের প্রকৃতি এবং প্রত্যয় জানা যায় না, যে সমস্ত শব্দের অর্থ অপ্রসিদ্ধ এবং যে সমস্ত শব্দ উণাদিপ্রত্যয়-নিষ্পন্ন, তাহারা অনবগতসংস্কার—ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

'বাহিষ্ঠো বাং হবানাং স্তোমো দূতো হুবন্নরা' ॥ ৩ ॥

(ঋ ৮।২৬।১৬)

নরা (হে নরৌ—হে সকলের নেতা অশ্বিদ্বয়) হবানাং (আহ্বানসমূহের) বাহিষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠ বহনকারী) স্তোমঃ (স্তোম) দূতঃ [ইব] (দূতের ন্যায়) বাং (তোমাদের উভয়কে) হুবৎ (আহ্বান করুক)।[৩]

যজমান দেবতার হব বা আহ্বান করেন ; শ্রেষ্ঠ বাহকরূপে স্তোম (স্তোত্রসমষ্টি) এই আহ্বান দেবতার সমীপে পৌঁছাইয়া দেয়—স্তোম দূতের ন্যায় কার্য্য করে।

বোঢ়ৃতমো হ্বানানাং স্তোমো দূতো হুবন্নরৌ ॥ ৪ ॥

বাহিষ্ঠঃ হ্বানাং=বোঢ়ৃতমঃ হ্বানানাম্ (আহ্বানসমূহের শ্রেষ্ঠ বহনকারী); স্তোমো দূতো হুবন্নরা—এই স্থলে, নরা=নরৌ (সম্বোধনের দ্বিবচন)।

১। যত্র নদনা আপশ্চরন্তি গচ্ছন্তি তত্রালক্ত, অন্তরিক্ষলোকে ইত্যর্থঃ (দুঃ)।

২। অদ্ভিঃ পরিবেষ্টিতং সর্ব্বতঃ পরিস্রুতং ধৌতং বা মেঘম্ (দুঃ)।

৩। বাহিষ্ঠঃ অতিশয়েন বোঢ়া…অয়মেব দূত ইব যুবাং হুবৎ আহ্বয়দিত্যর্থঃ (দুঃ)।

'বাহিষ্ঠ' শব্দ অনবগত ; বোঢ়ৃতম শব্দ অবগত।[১]

নরা মনুষ্যা নৃত্যন্তি কর্ম্মসু ॥ ৫ ॥

মনুষ্যাঃ নরাঃ (মনুষ্যবাচক 'নর' শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে) কর্ম্মসু (কর্ম্মে) নৃত্যন্তি (নৃত্য অর্থাৎ গাত্র সঞ্চালন করে)।

মন্ত্রে 'নর' শব্দ অগ্নিবিষয় বিষয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গত মনুষ্যবাচক 'নর' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। গাত্রবিক্ষেপার্থক 'নৃৎ' ধাতু হইতে 'নর' শব্দের নিষ্পত্তি ; নর কর্ম্মানুষ্ঠানকালে পুনঃ পুনঃ গাত্রবিক্ষেপ বা অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া থাকে।[২]

দূতো জবতের্বা দ্রবতের্বা বারয়তের্বা ॥ ৬ ॥

দূতঃ ('দূত' শব্দ) জবতেঃ বা (হয় 'জু' ধাতু হইতে) দ্রবতেঃ বা (আর না হয় 'দ্রু' ধাতু হইতে) বারয়তেঃ বা (অথবা ণিজন্ত 'বৃ' ধাতু হইতে) [নিষ্পন্নঃ] (নিষ্পন্ন)।

দূত শব্দ (১) গত্যর্থক 'জু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে—জুত—দূত; দূত বার্ত্তাবহরূপে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে ;[৩] (২) গত্যর্থক 'দ্রু' ধাতু হইতেও নিষ্পন্ন হইতে পারে—দ্রুত—দূত ;[৪] (৩) অথবা বারণার্থক ণিজন্ত 'বৃ' ধাতু হইতেও নিষ্পন্ন হইতে পারে—বারয়িতা—দূত ; দূত অন্যকলহাদিরূপ অনর্থ নিবারণ করে।[৫]

'দূত' শব্দ অনবগত ; 'জুত' শব্দ, 'দ্রুত' শব্দ এবং 'বারয়িতৃ' শব্দ অবগত।[৬]

'দূতো দেবানামসি মর্ত্ত্যানাম্'[৭] (ঋ ১০।৪।২)
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৭ ॥

[হে অগ্নে] মর্ত্ত্যানাং (মনুষ্যদিগের) দূতঃ (দূত তুমি) দেবানাং (দেবগণের সমীপে) [প্রেরিত] অসি (হও)।

ভিন্নভাবে 'দূত' শব্দের নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। "মনুষ্যগণ তোমাকে দূতের ন্যায় দেবতাদিগের নিকট প্রেরণ করে" (রমেশচন্দ্র)।

১। বাহিষ্ঠ ইত্যেতদনবগতম্, বোঢ়ৃতম ইত্যবগমঃ (দুঃ)।

২। মনুষ্যা অপি হি নরা উচ্যন্তে, তে হি নৃত্যন্তি গাত্রাণি পুনঃ পুনঃ প্রক্ষিপন্তি, কর্ম্মসু উপস্থিতেষু তাননুতিষ্ঠমানাঃ (দুঃ)।

৩। জবতের্বা গত্যর্থস্য। স হি গচ্ছতি (দুঃ)।

৪। দ্রবতের্বা গত্যর্থস্যৈব (দুঃ)।

৫। বারয়তের্বা—স হি বারয়ত্যনর্থান্ (দুঃ)।

৬। 'দূতঃ' ইত্যনবগতম ; 'জুতঃ' ইতি প্রাপ্যম্ (নির্ ৬।২৩)।

৭। এই অংশ বহু পুস্তকে নাই।

বাবশানো বষ্টের্বা বাশ্যতের্বা ॥ ৮ ॥

বাবশানঃ ('বাবশান' শব্দ) বষ্টেঃ বা (হয় 'বশ্' ধাতু হইতে) বাশ্যতেঃ বা (আর না হয় 'বাশ্' ধাতু হইতে) [নিষ্পন্ন]।

'বাবশান' শব্দ অনবগত ; কান্ত্যর্থক (ইচ্ছার্থক) 'বশ্' ধাতু হইতে অথবা শব্দার্থক 'বাশ্' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে।

'সপ্ত স্বসরারুষীর্বাবশানঃ' (ঋ ১০।৫।৫)
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৯ ॥

বাবশানঃ (কাময়মান অথবা শব্দকারী অগ্নি) সপ্ত (সপ্তসংখ্যক) অরুষীঃ (প্রদীপ্ত) স্বসৃঃ (পরস্পর ভগিনীভূত অথবা সহসর্পণশীল শিখাসমূহকে) [উজ্জভার] (ঊর্ধ্বে প্রেরণ করিলেন); ইত্যপি নিগমো ভবতি—এই বৈদিক বাক্যও আছে।

'বশ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিলে 'বাবশান' শব্দের অর্থ হইবে কাময়মান এবং 'বাশ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করিলে ইহার অর্থ হইবে শব্দকারী। স্বসৃ—অগ্নির শিখাসমূহ পরস্পর পরস্পরের ভগিনীতুল্য, এক অগ্নি হইতেই সকলের জন্ম বলিয়া ; [১] অথবা, 'স্বসৃ' শব্দ 'সৃপ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—শিখাসমূহ স্বসৃ অর্থাৎ সহসর্পণশীল (একসঙ্গেই প্রসৃত হইয়া থাকে)। [২]

বার্য্যং বৃণোতেরথাপি বরতমম্ ॥ ১০ ॥

বার্য্যং ('বার্য্য' শব্দ) বৃণোতেঃ ('বৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); অথাপি বরতমম্ (আর ইহার অর্থ কদাচিৎ বরতম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতমও হইতে পারে)। [৩]

'বার্য্য' শব্দ অনবগত। 'বৃ' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—ইহার অর্থ হইবে বরণীয় (প্রার্থনীয়); অথবা, ইহার অর্থ—বরতম (অতিশয় শ্রেষ্ঠ)।

তদ্বার্য্যং বৃণীমহে বরিষ্ঠং গোপয়ত্যম্ ॥ ১১ ॥
(ঋ ৮।২৫।১৩)

বরিষ্ঠং (অতিপ্রভূত) গোপয়ত্যং (রক্ষণযোগ্য) বার্য্যং (বরণীয়, অথবা অতি শ্রেষ্ঠ), তৎ (সেই ধন) [৪] বৃণীমহে (যেন লাভ করি)।

১। স্বসৃঃ স্বনায়ো ভগিন্য ইব বা হর্চিষঃ সমানজন্মত্বাৎ (দুঃ)।

২। অথবা সহ সর্পনাৎ স্বসারঃ তা হি সহ সর্পন্তি (দুঃ)।

৩। বরয়িতব্যং ভবতি তদ্বার্য্যমিত্যুচ্যতে অথাপি কদাচিৎ বার্য্যশব্দেন যদ্ বরতমং শ্রেষ্ঠতমং কিঞ্চিৎ ভবতি তদুচ্যতে (দুঃ); বার্য্যং বরণীয়মতিশয়েন বরং শ্রেষ্ঠং বা (বেঃ রাঃ)।

৪। এবমত্র চ…বার্য্যশব্দো ধনবিশেষণমিত্যুপপদ্যতে (দুঃ)।

তদ্বার্য্যং বৃণীমহে বর্ষিষ্ঠং[১] গোপায়িতব্যং গোপয়িতারো যূয়ং স্থ যুষ্মভ্যমিতি বা ॥ ১২ ॥

তদ্বার্য্যং বৃণীমহে বরিষ্ঠং — তদ্বার্য্যং বৃণীমহে বর্ষিষ্ঠম্; 'বরিষ্ঠ' শব্দের অর্থ বর্ষিষ্ঠ; বর্ষিষ্ঠ — অতি বৃদ্ধ অর্থাৎ অতি প্রভূত — বৃদ্ধ + ইষ্ঠ। গোপয়ত্যম্ — ইহার অর্থ হইতে পারে (১) গোপায়িতব্যম্ অর্থাৎ রক্ষণার্হ (২) গোপায়িতারঃ যূয়ং স্থ — যস্ত ধনস্য গোপায়িতারঃ যূয়ং স্থ ভবিষ্যথ অর্থাৎ যে ধনের রক্ষক হইতেছ তোমরা (মিত্র ও বরুণ) (৩) অথবা, যুষ্মভ্যং — যৌষ্মাকীণং যদ্ ভবতি অর্থাৎ যে ধন তোমাদের (তোমরা যে ধনের অধিপতি)।[২]

অন্ধ ইত্যন্ননামাধ্যানীয়ং ভবতি ॥ ১৩ ॥

অন্ধঃ ইতি অন্ন নাম ('অন্ধস্' শব্দ অন্নবাচক), আধ্যানীয়ং ভবতি (ধ্যাতব্য বা চিন্তনীয় হয়)।

'অন্ধস্' শব্দ অনবগত; ইহা অন্নবাচক (নিঃ ২।৭)। 'আঙ্'পূর্ব্বক 'ধ্যৈ' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি;[৩] আধ্যানীয় — অন্ধঃ — অন্ধঃ বা অন্ন আধ্যানীয় বা বিশেষরূপে ধ্যাতব্য — প্রীতি এবং শরীর-স্থিতি অন্নের উপর নির্ভর করে বলিয়া সকলেরই ইহা চিন্তার বিষয়ীকৃত বস্তু।[৪]

'আমত্রেভিঃ সিঞ্চতা মদ্যমন্ধঃ ॥ ১৪ ॥

(ঋ ২।১৪।১)

[হে অধ্বর্য্যুগণ] অমত্রেভিঃ (চমসনামক পাত্রের দ্বারা)[৫] মদ্যম্ (মাদক) অন্ধঃ (সোমাখ্য অন্ন)[৬] আসিঞ্চতা (অগ্নিতে প্রক্ষেপ কর)[৭]।

আমত্রেভিঃ = আ + অমত্রেভিঃ (অমত্রৈঃ — পা ৭।১।১০); 'আ' উপসর্গ সিঞ্চত ক্রিয়ার সহিত অন্বিত (পাঃ ১।৪।৮২); আসিঞ্চতা — আসিঞ্চত (পাঃ ৬।৩।১৩৭)।

অমত্রং পাত্রম্, অমা অস্মিন্নদন্তি, অমা পুনরনির্ম্মিতং ভবতি, পাত্রং পানাৎ ॥ ১৫ ॥

অমত্রং — পাত্রম্ ('অমত্র' শব্দের অর্থ পাত্র); অমাঃ (অমা) অস্মিন্ (ইহাতে) অদন্তি (ভোজন করে); অমা পুনঃ ('অমা' শব্দের অর্থ আবার) অনির্ম্মিতং ভবতি (অপরিমাণ); পাত্রং ('পাত্র' শব্দ) পানাৎ ('পা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

১। 'বরিষ্ঠম্' — এইরূপ পাঠও বহু পুস্তকে আছে।
২। দুর্গাচার্য্য এবং দেবরাজ দ্রষ্টব্য।
৩। বৈয়াকরণ-মতে 'অন্ধস্' শব্দ 'অদ্' ধাতু নিষ্পন্ন (উ ৬৫৫)।
৪। আভিমুখ্যেন হি ধ্যাতব্যং সর্ব্বেষামন্নং প্রীতেঃ শরীরস্থিতেশ্চ তদায়ত্তত্বাৎ (দুঃ বাঃ)।
৫। অমত্রৈঃ পাত্রৈশ্চমসাখ্যৈঃ (স্কঃ ভাঃ), অমত্রৈঃ পাত্রৈঃ এভিঃ সোমচমসৈঃ (দুঃ)।
৬। এতৎ সোমাখ্যম্ অন্ধঃ (দুঃ)।
৭। আসিঞ্চত অগ্নৌ জুহুতেত্যর্থঃ (স্কঃ ভাঃ)।

'অমত্র' শব্দ অমা+অদ্ হইতে নিষ্পন্ন ; 'অমা' শব্দের অর্থ—অপরিমিত অর্থাৎ অসংখ্য ; কত লোক যে একে একে একই পাত্রে ভোজন করে তাহার পরিমাণ বা সংখ্যা নাই।[১] প্রসঙ্গতঃ 'পাত্র' শব্দেরও নির্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। পানার্থক 'পা' ধাতু হইতে 'পাত্র' শব্দের নিষ্পত্তি (উ ৬৭১) ; পাত্রের দ্বারা উদকাদি পান করা হয়।

তমোঽপ্যন্ধ উচ্যতে, নাস্মিন্ ধ্যানং ভবতি, ন দর্শনম্, অন্ধন্তম ইত্যভিভাষন্তে ॥ ১৬ ॥

তমঃ অপি অন্ধঃ উচ্যতে (তমও 'অন্ধস্' শব্দের বাচ্য)। ন অস্মিন্ ধ্যানং ভবতি, ন দর্শনম্ (ইহাতে ধ্যান হয় না অর্থাৎ দর্শন হয় না) ; অন্ধং তমঃ ইতি অভিভাষন্তে ('অন্ধ তম' এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকেন)।

'অন্ধস্' শব্দ মাত্র অনবগতসংস্কারই নহে, অনেকার্থকও বটে—ইহার আর এক অর্থ তম বা অন্ধকার। এতৎপক্ষে 'নঞ্'পূর্ব্বক 'ধ্যৈ' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি করিতে হইবে ; ইহাতে (অন্ধকারে) ধ্যান অর্থাৎ দর্শন হয় না অর্থাৎ কিছুই দেখা যায় না। ন ধ্যানং ভবতি—ইহার অর্থই 'ন দর্শনং (ভবতি)। অন্ধং তমঃ—এইরূপ প্রয়োগও পরিদৃষ্ট হয়, (যজুঃ ৪০।১২ দ্রষ্টব্য)। ঈদৃশ স্থলে 'অন্ধ' অকারান্ত এবং 'নঞ্'পূর্ব্বক 'ধ্যৈ' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন ; ইহার অর্থ—অবিদ্যমান ধ্যান যাহাতে অর্থাৎ অত্যন্ত দর্শনরহিত বা দৃষ্টিনিরোধক।[২] অন্ধম্ অদর্শনাত্মকং তমোঽজ্ঞানম্……(মহীধর)।

অয়মপীতরোঽন্ধ এতস্মাদেব ॥ ১৭ ॥

অয়ম্ অপি ইতরঃ অন্ধঃ (আর এই অন্য অন্ধ) এতস্মাৎ এব (দর্শনাভাবনিবন্ধনই)।[৩]

অন্ধ অর্থে অর্থাৎ চক্ষুহীনকে বুঝাইতে যে 'অন্ধ' শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহাও 'নঞ্'পূর্ব্বক 'ধ্যৈ' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন ; চক্ষুহীনে ধ্যান অর্থাৎ দর্শন বা দৃষ্টিশক্তি নাই।

'পশ্যদক্ষণ্বান্ন বিচেতদন্ধঃ' (ঋ ১।১৬৪।১৬)
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৮ ॥

অক্ষণ্বান্ (চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি) পশ্যৎ (পশ্যন্ আস্তে—দেখিতে পায়), অন্ধঃ (চক্ষুহীন ব্যক্তি) ন বিচেতৎ (ন বিজানাতি—জানিতে পারে না) ; ইতি অপি নিগমঃ ভবতি (এই বৈদিক-বাক্যও আছে)।

১। অমা ভবত্যপরিমাণম্ (স্কঃ স্বাঃ) ; অমাশব্দেন পুনর্যদনির্দ্দিষ্টম্ অপরিমাণং কিঞ্চিদ্ ভবতি তদুচ্যতে, নহি তেষাং পরিমাণমস্তি যাবন্তস্তস্মিন্নদন্তি (দুঃ)।

২। অন্ধমবিদ্যমানং ধ্যানং [যত্র], অত্যন্তদর্শনরহিতমিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ) ; অত্র ধ্যায়তি নঞ্পূর্ব্বঃ অবিদ্যমানং ধ্যানং দর্শনমস্মিন্ আলোকাভাবাৎ (দেঃ রাঃ)।

৩। এতস্মাদেব দর্শনাভাবাৎ (স্কঃ স্বাঃ) ; চক্ষুর্হীনেঽন্ধকারান্তমিদম্ (দেঃ রাঃ)।

চক্ষুহীন বাচক 'অন্ধ' শব্দের নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। অক্ষণ্বান্ বা চক্ষুষ্মান্—জ্ঞানী ; অন্ধ বা চক্ষুহীন—বেদবিদ্যাবিহীন অজ্ঞান ব্যক্তি।

॥ প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অসশ্চন্তী ভূরিধারে পয়স্বতী ॥ ১ ॥

(ঋ ৬০।৭০।২)

মন্ত্রাংশের তিনটি পদই দ্যাবা-পৃথিবীর বিশেষণ। ইহাদের ব্যাখ্যা ভাষ্যকার নিজেই করিতেছেন ; ইহাদের মধ্যে 'অসশ্চন্তী' পদ অনবগত।[১]

অসজ্যমানে ইতি বা, অব্যুদস্যন্ত্যাবিতি বা ; বহুধারে ; উদকবত্যৌ ॥ ২ ॥

অসশ্চন্তী = অসজ্যমানে ইতি বা (হয় অসজ্যমান অর্থাৎ পরস্পর অসঙ্গত বা অসংশ্লিষ্ট)[২] অব্যুদস্যন্ত্যৌ ইতি বা (আর না হয় অনুপক্ষীণ, অথবা অবিপর্য্যস্ত)[৩] ; ভূরিধারে—বহুধারে (প্রভূত জলক্ষরণকারিণী অথবা ভূতসমূহের ধারয়িত্রী)[৪] ; পয়স্বতী = উদকবত্যৌ (উদক-বিশিষ্টা)।

অসশ্চন্তী, পয়স্বতী—দ্বিবচনের অর্থে একবচন। 'সচ্' (ছান্দসশকারোপজনে 'সশ্চ্') ধাতুর পদ অসশ্চন্তী ;[৫] নিঘণ্টুতে 'সচ্' ধাতু গমনার্থক, সশ্চতি—গচ্ছতি (২।১৪)। ধাতুপাঠে 'সচ্' ধাতু সমবায়ার্থক।

বনুষ্যতির্হন্তিকর্ম্মানবগতসংস্কারো ভবতি ॥ ৩ ॥

বনুষ্যতিঃ ('বনুষ্যতি' পদে 'বন্' ধাতু) হন্তিকর্ম্মা (হননার্থক) ; অনবগতসংস্কারঃ ভবতি (এই পদটি অনবগতসংস্কার)।

বনুষ্যতি 'বন্' ধাতুর লটের পদ ; 'বন্' ধাতু (ভ্বাদি) হিংসার্থক। বনতি—বনুষ্যতি (কণ্ড্বাদিত্বাৎ যক্, উকার ও ষকারের আগম)। ঐকপদিক প্রকরণে অনবগতসংস্কার বহু পদ প্রদর্শিত হইবে, ইহা ভাষ্যকার চতুর্থাধ্যায়ের প্রারম্ভে সাধারণভাবে বলিয়াছেন। 'বনুষ্যতি' পদ সম্বন্ধে এখানে আবার পৃথক্ ভাবে 'অনবগতসংস্কারো ভবতি'—এইরূপ বলায় শব্দ অর্থাৎ পদের আকৃতি এবং অর্থ উভয়ই যে অনবগত, ইহাই জ্ঞাপিত হইতেছে।[৬] আকৃতি অনবগত—কারণ, উকার, ষকার এবং যকারের আগম ব্যাকরণের নিয়মানুসারে হয় নাই এবং অর্থ অনবগত—কারণ, 'বন্' ধাতুর হন্ত্যর্থে পাঠ থাকিলেও এই অর্থ প্রসিদ্ধ নহে।[৭]

১। 'অসশ্চন্তী' ইত্যনবগতম্ (দুঃ)।

২। অসশ্চন্তী অসজ্যমানে অসংশ্লিষ্যমাণে পরস্পরতঃ, এতে দ্যাবাপৃথিব্যৌ (দুঃ)।

৩। অনুপক্ষীয়ন্ত্যৌ, অবিপর্য্যস্যন্ত্যৌ বা ; নহি উপক্ষীয়েতে বিপর্যস্যেতে বা (দুঃ)।

৪। বহূদকপ্রক্ষরণস্বভাবে এব, অথবা—বহু ভূতং ধারয়িত্র্যৌ (দুঃ)।

৫। সচতেরেব ছান্দসঃ শকার উপজনঃ (দেঃ রাঃ)।

৬। অনবগতসংস্কারে চ সতি পুনর্বচনমুভয়ানবগতত্বপ্রদর্শনার্থমিতি কেচিৎ (স্কঃ স্বাঃ)।

৭। বনতো নায়ং হন্ত্যর্থত্বে তু প্রসিদ্ধঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

'বনুষ্যাম বনুষ্যতঃ' (ঋ ৮।৪০।৭)
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৪ ॥

বনুষ্যতঃ (হিংসাকারীদিগকে)[১] বনুষ্যাম (যেন হিংসা করিতে পারি)—ইত্যপি নিগমো ভবতি (এই বৈদিকবাক্যও আছে)।

হিংসার্থে 'বন্' ধাতুর নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। স্কন্দস্বামীর মতে, বনুষ্যাম = হন্যাম (বিধিলিঙের পদ); দুর্গাচার্যের মতে, বনুষ্যাম = বনুষ্যামঃ = হন্মঃ (লটের পদ)।

দীর্ঘপ্রযজ্যুমতি যো বনুষ্যতি বয়ং জয়েম পৃতনাসু দূঢ্যঃ ॥ ৫ ॥
(ঋ ৭।৮২।১)

যঃ (যে) দীর্ঘপ্রযজ্যুম্ (দীর্ঘকাল যজ্ঞকারী ব্যক্তিকে) অতি বনুষ্যতি (হিংসা করে) বয়ং (আমরা) দূঢ্যঃ (দূঢ্যং তম্—সেই পাপবুদ্ধিকে) পৃতনাসু (সংগ্রামে) জয়েম (যেন জয় করিতে পারি)।

'বনুষ্যতি' পদের দ্বারাও 'বন্' ধাতুর নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। 'বন্' ধাতুর হিংসার্থে প্রয়োগ অল্প, সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় না ; এইজন্যই ভাষ্যকারকর্তৃক নিগমদ্বয় পঠিত হইয়াছে।[২] উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন—

দীর্ঘপ্রততযজ্ঞমভিজিঘাংসতি যো বয়ং তং জয়েম পৃতনাসু
দূঢ্যং দুর্ধিয়ং পাপধিয়ম্ ॥ ৬ ॥

দীর্ঘপ্রযজ্যুম্ অতি যো বনুষ্যতি = দীর্ঘপ্রততযজ্ঞং যঃ অভিজিঘাংসতি (দীর্ঘকাল যিনি যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন অর্থাৎ যিনি নিত্যযাযজূক বা অগ্নিহোত্রী[৩] তাঁহাকে যে হিংসা করে)। দীর্ঘপ্রযজ্যুম্ = দীর্ঘপ্রততযজ্ঞম্ ; অতি যঃ বনুষ্যতি = যঃ অতিবনুষ্যতি = যঃ অভিজিঘাংসতি ; 'অতি' অব্যয়—'অভি' অর্থে প্রযুক্ত।[৪] বয়ং জয়েম পৃতনাসু দূঢ্যঃ = বয়ং তং[৫] জয়েম পৃতনাসু দূঢ্যম্ ; দূঢ্যং = দুর্ধিয়ং = পাপধিয়ম্ (মন্ত্রে 'দূঢ্যঃ' প্রথমান্ত হইলেও দ্বিতীয়ার অর্থ প্রকাশ করিতেছে ; 'দূঢ্য' শব্দের অর্থ—দুর্ধী অর্থাৎ পাপধী বা পাপবুদ্ধি)।

পাপঃ পাতাঽপেয়ানাং পাপত্যমানোঽবাঙেব পততীতি বা
পাপত্যতের্বা স্যাৎ ॥ ৭ ॥

পাপঃ (পাপকারী জন) অপেয়ানাং (অপেয় সুরাদি নিষিদ্ধ দ্রব্যের) পাতা (পান কর্তা)

১। বনুষ্যতঃ হতবান্ (স্কঃ স্বাঃ)।
২। অল্পপ্রয়োগবিষয়ত্বাদ্ ভাষ্যকারেণ নিগমদ্বয়ং পঠিতম্ (দুঃ)।
৩। নিত্যযাযজূকম্, অগ্নিহোত্রিণম্ (দুঃ)।
৪। অতীত্যব্যয়মভীত্যস্য স্থানে (স্কঃ স্বাঃ)।
৫। বচ্ছন্দস্যতেস্তস্য দোঽধ্যাহার্যঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

পাপত্যমানঃ (পাপকর্ম্মের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পাত্যমান হইয়া) অবাঙ্ এব পততি (নিম্নে অর্থাৎ নরকেই পতিত হয়)—ইতি বা (ইহাই বা 'পাপ' শব্দের ব্যুৎপত্তি), বা (অথবা) পাপত্যতেঃ স্যাৎ (যঙ্লুগন্ত 'পত্' ধাতু হইতে 'পাপ' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে)।

প্রসঙ্গতঃ 'পাপ' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিতেছেন :—(১) পাপ = পাপী ; পাপী অপেয় অর্থাৎ প্রতিষিদ্ধ সুরাদি পান করিয়া থাকে এবং সকল প্রকারের অকার্য্যই করিয়া থাকে (পাতা + অপেয় = পাতা + অপ = পা + অপ = পাপ) ;[১] (২) পাপী পাপকর্ম্মের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পাত্যমান হইয়া অবাঙ্ অর্থাৎ নিম্নে বা নরকেপ তিত হয়[২] (পাপত্যমান + অবাঙ্ = পা + অব = পাব = পাপ) ; (৩) যঙ্লুগন্ত 'পত্' ধাতু হইতেও 'পাপ' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—পাপী সর্ব্বদাই শ্রেয় হইতে অতীব পতিত হয়।[৩] বৈয়াকরণ মতে—'পা' ধাতুর উত্তর 'প' প্রত্যয়ে (উ ৩০৩) পাপম্ ; পাপম্ অস্যাস্তীতি পাপঃ (অর্শআদিভ্য অচ্)।[৪]

তরুষ্যতিরপ্যেবংকর্ম্মা ॥ ৮ ॥

তরুষ্যতিঃ অপি (তরুষ্যতি পদে 'তৃ' ধাতুও) এবংকর্ম্মা (এতদর্থক অর্থাৎ হিংসার্থক)।

অর্থ এবং আকৃতি, এই উভয় দিক্ দিয়াই তরুষ্যতি পদ অনবগত ; অর্থতঃ অনবগত এইজন্য যে, 'তৃ' ধাতুর হিংসার্থে প্রয়োগ থাকিলেও[৫] তাহা অতি বিরল এবং আকৃতির দিক্ দিয়া অনবগত এইজন্য যে, উকার, ষকার এবং যকারের আগম ব্যাকরণ-শাস্ত্রানুযায়ী নহে।

'ইন্দ্রেণ যুজা তরুষেম বৃত্রম্' (ঋ ৭।৪৮।২)
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রেণ যুজা (ইন্দ্রকে সহায় পাইয়া)[৬] বৃত্রম্ (বৃত্রকে) তরুষেম (যেন হনন করিতে পারি), ইত্যপি নিগমো ভবতি। এই (বৈদিকবাক্যও আছে)।

'তৃ' ধাতুর হিংসার্থে নিগম প্রদর্শিত হইয়েছে।

ভন্দনা ভন্দতেঃ স্তুতিকর্ম্মণঃ ॥ ১০ ॥

ভন্দনা ('ভন্দনা' শব্দ) স্তুতিকর্ম্মণঃ (স্তুত্যর্থক) ভন্দতেঃ ('ভন্দ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

ধাতুপাঠে 'ভন্দ্' ধাতু—কল্যাণে সুখে চ, স্তুত্যর্থে অপ্রসিদ্ধ ; নিঘণ্টুতে (৩।১৪) অবশ্য ইহার অর্চ্চনার্থ বা স্তুত্যর্থে পাঠ আছে। আকৃতির দিক্ দিয়াও পদটি অপ্রসিদ্ধ—নপুংসকে

১। অপেয়ানামপাতব্যানাং প্রতিষিদ্ধানাং সুরাদীনাম্, অকার্য্যমাত্রোপলক্ষণমেতৎ (স্কঃ ষাঃ)।
২। পাপত্যমানঃ পুনঃ পুনঃ পাত্যমানস্তেনৈব পাপেন কর্ম্মণা, অবাঙেব নরকমেব পততি (দুঃ)।
৩। নিত্যমত্যর্থং শ্রেয়সঃ পতভীতি পতভের্যঙ্লুগন্তাৎ…(স্কঃ ষাঃ)।
৪। পাতি রক্ষত্যস্মাদাত্মানমিতি পাপম্, তদ্যোগাৎ পাপঃ (সিঃ কৌঃ)।
৫। তরতি মৃত্যুং, তরতি পাপ্মানং, তরতি ব্রহ্মহত্যাম্—ইত্যাদি স্থলে 'তৃ' ধাতু হত্যার্থ।
৬। যুজ্যত ইতি যুক্ সহায়ঃ ইন্দ্রেণ সহায়েন (স্কঃ ষাঃ)।

ভাববাচ্যে হওয়া উচিত 'ভন্দনম্' ; স্ত্রীলিঙ্গে হওয়া উচিত 'ভন্দনী'। কাজেই 'ভন্দনা' শব্দ অর্থ এবং আকৃতি উভয়তই অনবগত।

'পুরুপ্রিয়ো ভন্দতে ধামভিঃ কবিঃ' (ঋ ৩।৩।৪)
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১১ ॥

পুরুপ্রিয়ঃ (বহু কামাবস্তু প্রিয় যাহার ঈদৃশ)[১] কবিঃ (মেধাবী স্তোতা) ধামভিঃ (দেবতার নামসমূহের দ্বারা) ভন্দতে (স্তুতি করেন)—ইত্যপি নিগমো ভবতি (এই বৈদিকবাক্যও আছে)।

'ভন্দ্' ধাতুর স্তুত্যর্থে নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। ধামভিঃ—নামভিঃ (নিরু ৯।২৮ দ্রষ্টব্য)।

'স ভন্দনা উদিয়র্ত্তি প্রজাবতীঃ' (ঋ ৯।৮৬।৪১)
ইতি চ ॥ ১২ ॥

সঃ (তিনি) প্রজাবতীঃ (আহুতিসমন্বিত, অথবা—সন্তানদাতৃফলক)[২] ভন্দনাঃ (স্তুতি-সমূহ) উদিয়র্ত্তি (উচ্চারণ করেন) ইতি চ (ইহাও নিগম বা বৈদিকবাক্য)।

প্রথমে 'ভন্দ্' ধাতুর নিগম প্রদর্শন করিয়া পরে 'ভন্দনা' শব্দের নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। 'ভন্দনা' শব্দের অর্থ—স্তুতি।

"অন্যেন মদাহনো যাহি তূয়ম্" ॥ ১৩ ॥
(ঋ ১০।১০।৮)

[হে] আহনঃ (হে ব্যথাদায়িনি) মৎ অন্যেন (মদ্ব্যতিরিক্ত অন্য পুরুষের সহিত) তূয়ম্ (তূর্ণং—ক্ষিপ্র) যাহি (মৈথুন প্রাপ্ত হও)।[৩]

দশমমণ্ডলের দশমসূক্তেরই মন্ত্রাংশ—'অন্যেন মদাহনঃ' ইত্যাদি। এই সূক্তটি অতি প্রসিদ্ধ। যম ও যমী যমজ ভ্রাতা-ভগিনী; ভগ্নী যমী যমের সহবাস প্রার্থনা করিলে যম নানাভাবে তাহাকে এই পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিতেছেন। যম বলিতেছেন—হে মর্ম্মপীড়াদায়িনি, তুমি অন্য পুরুষের সঙ্গসুখ লাভ কর; আমি এই পাপকার্য্যে সম্মত হইতে পারি না।

আহনঃ—সম্বোধনের একবচনের পদ; পদটি অনবগত, কারণ, অর্থ প্রতীয়মান নহে।[৪] ইহার অর্থ—'হে আঘাতকারিণি' অর্থাৎ 'হে মর্ম্মপীড়াদায়িনি'।

১। পুরুপ্রিয়ঃ বহুকামপ্রিয়ঃ (দুঃ)।

২। প্রজাশব্দেন যজমানবাদাহুতয় উচ্যন্তে তাভিস্তদ্বতীরাহুতিসংযুক্তা ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ), প্রজাসংযুক্তাঃ প্রজাদিন্য ইত্যর্থঃ (দুঃ)।

৩। তূয়ং যাহি গচ্ছ; তূয়ং তূর্ণং ক্ষিপ্রং যাহি সামর্থ্যাৎ মৈথুনম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। 'আহনঃ' ইত্যেতৎ পদং সম্বোধনমনবগতম্, অপ্রতীয়মানার্থত্বাৎ (দুঃ)।

অগ্নেন্ মদাহনো গচ্ছ ক্ষিপ্রম্ ॥ ১৪ ॥

ইহা উদ্ধৃত অংশেরই ব্যাখ্যা। যাহি—গচ্ছ ; তূয়ং—ক্ষিপ্রম্।

আহংসীব ভাষমাণেত্যসভ্যভাষণাদাহনা ইব
ভবত্যেতস্মাদাহনঃ স্যাৎ ॥ ১৫ ॥

ইতি ভাষমাণা (ঈদৃশ ভাষণকারিণী তুমি) আহংসি ইব (আমাকে যেন আঘাত করিতেছ); অসভ্যভাষণাৎ (অসভ্য উক্তি নিবন্ধন) আহনাঃ ইব ভবতি (আহনাঃ অর্থাৎ আঘাতকারিণীর ন্যায় হয়), এতস্মাৎ (এই 'আহনস্' শব্দ হইতেই) আহনঃ ('আহনঃ' পদের সিদ্ধি)।

লৌকিক ব্যবহারেও যদি কোন রমণী অন্যায় কথা বলে, তাহাকে বলা হয়—তুমি এইরূপ বলিয়া আঘাত করিতেছ। কাজেই অসভ্য উক্তি যে রমণী করে তাহাকে 'আহনাঃ' বলিয়া অভিহিত করা যায়। 'আঙ্'পূর্ব্বক 'হন্' ধাতুর উত্তর 'অসুন্' (উণাদি) প্রত্যয়ে ইহার নিষ্পত্তি ; সম্বোধনে 'আহনঃ'। এই ব্যাখ্যা স্কন্দস্বামীর।[১] দুর্গাচার্য্যের ব্যাখ্যা অন্য প্রকারের এবং অবিশদ। উদ্ধৃত মন্ত্রাংশে, 'আহনঃ' পদ সম্বোধনান্ত—এই বিষয়ে তিনি স্কন্দস্বামীর সহিত একমত ; কিন্তু তাঁহার মতে 'এতস্মাদেব আহনঃ স্যাৎ,' ইহার অর্থ—এই কারণেই অর্থাৎ অসভ্যভাষিণী রমণীকে 'আহনাঃ' বলা হয় বলিয়া, অসভ্যভাষী পুরুষকেও 'আহনঃ' বলা যাইতে পারে।[২] 'অযজ্ঞিয়ো বৈ পুরুষোঽমেধ্য আহনঃ স্যাজ্জায়ত ইতি বিজ্ঞায়তে'—এই ব্রাহ্মণবাক্য তিনি তাঁহার মতের সমর্থনে উদ্ধৃত করেন।

ঋষির্নদো ভবতি নদতেঃ স্তুতিকর্ম্মণঃ ॥ ১৬ ॥

ঋষিঃ নদঃ ভবতি ('নদ' শব্দের অর্থ ঋষি অর্থাৎ স্তোতা) স্তুতিকর্ম্মণঃ নদতেঃ (স্তুত্যর্থক 'নদ' ধাতু হইতে 'নদ' শব্দ নিষ্পন্ন)।

'নদ' ধাতু স্তুত্যর্থক (নিঘ ৩/১৪) ; ধাতুপাঠে—'নদ' অব্যক্তে শব্দে। 'নদ' শব্দ অনবগত—নদিতৃ অথবা নদৎ অবগত।

'নদস্য মা রুধতঃ কাম আগন্' ॥ ১৭ ॥

(ঋ ১/১৭৯/৪)

নদস্য রুধতঃ (ঋষি ইন্দ্রিয়গ্রাম রোধ করিলে) মা (মাম্—আমাতে) কামঃ আগন্ (কাম উপস্থিত হইয়াছে)।

১। লোকেঽপি যা অপ্রতিরূপমপ্রতিযোগ্যং ভাষতে সোচ্যতে আহংসীব ভাষমাণেতি। অতশ্চাসভ্যভাষণাদযোগ্যবচনাৎ আঙ্পূর্ব্বস্য হন্তের (অসুন্ ?) প্রত্যয়ে আহন্তী তাহনা ইত্যেতদ্রূপং ভবতি তস্য সংবুদ্ধৌ আহনঃ (স্কঃ স্বাঃ) ; আহন্তেরসুনি আহস্থি আহনাঃ সম্বুদ্ধৌ আহনঃ (বেঃ মাঃ)।

২। এতস্মাদেব কারণাৎ আহনঃ স্যাৎ, যোঽযমুপদেশঃ স্ত্রিয়ৈ অসাবপি হি যস্য সন্নিধৌ মন্ত্রোঽভ্যতে স আহংস্যত এব অসভ্যত্বাৎ তস্য।

অগস্ত্য-পত্নী লোপামুদ্রা কামার্ত্তা হইয়া সংরুদ্ধবীর্য্য ব্রহ্মচারী অগস্ত্যের উদ্দেশে ইহা বলিতেছেন।

নদনস্য মা রুধতঃ কাম আগমৎ ; সংরুদ্ধপ্রজননস্য ব্রহ্মচারিণঃ। ১৮ ॥

ইহা উদ্ধৃত মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা। নদস্য = নদনস্য (নদ' শব্দের অর্থ 'নদন' অর্থাৎ স্তুতিকর্ত্তা); আগন্ = আগমৎ ; 'রুধতঃ' পদের ব্যাখ্যা—সংরুদ্ধপ্রজননস্য ব্রহ্মচারিণঃ ('রুধৎ' = যিনি প্রজনন বা সন্তানোৎপাদন সংরুদ্ধ বা বদ্ধ করিয়াছেন ঈদৃশ ব্রহ্মচারী)।

ইত্যৃষিপুত্র্যা বিলপিতং বেদয়ন্তে ॥ ১৯ ॥

ইতি (ইহা) ঋষিপুত্র্যাঃ (ঋষিকন্যা লোপামুদ্রার) বিলপিতং (বিলাপ বলিয়া) বেদয়ন্তে (আচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন)।

উক্ত মন্ত্রাংশ যে সূক্তের, সেই সূক্তে (১।১৭৯।৪) ছয়টি মন্ত্র আছে ; এই ছয়টি মন্ত্রের কোন কোনটি অগস্ত্যের উক্তি এবং কোন কোনটি লোপামুদ্রার উক্তি। কোন্‌টি কাহার উক্তি তাহা নির্দ্দিষ্ট নাই। কাহারও কাহারও মতে (সায়ণও এই মতের পক্ষপাতী) চতুর্থ মন্ত্রটি (যে মন্ত্রের প্রথমাংশ 'নদস্য মা রুধতঃ' ইত্যাদি) অগস্ত্যের উক্তি। যাস্কাচার্য্যের মতে ইহা লোপামুদ্রার বিলাপোক্তি; তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন কোন আচার্য্যও এইরূপই বলিয়াছেন। বেদয়ন্তে—আখ্যানার্থক চুরাদি 'বিদ্' ধাতুর পদ ; ইহার কর্ত্তা 'আচার্য্যাঃ' উহ্য।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'ন যস্য দ্যাবাপৃথিবী ন ধন্ব নান্তরিক্ষং নাদ্রয়ঃ সোমো অক্ষাঃ' ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।৮৯।৬)

দ্যাবাপৃথিবী (দ্যাবাপৃথিব্যৌ—দ্যুলোক এবং পৃথিবীলোক) ন যস্য [মহিমানম্ অশ্নুবাতে] (যাঁহার মাহাত্ম্য বা বৃহত্ত্ব ব্যাপ্ত করিতে পারে না), ন ধন্ব [যস্য মহিমানম্ অশ্নুতে] (নদী-সমুদ্রস্থিত জলরাশি[1] যাঁহার মাহাত্ম্য ব্যাপ্ত করিতে পারে না), ন অন্তরিক্ষং [যস্য মহিমানম্ অশ্নুতে] (অন্তরিক্ষ যাঁহার মাহাত্ম্য ব্যাপ্ত করিতে পারে না), ন অদ্রয়ঃ [যস্য মহিমানম্ অশ্নুবতে] (পর্ব্বতসমূহ যাঁহার মাহাত্ম্য ব্যাপ্ত করিতে পারে না), সোমঃ [এব] (সোমই) [তস্য মহিমানম] (সেই ইন্দ্রের মাহাত্ম্য) অক্ষাঃ (অশ্নুতে—ব্যাপ্ত করে)।

দ্যুলোকাদি ইন্দ্র অপেক্ষা হীন—ইন্দ্রের মাহাত্ম্য ব্যাপ্ত করিতে সমর্থ নহে। ইন্দ্রের মাহাত্ম্য ব্যাপ্ত করে মাত্র সোম—সোমের অধীন ইন্দ্রমাহাত্ম্য ; ইন্দ্রের ক্রোধ সোমপানজনিত মদসামর্থ্যে ই শত্রু-বিজয়রূপ মাহাত্ম্য অর্জ্জনে সমর্থ হয়।[2]

'অক্ষাঃ'—এই পদ অনবগত এবং অনেকার্থ। নিঘণ্টুর চতুর্থ অধ্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ডে যে সকল অনবগতসংস্কার পদ সমাম্নাত হইয়াছে, তাহাতে পাঠ আছে—'সোমো অক্ষাঃ'। এই প্রকরণ ঐকপদিক প্রকরণ, ইহাতে যে পদদ্বয়ের উপাদান হইয়াছে, তাহা বিশেষ প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত। 'সোমো অক্ষাঃ'—এই স্থলে 'অক্ষাঃ' আখ্যাত পদ ; নিঘণ্টুর পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে যে দ্যুস্থানদেবতাবাচী 'অক্ষাঃ' পদ আছে তাহা নাম। 'সোম' পদের সহিত সম্বন্ধান্বিত যে 'অক্ষাঃ' পদ অর্থাৎ যে 'অক্ষাঃ' পদ আখ্যাত তাহাই অনবগত, যে 'অক্ষাঃ' পদ নাম, তাহা অনবগত নহে—ইহা জানাইবার উদ্দেশ্যেই 'সোমো অক্ষাঃ' এইরূপ পাঠ নিঘণ্টুতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।[3]

অশ্নোতেরিত্যেবমেকে ॥ ২ ॥

অশ্নোতেঃ (ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু হইতেই 'অক্ষাঃ' পদ নিষ্পন্ন) ইত্যেবম্ একে (কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন)।

ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতুর লুঙের প্রথম পুরুষ একবচনের পদ 'অক্ষাঃ' ; লুঙ্ বর্ত্তমানার্থে।

১। ধন্ব নদীসমুদ্রাধিকরণমুদকম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। কথং পুনর্গম্যতে সোম এবেন্দ্রস্য মহিমানমশ্নোতীতি ; যস্মাদস্যেন্দ্রস্য মন্যুঃ সোমেন পীতেন সতা মদসামর্থ্যাৎ…(দুঃ)।

৩। নামবৃত্তাখ্যাপনস্য মা.বিজ্ঞায়ীতি (স্কঃ স্বাঃ)।

'অনূপে গোমান্ গোভিরক্ষাঃ সোমো দুগ্ধাভিরক্ষাঃ' ॥ ৩ ॥

(ঋ ৯।১০৭।৯)

['লোপাশঃ সিংহং প্রত্যঞ্চ মৎসাঃ ॥]'[1]

(ঋ ১০।২৮।৪)

[যদা] (যখন) গোমান্ (গো-স্বামী বা গোপালক) অনূপে (তৃণোদকবিশিষ্ট দেশে)[2] গোভিঃ (গাভীসমূহের সহিত) অক্ষাঃ (ক্ষিয়তি—বাস করে) [তদা] (তখন) দুগ্ধাভিঃ (দুগ্ধাভ্যঃ অপি—যাহাদিগকে দোহন করা হইয়াছে, ঈদৃশ গাভীসমূহ হইতেও)[3] সোমঃ (দুগ্ধাখ্য সোম)[4] অক্ষাঃ (ক্ষরতি—ক্ষরিত হয়)।

তৃণোদকসম্পন্ন দেশে বাস করিয়া গাভীগণ সুপুষ্ট হয়, তাহারা কখনও নির্দুগ্ধ হয় না; একবার দোহন করার পরেও তাহাদিগকে পুনরায় দোহন করা হয় এবং তাহারা দুধ দেয়।

ক্ষিয়তিনিগমঃ পূর্ব্বঃ ক্ষরতিনিগম উত্তর ইত্যেকে; অনূপে গোমান্ গোভির্যদা ক্ষিয়ত্যথ সোমো দুগ্ধাভ্যঃ ক্ষরতি; সর্ব্বে ক্ষিয়তিনিগমা ইতি শাকপূণিঃ ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বঃ ('অনূপে গোমান্ গোভিরক্ষাঃ'—এই প্রথমাংশ) ক্ষিয়তিনিগমঃ ('অক্ষাঃ' পদের অর্থ যে 'ক্ষিয়তি' অর্থাৎ বাস করে তাহার নিগম বা বৈদিকবাক্য) উত্তরঃ ('সোমো দুগ্ধাভি-রক্ষাঃ'—এই শেষাংশ) ক্ষরতিনিগমঃ ('অক্ষাঃ' পদের অর্থ যে 'ক্ষরতি' অর্থাৎ ক্ষরিত হয় তাহার নিগম বা বৈদিকবাক্য)। অনূপে গোমান্ গোভিরক্ষাঃ—ইহার অর্থ 'অনূপে গোমান্ গোভিঃ যদা ক্ষিয়তি অথ সোমঃ দুগ্ধাভ্যঃ ক্ষরতি' (গোমান্ ব্যক্তি অর্থাৎ গোপালক যখন অনূপ দেশে গোগণের সহিত বাস করে, তখন দুগ্ধ অর্থাৎ কৃতদোহ্ গোগণ হইতেও পয়োরূপ সোম ক্ষরিত হয়); সর্ব্বে ('ন যস্ত দ্যাবাপৃথিবী' ইত্যাদি ; 'অনূপে গোমান্' ইত্যাদি ; 'সোমো দুগ্ধাভিঃ' ইত্যাদি সকল বাক্যই) ক্ষিয়তিনিগমাঃ ('অক্ষাঃ' পদের অর্থ যে 'ক্ষিয়তি' বা বাস করে, তাহার নিগম) ইতি শাকপূণিঃ (আচার্য্য শাকপূণি ইহাই মনে করেন)।

'অক্ষাঃ' পদ অনেকার্থও। উদ্ধৃত মন্ত্রার্দ্ধের প্রথমাংশের 'অক্ষাঃ'—ক্ষিয়তি, নিবাসার্থক 'ক্ষি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এবং দ্বিতীয়াংশের 'অক্ষাঃ'—ক্ষরতি, সঞ্চলনার্থক 'ক্ষর' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'যদা' এবং 'অথ' (—তদা) পদের অধ্যাহার করিয়া ভাষ্যকার মন্ত্রের ব্যাখ্যা

১। প্রকরণের সহিত এই অংশের কোনও সম্বন্ধ নাই. দুর্গাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যা করেন নাই এবং স্কন্দস্বামীও 'লোমশ ইত্যাদ্যতিরিক্ত পাঠঃ'—বলিয়া ইহা ত্যাগ করিয়াছেন।

২। অনুগতা আপো যস্মিন্ অসৌ তৃণোদকবদ্দেশোঽনূপ উচ্যতে (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। দুগ্ধাভিঃ দুগ্ধাভ্যোঽপি (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। সোমঃ পয়আখ্যম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে 'দুগ্ধাভিঃ' এই তৃতীয়ান্ত পদ পঞ্চমীর অর্থ প্রকাশ করিতেছে (দুগ্ধাভিঃ — দুগ্ধাভ্যঃ)।[১]

আচার্য্য শাকপূণির মতে 'অক্তাঃ' পদের অর্থ তিন স্থলে বিভিন্ন নহে, একই; সকল স্থলেই ইহার অর্থ 'ক্ষিয়তি' (বাস করে)। 'ন যস্য দ্যাবাপৃথিবী ন ধন্ব' ইত্যাদির অর্থ হইবে— যস্মিন্ ইন্দ্রে ন দ্যাবাপৃথিব্যৌ ক্ষিয়তঃ ন ধন্ব ক্ষিয়তি··· (যে ইন্দ্রে দ্যুলোকাদি কিছুই বাস করে না, আহার্য্য বস্তু বলিয়া বাস করে মাত্র সোম); যস্য — যস্মিন্ (ষষ্ঠী সপ্তম্যর্থে)।[২] অনূপে গোমান্···ইত্যাদির অর্থ হইবে—যদা অনূপে গোমান্ গোভিঃ ক্ষিয়তি তদা দুগ্ধাসু অপি সোমঃ ক্ষিয়তি (অনূপ দেশে গোমান্ ব্যক্তি যখন গোগণের সহিত বাস করে, তখন কৃতদোহ গোগণেও পয়োরূপ সোম বাস করে অর্থাৎ প্রচুর খাদ্যজনিত পুষ্টিনিবন্ধন তাহারা কখনও নির্দুগ্ধ হয় না); দুগ্ধাভিঃ — দুগ্ধাসু (সপ্তম্যর্থে তৃতীয়া)।[৩]

শাত্রমিতিক্ষিপ্রনামাশু অতনং ভবতি ॥ ৫ ॥

শাত্রম্ ইতি ('শাত্র' এই শব্দ) ক্ষিপ্রনাম ('ক্ষিপ্র' এই অর্থের বাচক); আশু অতনং ভবতি (আশু গমনশীল হয়)।

'শাত্র' শব্দ অনবগত, ইহার অর্থ—ক্ষিপ্র (আশুতন); আশু + অত্ + র — শু + আ + অত্র — শাত্র (শাত্র যাহা, তাহা আশু বা শীঘ্র চলিয়া যায়)। নিঘণ্টুতে 'শু' শব্দ এবং 'আশু' শব্দ সমানার্থক (২।১৫)। 'শাত্র' শব্দে ধনকেও বুঝায় (নিঘ ২।১০)—ধন চঞ্চল, শীঘ্র চলিয়া যায়।

'স পতত্রীত্বরংস্থাজগদ্যচ্ছ্বাত্রমগ্নিরকৃণোজ্জাতবেদাঃ' ॥ ৬ ॥

(ঋ ১০।৮৮।৪)

সঃ জাতবেদাঃ অগ্নিঃ (সর্ব্বভূতবেত্তা বা সর্ব্বভূতে বিদ্যমান সেই অগ্নি) যৎ (যে সকল) পতত্রি (পক্ষ্যাদি)[৪] ইত্বরং (সরীসৃপাদি)[৫] স্থা (স্থাবর বৃক্ষাদি)[৬] জগৎ (জঙ্গম গবাদি),[৭] [তৎ] (সেই সকলকে) শাত্রং (ক্ষিপ্র) অকৃণোৎ (আত্মসাৎ করেন অর্থাৎ দগ্ধ করেন)।[৮]

১। অত্রৈকবাক্যতাবৈ যদা তদেত্যধ্যাহারঃ ; দুগ্ধাভিস্তৃতীয়েষা পঞ্চম্যাঃ স্থানে (স্কঃ স্বাঃ)।

২। ষষ্ঠী সপ্তম্যর্থে যস্মিন্নিন্দ্রে (স্কঃ স্বাঃ) ; দুর্গাচার্য্যের মতে—দ্যুলোকাদি যাঁহার নিবাস নহে, একান্ত প্রিয়ত্বনিবন্ধন সোমই যাঁহার নিবাসভূত (সপ্তমীর অর্থে ষষ্ঠী করিবার দরকার নাই)।

৩। সপ্তম্যর্থে এষা তৃতীয়া ; অপি চ পূর্ব্ববৎ দুগ্ধাস্বপি গোষু অক্তাঃ নিবসন্ত্যেব, দুগ্ধাস্বপি পয়ো বিদ্যত এব (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। পতত্রি পক্ষিজাতম্ (স্কঃ স্বাঃ), যদিতশ্চেতশ্চ ধাবতি (দুঃ)।

৫। ইত্বরং গমনশীলং সরীসৃপাদি (স্কঃ স্বাঃ) ; ইত্বরঞ্চ পক্ষ্যাদি (দুঃ)।

৬। স্থা স্থাবরঞ্চ বৃক্ষাদি (স্কঃ স্বাঃ)।

৭। জগৎ জঙ্গমঞ্চ মনুষ্যাদি (স্কঃ স্বাঃ)।

৮। আত্মসাৎ অকৃণোৎ অকরোৎ (দুঃ) ; অদহৎ দহতীত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

প্রলয়কালে অগ্নি কি স্থাবর, কি জঙ্গম—সমস্তই ভস্মীভূত করেন। অগ্নির এক নাম জাতবেদাঃ; এই স্থলে 'জাতবেদাঃ' অগ্নির বিশেষণ। অগ্নি লোকপাল বলিয়া জাত-ভূত-মাত্রকেই জানেন, কাজেই তিনি জাতবেদাঃ; অথবা অগ্নি জাতবেদাঃ এইজন্য যে, তিনি জাত-ভূতমাত্রে বিদ্যমান আছেন।[১]

স পতত্রি চেত্বরং স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ
যৎ তৎ ক্ষিপ্রমগ্নিরকরোজ্জাতবেদাঃ ॥ ৭ ॥

উদ্ধৃত মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা করিতেছেন। পতত্রীত্বরম্—পতত্রি চ ইত্বরম্ (চ); স্থাস্নুজঙ্গম—স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ; যৎ তৎ—মূলে মাত্র 'যৎ' শব্দ আছে, এইজন্য 'তৎ' শব্দের অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।[২] অকৃণোৎ—অকরোৎ।

<u>উতি</u>রবনাৎ ॥ ৮ ॥

উতিঃ অবনাৎ ('উতি' শব্দ 'অব্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। 'উতি' শব্দ অপ্রতীয়মানার্থ, কাজেই অনবগত; 'অবন' শব্দ অবগত। 'উতি' শব্দের অর্থ রক্ষা, রক্ষণার্থক 'অব' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে (নিরু ২।২ দ্রষ্টব্য)।

'আ ত্বা রথং যথোতয়ে' (ঋ ৮।৬৮।১)
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৯ ॥

[হে ইন্দ্র] ত্বা (তোমাকে) উতয়ে (রক্ষার নিমিত্ত) রথং যথা (রথের ন্যায়) আ [বর্ত্তয়ামসি] (আবর্ত্তিত অর্থাৎ অভিমুখ করিতেছি); ইত্যপি নিগমো ভবতি (এই বৈদিক-বাক্যও আছে)।

ঋষি বলিতেছেন—হে ইন্দ্র, আমরা যাহাতে রক্ষা পাইতে পারি, তন্নিমিত্ত আমরা তোমাকে স্তুতির দ্বারা আবর্ত্তিত (অভিমুখ বা অনুকূল) করিতেছি, লোক যেরূপ রথ আবর্ত্তিত করে।

<u>'হাসমানে'</u> ইত্যুপরিষ্টাদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১০ ॥

'হাসমানে' এই পদ ঋগ্বেদের ৩।৩৩।১ মন্ত্রে আছে। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা পরে করা হইবে (নিরু ৯।৩৯); 'হাসমানে' পদেরও ব্যাখ্যা সেই প্রসঙ্গেই হইবে, এই স্থানে পৃথক ব্যাখ্যা করা হইল না। হাসমানে—স্পর্দ্ধমানে (পরস্পর স্পর্দ্ধমান)—স্পর্দ্ধার্থক 'হাস্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (নিরু ৯।৩৯ দ্রষ্টব্য)।

১। জাতবেদোপপদাং বিত্তেবিদেৰ্বিচারার্থাদ্বা অসুন্, জাতানি সর্ব্বাণি ভূতানি বেদ লোকপালত্বাৎ; জাতে জাতে সর্ব্বস্মিন্ ভূতজাতে বিদ্যতে। (দেঃ যাঃ)।

২। যত্তদ্যচ্ছব্দতেন্তত্তদোঽধ্যাহার্য্যঃ; তৎ সর্ব্বম্ (দঃ যাঃ)

'বম্রকঃ পড্ভিরুপসর্পদিন্দ্রম্' ॥ ১১ ॥

(ঋ।১০।৯৯।১২)

বম্রকঃ (বম্রক) পড্ভিঃ (প্রচুর পান অথবা স্পাশন, অথবা স্পর্শনের সহিত) ইন্দ্রম (ইন্দ্রের সমীপে) উপসর্পৎ (উপস্থিত হইতেছেন)। [১]

'পড্ভিঃ' পদ আকৃতি এবং অর্থ উভয় দিক্ দিয়াই অনবগত। উপসর্পৎ—উপসর্পতি। বম্রক (বম্র)-নামক বৈখানস এই মন্ত্রের ঋষি। তিনি পরোক্ষরূপে নিজেকে প্রথম পুরুষের দ্বারা নির্দেশ করিতেছেন ; আমি বম্রক, আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইয়েছি—ইহাই অর্থ। [২]

পানৈরিতি বা স্পাশনৈরিতি বা [স্পর্শনৈরিতি বা] ॥ ১২ ॥

'পড্ভিঃ' পদের অর্থ—পানৈঃ, অথবা—স্পাশনৈঃ, অথবা—স্পর্শনৈঃ। পানার্থক 'পা' ধাতু হইতে অথবা বন্ধনার্থক 'স্পাশ' (চুরাদি 'স্পশ') ধাতু হইতে অথবা সংস্পর্শার্থক 'স্পৃশ্' ধাতু হইতে 'পড্ভিঃ' পদের নিষ্পত্তি। [৩] (১) পানৈঃ—সোমপানৈঃ ; ঋষি সোমপান-সমূহের সহিত অর্থাৎ ইন্দ্রের যাহাতে প্রচুর পরিমাণে সোমপান হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা-সহকারে ইন্দ্রের সন্নিহিত হইতেছেন। [৪] (২) স্পাশনৈঃ—বন্ধনৈঃ ; ঋষি বন্ধন অর্থাৎ ইন্দ্রের গুণগ্রামগ্রথিত স্তুতিসমূহ-সহকারে [৫] ইন্দ্রের সন্নিহিত হইতেছেন। (৩) স্পর্শনৈঃ—স্পর্শকারিভিঃ ; ঋষি ইন্দ্রকে স্পর্শ করিতে পারে অর্থাৎ ইন্দ্রের দয়ার উদ্রেক করিতে পারে ঈদৃশ স্তুতিসমূহ-সহকারে [৬] ইন্দ্রের সন্নিহিত হইতেছেন। স্পর্শনৈরিতি বা—এই অংশ বহু পুস্তকে নাই। স্কন্দস্বামী ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন : কিন্তু দুর্গাচার্য ইহা ত্যাগ করিয়াছেন।

'সসং ন পক্বমবিদচ্ছুচন্তম্' ॥ ১৩ ॥

(ঋ ১০।৭৯।৩)

পক্বম্ (অভিব্যক্ত) সসং ন (স্বপনশীল বিদ্যুতের ন্যায়) শুচন্তং (দীপ্যমান) [অগ্নিম্] (অগ্নিকে) [ঋষিঃ] অবিদৎ (ঋষি দেখিতে পাইলেন)। [৭]

১। উপসর্পৎ উপসর্পতি উপস্থিতমিন্দ্রম্ (স্কঃ স্বাঃ) ; দুর্গাচার্যের মতে—উপসর্পৎ—উপসৃতবান্ (অতীতকাল), বম্রক ও ইন্দ্র উভয়েই কল্পান্তরীয়।

২। আত্মন এবায়ং পরোক্ষরূপেণ প্রথমপুরুষেণ নির্দেশঃ, অহং বম্রক ইত্যমুক উপসর্পামীত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। পিবতঃ স্পাশয়তের্বা বন্ধনার্থাৎ স্পৃশতের্বা (দেঃ রাঃ) ; ধাতুপাঠে—স্পাশ্ (চুরাদি স্পশ্) 'গ্রহণসংশ্লেষণয়োঃ', স্পশ (ভ্বাদি) 'বাধনস্পর্শনয়োঃ'।

৪ পানৈঃ সোমপানৈরভ্যুক্তৈঃ (দুঃ) ; পানৈঃ সোমস্য (দেঃ রাঃ)।

৫। গুণস্পাশনৈঃ স্তুতিগতৈঃ (দুঃ) ; বন্ধনৈঃ (দেঃ রাঃ)।

৬। স্পর্শনৈস্তবগুণানাং স্তুতিলক্ষণৈঃ (স্কঃ স্বাঃ) ; স্পর্শনৈঃ স্তুতিলক্ষণৈস্তোমানাম্ (দেঃ রাঃ)।

৭। অবিদৎ পশ্যতীত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

'সস' শব্দ অনবগত ; ইহার অর্থ মাধ্যমিক জ্যোতিঃ বা বিদ্যুৎ। 'সস' শব্দ অন্নেরও নাম (নিঘ ২।৭)। 'অবিন্দৎ' ক্রিয়ার কর্তৃপদ ঋষি।[১]

স্বপনমেতদাধ্যাত্মিকং জ্যোতিরনিত্যদর্শনং তদিবাবিদজ্জাজ্বল্যমানম্ ॥ ১৪ ॥

সসং—স্বপনম্ (স্বপ্নশীল বা সুপ্ত), এতৎ (এই পদ) অনিত্যদর্শনম্ আধ্যাত্মিকং জ্যোতিঃ (সর্ব্বদা দেখা যায় না ঈদৃশ আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ অর্থাৎ বিদ্যুৎকে বুঝাইতেছে) ; তৎ ইব জাজ্বল্যমানম্ (তাহার অর্থাৎ বিদ্যুতের ন্যায় জাজ্বল্যমান অগ্নিকে) [অবিদৎ] (দেখিতে পাইলেন)। 'শুচন্তম্' পদের অর্থ জাজ্বল্যমান বা দীপ্যমান।

উদ্ধৃত বাক্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন। 'সস' শব্দের অর্থ স্বপন অর্থাৎ প্রসুপ্ত ; এই স্থলে সস—আধ্যাত্মিক বা মাধ্যমিক জ্যোতিঃ অর্থাৎ বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ অনিত্যদর্শন অর্থাৎ সর্ব্বদা ইহাকে দেখা যায় না—বৎসরের আট মাস যেন প্রসুপ্ত বা নির্ব্বাপার অর্থাৎ কোথাও বিলীন হইয়া থাকে, মাসচতুষ্টয়ব্যাপী বর্ষাকালে ইহার অভিব্যক্তি হয়।[২] মূলে 'পক্ব' শব্দের অর্থ—অভিব্যক্ত। ঋষি অভিব্যক্ত বিদ্যুতের ন্যায় জাজ্বল্যমান অগ্নির দর্শন পাইয়াছিলেন।

'দ্বিতা চ সত্তা স্বধয়া চ শম্ভুঃ' ॥ ১৫ ॥
(ঋ ৩।১৭।৫)

[যস্য] (যে অগ্নির) দ্বিতা চ সত্তা (আরও দুই প্রকারের সত্তা বা বিদ্যমানতা আছে) চ (আর) [যঃ] (যে অগ্নি) স্বধয়া (উদক এবং তদ্দ্বারা উৎপন্ন অন্ন দান করিয়া) শম্ভুঃ (সুখের জনক)—

'দ্বিতা' শব্দ অনবগত—দ্বৈধ অথবা দ্বিধা অবগত।

দ্বৈধং সত্তা মধ্যমে চ স্থান উত্তমে চ। শম্ভুঃ সুখভূঃ ॥ ১৬ ॥

সত্তা (অগ্নির বিদ্যমানতা) দ্বৈধং (দ্বিপ্রকার), মধ্যমে চ স্থানে উত্তমে চ (মধ্যমলোকে এবং ঊর্দ্ধলোকে) ; শম্ভুঃ—সুখভূঃ (সুখের জনক)।

'দ্বিতা' শব্দের অর্থ 'দ্বৈধম্' অথবা 'দ্বিধা' (দ্বিপ্রকার)। পার্থিব বা পৃথিবীস্থান অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে অগ্নে ! তোমার আরও দুই প্রকারের সত্তা বা বিদ্যমানতা আছে—মধ্যমলোকে তুমি বিদ্যুৎরূপে এবং ঊর্দ্ধলোকে তুমি আদিত্যরূপে বিদ্যমান।[৩]

১। অবিদৎ কশ্চিদ্ ঋষিরগ্নেো বা (দুঃ)।

২। সসং ন স্বপনং যথা এতদষ্টৌ মাসান্ স্বপনশীলং নির্ব্যাপারমনভিব্যক্তং ক্বাপি নিলীনং যথাশু পক্বং সদভিব্যক্তমিত্যর্থঃ। কিং পুনস্তৎ। ভাষ্যকার আহ মাধ্যমিকং জ্যোতির্বিদ্যুদাখ্যম্ (স্কঃ স্বাঃ) ; অষ্টৌ মাসান্ মাধ্যমিকং জ্যোতির্নদৃশ্যতে (দুঃ)।

৩। দ্বিধা চ যস্য সত্তা, মধ্যমে চ স্থানে বিদ্যুদাত্মনা, উত্তমেচাদিত্যাত্মনা (স্কঃ স্বাঃ)। মধ্যমে চ স্থানে বৈদ্যুতভাবেন উত্তমে চ স্থানে সূর্য্যভাবেন (দুঃ)।

আদিত্যরূপে তুমি পৃথিবীর রস আকর্ষণ কর, তাহা হইতে মেঘের উৎপত্তি হয়, বিদ্যুৎরূপে তুমি মেঘ হইতে জল বর্ষণ কর,[১] তদ্দ্বারা লোক অন্ন[২] প্রাপ্ত হয়। তোমা হইতেই লোক জলও পায়, অন্নও পায়—তুমিই সকলের সুখের প্রভব। 'স্বধা' শব্দ উদক এবং অন্নবাচক (নিঘ ১।১২, ২।৭)। শম্ভু = সুখভূঃ = সুখস্য ভাবয়িতা (অন্তর্গতণ্যর্থ—সুখের উৎপত্তিকারক)।[৩]

মৃগং ন ব্রা মৃগয়ন্তে ॥ ১৭ ॥

(ঋ ৮।২।৬)

মৃগং ন (মৃগকে যেরূপ) ব্রাঃ (ব্রাত্য অর্থাৎ ব্রাত্যস্থানীয় ব্যাধ)[৪] মৃগয়ন্তে (অন্বেষণ করে)...

'ব্রা' শব্দ (প্রথমার একবচনে 'ব্রাঃ') অনবগত ; ইহার অর্থ—ব্রাত্য অবগত।

মৃগমিব ব্রাত্যাঃ প্রৈষাঃ ॥ ১৮ ॥

মৃগং ন = মৃগমিব ; ব্রাঃ = ব্রাত্যাঃ = প্রৈষাঃ।

'ব্রা' শব্দের অর্থ ব্রাত্য অর্থাৎ ব্রাত্যস্থানীয় লুব্ধক বা ব্যাধ ; বরণার্থক 'বৃ' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি—ব্রা (ব্যাধ) মৃগাদির বরিতা অর্থাৎ অন্বেষণকারী।[৫] 'প্রৈষ' শব্দের অর্থ কর্মকর বা ভৃত্যজাতীয় লোক—যাহাদের জীবিকা নির্ভর করে শারীরিক পরিশ্রমের উপর ('প্রেষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); ইহারাই লুব্ধক প্রভৃতি ব্রাত্যগণ। এই ব্যাখ্যা স্কন্দস্বামীর অভিপ্রেত।[৬] দুর্গাচার্যের মতে 'মৃগমিব ব্রাত্যাঃ প্রৈষাঃ', ; ইহার তাৎপর্য 'ব্রাত্যা যথা মৃগং মৃগয়ন্তে প্রৈষাস্তথা ত্বামিন্দ্রং মৃগয়ন্তে' (ব্রাত্য অর্থাৎ ব্যাধ যেরূপ মৃগকে অন্বেষণ করে, প্রৈষ অর্থাৎ স্তোতৃগণ সেইরূপ তোমাকে (ইন্দ্রকে) অন্বেষণ করে ; 'প্রৈষ' শব্দের অর্থ—স্তোতৃগণ, যাঁহারা তোমার প্রতি প্রেরিত ;[৭] এই মতেও 'প্রেষ' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন)।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বৃষ্টিলক্ষণানাম্ অপাং দাতা মধ্যমোঽগ্নিঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। সুখেতুমকনাম দৈবেন চ বৃষ্টিলক্ষণেন (স্কঃ স্বাঃ) ; অথবা অন্নেন সর্বভূতানাং বর্ষণদ্বারেণ (দুঃ)।

৩। অত্রান্তর্নীতণ্যর্থঃ সুখস্য ভাবয়িতা (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। ব্রাঃ ব্রা ত্যস্থানীয়া লুব্ধকাদয়ঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। বরিতারোঽন্বেষ্টারো মৃগাদীনাম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৬। প্রৈষাঃ উৎসেধজীবিনঃ কর্মকরাস্ত এব লুব্ধকাদয় উচ্যন্তে।

৭। প্রৈষাঃ যুষ্মৎসংস্তবসংযুক্তাঃ, ত্বাং প্রতি প্রহিতাঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বরাহো মেঘো ভবতি বরাহারঃ ; 'বরমাহারমাহার্ষীঃ' [১]

ইতি চ ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥

বরাহঃ মেঘঃ ভবতি ('বরাহ্' শব্দ মেঘবাচক) ; বরাহারঃ (মেঘ বরাহার অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বস্তু জল মেঘের আহার) ; বরম্ আহারম্ আহার্ষীঃ (শ্রেষ্ঠ খাদ্য আহার করিয়াছ) ইতি চ ব্রাহ্মণম্ (এই ব্রাহ্মণবাক্যও আছে) ।

'বরাহ' শব্দ অনেকার্থ এবং মেঘ অর্থে অপ্রসিদ্ধ বলিয়া অনবগত। মেঘ বরাহার এবং বরাহার বলিয়াই বরাহ ; বরাহার—বরাহ। 'বর' অর্থাৎ উদকরূপ শ্রেষ্ঠ বস্তুই মেঘের আহার ;[২] উদকই শ্রেষ্ঠ আহার্য্য বস্তুর ন্যায় মেঘের জীবন। 'বরম্ আহারম্ আহার্ষীঃ' (হে মেঘ, তুমি শ্রেষ্ঠ আহার্য্য বস্তু আহার করিয়াছ) এই ব্রাহ্মণবাক্য উক্ত নির্ব্বচনের দৃঢ় প্রতীতির জন্য উদ্ধৃত হইয়াছে।[৩] বর (উদকরূপ শ্রেষ্ঠ বস্তু) আহরণ করে—ঈদৃশ ব্যুৎপত্তিও মেঘের বরাহারত্ব প্রতিপাদন করিতে পারে।[৪]

'বিধ্যদ্বরাহং তিরো অদ্রিমস্তা' (ঋ ১।৬১।৭)

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ২ ॥

অদ্রিম্ অস্তা (বজ্রক্ষেপক ইন্দ্র)। বরাহং (মেঘকে) তিরঃ (প্রাপ্ত হইয়া)[৫] বিধ্যৎ (বিদ্ধ করেন) ;[৬] ইত্যপি নিগমঃ…

'বরাহ' শব্দ যে মেঘবাচী তাহার নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। 'তিরঃ সত ইতি প্রাপ্তস্য'—'তিরস্' শব্দ 'প্রাপ্ত' এই অর্থের প্রকাশক (নিরু ৩।২০ দ্রষ্টব্য) ; দুর্গাচার্য্যের মতে—'অপ্রাপ্ত' এইরূপ পাঠও আছে। কাজেই তিনি এই স্থলে ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'ইন্দ্র অপ্রাপ্ত অর্থাৎ দূরদেশে স্থিত হইয়াও বজ্র নিক্ষেপপূর্ব্বক মেঘ বিদ্ধ করেন'।[৭] 'অদ্রি' শব্দের অর্থ বজ্র—যাহা দ্বারা আদীর্ণ (সম্যক দীর্ণ) করা যায় (নিরু ৪।৪ দ্রষ্টব্য) ; নিঘণ্টুতে 'অদ্রি' শব্দ মেঘবাচক (১।১০)। অস্তা—ক্ষেপণার্থক 'অস্' ধাতুর পদ।

১। মূল অনবগত।

২। বরম্ উদকলক্ষণমাহারো যস্য (স্কঃ স্বাঃ) ; তস্য হি বরমুদকমাহারঃ (দুঃ)।

৩। নির্ব্বচনস্য দৃঢ়প্রতীত্যর্থং ব্রাহ্মণমাচার্য্যেণ প্রদর্শিতম্ (দুঃ)।

৪। বরমুদকমাহরতীতি বা (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। তিরঃ প্রাপ্তঃ সন্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৬। বিধ্যদ্বরাহং বিধ্যতি চ বরাহং মেঘম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৭। তিরঃ অদ্রিম্ অস্তা দূরাদেব স্থিতঃ…।

অয়মপীতরো বরাহ এতস্মাদেব ;
বৃহতি মূলানি বরং বরং মূলং বৃহতীতি বা ॥ ৩ ॥

অয়ম্ অপি ইতরঃ বরাহঃ (আর এই যে পশুবাচী বরাহ) এতস্মাৎ এব (তাহাও বরাহারত্ব নিবন্ধনই) ;[১] বা (অথবা), মূলানি (বিবিধ মূল) বৃহতি (উৎপাটিত করে) ; [অথবা] বরং বরং মূলং (ভাল ভাল মূল) বৃহতি (উৎপাটিত করে), ইতি (ইহাই পশু 'বরাহ' শব্দের ব্যুৎপত্তি) ।

পশু বরাহও বরাহারত্ব নিবন্ধনই বরাহ—বৃক্ষের মূলরূপ শ্রেষ্ঠ বস্তু আহার করে অথবা আহরণ করে।[২] অথবা, উদ্যমনার্থক 'বৃহ্' ধাতু হইতে পশুবাচক 'বরাহ' শব্দের নিষ্পত্তি—পশু বরাহ্ বনে মূল উদ্যত করে অর্থাৎ মুখের দ্বারা খনন বা উৎপাটন করে।[৩] 'বর' শব্দপূর্ব্বক এই 'বৃহ্' ধাতু হইতেও বা ঈদৃশ 'বরাহ' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—পশু বরাহ্ 'বরং বরং মূলং বৃহতি' (ভাল ভাল মূল খনন বা উৎপাটন করে)। শব্দ গঠনে 'বরং' 'বরং' এই দুইটি 'বর' শব্দের একটি বাদ যাইবে।[৪]

'বরাহমিন্দ্র এমুষম্' (ঋ ৮।৭৭।১০)
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রঃ (ইন্দ্র) এমুষং (মোহস্থানীয়)[৫] বরাহং (বরাহরূপে অবস্থিত অসুরকে) [হন্তি] (বধ করেন), ইত্যপি নিগমো ভবতি।

বেদেও যে পশুবাচক 'বরাহ্' শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। সমস্ত অসুরের মধ্যে বরাহরূপে অবস্থিত যে মোহস্থানীয় অসুর তাহাই এমুষ বরাহ্।[৬] 'এমুষ' শব্দের অর্থ উদকবান্‌ও হইতে পারে ;[৭] বরাহ্ বা মেঘ উদকবান্, তাহাকে ইন্দ্র বধ বা ভেদ্ করেন, এইরূপ অর্থ যে অসঙ্গত হয় তাহা নহে ; কিন্তু 'মায়য়া যমিন্দ্রো জঘান, তস্য মধ্যাদাহরৎ, যদ্বয়ং বরাহমিন্দ্র এমুষমেকবিংশত্যাঃ পুরাং পার ইত্যুচ্যতে'—এই ব্রাহ্মণবাক্যের সহিত উক্ত

১। বরাহারত্বাৎ বরাহরণত্বাদ্ বা (স্কঃ স্বাঃ)।

২।' অযমপীতরোঽসুরবরাহঃ, পশুবরাহো বা এতস্মাদেব বরাহারত্বাৎ বরাহরণত্বাদ্ বা (স্কঃ স্বাঃ)। অসাবপি হি বরং মূলাখ্যমাহারমাহরত্যেব (দুঃ)।

৩। বৃহতি উদ্যচ্ছতি বক্ত্রেণ খনতি বনেষু মূলানীতি বৃহের্বরাহ ইত্যর্থঃ ; (স্কঃ স্বাঃ), বৃহতি উদযচ্ছতীত্যর্থঃ (দুঃ)।

৪। বরশব্দাদ্ বৃহেশ্চ বরাহঃ, বরং বরমিত্যেকস্য বরশব্দস্য নিবৃত্তিঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। এমুষং মোহস্থানীয়ম্ (দুঃ)।

৬। সর্ব্বেষামসুরাণাং মধ্যে এমুষম্ (দুঃ)।

৭। এমুষমুদকবন্তমিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

মন্ত্রাংশের অবশ্যই একবাক্যতা আছে ; অতএব তৎ-স্থলে (মন্ত্রে) 'বরাহ' শব্দ যে পশু বরাহ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে।[১]

অঙ্গিরসোঽপি বরাহা উচ্যন্তে ॥ ৫ ॥

অঙ্গিরসঃ অপি (অঙ্গিরোগণও) বরাহাঃ উচ্যন্তে (বরাহ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন)।

'বরাহ' শব্দের অন্য এক অর্থ অঙ্গিরোগণ অর্থাৎ অঙ্গিরার পুত্রপৌত্রাদি বংশধরগণ। অঙ্গিরা অগ্নির পুত্র।

'ব্রহ্মণস্পতির্বৃষভির্বরাহৈঃ' ॥ ৬ ॥

(ঋ ১০।৬৭।৭)

বৃষভিঃ (ধনবর্ষণকারী)[২] বরাহৈঃ (অঙ্গিরোগণের সহিত) ব্রহ্মণস্পতিঃ (বৃহস্পতি) ..

প্রশ্ন হইতে পারে. উদ্ধৃত স্থলে 'বরাহ' শব্দে যে অঙ্গিরোগণকে বুঝাইতেছে, তাহার প্রমাণ কি ? স্কন্দস্বামী বলেন যে, মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি ; মন্ত্রে 'বরাহৈঃ পদের একটি বিশেষণ আছে 'সখিভিঃ'—বরাহ বৃহস্পতির সখা, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। অঙ্গিরোগণ বৃহস্পতির সখা বলিয়া প্রসিদ্ধ।[৩] বিশেষতঃ উক্ত মন্ত্রাংশ যে সূক্তে (১০।৬৭), সেই সূক্তের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মন্ত্র পর্যালোচনা করিলেও প্রতীত হয় যে, অঙ্গিরোগণকেই বৃহস্পতির সখা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ; কাজেই বুঝিতে হইবে, উক্ত মন্ত্রাংশে 'বরাহ' শব্দের অর্থ অঙ্গিরোগণ। বৃহস্পতির সখা বরাহ, বৃহস্পতির সখা অঙ্গিরোগণ ; কাজেই বরাহ = অঙ্গিরোগণ।

অথাপ্যেতে মাধ্যমকা দেবগণা বরাহব উচ্যন্তে ॥ ৭ ॥

অথাপি (আর) এতে মাধ্যমকাঃ দেবগণাঃ (এই মরুৎ, রুদ্র প্রভৃতি মধ্যস্থান-দেবগণ) বরাহবঃ ('বরাহু' বা 'বরাহ' শব্দে) উচ্যন্তে (উক্ত হইয়া থাকেন)।

অঙ্গিরোগণ মাত্র মাধ্যমিক দেবতা নহেন, ঋষিও ; এই জন্যই তাঁহাদের পৃথক্‌ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।[৪] 'বরাহবঃ' 'বরাহু' শব্দের প্রথমার বহুবচন। টীকাকারগণের কথায় বুঝা যায়, 'বরাহ' শব্দ এবং 'বরাহু' শব্দ অভিন্ন। এতৎপ্রসঙ্গে যে নিগমবাক্য উদ্ধৃত হইতেছে

১। এবং ব্রাহ্মণং মৈত্রায়ণীকে. তদনুবাদিনী চৈষা ঋক্, তস্মাদত্র বরাহশব্দেন বরাহ এবোচ্যত ইত্যুপগন্তব্যে (দু)।

২। বৃষভিঃ বর্ষদ্ভিঃ বর্ষিতৃভিঃ (দুঃ)।

৩। কথং পুনরঙ্গিরসোঽত্র বরাহা উচ্যন্ত ইতি গম্যতে। উচ্যতে সখিভিরিত্যনেন তেষাম্ উপাদানাৎ। অঙ্গিরসো হি বৃহস্পতেঃ সখায়ঃ।

৪। অঙ্গিরসাং চ মধ্যমদেবগণত্বেঽপি ঋষিত্বাৎ পৃথগ্গ্রহণম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

তাহাতে 'বরাহূন্' পদ ('বরাহু' শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচন) আছে। স্কন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য্য উভয়েই কিন্তু বলিতেছেন 'বরাহ' শব্দের নিগম প্রদর্শনার্থই উক্ত বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে।[১] প্রসঙ্গও চলিতেছে 'বরাহ' শব্দেরই। মনে হয়, তাঁহাদের মতে বরাহবঃ—বরাহাঃ, বরাহূন্—বরাহান্। 'বর' এবং 'হু' এই শব্দদ্বয়ের যোগে 'বরাহু' শব্দ নিষ্পন্ন। 'বর' শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট ; 'হু' শব্দ 'হন্' ধাতু অথবা 'হৃ' ধাতু অথবা 'হ্বে' ধাতু অথবা 'হু' ধাতু (অদনার্থক) হইতে নিষ্পন্ন। বরাহু (বরাহ) এই সমস্ত শব্দের অর্থ হইবে—মাধ্যমিক দেবগণ, যাঁহারা উৎকৃষ্ট বা প্রবল শত্রুর আহন্তা, অথবা উদকের আহর্ত্তা, অথবা দেবগণের আহ্বানকারী অথবা হবির ভক্ষয়িতা। দুর্গাচার্য্য বলেন—মরুৎ প্রভৃতি সকল মধ্যস্থান-দেবতাই 'বরাহু' বা 'বরাহ' শব্দের বাচ্য. ইহাই জ্ঞাপিত হইতেছে 'দেবগণাঃ' পদে বহুবচনের দ্বারা। সমস্ত মধ্যস্থান-দেবতারই 'বরাহ' শব্দ-বাচ্যতে নিগম অন্বেষণ করিতে হইবে। যদি নিগম পাওয়া না যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে 'দেবগণাঃ' এই বহুবচনান্ত পদ মাত্র মরুদ্গণ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। মরুতের সংখ্যা অনেক ; ব্রাহ্মণগ্রন্থে কথিত হইয়াছে সাত সাতটি মরুৎ লইয়া এক একটি মরুদ্গণ গঠিত,—এই প্রকার সাতটি গণ আছে।[২] মধ্যস্থান-দেবতা রুদ্র যে 'বরাহ' শব্দের অভিধেয়, তদ্বিষয়ে নিগম আছে (ঋ ১।১১৪।৫ দ্রষ্টব্য)।

'পশ্যন্ হিরণ্যচক্রানয়োদংষ্ট্রান্ বিধাবতো বরাহূন্' ॥ ৮ ॥

(ঋ ১।৮৮।৫)

হিরণ্যচক্রান্ অয়োদংষ্ট্রান্ (হিরণ্ময়চক্রবিশিষ্ট লৌহময় রথে আরূঢ়)[৩] বিধাবতঃ (ইতস্ততঃ ধাবমান) বরাহূন [মরুতঃ] (প্রবল শত্রুহন্তা মরুদ্গণকে) পশ্যন্ (দেখিয়া)····

বরাহু (বরাহ) শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইতেছে। বরাহূন = প্রবল শত্রুহন্তা, অথবা উদকের আহর্ত্তা, অথবা দেবতাগণের আহ্বানকারী, অথবা হবির ভক্ষয়িতা মধ্যস্থান-দেবতা মরুদ্গণকে।[৪] হিরণ্যচক্রান্ অয়োদংষ্ট্রান্—মরুদ্গণ ঈদৃশ রথে আরূঢ়—যাহা লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত এবং যাহার চক্র স্বর্ণময়। অয়োদংষ্ট্রান্—লৌহময় চক্রধারাযুক্ত মরুদ্গণকে (রমেশচন্দ্র)।

স্বসরাণ্যহানি ভবন্তি, স্বয়ংসারীণ্যপি বা

স্বরাদিত্যো ভবতি স এনানি সারয়তি ॥ ৯ ॥

স্বসরাণি অহানি ভবন্তি ('স্বসর' শব্দের অর্থ দিন) স্বয়ংসারীণি (স্বয়ং গমনশীল) অপি বা

১। দেবগণা মরুতো রুদ্রা ইত্যেবমাদয়ো বরাহা উচ্যন্তে···উদাহরণম্ (স্কঃ স্বাঃ) ; তথা তাবন্মরুতো বরাহশব্দেনোচ্যন্তে তত্রৈব নিগমঃ···(দুঃ)।

২। তেষাং সপ্তসপ্তকা গণা ব্রাহ্মণে হি শ্রূয়তে 'তে সপ্তসপ্ত মরুতাং গণা' ইতি।

৩। হিরণ্যচক্রান হিরণ্ময় চক্ররথস্থান (স্কঃ স্বাঃ) ; অয়োদংষ্ট্রান্ অয়োময়ান্ রথান্ অধিরূঢ়ান্ (দুঃ)।

৪। বরাহূন্-বরম্ উৎকৃষ্টং শ্রেষ্ঠমিতি পর্য্যায়াঃ, হু শব্দো হন্তে র্বা হরতে র্বা হ্বয়তে র্বা জুহোতের্বাদনার্থস্য ; উৎকৃষ্টস্য শত্রোরাহন্তৄন্ উদকস্যাহর্তৄন্ দেবতানামাহ্বাতৄন্ হবিষো বা ভক্ষয়িতৄন্ (স্কঃ স্বাঃ)।

(অথবা) স্বর আদিত্যঃ ভবতি ('স্বর্' শব্দের অর্থ আদিত্য) স এনানি সারয়তি (আদিত্য দিনসমূহকে অপসারিত করে বা সরাইয়া দেয়)।

'স্বসর' শব্দ অনবগত—ইহার অর্থ দিন (নিঘ ১।৯)। 'স্বয়ং' শব্দপূর্ব্বক গমনার্থক 'সৃ' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি।[১] দিন নিজেই গমন করে বা চলিয়া যায়, ইহার চালক অন্য কেহও নাই[২]; স্বয়ংসর—স্বসর। অথবা, স্বঃ বা আদিত্যই দিনের চালক; আদিত্যের উদয়ে দিনের প্রাদুর্ভাব, অস্তগমনে দিনের তিরোভাব[৩]—'স্বঃ' শব্দপূর্ব্বক ণিজন্ত 'সৃ' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি; স্বঃসার—স্বসর। উদ্ধ্রিয়মাণ নিগমে 'স্বসরাণি' এই বহুবচনান্ত প্রয়োগ আছে বলিয়া ভাষ্যকারও তদ্রূপেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

'উস্রা ইব স্বসরাণি' (ঋ ১।৩।৮)

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১০ ॥

উস্রাঃ ইব (উস্র অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মিসমূহ যেরূপ) স্বসরাণি (দিবসসমূহকে) [আগচ্ছন্তি] (প্রাপ্ত হয়) ইত্যপি নিগমো ভবতি।

'উস্র' শব্দ রশ্মিবাচক (নিঘ ১।৫); 'উস্রা' শব্দ গোবাচক (নিঘ ২।১১); 'উস্রা ইব স্বসরাণি'—এই স্থলে 'উস্রাঃ' পদ উস্র এবং উস্রা উভয় শব্দেরই প্রথমার বহুবচনের রূপ হইতে পারে। রমানাথ সরস্বতী উস্রা (গোবাচক) শব্দেরই রূপ-স্বরূপে 'উস্রাঃ' পদ গ্রহণ করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন—'গাভীগণ যেরূপ স্বগৃহে গমন করে…'।

শর্য্যা অঙ্গুলয়ো ভবন্তি [সৃজন্তি কর্ম্মাণি] ॥ ১১ ॥

শর্য্যাঃ অঙ্গুলয়ঃ ভবন্তি ('শর্য্যা' শব্দ অঙ্গুলিবাচক) [সৃজন্তি কর্ম্মাণি] (কর্ম্ম সৃষ্টি করে)।

'শর্য্যা' শব্দ অনবগত, ইহার অর্থ অঙ্গুলি (নিঘ ২।৫); মানুষ অঙ্গুলির সাহায্যে নানাবিধ কর্ম্মসৃষ্টি বা কর্ম্মসম্পাদন করে—'সৃজ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'সৃজন্তি কর্ম্মাণি'—এই অংশ বহু পুস্তকে নাই; স্কন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য্য উভয়েই এই অংশ বাদ দিয়াছেন। হিংসার্থক 'শৄ' ধাতু হইতেও 'শর্য্যা' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে। অঙ্গুলি পাপের হিংসা করে—অঙ্গুলির সাহায্যে যে জপাদি করা হয়, তাহা পাপ বিনষ্ট করে। 'শর্য্যা' শব্দের অঙ্গুলিবাচকত্বে নিগম—'আ যঃ শর্য্যাভিঃ'…(ঋ ১০।৬১।৩)।

শর্য্যা ইষবঃ শরময্যঃ ॥ ২ ॥

শর্য্যাঃ ইষবঃ ('শর্য্যা' শব্দের অর্থ ইষু বা বাণ), শরময্যঃ (বাণসমূহ শরনির্ম্মিত)।

১। দেবরাজের মতে 'স্ব' শব্দপূর্ব্বক 'সৃ' ধাতু হইতে 'স্বসর' শব্দের নিষ্পত্তি— আত্মনৈব গচ্ছন্তি।

২। স্বয়মেব তানি গচ্ছন্তি, ন হি কশ্চিৎ সারয়ন্ দৃশ্যতে (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। অপি বা স্বরাদিত্য এনানি সারয়তি, তদুদয়াস্তময়াভ্যাং তানি গময়তি (স্কঃ স্বাঃ)।

'শরময়' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে শরময়ী; 'শরময়ী' শব্দের প্রথমার বহুবচনে 'শরময্যঃ'। শরময্যঃ=শর্যাঃ (শব্দ সারূপ্য)।[১] 'শর্যা' শব্দ ইষুবোধক; ইষু বা বাণ শরময় অর্থাৎ শরনামক তৃণবিশেষে নির্ম্মিত।

শরঃ শৃণাতেঃ ॥ ১৩ ॥

হিংসার্থক 'শৄ' ধাতু হইতে 'শর' শব্দ নিষ্পন্ন; শর জীবজন্তুর হিংসা করে।[২]

'শর্যাভির্ন ভরমাণো গভস্ত্যোঃ' (ঋ ৯।১১০।৫)

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৪ ॥

গভস্ত্যোঃ (হস্তদ্বয়ে) ভরমাণঃ (ধনু ধারণ করিয়া) শর্যাভিঃ ন (শরময়ী ইষুসমূহের দ্বারা যেরূপ)..

ইষুবাচক 'শর্যা' শব্দের নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। 'গভস্তি' শব্দের অর্থ বাহু (নিঘ ২।৪)—এখানে বাহু সম্বন্ধে হস্ত বুঝাইতেছে[৩]; সপ্তমী তৃতীয়ার অর্থে।[৪]

অর্কো দেবো ভবতি যদেনমর্চ্চতি, অর্কো মন্ত্রো ভবতি যদনেনার্চ্চন্তি,

অর্কমন্নং ভবত্যর্চ্চতি ভূতানি, অর্কো বৃক্ষো ভবতি সংবৃতঃ কটুকিম্না ॥ ১৫ ॥

অর্কঃ দেবঃ ভবতি ('অর্ক' শব্দের অর্থ দেবতা), যৎ এনম্ অর্চ্চতি (যেহেতু দেবতাকে স্তোতা অর্চ্চনা করেন); অর্কঃ মন্ত্রঃ ভবতি ('অর্ক' শব্দের অর্থ মন্ত্র), যৎ অনেন অর্চ্চন্তি (যেহেতু মন্ত্রের দ্বারা স্তোতৃগণ দেবতায় অর্চ্চনা করেন); অর্কম্[৫] অন্নং ভবতি ('অর্ক' শব্দের অর্থ অন্ন), অর্চ্চতি ভূতানি (ভূতসমূহকে অর্চ্চনা করে অর্থাৎ জীবিত রাখে); অর্কঃ বৃক্ষঃ ভবতি ('অর্ক' শব্দের অর্থ বৃক্ষবিশেষ) কটু কিম্না (কটুভাবের দ্বারা) সংবৃতঃ (পরিব্যাপ্ত)।[৬]

'অর্ক' শব্দ অনেকার্থক। (১) 'অর্ক' শব্দের অর্থ দেবতা—পূজার্থক 'অর্চ্চ' ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে 'ক' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন;[৭] স্তোতৃগণকর্তৃক দেবতা অর্চ্চিত হবেন।[৮] (২) 'অর্ক' শব্দের অর্থ মন্ত্র—পূজার্থক 'অর্চ্চ' ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে 'ক' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন; মন্ত্রের দ্বারা স্তোতৃবৃন্দ

১। 'শরময্যঃ' ইত্যবগমঃ (দুঃ)।

২। হিংসন্তে হি তেন (দুঃ)।

৩। তৎসম্বন্ধাত্তু হস্তয়োরত্র ইষ্যাঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। সপ্তমী তৃতীয়াস্থানে (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। নিঘণ্টুতে 'অর্ক' শব্দ (অন্নবাচক) পুংলিঙ্গ (২।৭)।

৬। সংবৃতঃ সঙ্গতঃ সংব্যাপ্ত (দুঃ); কোন কোন পুস্তকে 'সংবৃতঃ' পাঠ পরিদৃষ্ট হয়—এই পাঠ ভাল (সামশ্রমী মহাশয়ের সম্পাদিত নিরুক্ত দ্রষ্টব্য)।

৭। ক প্রত্যয় ঔণাদিক (উ ৩২০ দ্রষ্টব্য)।

৮। অর্চ্চতে রৌণাদিকঃ কর্ম্মসাধনঃ, যস্মাদ্দেবমর্চ্চন্তি (স্কঃ স্বাঃ)।

অর্চনা বা পূজা করেন।[১] (৩) 'অর্ক' শব্দের অর্থ অন্ন—জীবনার্থক 'অর্চ' ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'ক' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন; অন্ন ভূতসমূহকে অর্চনা করে অর্থাৎ তাহাদিগকে জীবিত রাখে।[২] (৪) 'অর্ক' শব্দের অর্থ তন্নামক বৃক্ষবিশেষ—কটুত্বার্থক 'অর্চ' ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'ক' প্রত্যয়েই নিষ্পন্ন; অর্কবৃক্ষ কটু হয় অর্থাৎ কটুতায় পরিব্যাপ্ত থাকে।[৩]

'গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ।
ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে' ॥ ১৬ ॥
(ঋ ১।১০।১)

হে শতক্রতো (হে ইন্দ্র), গায়ত্রিণঃ (সামগায়কগণ) ত্বা (তোমার উদ্দেশে) গায়ন্তি (গান করেন), অর্কিণঃ (মন্ত্রজ্ঞ হোতৃগণ) অর্কং (দেবতা—তোমাকে) অর্চন্তি (অর্চনা করেন); ব্রহ্মাণঃ (ঋত্বিক্ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ)[৪] বংশম্ ইব (বংশদণ্ডের ন্যায়) ত্বা (তোমাকে) উদ্‌যেমিরে (উন্নত করেন অর্থাৎ তোমার মহিমা বর্দ্ধিত করেন)।[৫]

দেবতা যে 'অর্ক' শব্দের অভিধেয়, তদ্বিষয়ে এই ঋক্ উদাহরণ; অর্কং—দেবং স্বাম্ (স্কন্দস্বামী)। মন্ত্র যে 'অর্ক' শব্দের অভিধেয় তদ্বিষয়েও এই ঋক্‌ই উদাহরণ; অর্কিণঃ—মন্ত্রিণঃ (মন্ত্রযুক্তাঃ)।[৬] 'অর্ক' শব্দের অন্নবাচকত্বে উদাহরণ পাওয়া যায় না, অন্বেষ্টব্য; এইজন্যই অনেকে 'অর্কমন্নং ভবতি' ইত্যাদি পাঠ অস্বীকার করেন।[৭] 'অর্ক' শব্দের অর্থ যে অর্কবৃক্ষ ইহা প্রসিদ্ধ; কাজেই নিগম উদাহৃত হয় নাই।[৮]

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণঃ প্রার্চন্তি তেঽর্কমর্কিণঃ ॥ ১৭ ॥

ইহা উদ্ধৃত ঋকের প্রথমার্দ্ধের ব্যাখ্যা। অর্চন্ত্যর্কমর্কিণঃ—প্রার্চন্তি তে অর্কম্ অর্কিণঃ। প্রার্চন্তি—প্রকৃষ্টরূপে অর্চনা করেন; 'তে' পদ 'অর্কিণঃ' পদের বিশেষণ; তে অর্কিণঃ—সেই মন্ত্রবিৎ হোতৃগণ।

ব্রাহ্মণাস্ত্বা শতক্রতো উদ্‌যেমিরে বংশমিব ॥ ১৮ ॥

ইহা উদ্ধৃত ঋকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের ব্যাখ্যা। ব্রহ্মাণঃ—ব্রাহ্মণাঃ—ঋত্বিক্ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ;

১। মন্ত্রে করণ-সাধনঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। অন্নে কর্তৃসাধনঃ, অর্চতিরপি জীবনার্থঃ, জীবন্তি হি তেন ভূতানি (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। বৃক্ষঃ প্রসিদ্ধ এব, অর্চতিশ্চাত্র কটুকত্বার্থঃ, যতো দুর্লয়তি স বৃক্ষো বৃতঃ কটুকিম্না (স্কঃ স্বাঃ); মনে হয় স্কন্দস্বামীও 'সংবৃত্তঃ' স্থলে 'সংবৃতঃ' পাঠই সঙ্গত মনে করেন।

৪। ব্রহ্মাণো ব্রাহ্মণ ঋত্বিক তৎপুরুষায় ব্রাহ্মণাঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। তবৈব মহিমানং বর্দ্ধয়ন্তীত্যর্থঃ (দুঃ)।

৬। 'অর্ক' শব্দের মন্ত্রবাচকত্বে ঋ ১।১৯০।১ মন্ত্রও নিগম।

৭। অন্নে মৃগ্যম্ অতএব কেচিন্ন পঠন্ত্যেবাম্নে (স্কঃ স্বাঃ)।

৮। তথা বৃক্ষে প্রসিদ্ধত্বাদনুপন্যাসঃ (স্কঃ স্বাঃ); দুর্গাচার্য্য বলেন; বৃক্ষবাচকত্বে 'অর্ক' শব্দের নিগম নাই।

'ব্রহ্মাদি অন্যান্য ঋত্বিকেরা' (রমানাথ সরস্বতী)। শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে—শতক্রতো উদ্‌যেমিরে বংশমিব ; উপসর্গ 'উৎ' ও ক্রিয়া 'যেমিরে' পরস্পর ব্যবহিত (পাঃ ১।৪।৮২)।

বংশো বনশয়ো ভবতি ; বননাৎ, শ্রূয়ত ইতি বা ॥ ১৯ ॥

বংশঃ বনশয়ঃ ভবতি ('বংশ' বা বাঁশ বনশয় অর্থাৎ বনোদ্ভব); বা (অথবা) বননাৎ (সংভজনার্থক 'বন্' ধাতু হইতে 'বংশ' শব্দের নিষ্পত্তি), [বা]। (অথবা) শ্রূয়তে ইতি (বংশ অর্থাৎ বাঁশী শ্রুত হয়, ইহাই 'বংশ' শব্দের ব্যুৎপত্তি)।

'বনশয়' শব্দই 'বংশ' এই আকারে পরিণত হইয়াছে ; বংশ বা বাঁশ বনে উদ্ভূত হয়[১] ('বন' শব্দপূর্ব্বক 'শী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। সংভজন বা সংসেবনার্থক 'বন্' ধাতু হইতেও 'বংশ' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে ; বল্লি বা লতার দ্বারা বংশ (বাঁশ) সংভক্ত বা সংসেবিত হয়।[২] যে 'বংশ' শব্দের অর্থ বাঁশী, তাহা 'শ্রু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে ; গীতানুরাগী ব্যক্তিগণ বাঁশী মনোহর-স্বর বলিয়া তাহা শ্রবণ করিয়া থাকেন। স্কন্দস্বামীর মতে 'বননাৎ' 'শ্রূয়তে ইতি বা'—এই উভয় ব্যুৎপত্তিই বংশী বা বাঁশী অর্থে যে 'বংশ' শব্দ তৎপ্রতি প্রযোজ্য ; বংশীবাদক-কর্ত্তৃকও বংশ (বাঁশী) সংভক্ত বা সংসেবিত হয়।[৩]

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বংশঃ বনশয়ো জায়ত ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)। দুর্গাচার্য্যের মতে—বংশ যেন বনে শয়িত হইয়াই অবস্থান করে (বনে শয়িত ইবাস্তে)।

২। সংভজনাদ্বা বল্লিভিঃ (দুঃ)।

৩। বননাদ্বা বংশভক্তিপ্রায়মেতৎ ; স হি সংসেব্যতে ; মনোহারিস্বরত্বাৎ গীতব্যসনিভিঃ শ্রূয়তে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পবী রথনেমির্ভবতি, যদ্বিপুনাতি ভূমিম্ ॥ ১ ॥

পবিঃ রথনেমিঃ ভবতি ('পবি' শব্দের অর্থ রথনেমি বা রথচক্রধারা)[১], যৎ (যেহেতু) ভূমিং ভূমি) বিপুনাতি (বিপাটিত বা বিদীর্ণ করে)।[২]

'পবি' শব্দ অনবগত—'পূ' ধাতু হইতে উণাদি প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন (উ ৫৭৮ দ্রষ্টব্য)। ধাতুপাঠে 'পূ' ধাতু পবনার্থক; রথনেমি অর্থে যে 'পবি' শব্দ তাহাতে 'পূ' ধাতু বিপাটনার্থক। ইহাই 'পবি' শব্দের অনবগতত্বে হেতু।[৩] 'পবি' শব্দের ব্যুৎপত্তি—ইহা ভূমিকে বিপাটিত বা বিদীর্ণ করে।

'উত পব্যা রথানামদ্রিং ভিন্দন্ত্যোজসা' (ঋ ৫।৫২।৯);

'তং মরুতঃ ক্ষুরপবিনা ব্যযুঃ'[৪] ইত্যপি নিগমৌ ভবতঃ ॥ ২ ॥

উত (আর) রথানাং পব্যাঃ (রথের চক্রধারাসমূহ)[৫] ওজসা (বলপূর্ব্বক) অদ্রিং (অদ্রিকে) ভিন্দন্তি (বিদীর্ণ করে); মরুতঃ (মরুদ্গণ) তং (তাহাকে) ক্ষুরপবিনা (ক্ষুরতুল্য পবির দ্বারা) ব্যযুঃ (বিশ্লিষ্টগাত্রবন্ধন করিয়াছিলেন)[৬]—ইত্যপি নিগমৌ ভবতঃ (এই বৈদিকবাক্যদ্বয়ও আছে)।

'পবি' শব্দের অর্থ যে রথনেমি বা রথচক্রধারা, তদ্বিষয়ে নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। এই অর্থে 'পবি' শব্দের প্রয়োগ অল্প আছে বলিয়া দুইটি উদাহরণ প্রদর্শিত হইল (অল্প প্রয়োগ বিষয়ত্বাদুদাহরণদ্বয়ম্—দুর্গাচার্য্য)।

বক্ষো ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৩ ॥

'বক্ষস্' শব্দ অনবগত এবং অনেকার্থ। ইহার ব্যাখ্যা উপো অদর্শি শুন্ধ্যুবঃ...এই বাক্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে (নির্ ৪।১৬ দ্রষ্টব্য) পূর্ব্বে করা হইয়াছে।

ধন্বান্তরিক্ষং ধন্বন্ত্যস্মাদাপঃ ॥ ৪ ॥

ধন্ব অন্তরিক্ষম্ ('ধন্বন্' শব্দের অর্থ অন্তরিক্ষ); অস্মাৎ (ইহা হইতে) আপঃ (জল) ধন্বন্তি (গচ্ছন্তি—নিঃসৃত হয়)। 'ধন্বন্' শব্দ অনবগত, অন্তরিক্ষবাচী (নিঘ ১।৩)—গত্যর্থক

১। রথচক্রধারেত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। বিপুনাতি বিপাটয়তি ভূমিম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। পুনাতের্পাঠস্তরবৃত্তিত্বমনবগতত্বম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। এই বেদবাক্যের মূল অনবগত; স্কন্দস্বামী এবং দুর্গাচার্য্য উভয়েই বলেন - ইহা একটি ব্রাহ্মণবাক্য।

৫। পব্যাঃ—'পবি' শব্দের প্রথমার বহুবচন (দুঃ), স্কন্দস্বামীর মতে—'পব্যা' পদ 'পবি' শব্দের তৃতীয়ার একবচন—করণে তৃতীয়া; ইহার অর্থ—রথনেম্যা; কর্তৃপদ 'মরুতঃ'।

৬। বিশ্লিষ্টসর্ব্বাঙ্গবন্ধনং কৃতবন্তঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

ধবি (=ধন্ব্) ধাতু হইতে ঔণাদিক প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন (উ ১৫৪); অন্তরিক্ষ হইতেই বৃষ্টিজল নির্গত হয়।

'তিরো ধন্বাতি রোচতে' (ঋ ১০।১৮৭।২)
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৫ ॥

[যঃ অগ্নিঃ] (আদিত্যরূপে অবস্থিত যে অগ্নি) তিরঃ (তীর্ণতম অর্থাৎ অতি মহৎ)[১] ধন্ব (অন্তরিক্ষ) অতি (অতিক্রম করিয়া)[২] রোচতে (দীপ্তি পাইয়া থাকেন) ··ইত্যপি নিগমঃ ভবতি।

'ধন্বন্' শব্দের অর্থ যে অন্তরিক্ষ তদ্বিষয়ে নিগম প্রদর্শিত হইল। এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, নিঘণ্টুতে অন্তরিক্ষ নামসমূহের মধ্যে 'ধন্বন্' শব্দের পাঠ আছে; এই ঐকপদিক প্রকরণে আবার সেই অর্থেই ভাষ্যকার ইহার পাঠ করিলেন। 'সিন' প্রভৃতি অন্যান্য অনেক শব্দেরও যে যে অর্থে নিঘণ্টুতে পাঠ আছে, তাহাদের সেই সেই অর্থই ঐকপদিক প্রকরণে পুনরায় প্রদর্শিত হইয়াছে। দুর্গাচার্য্য বলেন—তত্তৎ শব্দসমূহের অনবগতসংস্কারত্ব অথবা অনেকার্থত্ব প্রতিপাদন করাই ইহার উদ্দেশ্য।

<u>সিনম্</u> অন্নং ভবতি সিনাতি ভূতানি ॥ ৬ ॥

সিনম্ অন্নং ভবতি ('সিন' শব্দের অর্থ অন্ন); ভূতানি (ভূতসমূহকে) সিনাতি (বন্ধন করে)।

'সিন' শব্দ অনবগত, অন্নবাচী (নিঘ ২।৭)—বন্ধনার্থক 'ষিঞ্' ধাতু হইতে ঔণাদিক প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন (উ ২৮২); অন্নই জীবসমূহকে বন্ধন করে অর্থাৎ ক্ষুধাক্লিষ্ট হইলে তাহাদিগকে ধারণ করে।[৩]

'যেন স্মা সিনং ভরথঃ সখিভ্যঃ' (ঋ ৩।৬২।১)
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৭ ॥

যেন স্মা[৪] (যন্নিবন্ধন অর্থাৎ তোমাদের সামর্থ্য আছে বলিয়া) [যুবাং] (তোমরা উভয়ে)[৫] সখিভ্যঃ (অস্মাদৃশ বন্ধুবর্গের জন্য) সিনং (অন্ন) ভরথঃ (সম্পাদন কর অর্থাৎ দান কর)[৬]....ইত্যপি নিগমঃ ভবতি।

'সিন' শব্দের অর্থ যে অন্ন, তদ্বিষয়ে উদাহরণ প্রদর্শিত হইল।

১। তিরঃ তীর্ণতমমেতন্মহদন্তরিক্ষম্ (দুঃ)।

২। অতি অতীত্য (দুঃ)।

৩। সিনাতি বধ্নাতি ক্ষুধা বিনশ্যন্তি ভূতানি ধাস্যন্তি (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। স্ম শব্দঃ পাদপূরণঃ (স্কঃ স্বাঃ); স্ম শব্দের বিশেষ কোন অর্থ নাই, পাদপূরণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে মাত্র; স্ম = স্মা (পাঃ ৬৷৩৷১৩৬)।

৫। এই মন্ত্রের দেবতা ইন্দ্রাবরুণ।

৬। ভরথঃ প্রাপয়থঃ দত্তম্ ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

ইত্থামুথেত্যেতেন ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৮ ॥

ইত্থা ('ইত্থা' শব্দ) অমুথা ইতি এতেন ('অমুথা' এই শব্দের দ্বারা) ব্যাখ্যাতম্ (ব্যাখ্যাত হইল)।

'ইত্থা' শব্দ 'অমুথা' শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইল। অমুথা—যথা অসৌ; ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (নিরু ৩।১৬ দ্রষ্টব্য)। কাজেই 'ইত্থা' শব্দও 'যথা অসৌ' অর্থাৎ 'ইহা যেরূপ' এই অর্থই প্রকাশ করে।[১] 'ইত্থা' শব্দ 'ইদ' শব্দের উত্তর ইবার্থে 'থাল্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন।[২] এই শব্দটি অনেকার্থ; ইহার অর্থ 'অনেন হেতুনা' 'অনেন প্রকারেণ' 'অয়মেব' ইত্যাদিও হইতে পারে (পাঃ ৫।৩।৩৬ দ্রষ্টব্য)। নিঘণ্টুতে 'ইত্থা' শব্দ সত্যবাচী (৩।১০)।

সচা সহেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

সচা সহ ইত্যর্থঃ ('সচা' শব্দের অর্থ 'সহ')।

'সচা' একটি অনবগতার্থক নিপাত; ইহার অর্থ 'সহ'।

'বসুভিঃ সচা ভুবা' ॥ ১০ ॥

(ঋ ২।৩১।১)

[অশ্বিনা] (হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়) বসুভিঃ সচা (বসুগণের সহিত) ভুবা (একত্র হইয়া) ...

'সচা' নিপাতের সহার্থে প্রয়োগ প্রদর্শিত হইল।

বসুভিঃ সহভুবৌ ॥ ১১ ॥

বসুভিঃ সচা ভুবা—বসুভিঃ সহ ভুবৌ (বসুগণের সহিত মিলিত হইয়া)।[৩]

চিদিতি নিপাতোঽনুদাত্তঃ পুরস্তাদেব ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১২ ॥

চিৎ ইতি নিপাতঃ ('চিৎ' এই নিপাত) অনুদাত্তঃ (অনুদাত্ত), পুরস্তাৎ এব ব্যাখ্যাতঃ (পূর্ব্বেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে)।

'চিৎ' নিপাত অনুদাত্ত স্বরবিশিষ্ট 'সন্তশ্চিত্তঃ শবসা পঞ্চ কৃষ্টীঃ' (ঋ ১০।১৭৮।৩ দ্রষ্টব্য)। ইহা একটি অনেকার্থক নিপাত; ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে (নিরু ১।৪ দ্রষ্টব্য)।

অথাপি পশুনামেহ ভবত্যুদাত্তঃ ॥ ১৩ ॥

অথাপি (আর) ইহ (এই উদ্ধ্রিয়মাণ বাক্যে)[৪] [চিৎ] ('চিৎ' শব্দ) পশুনাম ভবতি উদাত্তঃ [চ] (পশুবাচক এবং উদাত্ত হইতেছে)।

১। যথা চায়ম্ অমুথেতি তথা ইথেত্যাপি (স্কঃ স্বাঃ)।

২। 'প্রত্নপূর্ব্ববিশ্বেমাথাল্‌ছন্দসি (পাঃ ৫।৩।১১১) ইতি ইবার্থে থাল্ বিহিতো ব্যত্যয়েন প্রকৃতিভূতাদিদং শব্দাদপি ভবতি (দেঃ রাঃ)।

৩। সহভুবৌ সহিতৌ ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ); সচা ভুবৌ সহিতৌ ভূত্বা (দুঃ)।

৪। স্কন্দস্বামীর মতে—ইহ—নৈগমে প্রকরণে।

'চিৎ' শব্দ আদ্যুদাত্তও হয়; তখন ইহা (গো)-পশুবাচক।[১] পশুবাচকত্বে নিগম উদ্ধৃত হইতেছে :—

'চিদসি মনাসি ধীরসি' ॥ ১৪ ॥

(মৈত্রা সং ১।২।৪)

চিৎ অসি (তুমি পশু হইতেছ), মনা অসি (তুমি কমনীয় হইতেছ), ধীঃ অসি (তুমি কর্ম্ম বা প্রজ্ঞা হইতেছ)।

সোমক্রয়ণী গাভীর স্তুতি করা হইতেছে।[২] মনাসি = মনা + অসি ; 'মনা' শব্দের অর্থ কমনীয়া—কান্ত্যর্থক 'মন্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।[৩] 'ধী' শব্দ কর্ম্ম এবং প্রজ্ঞা এতদুভয়ের বাচক (নিঘ ২।১ ; ৩।৯), গাভী কর্ম্ম বা প্রজ্ঞা, অর্থাৎ কর্ম্ম বা প্রজ্ঞার কারণীভূত[৪]—গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া লোক কর্ম্মসামর্থ্য লাভ করে এবং প্রজ্ঞাবান্ হয়। শুক্লযজুর্ব্বেদ সংহিতার পাঠ— চিদসি মনোসি (মনঃ + অসি) ধীরসি···(৪।১৯ দ্রষ্টব্য)। 'চিৎ' শব্দের নির্ব্বচন ভাষ্যকার স্বয়ং করিতেছেন :—

চিতাস্ত্বয়ি ভোগাশ্চেতয়স ইতি বা ॥ ১৫ ॥

ত্বয়ি (তোমাতে অর্থাৎ গো-পশুতে) ভোগাঃ (ক্ষীরাদি ভোগ্যবস্তু) চিতাঃ (ব্যাপ্ত), বা (অথবা) চেতয়সে (তুমি অর্থাৎ গো-পশু চেতন বা চিদ্রূপা হও) ইতি (ইহাই 'চিৎ' শব্দের ব্যুৎপত্তি)। 'চিৎ' শব্দ যখন পশু অর্থাৎ গো-পশু বুঝায়, তখন ইহা 'চি' ধাতু অথবা চুরাদি সংজ্ঞানার্থক 'চিত্' ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন।[৫] (১) গো-পশু হইতে আমরা ক্ষীরাদি উৎকৃষ্ট ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হই—এই সমস্ত ভোগ্যবস্তু গো-পশুতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে ;[৬] (২) গো-পশু দেবতা[৭]—তদ্ধেতু সংজ্ঞেতন বা চিদ্রূপা।[৮]

<u>আ</u> ইত্যাকার উপসর্গঃ পুরস্তাদেব ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১৬ ॥

আ ইত্যাকারঃ ('আ' ইহাই হইয়াছে আকার বা আকৃতি যাহার এতাদৃশ) উপসর্গঃ (উপসর্গ) পুরস্তাৎ এব ব্যাখ্যাতঃ, (পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে)।

১। অয়মেব উদাত্তঃ আদ্যুদাত্তো ভবতি ততঃ পশুনাম ভবতি (দুঃ)।

২। অনেন চ যজুষা সোমক্রয়ণী গৌরুচ্যতে (স্কঃ স্বাঃ) ; চিদসি···ইতি রাজক্রয়ণী গৌস্তূয়তে (দুঃ)—সোমই রাজা।

৩। 'মনা' ইতি মন্তেঃ কান্তিকর্ম্মণ এতদ্রূপম্ কমনীয়াসি (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। ধীরিতি কর্ম্মনাম প্রজ্ঞানাম বা, কর্ম্ম চাসি প্রজ্ঞা বা তৎকারণত্বাচ্চৈবমুচ্যতে ; কর্ম্মণঃ প্রজ্ঞায়া হেতুরসীত্যর্থঃ, সত্যাং হি তস্যাং বুদ্ধিকর্ম্মণী জায়েতে (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। নাম তু চিনোতেশ্চেতয়তের্বা ক্বিপ্ চিদিতি ভবতি (দেঃ রাঃ)।

৬। চিতা অস্যাং ভোগাঃ ক্ষীরাদয়ঃ (স্কঃ স্বাঃ), চিতা ভোগৈঃ ক্ষীরাদিভিঃ (দেঃ রাঃ)।

৭। ঐ. ব্রাঃ ৩।১৫।৪, ৪।২১।৩, ৪।২২।১ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

৮। চিদ্রূপা বাসীত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ) ; চিদ্রূপা বা সোমক্রয়ণ্যুচ্যতে (দেঃ রাঃ) ; চিদসীতি যথাব বিচিকৎসতে—দুর্গাচার্য্যোক্ত এই ব্রাহ্মণবাক্যের অর্থ এই যে, যেহেতু গো-পশু বিশেষরূপ জ্ঞানশালী— সেইজন্যই তোমাকে 'চিৎ' বলিয়া অভিহিত করা হয়—বেদে 'কিৎ' ধাতুর অর্থ 'জানা'।

'আ' শব্দ অনেকার্থক। 'আ' উপসর্গ; ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে (নিরু ১।৩)। 'আ' নিপাত; ইহারও ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে (নিরু ৩।১৬)।

অথাপ্যধ্যর্থে দৃশ্যতে ॥ ১৭ ॥

অথাপি (আর) অধ্যর্থে ('অধি' শব্দের অর্থে) দৃশ্যতে (দৃষ্ট হয়)।

'অধি' উপসর্গের অর্থ উপরিভাব এবং ঐশ্বর্য্য (নিরু ১।৩); 'অধি' শব্দের এই 'উপরিভাব' অর্থে আ (আঙ্) উপসর্গ প্রযুক্ত হয়। উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন—

'অভ্র আঁ অপঃ' (ঋ ৫।৪৮।১);

অভ্রে আ অপঃ, অপোঽভ্রেঽধীতি ॥ ১৮ ॥

'অভ্র আঁ অপঃ' ইহা একটি মন্ত্রাংশ; ইহার পদবিভাগ ভাষ্যকার স্বয়ংই করিতেছেন—'অভ্রে আ অপঃ' এই ভাবে।[১] অপোঽভ্রেধি—ইহা উক্ত বাক্যেরই অর্থ; [রজসঃ] (অন্তরিক্ষলোকের) অধি (উপরিভাগে অবস্থিত) অভ্রে (মেঘে) [স্থিত] অপঃ (জলকে)...

দ্যুম্নং দ্যোততে র্যশো বান্নং বা ॥ ১৯ ॥

দ্যুম্নং ('দ্যুম্ন' শব্দ) দ্যোততেঃ ('দ্যুত' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); ইহার অর্থ—যশো বা অন্নং বা (যশ অথবা অন্ন)।

'দ্যুম্ন' শব্দ অনবগত এবং অনেকার্থক[২]—দীপ্ত্যর্থক 'দ্যুৎ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ইহার অর্থ যশ বা অন্ন। অন্নই ভোক্তার দীপ্তিরূপে পরিণত হয়; আর, যশ স্বয়ংই দীপ্ত—প্রকাশস্বভাব বলিয়া।[৩]

"অস্মে দ্যুম্নমধি রত্নং চ ধেহি" ॥ ২০ ॥
(ঋ ৭।২৫।৩)

অস্মে (আমাদিগের মধ্যে) দ্যুম্নং (অন্ন অথবা যশ) রত্নং চ (এবং রত্ন) অধিধেহি (নিধেহি[৪]—স্থাপন কর)।

উদ্ধৃত স্থলে 'দ্যুম্ন' শব্দে অন্নও বুঝাইতে পারে, যশও বুঝাইতে পারে। নিঘণ্টুতে 'দ্যুম্ন' শব্দ ধনবাচী (২।১০)।

অস্মাসু দ্যুম্নং চ রত্নং চ ধেহি ॥ ২১ ॥

ভাষ্যকার স্বয়ংই উক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন। অস্মে—অস্মাসু; 'অধি' শব্দ তিনি নিরর্থক মনে করেন।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। উদাহরণে পদবিভাগং দর্শয়িতুমাহ…(স্কঃ স্বাঃ)।
২। দ্যুম্নমিত্যনবগতম্ (স্কঃ স্বাঃ); দ্যুম্নমিত্যনেকার্থম্ (দুঃ)।
৩। অন্নমেব হি ভুঞ্জানস্য দীপ্তির্ভবতীতি; যশস্তু দীপ্তং প্রকাশস্বভাবত্বাদিতি (দুঃ)।
৪। অধি নীত্যস্য স্থানে নিধেহ্যস্মভ্যমিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পবিত্রং পুনাতেঃ, মন্ত্রঃ পবিত্রমুচ্যতে ॥ ১ ॥

পবিত্রং ('পবিত্র' শব্দ) পুনাতেঃ ('পূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); মন্ত্রঃ পবিত্রম্ উচ্যতে (মন্ত্র পবিত্র বলিয়া অভিহিত হয়)।

পবনার্থক 'পূ' ধাতু হইতে 'পবিত্র' শব্দের নিষ্পত্তি; 'পবিত্র' শব্দ অনেকার্থক। ইহার অর্থ—মন্ত্র, রশ্মি এবং জল; এই সমস্ত অর্থে শব্দটি করণবাচ্য নিষ্পন্ন—মন্ত্রাদির দ্বারা পবিত্রতার বিধান হয়। ইহার অর্থ আবার—অগ্নি, বায়ু, সোম, সূর্য্য এবং ইন্দ্র; এই সমস্ত অর্থে শব্দটি কর্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন—অগ্ন্যাদি পবিত্রতা বিধান করেন। 'কর্ত্তরি চর্ষিদেবতয়োঃ' (পাঃ ৩।২।১৮৬ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

'যেন দেবাঃ পবিত্রেণাত্মানং পুনতে সদা' (সাং সং ২।৬৫২)

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ২ ॥

যেন পবিত্রেণ (যে বেদমন্ত্রের দ্বারা) দেবাঃ (ঋত্বিগ্‌গণ ও যজমান)[১] আত্মানং (নিজদিগকে) সদা পুনতে (সর্ব্বদা পবিত্র বা শোধিত করেন)—ইত্যপি নিগমো ভবতি (এই বৈদিকবাক্যও আছে)।

'পবিত্র' শব্দের মন্ত্রার্থে উদাহরণ প্রদর্শিত হইল।

রশ্ময়ঃ পবিত্রমুচ্যন্তে ॥ ৩ ॥

রশ্ময়ঃ (রশ্মিসমূহ) পবিত্রম্ উচ্যন্তে (পবিত্র বলিয়া অভিহিত হয়)।

'পবিত্র' শব্দের অন্য অর্থ রশ্মি। উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন—

'গভস্তিপূতঃ' (শুঃ যজুঃ ৭।১ দ্রষ্টব্য)

'গভস্তিপূতো নৃভিরদ্রিভিঃ সুতঃ' (ঋ ৯।৮৬।৩৪)

ইত্যপি নিগমৌ ভবতঃ ॥ ৪ ॥

গভস্তিপূতঃ (রশ্মিসমূহের দ্বারা পবিত্রীকৃত)[২]; [হে সোম] গভস্তিপূতঃ (রশ্মিপূত হইয়া) নৃভিঃ (ঋত্বিগ্‌গণ ও যজমানকর্তৃক)[৩] অদ্রিভিঃ (পাষাণ-খণ্ডসমূহের দ্বারা)[৪] সুতঃ (অভিষুত হইয়া থাকে)।

১। দেবা ঋত্বিগ্‌যজমানাঃ (দুঃ)।

২। গভস্তিপূতঃ রশ্মিপূতঃ (দুঃ); উবট এবং মহীধরের মতে গভস্তি—হস্ত।

৩। নৃভিঃ ঋত্বিগ্‌যজমানৈঃ (দুঃ)।

৪। অদ্রিভিঃ গ্রাবভিঃ (দুঃ)।

উদ্ধৃত নিগমদ্বয়ে 'পবিত্র' শব্দের উল্লেখ নাই ; 'গভস্তি' শব্দের উল্লেখ আছে। 'গভস্তি-পূত' শব্দের অর্থ রশ্মিপূত ; এতদ্দ্বারা বোধগম্য হয় যে, গভস্তি বা রশ্মির পবিত্রতাবিধায়িনী শক্তি আছে ; কাজেই গভস্তি বা রশ্মি 'পবিত্র' শব্দের দ্বারা অভিহিত হইতে পারে। নিরুক্তে উদ্ধৃত (১২।৩২) ঋগ্বেদের ৯।৭৩,৩ মন্ত্রে রশ্মি অর্থে 'পবিত্র' শব্দের সাক্ষাৎ প্রয়োগ আছে।

আপঃ পবিত্রমুচ্যন্তে ॥ ৫ ॥

আপঃ (জল) পবিত্রম্ উচ্যন্তে (পবিত্র বলিয়া অভিহিত হয়)।

'পবিত্র' শব্দের আর এক অর্থ জল ; উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন—

'শতপবিত্রাঃ স্বধয়া মদন্তীঃ' (ঋ ৭।৪৭।৩)

বহূদকাঃ ॥ ৬ ॥

শতপবিত্রাঃ (বহু জলবিশিষ্টা) [অপ্দেবতা] স্বধয়া (অন্নের দ্বারা) মদন্তীঃ (লোকের হর্ষ উৎপাদন করিয়া)... ; বহূদকাঃ (বহু জলবিশিষ্টা)—ইহা 'শতপবিত্রাঃ' এই পদের ব্যাখ্যা।[১]

অগ্নিঃ পবিত্রমুচ্যতে, বায়ুঃ পবিত্রমুচ্যতে, সোমঃ পবিত্রমুচ্যতে,
সূর্য্যঃ পবিত্রমুচ্যতে, ইন্দ্রঃ পবিত্রমুচ্যতে ॥ ৭ ॥

অগ্নি, বায়ু, সোম, সূর্য্য এবং ইন্দ্র—ইঁহারা প্রত্যেকেই 'পবিত্র' শব্দের দ্বারা অভিহিত হয়েন ; কারণ, ইঁহারা সকলেই পবিত্রতাবিধায়ক।

অগ্নিঃ পবিত্রম্ স মা পুনাতু, বায়ুঃ সোমঃ সূর্য্য ইন্দ্রঃ
পবিত্রং তে মা পুনন্তু ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৮ ॥

অগ্নিঃ পবিত্রম্, স মা পুনাতু (অগ্নি 'পবিত্র' শব্দের বাচ্য, তিনি আমাকে পবিত্র করুন), বায়ুঃ, সোমঃ, সূর্য্যঃ, ইন্দ্রঃ পবিত্রম্, তে মা পুনন্তু (বায়ু, সোম, সূর্য্য এবং ইন্দ্র—সকলেই 'পবিত্র' শব্দের বাচ্য, তাঁহারা আমাকে পবিত্র করুন)—ইত্যপি নিগমো ভবতি।

অগ্ন্যাদির 'পবিত্র' শব্দবাচ্যত্বে নিগম প্রদর্শিত হইল। এই নিগমবাক্যের মূল অপরিজ্ঞাত ; দুর্গাচার্য্য বলেন—নিগদ-প্রসিদ্ধ এবৈষ নিগমঃ অর্থাৎ এই নিগমটি নিগদে (স্তুতিতে) প্রসিদ্ধ।

তোদ স্তুদতেঃ ॥ ৯ ॥

তোদঃ তুদতেঃ ('তোদ' শব্দ 'তুদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'তোদ' শব্দ অনবগত, 'তুদ' শব্দ অবগত (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদের পঞ্চম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)। দুর্গাচার্য্য এবং দেবরাজের মতে তুদাদি 'তুদ্' ধাতু (ব্যথনার্থক) হইতে শব্দটি নিষ্পন্ন।

১। শতপবিত্রা ইত্যস্যার্থকথনং বহূদকা ইতি (স্কঃ স্বাঃ)।

স্কন্দস্বামী কিন্তু এতৎসম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, তুদাদি 'তুদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়া থাকিলে পাঠ হইত 'তোদ স্বদতেঃ'। কাজেই কল্পনা করা যাইতে পারে 'তুন্নতি'রূপ হয় এইরূপ 'তুদ্' ধাতু হইতে শব্দটি নিষ্পন্ন। ঈদৃশ 'তুদ্' ধাতুর প্রয়োগ হয় ত বৈদিক সাহিত্যে ছিল, কিন্তু ইহার লৌকিক প্রয়োগ নাই। ইহা নিয়াই 'তোদ' শব্দের অনবগতত্ব। 'তোদ' শব্দের অর্থ গৃহস্থ (স্কন্দস্বামীর মতে), কূপ (দুর্গাচার্যের মতে)।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ

'পুরু ত্বা দাশ্বান্ বোচেঽরিরগ্নে তব স্বিদা।
তোদস্যেব শরণ আ মহস্য' ॥ ১ ॥

(ঋ ১।১৫০।১)

অগ্নে (হে অগ্নে) পুরু (বহু) দাশ্বান্ (দানকারী আমি) ত্বাম্বিৎ (ত্বামেব—তোমাকেই) আবোচে (আহ্বান করিতেছি), [ত্বম্] (তুমি) অরিঃ (সমস্ত হবির প্রভু), [১] [অহং] (আমি) তব (তোমার স্বভূত), মহস্য (মহতঃ—প্রকাণ্ড) [২] তোদস্য (কূপের) আ (উপরিস্থ) [৩] শরণে ইব (বিলে অর্থাৎ গর্ত্তে যেরূপ) [সেইরূপ তোমাতে অপরিমিত হবি-গ্রহণের শক্তি রহিয়াছে]।

হে অগ্নে, আমি তোমাতে বহু হবি প্রক্ষিপ্ত করিয়া থাকি, আমি তোমাকেই আহ্বান করিতেছি। যেহেতু তুমি সর্ব্ব হবির অধীশ্বর। তোমাতে হবিগ্রহণের শক্তি অপরিমিত, যেমন প্রকাণ্ড কূপের উপরিস্থিত গর্ত্তে জলগ্রহণের শক্তি অপরিমিত। ইহাই মন্ত্রের সংক্ষিপ্তার্থ। [৪] দুর্গাচার্য্যের মতে 'অরি' শব্দ 'ত্বং' পদের বিশেষণ নহে, 'অহং' পদের বিশেষণ। অহং তব অরিঃ (আমি তোমার অরি বা ঈশ্বর অর্থাৎ তোমার উদ্দেশে স্তুতি উচ্চারণে এবং হবিঃ প্রদানে সমর্থ)—ঈদৃশ অন্বয় তাঁহার অভিপ্রেত। [৫]

বহু দাশ্বাংস্ত্বামেবাভিহ্বয়ামি ॥ ২ ॥

পুরু ত্বা দাশ্বান্ বোচে তব স্বিদা=বহু দাশ্বান্ ত্বাম্ এব অভিহ্বয়ামি। পুরু=বহু; ত্বা—ত্বাম্ ; স্বিৎ—এব ; বোচে আ (আবোচে)—অভিহ্বয়ামি (আহ্বান করিতেছি—উপসর্গ ও ক্রিয়াপদ ব্যবহিত)। স্কন্দস্বামীর মতে—বোচে—অভিহ্বয়ামি ; 'আ' পদ পদপূরণার্থক ; 'স্বিৎ' পদের অন্বয় 'তব' পদের সঙ্গে ; অহং তবৈব (আমি তোমারই স্বভূত বা অন্তরঙ্গ)। [৬] এই মত ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

১। ত্বামেব বোচে যস্মাদরিঃ ঈশ্বরস্ত্বং সর্ব্বহবিষাম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। মহস্য মহতঃ ইত্যর্থঃ।

৩। তুরন্তেব বিস্তীর্ণস্য কস্যচিৎ ক্ষুদ্রস্য কূপস্যোপরি, আঙ্ অর্থঃ (দুঃ)।

৪। শরণে বিলে ; যথা হি মহ্যে বিলে কস্মিংশ্চিৎ বহ্ব্য আপো মজ্জন্তি ন চ তস্য মহতো মহতো গ্রহণশক্তি পরিহাণং ভবতি, এবং ত্বায্যনেকান্তানেকদেবতান্তাহুতীরস্মাভিঃ প্রদত্তাঃ প্রক্ষিপ্তো ন সামর্থ্যপরিহাণমস্তি... অতস্ত্বামেবাহ্বয়ামি (দুঃ)।

৫। ত্বাহমরিরেব—সমর্থোঽহমাহ্বয়ামি ত্বাং স্তোতুং বহু চ দাতুমিত্যভিপ্রায়ঃ।

৬। তব স্বিদেবার্থে তবৈবাহং স্বভূত ইতি শেষঃ ; আকারঃ পাদপূরণঃ।

অরিরমিত্র ঋচ্ছতেঃ। ঈশ্বরোঽপ্যরিরেতস্মাদেব ॥ ৩ ॥

অরিঃ অমিত্রঃ ('অরি' শব্দের অর্থ অমিত্র বা শত্রু), ঋচ্ছতেঃ 'ঋচ্ছ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। ঈশ্বরঃ অপি অরিঃ (ঈশ্বর অর্থে 'অরি' শব্দ) এতস্মাৎ এব (এই 'ঋচ্ছ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন)।

শত্রু অর্থে 'অরি' শব্দ গত্যর্থক 'ঋচ্ছ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—শত্রু স্ব বিপক্ষের বিরুদ্ধে গমন করে।[১] ঈশ্বর অর্থে 'অরি' শব্দও গত্যর্থক 'ঋচ্ছ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন—ঈশ্বর সর্ব্বগত, সর্ব্বত্রই তাঁহার গতি।[২] 'ঋচ্ছ্' ধাতু নিঘণ্টু পঠিত—গত্যর্থে (২।১৪) এবং পরিচরণার্থে (৩।৫)। সায়ণ পরিচরণার্থক 'ঋচ্ছ্' ধাতু হইতে 'অরি' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়া ইহার অর্থ করিয়াছেন 'সেবক'; তবৈবাহম্ অরিঃ—হে অগ্নে, আমি তোমারই সেবক।

যদন্যদেবত্যা অগ্নাবাহুতয়োহূয়ন্ত ইত্যেতদ্দৃষ্ট্বৈবমবক্ষ্যৎ, 'তোদস্যেব শরণ আ মহস্য' ॥ ৪ ॥

অন্যদেবত্যাঃ (অন্য দেবতার উদ্দেশে কল্পিত) আহুতয়ঃ (আহুতিসমূহ) যৎ (যে) অগ্নৌ (অগ্নিতে) হূয়ন্তে (অর্পিত হয়), ইতি এতৎ দৃষ্ট্বা (ইহা দেখিয়া) 'তোদস্যেব শরণ আ মহস্য' (প্রকাণ্ড কূপের উপরিস্থ গর্ত্তে যেরূপ জলগ্রহণ শক্তি অপরিমিত, তোমাতে সেইরূপ হবিগ্রহণের শক্তি অপরিমিত) এবম্ (এইরূপ) অবক্ষ্যৎ (বলিয়াছেন)।[৩]

মন্ত্রদ্রষ্টা কূপগর্ত্তের সহিত অগ্নির তুলনা করিলেন কেন, ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—অগ্নিব্যতিরিক্ত অন্যান্য দেবতার উদ্দেশে যে হবি কল্পিত হয়, তাহাও অগ্নিতেই প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে; অগ্নিমুখা বৈ দেবাঃ (দেবতাদের অগ্নিই মুখস্বরূপ)। অগ্নির হবিগ্রহণ-সামর্থ্য অপরিমিত, কূপেরও জলগ্রহণ শক্তি অপরিমিত; এই অংশেই কূপের সহিত অগ্নির সাদৃশ্য।

তুদস্যেব শরণেঽধি মহতঃ ॥ ৫ ॥

তোদস্যেব শরণ আ মহস্য—তুদস্য ইব শরণে অধি মহতঃ। তোদস্য—তুদস্য; আ—অধি; মহস্য—মহতঃ।

তুদতি পীড়য়তি জলার্থিনঃ (জলার্থীদিগকে কূপ পীড়া দেয়—জলার্থী জল আহরণে কষ্ট পায়), এই ব্যুৎপত্তিতে 'তুদ্' ধাতুর উত্তর 'ক' প্রত্যয় করিয়া শব্দটি কর্ত্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন (পাঃ ৩।১।১৩৫), কাজেই শব্দটির আকার হইবে 'তুদ'। এই জন্যই 'তুদ' শব্দ অবগত এবং এই 'তুদ' শব্দের দ্বারা ভাষ্যকার 'তোদ' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'শরণ' শব্দের অর্থ 'বিল'

১। শত্রূন্ প্রতি গচ্ছত্যসৌ তৈ র্বা অর্য্যতে (স্কঃ স্বাঃ)।

২। ঈশ্বরোঽপি তেন তেন ভৃত্যানুগ্রহেণ সর্ব্বপ্রবৃত্তিগতিঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। এবমবোচন্মন্ত্রদৃক্—'তোদস্যেব শরণ আ মহস্য' ইতি (দুঃ)।

(গর্ত) ; হিংসার্থক 'শৄ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—বিল বা গর্ত হিংসিত অর্থাৎ বিদারিত হয়।[১] 'আ' শব্দের অর্থ অধি অর্থাৎ উপরিভাব ; তুদস্য ইব শরণে অধি মহতঃ—মহতঃ তুদস্য অধি (উপরি) শরণে ইব। স্কন্দস্বামীর মতে শরণ—গৃহ ; 'তোদ' শব্দের অর্থ যে গৃহস্থ ইহা বলা হইয়াছে।[২] তাঁহার মতে তোদস্যেব…এই বাক্যাংশের অর্থ—মহান্ গৃহস্থের গৃহে সর্ব্ব বস্তু যেরূপ তাঁহার স্বভূত, আমিও তোমার সেইরূপ স্বভূত।[৩] তাঁহার ব্যাখ্যার দোষ এই যে, ইহাতে 'আ' পদের অর্থ করা হয় নাই। চতুর্থ সন্দর্ভের (যদন্যদেবত্যা আহুতয়ঃ…) ব্যাখ্যা তিনি এইরূপ করেন—যেহেতু অন্যান্য দেবতার উদ্দেশে কল্পিত হবিও অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই জন্য এইরূপ বলা হইয়াছে।—অর্থাৎ 'হে অগ্নে, তুমি অরি অর্থাৎ সর্ব্ব হবির ঈশ্বর' ইহা বলা হইয়াছে ;[৪] ভাষ্যে উদ্ধৃত 'তোদস্যেব শরণ আ মহস্য' এই অংশ 'এবং' পদের নির্দ্দেশ্য নহে, ব্যাখ্যায়মান সন্দর্ভরূপে উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র।

স্বঞ্চাঃ সু অঞ্চনঃ ॥ ৬ ॥

'সঞ্চস্' শব্দের প্রথমার একবচনে স্বঞ্চাঃ ; 'স্বঞ্চস্' শব্দ গত্যর্থক 'অঞ্চ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এবং অনবগত ; ইহার অর্থ—সু অঞ্চনঃ (স্বঞ্চনঃ) বা শোভনগতি।

'আজুহ্বানো ঘৃতপৃষ্ঠঃ স্বঞ্চাঃ' (ঋ ৫।৩৭।১)
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৭ ॥

আজুহ্বানঃ (আহূয়মান) ঘৃতপৃষ্ঠঃ (আহুতিরূপ ঘৃত পৃষ্ঠে বহনকারী অথবা ঘৃতস্পৃষ্ট)[৫] স্বঞ্চাঃ (সুগমন অর্থাৎ প্রদীপ্ত হইয়া ঊর্দ্ধগতি) [অগ্নিঃ] (অগ্নি)…ইত্যপি নিগমো ভবতি (এই বৈদিকবাক্যও আছে)।

'স্বঞ্চস্' শব্দের প্রয়োগ প্রদর্শিত হইল।

শিপিবিষ্টো বিষ্ণুরিতি বিষ্ণো র্দ্বে নামনী ভবতঃ ॥ ৮ ॥

শিপিবিষ্টঃ বিষ্ণুঃ ইতি ('শিপিবিষ্ট' এবং 'বিষ্ণু' এই শব্দদ্বয়) বিষ্ণোঃ (আদিত্যের) দ্বে নামনী ভবতঃ (দুই নাম)।

শিপিবিষ্ট এবং বিষ্ণু—ইহারা আদিত্যবাচী। উভয় শব্দ এক আদিত্যকেই বিষয় করে এবং উভয় শব্দেরই প্রয়োগ একই মন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়—এই নিমিত্ত ইহারা যুগপৎ উপন্যস্ত

১। 'শৄ' হিংসায়াম্—তস্য শরণং বিলম্, তদ্বিদারিতং ভবতি (দুঃ) ; বস্তুতঃ ভূমির বিদারণে গর্ত্তের উৎপত্তি হয়—ভূমির বিদারিতত্ব গর্ত্তে আরোপ করিয়া বুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

২। তুদতি (?) ভৃত্যজনান্…গৃহস্থোঽত্র তোদোঽভিপ্রেতঃ।

৩। যথা তোদস্য গৃহস্থস্য মহতো মহতঃ শরণে গৃহমাত্মেদম্, গৃহে আত্মীয়ে চ কিঞ্চিৎ সর্ব্বতঃ স্বভূতং ভবতি তদ্বদহমিত্যর্থঃ।

৪। …ইত্যেবমেতত্ত্ব দৃষ্ট্বা পতিত্বং সর্ব্বহবিষামিত্যেবমবক্ষ্যদ্ মন্ত্রদৃক্।

৫। ঘৃতমাহুতিলক্ষণং পৃষ্ঠে যস্য স ঘৃতপৃষ্ঠো ঘৃতেন বা স্পৃষ্টো ঘৃতপৃষ্ঠঃ (স্কঃ স্বাঃ)। ঘৃতাক্তপৃষ্ঠঃ (দুঃ)

হইয়াছে।[১] 'বিষ্ণু' শব্দ এখানে প্রধানভাবে সমাম্নাত হয় নাই; দেবতা বলিয়া দৈবতকাণ্ডে প্রধানভাবে বিষ্ণু বর্ণিত হইবেন। 'শিপিবিষ্ট' শব্দ অনবগত এবং অনেকার্থক।

কুৎসিতার্থীয়ং পূর্ব্বমিত্যৌপমন্যবঃ ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বং (উভয় শব্দের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ 'শিপিবিষ্ট' শব্দ) কুৎসিতার্থীয়ম্ (নিন্দিত অর্থের বাচক এবং অশ্লীল উপমার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট) ইতি ঔপমন্যবঃ (আচার্য্য ঔপমন্যব ইহা মনে করেন)।

'শিপিবিষ্ট' শব্দ কুৎসিতার্থীয় অশ্লীলোপমাসংবদ্ধ কেন তাহা পরে পরিস্ফুট হইবে (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।

॥ সপ্তম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। একবিষয়ত্বাদেকোদাহরণত্বাচ্চ যুগপদুপন্যাসঃ (দুঃ বৃঃ)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কিমিত্তে বিষ্ণো পরিচক্ষ্যং ভূৎপ্র যদ্ববক্ষে শিপিবিষ্টো অস্মি ।
মা বর্পো অস্মদপগূহ এতদ্ যদন্যরূপঃ সমিথে বভূথ ॥ ১ ॥

(ঋ ৭।১০০।৬)

হে বিষ্ণো (হে আদিত্য) যৎ প্রববক্ষে (তুমি যে বলিলে) শিপিবিষ্টঃ অস্মি, (আমি শিপিবিষ্ট অর্থাৎ শেপের ন্যায় নির্ব্বেষ্টিত বা বেষ্টনরহিত) কিম্ ইৎ তে (তোমার কি) পরিচক্ষ্যং (অপ্রখ্যাপনীয়) [এতৎ একমেব রূপম্][1] (এই একইরূপ) ভূৎ (ভবতি—হয়)? অস্মৎ (আমাদের সম্মুখে) এতৎ বর্পঃ (এই রূপ) মা [প্রখ্যাপয়] (প্রকটিত করিও না),[2] উপগূহ (সংবৃত কর); সমিথে (সংগ্রামে) যৎ অন্যরূপঃ বভূথ (তুমি যে অন্যরূপধারী হও) [তৎ এব প্রখ্যাপয়] (সেই অন্যরূপই আমাদের সম্মুখে প্রকটিত কর)।[3]

'তোমার স্বরূপ কি' এই প্রশ্নের উত্তরে 'আমি শিপিবিষ্ট' আদিত্য এইরূপ বলিলে ঋষি বলিতেছেন[4]—তোমার এই 'শিপিবিষ্ট' রূপ অপ্রখ্যাত বা নিন্দিত অতএব অপ্রখ্যাপনীয়; তোমার এই রূপ আমাদের নিকট প্রকাশ করিও না; তুমি তমোরাশির সহিত সংগ্রামে[5] যে রূপ ধারণ করিয়া থাক, সেই মাধ্যন্দিন অনেকরশ্মিসংকুল রূপই আমাদের নিকট প্রকাশ কর। 'শিপিবিষ্ট' শব্দ কুৎসিতার্থীয়, এই মতের পরিপোষক ঔপমন্যবের মত অবলম্বন করিয়া দুর্গাচার্য্য উদ্ধৃত মন্ত্রের ঈদৃশ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাকে অধ্যাহারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। 'শিপিবিষ্ট' শব্দের কুৎসিতার্থত্বে ব্যুৎপত্তি পরবর্ত্তী সন্দর্ভে স্ফুটীকৃত হইবে। 'পরিচক্ষ্য' শব্দের অর্থ দুর্গাচার্য্য করিয়াছেন 'পরিখ্যাপনীয়'; 'পরিখ্যাপনীয়' শব্দের অর্থ পরিবর্জ্জনীয় অর্থাৎ অপ্রখ্যাপনীয়। পরিপূর্ব্বক 'চক্ষ্' ধাতু এবং পরিপূর্ব্বক 'খ্যা' ধাতু পরিবর্জ্জনার্থক।[6] অকার প্রশ্লেষ করিয়া 'অপরিচক্ষ্য' পাঠ করিলে ইহার নিন্দার্থতা অধিকতর পরিস্ফুট হয়। সায়ণের মতে—পূর্ব্বকালে বিষ্ণু (আদিত্য) আপনার রূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ ধারণ করতঃ সংগ্রামে বশিষ্ঠের সাহায্য করিয়াছিলেন; বশিষ্ঠ তাঁহাকে জানিতে পারিয়া এই ঋকের দ্বারা স্তব করেন। তাঁহার মতে দ্বিতীয়ার্দ্ধের অনুবাদ—

১। কিমেতদপরৈবৈকং বিগতরশ্মিরূপম্…(দুঃ)।

২। মা এতদ্ বর্পঃ রূপং অস্মাকমগ্রতঃ প্রখ্যাপয় কিং তর্হি উপগূহ এতৎ সংবৃতং কুরুষ্বৈতদ্ (দুঃ)।

৩। তদৈব নো মাধ্যন্দিনং রূপং প্রকাশয়স্ব…(দুঃ)।

৪। কিংরূপস্ত্বমিতি পৃষ্টঃ শিপিবিষ্টোঽস্মীত্যুক্তে অনন্তরং প্রক্রিয়তে (দুঃ)।

৫। সমিথে সংগ্রামে…তমোভিঃ সহ (স্কঃ স্বাঃ)।

৬। পরিপূর্ব্বশ্চক্ষির্বর্জ্জনার্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

তুমি সংগ্রামে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছ; আমাদের নিকট হইতে তোমার শরীর লুক্কায়িত করিও না।

কিং তে বিষ্ণোঽপ্রখ্যাতমেতদ্ ভবত্যপ্রখ্যাপনীয়ং যন্নঃ প্রব্রূষে শেপ ইব নির্বেষ্টিতোঽস্মীত্যপ্রতিপন্নরশ্মিঃ ॥ ২ ॥

বিষ্ণো (হে বিষ্ণো) কিং তে অপ্রখ্যাতম্ (নিন্দিত) [অতএব] অপ্রখ্যাপনীয়ম্ এতৎ [এরূমেব রূপম্] ভবতি, যৎ নঃ প্রব্রূষে (আমাদিগকে যে বলিলে) শেপঃ ইব নির্বেষ্টিতঃ অস্মি (শেপ অর্থাৎ পুংজননেন্দ্রিয়ের ন্যায় বেষ্টনরহিত) ইতি অপ্রতিপন্নরশ্মিঃ (ইহার দ্বারা তুমি অলব্ধরশ্মি—এই কথাই বলা হইতেছে)।

উদ্ধৃত অংশ মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধের ব্যাখ্যা। কিম্ ইৎ তে—কিং তে, 'ইৎ' পদ পদপূরণার্থক; ভূৎ—ভবতি; পরিচক্ষ্যম্—অপ্রখ্যাপনীয়ম্ (প্রকাশ করার অযোগ্য); প্র যৎ ববক্ষে—যৎ নঃ (আমাদিগকে) প্রব্রূষে—উপসর্গ এবং ক্রিয়াপদ ব্যবহিত; শিপিবিষ্টঃ অস্মি—শেপ ইব নির্বেষ্টিতঃ অস্মি (শেপ বা পুংজননেন্দ্রিয় যেরূপ লোমাদি বেষ্টন রহিত, আমিও সেইরূপ)—ইহার দ্বারা আদিত্যের অপ্রতিপন্নরশ্মিত্ব উক্ত হইল, অর্থাৎ বলা হইল যে,—আদিত্য তখনই শিপিবিষ্ট বলিয়া অভিহিত হন যখন তিনি উদিতমাত্র, যখন তিনি তাঁহার রশ্মিসমূহে পরিবেষ্টিত নহেন।[১] শেপনির্বেষ্টিত—শিপিবিষ্ট; অশ্লীল উপমার সহিত সম্বন্ধ এবং রশ্মিবিরহিত বলিয়া 'শিপিবিষ্ট' আদিত্যের নিন্দিত রূপ।

অপি বা প্রশংসানামৈবাভিপ্রেতং স্যাৎ, কিংতে বিষ্ণো প্রখ্যাতমেতদ্ ভবতি প্রখ্যাপনীয়ং যদুত প্রব্রূষে শিপিবিষ্টোঽস্মীতি প্রতিপন্নরশ্মিঃ, শিপয়োঽত্র রশ্ময় উচ্যন্তে, তৈরাবিষ্টো ভবতি ॥ ৩ ॥

অপি বা (অথবা) প্রশংসানাম এব অভিপ্রেতং স্যাৎ ('শিপিবিষ্ট' প্রশংসাসূচক নাম বলিয়াই অভিপ্রেত হইতে পারে), কিংতে বিষ্ণো প্রখ্যাতম্ (প্রশংসিত) [অতএব] প্রখ্যাপনীয়ম্ এতৎ [একমেব রূপম্] ভবতি, যদুত প্রব্রূষে শিপিবিষ্টঃ অস্মি, (তুমি যে বলিলে—আমি শিপিবিষ্ট অর্থাৎ শিপি বা বালরশ্মিসমূহের দ্বারা বেষ্টিত) ইতি প্রতিপন্নরশ্মিঃ (ইহার দ্বারা তুমি যে লব্ধরশ্মি এই কথাই বলা হইতেছে);[২] শিপয়ঃ অত্র রশ্ময়ঃ উচ্যন্তে (এইস্থলে অর্থাৎ প্রশংসানাম পক্ষে শিপয়ঃ—রশ্ময়ঃ) তৈঃ আবিষ্টঃ ভবতি (সেই রশ্মিসমূহের দ্বারা বেষ্টিত হয়)।

১। যাদৃশঃ শেপো নির্বেষ্টিতস্তাদৃশোঽস্মীতি উদিতমাত্রাদপ্রতিপন্নরশ্মিরস্তামবস্থামারভ্য তাং প্রতিপন্নঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। উদয়োত্তরকালস্থায়িনী যা অবস্থা তস্যাং বর্তমানো যৎ তদ্ ব্রবীষি শিপিবিষ্টোঽস্মি বালরশ্মিভিরাবিষ্টোঽস্মীত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

বাস্কাচার্য্যের মতে শিপিবিষ্টনাম প্রশংসাসূচক। 'শিপি'শব্দের অর্থ বাল-রশ্মি; 'শিপিবিষ্ট' শব্দের অর্থ—ঈদৃশ রশ্মিসমূহে বেষ্টিত বা পরিগত। রশ্মিসমূহে পরিগত বলিয়াই শিপিবিষ্ট আদিত্যের প্রশংসিত রূপ।

'মা বর্পো অস্মদপগূহ এতৎ' বর্প ইতি রূপনাম বৃণোতীতি সতঃ; যদন্যরূপঃ সমিথে সংগ্রামে ভবসি সংযতরশ্মিঃ ॥ ৪ ॥

মা বর্পো অস্মদপগূহ এতৎ (আমাদের সম্মুখে তোমার এই রূপ প্রকট করিও না; এই রূপ সংবৃত কর), এইস্থলে—বর্পঃ ইতি ('বর্পস্' শব্দ) রূপনাম (রূপবাচক); বৃণোতি ইতি সতঃ (রূপ আশ্রয়কে আবৃত করিয়া থাকে—কর্তৃবাচ্যে নিষ্পন্ন); সমিথে—সংগ্রামে (যুদ্ধে) যৎ অন্যরূপঃ ভবসি (তুমি যে অন্যরূপধারী হও) [অর্থাৎ] সংযতরশ্মিঃ (পরস্পর সম্বদ্ধ অনেক রশ্মিবিশিষ্ট হও) [সেই মাধ্যন্দিন অনেক রশ্মিবিশিষ্ট রূপ প্রকাশিত কর]।[১]

ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন—হে সূর্য্য, তোমার বিগতরশ্মি রূপ নিন্দিত; ইহা প্রকাশ করিও না; (এই অর্থ নিন্দাপক্ষে)। অথবা, হে সূর্য্য, তোমার বালরশ্মিবিশিষ্ট রূপ প্রকাশ করিও না; এই রূপ প্রশংসিত হইলেও নিন্দিতরূপেরই তুল্য—বালরশ্মিবিশিষ্টতা এবং বিগত-রশ্মিতা প্রায় একই[২] (এই অর্থ প্রশংসাপক্ষে)। তবে তুমি কোন্ রূপ প্রকাশ করিবে? ঋষি বলিতেছেন—তোমার শত্রুভূত অন্ধকার, শৈত্য প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে তুমি যে মাধ্যন্দিন প্রদীপ্ত অনাধৃষ্য রূপ ধারণ কর তাহাই প্রকাশ কর। ঈদৃশ ব্যাখ্যা দুর্গাচার্য্যসম্মত। আমার মনে হয়—প্রশংসিত বালরশ্মিবিশিষ্ট রূপ যাহা তাহা স্নিগ্ধ; ইহা প্রকাশ করিও না, এই কথার বিশেষ তাৎপর্য্য থাকে না। 'মা বর্পো অস্মদপগূহ এতৎ'—আমাদের সমীপে এই স্নিগ্ধ রূপ সংবৃত করিও না, (তোমার প্রদীপ্তরূপ অসহ্য, তাহাই সংবৃত কর)—প্রশংসাপক্ষে ঈদৃশ ব্যাখ্যাও অসঙ্গত হয় না। বলা বাহুল্য, এই ব্যাখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম অধ্যাহার করিতে হয়। 'বর্পস্' শব্দ রূপবাচী—আবরণার্থক 'বৃ' ধাতু হইতে কর্তৃবাচ্যে 'অসুন্' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন (উ ৬৪০); রূপ আশ্রয়বস্তুকে আবরণ করে। 'সতঃ' পদ প্রয়োগের সার্থকতা সম্বন্ধে নিরুক্ত ১।৬ দ্রষ্টব্য।

তস্যোত্তরা ভূয়সে নির্ব্বচনায় ॥ ৫ ॥

উত্তরা [ঋক্] (অব্যবহিত পরেই উদ্ধৃত মন্ত্রটি) তস্য (প্রশংসাপক্ষের)[৩] ভূয়সে নির্ব্বচনায় (প্রভূত অর্থাৎ অধিকতর স্পষ্ট নির্ব্বচন বা কথনের উদ্দেশ্যে)।

১। সংযতরশ্মিঃ সম্বদ্ধানেকরশ্মিজাল', তদেবং নো মাধ্যন্দিনং রূপমনেকরশ্মিবিকচং প্রকাশয়েত্যভিপ্রায়' (দুঃ)।

২। কোমলনয়ূখাভি (?) রুনয়কাল ভাবিস্থামবস্থায়াং বর্তমানস্য যৎ কুৎসিতার্থীরমিব দৃশ্যতে (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। তস্য এবার্থস্য প্রকৃতস্য যথা প্রশংসামাত্রৈতদিতি (দুঃ)।

নিম্নে যে মন্ত্রটি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে 'শিপিবিষ্ট' নাম যে প্রশংসাসূচক তাহা অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রতিপাদিত হইবে।

॥ অষ্টম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

নবম পরিচ্ছেদ

প্র তত্তে অদ্য শিপিবিষ্ট নামার্যঃ শংসামি বয়ুনানি বিদ্বান্‌।
তন্ত্বা গৃণামি তবসমতব্যান্‌ ক্ষয়ন্তমস্য রজসঃ পরাকে ॥ ১ ॥

(ঋ ৭।১০০।৫)

শিপিবিষ্ট (হে শিপিবিষ্ট) অদ্য (অদ্য) অর্যঃ (স্তুতির প্রভু অর্থাৎ স্তুতি করিতে সমর্থ আমি) বয়ুনানি (তোমার সর্ব্বার্থবিষয়ক প্রজ্ঞান)[1] বিদ্বান্‌ (অবগত হইয়া) তৎ তে নাম (তোমার এই নাম) প্রশংসামি (প্রশংসা করিতেছি)। [অথবা] অর্যঃ ত্বম্‌ অসি (তুমি ঈশ্বর অর্থাৎ আমাকে অনুগ্রহ করিতে সমর্থ) তৎ (সেই জন্য) তে নাম শংসামি (তোমার নামের প্রশংসা করিতেছি)। অতব্যান্‌ (ক্ষুদ্র অর্থাৎ অল্পপ্রজ্ঞ আমি) অস্য রজসঃ (এই অন্তরিক্ষ লোকের)[2] পরাকে (পরাক্রান্ত স্থানে অর্থাৎ অতিদূরে) ক্ষয়ন্তং (নিবাসকারী) তবসং তং ত্বা (মহান্‌ সেই তোমাকে) গৃণামি (স্তব করিতেছি)।

বৃদ্ধ্যর্থক 'তু' ধাতুর উত্তর 'তুন্‌' প্রত্যয়ের পর 'তুশ্ছন্দসি' (পাঃ ৫।৩।৫৯) সূত্রানুসারে 'ঈয়সুন্‌' প্রত্যয় করিয়া 'তব্যান্‌' রূপের সিদ্ধি। ন তব্যান্‌—অতব্যান্‌ (অমহৎ অর্থাৎ ক্ষুদ্র বা অল্প প্রজ্ঞাবিশিষ্ট)।[3]

তত্তেঽদ্য শিপিবিষ্ট নামার্যঃ প্রশংসামি ॥ ২ ॥

প্র তত্তে অদ্য শিপিবিষ্ট নামার্যঃ শংসামি=তত্তেঽদ্য…প্রশংসামি ; 'প্রশংসামি' ক্রিয়া-পদের উপসর্গ ও ধাতু ব্যবহিত (পাঃ ১।৪।৮২)।

অর্যোঽহমস্মীশ্বরঃ স্তোমানামর্যস্ত্বমসীতি বা ॥ ৩ ॥

'অর্যঃ' এই পদ উহ্য 'অহম্‌' পদের বিশেষণ—ঈশ্বরঃ স্তোমানাম্‌ (স্তোমসমূহের ঈশ্বর অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ স্তুতি করিতে সমর্থ) ; বা (অথবা) অর্যঃ ত্বম্‌ অসি (তুমি ঈশ্বর অর্থাৎ নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ)।

মন্ত্রে 'অর্যঃ' পদের অর্থ ঈশ্বর। ইহা 'অহম্‌' পদের বিশেষণও হইতে পারে, 'ত্বম্‌' পদের বিশেষণও হইতে পারে। 'অহম্‌' এর বিশেষণ হইলে অর্থ হইবে—আমি স্তোমসমূহের

১। বয়ুনানি প্রকাশকরূপাণি কান্তিলক্ষণানি জ্ঞানানি বা সর্ব্বার্থবিষয়াণি তাবকীয়ানি (স্কঃ স্বাঃ); যুষ্মদ্বিষয়াণি প্রজ্ঞানানি (দুঃ)।

২। রজসঃ অন্তরিক্ষলোকস্য (দুঃ) ; রজসঃ সোমলোকস্য (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। তবতের্বৃদ্ধ্যর্থস্য 'তুশ্ছন্দসি' ইতি তৃন্নন্তাদীয়সুনি তাদি (তুরিত্যাদি ?) লোপেন তব্যানিতি রূপম্‌। ন তব্যান্‌ অতব্যান্‌ অতিশয়েনাবর্দ্ধিতঃ প্রজ্ঞয়া অত্যন্তমহমল্পপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

ঈশ্বর অর্থাৎ তোমাকে স্তুতি করিতে সমর্থ; 'ত্বম্' এর বিশেষণ হইলে অর্থ হইবে—তুমি ঈশ্বর অর্থাৎ নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ; তুমি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে অনুগ্রহ করিতে পার।

তং ত্বা স্তৌমি তবসমতব্যান্ ॥ ৪ ॥

মন্ত্রে 'গৃণামি' পদের অর্থ 'স্তৌমি' (স্তব করিতেছি)। ত্বা—ত্বাম্।

তবস ইতি মহতো নামধেয়ম, উদিতো ভবতি ॥ ৫ ॥

'তবস' শব্দ 'মহৎ'-শব্দের পর্য্যায়; উদিতঃ ভবতি (উদিত হয়েন)।

'তবস' শব্দের অর্থ মহৎ; সূর্য্য মহান্—তিনি উদিত বা উদ্গত অর্থাৎ উর্দ্ধস্থানে অবস্থিত হয়েন বলিয়া।

নিবসন্তমস্ত রজসঃ পরাকে পরাক্রান্তে ॥ ৬ ॥

ক্ষয়ন্তং—নিবসন্তম্ (নিবাসার্থক 'ক্ষি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—লৌকিকে 'ক্ষিয়ন্তম্'); পরাকে—পরাক্রান্তে অর্থাৎ অতি দূর দেশে।[১]

আঘৃণিরাগতহৃণিঃ ॥ ৭ ॥

আঘৃণিঃ—আগতহৃণিঃ (আগতদীপ্তি বা আগতক্রোধ[২] অর্থাৎ যাঁহার দীপ্তি বা ক্রোধ সমুপজাত হইয়াছে—যিনি দীপ্তি বা ক্রোধ সমন্বিত)।

'আঘৃণি' শব্দ অনবগত এবং অনেকার্থক। ইহার অর্থ আগতহৃণি—আগত হইয়াছে হৃণি অর্থাৎ দীপ্তি বা ক্রোধ যাঁহার। আগতহৃণিঃ—এই পাঠ দুর্গাচার্য্যের। তিনি বলেন, দীপ্তি ও ক্রোধ-নামসমূহের মধ্যে 'হৃণি' শব্দ আছে (নিঘ ১।১৭ ও ২।১৩ দ্রষ্টব্য); 'ঘৃণি' শব্দ ও 'হৃণি' শব্দ সমানার্থক। দ্রষ্টব্য এই যে, বহু পুস্তকে দীপ্তি ও ক্রোধ-নামসমূহের মধ্যে 'হৃণি' স্থানে 'ঘৃণি' পাঠ পরিদৃষ্ট হয় এবং এই পাঠই স্কন্দস্বামীর অভিমত।[৩] কাজেই মনে হয়, 'আগত হৃণি.' স্থলে 'আগতঘৃণিঃ' পাঠ থাকাও অসম্ভব নহে।

আঘৃণে সংসচাবহৈ (ঋ ৬।৫৫।১)

আগতহৃণে সংসেবাবহৈ ॥ ৮ ॥

আঘৃণে (হে আগতদীপ্তে পূষন্) সংসচাবহৈ (আমরা যেন পরস্পর পরস্পরকে সেবা করি); আঘৃণে—আগতহৃণে; সংসচাবহৈ—সংসেবাবহৈ।

'আঘৃণি' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইতেছে। 'আঘৃণে' পদ সম্বোধনান্ত—পূষার বিশেষণ। ইহার অর্থ 'আগতহৃণে'। পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে 'আগতঘৃণে' পাঠ থাকাও অসম্ভব নহে।

১। পরাকে পরাক্রান্তে স্থানে দূরাদ্ দূরন্তরে (দুঃ)।

২। আগতদীপ্তি রাগতক্রোধো বেত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। হৃণনামসু ক্রোধনামসু বা ঘৃণিশব্দস্ত পাঠাৎ।

ঋষি বলিতেছেন, হে আগতদীপ্তে পূষন্, আমরা যেন পরস্পর পরস্পরের সেবা করি—আমি তোমার সেবা করিব হবির্দান করিয়া, তুমি আমার সেবা করিবে আমাকে অভীপ্সিত বস্তু প্রদান করিয়া।[১]

'আঘৃণি' শব্দের 'আগতদীপ্তি' অর্থে নিগম প্রদর্শিত হইল; 'আগতক্রোধ' অর্থে নিগম অন্বেষণ করিতে হইবে।[২]

পৃথুজ্রয়াঃ পৃথুজবঃ ॥ ৯ ॥

পৃথুজ্রয়াঃ—পৃথুজবঃ (প্রভূত বেগশালী)।

'পৃথুজ্রয়স্' শব্দ অনবগত। অভিভবার্থক 'জ্রি' ধাতুর উত্তর 'অসুন্' প্রত্যয়ে 'জ্রয়স্' শব্দের নিষ্পত্তি; শব্দসারূপ্যে 'পৃথুজ্রয়স্' শব্দের অর্থ পৃথুজব (বেগে অন্যকে যে অভিভূত করে অর্থাৎ প্রভূত বেগশালী)।

'পৃথুজ্রয়া অমিনাদায়ুর্দস্যোঃ' (ঋ ৩।৪৯।২)
প্রামাপয়দায়ুর্দস্যোঃ ॥ ১০ ॥

পৃথুজ্রয়াঃ (তীব্র বেগবিশিষ্ট ইন্দ্র) দস্যোঃ (দস্যুর) আয়ুঃ অমিনাৎ (আয়ু নাশ করেন)। অমিনাৎ আয়ুর্দস্যোঃ—প্রামাপয়ৎ আয়ুর্দস্যোঃ; অমিনাৎ—প্রামাপয়ৎ (প্র+অমাপয়ৎ)।

'পৃথুজ্রয়া' পদের নিগম প্রদর্শিত হইতেছে। বধার্থক 'মি' ধাতুর লঙের রূপ অমিনাৎ;[৩] ণিজন্ত রূপ 'অমাপয়ৎ'। ভাষ্যকার 'অমিনাৎ' পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'প্রামাপয়ৎ' পদের দ্বারা। কাজেই তাঁহার মতে 'অমিনাদায়ুর্দস্যোঃ' ইহার অর্থ—দস্যু বা শত্রুর আয়ু প্রকৃষ্টরূপে নাশ করাইয়া থাকেন।

॥ নবম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। স্কন্দস্বামী বলেন—অহং ত্বাং হবিষা চ সংসেবে ত্বমপি মাং সেবস্ব সেবিতুং মামিচ্ছস্ব।

২। ক্রোধবচনত্বে অন্যদুদাহরণং কর্তব্যম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। মিনাতির্বধকর্মা হিংসিতবান্ হিনস্তি বা (স্কঃ স্বাঃ)।

দশম পরিচ্ছেদ

অগ্নিং নরো দীধিতিভিররণ্যোর্হস্তচ্যুতী জনয়ন্ত প্রশস্তম্।
দূরে দৃশং গৃহপতিমথর্যুম্ ॥ ১ ॥

(ঋ ৭।১।১)

নরঃ (ঋত্বিগ্‌গণ)[১] দীধিতিভিঃ (অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা) হস্তচ্যুতী (হস্ত গতিতে) অরণ্যোঃ (অরণিদ্বয় হইতে)[২] প্রশস্তং (প্রশস্ত) দূরে দৃশং (দূরে দৃশ্যমান অথবা দূরস্থ দেবগণের দর্শনকর্তা)[৩] গৃহপতিং (গৃহপতি অর্থাৎ যজ্ঞস্বামী)[৪] অথর্যুম্ (দেবগণের উদ্দেশে গমনশীল)[৫] অগ্নিং (অগ্নিকে) জনয়ন্ত (জনয়ন্তি—উৎপাদন করেন)।

'অথর্যু' শব্দ অনবগত ; গমনার্থক 'অত্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; ইহার অর্থ 'গমনশীল'।

দীধিতয়োঽঙ্গুলয়ো ভবন্তি ধীয়ন্তে কর্ম্মসু ॥ ২ ॥

দীধিতয়ঃ অঙ্গুলয়ঃ ভবন্তি ('দীধিতি' শব্দের অর্থ অঙ্গুলি) কর্ম্মসু (কর্ম্মসমূহে) ধীয়ন্তে (প্রযুক্ত হয়)।

'দীধিতি' শব্দের অর্থ অঙ্গুলি (নিঘ ২।১৯ দ্রষ্টব্য) ; ধারণার্থক যঙ্‌লুগন্ত 'ধি' ধাতু হইতে[৬] নিষ্পন্ন—কর্ম্মসম্পাদনে অঙ্গুলি প্রযুক্ত হয়।

অরণী প্রত্যৃত এনে অগ্নিঃ ॥ ৩ ॥

অগ্নিঃ (অগ্নি) এনে অরণী (এই অরণিদ্বয়কে) প্রত্যৃতঃ (আশ্রয় করিয়া আছেন)।

'অরণি' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়েছেন। গত্যর্থক 'ঋ' ধাতুর উত্তর 'অনি' প্রত্যয় করিয়া 'অরণি' শব্দের নিষ্পত্তি (উ ২৫৯) ; অগ্নি অরণিদ্বয়ে প্রতিগত বা আশ্রিত—অরণিদ্বয় হইতেই অগ্নির উৎপত্তি।[৭] (গত যাহাতে—ইহাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ)।

১। নরো মনুষ্যা ঋত্বিজঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
২। অরণ্যোঃ সকাশাৎ (স্কঃ স্বাঃ)।
৩। দূরে যো দৃশ্যতম্, দূরে গচ্ছতো বা দেবান্ পশ্যতীতি (স্কঃ স্বাঃ)।
৪। গৃহপতিং যজ্ঞস্বামিনম্ (স্কঃ স্বাঃ)।
৫। অতনবন্তং দেবান্ প্রতি গমনবন্তমিত্যর্থঃ।
৬। দেবরাজের মতে 'দীধীঙ্' ধাতু হইতে।
৭। যস্মাদেতে প্রত্যৃতো গতোঽগ্নিঃ ; কুত এতৎ, তত উৎপত্তেঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

সমরণাজ্জায়ত ইতি বা ॥ ৪ ॥

বা (অথবা) সমরণাৎ জায়তে (সংগমন বা সম্মেলন হইতে উৎপন্ন হয়)। অরণিদ্বয়ের সংগমন বা সম্মেলন হইতে অর্থাৎ সংঘর্ষণ হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয়।[১] (উৎপন্ন যাহাদের সংগমন হইতে—ইহাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ)।

হস্তচ্যুতী হস্তপ্রচ্যুত্যা ॥ ৫ ॥

হস্তচ্যুতী = হস্তপ্রচ্যুত্যা। (হস্তগতির দ্বারা)।

মন্ত্রে 'হস্তচ্যুতী' পদে তৃতীয়া বিভক্তি স্থানে পূর্বসবর্ণদীর্ঘ (পাঃ ৭।১।৩৯ দ্রষ্টব্য)।[২] 'চ্যু' ধাতুর অর্থ গতি।

জনয়ন্ত প্রশস্তং দূরে দর্শনং গৃহপতিমতনবন্তম্ ॥ ৬ ॥

দূরে দর্শম্—দূরে দর্শনম্ (দূরে দৃশ্যমান অথবা দূর-বসতি দেবগণের দর্শনকর্তা); অথর্যুম্—অতনবন্তম্ (অতনবান্ অর্থাৎ গতিশীল)।

॥ দশম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। সমরণাৎ সংগমনাত্তয়োর্জায়ত ইতি (স্কঃ ভাঃ)।

২। তৃতীয়াবাঃ পূর্বসবর্ণঃ হস্তচ্যুত্যা হস্তপ্রচ্যাবনেন জনয়ন্তীত্যর্থঃ (স্কঃ ভাঃ)।

একাদশ পরিচ্ছেদ

একয়া প্রতিধা পিবৎ সাকং সরাংসি ত্রিংশতম্।
ইন্দ্রঃ সোমস্য কাণুকা ॥ ১ ॥

(ঋ ৮।৭৭।৪)।

ইন্দ্রঃ (ইন্দ্র) একয়া প্রতিধা (মনের এক প্রণিধানে অর্থাৎ এক নিশ্বাসেই)[১] কাণুকা (প্রিয়) সোমস্য (সোমের) ত্রিংশতং সরাংসি (ত্রিশটি পাত্র) সাকং (যুগপৎ) অপিবৎ (পান করিলেন)।

'কাণুকা' শব্দ অনবগত এবং অনেকার্থক।

একেন প্রতিধানেনাপিবৎ সাকং সহেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

একয়া প্রতিধা = একেন প্রতিধানেন; প্রতিধান — প্রণিধান। সাকং — সহ (একসঙ্গেই অর্থাৎ যুগপৎ)।[২]

ইন্দ্র সোমস্য কাণুকা কান্তকানীতি বা ক্রান্তকানীতি বা কৃতকানীতি বা ॥ ৩ ॥

কাণুকা 'সরাংসি' শব্দের বিশেষণ। 'কান্ত', 'ক্রান্ত' অথবা 'কৃত' শব্দের স্থানে 'কাণু' আদেশ, তৎপরে স্বার্থে 'ক' প্রত্যয়ে; 'কাণুক' শব্দের নিষ্পত্তি; ক্লীবলিঙ্গের দ্বিতীয়ার বহুবচনে কাণুকা (পাঃ ৬।১।৭০ দ্রষ্টব্য)। কাণুকা — কাণুকানি — কান্তকানি — (প্রিয়); [৩] অথবা — ক্রান্তকানি (কানায় কানায় পূর্ণ); [৪] অথবা — কৃতকানি (ঋত্বিক্‌গণের দ্বারা সংস্কৃত)।[৫]

ইন্দ্রঃ সোমস্য কান্ত ইতি বা কণেঘাত ইতি বা কণেহতঃ কান্তিহতঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রঃ সোমস্য কান্ত ইতি বা (অথবা ইন্দ্রই সোমের কান্ত বা প্রিয় — lover of Soma) কণেঘাতঃ ইতি বা (অথবা কাণুকা — কণেঘাত); কণেঘাতঃ — কণেহতঃ = কান্তিহতঃ (নিবৃত্তপানাভিলাষ)।

'কাণুকা' শব্দটিকে ইন্দ্রের বিশেষণ করিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এই পক্ষে কাণুকঃ — কাণুকা (পাঃ ৭।১।৩৯)। সোম যেরূপ ইন্দ্রের প্রিয়, ইন্দ্রও সেইরূপ সোমের প্রিয়।[৬] অথবা 'কণেঘাত' শব্দই 'কাণুকা'-আকারে পরিণত হইয়াছে, এইরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে।

১। একেন মনসঃ প্রণিধানেন অবস্রাম্যেত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ); সকৃৎ প্রণিহিতেনৈব চেতসা (দুঃ)।

২। সাকং সহ একেনৈব ক্ষণেন (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। কান্তকানি প্রিয়াণীত্যর্থঃ (দুঃ)।

৪। অখিলং সরাংসি সোমস্য পূর্ণানি (দুঃ); স্কন্দস্বামী এবং দেবরাজের মতে—আহবনীয়ং প্রতি গতানি।

৫। ক্রান্তকানি ঋত্বিগ্‌ভিঃ সংস্কৃতানি (স্কঃ স্বাঃ); সংস্কৃতানি ঋত্বিগ্‌ভিঃ ইন্দ্রার্থমেব (দুঃ)।

৬। ইন্দ্রো যস্মাৎ সোমস্য কান্তস্তস্মাৎ...ইন্দ্রবিশেষণমেব স্যান্ন সরোবিশেষণম্ (দুঃ)।

কণেঘাত, কণেহত এবং কান্তিহত সমানার্থক। 'কণে' শব্দের অর্থ কান্তি (অভিলাষ), কামনা, প্রার্থনা ইত্যাদি।[১] কণেঘাত, কণেহত, কান্তিহত এই শব্দত্রয়ের অর্থ হইবে হতপানাভিলাষ অর্থাৎ যাহার পানাভিলাষ হত বা নিবৃত্ত হইয়াছে।[২] ইন্দ্র ত্রিশটি সোমপাত্র একসঙ্গে এক নিশ্বাসে পান করেন (অপিবৎ—পিবতি), তাহাতে তাঁহার সোমপানেচ্ছা প্রতিহত হয়, পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে তিনি আর অধিক সোমপান করেন না। 'কণেমনসি শ্রদ্ধাপ্রতীঘাতে' (পাঃ ১।৪।৬৬) সূত্রটি দ্রষ্টব্য।

তত্রৈতদ্ যাজ্ঞিকা বেদয়ন্তে—ত্রিংশদুক্থপাত্রাণি মাধ্যন্দিনে সবন এক-দেবতানি, তান্যেকস্মিন্ কাল একেন প্রতিধানেন পিবন্তি তান্যত্র সরাংস্যুচ্যন্তে ॥ ৫ ॥

তত্র (তদ্বিষয়ে) যাজ্ঞিকাঃ (যাজ্ঞিকগণ) এতৎ (ইহা) বেদয়ন্তে (বলেন)—মাধ্যন্দিনে সবনে ত্রিংশৎ উক্থপাত্রাণি (মাধ্যন্দিন সবনে ত্রিশটি উক্থপাত্র) একদেবতানি (এক ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে কল্পিত), তানি (সেই সমস্ত পাত্র) একস্মিন্ কালে (এক সময়ে) একেন প্রতিধানেন (চিত্তের এক প্রণিধানে) পিবন্তি (ইন্দ্র কর্তৃক পীত হয়)[৩]; তানি অত্র সরাংসি উচ্যন্তে (সেই সমস্ত পাত্রই সরঃসমূহ বলিয়া কথিত হয়)।

বেদয়ন্তে=কথয়ন্তি (নিঘ় ৫।২ দ্রষ্টব্য); যাজ্ঞিকগণের মতে, 'সোমস্য ত্রিংশৎ সরাংসি'—ইহার অর্থ 'সোমপূর্ণ ত্রিশটি উক্থপাত্র'। সাকং=একস্মিন্ কালে (একই সময়ে অর্থাৎ যুগপৎ)।

ত্রিংশদপরপক্ষস্যাহোরাত্রাস্ত্রিংশৎপূর্ব্বপক্ষস্যেতি নৈরুক্তাঃ।
তদ্ যা এতাশ্চান্দ্রমস্য আগামিন্য আপো ভবন্তি রশ্ময়স্তা
অপর পক্ষে পিবন্তি ॥ ৬ ॥

অপরপক্ষস্য (কৃষ্ণপক্ষের) ত্রিংশৎ অহোরাত্রাঃ (দিন-রাত্রি সংখ্যায় ত্রিশ—দিন পনর ও রাত্রি পনর)[৪], ত্রিংশৎ পূর্ব্বপক্ষস্য (শুক্লপক্ষের দিন-রাত্রিও সংখ্যায় ত্রিশ) ইতি নৈরুক্তাঃ (নিরুক্তকারগণের ইহা অভিমত)। তৎ (এইরূপ হইলে)[৫] যা এতা (এই যে সমস্ত) চান্দ্রমস্যঃ (চন্দ্রসম্বন্ধী)[৬] আপঃ (জল) আগামিন্যঃ ভবন্তি (সমাগত হয়) তাঃ (সেই সমস্ত জল) অপরপক্ষে (কৃষ্ণপক্ষে) রশ্ময়ঃ (সূর্য্যরশ্মিসমূহ) পিবন্তি (পান করে)।

১। কামঃ প্রার্থনা কণে,—ইতি সমামার্থাঃ (দুঃ)।

২। কণেহত ইত্যাদিনা চ লৌকিকং প্রয়োগং দর্শয়তি; কণেহতশ্চ কান্তিহত ইত্যস্যৈব পর্য্যায়বচনম্ (স্কঃ মাঃ); হতপানাভিলাষ ইত্যর্থঃ (দুঃ)।

৩। পিবন্তি পীয়ন্তে (দুঃ)।

৪। পঞ্চদশাহানি পঞ্চদশরাত্রয়ঃ (স্কঃ মাঃ)।

৫। তৎ তত্রৈবং সতি (দুঃ)।

৬। চান্দ্রমস্যঃ চন্দ্রমসঃ সম্বন্ধিন্যঃ (স্কঃ মাঃ)।

নিরুক্তকারগণের মত যাজ্ঞিকগণের মত হইতে ভিন্ন। তাঁহারা বলেন—শুক্লপক্ষে সূর্য্য হইতে প্রতিপৎ-দ্বিতীয়াদি তিথিক্রমে চন্দ্রে জল সমাগত হয়, তাহাতেই চন্দ্রের আপ্যায়ন বা বৃদ্ধি হয়; কৃষ্ণপক্ষে সূর্য্যরশ্মিসমূহ প্রতিপৎ-দ্বিতীয়াদি তিথিক্রমে আবার সেই জল পান করে, তাহাতেই চন্দ্রের ক্ষয় হয়। নিরুক্তকারগণের মতে উদ্ধৃত মন্ত্রের ব্যাখ্যা এইরূপ—ইন্দ্রঃ (আদিত্যঃ) সোমস্য ত্রিংশৎ কাণুকা সাকং সরাংসি (চন্দ্রের জল যাহা ত্রিশ অহোরাত্রে সম্ভৃত এবং যাহা চন্দ্রের অবয়বভূত, যাহা কাণুকা (প্রিয়) এবং যাহা সহাবস্থিত[1] অপিবৎ (পিবতি—পান করেন) একয়া প্রতিধা....। এই মতে 'ইন্দ্র' শব্দ আদিত্যবাচী; 'সোম' শব্দ চন্দ্রবাচী এবং 'সরস্' শব্দ উদকবাচী। 'ইন্দ্র' শব্দের আদিত্যবাচিত্ব ব্রাহ্মণগ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়;[2] 'সরস্' শব্দের উদকবাচিত্ব সম্বন্ধে নিঘণ্টু ১।১২ দ্রষ্টব্য।

তথাপি নিগমো ভবতি—'যমক্ষিতিমক্ষিতয়ঃ পিবন্তি' (তৈঃ সং ২।২।৭) ইতি ॥ ৭ ॥

তথাপি নিগমঃ ভবতি (সেই বিষয়ে অর্থাৎ সোমের ক্ষয় বিষয়েও নিগম আছে)—যম্ অক্ষিতিম্ (সেই অক্ষীণ সোমকে)[3] অক্ষিতয়ঃ (অক্ষীণ সূর্য্যরশ্মিসমূহ) পিবন্তি (পান করে)।

চন্দ্র অক্ষিতি বা অক্ষীণ—স্বরূপতঃ নষ্ট হয় না; কমিয়া যায়, কিন্তু আবার বাড়ে। অক্ষীণ সূর্য্যরশ্মিসমূহ কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের কলাসমূহকে পান করে, ইহাই চন্দ্রের ক্ষয়। সূর্য্য কর্তৃক যে চন্দ্রের ক্ষয় সম্পাদিত হয়, তদ্বিষয়ে নিগম প্রদর্শিত হইল।

তং পূর্ব্বপক্ষ আপ্যায়য়ন্তি, তথাপি নিগমো ভবতি—'যথা দেবা অংশুমাপ্যায়য়ন্তি' (মৈত্রা সং ২।২।৭) ইতি ॥ ৮ ॥

তং (সেই চন্দ্রকে) পূর্ব্বপক্ষে (শুক্লপক্ষে) আপ্যায়য়ন্তি (সূর্য্যরশ্মিসমূহই বর্দ্ধিত করে); তথাপি নিগমঃ ভবতি (সেই বিষয়েও নিগম আছে)—যথা (যেরূপে) দেবাঃ (সূর্য্যরশ্মিসমূহ)[4] অংশুং (চন্দ্রকে) আপ্যায়য়ন্তি (বর্দ্ধিত করে)......চন্দ্রের আপ্যায়ন সম্বন্ধে শুক্লযজুর্ব্বেদ ৫।৭ দ্রষ্টব্য।

অধ্রিগুর্মন্ত্রো ভবতি গব্যধিকৃতত্বাৎ ॥ ৯ ॥

অধ্রিগুঃ মন্ত্রঃ ভবতি ('অধ্রিগু' শব্দের অর্থ মন্ত্র); গবি অধিকৃতত্বাৎ (গো অর্থাৎ পশুবিষয়ে অধিকৃত বলিয়া)।

১। যানি তান্যুদকানি সরাংসি পঞ্চদশাহঃ সম্ভৃতানি সাকমবস্থিতানি ভবন্তি...(দুঃ); সরাংস্যুদকানি সোমস্য চন্দ্রমসোঽবয়বভূতানি (স্কঃ স্বাঃ)।

২। আদিত্যোঽপি হি ইন্দ্রশব্দেনোচ্যত এব "অসাবাদিত্য ইন্দ্রঃ—ইতি হ বিজ্ঞায়তে", দুঃ)।

৩। অক্ষিতিম্ অক্ষীণং সোমম্ (দুঃ)।

৪। দেবাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ (দুঃ)।

'অধ্রিগু' শব্দ অনবগত এবং অনেকার্থক। 'অধ্রিগু' শব্দের অর্থ মন্ত্র ; বেদের মন্ত্রসমূহ যাগাদিতে অধিকৃত (প্রযোজ্য) বলিয়া যাগাঙ্গ গো অর্থাৎ পশুতেও অধিকৃত।[১] কাজেই মন্ত্র অধিগু ; অধিগু = অধ্রিগু।[২] বৈদিক মন্ত্র মাত্রই 'অধ্রিগু' শব্দের বাচ্য—ইহা স্কন্দস্বামীর অভিমত। দুর্গাচার্য্যের মতে যে মন্ত্র মাত্র গো (পশু)-বিষয়ে অধিকৃত অর্থাৎ পশুবিশসনে (পশুবধে) প্রযোজ্য তাহাই অধ্রিগু।[৩] পশুবিশসন সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২।৬।১৪ দ্রষ্টব্য।

অপি বা প্রশাসনমেবাভিপ্রেতং স্যাত্তচ্ছব্দবত্ত্বাৎ ॥ ১০ ॥

অপি বা (অথবা) প্রশাসনম্ এব অভিপ্রেতং স্যাৎ (প্রশাসন-মন্ত্রই 'অধ্রিগু' শব্দের দ্বারা অভিপ্রেত হইয়া থাকে) ; তচ্ছব্দবত্ত্বাৎ ('অধ্রিগু' শব্দ সমন্বিত বলিয়া)।

'প্রশাসন' শব্দের অর্থ প্রেষণ বা প্রেরণ। 'অধ্রিগু প্রৈষ' বলিয়া এক প্রকার মন্ত্র আছে যাহা দ্বারা হোতা অধ্রিগুকে (পশুঘাতককে) পশুর আলম্ভনে (বধে) আদেশ করেন ; অর্থাৎ ঈদৃশ মন্ত্রের দ্বারা পশুঘাতক পশুবধে প্রশাসিত বা প্রবর্ত্তিত হয়। ঈদৃশ মন্ত্রও বা 'অধ্রিগু' শব্দের বাচ্য—যেহেতু ইহাতে 'অধ্রিগু' শব্দের প্রয়োগ আছে।

'অধ্রিগো শমীধ্বং সুশমি শমীধ্বং শমীধ্বমধ্রিগবিতি' ॥ ১১ ॥

(মৈত্রা সং ৪।১৩।৪ ; ঐঃ ব্রাঃ ২।৭)

হে অধ্রিগো (হে পশুঘাতক) শমীধ্বম্ (তোমরা পশুকে হনন কর), সুশমি শমীধ্বং (সুষ্ঠুভাবে অর্থাৎ যথাশাস্ত্র হনন কর), শমীধ্বম্ অধ্রিগো ইতি (হে অধ্রিগো, হনন কর)।

উদ্ধৃত মন্ত্রটি প্রৈষ বা প্রশাসন-মন্ত্র ; এই মন্ত্রটিকে 'অধ্রিগু' শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়—ইহাতে 'অধ্রিগু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং অধ্রিগু (পশুঘাতক) সম্বোধ্যমান বলিয়া ইহা অধ্রিগুরই প্রশাসন।[৪]

অগ্নিরপ্যধ্রিগুরুচ্যতে। 'তুভ্যং শ্চোতন্ত্যধ্রিগো শচীবঃ' (ঋ ৩।২১।৪)
অধৃতগমন কর্ম্মবন্ ॥ ১২ ॥

অগ্নিঃ অপি (অগ্নিও) অধ্রিগুঃ উচ্যতে (অধ্রিগু বলিয়া অভিহিত হয়েন), হে অধ্রিগো (হে সতত গমনশীল অগ্নে), হে শচীবঃ (হে কর্ম্মবন্ অগ্নে) তুভ্যং (তোমার জন্য) শ্চোতন্তি (মেদোরূপ হব্যের বিন্দুসকল ক্ষরিত হইতেছে)।

অধ্রিগো = হে অধৃতগমন ! 'অধৃতগমন' শব্দের অর্থ—যাহার গমন ধৃত বা প্রতিহত হয় না অর্থাৎ সর্ব্বত্র গতিশীল। শচীবঃ = কর্ম্মবন্ ; 'শচী' শব্দ কর্ম্মবাচী (নিঘ ২।১)।

১। গোশব্দশ্চাত্র পশুমাত্রোপলক্ষণঃ, যাগাদিষধিকৃতত্বাদধিকৃতো গবীতি (স্কঃ স্বাঃ)।
২। সোঽয়মধিগুঃ সন্ অধ্রিগুঃ (দুঃ)।
৩। গবি যোঽধিকৃতো মন্ত্রঃ সঃ অধ্রিগুঃ (দুঃ)।
৪। প্রৈষস্তু সর্ব্বেষাং দেবানাং শমিতৃণামেতি, তচ্ছব্দপরত্বাদেবাস্ত মন্ত্রস্য অধ্রিগুশব্দেনাভিধানমিত্যুক্তম্ (স্কঃ স্বাঃ) ; এবমেতস্মিন্ দৈব্যাস্ত শমিতুঃ অধ্রিগোঃ প্রশাসনমিত্যেতদুপপদ্যতে তস্য সম্বোধ্যত্বাৎ…(দুঃ)।

'অধ্রিগু' শব্দের অনেকার্থতা প্রদর্শন করিতেছেন। অগ্নি অর্থের নিগম—তুভ্যং শ্চোতন্তি···।

ইন্দ্রোঽপ্যধ্রিগুরুচ্যতে। অধ্রিগব ওহমিন্দ্রায়' (ঋ ১।৬১।১)
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রঃ অপি অধ্রিগুঃ উচ্যতে (ইন্দ্রও অধ্রিগু বলিয়া অভিহিত হয়েন)। অধ্রিগবে ইন্দ্রায় (অধৃতগমন বা অপ্রতিহতগমন ইন্দ্রের উদ্দেশে) ওহং (প্রাপণীয় অর্থাৎ উৎকৃষ্ট)[১] [স্তোমং প্রহর্ম্মি] (স্তোম বা স্তুতি উচ্চারণ করিতেছি)। ইত্যপি নিগমো ভবতি—(এই বৈদিকবাক্যও আছে)।

ইন্দ্রও 'অধ্রিগু'শব্দবাচ্য। এতদর্থে নিগম—অধ্রিগবে·· ; এই মন্ত্রাংশে 'অধ্রিগু' শব্দ ইন্দ্রের বিশেষণ বলিয়াই ইন্দ্রপর।[২] 'ওহ' শব্দ 'বহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।[৩]

আঙ্গূষ স্তোম আঘোষঃ ॥ ১৪ ॥

আঙ্গূষঃ স্তোমঃ আঘোষঃ—'আঙ্গূষ' শব্দের অর্থ স্তোম, যাহা আঘোষণীয়।
'আঙ্গূষ' শব্দ অনবগত, 'আ+ঘুষ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। আঘোষ—আঙ্গূষ।

'এনাঙ্গূষেণ বয়মিন্দ্রবন্তঃ' ॥ ১৫ ॥
(ঋ ১।১০৫।১৯)

এনা (এই) আঙ্গূষেণ (আঘোষণীয় স্তোমের দ্বারা)[৪] বয়ম্ (আমরা) ইন্দ্রবন্তঃ (ইন্দ্রসংযুক্ত বা ইন্দ্রানুগৃহীত)[৫] [স্যাম] (যেন হই)।

'আঙ্গূষ' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইল।

অনেন স্তোমেন বয়মিন্দ্রবন্তঃ ॥ ১৬ ॥

উদ্ধৃত মন্ত্রাংশে—এনা—অনেন (পাঃ ৭।১।৩৯) ; আঙ্গূষেণ—স্তোমেন।

॥ একাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। প্রাপণার্হমত্যন্তোৎকৃষ্টমিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
২। এবমস্মিন্নধ্রিগুশব্দে ইন্দ্রবিশেষণত্বাদিন্দ্রাভিধানমিত্যুপগম্যতে (দুঃ)।
৩। বহেরিদং কৃতসংপ্রসারণস্য রূপম্ (স্কঃ স্বাঃ)।
৪। আঘোষণীয়েন স্তোমেন হেতুভূতেন (স্কঃ স্বাঃ)।
৫। ইন্দ্রবন্তঃ ইন্দ্রেণানুগৃহ্যমাণা ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ) ; ইন্দ্রসংযুক্তাঃ (দুঃ)।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আপান্তমন্যুস্তৃপলপ্রভর্মা ধুনিঃ শিমীবাঞ্ছরুমাঁ ঋজীষী।
সোমো বিশ্বান্যতসা বনানি নার্বাগিন্দ্রং প্রতিমানানি দেভুঃ ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।৮৯।৫)

কাহারও কাহারও মতে মন্ত্রটি ইন্দ্র ও সোম উভয়প্রধান, কাহারও কাহারও মতে ইন্দ্র-প্রধান—সোম নৈঘণ্টুক বা গৌণভাবে উক্ত। উভয়প্রাধান্য পক্ষে—সোমঃ (সোম) আপান্তমন্যুঃ (উৎপাদিতদীপ্তি) তৃপলপ্রভর্মা (ক্ষিপ্রপ্রহারযুক্ত) ধুনিঃ (পাত্রের কম্পয়িতা) শিমীবান্ (সংস্কাররূপ কর্মসমন্বিত) শরুমান্ (অভিষবরূপহিংসাবিশিষ্ট) ঋজীষী (ঋজীষবান্)[১] অতসা (অনুপক্ষীণ) বিশ্বানি বনানি (বনসমূহকে) [ব্যাপ্নোতি] (ব্যাপিয়া আছে); প্রতিমানানি (উপমানস্থানীয় বস্তুসমূহ) অর্বাগ্ (ন্যূনগুণ হইয়া) ইন্দ্রং (ইন্দ্রকে) ন দেভুঃ (ন দভ্নুবন্তি—পরাভূত করে না)।

প্রথম তিন চরণে সোমের এবং চতুর্থ চরণে ইন্দ্রের কথা বলা হইয়াছে; অতএব মন্ত্রটি উভয়প্রধান। আপান্তমন্যু—উৎপাদিতদীপ্তি; সংস্কারকর্মের দ্বারা সোমের দীপ্তি উৎপন্ন হয়।[২] তৃপলপ্রভর্মা—তৃপল অর্থাৎ ক্ষিপ্র প্রভর্মা (প্রহরণ) যাহাতে; রসনিষ্কাশনার্থ সোম অভিষবপ্রস্তরের দ্বারা ক্ষিপ্রভাবে প্রহৃত হয়।[৩] ধুনি—প্রকম্পক; সোম নিষ্কাশিত হইয়া পাত্রে স্থাপিত হয়, পাত্র সোমের তেজে কম্পিত হইতে থাকে।[৪] শিমীবান্—'শিমী' শব্দের অর্থ কর্ম (নিঘ ২।১); সোম সংস্কারকর্মযুক্ত।[৫] শরুমান্—'শরু' শব্দের অর্থ হিংসা; সোমলতা থেঁৎলান হয়, কাজেই সোম হিংসিত বা হিংসাযুক্ত।[৬] সোমা বিশ্বানি বনানি অতসা—এই স্থলে 'ব্যাপ্নোতি' ক্রিয়ার অধ্যাহার করিতে হইবে; সোম অনুপক্ষীণ (অতি বাহুল্য নিবন্ধন যাহার ক্ষয় নাই) ঈদৃশ বনসমূহকে নিজের মহিমায় ব্যাপ্ত করে, কারণ, সোমই বনের অধিপতি।[৭] নার্বাগিন্দ্রম্—ইন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রের উপমান নাই, হইতে পারে না।

১। পঞ্চম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

২। মন্যুর্দীপ্তিরাপাদিতা, সংস্কারেণোৎপাদিতা দীপ্তির্যস্য (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। তৃপলমিতি ক্ষিপ্রার্থঃ, প্রভর্মেতি প্রপূর্বাৎ ভরতের্ভাবে মনিন্ প্রত্যয়ঃ। অভিষবগ্রাবভিঃ তৃপলং ক্ষিপ্রং প্রভর্মা প্রহরণং যস্মিন্ স তৃপলপ্রভর্মা (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। কম্পয়িতা পাত্রাণাম্ (দুঃ)।

৫। যাগেন সংস্কার-কর্মণা কর্মবান্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৬। শরুর্হিংসা, অভিষবলক্ষণা তয়া হিংসাবান্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৭। বনানি বনস্পত্যাখ্যানি যেন মহিম্না ব্যাপ্নোতি, স হি তেষামধিপতিঃ; অতসা অনুপক্ষীণানি (দুঃ)।

যাহা ইন্দ্রের কিছু উপমানরূপে উপন্যস্ত হয়, তাহা সমস্তই ইন্দ্র হইতে ন্যূনগুণ; অতএব ইন্দ্রকে হীনগুণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে না পারিয়া উপমানভাব পরিত্যাগ করে।[১]

উভয়প্রাধান্যপক্ষে মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধের পদগুলি ইন্দ্রের বিশেষণ করিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যথা—

[ইন্দ্রঃ] (ইন্দ্র) আপান্তমন্যুঃ (সোমপানে উৎপাদিত ক্রোধ)[২] তৃপলপ্রভর্মা (ক্ষিপ্র প্রহারকর্ত্তা)[৩] ধুনি (শত্রুর কম্পয়িতা)[৪] শিমীবান্ (বধাদিকর্ম্মকারী)[৫] শরুমান্ (শত্রুহিংসক)[৬] ঋজীষী (ঋজীষবান্); [৭] অর্বাগ্·· [এই অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ]; সোমঃ বিশ্বানি·· [এই অংশের ব্যাখ্যাও পূর্ব্ববৎ]।

এই ব্যাখ্যানুসারে প্রথম দুই চরণে ও চতুর্থ চরণে ইন্দ্রের কথা এবং তৃতীয় চরণে সোমের কথা বলা হইয়াছে; অতএব মন্ত্রটি উভয়প্রধান।[৮]

ইন্দ্রপ্রাধান্যপক্ষে—তৃতীয় চরণে 'ইব' অধ্যাহার করিতে হইবে।[৯] সোম ইব বিশ্বানি অতসা বনানি [ব্যাপ্নোতি]—সোম যেরূপ স্বমহিমায় অম্বুপক্ষীণ বন (বৃক্ষ-বন)-সমূহ ব্যাপিয়া থাকে, ইন্দ্রও সেরূপ বনসমূহ (জলরাশি)[১০] ব্যাপিয়া থাকেন; ইন্দ্র বর্ষণকর্ত্তা, জলাধিপতি—অতএব জলব্যাপকত্ব তাঁহার আছে। 'আপান্তমন্যু' শব্দ অনবগত এবং অনেকার্থক।

আপাতিতমন্যুস্তৃপ্রপ্রহারী ক্ষিপ্রপ্রহারী [সৃপ্রপ্রহারী) সোমো বেন্দ্রো বা ॥ ২ ॥

মন্ত্রে আপান্তমন্যুঃ=আপাতিতমন্যুঃ (সমুৎপাদিতদীপ্তি অথবা সমুৎপাদিতক্রোধ); 'মন্যু' শব্দের অর্থ দীপ্তি এবং ক্রোধ; কাজেই 'আপান্তমন্যু' শব্দ অনেকার্থক। তৃপলপ্রভর্মা=তৃপ্রপ্রহারী=ক্ষিপ্রপ্রহারী; তৃপল, তৃপ্র এবং ক্ষিপ্র—এই তিনটি শব্দ একার্থক। কোন কোন পুঁথিতে 'ক্ষিপ্রপ্রহারী' স্থানে 'সৃপ্রপ্রহারী' পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। সৃপ্র=ক্ষিপ্র। মন্ত্রের প্রথমার্দ্ধের বিশেষণগুলি সোমপক্ষেও প্রযোজ্য হইতে পারে ইন্দ্রপক্ষেও প্রযোজ্য হইতে পারে।

১। প্রতিমানানি উপমানানি (স্কঃ স্বাঃ); অর্বাগেব তান্যূনান্যেব তস্মাদিন্দ্রাদ্ ভূত্বা সোপমার্থং বৃর্কন্তি (দুঃ)।

২। সোমপানেনোৎপাদিতক্রোধো বা (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। তৃপলপ্রভর্মা—কর্ত্তরি মনিন্ তৃপলং ক্ষিপ্রং দৃঢ়ং বা শত্রূন্ প্রহরতীতি ক্ষিপ্রপ্রহারী (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। কম্পয়িতা শত্রূণাম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। বধাদিকর্ম্মভিঃ কর্ম্মবান্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৬। শত্রুহিংসয়া হিংসাবান্।

৭। সপ্তম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

৮। অথবা এবমস্তথাস্তা ঋচঃ উভয়প্রাধান্যম্; যৌ প্রথমৌ পাদাবৈন্দ্রত্বেন ব্যাখ্যায়েতে, তৃতীয়পাদমুৎকৃষ্য চতুর্থঃ পাদ আভ্যাম্যভিসম্বন্ধয়িতব্যঃ (দুঃ)।

৯। স সোম ইব অতসানি বনানি ইদং সর্ব্বং ব্যাপ্নোতি (দুঃ)।

১০। বনানি উদকানি (দুঃ)।

ধুনির্ধুনোতেঃ ॥ ৩ ॥

'ধুনি' শব্দ কম্পনার্থক 'ধু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ধুনি—যে কম্পিত করে।

শিমীতিকর্ম্মনাম শময়তের্বা শক্নোতের্বা ॥ ৪ ॥

'শিমী' শব্দ কর্মার্থক, 'শম্' ধাতু অথবা 'শক্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; কর্ম অনিষ্ট প্রশমিত করে (শময়তি অনিষ্টম্), অথবা কর্মের দ্বারাই মানুষ শক্ত বা সামর্থ্যবান্ হয় (শক্নোতি অনয়া)।

ঋজীষী সোমো যৎ সোমস্য পূয়মানস্যাতিরিচ্যতে তদৃজীষমপার্জ্জিতং ভবতি তেনর্জীষী সোমঃ ॥ ৫ ॥

ঋজীষী সোমঃ—সোম ঋজীষী বা ঋজীষবান্। সোমস্য পূয়মানস্য যৎ অতিরিচ্যতে (সোমরস পূয়মান অর্থাৎ ছাঁকা হইলে অসার যাহা অতিরিক্ত বা অবশিষ্ট থাকে) তৎ ঋজীষম্ অপার্জিতং ভবতি (তাহাই ঋজীষ—ইহা অপার্জিত বা পরিত্যক্ত হয়); তেন ঋজীষী সোমঃ (তন্নিমিত্ত সোম ঋজীষী বা ঋজীষসমন্বিত)।

সোমরস ছাঁকিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার নাম ঋজীষ; ইহা ফেলিয়া দেওয়া হয়। অপার্জনার্থ 'অর্জ' ধাতুর উত্তর 'ঈষন্' প্রত্যয়ে 'ঋজীষ' শব্দ সিদ্ধ (উ ৪৬৮); তদুত্তর অস্ত্যর্থে 'ইন্' করিয়া ঋজীষিন্ (প্রথমার একবচনে ঋজীষী)। ঋজীষ আছে বলিয়াই সোম ঋজীষী।

অথাপ্যৈন্দ্রো নিগমো ভবতি—'ঋজীষী বজ্রী' ইতি ॥ ৬ ॥

(ঋ ৫।৪০।৪)

অথ (আর) ঐন্দ্রঃ নিগমঃ অপি ভবতি (ইন্দ্রের ঋজীষিত্বাভিধায়ক নিগমও আছে)—ঋজীষী বজ্রী (ইন্দ্র ঋজীষবান্ এবং বজ্রধারী)।

উদ্ধৃত মন্ত্র সোমপক্ষেও ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং ইন্দ্রপক্ষেও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইন্দ্রপক্ষের ব্যাখ্যায় 'ঋজীষী' পদ ইন্দ্রেরই বিশেষণ। ইন্দ্রের ঋজীষিত্ব অনুপপন্ন নহে; ইন্দ্র যে ঋজীষী ভাষ্যকার বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রতিপন্ন করিলেন।

ইন্দ্রকে ঋজীষী বলা যায় কি ভাবে, তাহাও ভাষ্যকার বলিতেছেন—

হর্যোরস্য স ভাগো ধানাশ্চেতি ॥ ৭ ॥

অস্য (ইন্দ্রের) হর্যোঃ (অশ্বদ্বয়ের) স ভাগঃ (সেই ঋজীষরূপ সোমভাগ) ধানাশ্চ ইতি (এবং ধানা অর্থাৎ ভাজা যব)।

ইন্দ্রের যে দুইটি অশ্ব, তাহাদের খাদ্য সোমের সেই অসার ভাগ অর্থাৎ ঋজীষ[১] এবং

১। স ভাগো বদৃজীষম্ (দ্রঃ)।

ধানা। ঋজীষ অশ্বদ্বয়ের ; এইজন্য অশ্বদ্বয়কে ঋজীষী বলা যায়। অশ্বদ্বয় আবার ইন্দ্রের ; এইজন্য পরম্পরাসম্বন্ধে ইন্দ্রও ঋজীষী—যেমন, যে নগরে বহু ঐশ্বর্য্যশালী লোকের বাস সেই নগরকেও ঐশ্বর্য্যশালী বলা হয়।[১]

ধানা ভ্রাষ্ট্রে হিতা ভবন্তি ফলে হিতা ভবন্তীতি বা ॥ ৮ ॥

ধানাঃ (ধানা) ভ্রাষ্ট্রে (কটাহে) হিতা ভবন্তি (স্থাপিত হয়) বা (অথবা) ফলে (ফলকে) হিতা ভবন্তি (স্থাপিত হয়)।

প্রসঙ্গতঃ 'ধানা' শব্দেরও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। 'ধানা' শব্দ (নিত্যবহুবচনান্ত স্ত্রীলিঙ্গ) 'ধা' ধাতুর উত্তর 'ন' প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন (উ ৮৬); 'ধানা' শব্দের অর্থ—ভাজা যব।[২] ধীয়ন্তে হিতা নিহিতা ভবন্তীতি ধানাঃ—ভাজিবার জন্য ইহা কটাহে নিহিত বা স্থাপিত হয় ; অথবা পুড়িয়া না যায় এইজন্য কটাহ হইতে নামাইয়া ফলকে নিহিত করা হয় বা ছড়াইয়া দেওয়া হয়।[৩]

'বক্ষাং তে হরী ধানা উপ ঋজীষং জিঘ্রতাম্' ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৯ ॥

তে (তোমার) হরী (অশ্বদ্বয়) ধানাঃ (ভাজা যব) বক্ষাং (ভক্ষণ করুক), ঋজীষম্ উপজিঘ্রতাম্ (ঋজীষের ঘ্রাণ লইয়া তাহাও ভক্ষণ করুক)[৪]—ইত্যপি নিগমো ভবতি (এই বৈদিকবাক্যও আছে)।

উদ্ধৃত বৈদিকবাক্যের আকর অনবগত। ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে ইন্দ্র, তোমার অশ্বদ্বয় ধানা এবং ঋজীষ ভক্ষণ করুক। ঋজীষ এবং ধানা যে অশ্বদ্বয়ের খাদ্য, এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ভাষ্যকার তাহা স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করিলেন।

আদিনাভ্যাসেনোপহিতেনোপধামাদত্তে বভস্তিরত্তিকর্ম্মা ॥ ১০ ॥

অত্তিকর্ম্মা (অদনার্থক) বভস্তি ('ভস্' ধাতু) আদিনা অভ্যাসেন (আদি অভ্যাসের দ্বারা অর্থাৎ প্রথমতঃ অভ্যস্ত হইয়া) উপহিতেন (দ্বিবচন বিভক্তির সহিত উপশ্লেষিত বা সংযোজিত হওয়ায়) উপধাম্ আদত্তে (উপধা অকারকে গ্রহণ করে অর্থাৎ উপধা অকারের লোপ করাইয়া দেয়)।[৫]

১। এবং হি হর্যোর্ঋজীষিত্বম্ ; ইন্দ্রে কিমায়াতম্ ? উচ্যতে তদ্বন্তৌ যস্য সন্তি স তদ্বান্…ধনবন্তশ্চ যস্মিন্ সন্তি তন্নগরং ধনবদিতি—তদ্বদিত্যভিপ্রায়ঃ (স্কঃ স্বাঃ)। তেন হরিসংযোগেন ঋজীষেণ লক্ষিতলক্ষণয়া বৃত্ত্যা ইন্দ্রস্য ঋজীষিত্বম্ (দুঃ)।

২। ধানা ভৃষ্টযবে স্ত্রিয়ঃ (অমরকোষ)।

৩। ভ্রাষ্ট্রে হিতা নিহিতা ভবন্তি, অথবা ভ্রাষ্ট্রাদপবতার্য্য ফলে ফলকে হিতা নিহিতা ভবন্তি, তত্র হি তা বিসার্য্যন্তেঽতিদাহভয়াৎ (দুঃ)। স্কন্দস্বামীর মতে—রৌদ্রে শুকাইবার জন্য ফলকে নিহিত হয়—কিরণার্থমিতি বা।

৪। ঘ্রাণেন তৎপূর্ব্বকত্বাৎ ভক্ষণং লক্ষ্যতে ঋজীষং চ ভক্ষয়তামিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। বক্ষামিত্যেতস্মিন্ পদে য এষ বভস্তি ধাতুঃ অত্তিকর্ম্মা, ভক্ষণার্থঃ স আদাবভ্যাসেন উপশ্লেষিতেন উপধাম্ অকারমাদত্তে লুম্পতি (দুঃ) ; উপহিতেন দ্বির্বচনেন (স্কঃ স্বাঃ)।

'বব্ধাম্' ক্রিয়াপদ কি করিয়া নিষ্পন্ন হইল তাহা প্রদর্শন করিতেছেন। ভক্ষণার্থক 'ভস্' ধাতু প্রথমতঃ অভ্যস্ত হইয়া হয় 'বভস্'; তৎপরে লোটের প্রথমা দ্বিবচনের বিভক্তি তস্ (তাম্–ধাম্) ইহার সহিত যুক্ত হইলে[১] উপধা অকারের অর্থাৎ ভকারের পর যে অকার তাহার লোপ হয়। তৎপরে ভকারের স্থানে 'ব' করিয়া 'বব্ধাম্' পদের সিদ্ধি। বব্ধাম্—ভস্ (হবাদি)+লোট্ আম্, দ্বিত্ব–বভস্+তাম্, উপধালোপ (পা ৬।৪।১০০)–বভ্স্+তাম্, স লোপ (পা ৮।২।২৬),–বভ্+তাম্, ত স্থানে ধ (পা ৮।২।৪০),–বভ্+ধাম্, ভ স্থানে ব (পা ৮।৪।৫৩),–বব্ধাম্। লোকে—বভস্তাম্।

সোমঃ সর্ব্বাণ্যতসানি বনানি ॥ ১১ ॥

সোমো বিশ্বাস্বতসা বনানি–সোমঃ সর্ব্বাণি অতসানি বনানি; বিশ্বানি–সর্ব্বাণি; অতসা–অতসানি (পাঃ ৭।১।৩৯)।

নার্বাগিন্দ্রং প্রতিমানানি দভ্নুবন্তি, যৈরেনং প্রতিমিমতে নৈনং তানি দভ্নুবন্তি, অর্বাগেবৈনমপ্রাপ্য বিনশ্যন্তীতি ॥ ১২ ॥

নার্বাগিন্দ্রং প্রতিমানানি দেভুঃ–নার্বাগিন্দ্রং প্রতিমানানি দভ্নুবন্তি; দেভুঃ–দভ্নুবন্তি (লড়র্থে লিট্; পা ৩।৪।৬)। যৈঃ (যাহাদের সহিত) এনং (ইন্দ্রকে) প্রতিমিমতে (উপমিত করেন) তানি (সেই সমস্ত) ন এনং দভ্নুবন্তি (ইহাকে পরাভূত করে না), অর্বাক্ (ন্যূনগুণসম্পন্ন হইয়া) এনম্ অপ্রাপ্য (ইহার সমীপবর্ত্তী হইতে না পারিয়া) বিনশ্যন্তি (বিনষ্ট হয়)।

যাহার সহিত কোনও বস্তুর তুলনা করা হয় তাহা উপমান; যে বস্তু তুলিত বা উপমিত হয় তাহা উপমেয়। চন্দ্র উপমান, মুখ উপমেয়। সর্ব্বদাই উপমেয় হইতে উপমানের আধিক্য বা শ্রেষ্ঠতা থাকে। ইন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কাজেই তাঁহার উপমান কিছুই হইতে পারে না। যাহা কিছু ইন্দ্রের উপমানরূপে কল্পিত হয় তাহা সমস্তই ইন্দ্র হইতে হীনগুণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়—গুণে তাহারা ইন্দ্রের সমুখীন হইতে পারে না, কাজেই উপমান ভাব পরিত্যাগ করে। এই যে উপমানসমূহের উপমান ভাব পরিত্যাগ, ইহাই তাহাদের বিনাশ।[২]

ইন্দ্রপ্রধানেত্যেকে নৈঘণ্টুকং সোমকর্মোভয়প্রধানেত্যপরম্ ॥ ১৩ ॥

[ইয়ম্ ঋক্] (এই ঋক্) ইন্দ্রপ্রধানা (ইন্দ্রপ্রধান), সোমকর্ম্ম (সোমব্যাপার) নৈঘণ্টুকম্ (গৌণ) ইত্যেকে (কেহ কেহ ইহা বলেন); উভয়প্রধানা (এই ঋক্ উভয়প্রধান) ইত্যপরম্ (ইহা অন্য মত)।[৩]

১। ধকারেণ নিমিত্তভূতেন (দুঃ)।

২। লোপমার্বং কুর্ব্বন্তি—স হি তেষাং বিনাশঃ (দুঃ)।

৩। ইত্যপরং দর্শনম্ (স্ক' ভাঃ)।

কাহারও কাহারও মতে উদ্ধৃত মন্ত্রটি ইন্দ্রপ্রধান অর্থাৎ ইন্দ্রই ইহার দেবতা, সোমের ব্যাপার যাহা অভিহিত হইয়াছে তাহা নৈঘণ্টুক বা গৌণ। কাহারও কাহারও মতে আবার মন্ত্রটি উভয়প্রধান অর্থাৎ ইন্দ্র ও সোম উভয়েই ইহার দেবতা।

শ্মশা শু অশ্নুত ইতি বা শ্মাশ্নুত ইতি বা ॥ ১৪ ॥

'শ্মশা' শব্দের অর্থ—শু (ক্ষিপ্র) অশ্নুতে (ব্যাপ্ত করে) ইতি বা (হয় ইহা), শ্ম (শরীর) অশ্নুতে (ব্যাপ্ত করে) ইতি বা (অথবা ইহা)।

'শ্মশা' শব্দ অনবগত এবং অনেকার্থক। ইহার অর্থ (১) কুল্যা (খাল) অথবা নদী[১]—খাল বা নদী ক্ষিপ্র জলে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে ; 'শু' শব্দ ক্ষিপ্রবাচী (নিঘ ২।১৫)। অথবা (২) নাড়ী—নাড়ী শ্ম বা শরীর পরিব্যাপ্ত করে ; 'শ্ম' শব্দের শরীরার্থসম্বন্ধে নিরু ৩।৫ দ্রষ্টব্য। উভয় অর্থেই ব্যাপ্ত্যর্থক 'অশ্' ধাতু হইতে শব্দটি নিষ্পন্ন।

অব শ্মশা রুধদ্বাঃ ॥ ১৫ ॥

(ঋ ১০।১০৫।১)

অবারুধচ্ছ্মশা বারিতি ॥ ১৬ ॥

[কদা] (কবে) [স্তোত্রঃ] (স্তোত্র) [ত্বাম্] (তোমাকে) অবারুধৎ (অবরুদ্ধ করিবে)[২] শ্মশা [ইব] বাঃ (খাল বা নদী যেরূপ বারি অবরুদ্ধ করে ; অথবা, নাড়ী যেরূপ শরীরাশ্রিত রস অবরুদ্ধ করে)।[৩]

'শ্মশা' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইল।

॥ দ্বাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। শীঘ্রব্যাপিনী কুল্যা নদী বা (দু:)।

২। অবরুধৎ উপরোৎস্যতি (দু:) ; অবারুধৎ আবরতোৎস্যতি (স্ক: স্বা:)।

৩। মৃগোপমমেতৎ শ্মশেব কুল্যেব উদকানি নাড়ীব চান্নপানরসম্ (স্ক: স্বা:) ; কুল্যোদকং বিসর্পমাণম্, নাড়ীব বা শরীরাশ্রিতম্ অন্নপানরসম্ (দু:)।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

উর্বশ্যপ্সরা উর্বভ্যশ্নুত উরুভ্যামশ্নুত উরুর্বা বশোঽস্যাঃ ॥ ১ ॥

উর্বশী — অপ্সরাঃ ; উরু অভ্যশ্নুতে (মহৎ যশ অভিব্যাপ্ত করে), উরুভ্যাম্ অশ্নুতে (উরুদ্বয়ের দ্বারা সম্ভোগকালে পুরুষকে ব্যাপ্ত করে অর্থাৎ বশীভূত করে) বা (অথবা) অস্যাঃ (ইহার) উরুঃ বশঃ (মহান্ কাম)।

'উর্বশী' শব্দ অনবগত ; উর্বশী অপ্সরাবিশেষ। 'উর্বশী' শব্দের ব্যুৎপত্তি— (১) উরু অর্থাৎ মহৎ যশ ব্যাপ্ত করে,[১] অর্থাৎ মহাযশের অধিকারিণী ; উরু+'অশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—উর্বাশিনী — উর্বশী ;[২] (২) মৈথুনকালে উরুদ্বয়ের দ্বারা পুরুষকে ব্যাপ্ত করে অর্থাৎ বশীভূত করে ;[৩] উরু+'অশ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন—উর্বাশিনী — উর্বশী ;[৪] (৩) ইহার বশ অর্থাৎ কাম উরু (মহান্) ; উরুবশিনী — উর্বশী।[৫]

অপ্সরা অপ্সারিণী ॥ ২ ॥

অপ্সরাঃ — অপ্সারিণী (জলচারিণী)।

প্রসঙ্গতঃ 'অপ্সরা' (অপ্সরস্) শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। অপ্+'সৃ' ধাতুর উত্তর 'অসি' প্রত্যয়ে শব্দটির নিষ্পত্তি (উ ৬৭৬) ; অপ্সরা জলে বিচরণ করে—অপ্সরা জলপ্রভব, জলপ্রিয়, জলে থাকিয়া জলক্রীড়াদি করিতেই ভালবাসে।

অপি বা অপ্স ইতি রূপনামাপ্সাতেরপ্সানীয়ং ভবত্যাদর্শনীয়ং ব্যাপনীয়ং বা ॥ ৩ ॥

অপি বা (অথবা) অপ্স ইতি রূপনাম ('অপ্স' শব্দ রূপার্থক), অপ্সাতেঃ (নঞ্ পূর্ব্বক 'প্সা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) ; অপ্সানীয়ং ভবতি (অভক্ষণীয় হয়) আদর্শনীয়ং [ভবতি] (দ্রষ্টব্য হয়)[৬] ব্যাপনীয়ং বা [ভবতি] (অথবা ব্যাপনীয় হয়)।

প্রকারান্তরে 'অপ্সরা' (অপ্সরস্) শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে 'অপ্স' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন।[৭] 'অপ্স' শব্দের অর্থ রূপ ; নঞ্ পূর্ব্বক ভক্ষণার্থক 'প্সা'

১। উরু মহদ্ যশোঽভিব্যাপ্নোতীতি (দুঃ)।

২। স্কন্দস্বামীর মতে উর্বশিনী।

৩। সম্ভোগকালে কামিনং বশীকরোতি (স্ক স্বাঃ)।

৪। স্কন্দস্বামীর মতে উর্বশিনী।

৫। স্কন্দস্বামীর মতে উরুবশা।

৬। আদর্শনীয়ং দ্রষ্টব্যম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৭। অপিবেত্যাপ্সরঃশব্দস্য নির্ব্বচনান্তরবিবক্ষয়া অপ্সশব্দং তাবন্নিরাহ (স্কঃ স্বাঃ)।

ধাতু হইতে 'অপ্স' শব্দ নিষ্পন্ন। রূপ ভক্ষণীয় হয় না,[১] হয় আদর্শনীয় বা দ্রষ্টব্য। অথবা, ব্যাপ্ত্যর্থক 'আপ্' ধাতু হইতে 'অপ্স' শব্দ নিষ্পন্ন। প্রত্যক্ষ হওয়ার সময় রূপ নয়নরশ্মির দ্বারা ব্যাপনীয় হয়।[২]

স্পষ্টং দর্শনায়েতি শাকপূণিঃ ॥ ৪ ॥

দর্শনায় (দর্শনের নিমিত্ত) স্পষ্টম্ (স্পষ্ট) ইতি শাকপূণিঃ (শাকপূণি আচার্য্য ইহা মনে করেন)।

আচার্য্য শাকপূণির মতে 'স্পষ্ট' শব্দই 'অপ্স' আকারে পরিণত হইয়াছে; দর্শনের পক্ষে রূপ অস্পষ্ট নহে, স্পষ্টই;[৩] অর্থাৎ দর্শনের অনুকূলতাসম্পাদক—রূপযুক্ত বস্তুরই দর্শন হইয়া থাকে। কেহ কেহ 'দর্শনায় স্পষ্টম্' এই বাক্যই 'অপ্স' রূপে পরিণত হইয়াছে বলিয়া শাকপূণির মত ব্যাখ্যা করেন। দর্শনায় স্পষ্টম্ = দস্প = অস্প = অপ্স।

'যদপ্স' ইত্যভক্ষস্য ॥ ৫ ॥

যদ্ অপ্সশ্চকৃমা বয়ম্ (মৈত্রা ১।১০।২; শুক্লযজুর্বেদ ২০।১৭ দ্রষ্টব্য)—ইতি (এই বাক্য) অভক্ষস্য ('অভক্ষণীয়' অর্থের নিগম)।

'অপ্স' শব্দ নঞ্-পূর্ব্বক 'প্সা' (ভক্ষণার্থক) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন এবং ইহার অর্থ অপ্সানীয় (অভক্ষণীয়)—ইহা বলা হইয়াছে। এতৎপক্ষে নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। উদ্ধৃত বাক্যের অর্থ—যৎ অপ্সঃ (অভক্ষ্যভক্ষণ)[৪] বয়ং চকৃমা (আমরা করিয়াছি)…।

'অপ্সো নামে'তি ব্যাপিনঃ ॥ ৬ ॥

অপ্সো নাম (শুক্লযজুর্বেদ ১৪।৪) ইতি (এই বাক্য) ব্যাপিনঃ ('ব্যাপী' অর্থের নিগম)।

ব্যাপ্ত্যর্থক 'আপ' ধাতু হইতেও 'অপ্স' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, ইহা বলা হইয়াছে। এতৎপক্ষে নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। উদ্ধৃতাংশের অর্থ—[তব] অপ্সো নাম (ব্যাপক যে রূপ)…।[৫]

তদ্রা ভবতি রূপবতী তদনয়াত্তমিতি বা তদস্যৈ দত্তমিতি বা ॥ ৭ ॥

[অপ্সরাঃ] (অপ্সরা) তদ্রা ভবতি রূপবতী (তৎসমন্বিত অর্থাৎ রূপবতী হয়); তৎ অনয়া আত্তম্ ইতি বা (অথবা সেই রূপ অপ্সরা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়), তৎ অস্যৈ দত্তম্ ইতি বা (অথবা সেই রূপ অপ্সরাকে প্রদান করা হয়)।

১। অনদনীয়ং ভবতি নহি তদ্ ভক্ষ্যতে (দুঃ)।
২। তদ্ধি নায়নেন রশ্মিনা ব্যাপয়িতব্যং ভবতি (দুঃ)।
৩। নহ্যেতদস্পষ্টং দর্শনায়, কিং তর্হি স্পষ্টমেব (দুঃ)।
৪। অপ্সো অভক্ষ্যভক্ষণম্ (স্কঃ স্বাঃ)।
৫। তব অপ্সো নাম ব্যাপিনো রূপম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

'অপ্স' শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিয়া 'অপ্সরা' (অপ্সরস্) শব্দের নির্ব্বচন প্রদর্শন করিয়েছেন। তদ্রা—অপ্সরা ('তৎ' শব্দের দ্বারা অপ্স উদ্দিষ্ট হইতেছে); মত্বর্থীয় 'র' প্রত্যয়[১]—অপ্সরা—অপ্সবতী অর্থাৎ রূপবতী (অন্যবিলক্ষণরূপসম্পন্না)। অথবা, অপ্স+আদানার্থক 'রা' ধাতু হইতে শব্দটি নিষ্পন্ন—অপ্সরা কোনও স্থান হইতে অপ্স বা রূপ গ্রহণ করিয়াছে।[২] অথবা, অপ্স+দানার্থক 'রা' ধাতু হইতেও শব্দটির নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—বিধাতা অপ্সরাকে অপ্স বা রূপ প্রদান করিয়াছেন।[৩]

তস্যা দর্শনান্মিত্রাবরুণয়োরেতশ্চস্কন্দ তদভিবাদিন্যেষর্গ্ ভবতি ॥ ৮ ॥

তস্যাঃ দর্শনাৎ (সেই অপ্সরা উর্বশীকে দর্শন করিয়া) মিত্রাবরুণয়োঃ (মিত্র ও বরুণের) রেতঃ (বীর্য্য) চস্কন্দ (স্খলিত হইয়াছিল); তদভিবাদিনী (তদর্থপ্রকাশিনী) এষা ঋক্ ভবতি (এই ঋক্‌টি হইতেছে)।

উর্বশীকে দেখিয়া মিত্রাবরুণের রেতঃস্খলন হয়, তাহাতেই বশিষ্ঠের জন্ম। যে ঋঙ্মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়েছে তাহাতে এই আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে।

॥ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। রো মত্বর্থে (দুঃ)।

২। আপ্তং গৃহীতং কুতশ্চিৎ, এতস্মিন্ পক্ষে 'রা' ইত্যয়মাদানার্থঃ (দুঃ)।

৩। দত্তং বিধাত্রা, এতস্মিন্ 'রা' ইত্যয়ং দানার্থঃ (দুঃ)।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

উতাসি মৈত্রাবরুণো বশিষ্ঠোর্বশ্যা ব্রহ্মন্মনসোঽধিজাতঃ।
দ্রপ্সং স্কন্নং ব্রহ্মণা দৈব্যেন বিশ্বেদেবাঃ পুষ্করে ত্বাদদন্ত ॥ ১ ॥

(ঋ ৭।৩৩।১১)

হে বশিষ্ঠ, উত (আরও) মৈত্রাবরুণঃ অসি (মিত্র এবং বরুণের পুত্র হইতেছ); ব্রহ্মন্ (হে ব্রহ্মন্) উর্বশ্যা (উর্বশীর) অধি (উপর) মনসঃ (মিত্রাবরুণের অভিলাষ হইতে)[1] জাতঃ (জন্মিয়াছ); বিশ্বে দেবাঃ (সমস্ত দেবগণ) দৈব্যেন ব্রহ্মণা (দৈব্য অর্থাৎ দেবগণের স্বভূত স্তোত্রের দ্বারা) স্কন্নং দ্রপ্সং ত্বা (স্খলিত রেতঃস্বরূপ তোমাকে)[2] পুষ্করে (অন্তরিক্ষে) আদদন্ত (ধারণ করিয়াছিলেন)।[3]

উর্বশীকে দেখিয়া মিত্রাবরুণের সম্ভোগাভিলাষ উদ্রিক্ত হয় এবং রেতঃস্খলন হয়। এই রেতঃই বশিষ্ঠের কারণীভূত বীজ।[4] ভূমিতে পতিত না হয়[5] এই জন্য সমস্ত দেবতা তাঁহাদের স্বভূত ঋগ্-যজুঃ-সামাখ্য স্তোত্রে স্তব করিতে করিতে[6] অন্তরিক্ষেই সেই রেতঃ ধারণ করিয়াছিলেন।

অপ্যাসি মৈত্রাবরুণো বশিষ্ঠ ॥ ২ ॥

মন্ত্রে—উত অসি—অপ্যাসি; উত—অপি (আরও), 'উত' শব্দ সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে;[7] বশিষ্ঠের দুই জন্মের কথা পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে (ঋ ৭।৩৩।১০) বিবৃত হইয়াছে, এই মন্ত্রে আরও এক জন্মের কথা বলা হইল—পূর্ব্ব জন্মদ্বয়ের সহিত এই জন্মের সমুচ্চয়। মৈত্রাবরুণঃ—মিত্রাবরুণয়োঃ অপত্যম্।

উর্বশ্যা ব্রহ্মন্ মনসোঽধিজাতো দ্রপ্সং স্কন্নং ব্রহ্মণা দৈব্যেন—দ্রপ্সঃ সম্ভৃতঃ প্সানীয়ো ভবতি ॥ ৩ ॥

উর্বশ্যা ব্রহ্মন্...এই স্থলে—দ্রপ্সঃ—সম্ভৃতঃ প্সানীয়ঃ (মনুষ্যাঙ্গসম্ভৃত স্ত্রীযোনি-ভক্ষণীয়)। 'দ্রপ্স' শব্দ ভরণার্থক 'ভৃ' ধাতু এবং ভক্ষণার্থক 'প্সা' ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন এবং ইহার

১। উর্বশ্যা অপ্সরসঃ অধি উপরি মনসশ্চিত্তং সামর্থ্যান্মিত্রাবরুণয়োস্ততঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
২। তেন শুক্রেণ সহৈকতামুপাগতম্ (দুঃ)।
৩। দদিধারণার্থঃ ধারিতবন্ত ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
৪। ত্বাং ত্বৎকারণীভূতং বীজম্ (স্কঃ স্বাঃ)।
৫। মা এতদ্ভূমৌ পতেদিতি (দুঃ)।
৬। ব্রহ্মণা দৈব্যেন দেবানাং স্বভূতেন ঋগ্যজুঃসামাখ্যেন (দুঃ)।
৭। উতশব্দোঽপ্যর্থে ; অপ্যর্থশ্চ সমুচ্চয়ঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

অর্থ—রেতঃ ; রেতঃ পুরুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে সম্ভৃত হইয়া স্ত্রীযোনিতে প্রবেশ করে, স্ত্রীযোনি যেন ইহা ভক্ষণ করে।[১] স্কন্দস্বামী বলেন—'প্সা' ধাতুর অর্থ যে ভক্ষণ, তদ্দ্বারা সম্ভোগহেতুর লক্ষিত হইতেছে। এই মতে—প্সানীয়—সম্ভোগহেতু ;[২] রেতঃ পুরুষাঙ্গসম্ভৃত এবং সম্ভোগহেতু।

সর্ব্বে দেবাঃ পুষ্করে স্বাধারয়ন্ত [ব্যধারয়ন্ত] ॥ ৪ ॥

বিশ্বে দেবাঃ পুষ্করে অদদন্ত—সর্ব্বে দেবাঃ পুষ্করে স্বা অধারয়ন্ত (ব্যধারয়ন্ত); বিশ্বে দেবাঃ—সর্ব্বে দেবাঃ (সমস্ত দেবগণ); অদদন্ত—অধারয়ন্ত (ব্যধারয়ন্ত) (বিশেষরূপে ধারণ করিয়াছিলেন)—ধারণার্থক 'দদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

পুষ্করমন্তরিক্ষং পোষতি ভূতানি ॥ ৫ ॥

পুষ্করম্—অন্তরিক্ষম্ ; পোষতি ভূতানি—অন্তরিক্ষ অবকাশদানে ভূতসমূহের উপকার-বিধান করিয়া তাহাদিগকে পোষণ অর্থাৎ ধারণ করে।[৩] 'পুষ্' ধাতুর উত্তর 'করন্' প্রত্যয়ে 'পুষ্কর' শব্দের নিষ্পত্তি (উ ৪৪৪)।

উদকং পুষ্করং পূজাকরং পূজয়িতব্যং বা ॥ ৬ ॥

উদকং পুষ্করম্ ('উদক'ও 'পুষ্কর' শব্দের বাচ্য); পূজাকরং পূজয়িতব্যং বা (উদক পূজানিষ্পাদক অথবা স্বয়ংই পূজয়িতব্য)।

'পুষ্কর' শব্দের অন্য এক অর্থ 'উদক'; উদকের দ্বারা দেবগণের, পিতৃগণের এবং মনুষ্যগণের পূজা করা হয়, অথবা উদক দেবতা বলিয়া সকলেরই পূজয়িতব্য।[৪] 'পূজাকর' বা 'পূজয়িতব্য' শব্দই 'পুষ্কর' আকার ধারণ করিয়াছে।

ইদমপীতরৎ পুষ্করমেতস্মাদেব, পুষ্করং বপুষ্করং বা ॥ ৭ ॥

ইদম্ অপি ইতরৎ পুষ্করম্ এতস্মাদেব (এই যে অন্য পুষ্কর অর্থাৎ পদ্মবাচক পুষ্কর[৫] তাহারও পুষ্করত্ব এই নিমিত্তই),[৬] পুষ্করং বপুষ্করং বা (অথবা পুষ্কর—বপুষ্কর—শোভাবিধায়ক)।

পদ্মও পুষ্কর বলিয়া অভিহিত হয় এই কারণেই অর্থাৎ পূজাকর এবং পূজয়িতব্য বলিয়াই ; পদ্মের দ্বারা দেবপূজা সম্পাদিত হয় এবং শোভন বা শোভাবিশিষ্ট বলিয়া পদ্ম

১। পুরুষস্যাঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভৃতঃ স্ত্রীযোনেঃ প্সানীয়ো ভবতি ভক্ষণীয়ো ভক্ষণীয়শ্চ। এবং প্সাতেঃ ভরতেশ্চ যথাসম্ভবং ব্রহ্ম ইতি শব্দো দ্রষ্টব্যঃ (দুঃ)।

২। ভক্ষণেন চাত্র সম্ভোগহেতুত্বং লক্ষ্যতে সম্ভোগহেতুমিত্যর্থঃ।

৩। ভূতানি পুষ্কাত্যবকাশদানেনোপকুর্বন্ (দুঃ)।

৪। দেবপিতৃমনুষ্যাণাং পূজাকরত্বাৎ পূজয়িতব্যং বা দেবতারূপত্বাৎ—'আপো বৈ সর্ব্বা দেবতাঃ' ইতি শ্রুতেঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫-৬। পুষ্করং পদ্মম্ (দুঃ)। তস্মাদেব কারণাৎ (দুঃ)।

সকলেরই পূজয়িতব্য বা আদরণীয়।[1] অথবা, 'বপুষ্কর' শব্দই বকার লোপে 'পুষ্কর' রূপ ধারণ করিয়াছে ; পদ্ম বপুষ্কর অর্থাৎ শোভাকর।[2]

পুষ্পং পুষ্পতেঃ ॥ ৮ ॥

পুষ্পং ('পুষ্প' শব্দ) পুষ্পতেঃ ('পুষ্প' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

পদ্মপ্রসঙ্গে 'পুষ্প' শব্দেরও নির্ব্বচন করিতেছেন।[3] বিকসনার্থ 'পুষ্প' ধাতু হইতে 'পুষ্প' শব্দের নিষ্পত্তি—পুষ্প বিকসিত হয়।

বয়ুনং বেতেঃ কান্তির্বা প্রজ্ঞা বা ॥ ৯ ॥

বয়ুনং ('বয়ুন' শব্দ) বেতেঃ ('বী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) ; 'বয়ুন' শব্দের অর্থ—কান্তিঃ বা প্রজ্ঞা বা (কান্তি অথবা প্রজ্ঞা)।

'বয়ুন' শব্দ অনবগত এবং অনেকার্থক। 'বী' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি ; ধাতুপাঠে 'বী' ধাতু গতিকান্ত্যর্থ। 'বয়ুন' শব্দের অর্থ কান্তি (দীপ্তি বা ইচ্ছা) অথবা প্রজ্ঞা। 'বয়ুন' শব্দের সিদ্ধি সম্বন্ধে উ-৩৪১ সূত্র দ্রষ্টব্য। লৌকিকে 'বয়ুন' শব্দের অর্থ—দেবমন্দির ; 'বয়ুনং দেবমন্দিরম্'। নিঘণ্টুতে প্রশস্তনামসমূহে (৩.৮) এবং প্রজ্ঞানামসমূহে (৩.৯) 'বয়ুন' শব্দের পাঠ আছে। ইহা যে ঐকপদিকপ্রকরণে পুনঃ পঠিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য ইহার অনবগতত্ব এবং অনেকার্থত্ব প্রদর্শন।

॥ চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। তদপি হি পূজাকরং পূজয়িতব্যঞ্চ শোভনত্বাত্তস্য (দুঃ)।

২। বপুষ্করং শোভাকরমিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। পদ্মপ্রসঙ্গাৎ পুষ্পশব্দং নিরাহ (দুঃ)।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

'স ইত্তমোঽবয়ুনং ততন্বৎ সূর্য্যেণ বয়ুনবচ্চকার' ॥ ১ ॥

(ঋ ৬।২১।৩)

স ইৎ (সেই ইন্দ্রই) অবয়ুনং (কান্তি বা দীপ্তিশূন্য অথবা অপ্রজ্ঞান অর্থাৎ সর্ব্বদৃষ্টি নিরোধক)[1] ততন্বৎ (বিস্তীর্য্যমাণ)[2] তমঃ (অন্ধকার) সূর্য্যেণ (সূর্য্যদ্বারা) বয়ুনবৎ (কান্তি বা প্রজ্ঞানসমন্বিত অর্থাৎ প্রকাশযুক্ত করিয়াছিলেন)।[3]

বৃত্র গাঢ় অন্ধকার বিস্তার করিয়াছিলেন—সমস্তই কান্তিবিরহিত বা প্রজ্ঞানবিরহিত হইয়াছিল। ইন্দ্র বৃত্রহনন করিয়া সূর্য্যকে দ্যুলোকে আরোপিত করেন—তাহাতে অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং সমস্তই পুনঃ কান্তি বা প্রজ্ঞানসমন্বিত হয় অর্থাৎ স্ফুটরূপে প্রকাশিত হয়। উদ্ধৃত মন্ত্রাংশে 'বয়ুন' শব্দের অর্থ কান্তি অথবা প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞান)।

স তমোঽপ্রজ্ঞানং ততন্বৎ, স তং সূর্য্যেণ প্রজ্ঞানবচ্চকার ॥ ২ ॥

অবয়ুনম্—অপ্রজ্ঞানম্; বয়ুনবৎ—প্রজ্ঞানবৎ। সঃ (ইন্দ্র) তৎ (তাহাকে) সূর্য্যেণ প্রজ্ঞানবচ্চকার (সূর্য্যদ্বারা প্রজ্ঞানসমন্বিত করিয়াছিলেন)।

বহু পুস্তকেই 'স তম্' এই পাঠ আছে। 'তম্' পদে 'তমঃ' উদ্দিষ্ট; কাজেই 'তৎ' হওয়া উচিত ছিল। কোন কোন পুস্তকে 'সৃতং' এইরূপ পাঠ পরিদৃষ্ট হয়; এই পাঠ ব্যাকরণের দিক্ দিয়া ভাল। 'সৃত' শব্দের অর্থ করিতে হইবে উৎপাদিত। সৃতং সূর্য্যেণ প্রজ্ঞানবচ্চকার—ইহার ব্যাখ্যা হইবে 'উৎপাদিতং তমঃ সূর্য্যেণ প্রজ্ঞানবচ্চকার' (যে তম বা অন্ধকার বৃত্রের দ্বারা উৎপাদিত হইয়াছিল, তাহা ইন্দ্র সূর্য্যের দ্বারা প্রকাশযুক্ত করিয়াছিলেন)। ভাষ্যকারের উক্তি হইতে মনে হয়, তিনি বয়ুনের প্রজ্ঞান অর্থেই নিগম প্রদর্শন করিয়াছেন। দুর্গাচার্য্য ইহা মনে করিয়াই বলেন—'কান্তি' অর্থে নিগম অন্বেষণ করিতে হইবে। তিনি ইহাও বলেন যে, 'কান্তি' অর্থও এইস্থানেই পক্ষান্তরে গৃহীত হইতে পারে।[4] স্কন্দস্বামীর মতে উভয় অর্থেরই নিগম উদ্ধৃত মন্ত্রাংশ।

বাজপস্ত্যং বাজপতনম্ ॥ ৩ ॥

বাজপস্ত্যং—বাজপতনম্ (সোম)।

১। অকান্তমপ্রজ্ঞানং বা নিরুদ্ধসর্ব্বদৃষ্টিপথমিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। অত্যন্তং ততবদ্ বিস্তীর্য্যমাণমিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। কান্তিমৎ প্রজ্ঞানবদ্বা চকার।

৪। কান্ত্যর্থত্বমপি কশ্চিদুপেক্ষ্যম্, ইহৈব বা পক্ষেণ যোজ্যম্।

'বাজপস্ত্য' শব্দ অনবগত ; ইহার অর্থ বাজপতন অর্থাৎ সোম। 'বাজ' শব্দের অর্থ অন্ন (নিঘ ২।৭); 'সোম আমাদের উৎকৃষ্ট বাজ বা অন্ন' ইহা মনে করিয়া দেবতারা সোমের অভিমুখে প্রধাবিত হয়েন—এইজন্যই সোম বাজপস্ত্য বা বাজপতন (বাজ মনে করিয়া পতন যাহাতে)।[১] 'বাজ+পত্' ধাতু হইতে 'বাজপস্ত্য' শব্দের নিষ্পত্তি।

'সনেম বাজপস্ত্যম্' (ঋ ৯।৯৮।১২)
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৪ ॥

বাজপস্ত্যং (সোম) সনেম (যেন ভোগ বা সেবন করিতে পারি) [২]—ইত্যপি……

বাজগন্ধ্যং গধ্যত্যুত্তর পদম্ ॥ ৫ ॥

বাজগন্ধ্যং ('বাজগন্ধ্য' শব্দ) [অনবগতম্] (অনবগত), গধ্যত্যুত্তরপদম্ (ইহার উত্তরপদ 'গধ্যতি' অর্থাৎ 'গধ্' ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ)।

'বাজগন্ধ্য' শব্দ অনবগতসংস্কার ; ইহারও অর্থ সোম। ইহার উত্তরপদ অর্থাৎ 'গন্ধ্য' 'গধ্' ধাতু (যাহার প্রথমপুরুষ একবচনের পদ 'গধ্যতি')[৩] হইতে নিষ্পন্ন। 'গধ্' ধাতুর অর্থ—মিশ্রীকরণ, ইহা ভাষ্যকার পরেই বলিবেন (অষ্টম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)। 'বাজগন্ধ্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি—বাজ বা অন্ন অর্থাৎ সক্তু প্রভৃতির সহিত মিশ্রয়িতব্য।[৪] 'বাজগন্ধ্য' শব্দের 'গন্ধ' শব্দের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই, ইহা জানাইবার জন্যই ভাষ্যকার স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন—উত্তরপদ অর্থাৎ গন্ধ্য 'গধ্' ধাতু নিষ্পন্ন।

'অশ্যাম বাজগন্ধ্যম্' (ঋ ৯।৯৮।১২)
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৬ ॥

বাজগন্ধ্যম্ (সক্তু প্রভৃতির সহিত মিশ্রয়িতব্য সোম) অশ্যাম (অশ্নুমঃ—ব্যাপ্ত করিব অর্থাৎ লাভ করিব)[৫]—ইত্যপি…………

ঋগ্বেদ ৯।৯৮।১২ মন্ত্রে 'বাজগন্ধ্য' শব্দের প্রয়োগ আছে প্রথম, তৎপরে আছে 'বাজপস্ত্য' শব্দের প্রয়োগ। নিঘণ্টুতে কিন্তু পূর্ব্বে আছে 'বাজপস্ত্য' শব্দের পাঠ, পরে আছে 'বাজগন্ধ্য' শব্দের পাঠ। ভাষ্যকার নিঘণ্টু ব্যাখ্যা করিতেছেন—কাজেই তিনি নিঘণ্টুর ক্রম অনুসরণ করিয়াই পূর্ব্বে 'বাজপস্ত্য' শব্দের এবং পরে 'বাজগন্ধ্য' শব্দের ব্যাখ্যা করিলেন।[৬]

১। বাজে চান্নে পতনং চ পংসেতদন্নাত্তমস্মাকমিতিমত্বানা পতন্তি যস্মিন্ দেবাস্তমিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। সনেম সম্ভজেমহি (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। ধাতু পাঠে 'গধ্' ধাতু পরিদৃষ্ট হয় না।

৪। বাজেনান্নেন সক্ত্বাদিনা মিশ্রয়িতব্যম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। অশ্যাম অশ্নুমঃ (স্কঃ স্বাঃ) ; ব্যাপ্নুযাম বয়ম্ (দুঃ)।

৬। অত্র চ মন্ত্রক্রমমনাদৃত্য নিগমসমাম্নায়ক্রমেণৈবোপন্যাসঃ, তদ্ধি ব্যাখ্যেয়তয়া প্রকৃতত্বাৎ (স্কঃ স্বাঃ)।

গধ্যং গৃহ্ণাতেঃ ॥ ৭ ॥

গধ্যং ('গধ্য' শব্দ) গৃহ্ণাতেঃ ('গ্রহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। 'গধ্য' শব্দ অনবগত; ইহার অর্থ—গ্রহণীয়।

'ঋজ্রা বাজং ন গধ্যং যুযূষন্' (ঋ ৪।১৬।১১)

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৮ ॥

[হে ইন্দ্র] ঋজ্রা (ঋজুনা মার্গেণ—ঋজুমার্গে) [যাসি] (গমন কর); গধ্যং বাজং ন (গ্রহণীয় অন্নের ন্যায়)[1] যুযূষন্ (মিশ্রিত করিয়া)[2]...; ইত্যপি......

গ্রহণীয় সক্তু প্রভৃতি অন্ন যেরূপ সোমের সহিত মিশ্রিত করে, তুমিও সেইরূপ নিজেকে যুদ্ধে শত্রুগণের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঋজুপথে গমন করিবে—ইন্দ্রকে ঋষি এই বলিয়া স্তুতি করিতেছেন।

গধ্যতির্মিশ্রীভাবকর্ম্মা ॥ ৯ ॥

গধ্যতিঃ ('গধ্' ধাতু) মিশ্রীভাবকর্ম্মা (মিশ্রীকরণার্থক)। 'গধ্' ধাতু অনবগত।

'আগধিতা পরিগধিতা' (ঋ ১।১২৬।৬)

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১০ ॥

আগধিতা (সম্যক্ মিশ্রীকৃতা, অর্থাৎ সর্ব্বাবয়বে গাঢ় পরিষক্তা) পরিগধিতা (পরিমিশ্রীকৃতা—সর্ব্বতোঽন্তর্বহিশ্চ মিশ্রিতা আলিঙ্গন-চুম্বনপুরঃসরং প্রক্ষিপ্তপ্রজননা সানুরাগং সম্ভোগায় পরিগৃহীতা চ সতী—স্কঃ স্বাঃ)—ইত্যপি.......

কৌরযাণঃ কৃতযানঃ ॥ ১১ ॥

কৌরযাণঃ—কৃতযানঃ (শত্রুর বিরুদ্ধে কৃতাভিযান)।

'কৌরযাণ'শব্দ অনবগত; ইহার অর্থ—শত্রুর বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই যিনি প্রয়াণ বা অভিযান করেন।[3]

'পাকস্থামা কৌরযাণঃ' (ঋ ৮।৩।২১)

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১২ ॥

পাকস্থামা (মহাপ্রাণ)[4] কৌরযাণঃ (শত্রুর বিরুদ্ধে কৃতাভিযান) ইত্যপি...

১। ন উপমার্থে।

২। যুযূষন্ পুনঃ পুনঃ সম্মিশ্রয়িষ্যন্ আত্মানং শত্রুভির্যুদ্ধে (দুঃ)।

৩। শত্রূন্ প্রতি কৃতমেব যামং যেন নিত্যং কৃতগমন ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। স্থামশব্দ লোকে প্রাণে প্রসিদ্ধঃ পাকঃ পরিপক্বো মহান্ স্থামো যস্য সঃ পাকস্থামা মহাপ্রাণশ্চেত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ); পাকঃ পরিপক্বং মহৎ স্থাম (স্থামন্—ক্লীবলিঙ্গ) যস্য স পাকস্থামা—এইরূপ হওয়া উচিত।

তৌরযাণস্তূর্ণযানঃ ॥ ১৩ ॥

তৌরযাণঃ—তূর্ণযানঃ (ক্ষিপ্রগমন)।

'তৌরযাণ' শব্দ অনবগত ; ইহার অর্থ—তূর্ণযান, অর্থাৎ তূর্ণ (ক্ষিপ্র) যান (গমন) যাহার।

'স তৌরযাণ উপযাহি যজ্ঞং মরুদ্ভিরিন্দ্র সখিভিঃ সজোষাঃ'

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্র (হে ইন্দ্র), স ত্বং (সেই তুমি) তৌরযাণঃ (ক্ষিপ্রগতি হইয়া) সজোষাঃ (প্রীতি-পূর্ণ হৃদয়ে)[1] সখিভিঃ মরুদ্ভিঃ সহ (মিত্র মরুদ্গণের সহিত) যজ্ঞম্ উপযাহি (যজ্ঞে আগমন কর)—ইত্যপি......

অহ্রযাণোঽহ্রীতযানঃ ॥ ১৫ ॥

অহ্রযাণঃ—অহ্রীতযানঃ (অলজ্জিতগমন)।

'অহ্রযাণ' শব্দ অনবগত ; ইহার অর্থ—অহ্রীতযান অর্থাৎ যাহার গমন লজ্জাবিরহিত, অর্থাৎ যিনি শ্লাঘ্যগমন।

'অমুষ্টুয়া কৃণুহ্যহ্রযাণ' (ঋ ৪।৪।১৪)

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৬ ॥

হে অহ্রযাণ (হে অলজ্জিতগমন) অমুষ্টুয়া কৃণুহি (আমি যাহা বলি অনুষ্ঠানে অর্থাৎ কাজে তাহা কর)[2] ; অমুষ্টুয়া—অনুষ্ঠানেন—কর্ম্মণা।

স্কন্দস্বামী বলেন—যাঁহার নিকট প্রার্থনা করা যায় তিনি যদি প্রার্থয়িতাকে প্রার্থিত বস্তু দিতে না পারেন তবে প্রার্থয়িতার নিকট গমনে তিনি লজ্জা বোধ করেন ; অগ্নি তদ্রূপ নহেন—তিনি শ্লাঘ্যগমন, প্রার্থয়িতার নিকট গমন করিতে কোন অবস্থায়ই তিনি লজ্জা বোধ করেন না, আহূত হইলেই প্রার্থয়িতার নিকট গমন করেন, যদিও হয়ত প্রার্থয়িতাকে কোনও সময়ে তিনি বিমুখ করিয়া থাকিবেন।[3]

হরযাণো হরমাণযানঃ ॥ ১৭ ॥

হরযাণঃ—হরমাণযানঃ (যাহার যান অবিরতগতি ;[4] অথবা যাহার যান বা অভিযান শত্রুর প্রাণহারক)।[5] 'হরযাণ' শব্দ অনবগত।

১। সজোষাঃ সংপ্রীয়মাণঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। অমুষ্টুয়া অনুষ্ঠানেন কৃণু কর্ম্মৈতৎ সম্পাদয় যদহং ব্রবীমি (দুঃ)।

৩। যোহি অর্থিতো দাতুং ন শক্নোতি স হ্রীতো গচ্ছতি তদস্য নাস্তি, অতঃ শ্লাঘ্যগমন ইত্যভিপ্রায়ঃ।

৪-৫। নিত্যকালমেবাভিপ্রস্থিতঃ যানে (দুঃ) ; শত্রূণাং জীবনস্য হরণমেব শীলং যানং যস্য স হরমাণযানঃ শত্রুজীবিতানাং হর্ত্তেত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

'রজতং হরযাণে' (ঋ ৮।২৫।২২)

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৮ ॥

হরযাণে [উক্ষণ্যায়নে] [দদতি সতি][1] (উক্ষণ্যায়ন রাজা—যাহার যান অবিরত-গতি, অথবা, যাহার যান বা অভিযান শত্রুগণের ধনপ্রাণাদি হরণ করে—দান করিলে) রজতং [রথং] (রজতময় রথ) [অসনাম] (আমরা লাভ করিয়াছি)।

য আরিতঃ কর্ম্মণি স্থিরঃ ॥ ১৯ ॥

(ঋ ১।১০১।৪)

যঃ (যে ইন্দ্র) আরিতঃ (স্তোমপ্রাপ্ত হইয়া) কর্ম্মণি কর্ম্মণি (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসমূহে)[2] স্থিরঃ (সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অবিচল)।[3]

'আরিত' শব্দ অনবগত ; গত্যর্থক 'ঋ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

প্রত্যৃতঃ স্তোমান্ ॥ ২০ ॥

স্তোমান্ প্রত্যৃতঃ (স্তোম প্রতিগত—অর্থাৎ স্তোমপ্রাপ্ত)।

আরিতঃ—প্রত্যৃতঃ (প্রতি+ঋ+ক্ত) স্তোমান্ কর্ম্মপদ অধ্যাহৃত। স্কন্দস্বামীর মতে 'স্তোম' শব্দে এখানে যজ্ঞ বুঝাইতেছে ; স্তোমান্ প্রত্যৃতঃ—যজ্ঞং প্রতি গতঃ।[4]

ভ্রন্দী ভ্রন্দতের্মৃদুভাবকর্ম্মণঃ ॥ ২১ ॥

ভ্রন্দী ('ভ্রন্দিন্' শব্দ) মৃদুভাবকর্ম্মণঃ ভ্রন্দতেঃ (মৃদুভাবার্থক 'ভ্রন্দ্' ধাতু হইতে) নিষ্পন্ন।

'ভ্রন্দিন্' শব্দ অনবগত। নৈরুক্ত 'ভ্রন্দ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; 'ভ্রন্দ্' ধাতুর অর্থ—'মৃদুভাবাপন্ন করা বা হওয়া'।

॥ পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। উক্ষণ্যায়নে রাজনি দদতি সতি (স্কঃ স্বাঃ)।
২। কর্ম্মণি কর্ম্মণি অগ্নিহোত্রাদৌ (দুঃ)।
৩। আপরিসমাপ্তেরবিচালী (স্কঃ স্বাঃ)।
৪। স্তোমশব্দো যজ্ঞোপলক্ষণঃ, যজ্ঞং প্রতি গতঃ ইত্যর্থঃ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

'নিষদ্বৃণক্ষি শ্বসনস্য মূর্দ্ধনি শুষ্ণস্য চিদ্ব্রন্দিনোরোরুবদ্বনা' ॥ ১ ॥

(ঋ ১।৫৪।৫)

যৎ (যে হেতু) [হে ইন্দ্র] রোরুবৎ (গর্জ্জন শব্দ করিতে করিতে) শ্বসনস্য (বায়ুর) মূর্দ্ধনি (মস্তকে অর্থাৎ উপরিদেশে) চিৎ (এবং) শুষ্ণস্য (জলশোষক) ব্রন্দিনঃ (ফলাদির মৃদুতাসম্পাদক)[১] [আদিত্যস্য মূর্দ্ধনি] (আদিত্যের মস্তকে বা উপরিদেশে) বনা (বনানি— উদক) নিবৃণক্ষি (স্থাপন কর)।[২]

'মৃদুতাকারী' অর্থে 'ব্রন্দিন্' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইয়েছে। ইন্দ্র পৃথিবীর উপর জল বর্ষণ করেন; এই জলই আবার সূর্য্যরশ্মির দ্বারা বাষ্পাকারে উপরে নীত হয় এবং মেঘাকারে সূর্য্য ও বায়ুর উপর অবস্থান করে—কাজেই বায়ু ও সূর্য্যের উপর জলস্থাপনের কর্ত্তা বলিয়া ইন্দ্র ব্যপদিষ্ট হইয়াছেন।[৩] নিষদ্ বৃণক্ষি = যৎ নিবৃণক্ষি (ধাতু ও উপসর্গ ব্যবহিত; পাঃ ১।৪।৮২); দুর্গাচার্য্য ও সায়ণের মতে—নিবৃণক্ষি = বর্ষণ কর। আদিত্য ব্রন্দী— আদিত্য স্ব-কিরণে ফলাদির পক্বতাসাধন করিয়া তাহা মৃদু বা নরম করেন।[৪]

নিব্রণক্ষি. যচ্ছ্বসনস্য মূর্দ্ধনি শব্দকারিণঃ, শুষ্ণস্যাদিত্যস্য চ শোষয়িতু রোরূয়মাণো বনানীতি বা বধেনেতি বা ॥ ২ ॥

শ্বসনস্য = শব্দকারিণঃ (শব্দকারী বায়ুর)। শুষ্ণস্য = শোষয়িতুঃ আদিত্যস্য (জল-শোষণকারী আদিত্যের)। রোরুবৎ = রোরূয়মাণঃ (বজ্রনির্ঘোষ অর্থাৎ গর্জ্জন শব্দ করিতে করিতে)।[৫] বনা = বনানি, নিবৃণক্ষি ক্রিয়ার কর্ম্মপদ, ইহার অর্থ—উদকানি (জল); 'বন' শব্দ জলবাচক (নিঘ ১।১২)। অথবা 'বনা' তৃতীয়ান্ত পদ (পাঃ ৭।১।৩৯) = বধেন (মেঘবধের দ্বারা); এই ব্যাখ্যায় কর্ম্মপদ 'উদকানি' অধ্যাহার করিতে হইবে; মেঘবধেন উদকানি নিবৃণক্ষি—অন্বয় হইবে এইরূপ।[৬]

১। পাকেনাম্রাদীনাং মৃদুভাবকারিণঃ (স্কঃ ভাঃ)।

২। নিবৃণক্ষি নিবর্জ্জয়সি প্রাপয়সি ইত্যর্থঃ (স্কঃ ভাঃ)।

৩। কথমাদিত্যস্য মূর্দ্ধনি বনানীন্দ্রঃ স্থাপয়তি? উচ্যতে…অনয়েন ভূমৌ পতিতানি রশ্মিভিরাদিত্যস্য মূর্দ্ধনি স্থাপ্যন্তে স এবেন্দ্রঃ স্থাপয়তীতি ব্যপদিশ্যতে (স্কঃ ভাঃ)।

৪। আদিত্যেন হি পরিপচ্যমানং বদরতিন্দুকাদি মৃদু ভবতি তস্মাদসৌ ব্রন্দী (দুঃ)।

৫। স্তনয়িত্নুশব্দং কুর্ব্বন্ (স্কঃ ভাঃ)।

৬। যস্মিংস্তু পক্ষে 'বধেন' ইতি বা নির্ব্বচনম্, তস্মিন্ পক্ষে 'বনা' ইত্যেব শব্দো মেঘবধেনেতি প্রযোজ্যঃ, উদকশব্দশ্চৈতস্মিন্ পক্ষেঽধ্যাহার্য্যঃ (দুঃ)।

'অব্রদন্ত বীড়িতা' (ঋ ২।২৪।৩)
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৩ ॥

বীড়িতা (বীড়িতানি—সংস্তব্ধ বা কঠিন) অব্রদন্ত (মৃদু হইয়াছিল)[১] ইত্যপি ·····।

দেবগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেবতা ব্রহ্মণস্পতির কার্য্যের দ্বারা যাহা বীড়িত (সংস্তম্ভার্থক 'বীড়' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) অর্থাৎ সংস্তব্ধ বা কঠিনীভূত, দর্পিত অথবা সন্নদ্ধ (যেমন—ওষধি বনস্পতির বীজ,[২] অসুরকুল[৩] প্রভৃতি) তাহা সমস্তই মৃদুভাবাপন্ন হইয়াছিল। 'ব্রন্দ' ধাতু যে মৃদুভাবার্থক তাহা আরও স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত এই নিগমটি উদ্ধৃত হইয়াছে।[৪] পরবর্ত্তী সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

বীড়য়তিশ্চ ব্রীড়য়তিশ্চ সংস্তম্ভকর্ম্মাণৌ পূর্ব্বেণ সংপ্রযুজ্যেতে ॥ ৪ ॥

সংস্তম্ভকর্ম্মাণৌ (সংস্তম্ভার্থক) বীড়য়তি ব্রীড়য়তিশ্চ ('বীড়' ধাতু এবং 'ব্রীড়' ধাতু নিষ্পন্ন পদ) পূর্ব্বেণ (পূর্ব্বোক্ত 'ব্রন্দ' ধাতুর পদের সহিত)[৫] সংপ্রযুজ্যেতে (সংপ্রযুক্ত হয়)।

'বীড়' ধাতু এবং 'ব্রীড়' ধাতু সংস্তম্ভার্থক (কঠোরভাবার্থক)। এই ধাতুদ্বয় হইতে নিষ্পন্ন পদের এবং 'ব্রন্দ' ধাতু নিষ্পন্ন পদের সহপ্রয়োগ দেখা যায়। ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে, 'বীড়' ও 'ব্রীড়' ধাতু নিষ্পন্ন পদ 'ব্রন্দ' ধাতু নিষ্পন্ন পদের প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ বিপরীতার্থরূপে প্রযুক্ত বলিয়াই প্রতীত হয়। 'বীড়' ও 'ব্রীড়' ধাতু যখন সংস্তম্ভার্থক, তখন 'ব্রন্দ' ধাতু যে মৃদুভাবার্থক ইহা উপপন্ন হইতেছে।[৬] উদ্ধৃতস্থলে 'বীড়' ধাতু নিষ্পন্ন 'বীড়িত' পদের এবং 'ব্রন্দ' ধাতু নিষ্পন্ন 'অব্রন্দত' পদের একসঙ্গে প্রয়োগ হইয়াছে। 'ব্রীড়' ধাতু নিষ্পন্ন পদের সহিত 'ব্রন্দ' ধাতু নিষ্পন্ন পদের একসঙ্গে প্রয়োগ কোথায় হইয়াছে তাহা অন্বেষণ করিয়া নিতে হইবে।[৭]

নিষ্ ষপী স্ত্রীকামো ভবতি বিনির্গতসপঃ ॥ ৫ ॥

নিষ্ ষপী স্ত্রীকামঃ ভবতি ('নিষ্ ষপী'—ইহার অর্থ স্ত্রীকাম অর্থাৎ পুংশ্চল বা ব্যভিচারী অর্থাৎ পরদারসেবী); বিনির্গতসপঃ (নিষ্ ষপী বা পুংশ্চল ব্যক্তি সর্ব্বদাই বিনির্গতসপ বা নিত্যোত্থিতশেপ)।

১। মৃদূন্যভবন্ (দুঃ)।

২। বীড়িতানি অত্যন্তকঠিনানি ওষধিবনস্পত্যাদিবীজানি (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। সন্নদ্ধানি দর্পিতানি অসুরকুলানি···(দুঃ)।

৪। ইদানীং ব্রন্দীতাস্ত মৃদুভাবার্থতাং স্পষ্টয়িষ্যন্ উদাহরণান্তরং দর্শয়তি (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। পূর্ব্বেণ প্রক্তেন অব্রদন্ত ইতি ব্রন্দিনা, মৃদুভাবার্থেন সহ···(স্কঃ স্বাঃ); পূর্ব্বেণানেনৈব অনন্তরেণ ব্রন্দিনা (দুঃ)।

৬। সংস্তম্ভার্থত্বেন প্রতিদ্বন্দ্বিভাবাৎ মুক্তসংশয়ং ব্রন্দিঃ' 'মৃদুভাবার্থ ইতি গম্যতে (স্কঃ স্বাঃ)।

৭। ব্রীড়যতেস্তু ব্রন্দিনা সহপ্রযোগোঽন্যত্র ক্বচিৎ দ্রষ্টব্যঃ (দুঃ)।

'নিষ্‌ষপী' ('নিষ্‌ষপিন্' শব্দ; দেবরাজ বলেন—নিষ্‌ষপ ইতি প্রাপ্তে নিষ্‌ষপী) অনবগত। ইহার অর্থ—স্ত্রীকাম বা পুংশ্চল; ঈদৃশ ব্যক্তির সপ বা শেপ (জননেন্দ্রিয়) বিনির্গত বা নির্গত অর্থাৎ নিত্যোত্থিত।[১]

সপঃ সপতেঃ স্পৃশতিকর্ম্মণঃ ॥ ৬ ॥

সপঃ ('সপ' শব্দ) স্পৃশতিকর্ম্মণঃ সপতেঃ (স্পর্শনার্থক 'সপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'সপ' শব্দের নিষ্পত্তি স্পর্শনার্থক 'সপ্' ধাতু হইতে; সপ (শেপ) দ্বারা স্ত্রী স্পৃষ্ট হয়।[২]

'মা নো মঘেব নিষ্‌ষপী পরাদাঃ' (ঋ ১।১০৪।৫)

স যথা ধনানি বিনাশয়তি মা নস্ত্বং তথা পরাদাঃ ॥ ৭ ॥

[হে ভগবন্ ইন্দ্র] মা নঃ পরাদাঃ (আমাদিগকে বিনাশ করিও না) নিষ্‌ষপী মঘা ইব (নিষ্‌ষপী যথা মঘানি পরাদদাতি—নিষ্‌ষপী বা স্ত্রীকাম অর্থাৎ লম্পট ব্যক্তি যেরূপ ধন বিনাশ করে); ভাষ্যকার নিজেই সমস্ত বাক্যের অর্থ করিতেছেন—স (নিষ্‌ষপী) যথা ধনানি বিনাশয়তি মা নস্ত্বং তথা পরাদাঃ (বিনাশয়)। মঘা—মঘানি—ধনানি (নিঘ ২।১০); পরাদাঃ—'পরা+দা' ধাতু বিনাশার্থক।[৩]

'নিষ্‌ষপিন্' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইল।

তূর্ণাশমুদকং ভবতি তূর্ণমশ্নুতে ॥ ৮ ॥

তূর্ণাশম্ উদকং ভবতি ('তূর্ণাশ' শব্দের অর্থ উদক), তূর্ণম্ অশ্নুতে (ক্ষিপ্র ব্যাপ্ত করে)।

'তূর্ণাশ' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ উদক—'তূর্ণ+অশ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; উদক ভূমিতল ক্ষিপ্র ব্যাপ্ত করে।

'তূর্ণাশং ন গিরের্‌ অধি' (ঋ ৮।৩২।৪)

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৯ ॥

গিরেঃ (মেঘের) অধি (উপর অবস্থিত) তূর্ণাশং ন (জল যেমন) [বর্ষার্থী লোক প্রার্থনা করে][৪] ইত্যপি নিগমঃ……

'তূর্ণাশ' শব্দের নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। 'গিরি' শব্দ মেঘবাচী (নিঘ ১।১০)।

১। স্ত্রীকামঃ পুংশ্চলোঽভিমেরঃ সহি নিত্যং নির্গতশেপ এব ভবতি (দুঃ); নিত্যোত্থিতঃ শেপো যস্য (স্কঃ স্বাঃ)।

২। তেন হি স্ত্রী স্পৃশ্যতে (দুঃ)।

৩। পরাদদাতিঃ সামর্থ্যাদ্ বিনাশার্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। যথা মেঘস্যোপরি বর্তমানমাস্বশ্নি বর্ষার্থিনো জনাঃ (দুঃ)।

ক্ষুম্পমহিচ্ছত্রকং ভবতি যৎক্ষুভ্যতে ॥ ১০ ॥

ক্ষুম্পম্ অহিচ্ছত্রকং ভবতি ('ক্ষুম্প' শব্দের অর্থ অহিচ্ছত্রক বা বেঙের ছাতা—mushroom), যৎ (যস্মাৎ—যে হেতু) ক্ষুভ্যতে (সঞ্চালিত হয়)।

'ক্ষুম্প' শব্দ অনবগত, ইহার অর্থ—অহিচ্ছত্রক (বেঙের ছাতা—mushroom); সঞ্চলনার্থক 'ক্ষুভ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—অহিচ্ছত্রক সঞ্চালিত হয় অর্থাৎ অনায়াসেই ইহা সঞ্চালিত করিতে পারা যায়।[1] ক্ষোভ্য—ক্ষুম্প।

॥ ষোড়শ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। যদ্ যস্মাদনায়াসেনৈব শক্যং ক্ষোভয়িতুম্ (স্ক: স্বা:)।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

কদা মর্ত্তমরাধসম্পদা ক্ষুম্পমিব স্ফুরৎ।
কদা নঃ শুশ্রবদ্গির ইন্দ্রো অঙ্গ ॥ ১ ॥

(ঋ ১।৮৪।৮)

ইন্দ্রঃ (ইন্দ্র) কদা (কবে) অরাধসং (আরাধনাহীন) মর্ত্তং (মনুষ্যকে) ক্ষুম্পম্ ইব (অহিচ্ছত্রক বা বেঙের ছাতার ন্যায়) পদা (পাদের দ্বারা) স্ফুরৎ (বধ করিবেন),[১] কদা (কবে) নঃ গিরঃ (আমাদের স্তুতি) অঙ্গ (ক্ষিপ্র) শুশ্রবৎ (শ্রবণ করিবেন)।

'ক্ষুম্প' শব্দের নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। ঋষি বলিতেছেন—আমরা ইন্দ্রের পরিচারক, কবে আমাদের স্তুতি তিনি শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করিবেন? যাহারা তাঁহার আরাধনা করে না, তাঁহার উদ্দেশে হবিঃ প্রদান করে না, কবেই বা তাহাদিগকে তিনি অহিচ্ছত্রকের ন্যায় পাদদলিত করিবেন। অহিচ্ছত্রক (বেঙের ছাতা) অতি কোমলপদার্থ, ইহা পদদলিত করা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার।[২]

কদা মর্ত্তমনারাধয়ন্তং পাদেন ক্ষুম্পমিবাবস্ফুরিষ্যতি কদা ন শ্রোষ্যতি চ গির ইন্দ্রো অঙ্গ ॥ ২ ॥

অরাধসম্—অনারাধয়ন্তম্ (যে আরাধনা করে না তাহাকে); পদা—পাদেন (পাদের দ্বারা); স্ফুরতি—অবস্ফুরিষ্যতি (বধ করিবেন); শুশ্রবৎ—শ্রোষ্যতি (শ্রবণ করিবেন)। ভাষ্যবাক্যে 'অবস্ফুরিষ্যতি' স্থলে 'অবস্ফুরসি' এবং 'শ্রোষ্যতি' স্থলে 'শৃণোতি'—এইরূপ পাঠও পরিদৃষ্ট হয়। দুর্গাচার্য্য বিচার করিয়া ঈদৃশ পাঠ অপপাঠ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অঙ্গেতি ক্ষিপ্রনাম, অঞ্চিতমেবাঙ্কিতং ভবতি ॥ ৩ ॥

অঙ্গ ইতি ('অঙ্গ' এই শব্দ) ক্ষিপ্রনাম (ক্ষিপ্রপর্য্যায়); অঞ্চিতং (লক্ষিত হইয়া) অঙ্কিতং ভবতি (গত হয়)।

'অঙ্গ' নিপাত ক্ষিপ্রার্থক; 'অঞ্চ্' এবং 'অঙ্ক্' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি—যাহা ক্ষিপ্র তাহা অঞ্চিত বা পরিলক্ষিত হইয়াই গত হয়, দৃষ্টির সম্মুখে বহুক্ষণের জন্য স্থির থাকে না। ভাষ্যকার শরীরার্থক 'অঙ্গ' শব্দের নির্ব্বচন 'অঞ্চ্' অথবা 'অঙ্গ' ধাতু হইতে হইতে পারে—ইহা বলিয়াছেন (নিরু ৪।৩); অঞ্চিতং হি তৎ কালেন

১। 'স্ফুর' ধাতু বেদে বধার্থক (নিঘ ২।১৯)।
২। অহিচ্ছত্রকং হি পাদেন স্পৃষ্টমাত্রং শীর্য্যতে (দুঃ)।

ভবতি গতমিত্যর্থঃ, অঞ্চনাম্বা, অঞ্চতিরপি গত্যর্থ এব—এতৎপ্রসঙ্গে ইহা দুর্গাচার্য্যের উক্তি। দেবরাজ ক্ষিপ্রার্থক বহু শব্দের ব্যুৎপত্তি গত্যর্থ ধাতু হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন। নিঘণ্টুতে ক্ষিপ্রনামসমূহের মধ্যে 'অজ' শব্দের পাঠ নাই। কাজেই এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা দেবরাজের অভিমত কি তাহা জানি না। কিন্তু আমার মনে হয়, শরীর-বাচক 'অঙ্গ' শব্দের ন্যায় এবং ক্ষিপ্র-বাচক অন্যান্য শব্দের ন্যায় ক্ষিপ্র-বাচক 'অঙ্গ' শব্দেরও নির্ব্বচন গত্যর্থক 'অঞ্চ্' এবং 'অজ' ধাতু হইতেই প্রদর্শিত হইতে পারে। 'অঙ্কিতমৈবাঙ্কিতং ভবতি' এই স্থলে 'অঙ্কিতমেবাঙ্কিতং ভবতি' এইরূপ পাঠ নয় ত?

নিচুম্পুণঃ সোমো নিচান্তপৃণো নিচমনেন প্রীণাতি ॥ ৪ ॥

নিচুম্পুণঃ সোমঃ ('নিচুম্পুণ' শব্দের অর্থ সোম); নিচান্তপৃণঃ (ভক্ষিত সোম প্রীত করে) অর্থাৎ—নিচমনেন প্রীণাতি (ভক্ষণের দ্বারা প্রীত করে)।

'নিচুম্পুণ' শব্দ অনবগত এবং অনেকার্থক। নিচান্তপৃণঃ—নিচুম্পুণঃ; 'নিচান্ত' শব্দের অর্থ ভক্ষিত—ভক্ষিত সোম প্রীত করে। ইহার অর্থ—ভক্ষণের দ্বারা সোম প্রীত করে—(সোমভক্ষণে লোকের প্রীতি হয়)।[১]

॥ সপ্তদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। নিচান্তো ভক্ষিতঃ প্রীণাতীতি নিচমনেন প্রীণাতীতি নিচুম্পুণশব্দস্যার্থবচনম্, ভক্ষণেন তর্পয়তীতি (স্কঃ স্বাঃ); নিচান্তপ্রীণ ইতি শব্দসমাধিঃ, স হি নিচান্তো ভক্ষিতঃ নিচমনেন ভক্ষণেন প্রীণাতি (দুঃ)।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পত্নীবন্তঃ সুতা ইম উশন্তো যন্তি বীতয়ে।
অপাং জগ্মির্নিচুম্পুণঃ ॥ ১ ॥

(ঋ ৮।৯৩।২২)

পত্নীবন্তঃ (জলবিশিষ্ট) সুতাঃ (অভিষুত) ইমে সোমাঃ (এই সকল সোম) উশন্তঃ (যেন কাময়মান হইয়া)[১] বীতয়ে (ইন্দ্রের পানার্থ) যন্তি (ইন্দ্র সমীপে গমন করিতেছে),[২] নিচুম্পুণঃ (সোম) অপাং (জলের দিকে বা জলমধ্যে)[৩] জগ্মিঃ (গমনশীল)।

'পত্নী' শব্দের অর্থ জল—জল ভূতসমূহের পালন করে; রক্ষণার্থক 'পা' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'বসতীবরী' 'একধনা' এবং 'নিগ্রাভ্য' এই তিন জলই সোমরস প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যক হয়; কাজেই সোম পত্নীবান্ বা জলবিশিষ্ট। 'ইন্দ্র পান করুন' এই অভিলাষে যেন সোমসকল ইন্দ্রের পানার্থ তৎসমীপে গমন করে। সোমরস নিষ্কাশিত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার নাম ঋজীষ (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, পঞ্চম সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য); এই ঋজীষ সোমলতারই অংশ, কাজেই ইহাকে সোম বলা যাইতে পারে। অবভৃথকালে এই ঋজীষরূপ সোম জলে নিক্ষেপ করা হয়—এই ভাবেই সোম জলের দিকে বা জলমধ্যে গমনশীল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।[৪]

পত্নীবন্তঃ সুতা ইমেঽদ্ভিঃ সোমাঃ কাময়মানা যন্তি বীতয়ে
পানায়াপাং গন্তা নিচুম্পুণঃ ॥ ২ ॥

সুতা ইমে সোমাঃ অদ্ভিঃ পত্নীবন্তঃ (এই সকল অভিষুত সোম জলের দ্বারা পত্নীবান্; 'পত্নী' শব্দের অর্থ জল—সোমসকল জলবিশিষ্ট বলিয়াই পত্নীবান্ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে)।[৫] বীতয়ে—পানায়; জগ্মিঃ—গন্তা (গমনশীল)।

১। সামর্থ্যাদিবশপ্রলোপো দ্রষ্টব্যঃ কাময়মানা ইব (ঋঃ ভাঃ)।

২। যন্তি গচ্ছন্তি ইন্দ্রম্ (ঋঃ ভাঃ)।

৩। অপাং প্রতি অপাং বা মধ্যম্ (ঋঃ ভাঃ)।

৪। নিচুম্পুণঃ ঋজীষরূপঃ সোমঃ স হি 'অবভৃথকালে ঋজীষমপ্সু প্রাস্যন্তি' ইতি বচনাদপ্সু প্রক্ষিপ্যতে অতশ্চাত্র অপঃ প্রতি গমনশীলঃ সাধু বা গন্তা চাপাং মধ্যমিতি (ঋঃ ভাঃ)।

৫। পত্নীভিরদ্ভিস্তদ্বন্তঃ (দুঃ)।

সমুদ্রোঽপি নিচুম্পুণ উচ্যতে নিচমনেন পূর্যতে ॥ ৩ ॥

সমুদ্রঃ অপি নিচুম্পুণঃ উচ্যতে (সমুদ্রও নিচুম্পুণ বলিয়া অভিহিত হয়), নিচমনেন (জলের দ্বারা) পূর্যতে (পূরিত হয়)।

'নিচুম্পুণ' শব্দের অনেকার্থতা প্রদর্শন করিতেছেন। ইহার অন্য এক অর্থ 'সমুদ্র'—সমুদ্র নিচমনের দ্বারা পূরিত হয়, এই ব্যুৎপত্তিতে (নিচমনপূর্ণ—নিচুম্পুণ); নিচমন—জল (উদকং হি নিচম্যতে ইতি নিচমনম্—দুর্গাচার্য)।[১]

অবভৃথোঽপি নিচুম্পুণ উচ্যতে নীচৈরস্মিন্
ক্বণন্তি নীচৈর্দধতীতি বা ॥ ৪ ॥

অবভৃথঃ অপি নিচুম্পুণঃ উচ্যতে (অবভৃথও নিচুম্পুণ বলিয়া অভিহিত হয়), অস্মিন্ নীচৈঃ ক্বণন্তি (ইহাতে নিম্ন স্বরে শব্দ করা হয়), বা (অথবা) নীচৈঃ দধতি (নীচ বা অধোমুখ পাত্রসমূহ জলে নিধান বা স্থাপন করা হয়)।

'নিচুম্পুণ' শব্দের অন্য আর এক অর্থ 'অবভৃথ' বা 'যজ্ঞান্তস্নান' অর্থাৎ সোমযাগের অন্তে সপত্নীক যজমানের পুরোডাশাহুতিপূর্বক স্নান। অবভৃথ নিচুম্পুণ—অবভৃথে উপাংশু বা নিম্নস্বরে ক্বণন অর্থাৎ শব্দ উচ্চারণপূর্বক কর্ম করা হয় (নীচৈঃ ক্বণন বা নীচক্বণন—নিচুম্পুণ);[২] অথবা, অবভৃথে রিক্ত অধোমুখ যজ্ঞপাত্রসমূহ ঋত্বিগ্‌গণ-কর্তৃক জলে নিধান করা হয় (নীচৈঃ নিধান বা নীচনিধান—নিচুম্পুণ)।[৩]

'অবভৃথ নিচুম্পুণ' (শুক্লযজু ৩।৮)
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৫ ॥

অবভৃথ (হে অবভৃথ দেব, হে বরুণ) নিচুম্পুণ (হে নীচক্বণন)... ....

এই মন্ত্রে অবভৃথকে নিচুম্পুণ বলা হইয়াছে। অবভৃথে যে নিম্নস্বরে মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক কর্ম করা হয় তদ্বিষয়ে শ্রুতি—'উপাংশ্ববভৃথেষ্ট্যা চরন্তি'।

নিচুম্পুণ নিচুঙ্কুণেতি চ ॥ ৬ ॥

'নিচুম্পুণ' এবং 'নিচুঙ্কুণ' উভয় শব্দই অবভৃথার্থক; 'নিচুঙ্কুণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিও নীচৈঃক্বণন বা নীচক্বণন।[৪]

১। নিরন্তেনাচম্যতে ইতি নিচমনমুদকম (স্কঃ ভাঃ)।

২। নীচৈঃ শব্দেন কর্ম কুর্বন্তীত্যর্থঃ, অবভৃথেষ্টৌ 'অপ্যানমুপাংশু চরন্তি' ইতি বচনাৎ (স্কঃ ভাঃ)।

৩। নীচৈর্বা রিক্তান্যধোমুখানি পাত্রাণি অপ্সু দধতি, কে? সামর্থ্যাদৃত্বিজঃ (স্কঃ ভাঃ); অস্মিন্ যজ্ঞপাত্রাণি অপ্সু নিধীয়ন্তে (দুঃ)।

৪। অবভৃথোক্তৌ ক্রিয়াসমন্বয়েনাবভৃথবিষয়াবিত্যর্থঃ (স্কঃ ভাঃ)।

পদির্গন্তুর্ভবতি যৎপন্নতে ॥ ৭ ॥

পদিঃ গন্তঃ ভবতি ('পদি' শব্দের অর্থ গন্তা বা গমনকর্ত্তা), যৎ পদ্যতে (যেহেতু গমন করে)।

'পদি' শব্দ অনবগত ; ইহার অর্থ গন্তা বা গমনকর্ত্তা—গমনার্থক 'পদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (পদ্যতে গচ্ছতীতি পদিঃ)।

॥ অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

স্বগুরসৎ স্বহিরণ্য স্বশ্বো বৃহদস্মৈ বয় ইন্দ্রো দধাতি ॥
যস্ত্বা যন্তং বসুনা প্রাতরিত্বো মুক্ষীজয়েব পদিমুৎসিনাতি ॥ ১ ॥

(ঋ ১।১২৫।২)

[সঃ] (সেই যজমান) স্বগুঃ (শোভন গোধনবিশিষ্ট) স্বহিরণ্যঃ (বহুহিরণ্য-স্বামী) স্বশ্বঃ (সুন্দরাশ্ব-সমন্বিত) অসৎ (ভবতি—হয়), অস্মৈ (ইহাকে) ইন্দ্রঃ (ইন্দ্র) বৃহৎ (প্রভূত) বয়ঃ (অন্ন) দধাতি (প্রদান করেন), হে প্রাতরিত্বঃ (প্রাতঃকালীন অতিথে) যঃ (যে যজমান) আয়ন্তং ত্বা (আগমনকারী তোমাকে) বসুনা (হবিঃস্বরূপ ধনের দ্বারা) উৎসিনাতি (বন্ধন করেন) উক্ষীজয়া পদিম্ ইব (উক্ষীজা অর্থাৎ জাল বা বন্ধনরজ্জু দ্বারা বালক যেরূপ পদি অর্থাৎ গমনশীল বা পতনশীল পক্ষীকে বন্ধন করে)।

'পদি' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইতেছে। ইন্দ্র প্রাতঃকালীন অতিথি, কারণ তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্রার্থ আগমন করেন।[১] প্রাতরাগমনশীল ইন্দ্রকে যে যজমান হবিঃস্বরূপ ধনের দ্বারা বন্ধন করেন অর্থাৎ বশীভূত করেন (বালক যেরূপ জাল বা বন্ধনরজ্জু দ্বারা গমনশীল পক্ষীকে বন্ধন করে), সেই যজমানকে ইন্দ্র প্রভূত গো, হিরণ্য, অশ্ব ও অন্ন প্রদান করেন।

স্বগুর্ভবতি স্বহিরণ্যঃ স্বশ্বো মহচ্চাস্মৈ বয় ইন্দ্রো
দধাতি যস্ত্বায়ন্তমন্নেন প্রাতরাগামিন্নতিথে ॥ ২ ॥

স্বগুঃ অসৎ—স্বগুঃ ভবতি; বৃহৎ—মহৎ (প্রভূত)—বয়ঃ পদের বিশেষণ; 'বয়ঃ' শব্দ অন্নবাচী (নিঘ ২।৭); যঃ ত্বা আয়ন্তং বসুনা—যঃ ত্বা আয়ন্তম্ অন্নেন—'বসু' শব্দ ধনবাচী (নিঘ ২।১০), এই স্থলে 'বসু' শব্দের অর্থ অন্ন (হবিঃস্বরূপ ধন);[২] প্রাতরিত্বঃ—প্রাতরাগামিন্ অতিথে (হে প্রাতঃকালে আগমনশীল অতিথে)—ইন্দ্রের অতিথিত্ব মন্ত্রান্তরেও পরিদৃষ্ট হয়।[৩]

মুক্ষীজয়েব পদিমুৎসিনাতি কুমারঃ ॥ ৩ ॥

উৎসিনাতি (উৎপূর্বক বন্ধনার্থ 'সি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) ক্রিয়ার কর্তৃপদ 'কুমারঃ' উহ্য। 'কুমার' শব্দের অর্থ বালক।

১। প্রাতরিত্বঃ প্রাতরেবাগ্নিহোত্রার্থমাগামিন্নিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। বসুনা হবির্লক্ষণেন ধনেন (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। 'জুষ্টো দমূনা অতিথির্দুরোণ ইমং নো যজ্ঞম্… (ঋ ৫।৪।৫)।

মুক্ষীজা মোচনাচ্চ সয়নাচ্চ ততনাচ্চ ॥ ৪ ॥

মুক্ষীজা ('মুক্ষীজা' শব্দ) মোচনাৎ চ (হয় 'মুক্' ধাতু হইতে) সয়নাৎ চ (আর না হয় 'সি' ধাতু হইতে), ততনাচ্চ (আর না হয় 'তন্' ধাতু হইতে) [নিষ্পন্ন]।

'মুক্ষীজা' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। (১) মোচনার্থক 'মুক্' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি হইতে পারে—মুক্ষীজা (জাল বা বন্ধনরজ্জু) পক্ষীর পাদদেশ হইতে মুক্ত করা হয় বা খুলিয়া নেওয়া হয়; অথবা, ইহা হইতে পক্ষিগণকে মুক্ত করা হয়। (২) বন্ধনার্থক 'সি' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি হইতে পারে—মুক্ষীজা বা জালের দ্বারা পক্ষী বদ্ধ হয়। (৩) বিস্তারার্থক 'তন্' ধাতু হইতেও ইহার নিষ্পত্তি হইতে পারে—জাল বিস্তারিত বা প্রসারিত করা হয় পক্ষিবধার্থ।

পাদুঃ পদ্যতেঃ ॥ ৫ ॥

পাদুঃ ('পাদু' শব্দ) পদ্যতেঃ ('পদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'পাদু' শব্দ অনবগত। ইহার অর্থ—পদন (গতি): গত্যর্থক 'পদ্' হইতে নিষ্পন্ন।

আবিঃ স্বঃ কৃণুতে গূহতে বুসং স পাদুরস্য নির্ণিজো ন মুচ্যতে ॥ ৫ ॥

(ঋ ১০।২৭।২৪)

স্বঃ (আদিত্য) আবিঃ কৃণুতে (দীপ্তি আবিষ্কৃত বা প্রকাশিত করেন) বুসং (জল) গূহতে (রশ্মিসংবৃত করেন অর্থাৎ রশ্মিদ্বারা শোষণ করেন)[১] নির্ণিজঃ (পরিষ্কারক) অস্য (আদিত্যের) স পাদুঃ (সেই গতি)[২] ন মুচ্যতে (বিরত হয় না)।[৩]

'পাদু' শব্দের নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। আদিত্য নির্ণিক বা পরিষ্কারক—তাঁহার প্রকাশে তমঃপঙ্কলিপ্ত সর্ববস্তু যেন বিধৌত হয়।

আবিষ্কুরুতে ভাসমাদিত্যো গূহতে বুসম্ ॥ ৬ ॥

আবিঃ কৃণুতে—আবিষ্কুরুতে; ইহার কর্ম্মপদ 'ভাসম্' উহ্য। স্বঃ—আদিত্যঃ (নিঘ ১।৪ দ্রষ্টব্য)।

বুসমিত্যুদক নাম ব্রবীতেঃ শব্দকর্ম্মণঃ, ভ্রংশতের্বা ॥ ৭ ॥

বুসম্ ইতি উদক নাম ('বুস' শব্দ উদকপর্য্যায়); শব্দকর্ম্মণঃ ব্রবীতেঃ (শব্দার্থক 'ব্রূ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); ভ্রংশতের্বা (অথবা 'ভ্রন্‌শ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

১। গূহতে সংবৃণোতি রশ্মিভিঃ (দুঃ)।
২। সঃ পাদুঃ তৎপদনং তদ্গমনম্ (দুঃ)।
৩। ন মুচ্যতে নোপরমতে ইত্যর্থঃ (দুঃ)।

'বুস' শব্দ জলবাচী ; শব্দার্থক 'ব্রু' ধাতু হইতে অথবা ভ্রংশার্থক 'ভ্রন্‌শ্‌' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—'জল' শব্দবিশিষ্ট ('কলকল' শব্দ ইহাতে বর্তমান আছে)[1], অথবা জল মেঘ হইতে ভ্রষ্ট হয়।[2] ব্রু+স—বুস (উ ৩৪২); অথবা, ভ্রংশ—বুস।

যদ্ বর্ষন্ পাতয়ত্যুদকং রশ্মিভিস্তৎ প্রত্যাদত্তে ॥ ৮ ॥

বর্ষন্ (বৃষ্টি সম্পাদন করিয়া) যৎ উদকং পাতয়তি [আদিত্যঃ] (আদিত্য যে জল ভূমিতে পাতিত করেন) রশ্মিভিঃ তৎ প্রত্যাদত্তে (রশ্মিসমূহের দ্বারা তাহা পুনরায় গ্রহণ করেন)।

গৃহ্নতে বুসম্—ভাষ্যকার ইহার তাৎপর্য্য বর্ণনা করিতেছেন। যে বৃষ্টিধারা ভূমিতে পতিত হয় আদিত্যরশ্মি পুনরায় তাহা গ্রহণ করে অর্থাৎ শোষণ করিয়া নেয়—ইহাই আদিত্যের বুসগৃহণ বা জলসংবরণ।[3]

॥ একোনবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। শব্দবদ্ ভবতি (দু:)।
২। ভবতি ভ্রস্যতে মেঘাৎ (দু:)।
৩। ইতি সমাসতো ভাষ্যকারেণাস্যার্থোঽত্রার্থ উক্তঃ (দু:)।

বিংশ পরিচ্ছেদ

বৃকশ্চন্দ্রমা ভবতি বিবৃতজ্যোতিষ্কো বা বিকৃতজ্যোতিষ্কো বা বিক্রান্তজ্যোতিষ্কো বা ॥ ১ ॥

বৃকঃ চন্দ্রমাঃ ভবতি ('বৃক' শব্দের অর্থ চন্দ্রমা), বিবৃতজ্যোতিষ্কঃ বা (হয়, চন্দ্র প্রকাশিতজ্যোতি), বিকৃতজ্যোতিষ্কঃ বা (আর না হয়, চন্দ্র বিকৃতজ্যোতি) বিক্রান্ত-জ্যোতিষ্কঃ বা (অথবা, চন্দ্র বিক্রান্তজ্যোতি বা অত্যধিকজ্যোতি)।

'বৃক'শব্দ অনবগত এবং অনেকার্থক। ইহার অর্থ চন্দ্রমা (চন্দ্র)—(১) চন্দ্র বিবৃতজ্যোতিষ্ক অর্থাৎ ইহার জ্যোৎস্নারূপ জ্যোতি বিবৃত বা ব্যক্ত[1] অর্থাৎ স্পষ্ট (বিবৃতং জ্যোতির্যস্য); বিবৃতজ্যোতিষ্কঃ=বৃকঃ। (২) চন্দ্র বিকৃতজ্যোতিষ্ক অর্থাৎ ইহার জ্যোৎস্নারূপ জ্যোতি বিকৃত—জ্যোতির ধর্ম উষ্ণতা ইহাতে নাই, ইহা শীতল, ইহার হ্রাসবৃদ্ধি আছে;[2] সূর্য্যাদির জ্যোতি কিন্তু উষ্ণতাসম্পন্ন এবং প্রতিদিনই একরূপ; বিকৃতজ্যোতিষ্ক=বৃক। (৩) চন্দ্র বিক্রান্তজ্যোতিষ্ক অর্থাৎ চন্দ্রের জ্যোতি বিক্রান্ত বা দিগন্তরব্যাপী—গ্রহ, নক্ষত্র, তারকাদির জ্যোতি অপেক্ষায় ইহা অত্যধিক;[3] বিক্রান্তজ্যোতিষ্ক=বৃক।

॥ বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বিবৃতং স্পষ্টং ব্যক্তং জ্যোৎস্নারূপং জ্যোতির্যস্য (স্কঃ স্বাঃ)।

২। বিকৃতং জ্যোতির্যস্য শীতত্বাৎ ইতরাণি উষ্ণানি জ্যোতীংষি (দুঃ)।

৩। তস্য হি বিক্রান্তং জ্যোতিঃ ইতরেভ্যো গ্রহনক্ষত্রতারকাদিভ্যো জ্যোতির্ভ্যঃ সকাশাৎ (দুঃ); বিক্রান্তং দিগন্তরাণি জ্যোতির্যস্য (স্কঃ স্বাঃ)।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

অরুণো মাসকৃদ্বৃকঃ পথা যন্তং দদর্শ হি।
উজ্জিহীতে নিচায্যা তষ্টেব পৃষ্ঠ্যাময়ী বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ১ ॥
(ঋ ১।১০৫।১৮)

অরুণঃ (আরোচন—স্বীয় জ্যোৎস্নায় সমস্ত জগতের প্রকাশক) মাসকৃৎ (মাস ও পক্ষের কর্ত্তা) বৃকঃ (চন্দ্র) পথা যন্তং হি (স্বকীয় পথে গমনকারী নক্ষত্রগণকেই) [১] দদর্শ (দর্শন করেন) [২], নিচায্যা (নিচায্য—দর্শন করিয়া) [৩] পৃষ্ঠ্যাময়ী (পৃষ্ঠরোগী) তষ্টা ইব (সূত্রধারের ন্যায়) উজ্জিহীতে (উদ্গত হয়েন) [৪], হে রোদসী (হে দ্যাবাপৃথিবী) অস্য মে বিত্তম্ (আমার এই বিষয় অবগত হও.) । [৫]

'চন্দ্রমা' অর্থে 'বৃক' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইতেছে। কূপে পতিত ত্রিত ঋষি বিলাপ করিয়া বলিতেছেন—নক্ষত্রমণ্ডলের অধোদেশে অবস্থিত চন্দ্র স্বীয় জ্যোৎস্নায় সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া স্বপথে গমনশীল নক্ষত্রগণকেই দেখিতেছেন, আমাকে দেখিতেছেন না, আমার উদ্ধারও হইতেছে না। নক্ষত্রগণকে দেখিয়া যে যে নক্ষত্রের সহিত তাঁহার যুক্ত হইবার কথা সেই সেই নক্ষত্রের সহিতই যুক্ত হইয়া আকাশে উদিত হয়েন, যেরূপ সূত্রধার কাঠ তক্ষণ করিতে করিতে অর্থাৎ চাঁচিতে চাঁচিতে শ্রমবশতঃ পৃষ্ঠদেশে বেদনা অনুভব করিয়া ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম কবিবার উদ্দেশ্যে উঠিয়া দাঁড়ায়। হে দ্যাবাপৃথিবী, আমার এই বিষয় অবগত হও ; চন্দ্র আমাকে উদ্ধার করিবেন না, আমার উদ্ধারের অন্য কেহ নাই ; ইহা অবগত হইয়া আমার উদ্ধার সাধন কর।

অরুণ আরোচনো মাসকৃন্মাসানাং চার্দ্ধমাসানাং চ কর্ত্তা
ভবতি চন্দ্রমা বৃকঃ পথা যন্তং দদর্শ নক্ষত্রগণম্ ॥ ২ ॥

অরুণঃ—আরোচনঃ (সম্যক্ রোচয়িতা অর্থাৎ নিজ জ্যোৎস্নায় সমস্ত জগতের প্রকাশক) : মাসকৃৎ—মাসানাম্ অর্দ্ধমাসানাং চ কর্ত্তা ভবতি চন্দ্রমাঃ—চান্দ্রমাস (শুক্লপক্ষের প্রতিপৎ হইতে গণনা করিয়া অমাবস্যায় যে মাস শেষ হয়) এবং অর্দ্ধমাস অর্থাৎ শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ চন্দ্রের

১। ঈতি পদপূরণঃ, কেচিদেবশব্দস্যার্থে ইতি বর্ণয়ন্তি নক্ষত্রগণমেব ন মাম্ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। দদর্শ পশ্যতি (দুঃ) ; পাঃ ৬।১।৬ দ্রষ্টব্য।

৩। চায়তি দর্শনার্থঃ প্রসিদ্ধঃ নিচায্য দৃষ্ট্বা (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। উজ্জিহীতে ঊর্দ্ধং গচ্ছতি (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। বিত্তম্—জ্ঞানার্থক 'বিদ্' ধাতুর লোট্ প্রথমপুরুষ দ্বিবচনের পদ।

গতিতেই নির্ধারিত হয় ; চন্দ্রই চান্দ্রমাস ও পক্ষদ্বয়ের নিষ্পাদক।[১] বৃকঃ পথা যন্তং দদর্শ—বৃকঃ পথা যন্তং দদর্শ নক্ষত্রগণম্ ('দদর্শ' ক্রিয়ার কর্ম নক্ষত্রগণ উহ্য)।

অভিজিহীতে নিচায্য যেন যেন যোক্ষ্যমাণো ভবতি চন্দ্রমাঃ ॥ ৩ ॥

উজ্জিহীতে—অভিজিহীতে (উদ্গত হয়)—গত্যর্থক 'হা' ধাতুর পদ ; নিচায্যা—নিচায্য (পাঃ ৬।৩।১৩৭) ; যেন যেন যোক্ষ্যমাণো ভবতি চন্দ্রমাঃ—যেন যেন নক্ষত্রেণ চন্দ্রমাঃ যোক্ষ্যমাণো ভবতি তং নিচায্য (যে যে নক্ষত্রের সহিত চন্দ্র যুক্ত হইবেন সেই সেই নক্ষত্র দেখিয়া)।

তক্ষ্ণুবন্নিব পৃষ্ঠরোগী, জানীতং মেঽস্য দ্যাবাপৃথিব্যাবিতি ॥ ৪ ॥

তষ্টা ইব—তক্ষ্ণুবন্ ইব (কাষ্ঠ যে তক্ষণ করিতেছে অর্থাৎ চাঁচিয়া সরু করিতেছে, তাহার ন্যায়)—তনূকরণার্থক[২] 'তক্ষ' ধাতু হইতে 'তষ্টৃ' (প্রথমার একবচনে 'তষ্টা') শব্দের নিষ্পত্তি ; পৃষ্ট্যাময়ী—পৃষ্ঠরোগী (পৃষ্ঠদেশে আময় অর্থাৎ রোগ বা বেদনা অনুভব করে যে)। সূত্রধার কাঠ চাঁচিয়া সরু করিতে করিতে পৃষ্ঠদেশে বেদনা অনুভব করিলে বিশ্রাম লাভের জন্য উঠিয়া দাঁড়ায় ইহা প্রত্যক্ষ ; চন্দ্র যোক্ষ্যমাণ (সংযুজ্যমান) নক্ষত্র দেখিয়া তৎসঙ্গে উদ্গত হন—ইহারই ন্যায়। উদ্গমনাংশে সূত্রধারের সহিত চন্দ্রের তুলনা। 'পৃষ্টি' শব্দ পৃষ্ঠ পর্যায় ; অভিধানে 'পৃষ্টি' শব্দ নাই, পৃষ্টি (পাঁজরা—ribs) শব্দ আছে। স্কন্দস্বামীর পাঠ পৃষ্ট্যাময়ী ; তিনি বলেন 'পৃষ্টি' শব্দ পৃষ্ঠবাচক।[৩] বিত্তং মেঽস্য রোদসী—জানীতং মেঽস্য দ্যাবাপৃথিব্যৌ। বিত্তং—জানীতম্ (অবগত হও) ; রোদসী—দ্যাবাপৃথিব্যৌ (সম্বোধন)।

আদিত্যোঽপি বৃক উচ্যতে, যদাবৃঙ্‌ক্তে ॥ ৫ ॥

আদিত্যঃ অপি বৃকঃ উচ্যতে (আদিত্যও 'বৃক' শব্দের বাচ্য), যৎ (যেহেতু) আবৃঙ্‌ক্তে (অন্ধকার বিনাশ করেন)।

'বৃক' শব্দের অনেকার্থতা প্রদর্শন করিতেছেন। 'বৃক' শব্দের অন্য এক অর্থ আদিত্য ; আদিত্য অন্ধকার বর্জন বা নাশ করেন—বর্জনার্থক 'বৃজ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। আবৃঙ্‌ক্তে—'বৃজ্' ধাতুর আত্মনেপদ প্রথমপুরুষের একবচন ; ধাতুপাঠে 'বৃজ্' ধাতু পরস্মৈপদী ; নিঘণ্টুতেও (২।১৯) বৃণক্তি ('বৃজ্' ধাতুর পরস্মৈপদের একবচন) পদই পরিদৃষ্ট হয়। বৃণক্তি বধার্থক

১। মাসকৃৎ বৃকো দদর্শ—মা (মাং) সকৃৎ (একবারমাত্র) দদর্শ, কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যাও করেন ; চন্দ্র মাত্র একবার আমাকে দেখিয়াছেন, পুনঃ পুনঃ আমাকে দেখিতে পাইলে আমি উদ্ধার পাইতাম—এই ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২। সূক্ষ্ম কাষ্ঠাদেঃ কতিপয়াবয়বাপনয়নেন সূক্ষ্মীকরণং তনূকরণম্ (বালমনোরমা)।

৩। পৃষ্টিরিতি পৃষ্ঠমুচ্যতে তত্রামাময়ো রোগস্তদ্বান্ পৃষ্ট্যামযী সমুৎপন্নপৃষ্ঠবেদনো বিশ্রমার্থং মন্দমুত্তিষ্ঠৈৎ তদ্বদিত্যর্থঃ।

ক্রিয়াসমূহের মধ্যে পঠিত হইয়াছে ; স্কন্দস্বামী বলেন—'বৃজ্' ধাতুর বধার্থে পাঠ থাকায় 'আবৃঙ্‌ক্তে' পদের অর্থ বিনাশয়তি (বিনাশ করেন অর্থাৎ অন্ধকার দূরীভূত করেন)।[1] অথবা, আবৃঙ্‌ক্তে—আবৃণোতি ; সূর্য্যঃ প্রকাশেন জগৎ আবৃণোতি—সূর্য্য স্বীয় প্রকাশগুণে জগৎ আবৃত করেন। অথবা, আবৃঙ্‌ক্তে—আবৃণোতি=সম্ভজতে—আদিত্য স্বীয় রশ্মিসমূহের দ্বারা উদকের ভজনা করেন অর্থাৎ উদক শোষণ করিয়া নেন।

'অজোহবীদশ্বিনা বর্ত্তিকা বামাস্নো যৎসীমমুক্তং বৃকস্য' ॥ ৬ ॥

(ঋ ১।১১৭।১৬)

অশ্বিনা (হে অশ্বিদ্বয়) বর্ত্তিকা (আবর্ত্তন-স্বভাবা উষা) বাম্ (তোমাদিগকে) অজোহবীৎ (আহ্বান করিয়াছিল) ; যৎ সীম্[2] (যখন) বৃকস্য (সূর্য্যের) আস্নঃ (আস্য বা মুখ হইতে) অমুক্তম্ (তোমরা তাহাকে মুক্ত করিয়াছিলে)।

'বৃক' শব্দের সূর্য্যার্থে নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। 'বর্ত্তিকা' শব্দের অর্থ উষা—পুনঃপুনঃ আবর্ত্তন অর্থাৎ যাওয়া-আসা করে বলিয়া।[3] আস্নঃ—'আস্য' শব্দের পঞ্চমীর একবচন (পাঃ ৬।১।৬৩)।

আহ্বয়দুষা অশ্বিনাবাদিত্যেনাভিগ্রস্তা তামশ্বিনৌ প্রমুমুচতুরিত্যাখ্যানম্ ॥ ৭ ॥

আদিত্যেন অভিগ্রস্তা (আদিত্যকর্ত্তৃক অভিগ্রস্ত হইয়া) উষাঃ অশ্বিনৌ আহ্বয়ৎ (উষা অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করিয়াছিলেন), তাম্ অশ্বিনৌ প্রমুমুচতুঃ (তাঁহাকে অশ্বিদ্বয় প্রমুক্ত করিয়াছিলেন) ইত্যাখ্যানম্ (এই আখ্যান প্রচলিত আছে)।

অজোহবীৎ—আহ্বয়ৎ ; বর্ত্তিকা—উষা ; অশ্বিনা=অশ্বিনৌ (মন্ত্রে সম্বোধনান্ত পদ—হে অশ্বিদ্বয়) ; অমুক্তম্—প্রমুমুচতুঃ।

শ্বাপি বৃক উচ্যতে বিকর্ত্তনাৎ ॥ ৮ ॥

শ্বা অপি বৃক উচ্যতে (শ্বা অর্থাৎ সারমেয়ও বৃক বলিয়া অভিহিত হয়), বিকর্ত্তনাৎ (বিশেষরূপে বা বিবিধরূপে কর্ত্তন করে বলিয়া)।

'বৃক' শব্দের অন্য এক অর্থ সারমেয়—সারমেয় বিশেষরূপে কর্ত্তন করে ; বি+'কৃৎ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।

'বৃকশ্চিদস্য বারণ উরামথিঃ' ॥ ৯ ॥ (ঋ ৮।৬৬।৮)

বৃকঃ চিৎ অস্য (ইন্দ্রের বৃক অর্থাৎ সারমেয়ও আছে)[4] [সঃ] (সেই সারমেয়) বারণঃ (শত্রুনিবারক) উরামথিঃ (মেষবিমর্দ্দক)।

সারমেয় অর্থে 'বৃক' শব্দের নিগম প্রদর্শন করিতেছেন।

১। 'বৃণক্তি' ইতি বধকর্মসু পাঠাৎ যস্মাদ্ বিনাশয়তি তমাংসীত্যর্থঃ।

২। 'সীম্' নিপাত পদপূরণার্থ (নির্ ১।৭)।　　৩। বর্তিকা আবর্তনস্বভাবিকোষাঃ (স্বঃ ষাঃ)।

৪। বৃকোঽপি অস্য ইন্দ্রস্য বিকৃত এব (দুঃ)।

উরণমথিঃ ॥ ১০ ॥

উরণমথিঃ (উরণ অর্থাৎ মেষকে যে মন্থিত বা বিদলিত করে)। 'উরামথি' শব্দের অর্থ—উরণমথি ; উরণ—মেষ।

উরণ ঊর্ণাবান্ ভবতি ॥ ১১ ॥

উরণঃ (মেষ) ঊর্ণাবান্ ভবতি (ঊর্ণা-সমন্বিত হয়)।

'উরণ্' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। 'ঊর্ণা' শব্দের উত্তর 'বতুপ্' প্রত্যয়ে 'উরণ' শব্দের নিষ্পত্তি—মেষের ঊর্ণা আছে ; মেষের লোমকেই ঊর্ণা বলে।

ঊর্ণাপুনর্বৃণোতেরূর্ণোতের্বা ॥ ১২ ॥

ঊর্ণা পুনঃ ('ঊর্ণা' শব্দ আবার) বৃণোতেঃ ('বৃ' ধাতু হইতে) ঊর্ণোতেঃ বা (অথবা 'ঊর্ণু' ধাতু হইতে) [নিষ্পন্ন]।

প্রসঙ্গতঃ 'ঊর্ণা' শব্দেরও ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন।

(১) 'বৃ' ধাতু হইতে 'ঊর্ণা' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—শীতত্রাণার্থ ঊর্ণাসমূহ ভূমিতে বিবৃত করা হয় বা বিছাইয়া দেওয়া হয় ;[১] অথবা শীতার্ত ব্যক্তিকর্তৃক ঊর্ণা বৃত বা আবৃত হয়।[২] (২) আচ্ছাদনার্থক 'ঊর্ণু' ধাতু হইতেও 'ঊর্ণা' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে (উ ১২৫ দ্রষ্টব্য)—মেষ ঊর্ণাদ্বারা আচ্ছাদিত হয়।[৩]

বৃকবাশিন্যপি বৃক্যুচ্যতে ॥ ১৩ ॥

বৃকবাশিনী অপি (বিকট চীৎকারকারিণী অর্থাৎ শিবা বা শৃগালীও)[৪] বৃকী উচ্যতে (বৃকী বলিয়া অভিহিত হয়)।

বৃকবাশিনী বৃকং প্রভূতং বিকটং যথা স্যাৎ তথা বাশ্যতে শব্দায়তে ইতি বৃকবাশিনী শৃগালীত্যর্থঃ (শৃগালী—যে বিকটস্বরে চীৎকার করে); বৃকী ('বৃক' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে) শব্দের অর্থ বৃকবাশিনী অর্থাৎ শিবা বা শৃগালী। শৃগালীবাচক 'বৃকী' শব্দও বি+'কৃৎ' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন—শৃগালীও বিশেষরূপে বা বিবিধরূপে কর্তন করে।[৫]

১। তা অপি শীতত্রাণার্থং বিস্তির্যন্তে (দুঃ)।

২। ব্রিয়ন্তে হি তাঃ শীতার্তৈঃ (স্কঃ ভাঃ)।

৩। হ্রাদিতো বা তাভির্মেষঃ (স্কঃ ভাঃ)।

৪। যৈষা বৃকঃ বাশ্যতে শিবা (দুঃ)।

৫। বিকর্তনাদেব (দুঃ)।

'শতং মেষান্ বৃক্যে চক্ষদানমৃজ্রাশ্বং তং পিতান্ধং চকার'
ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১৪ ॥

(ঋ ১।১১৬।১৬)

বৃক্যে (বৃকৈ্য—বৃকীর অর্থাৎ শিবা বা শৃগালীর উদ্দেশে) শতং মেষান্ দানং (একশত মেষ দান করিতে) [ঋজ্রাশ্বঃ] (ঋজ্রাশ্ব-নামক রাজপুত্র) চক্ষৎ (আদেশ করিয়াছিলেন)।[১] ঋজ্রাশ্বং তং (এইরূপ আদেশকারী ঋজ্রাশ্বকে) পিতা অন্ধং চকার (পিতা কুপিত হইয়া অন্ধ করিলেন)...ইত্যাদি....। শিবা-অর্থে 'বৃকী'শব্দের নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। ঋজ্রাশ্বের যাত্রাকালে শিবাগণ ডাকিয়া উঠিলে ইহা কার্য্যসিদ্ধিসূচক মনে করিয়া ঋজ্রাশ্ব সন্তুষ্ট হইলেন এবং আদেশ করিলেন—একশত মেষ ইহাদিগকে আহারার্থ প্রদান কর। ঋজ্রাশ্বের পিতা ভাবিলেন—ঋজ্রাশ্ব অতি দুঃসাহসিক এবং নৃশংস; তিনি কুপিত হইয়া পুত্রকে অভিশাপ প্রদানে অন্ধ করিলেন।[২] এই ব্যাখ্যা দুর্গাচার্য্যের। স্কন্দস্বামীর ব্যাখ্যা ঈষৎ ভিন্নরকমের। 'চক্ষদানং' স্থলে তিনি পাঠ করেন 'চক্ষদানং' এবং বলেন—'চক্ষদান' শব্দ বিশসনার্থক (বধার্থক) 'ক্ষদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন;[৩] তাঁহার অন্বয় এইরূপ—বৃকৈ্য শতং মেষান্ চক্ষদানং (বিশসন্তম্) ঋজ্রাশ্বং......(বৃকীর উদ্দেশে শত মেষ হননকারী ঋজ্রাশ্বকে পিতা অন্ধ করিলেন)। তিনি আরও বলেন—শত মেষ বলিতে এখানে একশত এক মেষ বুঝিতে হইবে; কারণ, মন্ত্রান্তরে ঋজ্রাশ্ব কর্তৃক একশত এক মেষ হননের কথাই আছে।[৪] 'বৃষাগিরির পুত্র ঋজ্রাশ্ব-নামক একজন রাজর্ষি ছিলেন। অশ্বিদ্বয়ের বাহন গর্দ্দভ তাঁহার নিকট বৃকী হইয়াছিল। ঋজ্রাশ্ব তাহাকে আহারার্থে ১০১ পৌরজনের মেষ খণ্ড খণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন। পৌরজনের এইরূপ অপকার করাতে ঋজ্রাশ্বের পিতা তাঁহাকে নেত্রহীন করিলেন' (সায়ণের ব্যাখ্যাবলম্বনে রমেশচন্দ্র)।

জোষবাকমিত্যবিজ্ঞাতনামধেয়ং জোষয়িতব্যং ভবতি ॥ ১৫ ॥

জোষবাকম্ ইতি ('জোষবাক' শব্দ) অবিজ্ঞাতনামধেয়ং (অবিজ্ঞাতের নাম অর্থাৎ 'অবিজ্ঞাতার্থক) জোষয়িতব্যং ভবতি (বিজ্ঞাপনীয় হয়)।

'জোষবাক' শব্দ অনবগত; ইহার অর্থ—অবিজ্ঞাত; অবিজ্ঞাত জোষয়িতব্য বা বিজ্ঞাপনীয় হয়—যাহা অবিজ্ঞাত তাহা অস্পষ্ট বলিয়া পরকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হয়; জোষয়িতব্য — জোষবাক।[৫]

॥ একবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। শতং মেষাণাং দীয়তামিত্যেবমাজ্ঞপ্তবান্ (দুঃ)।
২। তং চ পুনরেবং ব্যাদিষ্টবন্তমতিসাহসিকোঽয়মিতি পিতা কুপিতঃ শাপেনান্ধং চকার (দুঃ)।
৩। ক্ষদিরত্রবিশসনার্থঃ।
৪। 'ঋজ্রাশ্বঃ শতমেকঞ্চ মেষান্' ইতি মন্ত্রান্তরে দর্শনাৎ।
৫। জোষয়িতব্যমিতি শব্দসমাধিঃ; জোষয়িতব্যং বিজ্ঞাপয়িতব্যং পরস্মৈ তত্ত্বতোঽস্পষ্টত্বাৎ (দুঃ)।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

য ইন্দ্রাগ্নী সুতেষু বাং স্তবত্তেষ্বৃতাবৃধা।
জোষবাকং বদতঃ পজ্রহোষিণা ন দেবা ভসথশ্চন ॥ ১ ॥

(ঋ ৬।৫৯।৪)

হে ঋতাবৃধা (ঋতাবৃধৌ—হে যজ্ঞসমৃদ্ধিবিধায়ক)[১] হে পজ্রহোষিণা (পজ্রহোষিণৌ—হে প্রভূতযজ্ঞ) দেবা (দেবৌ—হে দেবদ্বয়) ইন্দ্রাগ্নী (হে ইন্দ্র ও অগ্নি) সুতেষু (সোম অভিষুত হইলে) যঃ (যে যজমান) বাং (তোমাদের দুই জনকে) স্তবৎ (অর্থবোধপূর্ব্বক স্পষ্টভাবে সম্যক্‌রূপে স্তব করেন)[২] তেষু (তস্য[৩]—তাঁহার প্রদত্ত সোম) ভসথঃ (তোমরা ভক্ষণ কর), জোষবাকং বদতঃ (অবিজ্ঞাতভাবে অর্থাৎ অর্থ না জানিয়া অস্পষ্টভাবে বা অসম্যক্‌রূপে যে স্তব করে[৪] তাহার প্রদত্ত সোম) ন ভসথঃ চন (কদাপি ভক্ষণ কর না)।[৫]

'জোষবাক' শব্দের নিগম প্রদর্শন করিতেছেন।

য ইন্দ্রাগ্নী সুতেষু বাং সোমেষু স্তৌতি তস্যাশ্নাথঃ ॥ ২ ॥

ইন্দ্রাগ্নী (হে ইন্দ্র ও অগ্নি) যঃ সুতেষু সোমেষু বাং স্তৌতি তস্য [সোমম্] অশ্নীথঃ ; মন্ত্রে—সুতেষু—সুতেষু সোমেষু (সোম অভিষুত হইলে), স্তবৎ—স্তৌতি, তেষু—তস্য সোমম্ ইতিশেষ (তৎপ্রদত্ত সোম), ভসথঃ—অশ্নীথঃ (ভক্ষণ কর—'ভস্' ধাতু অদনার্থক, নিঘ ২।৮)।

অথ যোঽয়ং জোষবাকং বদতি বিজঞ্জপঃ প্রাৰ্জ্জিতহোষিণৌ ন দেবৌ তস্যাশ্নীথঃ। ৩ ॥

অথ (আর) যোঽয়ং [যজমানঃ] জোষবাকং বদতি [সঃ] বিজঞ্জপঃ (আর যে যজমান অর্থ না জানিয়া, অস্পষ্টভাবে স্তব আবৃত্তি করে মাত্র, সে বিজঞ্জপ অর্থাৎ অতিশয় কুৎসিত জপকারী)।[৬] বিজঞ্জপঃ—'জঞ্জপ' শব্দ 'জপ্' ধাতুর উত্তর গর্হার্থে যঙ্‌লুক্ করিয়া অচ্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন (পাঃ ৩।১।২৪ দ্রষ্টব্য) ; ইহার অর্থ—কুৎসিত জপকারী ; বিশেষেণ জঞ্জপঃ বিজঞ্জপঃ (অতিশয় কুৎসিত জপকারী)। পজ্রহোষিণা—প্রাৰ্জ্জিতহোষিণৌ (প্রাৰ্জ্জিতং প্রকৃষ্টমৰ্জ্জিতং হোত্রং

১। সত্যস্য যজ্ঞস্যোদকস্য বা বর্দ্ধয়িতারৌ (স্কঃ স্বাঃ)।

২। আদরেণ স্তৌতি (স্কঃ স্বাঃ)।

৩। তেষু ব্যত্যয়েন ষষ্ঠ্যেকবচনস্থানে সপ্তমীবহুবচনমেতৎ (স্কঃ স্বাঃ)।

৪। জোষবাকম্ অবিজ্ঞাতমস্পষ্টং কিমপি বচনং যস্তোঽসম্যক্ স্তবত ইত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

৫। চনেতি পদপূরণঃ কদাচিদপীত্যস্য বার্থে (স্কঃ স্বাঃ)।

৬। জোষবাকমবিজ্ঞাতং কিমপি উপাংশু জপতি…(দুঃ)।

হবিঃ প্রার্জ্জিতহোষং তথস্থৌ—প্রার্জ্জিত অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে অর্জ্জিত হোম বা হবি আছে যাহার অর্থাৎ প্রভূতযজ্ঞ—যাঁহার উদ্দেশে বহু যজ্ঞ সম্পাদিত হয়); দেবা—দেবৌ; এই দুইটি পদ সম্বোধনান্ত। ন তস্য অশ্নীথঃ (তাহার অর্থাৎ বিষ্ণুরূপের প্রদত্ত সোম ভক্ষণ কর না)।

কৃত্তিঃ কৃন্ততের্যশো বা অন্নং বা ॥ ৪ ॥

কৃত্তিঃ ('কৃত্তি'শব্দ) কৃন্ততেঃ ('কৃৎ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); 'কৃত্তি' শব্দের অর্থ—যশো বা অন্নং বা (যশ অথবা অন্ন)।

'কৃত্তি' শব্দ অনবগত এবং অনেকার্থক। 'কৃত্তি' শব্দের অর্থ (১) যশ; যশ শত্রুগণকে কর্ত্তন করে অর্থাৎ তাহাদের মর্মস্থান বিদীর্ণ করে,[১] (২) অন্ন; অন্নও আয়ু কর্ত্তন করে অর্থাৎ মৃত্যু ঘটায় যদি অসম্যক্ উপভুক্ত হয়।[২]

'মহীব কৃত্তিঃ শরণা ত ইন্দ্র' ॥ ৫ ॥

(ঋ ৮।১০।৬)

ইন্দ্র (হে ইন্দ্র), তে (তোমার) শরণা (শরণং—অন্তরিক্ষস্থ গৃহ) কৃত্তিঃ ইব (যশ বা অন্নের ন্যায়) মহি (সুমহৎ)।

'কৃত্তি' শব্দের নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। ঋষি বলিতেছেন—হে ইন্দ্র, দ্যুলোকস্থ তোমার গৃহ তোমার যশ অথবা ত্বৎপ্রদত্ত অন্নের ন্যায়ই মহৎ; তোমার যশ বিস্তীর্ণ, ত্বৎপ্রদত্ত অন্ন প্রভূত, দ্যুলোকে তোমার গৃহও মহৎ।

সুমহত্ত ইন্দ্র শরণমন্তরিক্ষে কৃত্তিরিবেতি ॥ ৬ ॥

উদ্ধৃত বাক্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন; হে ইন্দ্র অন্তরিক্ষে সুমহৎ তে শরণম্ কৃত্তিঃ ইব। শরণা—শরণম্; 'ইব' শব্দের সম্বন্ধ কৃত্তির সঙ্গে।

ইয়মপীতরা কৃত্তিরেতস্মাদেব সূত্রময়ী, উপমার্থে বা ॥ ৭ ॥

ইয়মপি ইতরা সূত্রময়ী কৃত্তিঃ (আর এই যে সূত্রময়ী অপরা কৃত্তি অর্থাৎ কন্থা) এতস্মাৎ এব (এই 'কৃৎ' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন), বা (অথবা) উপমার্থে (উপমার্থ প্রকাশ করে বলিয়া কন্থাও 'কৃত্তি' শব্দের বাচ্য হয়)।

সূত্রময়ী অর্থাৎ বস্ত্রাবয়ব সূত্রের দ্বারা গ্রথিত[৩] কন্থাও 'কৃত্তি' শব্দ বাচ্য; ঈদৃশ 'কৃত্তি' শব্দও 'কৃৎ' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন—কর্তিত পুরাতন বস্ত্রখণ্ডসমূহেই কন্থা প্রস্তুত হয়।[৪]

১। যশো হি দ্বিষতাং মর্মাণি কৃন্ততি (দুঃ)।

২। অন্নমসম্যগুপভুক্তমায়ুরেব কৃন্ততি (দুঃ)।

৩। সা হি বস্ত্রাবয়বৈঃ সূত্রৈর্গ্রথিতা ভবতি (দুঃ)।

৪। কৃত্তজরদ্বস্ত্রখণ্ডগ্রথিতত্বাৎ (স্কঃ স্বাঃ)।

অথবা, চর্ম্ম 'কৃত্তি' শব্দের বাচ্য ইহা প্রসিদ্ধ; চর্ম্মের সঙ্গে কন্থা উপমিত হইতে পারে—চর্ম্ম এবং কন্থা উভয়েই গাত্রাচ্ছাদন করে বলিয়া, অথবা উভয়েরই কর্ত্তন ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া (চর্ম্ম শরীর হইতে কর্ত্তিত হয়, কন্থাও কর্ত্তিত বস্ত্রখণ্ডসমূহে নির্ম্মিত হয়); [১] চর্ম্ম যখন কৃত্তি, তখন চর্ম্মের সঙ্গে উপমিত অর্থাৎ সাদৃশ্যসম্পন্ন কন্থাও কৃত্তি। এই ব্যাখ্যা দুর্গাচার্য্য-সম্মত। স্কন্দস্বামীর ব্যাখ্যা অন্য প্রকারের।—ইয়মপি ইতরা কৃত্তিঃ এতস্মাদেব, সূত্রময়ী কৃত্তিঃ উপমার্থে—তিনি এইরূপ অন্বয় করেন। ইয়মপি ইতরা কৃত্তিঃ—এই যে অপরা কৃত্তি অর্থাৎ চর্ম্ম, এতস্মাদেব—এই 'কৃৎ' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন (চর্ম্ম শরীর হইতে কর্ত্তিত হয়); [২] সূত্রময়ী কৃত্তিঃ উপমার্থে—সূত্রময়ী কৃত্তি বা কন্থা উপমার্থে [৩]—অর্থাৎ সূত্রময়ী কৃত্তির যে কৃত্তিত্ব, তাহার কারণ চর্ম্মের সঙ্গে ইহার উপমা বা সাদৃশ্য। এই ব্যাখ্যার দোষ এই যে, ইহাতে 'উপমার্থে বা'—এই 'বা' শব্দের কোনও সার্থক্য থাকে না।

[কৃত্তিং বসান আচর পিনাকং বিভ্রদাগহি ।

(শুক্ল-যজুঃ ১৬।৫১)

'অবততধন্বা পিনাকহস্তঃ কৃত্তিবাসাঃ' (শুক্ল-যজুঃ ৩।৬১) [৫]

ইত্যপি নিগমো (নিগমৌ) ভবতি (ভবতঃ)] ॥ ৮ ॥

কৃত্তিং বসানঃ (কৃত্তি অর্থাৎ চর্ম্ম বা কন্থা পরিধান করিয়া) আচর (বিচরণ কর), পিনাকং বিভ্রৎ আগহি (পিনাক ধারণ করিয়া আগমন কর); অবততধন্বা পিনাকহস্তঃ... —ইত্যপি নিগমো ভবতি। নিগমৌ বা ভবতঃ। দুই বাক্যে দুই নিগম; প্রথম বাক্য বহু পুস্তকে না থাকার দরুণ বাদ দিলে একটি নিগম। অবততধন্বা—এই অংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে (৩।২১ দ্রষ্টব্য)। দুই স্থলেই 'কৃত্তি' শব্দের অর্থ চর্ম্মও হইতে পারে, কন্থাও হইতে পারে। শিব কিন্তু সাধারণতঃ 'ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানঃ'—ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াই আছেন।

শ্বঘ্নী কিতবো ভবতি স্বং হন্তি স্বং পুনরাশ্রিতং ভবতি ॥ ৯ ॥

শ্বঘ্নী কিতবঃ ভবতি ('শ্বঘ্নিন্' শব্দের অর্থ কিতব), স্বং (ধন) হন্তি (নাশ করে), স্বং পুনঃ (স্ব বা ধন আবার) আশ্রিতং ভবতি (অন্যের আশ্রয়ে থাকে)।

১। চর্ম্মাপি কৃত্তিরিত্যুচ্যতে, তয়া ইতরা সূত্রময়ী উপমীয়তে, বিকর্ত্তনসামান্যাৎ কৃত্তিরিব কৃত্তিঃ (দু:)।

২। ইয়মপি লোকপ্রসিদ্ধা চর্ম্মময়ী কৃত্তিরেতস্মাদেব—যথা কৃত্তা হি সা শরীরাৎ।

৩। যথা সূত্রময়ী তস্যোপমার্থে।

৪। এই অংশ বহু পুস্তকে নাই।

৫। শুক্ল-যজুর্ব্বেদে 'পিনাকহস্তঃ' স্থলে পাঠ 'পিনাকাবসঃ'।

'শ্বঘ্নিন্' শব্দ অনবগত ; ইহার অর্থ কিতব (জুয়ারী)—কিতব জুয়াখেলায় ধন নাশ করে। স্ব+'হন্' ধাতু হইতে 'স্বঘ্নী' নিষ্পন্ন—স্বঘাতী—শ্বঘ্নী। 'স্ব' শব্দ আবার 'শ্রি' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ; শ্রিত—স্ব ; স্ব (ধন) আশ্রিত হয় অর্থাৎ অন্যকে (ধনস্বামীকে) আশ্রয় করিয়া থাকে।

'কৃতং ন শ্বঘ্নী বিচিনোতি দেবনে ॥' ১০ ॥

(ঋ ১০।৪৩।৫)

দেবনে (জুয়াখেলায়) শ্বঘ্নী কৃতং ন (কিতব যেরূপ 'কৃত' অন্বেষণ করে) [মঘবা সংবর্গং] বিচিনোতি (ইন্দ্র সেইরূপ উদকদানসমর্থ মেঘকে অন্বেষণ করেন)। ন—ইব।

'শ্বঘ্নিন্' শব্দের নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। পাশার চারি পার্শ্বে বিন্দু থাকে। এক পার্শ্বে থাকে একটি বিন্দু—সেই পার্শ্বের নাম 'কলি' ; আর এক পার্শ্বে থাকে দুইটি বিন্দু—তাহার নাম 'দ্বাপর' ; আর এক পার্শ্বে থাকে তিনটি বিন্দু—তাহার নাম 'ত্রেতা', এবং আর এক পার্শ্বে থাকে চারিটি বিন্দু—তাহার নাম 'কৃত'। পাশা চালিয়া কিতব 'কৃত' পড়িয়াছে কি না তাহা অন্বেষণ করে—'কৃত'ই তাহাকে জয়ী করে।[১]

কিতবঃ কিং তবাস্তীতি শব্দানুকৃতিঃ 'কৃতবান্' বাশীর্নামকঃ ॥ ১১ ॥

কিতবঃ ('কিতব' শব্দ) কিং তব অস্তি (তোমার কি আছে) ইতি শব্দানুকৃতিঃ (এই শব্দানুকরণ হইতে নিষ্পন্ন) ; বা (অথবা) কৃতবান্ ('কৃতবান্' হও) আশীর্নামকঃ (কিতব নাম, এই আশীর্ব্বাদনিবন্ধন)।

জুয়াখেলার সময় এক কিতব আর এক কিতবকে জিজ্ঞাসা করে—কিং তব অস্তি (তোমার নিকট কি আছে)? কিং তব অস্তি—এই শব্দানুকরণ হইতেই কিতব নামের উৎপত্তি।[২] (কি+তব—কিতব)। শব্দানুকৃতির আর একটি উদাহরণ 'বদান্য' শব্দ। বদ অন্যৎ কিং তে দাস্যামি ইতি যো বদতি স বদান্যঃ—বল তোমাকে আর কি দিব, ইহা যিনি বলেন তিনি বদান্য (বদ+অন্য—বদান্য)। অথবা, অন্য কিতবগণ 'কৃতবান্ হও' অর্থাৎ তোমার ভাগ্যে যেন 'কৃত' পড়ে এই বলিয়া কিতবের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে—এই আশীর্ব্বাদ বা শুভেচ্ছা জ্ঞাপক শব্দই 'কিতব' শব্দের উৎপত্তিহেতু ; কৃতবান্—কিতব।[৩]

১। অপি নামাত্র কৃতং স্যাত্ততো জয়েয়মহমিতোহবং (দুঃ)।

২। তদনুকরণনিমিত্তকমেবাস্যৈতন্নামধেয়ম্ (স্কঃ মা)।

৩। অথবা কৃতবানবং যথা স্যাদিত্যেবমসৌ আশাস্যতে সুহৃদ্ভিরন্যৈঃ কিতবৈঃ স হি তস্মাদেবমাশাসনাৎ আশীর্নিমিত্তনামকঃ কিতব এবাসৌ বভূব (দুঃ)।

সমমিতি পরিগ্রহার্থীয়ং সর্ব্বনামানুদাত্তম্ ॥ ১২ ॥

সমম্ ইতি ('সম' এই শব্দ) পরিগ্রহার্থীয়ং সর্ব্বনাম (পরিগ্রহার্থীয় সর্ব্বনাম) অনুদাত্তম (অনুদাত্তস্বরবিশিষ্ট) ।

'পরিগ্রহ' শব্দের অর্থ সর্ব্বগ্রহণ। সর্ব্বগ্রহণ বুঝাইতে অর্থাৎ 'সর্ব্ব' এই অর্থে 'সম' শব্দের প্রয়োগ হয়।[১] 'সম' শব্দ সর্ব্বনাম এবং অনুদাত্তস্বরবিশিষ্ট। 'সম' শব্দ অনবগত।

॥ দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। নিরু ১।৭ দ্রষ্টব্য—সীমিতি পরিগ্রহার্থীয়ঃ......।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

মা নঃ সমস্য দূঢ্যঃ পরিদ্বেষসো অংহতিঃ।
ঊর্ম্মির্ন নাবমাবধীৎ ॥ ১ ॥ (ঋ ৮।৭৫।৯)

সমস্য (সকল) দূঢ্যঃ (দুষ্টবুদ্ধি) পরিদ্বেষসঃ (সর্ব্বতোদ্বেষ্টা শত্রুর) অংহতিঃ (বধ) মা নঃ আবধীৎ (আমাদিগকে যেন নাশ করে না) ঊর্ম্মিঃ নাবং ন (তরঙ্গ যেরূপ নৌকা নাশ করে)।

'সম' শব্দের নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। ঋষি বলিতেছেন—হে অগ্নে, সমুদ্রতরঙ্গ যেরূপ নৌকা নাশ করে, আমাদিগের প্রতি সর্ব্বতোভাবে বিদ্বিষ্ট পাপবুদ্ধি শত্রুসমূহ যেন আমাদিগকে সেইরূপ নাশ (অংহতি) করে না। এই মন্ত্রে 'সম' শব্দ সর্ব্বপর্য্যায় এবং সর্ব্বনাম।

মা নঃ সর্ব্বস্য দুর্ধিয়ঃ পাপধিয়ঃ সর্ব্বতোদ্বেষসো অংহতিরূর্ম্মিরিব নাবমাবধীৎ ॥ ২ ॥

সমস্য—সর্ব্বস্য; দূঢ্যঃ—দুর্ধিয়ঃ পাপধিয়ঃ (ষষ্ঠীর একবচন—দুষ্টবুদ্ধি বা পাপবুদ্ধি শত্রুর); পরিদ্বেষসঃ—সর্ব্বতোদ্বেষসঃ—সর্ব্বতো দ্বেষ্টুঃ (সর্ব্বতোভাবে বিদ্বিষ্ট শত্রুর) ঊর্ম্মিঃ ন—ঊর্ম্মিঃ ইব (ঊর্ম্মি বা তরঙ্গের ন্যায়—'ন' উপমার্থীয়)।

ঊর্ম্মিরূর্ণোতের্নৌঃ প্রণোত্তব্যা ভবতি; নমতের্বা ॥ ৩ ॥

ঊর্ম্মিঃ ঊর্ণোতেঃ ('ঊর্ম্মি' শব্দ 'ঊর্ণুঙ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন); নৌঃ (নৌকা) প্রণোত্তব্যা ভবতি (প্রেরয়িতব্যা হয়); বা (অথবা) নমতেঃ ('নম্' ধাতু হইতে 'নৌ' শব্দ নিষ্পন্ন)।

আচ্ছাদনার্থক 'ঊর্ণুঙ্' ধাতু হইতে 'ঊর্ম্মি' শব্দের নিষ্পত্তি (উ ৪৮৪ দ্রষ্টব্য)। ঊর্ম্মি তীরদেশ অথবা উদকমধ্যে যাহা কিছু থাকে তাহা আচ্ছাদিত করে। 'নৌ' শব্দ (যাহার দ্বিতীয়া বিভক্তির একবচনের পদ মন্ত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে) প্রেরণার্থক 'ণুদ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন (উ ২২২)—নৌ (নৌকা) প্রণোত্তব্যা অর্থাৎ পারের প্রতি প্রেরয়িতব্যা হয়। 'নম্' ধাতু হইতেও বা 'নৌ' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—নৌকা পারগমনের জন্য যেন প্রহ্বীভূত অর্থাৎ নত বা বশ্যতাপন্ন হইয়াই আছে।

তৎকথমনুদাত্তপ্রকৃতি নাম স্যাদ্ দৃষ্টব্যয়ং তু ভবতি ॥ ৪ ॥

তৎ ('সম' এই শব্দস্বরূপ) কথং (কিরূপে) অনুদাত্তপ্রকৃতি নাম স্যাৎ (অনুদাত্ত স্বভাব হইয়াও নাম হইতে পারে), দৃষ্টব্যয়ং তু ভবতি ('সম' এই শব্দ কিন্তু দৃষ্টব্যয় অর্থাৎ বিভক্তিযোগে বিকৃতিসম্পন্ন হয়—কাজেই নাম)।

'সম' নাম অথচ (অন্তে) অনুদাত্তস্বরবিশিষ্ট ইহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? কারণ, সমস্ত প্রাতিপদিক বা নামই অন্তোদাত্ত (ফিঃ সূঃ ১।১)। 'সম' নাম হইলে ইহার স্বর (অন্ত্যস্বর) উদাত্ত হওয়াই ত স্বাভাবিক। উত্তর এই যে, বিশেষ বিধান বলেই 'সম' নাম হইয়াও অনুদাত্তস্বরবিশিষ্ট হইয়াছে (ফিঃ সূঃ ৪।১৮)। 'সম' যে নামই, নিপাত নহে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, বিভক্তিযোগে ইহার ব্যয় বা বিকৃতি পরিদৃষ্ট হয়; নিপাত কিন্তু অব্যয়—ইহার কোন বিকৃতি বা পরিবর্তন হয় না, সমস্ত লিঙ্গে, সমস্ত বিভক্তিতে এবং সমস্ত বচনে একরূপই থাকে (নিরু ১।৯ দ্রষ্টব্য)।

'উতো সমস্মিন্নাশিশীহি নো বসো' (ঋ ৮।২১।৮)
ইতি সপ্তম্যাম্, শিশীতির্দানকর্ম্মা ॥ ৫ ॥

হে বসো (হে ধনবান্ ইন্দ্র), উতো (অপিচ—আর) সমস্মিন্ (সর্ব্ব ব্যাপারে) নঃ (আমাদিগকে) আশিশীহি (ধন প্রদান কর), ইতি সপ্তম্যাম্ (এই বাক্যে সপ্তমী বিভক্তিতে 'সম' শব্দের ব্যয় অর্থাৎ বিকৃতি বা পরিবর্তন পরিদৃষ্ট হয়); শিশীতিঃ ('শিশী' ধাতু) দানকর্ম্মা (দানার্থক)।

'সম' শব্দ যে দৃষ্টব্যয় তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন। উদ্ধৃত বাক্যে সপ্তমী বিভক্তির একবচনে 'সম' শব্দের ব্যয় (বিকৃতি বা পরিবর্তন) দৃষ্ট হইতেছে 'সমস্মিন্' এই আকারে।

'উরুষ্যাণো অঘায়তঃ সমস্মাৎ' (ঋ ৫।২৪।২৩, শুক্ল যজুঃ ৩।২৬)
ইতি পঞ্চম্যাম্, উরুষ্যতীরক্ষাকর্ম্মা ॥ ৬ ॥

অঘায়তঃ (পাপ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক) সমস্মাৎ (সর্ব্ব লোক হইতে) নঃ[১] (আমাদিগকে) উরুষ্য (উরুষ্য—রক্ষা কর),[২] ইতি পঞ্চম্যাম্ (এই বাক্যে পঞ্চমী বিভক্তিতে 'সম' শব্দের ব্যয় অর্থাৎ বিকৃতি পরিদৃষ্ট হয়); উরুষ্যতিঃ ('উরুষ্য' ধাতু) রক্ষাকর্ম্মা (রক্ষার্থক)।

উদ্ধৃত বাক্যে 'সমস্মাৎ' এই আকারে 'সম' শব্দের বিকৃতি ঘটিয়াছে।

১। মন্ত্রে ণত্ব সম্বন্ধে পাঃ ৮।৪।২৭ দ্রষ্টব্য।
২। উরুষ্য উরুষ্যতী রক্ষণকর্ম্মা; উরুষ্যা—উরুষ্য (পাঃ ৬।৩।১৩৩ দ্রষ্টব্য)।

অথাপি প্রথমাবহুবচনে ; ‘নভন্তামন্যকে সমে’ ॥ ৭ ॥

(ঋ ৮।৩৯।১-১০)

অথাপি প্রথমা বহুবচনে (প্রথমা বিভক্তির বহুবচনেও ‘সম’ শব্দের ব্যয় অর্থাৎ বিকৃতি পরিদৃষ্ট হয়) ; সমে (সমস্ত) অন্যকে (আমাদের শত্রুগণ) ১ নভন্তাম্ (বিনষ্ট হউক)। ২

‘নভ্’ ধাতু নিঘণ্টুতে বধকর্মা (২।১৯) ; উদ্ধৃত বাক্যে ‘সমে’ এই অং ‘সম’ শব্দের বিকৃতি ঘটিয়াছে।

॥ ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১+২। অন্যকে অস্মদ্দ্বিষঃ নভন্তাং মা ভবন্ত মাতৃবদ্রিক্তার্থঃ (নিব্ ৫ ২ বদিত্রাণী…এই মন্ত্রের স্কন্দস্বামীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

হবিষা জারো অপাং পিপর্ত্তি পপুরির্নরা।
পিতা কুটস্য চর্ষণিঃ ॥ ১ ॥ (ঋ ১।৪৬।৪)

নরা (হে নরৌ—হে অশ্বিদ্বয়), অপাং (জলের) জারঃ (শোষয়িতা) পপুরিঃ (পূরয়িতা অথবা অভীষ্টপ্রদাতা) পিতা (পালক) কুটস্য (কৃতকর্ম্মের) চর্ষণিঃ (দ্রষ্টা) [আদিত্যঃ] (আদিত্য) [যুবাম্] (তোমাদিগকে) হবিষা (জলের দ্বারা)[1] পিপর্ত্তি (পূরণ করেন)।

'কুট' শব্দ এবং 'চর্ষণি' শব্দ অনবগত। ইহাদের নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। আদিত্য অভীষ্টবর্ষী এবং জগৎপালক; তিনি স্থাবর জঙ্গমের আত্মা (আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ)—তাঁহারই শুভাশুভ কৃতকর্ম্মসমূহের দ্রষ্টা। তিনি রশ্মি দ্বারা সমুদ্র হইতে জল শোষণ করিয়া বৃষ্টি দ্বারা আবার সমুদ্রকে পূরণ করেন; অশ্বিদ্বয় সমুদ্রপুত্র (ঋ ১।৪৬।২) বলিয়া সমুদ্রের পূরণে তাঁহারাও পূরিত হযেন।

হবিষা অপাং জরয়িতা ॥ ২ ॥

হবিষা জারো অপাম—হবিষা, অপাং জরয়িতা (শোষক)।[2]

পিপর্ত্তি পপুরিরিতি পৃণাতিনিগমৌ বা প্রীণাতিনিগমৌ বা ॥ ৩ ॥

পিপর্ত্তি পপুরিঃ ইতি (পিপর্ত্তি এবং পপুরি—ইহারা) পৃণাতিনিগমৌ বা (হয় 'পৃ' ধাতুমূলক) প্রীণাতিনিগমৌ বা (আর না হয় 'প্রী' ধাতুমূলক)।

'পিপর্ত্তি' এই ক্রিয়াপদ এবং 'পপুরি' এই শব্দ—ইহাদিগকে পূরণার্থক 'পৃ' ধাতু হইতেও নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে, তর্পণার্থক 'প্রী' ধাতু হইতেও নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে। পিপর্ত্তি—পৃণাতি (পূরণ করেন) অথবা—প্রীণাতি (তৃপ্ত করেন); পপুরিঃ—পূরয়িতা (অভীষ্টপূরক) অথবা—প্রীণয়িতা (তৃপ্তিবিধায়ক)।

পিতা কৃতস্য কর্ম্মণশ্চায়িতাদিত্যঃ ॥ ৪ ॥

কুটস্য—কৃতস্য কর্ম্মণঃ (কৃত বা অনুষ্ঠিত কর্ম্মের) চর্ষণিঃ—চায়িতা (দ্রষ্টা) আদিত্যঃ (আদিত্য) পিতা (পালক—পিতৃস্থানীয়)। চায়িতা—'চায়' (পূজানিশামনয়োঃ) ধাতুর পদ।

১। হবিষা উদকেন (দুঃ)।
২। জরয়িতা শোষয়িতা (দুঃ)।

শম্ব ইতি বজ্রনাম শময়তে র্বা শাতয়তে র্বা ॥ ৫ ॥

শম্ব ইতি বজ্রনাম ('শম্ব' শব্দ বজ্রপর্যায়), শময়তেঃ বা শাতয়তেঃ বা (ণিজন্ত 'শম্' ধাতু বা ণিজন্ত 'শদ্' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি)।

'শম্ব' শব্দের অর্থ বজ্র ; ণিজন্ত উপশমার্থক 'শম' ধাতু অথবা ণিজন্ত বিশরণার্থক 'শদ্' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি (উ ৫৩৪)—বজ্র উপশমিত বা নিহত করে ; অথবা, বজ্র বিশীর্ণ করে। শাতয়তি—'শদ্' ধাতুর ণিজন্ত রূপ।

'উগ্রো যঃ শম্বঃ পুরুহূত তেন' (ঋ ১০।৪২।৭)

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ৬ ॥

হে পুরুহূত (ইন্দ্র), যঃ শম্বঃ (যে বজ্র) উগ্রঃ (অপ্রসহ্য—অতি দারুণ) তেন (তাহার দ্বারা)…… ইত্যপি….।

'শম্ব' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইল।

কেপয়ঃ কপূয়া ভবন্তি কপূয়মিতি পুনাতি কর্ম্ম কুৎসিতং দুষ্পূয়ং ভবতি ॥ ৭ ॥

কেপয়ঃ কপূয়াঃ ভবন্তি ('কেপয়' শব্দের অর্থ কপূয়সমন্বিত অর্থাৎ কুৎসিত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা), কপূয়ম্ ইতি ('কপূয়' শব্দের অর্থ কুৎসিত কর্ম্ম), [কারণ] পুনাতি কর্ম্ম কুৎসিতং (কুৎসিত কর্ম্মকেই প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শোধন করে)[১] [অথবা] [কপূয়ং] (কপূয়) দুষ্পূয়ং ভবতি (দুঃশোধনীয় হয়)।

'কেপয়' শব্দ অনবগত, কেপয় = কপূয় (কপূয়সমন্বিত)। 'কপূয়' (ক্লীং) শব্দের অর্থ—কুৎসিত বা পাপ কর্ম্ম ; মত্বর্থীয় 'অ' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন 'কপূয়' (পুং) শব্দের অর্থ—পাপকর্ম্মবিশিষ্ট।[২] 'কপূয়' (পুং) এবং 'কেপয়' অভিন্ন বলিয়া 'কেপয়' শব্দের অর্থও কুৎসিত কর্ম্মানুষ্ঠায়ী বা পাপকর্ম্মা। 'কপূয়' (ক্লীং) শব্দের অর্থ কুৎসিত কর্ম্ম—এই জন্য যে, পাপী প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া কুৎসিত কর্ম্ম বা পাপ শোধন করিতে চায় অর্থাৎ ইহার ফল হইতে মুক্তি পাইতে চায় ; 'কু' শব্দ ও 'পূ' ধাতুর মিলনে শব্দটির উৎপত্তি। অথবা, দুষ্পূয় = কপূয় ; যাহা দুষ্পূয় অর্থাৎ যে কর্ম্ম শোধন করা দুঃসাধ্য, যাহার ফল হইতে দুঃখে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহাই কপূয় অর্থাৎ পাপ কর্ম্ম।

॥ চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। যদেতৎ পাপকারী প্রায়শ্চত্তেন পুনাতি কর্ম কুৎসিতম্ (দুঃ)।

২। কপূয়েন তদ্বতোঽপি কপূয়াঃ অকারো মত্বর্থীয়ঃ (দেঃ রাঃ)।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

পৃথক্ প্রায়ন্ প্রথমা দেবহূতয়োঽকৃণ্বত শ্রবস্যানি দুষ্টরা।
ন যে শেকুর্যজ্ঞিয়াং নাবমারুহমীর্মৈব তে ন্যবিশন্ত কেপয়ঃ ॥ ১ ॥
(ঋ ১০।৪৪।৬)

প্রথমা দেবহূতয়ঃ (দেবগণের প্রধান আহ্বায়কগণ) পৃথক্ প্রায়ন্ (পরস্পর পৃথক্ হইয়া প্রয়াণ করিলেন) [এবং] দুষ্টরা (দুস্তরাণি—দুরনুকরণীয় বা দুষ্প্রাপ্য) শ্রবস্যানি (যশোরাশি) অকৃণ্বত (অর্জ্জন করিলেন); যে (যাহারা) যজ্ঞিয়াং নাবং (যজ্ঞিয় নৌকা) আরুহং (আরোঢুং—আরোহণ করিতে) ন শেকুঃ (সমর্থ হয় নাই) কেপয়ঃ (পাপকর্ম্মা), তে (তাহারা) ঈর্মৈব (ঈর্ম এব—এই লোকেই; 'ঈর্ম' শব্দ 'ইহ'বাচী) ন্যবিশন্ত (কর্ম্মানুরূপ যোনি প্রাপ্ত হইল)।[১]

'কেপয়' শব্দের নিগম প্রদর্শন করিতেছেন। যাঁহারা দেবগণের প্রধান আহ্বাতা অর্থাৎ দেবগণের উদ্দেশে যাঁহারা প্রধান যজ্ঞসম্পাদক, তাঁহারা বিদ্যা এবং কর্ম্ম অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কেহ বা দেবযান পথে কেহ বা পিতৃযান পথে প্রয়াণ করিলেন এবং অন্যের দুরনুকরণীয় বা দুষ্প্রাপ্য যে যশোরাশি অর্থাৎ যশস্কর স্থান তাহা অর্জ্জন করিলেন। আর যাহারা কখনও যজ্ঞ করে নাই, যাহারা বিষয়প্রবণ, তাহারা কেপয় বা পাপকর্ম্মা—তাহারা এই লোকেই ইতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিল অর্থাৎ অধোগতি প্রাপ্ত হইল। 'অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যৎ... ..' ইত্যাদি ছান্দোগ্য উপনিষৎ (৫।১০) দ্রষ্টব্য।

পৃথক্ প্রায়ন্ পৃথক্ প্রথতেঃ ॥ ২ ॥

'পৃথক্ প্রায়ন্' এই স্থলে 'পৃথক্' শব্দ বিস্তারার্থক 'প্রথ' ধাতু হইতে ('অজি' প্রত্যয়ে উ ১৩৪) নিষ্পন্ন। মিলিত বস্তু পরস্পর পৃথক্ হইলেই বিস্তার লাভ করে।

প্রথমা দেবহূতয়ো যে দেবানাহ্বয়ন্ত, অকুর্বত শ্রবণীয়ানি যশাংসি দুরনুকরাণ্যন্যৈর্যেঽশক্নুবন্ যজ্ঞিয়াং নাবমারোঢুম্ ॥ ৩ ॥

দেবহূতয়ঃ—যে দেবান্ আহ্বয়ন্ত (যাঁহারা দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন) অকৃণ্বত—অকুর্বত (অর্জ্জন করিলেন); শ্রবস্যানি—শ্রবণীয়ানি—যশাংসি (শ্রবণার্হ যাহা অর্থাৎ যশোরাশি)। দুষ্টরা—দুরনুকরাণি অন্যৈঃ (সাধারণ লোকের দ্বারা দুরনুকরণীয়, অথবা—দুষ্প্রাপ্য)। অন্যের দুরনুকরণীয় বা দুষ্প্রাপ্য যশোরাশি কাহারা অর্জ্জন করিলেন? যে অশক্নুবন্ যজ্ঞিয়াং নাবম্ আরোঢুম্—যাঁহারা

১। অধোগতিং গতা ইত্যর্থঃ (দঃ বাঃ)।

যজ্ঞিয় নৌকায় অর্থাৎ যজ্ঞরূপ নৌকায় আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; আরুহম্—আরোঢ়ুম্।

যে নাশক্নুবন্ যজ্ঞিয়াং নাবমারোঢ়ুম্ ঈর্মৈব তে ন্যবিশন্তেহৈব তে ন্যবিশন্ত ঋণে হৈব তে ন্যবিশন্তাস্মিন্নেব লোক ইতি বা ॥ ৪ ॥

ন যে শেকুঃ—যে ন অশক্নুবন্ (যাহারা সমর্থ হয় নাই)। ঈর্মৈব তে ন্যবিশন্ত=ইহৈব তে ন্যবিশন্ত; ঈর্ম এব—ইহ এব: ইহৈব—ঋণে হ এব তে ন্যবিশন্ত (ঋণেতেই তাহারা জন্মগ্রহণ করে)—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ শোধ হয়, যাহারা যজ্ঞ করে না দেবঋণ তাহাদের থাকিয়াই যায়;[১] এইজন্য তাহারা ঋণের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ দুঃখ দারিদ্র্যময় সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া ঋণভারে সর্ব্বদা প্রপীড়িত থাকে। অথবা, ইহেব—অস্মিন্ এব লোকে—এই লোকেই তাহারা অবতীর্ণ হয়, তাহাদের ঊর্দ্ধগতি হয় না।

ঈর্ম ইতি বাহুনাম, সমীরিততরো ভবতি ॥ ৫ ॥

ঈর্ম (অব্যয়)—ইহ। পুংলিঙ্গ 'ঈর্ম' শব্দও আছে—ইহার অর্থ 'বাহু'; গত্যর্থক 'ঈর' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—বাহু সমীরিততর হয় অর্থাৎ অন্যান্য অঙ্গের অপেক্ষায় অধিকতর সঞ্চালিত হয়।[২]

'এতা বিশ্বা সবনা তূতুমাকৃষে স্বয়ং সূনো সহসো যানি দধিষে' ॥ ৬ ॥

(ঋ ১০।৫০।৬)

হে সহসঃ সূনো (হে বলের পুত্র), এতা বিশ্বা (এতানি বিশ্বানি—এই সমস্ত) সবনা (সবনানি—প্রাতঃসবনাদি কর্ম্ম) তূতুম্ আকৃষে (ক্ষিপ্র সম্পাদন কর),[৩] যানি (যাহাদিগকে) স্বয়ং (নিজেই) দধিষে (ধৎস্ব—ধারণ কর)।

তূতুম্ আকৃষে—এই পদদ্বয় অনবগত; ইহাদের অর্থ—তূর্ণম্ উপাকুরুষে (শীঘ্র সম্পাদন কর)। ইন্দ্র বলের পুত্র (ঋ ১০।৭৩।১০), ঋষি বলিতেছেন—হে ইন্দ্র, শীঘ্র প্রাতঃ সবনাদি সোমযাগ সম্পাদন কর এবং স্বয়ং ধারণ কর।

এতানি সর্ব্বাণি স্থানানি তূর্ণমুপাকুরুষে স্বয়ং বলস্য পুত্র যানি ধৎস্ব ॥ ৭ ॥

এতা বিশ্বা সবনা—এতানি সর্ব্বাণি স্থানানি (এই সকল প্রাতঃসবনাদি স্থান অর্থাৎ সোমযাগ);[৪] "অগ্নিষ্টোম সোমযাগ তিন সবনে সম্পাদ্য—প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন ও

১। যজ্ঞেন দেবেভ্য ইতি শ্রুতেঃ (স্কঃ স্বাঃ)।
২। সমীরিততরো ভবতি অঙ্গেভ্যোঽন্যেভ্যঃ (দুঃ)।
৩। কুরুষ নির্বর্ত্তয়েত্যর্থঃ (দুঃ)।
৪। প্রাতঃ সবনাদীনি স্থানানি যজ্ঞানিত্যর্থঃ (স্কঃ স্বাঃ)।

তৃতীয় সবন। সোমের অভিষব, সোমাহুতি এবং সোমপান, এই তিন মুখ্য কর্ম ও তাহার আনুষঙ্গিক পশু-যাগ ও পশু পুরোডাশ-যাগ প্রত্যেক সবনে নিষ্পাদ্য। তূতুমাকৃষে—তূর্ণম্ উপাকুরুষে (শীঘ্র সম্পাদন কর);[১] সহসঃ সূনো—বলস্থ পুত্র ('সহস্' শব্দ বলবাচী—নিঘ ২।৯)। দধিষে=ধৎস্ব (ধারণ কর)।

অংসত্রমংহসস্ত্রাণং ধনুর্বা কবচং বা, কবচং কু অঞ্চিতং ভবতি কাঞ্চিতং ভবতি কায়েঽঞ্চিতং ভবতীতি বা ॥ ৮ ॥

অংসত্রম্ ('অংসত্র' শব্দের অর্থ) অংহসঃ ত্রাণম্ ধনুর্বা কবচং বা (পাপের ফলভূত প্রহারাদি হইতে ত্রাণের উপায় ধনু অথবা কবচ); কবচং (কবচ) কু অঞ্চিতং ভবতি (কুৎসিত ভাবে কুটিল বা বক্র হয়), কাঞ্চিতং ভবতি (ঈষৎ কুটিল বা বক্র হয়), কায়ে অঞ্চিতং ভবতি ইতি বা (অথবা কায়গত বা কায়ধৃত হয়)।

'অংসত্র' শব্দ অনবগত। 'অংহস্' শব্দের অর্থ পাপ; এইস্থলে পাপের ফলভূত প্রহারাদি বুঝাইতেছে।[২] অংসত্রম্—অংহসঃ ত্রাণম্ (যাহার দ্বারা সাংগ্রামিক প্রহারাদি হইতে ত্রাণ পাওয়া যায় অর্থাৎ ধনু অথবা কবচ—সাংগ্রামিক প্রহার হইতে আত্মরক্ষার উপায় ধনু বা কবচ)।[৩] 'কবচ' শব্দের নিষ্পত্তি তিন প্রকারে করা যাইতে পারে—(১) কু+কুটিলভাবার্থক 'অঞ্চ্' ধাতু হইতে; কু+অঞ্চিত=কবচ (কবচ কুৎসিতরূপে কুটিলভাবাপন্ন); (২) ঈষদর্থে 'কু' শব্দের 'কা' আদেশ (পাঃ ৬।৩।১০৫)+কুটিলভাবার্থক 'অঞ্চ্' ধাতু হইতে; কা+অঞ্চিত=কবচ (কবচ ঈষৎ কুটিলভাবাপন্ন); (৩) কায়+গত্যর্থক 'অঞ্চ্' ধাতু হইতে; কায়+অঞ্চিত=কবচ (কবচ কায়ে গত বা কায়ধৃত হয়)।

॥ পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। লোড়র্থে লট্।

২। অংহঃশব্দেন পাপমুচ্যতে (কঃ ধাঃ); আহ তীত্যাহঃ পাপম্, পাপেন বায় তৎফলভূতপ্রহারাদিকং লক্ষ্যতে (দেঃ রাঃ)।

৩। তাভ্যাং হি পুরুষাঃ সাংগ্রামিকাদংহসস্ত্রায়ন্তে (দুঃ)।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রীণীতাশ্বান্ হিতং জয়াথ স্বস্তিবাহং রথমিৎকৃণুধ্বম্।
দ্রোণাহাবমবতমশ্মচক্রমংসত্রকোশং সিঞ্চতা নৃপাণম্ ॥ ১ ॥

(ঋ ১০।১০১।৭)

অশ্বান্ (অশ্বগণকে) প্রীণীত (তৃপ্ত কর) হিতং জয়াথ (মঙ্গলকর ভাবে জয়লাভ কর), স্বস্তিবাহং (হিতবিধায়কবাহনসমন্বিত) রথম্ ইৎ (রথ)[১] কৃণুধ্বম্ (নির্ম্মাণ কর); দ্রোণাহাবং (রথরূপ দ্রুমময় আহাব বা জলাধারবিশিষ্ট) অশ্মচক্রং (ব্যাপক শত্রুচক্ররূপ প্রস্তরচক্রসমন্বিত) অংসত্রকোশং (অংসত্র অর্থাৎ ধনু বা কবচরূপ কোশ অর্থাৎ জল উত্তোলন-পাত্রবিশিষ্ট) নৃপাণম্ (নররূপ পানীয় বা উদকযুক্ত) অবতং (সংগ্রামরূপী কূপকে) সিঞ্চতা (সিঞ্চত—প্লাবিত কর)।[২]

'অংসত্র' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইতেছে। ঋষি বলিতেছেন—অশ্বগণকে ঘাস-জল দিয়া তৃপ্ত কর, মঙ্গলকর ভাবে জয়লাভ কর অর্থাৎ এতাদৃশ জয়লাভ কর যাহাতে সুহৃদ্-বান্ধবাদির জীবনক্ষয় না ঘটে;[৩] নিরুপদ্রবে বহন করিতে পারে এইরূপ বাহনবিশিষ্ট রথ নির্ম্মাণ কর। সংগ্রামরূপী কূপকে[৪] তোমরা মানুষরূপ জলে প্লাবিত কর—সংগ্রামে বহুসংখ্যক সৈন্যের সমাবেশ কর। কূপে দ্রুমময় (কাষ্ঠনির্ম্মিত) আহাব অর্থাৎ পশুগণের জলপানার্থ কুণ্ড বা জলাধার আছে, সংগ্রামেও রথ আছে—রথ আহাবস্থানীয়।[৫] কূপ অশ্মচক্র অর্থাৎ চক্রাকার প্রস্তরখণ্ডসমূহে বিনির্ম্মিত, সংগ্রাম ও অশ্মচক্র বা অশনচক্র অর্থাৎ সংগ্রামভূমিও চক্রাকারে অবস্থিত শত্রুসৈন্যসমূহে ব্যাপ্ত। কূপে কোশ বা জল উত্তোলন করিবার পাত্র থাকে, সংগ্রামেও অংসত্র অর্থাৎ ধনু ও কবচের বাহুল্য থাকে—ইহাদের সাহায্যেই যুদ্ধে জয় উত্তোলিত হয়।

প্রীণীতাশ্বান্ সুহিতং জয়থ, জয়নং বো হিতমস্তু ॥ ২ ॥

অশ্বান্ প্রীণীত; হিতং[৬] জয়াথ—সুহিতং জয়থ (সুহিত ভাবে জয়লাভ কর) অর্থাৎ—জয়নং বো হিতমস্তু (তোমাদের জয়লাভ যেন হিতসমন্বিত হয় অর্থাৎ এই জয়লাভে যেন সুহৃদ্ বান্ধবাদির প্রাণক্ষয় না ঘটে)।

১। 'ইৎ' শব্দ পদপূরণে।
২। সিঞ্চত উৎসিঞ্চতৈনং সংগ্রামকূপম্ (দুঃ)।
৩। অহিতোঽপি জয়ঃ কশ্চিদ্ ভবত্যেব যত্র সুহৃদ্ভ্রাতৃপুত্রাদয়ো হন্যন্তে (দুঃ)।
৪। 'অবতম্' এতং সংগ্রামকূপম্ (দুঃ)।
৫। আহাবমাহাবস্থানীয়ং রথং কৃত্বা (দুঃ)।
৬। হিতমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্ (কঃ খাঃ)।

স্বস্তিবাহনং রথং কুরুধ্বম্ ॥ ৩ ॥

স্বস্তিবাহং রথম্ ইং কুরুধ্বম্—স্বস্তিবাহনং রথং কুরুধ্বম্ (স্বস্তিবাহক অর্থাৎ মঙ্গল বিধায়ক-বাহনযুক্ত রথ নির্মাণ কর—এমন রথ নির্মাণ কর যাহার বাহন কোন উপদ্রব ঘটাইতে না পারে)।

দ্রোণাহাবং দ্রোণং দ্রুমময়ং ভবতি,

আহাব আহ্বানা…বহ আবহনাৎ ॥ ৪ ॥

দ্রোণাহাবং ('দ্রোণাহাবম্' এই স্থলে) দ্রোণং—দ্রুমময়ং ('দ্রোণ' শব্দের অর্থ দ্রুমময় বা কাষ্ঠনির্মিত), আহাবঃ আহ্বানাৎ ('আহাব' শব্দ আ+'হ্বে' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—আহাবে অর্থাৎ কূপসমীপস্থ জলাধারে পশুগণ জলপানার্থ আহূত হয়);[১] আবহঃ আবহনাৎ ('আবহ' শব্দ আ+'বহ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—আবহে বা জলাধারে জল বহন করিয়া আনা হয়)।[২]

'আহাব' শব্দ এবং 'আবহ' শব্দের মধ্যে কতকটা সারূপ্য আছে, ইহাদের অর্থও এক, কিন্তু বুৎপত্তি ভিন্ন। সারূপ্য এবং অর্থৈক্য নিবন্ধনই 'আবহ' শব্দেরও বুৎপত্তি প্রদর্শন করিলেন।

অবতোঽবাতিতো মহান্ ভবতি ॥ ৫ ॥

অবতঃ—অবাতিতঃ (নীচের দিকে গত), মহান্ ভবতি (প্রকাণ্ড হয়)।

'অবত' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন, অবতঃ—অব+অতিতঃ—নীচের দিকে গত (গমনার্থক 'অত্' ধাতু+ক্ত—অতিতঃ)। মহান্ ভবতি—এইটি অর্থপ্রকাশক বাক্য,[৩] প্রকাণ্ড হয় অর্থাৎ খন্যমান হইয়া বহুদূর পর্যন্ত নীচের দিকে যায় এবং বড় হয়।[৪]

অশ্মচক্রমশনচক্রমসনচক্রমিতি বা ॥ ৬ ॥

অশ্মচক্রম্—অশনচক্রম্ (ব্যাপন বা ব্যাপক শত্রুচক্র অর্থাৎ চক্রাকারে অবস্থিত শত্রু যাহাতে—সংগ্রামের বিশেষণ); অথবা, অশ্মচক্রম্—অসনচক্রম্ (যেখানে শত্রু-চক্রসমূহ ব্যূদস্ত বা বিতাড়িত হয়—ক্ষেপণার্থক 'অস্' ধাতুর পদ অসন; সংগ্রামেরই বিশেষণ)। 'অশ্মচক্র' কূপের বিশেষণ হইলে ইহার অর্থ হইবে—অশ্মচক্রময় অর্থাৎ চক্রাকার প্রস্তরখণ্ড-সমূহে নির্মিত।

১। আহূয়ন্তে অস্মিন্নিত্যাহাবঃ (দুঃ)।

২। উদ্ধৃত্যেঽস্মিন্নুদকমিতি আবহঃ (দুঃ)।

৩। মহান্ ভবতীত্যর্থপ্রাপ্ত্যর্থবচনম্ (স্কঃ মাঃ)।

৪। অবতঃ কূপঃ স হি খন্যমানঃ মহান্ অবাতিতঃ অধাৎ অতিতো ভবতি গত ইত্যর্থঃ (দুঃ)।

অংসত্রকোশম্ অসংত্রাণি বঃ কোশস্থানীয়ানি সন্তু ॥ ৭ ॥

'অংসত্রকোশম্' ইহার তাৎপর্য্য—অংসত্রাণি বঃ কোশস্থানীয়ানি সন্তু (অংসত্রসমূহ অর্থাৎ ধনুঃসমূহ বা কবচসমূহ সংগ্রামে তোমাদের কোশস্থানীয় হউক); 'কোশ' শব্দের অর্থ —নিকর্ষক জলপাত্র অর্থাৎ যে জলপাত্রের দ্বারা জল উত্তোলন করা হয়।

কোশঃ কুষ্ণাতের্বিকুষিতো ভবতি ॥ ৮ ॥

কোশঃ ('কোশ' শব্দ) কুষ্ণাতেঃ ('কুষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)—বিকুষিতঃ ভবতি (নিষ্কৃষ্ট হয়)।

'কোশ' শব্দ নিকর্ষার্থক 'কুষ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—কোশ (জলোত্তোলন পাত্র) নিষ্কৃষ্ট হয় অর্থাৎ কূপ হইতে ইহাকে টানিয়া উপরে তোলা হয়।

অয়মপীতরঃ কোশ এতস্মাদেব সঞ্চয়ঃ
আচিতমাত্রো মহান্ ভবতি ॥ ৯ ॥

অয়মপি ইতরঃ কোশঃ (আর এই যে অন্য কোশ অর্থাৎ দ্রব্য-কোশ) এতস্মাৎ এব (এই 'কুষ্' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন); সঞ্চয়ঃ [দ্রব্য-কোশের অন্য এক নাম সঞ্চয়]; [সঞ্চয়ঃ] (সঞ্চয় কোশ) আচিত মাত্রঃ (মাত্রা দ্বারা অর্থাৎ অল্পে অল্পে আচিত বা সংগৃহীত হইয়া) মহান্ ভবতি (বড় হয়)।[১]

সিঞ্চত নৃপাণং নরপাণম্ ॥ ১০ ॥

সিঞ্চত—সিঞ্চত; নৃপাণং—নরপাণম্ (নররূপ পানীয়বিশিষ্ট)।

কূপকর্ম্মণা সংগ্রামমুপমিমীতে ॥ ১১ ॥

কূপকর্ম্মণা (কূপধর্ম্মের সহিত) [সাদৃশ্যবশতঃ] সংগ্রামম্ উপমিমীতে (কূপের সহিত সংগ্রামকে উপমিত করিতেছেন)।

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি মন্ত্রের উত্তরার্দ্ধে কূপের সহিত সংগ্রামের উপমা করিতেছেন—উভয়ের ধর্ম্মের মধ্যে সাদৃশ্য আছে বলিয়া।[২] সাদৃশ্য সম্যক্ রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

কাকুদং তাল্বিত্যাচক্ষতে ॥ ১২ ॥

কাকুদং তালু ইতি আচক্ষতে (কাকুদকে 'তালু' বলিয়া অভিহিত করা হয়)।

'কাকুদ' শব্দ অনবগত; ইহার অর্থ 'তালু'।

১। সঞ্চয়কোশঃ স হি আচিতমাত্রঃ মাত্রাভিঃ আচিতো ভবতি মহত্বাৎ (দুঃ)।

২। এবমত্র কূপকর্ম্মণা অস্মিন্ উত্তরেহর্দ্ধর্চে কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যেণ সংগ্রামমুপমিমীতে মন্ত্রদৃক্ (দুঃ)।

জিহ্বা কোকুবা সাস্মিন্ ধীয়তে ॥ ১৩ ॥

জিহ্বা কোকুবা (জিহ্বা 'কোকুবা' বলিয়া অভিহিত হয়); সা কোকুবা অস্মিন্ ধীয়তে (ইহাতে অর্থাৎ তালুতে স্থাপিত হয়)।

'কাকুদ' শব্দের নির্বচন করিতেছেন। কোকুবা=জিহ্বা; জিহ্বাপর্য্যায় কোকুবা বর্ণের অভিব্যক্তির কারণরূপে পুনঃ পুনঃ তালুতে স্থাপিত হয়—কোকুবাধান—কাকুদ।[১]

জিহ্বা কোকুবা কোকূয়মানা বর্ণান্নুদতীতি বা
কোকূয়তের্বাস্যাৎ শব্দকর্ম্মণঃ ॥ ১৪ ॥

জিহ্বা কোকুবা (জিহ্বা 'কোকুবা' বলিয়া অভিহিত হয়) কোকূয়মানা [সতী] (পুনঃ পুনঃ শব্দ করে বলিয়া); সা বর্ণান্ নুদতি (সেই জিহ্বা তালুতে বর্ণসমূহকে প্রেরণ করে) ইতি বা (ইহাই বা 'কাকুদ' শব্দের ব্যুৎপত্তি); শব্দকর্ম্মণঃ কোকূয়তের্বা স্যাৎ (অথবা 'কাকুদ' শব্দ শব্দার্থক যঙ্লুগন্ত 'কু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে)।

'কাকুদ' শব্দের প্রকারান্তরে নির্বচন করিতেছেন। পুনঃ পুনঃ শব্দ করে বলিয়া জিহ্বা কোকুবা—যঙ্লুগন্ত শব্দার্থক 'কু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; এই কোকুবা তালুতে শব্দ প্রেরণ করে, তাহাতেই শব্দের অভিব্যক্তি হয়, ইহাই 'কাকুদ' শব্দের ব্যুৎপত্তি—কোকুবানুদন (কোকুবা যাহাতে শব্দ নোদন বা প্রেরণ করে)—কাকুদ।[২] অথবা, যঙ্লুগন্ত শব্দার্থক 'কু' ধাতু হইতেই 'কাকুদ' শব্দের নিষ্পত্তি। কাকুদ (তালু) পুনঃ পুনঃ শব্দ করে; কোকুবান= কাকুদ।

জিহ্বা জোহুবা ॥ ১৫ ॥

জিহ্বা—জোহুবা (আহুতিদাতা অথবা আহ্বানকারী)।

প্রসঙ্গতঃ 'জিহ্বা' শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিতেছেন। যঙ্লুগন্ত 'হু' ধাতু হইতে অথবা 'হ্বে' ধাতু হইতে 'জিহ্বা' শব্দের নিষ্পত্তি[৪]—জিহ্বা দ্বারা প্রাণিগণ স্ব স্ব অন্ন আত্মায় আহুতি দেয়; অথবা, জিহ্বা দ্বারা পুনঃ পুনঃ আহ্বান করে; 'জোহুবা' শব্দই 'জিহ্বা' এই আকার ধারণ করিয়াছে।[৫]

১। এতস্মিন্ তালুনি বর্ণাভিব্যক্ত্যর্থং মুহুর্মুহুর্ধীয়তে অদতঃ কোকুবাধানং সৎ কাকুদমিত্যাহির্ধীয়তে (দুঃ)।

২। শব্দানুকরণনিমিত্তং জিহ্বায়াঃ কোকুবাত্বম্। কোকূয়মানা তথাবিধং হি সা কুর্ব্বাণা শব্দং তালুনি বর্ণান্নুদতি তস্মাৎ কোকুবানুদনাৎ কাকুদং স্যাৎ (দুঃ)।

৩। পুনঃ পুনঃ বাচ্যতে শব্দং করোতি অতঃ কোকুবানং সৎ কাকুদং বর্ণব্যাপত্ত্যাদিনা (স্কঃ বাঃ)।

৪। বৈয়াকরণগণ 'লিহ্' ধাতু হইতে 'জিহ্বা' শব্দের সিদ্ধি করেন (উ ১৫২)।

৫। সা হি জোহুবা সতী জিহ্বা ইত্যুচ্যতে; তয়া প্রাণিনোঽন্নমাত্মন্যেব জুহ্বতি অথবা তয়া আহ্বয়ন্তীতি জোহুবা (দুঃ)।

তালু তরতেস্তীর্ণতমমঙ্গম্ লততের্বা স্যাদ্ লম্বকর্ম্মণো
বিপরীতাদ্ যথা তলং লতেত্যবিপর্য্যয়ঃ ॥ ১৬ ॥

তালু তরতেঃ ('তালু' শব্দ 'তৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) তীর্ণতমম্ অঙ্গম্ (তালু তীর্ণতম বা বিস্তীর্ণতম অঙ্গ), বা (অথবা) বিপরীতাৎ লম্বকর্ম্মণঃ লততেঃ স্যাৎ (বিপর্য্যস্তবর্ণ লম্বনার্থক 'লত্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), যথা তলং (যেমন 'তল' শব্দ), লতা ইতি অবিপর্য্যয়ঃ ('লত্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন 'লতা' শব্দে বর্ণবিপর্য্যয় ঘটে নাই)।

'তালু' শব্দের নির্ব্বচন করিতেছেন। তরণার্থক 'তৃ' ধাতু হইতে 'তালু' শব্দের নিষ্পত্তি —তালু তীর্ণতম বা বিস্তীর্ণতম অঙ্গ (আস্যান্তর্গত অঙ্গসমূহের মধ্যে তালুই বিস্তৃততম)।[১] অথবা, 'লত্' ধাতু হইতে বর্ণবিপর্য্যয়ে 'তালু' শব্দের নিষ্পত্তি, যেমন 'লত্' ধাতু হইতেই 'তল' শব্দ বর্ণবিপর্য্যয়ে নিষ্পন্ন হইয়াছে; সর্ব্বত্রই যে 'লত্' ধাতু নিষ্পন্ন শব্দের বর্ণবিপর্য্যয় ঘটে তাহা নহে—'লতা' শব্দে বর্ণবিপর্য্যয় ঘটে নাই। 'লত্' ধাতুর উল্লেখ ধাতুপাঠে নাই, ইহা একটি নৈরুক্ত ধাতু—'লম্ব' ধাতুর অর্থ প্রকাশ করে। 'লম্ব' ধাতুর অর্থ—অবস্রংসন বা অবলম্বন[২] অর্থাৎ শ্লিষ্ট, বা সংযুক্ত থাকা; মুখবিবরে তালু অবলম্বিত বা শ্লিষ্ট, তল ভূমি পাদাদিতে শ্লিষ্ট, লতা বৃক্ষে শ্লিষ্টা।[৩] দুর্গাচার্য্য লবনার্থক (ছেদনার্থক) 'লত্' ধাতু হইতে 'লতা' শব্দের নিষ্পত্তি করেন[৪]—লতা ছিন্ন হয়।

॥ ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

১। বিস্তীর্ণতমং হি তদাস্যান্তর্গতেভ্যোঽঙ্গান্তরেভ্যঃ (দুঃ বাঃ)।
২। অবস্রংসনমবলম্বনমিতি গোবিন্দভট্টঃ (ধাতুরূপ-কল্পদ্রুম)।
৩। সা হি বৃক্ষে শ্লিষ্টা ভবতি (দুঃ বাঃ)।
৪। অত্রৈব লততের্লবনার্থস্য লতা।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

সুদেবো অসি বরুণ যস্য তে সপ্তসিন্ধবঃ ।
অনুক্ষরন্তি কাকুদং সূর্ম্যাং সুষিরামিব ॥ ১ ॥

(ঋ ৮।৬৯।১২)

বরুণ (হে বরুণ) সুদেবঃ অসি (তুমি সুদেব), যস্য তে (যে তোমার) সপ্তসিন্ধবঃ (সপ্ত নদী) কাকুদম্ (তোমার তালুতে) অনুক্ষরন্তি (অনুক্ষণ প্রবাহিত হইতেছে), সূর্ম্যাং (শোভনতরঙ্গবিশিষ্ট স্রোত) সুষিরাম্ ইব (নগরোদকনিঃসরণ ভূমিতে[1] অর্থাৎ নালায় যেরূপ প্রবাহিত হয়) ।

'কাকুদ' শব্দের নিগম প্রদর্শন করিতেছেন । যথা, গঙ্গা প্রভৃতি সপ্ত অন্তরিক্ষ নদী বরুণের কাকুদে (তালুতে) প্রবাহিত হয় ।[2]

সুদেবস্ত্বং কল্যাণদেবঃ কমনীয়দেবো বা ভবসি বরুণ যস্য তে সপ্তসিন্ধবঃ ॥ ২ ॥

সুদেবো অসি বরুণ—হে বরুণ, ত্বং (তুমি) সুদেবঃ ভবসি ; সুদেবঃ—কল্যাণদেবঃ (কল্যাণকারী দেবতা), বা (অথবা) কমনীয়দেবঃ (কমনীয় দেবতা) ; যস্য তে সপ্তসিন্ধবঃ (যে তোমার সপ্তসিন্ধু, অর্থাৎ যে তুমি এই সপ্তসিন্ধু বা সপ্তনদীর প্রভু) ।

সিন্ধুঃ স্রবণাৎ ॥ ৩ ॥

সিন্ধুঃ ('সিন্ধু' শব্দ) স্রবণাৎ ('স্রু' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন) । গত্যর্থক 'স্রু' ধাতু হইতে 'সিন্ধু' শব্দের নিষ্পত্তি ; সিন্ধু স্রুত অর্থাৎ গত বা প্রবাহিত হয় ।

যস্য তে সপ্ত স্রোতাংসি তানি তে কাকুদমনুক্ষরন্তি কল্যাণোর্ম্মি স্রোতঃ সুষিরমনু যথা ॥ ৪ ॥

যস্য তে সপ্ত স্রোতাংসি (যে তোমার সাতটি স্রোত বা নদী), তানি তে কাকুদমনুক্ষরন্তি (তাহারা তোমার কাকুদে অর্থাৎ তালুতে অনুক্ষণ প্রবাহিত হইতেছে), কল্যাণোর্ম্মি স্রোতঃ (শোভন অর্থাৎ বৃহৎ তরঙ্গবিশিষ্ট স্রোত) সুষিরম্ অনু যথা (যেরূপ সুষিরে অর্থাৎ নগরোদকনিঃসরণভূমিতে বা নালায় প্রবাহিত হয়) । সূর্ম্যাং—কল্যাণোর্ম্মি স্রোতঃ—'সূর্ম্মি' (সু+ঊর্ম্মি) শব্দের উত্তর ছান্দসত্বাৎ যৎ ;[3] সুষিরাম্ ইব—সুষিরম্ অনু যথা—'সুষিরা' শব্দ এবং 'সুষির' শব্দ একার্থক ।

---

১ । সুষিরাং নগরোদকনিঃসরণভূমিম্ (দুঃ) ।

২ । যথা গঙ্গাদ্যেবমাদ্যা অন্তরিক্ষনদ্যঃ (কঃ বাঃ) ; যথা নামাসি, ত্রিককুব্জা নামাসি, অক্ষপাদী নামাসি, মেষপাদী নামাসি, বর্শবতী নামাসি পুরস্তাদক্ষা নামাসি—ইতি সিন্ধুনত উচ্যন্তে সংস্থেতাঃ (দুঃ) ।

৩ । ছান্দসত্বাৎ যপ্রত্যয়ঃ (কঃ বাঃ) ।

বীরিটং তৈটীকিরন্তরিক্ষমেবমাহ পূর্ব্বং বয়তেরুত্তরমীরতের্বয়াংসীরন্ত্যস্মিন্ ভাংসি বা ॥ ৫ ॥

তৈটীকিঃ (আচার্য্য তৈটীকি) বীরিটং ('বীরিট' শব্দকে) এবম্ (এই ভাবে) অন্তরিক্ষম্ আহ (অন্তরিক্ষবাচক বলিয়া প্রতিপাদন করেন)—পূর্ব্বং ('বি' এই প্রথমার্দ্ধ) বয়তেঃ ('বী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), উত্তরং ('ঈরিট' এই উত্তরার্দ্ধ) ঈরতেঃ ('ঈর' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), বয়াংসি (পক্ষিগণ) অস্মিন্ (ইহাতে) ঈরন্তি (বিচরণ করে), ভাংসি বা ঈরন্তি (অথবা গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থসকল বিচরণ করে)।

'বীরিট' শব্দ অনবগত এবং অনেকার্থক। আচার্য্য তৈটীকির মতে 'বীরিট' শব্দের অর্থ অন্তরিক্ষ। তিনি বলেন—'বি' শব্দ গত্যর্থক 'বী' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, ইহার অর্থ পক্ষী; 'ঈরিট' শব্দ গত্যর্থক 'ঈর' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, ইহার অর্থ বিচরণকারী। এই দুই শব্দের যোগে 'বীরিট' শব্দের নিষ্পত্তি হইয়াছে; ইহার অর্থ—পক্ষী বিচরণকারী যাহাতে অর্থাৎ অন্তরিক্ষ; পক্ষিসমূহ অন্তরিক্ষেই বিচরণ করে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অথবা, 'ভাস্' শব্দ ও 'ঈরিট' শব্দের যোগেও 'বীরিট' শব্দের নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে; 'ভাস্' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইলেও ভাষ্যকার ক্লীবলিঙ্গে ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাংসি অর্থাৎ গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থসমূহ বিচরণকারী যাহাতে এই ব্যুৎপত্তিতেও বীরিট=অন্তরিক্ষ—চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহ এবং নক্ষত্রসমূহ অন্তরিক্ষেই বিচরণ করে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। বয়তেঃ—এই পদের দ্বারা ভাষ্যকার 'বী' ধাতুরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যদিও 'বী' ধাতুর পদ 'বেতি'; ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন—বিরিতি শকুনিনাম বেতের্গতিকর্ম্মণঃ (নিরু ২।৬)। গত্যর্থক 'ঈর' ধাতুর প্রথম পুরুষে বহুবচনের পদ 'ঈরতে'; ভাষ্যকার 'ঈরন্তি' পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। কোন কোন পুস্তকে 'উত্তরমিরতের্বয়াংসীরন্ত্যস্মিন্' এইরূপ পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। 'ভাংসি বা' এইস্থলে 'ভান্তি বা' এইরূপ পাঠও কোন কোন পুস্তকে আছে। তৈটীকি প্রদর্শিত ব্যুৎপত্তি ভাষ্যকারের অভিমত বলিয়া মনে হয় না, কারণ, তিনি অন্যপ্রকার ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন (পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদের তৃতীয় সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)। সেই ব্যুৎপত্তি বলে 'বীরিট' শব্দের অর্থ 'মরুদ্গণ'ও হইতে পারে; ইহাতেই 'বীরিট' শব্দের অনেকার্থতা।

তদেতস্যামৃচ্যুদাহরন্তি, অপি নিগমো ভবতি ॥ ৬ ॥

এতস্যাম্ ঋচি (এই ঋকে অর্থাৎ যে ঋক্‌টি উদ্ধৃত হইতেছে তাহাতে) তৎ উদাহরন্তি (আচার্য্যগণ 'বীরিট' শব্দের অবস্থান বা প্রয়োগ প্রদর্শন করেন); অপি নিগমো···। 'অপি নিগমো ভবতি'—এই অংশ বহু পুস্তকে নাই; বস্তুগত্যা এই স্থলে ইহার কোন সার্থকতাও দেখা যায় না।

॥ সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

প্রবাবৃজে সুপ্রয়া বর্হিরেষামা বিশ্‌পতীব বীরিট ইয়াতে।
বিশামক্তোরুষসঃ পূর্ব্বহূতৌ বায়ুঃ পূষা স্বস্তয়ে নিযুত্বান্ ॥ ১ ॥

(ঋ ৭।৩৯।২, শুক্ল-যজুঃ ৩৩।৪৪)

এষাম্ (এই যজমানগণের) সুপ্রয়াঃ (সুখাভিগমনযোগ্য) বর্হিঃ (কুশ) প্রবাবৃজে (আস্তীর্ণ হইয়াছে); বীরিটে (অন্তরিক্ষে) [অবস্থিত] বিশ্‌পতী ইব[1] (সর্ব্বপালক) নিযুত্বান্ (নিযুৎসংজ্ঞক অশ্বসমন্বিত) বায়ুঃ (বায়ু) [চ] (এবং) পূষা (পূষা) বিশাং (প্রজাগণের) স্বস্তয়ে (মঙ্গলার্থ) অক্তোঃ (রাত্রি অবসানে)[2] উষসঃ (উষার আগমনকালে)[3] পূর্ব্বহূতৌ (পূর্ব্বকালীন আহ্বান প্রাপ্ত হইয়া) আ ইয়াতে (এয়াতে—আগমন করিতেছেন)।

সুপ্রয়াঃ বর্হিঃ প্রবাবৃজে (প্রবৃজ্যতে)—সুখগমনযোগ্য বর্হি আস্তীর্ণ হইয়াছে অর্থাৎ যেরূপ বর্হিতে দেবতারা সুখে আগমন করেন তাদৃশ বর্হি আস্তীর্ণ হইয়াছে।[4] বর্হিরেষামা বিশ্‌পতীব বীরিট ইয়াতে—বর্হিঃ এষাম্ আ বিশ্‌পতীব বীরিটে ইয়াতে; 'আ' উপসর্গ এবং 'ইয়াতে' ক্রিয়া ব্যবহিত (পাঃ ১।৪ ৮২)। বিশ্‌পতী—দ্বিবচন; বায়ু এবং পূষার বিশেষণ।

প্রবৃজ্যতে সুপ্রায়ণং বর্হিরেষামেয়াতে সর্ব্বস্য পাতারৌ বা পালয়িতারৌ বা ॥ ২ ॥

প্রবাবৃজে = প্রবৃজ্যতে (আস্তীর্ণ হয়);[5] সুপ্রয়াঃ—সুপ্রায়ণম্ (সুখগমনযোগ্য);[6] আ + ইয়াতে—এয়াতে (আগমন করেন)।

বিশ্‌পতী—সর্ব্বস্য পাতারৌ পালকৌ বা (সর্ব্বপাতা অথবা সর্ব্বপালক); 'পাতারৌ' এবং 'পালকৌ' একার্থক, ভিন্ন ভিন্ন ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মাত্র।[7] সর্ব্বস্য পাতারৌ বা পালকৌ বা এয়াতে—এইরূপ ব্যাখ্যা করায় 'ইব' শব্দ যে পদপূরণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা ব্যক্ত হইল।

বীরিটমন্তরিক্ষং ভিয়ো বা ভাসো বা ততিঃ ॥ ৩ ॥

বীরিটম্ অন্তরিক্ষম্ (বীরিট—অন্তরিক্ষ); ভিয়ঃ বা ভাসঃ বা ততিঃ (ভয়ের অথবা জ্যোতির বিস্তৃতিস্থান)।

১। ইব শব্দ পাদপূরণার্থে; ইব পাদপূরণঃ (দুঃ)।
২। রাত্র্যা অপগমে সতি (দুঃ)।
৩। উষসঃ আগমনকালে (দুঃ)।
৪। সুপ্রয়াঃ সুপ্রায়ণম্, যং সুখমভিগচ্ছন্তি দেবতাঃ প্রাস্তীর্ণে তস্মিন্ (দুঃ)।
৫। প্রবৃজ্যতে প্রচ্ছিদ্যতে (উবট), প্রস্তীর্যতে (মহীধর)।
৬। সুপ্রগমনম্ (দুঃ), সুপ্রয়াঃ শোভনং প্রয়ঃ প্রগমনং প্রস্তরণং যস্য তৎ সুপ্রয়ঃ দীর্ঘস্থান্দসঃ (মহীধর)।
৭। ধাতুদ্বয়মৈর্থকত্বম্ (দুঃ)।

'অন্তরিক্ষ' অর্থে 'বীরিট' শব্দের ব্যুৎপত্তি তৈটীকির মতে প্রদর্শিত হইয়াছে ; ভাষ্যকারের মতে এই ব্যুৎপত্তি অন্যপ্রকার। ভী+'তন্' ধাতু হইতে অথবা ভাস্+'তন্' ধাতু হইতে 'বীরিট' শব্দের নিষ্পত্তি করিলেও ইহার অর্থ অন্তরিক্ষ হইতে পারে। 'তন্' ধাতু বিস্তারার্থক ; অন্তরিক্ষে ভী অথবা ভয়ের এবং ভাস্ অথবা' গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতির ততি বা বিস্তৃতি আছে—অন্তরিক্ষ নিরালম্বন, সকলেরই ইহা হইতে ভয়ের উদ্রেক হয়[১] এবং অন্তরিক্ষ গ্রহনক্ষত্রাদির জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়[২] (ভী-তনন = বীরিট ; অথবা, ভাস্তনন = বীরিট)।

অপি বোপমার্থে স্যাৎ সর্ব্বপত্তী ইব রাজানৌ, বীরিটে গণে মনুষ্যাণাম্ ॥ ৪ ॥

অপি বা উপমার্থে স্যাৎ (বিশ্‌পত্নী ইব—এই স্থলে 'ইব' শব্দের অর্থ উপমার্থেও করা যাইতে পারে); তাহা হইলে, বিশ্‌পত্নী ইব—সর্ব্বপত্নী ইব রাজানৌ (সর্ব্বপতি রাজদ্বয়ের ন্যায়), বীরিটে—গণে মনুষ্যাণাম্ (মনুষ্যগণমধ্যে)।

বিশ্‌পত্নী ইব—এই স্থলে 'ইব' শব্দের পদপূরণার্থে গ্রহণ না করিয়া উপমার্থেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এতৎপক্ষে 'বীরিট' শব্দের অর্থ হইবে মনুষ্যগণ ; মনুষ্যগণও ভী-তনন অর্থাৎ মনুষ্যগণ হইতে সর্ব্বপতি রাজগণেরও ভয়ের কারণ আছে।[৩] 'বিশ্‌পত্নী ইব বীরিটে,' ইহার অর্থ হইবে—মনুষ্যগণ মধ্যে অবস্থিত সর্ব্বপতি রাজদ্বয়ের ন্যায় [বায়ু ও পূষা আগমন করিতেছেন]।

রাত্র্যা বিবাসে পূর্ব্বস্যামভিহূতৌ বায়ুশ্চ নিয়ুত্বান্ পূষাচ স্বস্ত্যয়নায় ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—রাত্র্যাঃ (রাত্রির) ;—'বিবাসে' পদ অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে ; রাত্র্যাঃ বিবাসে (রাত্রির অবসান হইলে)। পূর্ব্বহূতৌ—পূর্ব্বস্যাম্ অভিহূতৌ (পূর্ব্বকালীন আহ্বানে)। বায়ুঃ পূষা স্বস্তয়ে নিয়ুত্বান্—বায়ুশ্চ নিয়ুত্বান্ পূষা চ স্বস্তয়ে ; স্বস্তয়ে—স্বস্ত্যয়নায় (নিয়ুত্বান্ অর্থাৎ নিয়ুৎসংজ্ঞক অশ্ববিশিষ্ট বায়ু এবং পূষা সকলের মঙ্গল বিধানের জন্য) ; 'নিয়ুত্বান্' পদ দূরস্থ হইলেও বায়ুর সহিতই ইহার সম্বন্ধ—পূষার সহিত সম্বন্ধ নাই ; কারণ, নিয়ুৎ বায়ুরই অশ্বের নাম[৪] (পরবর্ত্তী সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।

নিয়ুত্বান্ নিয়ুতোঽস্যাশ্বাঃ, নিয়ুতো নিযমনাদ্বা নিযোজনাদ্বা ॥ ৬ ॥

নিয়ুত্বান্—বায়ু ; ইহার কারণ—অস্য অশ্বাঃ (বায়ুর যে অশ্ব বা বাহক তাহারা) নিয়ুতঃ (নিয়ুৎসংজ্ঞক); নিয়ুতঃ ('নিয়ুৎ' শব্দ) নিযমনাৎ বা নিযোজনাৎ বা (নি+'যম্' ধাতু হইতে অথবা নি+'যুজ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

১। অন্তরিক্ষং নিরালম্বনত্বাৎ সর্ব্ব এব বিভেতি (দুঃ)।

২। অথবা ভাসোঽত্র নক্ষত্রাদীনাং তন্যন্তে (দুঃ)।

৩। বৃহদ্রেভ্যো যতো হি তস্মাত্তত্রাপি তদ্ভয়ম্ (সেঃ রাঃ)।

৪। নিয়ুতোবায়োঃ—ইত্যেতস্মাৎ কারণাৎ বিপ্রকৃষ্টোঽপি নিয়ুত্বচ্ছব্দো বায়ুশব্দেনৈব সংযোজিতো ভাষ্যকারেণ, নহি পূষ্ণো নিয়ুদ্ভিঃ সম্বন্ধোঽস্তি (দুঃ)।

বায়ুর অশ্ব বা বাহনসমূহের নাম নিযুৎ (নিঘ ১।১৫)—এই জন্যই বায়ু নিযুত্বান্ ('নিযুৎ' আছে যাহার)। নি+'যম্' ধাতু হইতে অথবা নি+'যুজ' ধাতু হইতে 'নিযুৎ' শব্দের নিষ্পত্তি—অশ্ব সারথিকর্তৃক নিয়মিত বা সংযমিত হয়, অথবা রথে নিযুক্ত বা সংযুক্ত হয়।[১]

অচ্ছাভেরাপ্তুমিতি শাকপূণিঃ ॥ ৭ ॥

অচ্ছ ('অচ্ছ' শব্দ) অভেঃ ('অভি' শব্দের অর্থে প্রযুক্ত হয়), আপ্তুম্ ইতি শাকপূণিঃ (আচার্য্য শাকপূণি মনে করেন যে, ইহার অর্থ—আপ্তুম্ অর্থাৎ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত)।

'অচ্ছ' শব্দ নিপাত বলিয়া অনেকার্থ এবং অনবগতসংস্কার; এই জন্যই এই প্রকরণে উপন্যস্ত হইয়াছে।

পরীংসীমিতি ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ৮ ॥

'পরি' 'ঈম্' 'সীম্'—এই নিপাতত্রয়ের ব্যাখ্যা পূর্ব্বে করা হইয়াছে (নির্ ১।৩, ১।৭, ১।৯ দ্রষ্টব্য); অনেকার্থত্বনিবন্ধন এই প্রকরণে উপন্যস্ত হইয়াছে।

এনমেনাম্ অস্যা অস্যেত্যেতেন ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৯ ॥

'অস্যাঃ' এবং 'অস্য' পদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে (নির্ ৪।২৫); এই দুইটি পদের সহিত 'এনম্' ও 'এনাম্' এই দুই পদের সাধর্ম্য আছে—ইহারা সকলেই 'ইদম্' শব্দের পদ। কাজেই 'অস্যাঃ' এবং 'অস্য' এই দুই পদের ব্যাখ্যা দ্বারাই 'এনম্' এবং 'এনাম্' এই দুই পদেরও ব্যাখ্যা করা হইল—যে অবস্থায় 'অস্যাঃ' এবং 'অস্য' পদের প্রথমাদেশ ও অন্বাদেশ হয় এবং উদাত্তত্ব ও অনুদাত্তত্ব হয়, ঠিক সেই অবস্থায়ই 'এনম্' এবং 'এনাম্' পদেরও প্রথমাদেশ এবং অন্বাদেশ হইবে এবং উদাত্তত্ব অনুদাত্তত্ব নির্ণীত হইবে।

সৃণিরঙ্কুশো ভবতি সরণাৎ ॥ ১০ ॥

সৃণিঃ অঙ্কুশঃ ভবতি ('সৃণি' শব্দের অর্থ অঙ্কুশ অর্থাৎ দাত্র বা কাস্তে) সরণাৎ ('সৃ' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)।

'সৃণি' শব্দ অনবগত, ইহার অর্থ অঙ্কুশ (দাত্র বা কাস্তে); গত্যর্থক 'সৃ' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি—অঙ্কুশ শস্যপর্ব্বে সৃত বা গত হয়। 'অঙ্কুশ' শব্দের অর্থ হস্তিতাড়নদণ্ড অর্থাৎ ডাঙ্গশও হইতে পারে; ঈদৃশ অঙ্কুশবাচী 'সৃণি' শব্দও 'সৃ' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন—অঙ্কুশ হস্তিমস্তকে সৃত বা গত হয়।[২]

১। তে নিয়মাতে নিযোজ্যাতে হি রথে (দুঃ)।
২। সরতি গচ্ছত্যসৌ হস্তিশিরসি (দুঃ)।

অঙ্কুশোঽঞ্চতেরাকুচিতো ভবতীতি বা ॥ ১১ ॥

অঙ্কুশঃ ('অঙ্কুশ' শব্দ) অঞ্চতেঃ ('অঞ্চ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন), বা (অথবা আকুচিতঃ ভবতি (কুটিলভাবাপন্ন হয়) ।

প্রসঙ্গতঃ 'অঙ্কুশ' শব্দেরও নির্বচন প্রদর্শন করিতেছেন। গত্যর্থক 'অঞ্চ' ধাতু হইতে ইহার নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—অঙ্কুশ (দাত্র বা কাস্তে) শস্যকর্তনে অঞ্চিত বা গত হয়; অথবা, আ+কৌটিল্যার্থক 'কুচ্' ধাতু হইতেও ইহার নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে—অঙ্কুশ (দাত্র বা কাস্তে) কুটিল বা বক্রভাবাপন্ন। হস্তিতাড়নরও বা ডাঙ্গশ অর্থে প্রযুক্ত 'অঙ্কুশ' শব্দও 'অঞ্চ্' অথবা আ+'কুচ' ধাতু হইতেই নিষ্পন্ন—ঈদৃশ অঙ্কুশ হস্তিমস্তকে অঞ্চিত বা গত হয়;[1] অথবা, ঈদৃশ অঙ্কুশও অগ্রভাগে কুটিল বা বক্রভাবাপন্ন।[2]

'নেদীয় ইৎ সৃণ্যঃ পক্বমেয়াৎ' (ঋ ১০।১০১।৩; শুক্ল-যজুঃ ১২।৬৮)

ইত্যপি নিগমো ভবতি ॥ ১২ ॥

নেদীয়ঃ ইৎ (অন্তিকতম শস্য) সৃণ্যঃ (দাত্র বা কাস্তের দ্বারা গ্রহণ বা কর্তনের পূর্বেই) পক্বম্ (পক্ব হইয়া) এয়াৎ (আগত হউক)।

গৃহসমীপস্থ শস্য পক্ব হউক, দাত্র বা কাস্তের দ্বারা যেন শস্য কর্তন করিতে হয় না, হাতে হাতেই যেন আমরা সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারি, ইহাই ঋষির প্রার্থনা। 'সৃণি' শব্দের নিগম প্রদর্শিত হইল; সৃণ্যঃ—'সৃণি' শব্দের পঞ্চমীর একবচন।

অন্তিকতমমঙ্কুশাদায়াৎপক্বমৌষধমাগচ্ছত্বিত্যাগচ্ছত্বিতি ॥ ১৩ ॥

অন্তিকতমম্ ঔষধম্ (অতিসমীপবর্তী যবাদি শস্য) অঙ্কুশাদায়াৎ (অঙ্কুশ বা দাত্রের দ্বারা গ্রহণ বা কর্তনের পূর্বেই) পক্বম্ (পক্ব হইয়া) আগচ্ছতু (আগত হউক) ইতি (ইহাই অর্থ), আগচ্ছতু ইতি।

নেদীয়ঃ—অন্তিকতমম্ ঔষধম্ (অতি সমীপবর্তী ঔষধ অর্থাৎ যবাদি শস্য), সৃণ্যঃ= অঙ্কুশাদায়াৎ (অঙ্কুশের দ্বারা আদায় বা গ্রহণের পূর্বে অর্থাৎ কাস্তের দ্বারা কর্তন করিবার পূর্বে)।[3] 'আগচ্ছতু ইতি'—ইহার দুইবার প্রয়োগ হইয়াছে অধ্যায়পরিসমাপ্তিসূচনার্থ।

॥ অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ॥

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

১। অঞ্চতীত্যসৌ গচ্ছতি হস্তিশিরসি (দুঃ)।

২। স হ্যান্তিমুখেন কুটিলীকৃতো ভবতি (দুঃ)।

৩ অঙ্কুশাদায়াৎ অঙ্কুশাকর্ষণাৎ প্রাগেব দাত্রলবনাদিত্যর্থঃ (কঃ বাঃ); দাত্রাকর্ষণাৎ প্রাক্ (দুঃ)।